॥ श्रीहरिः ॥

1662

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत (बँगला)

গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

আদিলীলা

মধ্যলীলা

অন্ত্যলীলা

—o—

॥ শ্রীহরিঃ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদিলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মঙ্গলাচরণ

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥ ১

অন্বয়—গুরূন্ (গুরুগণকে) ; **ঈশভক্তান্** (ঈশ্বরের ভক্তগণকে—শ্রীবাসাদিকে) ; **ঈশাবতারকান্** (ঈশ্বরের অবতারগণকে—শ্রী অদ্বৈতাচার্যাদিকে) ; **তৎপ্রকাশান্** (ঈশ্বরের প্রকাশকগণকে—শ্রীনিত্যানন্দাদিকে) ; **তচ্ছক্তীঃ** (ঈশ্বরের শক্তিসমূহকে—শ্রীগদাধরাদিকে) ; **চ** (এবং) ; **কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং** (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক) ; **ঈশং** (ঈশ্বরকে) ; **বন্দে** (বন্দনা করি)।

অনুবাদ—আমি দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণকে বন্দনা করি, শ্রীবাসাদি ঈশ্বরের ভক্তগণ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ঈশ্বরের অবতারগণ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ ঈশ্বরের প্রকাশকগণ, শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রমুখ ঈশ্বরের শক্তিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক স্বয়ং ঈশ্বরকে বন্দনা করি।

তাৎপর্য—প্রথম শ্লোকে স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের বন্দনার সঙ্গে গুরুগণেরও বন্দনা করা হয়েছে। কারণ গুরুদেব প্রসন্ন হলেই ভগবান প্রসন্ন হন। আবার গুরু কৃপা লাভ হলেও ভক্তের কৃপা যদি লাভ করা যায়, তাহলেই ভগবৎকৃপা সুলভ হয়। শ্রীভগবান বলছেন 'অহং ভক্তপরাধীনঃ', সুতরাং তিনি সতত ভক্তের অধীন। তাই ভক্তগণ যাঁকে কৃপা করতে ইচ্ছুক, ভগবান তাঁকেই কৃপা করেন। এইজন্য ভগবদ্‌ভক্ত-বৃন্দের কৃপালাভের অভিপ্রায়ে ভক্তগণেরও বন্দনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দ-বন্দনা

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ ২

অন্বয়—গৌড়োদয়ে (গৌড়-দেশরূপ উদয় পর্বতে) ; **সহোদিতৌ** (একই কালে সমুদিত) ; **পুষ্পবন্তৌ** (চন্দ্র-সূর্য) ; **চিত্রৌ** (আশ্চর্য) ; **শন্দৌ** (মঙ্গলপ্রদ) ; **তমোনুদৌ** (অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশক) ; **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ** (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং নিত্যানন্দকে) ; **বন্দে** (বন্দনা করি)।

অনুবাদ—গৌড়-দেশরূপ উদয় পর্বতে একই কালে আবির্ভূত সূর্যচন্দ্রের ন্যায় আশ্চর্য, পরম মঙ্গলদাতা ও অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি।

তাৎপর্য—এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দেরও বন্দনা করা হয়েছে। এই শ্লোকটিকে বিশেষ বন্দনাত্মক মঙ্গলাচরণ বলা হয়েছে ; কারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপত কোনো ভেদ

নেই, তাঁরা একই— '**একই স্বরূপ—দুই ভিন্ন মাত্র কায়।** ১।৫।৪॥ **দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ।** ১।৫।১৫৩॥'

বস্তুনির্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণ

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥ ৩

অন্বয়—উপনিষদি (উপনিষদে) ; **যৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম** (যাহা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম) ; **তদপি** (তিনিও—সেই ব্রহ্মও) ; **অস্য** (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) ; **তনুভা** (অঙ্গজ্যোতি) ; **আত্মান্তর্যামী যঃ পুরুষঃ** (যে পুরুষ অন্তর্যামী আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা) ; **ইতি সঃ অস্য অংশবিভবঃ** (তিনি ইঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশরূপ বিভূতি) ; **ইহ যঃ ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণঃ ভগবান, অয়ং স স্বয়ম্** (যিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান ইনিই স্বয়ং তিনি) ; **ইহ** (এই) ; **জগতি** (জগতে) ; **চৈতন্যাৎ** (চৈতন্যরূপী) ; **কৃষ্ণাৎ** (কৃষ্ণ হইতে) ; **পরং** (শ্রেষ্ঠতর) ; **পরতত্ত্বং ন** (শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নাই)।

অনুবাদ—উপনিষদ্ যাঁকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনিও এঁর (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গজ্যোতি। যোগশাস্ত্রে যোগিগণ যে পুরুষকে অন্তর্যামী আত্মা (পরমাত্মা) বলেন, তিনিও এঁরই আংশিক বিভূতি। এমনকী তত্ত্ববিচারে যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলা হয়, তিনিও স্বয়ং ইনিই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অভিন্ন স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা পরতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছু নেই।

তাৎপর্য—সাধনপন্থা সাধারণত তিন প্রকার—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। জ্ঞানমার্গের সাধকেরা নির্বিশেষ ব্রহ্মকে পরতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলেন। যোগমার্গের সাধকেরা পরমাত্মার ধ্যান করেন ও পরমাত্মাকেই পরতত্ত্ব বলেন। ভক্তিমার্গের সাধকেরা ভক্তির দ্বারা ভগবানের ভজনা করেন। এই মার্গের সাধকদের দৃষ্টিতে অসমোর্ধ্বমাধুর্য দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পরতত্ত্ব।

আশীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ

বিদগ্ধমাধবে (১।২)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ ৪

অন্বয়—চিরাৎ (বহুকাল পর্যন্ত) ; **অনর্পিতচরীং** (পূর্বে যাহা অর্পণ করা হয়নি) ; **উন্নতোজ্জ্বলং রসাং** (উন্নত এবং উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রসময়ী) ; **স্বভক্তিশ্রিয়ং** (নিজের ভক্তি-সম্পত্তি) ; **সমর্পয়িতুং** (দান করিবার জন্য) ; **কলৌ** (কলিযুগে) ; **করুণয়া** (কৃপাবশত) ; **অবতীর্ণঃ** (অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই) ; **পুরটসুন্দর-দ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ** (স্বর্ণ হইতেও অতি সুন্দর দ্যুতি সমন্বিত) ; **শচীনন্দনঃ হরিঃ** (শচীনন্দনরূপী শ্রীহরি) ; **সদা বঃ হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু** (আপনাদের হৃদয়রূপ গুহায় সর্বদা প্রকাশিত হউন)।

অনুবাদ—বহুকাল পর্যন্ত পূর্বে যা অর্পণ করা হয়নি, সেই উন্নত-উজ্জ্বল রসময়ী নিজস্ব ভক্তি-সম্পদ দান করবার জন্য যিনি কৃপা করে এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বর্ণ থেকেও অতি উজ্জ্বল দ্যুতিসম্পন্ন সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি আপনাদের হৃদয়-কন্দরে সর্বদা প্রকাশিত হোন।

তাৎপর্য—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের ন্যায় বহু বহুকাল পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তি-সম্পত্তি দান করেননি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক কল্পে (অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে) একবার জগতে অবতীর্ণ হন। যে দ্বাপরে তিনি ব্রজে অবতীর্ণ হয়ে রাসলীলাদি প্রকাশ করেন, ঠিক তার পরবর্তী কলিতেই তিনি শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়ে অতি সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম বা ভক্তিসম্পত্তি (ব্রজপ্রেম) দান করেন। কিন্তু তার পরে এবং বর্তমান কলির পূর্বে এই সুদীর্ঘকাল সেরূপ প্রেমভক্তি আর দান করেননি। পুনরায় এই কলিতে সেই লুপ্তপ্রায় উন্নত-উজ্জ্বল রসময়ী শৃঙ্গার বা মধুর ভাবসম্পন্ন প্রেমভক্তি

কলিহত জীবের মধ্যে বিতরণের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্বক শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দররূপে অবতীর্ণ হলেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিতরিত বস্তুকে উন্নত এবং উজ্জ্বল রস বলা হল কেন ? উন্নত অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ রস হল মধুর রস। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে চার ভাবের ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করেছেন, যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ব্রজবাসিজনের শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধির গাঢ়তা অনুযায়ী প্রীতিবিধানের উৎকণ্ঠাও তীব্র থেকে তীব্রতম হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের একান্ত আপন-জন, কিন্তু তাঁদেরও মমতা-বুদ্ধির তারতম্য আছে। তাই দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে, বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে মমতা-বুদ্ধির তীব্রতা বেশি, শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদনচমৎকারিতা এবং প্রেমবশ্যতাও বেশি। এই কারণে দাস্য অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর ভাব উন্নত। মধুর রসের আর একটি নাম শৃঙ্গার রস। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—**'সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।'** ১।৪।৪০ এবং **'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।'** ২।৮।৬৯॥ আর ভক্ত কেবল প্রেমের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদন করতে পারেন। সুতরাং দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরভাবেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষতা। এই উন্নত উজ্জ্বল রস অর্থাৎ শ্রেষ্ঠবস্তু সকলকে দান করবার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন।

বস্তু-নির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মূল প্রয়োজন
শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি-ভুবি পুরা-দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ ৫

অন্বয়—**রাধা** (শ্রীরাধিকা) ; **কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ** (কৃষ্ণপ্রণয়ের বিকার স্বরূপ) ; **হ্লাদিনী শক্তিঃ** (শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি) ; **অস্মাৎ** (এই হেতু) ; **তৌ** (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে) ; **একাত্মানৌ** (স্বরূপত একাত্মা বা অভিন্ন) ; **অপি** (হইয়াও) ; **ভুবি** (গোলোকে) ; **পুরা দেহভেদং গতৌ** (অনাদিকাল হইতেই ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছেন) ; **তদ্দ্বয়ং ঐকং আপ্তং** (সেই দুইজন একত্র প্রাপ্ত হইয়া) ; **রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং** (শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তির দ্বারা সুশোভিত) ; **অধুনা প্রকটং** (সম্প্রতি প্রকটিত) ; **চৈতন্যাখ্যং** (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক) ; **কৃষ্ণস্বরূপং** (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে) ; **নৌমি** (নমস্কার করি)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণপ্রণয় স্বরূপা শ্রীরাধিকা হলেন শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি, স্বরূপত উভয়ে একাত্মা বা অভিন্ন হয়েও অনাদিকাল থেকে গোলোকে ভিন্ন দেহ ধারণ করে রয়েছেন। তাঁদের একত্বরূপে শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তিতে সুশোভিত হয়ে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে আমি প্রণাম করি।

তাৎপর্য—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িকা শক্তির নাম হ্লাদিনী-শক্তি। হ্লাদিনী-শক্তির ঘনীভূত বিলাসই প্রেম, আর প্রেমের ঘনীভূততম রূপ হল মহাভাব। প্রেমসার-মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি। শ্রীমতি রাধিকা মহাভাব-স্বরূপিণী বলে তাঁকে কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি বলা হয়েছে।

আবার রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কোনো ভেদ নেই। তাঁরা একাত্মা। কিন্তু লীলারস আস্বাদনের জন্য তাঁরা পৃথক দেহ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলার ধাম শ্রীগোলোকে অনাদিকাল অবস্থান করছেন। এখন এই কলিযুগে সেই দুই দেহ এক আত্মা একদেহে অবস্থান করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে বিরাজিত। তাই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর হয়ে এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণই নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন।

বস্তু-নির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মূল প্রয়োজন

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ ৬

অন্বয়—শ্রীরাধায়াঃ (শ্রীরাধার) ; **প্রণয়মহিমা** (প্রেমের মাহাত্ম্য) ; **কী দৃশঃ বা** (কেমনই বা) ; **যেন** (যার দ্বারা) ; **অনয়া এব** (ইঁহা দ্বারাই অর্থাৎ কেবল শ্রীরাধা দ্বারাই) ; **আস্বাদ্যঃ** (আস্বাদনীয়) ; **মদীয়ঃ** (আমার) ; **অদ্ভুতমধুরিমা** (অতি আশ্চর্য মাধুর্য) ; **কীদৃশঃ বা** (না জানি কীরূপ) ; **চ** (এবং) ; **মদনুভবতঃ** (আমাকে অনুভব বা আস্বাদন করিয়া) ; **অস্যাঃ** (এই শ্রীরাধার) ; **সৌখ্যং** (সুখ) ; **কীদৃশং বা** (কীরূপই বা) **ইতি লোভাৎ** (এই বিষয়ে লোভবশত) ; **তদ্ভাবাঢ্যঃ** (শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া) ; **শচী গর্ভ সিন্ধৌ** (শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে) ; **হরীন্দুঃ** (হরি অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ চন্দ্র) ; **সমজনি** (আবির্ভূত হইলেন)।

অনুবাদ—শ্রীরাধার প্রেমের মাহাত্ম্য কেমন, যার দ্বারা শ্রীরাধা আমার অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কীরূপ এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখই বা কীরূপ —এই তিনটি বিষয়ে লোভ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেই শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে শচীদেবীর গর্ভ-সমুদ্রে আবির্ভূত হলেন।

তাৎপর্য—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করে ব্রজলীলায় অনাস্বাদিত শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য, আপন অদ্ভুত-মাধুর্য এবং স্বমাধুর্য আস্বাদনে রাধারানির সুখের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে আবির্ভূত হলেন। প্রেমবুভুক্ষু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রেমধনে ধনী প্রেমবিলাসিনী প্রেমসেবিকা শ্রীমতি রাধিকার কাছে 'শিষ্য নট' বা শিক্ষার্থী মাত্র। শ্রীমতি রাধিকা তাঁর 'প্রেমগুরু'। তাই ব্রজলীলায় রাধারানির সুদুর্লভ প্রেমসুখ তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) আস্বাদন করতে পারেননি। সেই অভাব পূরণার্থে নবদ্বীপ লীলায় রাধাভাবকান্তি নিয়ে পূর্ণ ভগবান নবরূপে পূর্ণ হয়ে আবির্ভূত হলেন।

শ্রী নিত্যানন্দতত্ত্ব

(৭ নং শ্লোক থেকে ১১ নং শ্লোক পর্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব)

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামং শরণং মমাস্তু॥ ৭

অন্বয়—সঙ্কর্ষণঃ (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের দ্বিতীয় ব্যূহ বা দেহ সংকর্ষণ) ; **কারণতোয়শায়ী** (কারণবারিশায়ী প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু) ; **গর্ভোদশায়ী** (দ্বিতীয় পুরুষাবতার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী সহস্রশীর্ষা পুরুষ) ; **পয়োব্ধিশায়ী** (তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু) ; [**শেষঃ চ** (অনন্তদেবও) ; **এতে** (ইঁহারা সকলে)] ; **যস্য অংশকলাঃ** (যাঁহার অংশ ও অংশাংশ)[ক] ; **সঃ** (সেই) **নিত্যানন্দাখ্যরামঃ** (শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরাম) ; **মম শরণং অস্তু** (আমার আশ্রয় হউন)।

অনুবাদ—সংকর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী প্রথম পুরুষাবতার শ্রীমহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু, তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীঅনন্তদেব —এঁরা যাঁর অংশ-কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি বা তিনি আমার আশ্রয় হোন।

তাৎপর্য—চিন্ময় রাজ্য এবং মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে কারণ-সমুদ্র অবস্থিত। অনন্ত এই কারণ-সমুদ্র চিন্ময় জলে পূর্ণ। মহাপ্রলয়ের শেষে পরব্যোমস্থ সংকর্ষণ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইচ্ছায় নিজের এক অংশে কারণ-সমুদ্রে শায়িত আছেন। সংকর্ষণের এই অংশই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অর্থাৎ প্রথম পুরুষাবতার শ্রীমহাবিষ্ণু। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হলেন পরব্যোমস্থ সংকর্ষণের অংশ ; আর পরব্যোমস্থ

[ক] অংশের অংশকে কলা বলা হয়।

সংকর্ষণ হলেন শ্রীনিত্যানন্দের অংশ। ফলে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হলেন শ্রীনিত্যানন্দের অংশের অংশ বা কলা।

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ৮

অন্বয়—মায়াতীতে (মায়াতীত — মায়ার পর-পারে অর্থাৎ মায়া যেখানে যেতেই পারে না) ; **পূর্ণৈশ্বর্য্যে** (ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ) ; **ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে** (সর্বব্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে) ; **শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে** (বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে) ; **যস্য** (যাঁহার) ; **সঙ্কর্ষণাখ্যং** (সংকর্ষণনামক) ; **রূপং উদ্ভাতি** (স্বরূপ প্রকাশিত) ; **তং শ্রীনিত্যানন্দরামং** (সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামকে) ; **প্রপদ্যে** (আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ—মায়াতীত ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ও সর্বব্যাপী বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ মধ্যে যিনি দ্বিতীয় ব্যূহ শ্রীসংকর্ষণস্বরূপে প্রকাশিত, আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি।

মায়াভর্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং
শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ৯

অন্বয়—অজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ (যাঁহার অঙ্গ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয়) ; **সাক্ষাৎ মায়াভর্তা** (যিনি মায়ার সাক্ষাৎ প্রভু বা অধীশ্বর) ; **কারণাম্ভোধিমধ্যে শেতে** (তিনি কারণসমুদ্রমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন) ; **অসৌ** (সেই) ; **আদিদেবঃ** (আদি অবতার) ; **শ্রীপুমান্** (পুরুষ) ; **যস্য একাংশ** (যাঁহার একটি অংশ) ; **তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে** (সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামকে আমি আশ্রয় করি।)

অনুবাদ—যাঁর অঙ্গ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয়, যিনি মায়ার সাক্ষাৎ অধীশ্বর এবং যিনি কারণসমুদ্রে শায়িত আছেন, সেই আদি-অবতার প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু যাঁর একটি অংশ, আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দ-নামক বলরামকে আশ্রয় করি।

তাৎপর্য—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তি হল শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি ; জীবশক্তির অন্য নাম তটস্থাশক্তি এবং মায়াশক্তিকে বলে জড়শক্তি বা বহিরঙ্গশক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বা ইঙ্গিতে শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীবলরামই কারণার্ণবশায়ীরূপে মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করে সৃষ্টিকার্য পরিচালন করেন। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই হলেন মায়ার অধীশ্বর। সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দৃষ্টি দ্বারাই মায়াতে সৃষ্টিকারিণীশক্তি সঞ্চারিত করেন এবং তাঁরই শক্তির ফলে মায়ার সহায়তায় সৃষ্টি হয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ নিজ দেহে ধারণ করেন। **'পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে। ১।৫।৬২॥'** এই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী। ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের মধ্যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সর্বপ্রথম সৃষ্টিকার্য শুরু করেছিলেন বলে তাঁকে আদিদেব বা আদি-অবতার বলা হয়েছে।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১০

অন্বয়—লোক-সঙ্ঘাতনালং (চতুর্দশ-ভুবনের লোকসমূহে যে পদ্মের নালসদৃশ) ; **যন্নাভ্যব্জং** (যাঁহার নাভিপদ্ম) ; **লোকস্রষ্টুঃ ধাতুঃ সূতিকাধাম** (লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার জন্মস্থান) ; [সঃ] **শ্রীলগর্ভোদশায়ী যস্য অংশাংশ** (সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশের অংশ) ; **তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে** (সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামকে আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ—চতুর্দশ ভুবনের লোকসমূহ যে পদ্মের নালস্বরূপ, যাঁর নাভিপদ্ম লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার জন্মস্থান,

সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি।

তাৎপর্য—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক অংশে প্রবেশ করেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে তিনি যেরূপে থাকেন, সে রূপকেই বলে গর্ভোদশায়ী পুরুষ। এই গর্ভোদশায়ী পুরুষ কারণার্ণবশায়ী পুরুষের অংশ বলে সংকর্ষণেরই অংশের অংশ অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দেরই অংশের অংশ। ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিজের ঘর্মজলে অর্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করে সেখানেই তিনি শয়ন করেন বলে ইনি গর্ভোদশায়ী পুরুষ। শয়নকালে তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্মের উদ্ভব হয় ; ওই পদ্মে জীবস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার জন্ম বলে ওই পদ্মকে ব্রহ্মার সূতিকাধাম বলা হয়েছে। চতুর্দশ-ভুবনের লোকসমূহ ওই পদ্মের নালে বা ডাঁটায় অবস্থান করে। [চতুর্দশ ভুবন হল—পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল—এই সপ্ত পাতাল। আর ভূর্লোক (ধরণী), ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক এবং সত্যলোক—এই সপ্ত লোক। শ্রীমদ্ভাগবত ২।১।২৬-২৮।]

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১১

অন্বয়—**অখিলানাং** (সমস্ত ব্যষ্টি জীবের) ; **পরাত্মা** (অন্তর্যামী পরমাত্মা) ; **পোষ্টা** (পালনকর্তা) ; **দুগ্ধাব্ধিশায়ী** (ক্ষীরোদশায়ী) ; **বিষ্ণুর্ভাতি** (বিষ্ণুরূপে বিরাজিত) ; **যস্য অংশাংশাংশঃ** (যাঁহার অংশের অংশের অংশরূপে) ; **ক্ষৌণীভর্তা** (যিনি মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন) ; **সঃ অনন্তঃ অপি যৎকলা** (সেই অনন্তদেবও যাঁহার কলা) ; **তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে** (সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামকে আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ—যিনি সকল ব্যষ্টি জীবের পরমাত্মা ও সমস্ত জগতের পালনকর্তা, সেই ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ এবং যিনি নিজ মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, সেই অনন্তদেবও যাঁর কলা বা আবেশ-অবতার—আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের আশ্রয় গ্রহণ করি।

তাৎপর্য—ব্রহ্মার ব্যষ্টি জীব (পৃথক পৃথক জীব) সৃষ্টির পর, গর্ভোদশায়ী পুরুষ নিজ অংশে প্রত্যেক জীবের মধ্যে এক এক রূপে প্রবেশ করেন। প্রতিটি জীবের মধ্যে এই স্বরূপই প্রতিটি জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। পদ্মের নাল বা ডাঁটায় চতুর্দশ ভুবনের অন্তর্গত যে ধরণী আছে, সেখানে ক্ষীরোদ-সমুদ্রে তিনি শায়িত থাকেন বলে তাঁকে ক্ষীরোদশায়ী বলা হয়। ইনি গর্ভোদশায়ীর অংশ বলে শ্রীনিত্যানন্দ রামের (বলরামের) অংশের অংশের অংশ।

গুণাবতার এই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু চতুর্ভুজ। অধর্মের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্যই ইনি যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতাররূপে জগৎকে রক্ষা করেন। ক্ষীরোদশায়ীকে তৃতীয় পুরুষও বলা হয়। এই তৃতীয় পুরুষাবতারই আবার অনন্ত বা শেষরূপে নিজ মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। **'সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরয়ে ধরণী।'** ১।৫।১০০॥ অনন্তদেব তৃতীয় পুরুষাবতারেরই এক রূপ বলে তাঁকেও শ্রীনিত্যানন্দরামের কলা বলা হয়েছে।[ক] এই অনন্তদেবই হলেন তৃতীয় পুরুষের আবেশাবতার। **'বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত। এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত।'** ২।২০।৩০৮॥

পরবর্তী দুই শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব বলা হয়েছে।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥ ১২

অন্বয়—**জগৎকর্তা** (জগতের সৃষ্টিকর্তা) ; **যঃ মহাবিষ্ণুঃ** (যে মহাবিষ্ণু) ; **মায়য়া** (মায়ার দ্বারা) ; **অদঃ সৃজতি** (ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন) ; **তস্য** (তাঁহার) ; **অবতারঃ এব** (অবতারই) ; **অয়ং ঈশ্বরঃ অদ্বৈতাচার্যঃ**

[ক]অংশের অংশকে যেমন কলা বলে, কলার অংশকেও তেমনি কলাই বলে।

(এই ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য)।

অনুবাদ—জগতের সৃষ্টিকর্তা যে মহাবিষ্ণু মায়ার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তাঁর অবতারই এই ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য।

তাৎপর্য—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হলেন মহাবিষ্ণু। তিনি দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়াতে শক্তি সঞ্চার করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন ; এজন্য তাঁকে জগৎকর্তা বলা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটি শক্তিই আছে। মহাবিষ্ণুর এই ক্রিয়াশক্তি-প্রধান অংশই শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সেই মহাবিষ্ণুর অবতার। এটাই শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব। মহাবিষ্ণু ঈশ্বর ; তাই তাঁর অবতার বলে শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বর।

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে॥ ১৩

অন্বয়—**হরিণা** (শ্রীহরির সহিত) ; **অদ্বৈতাৎ** (দ্বৈতভাবশূন্য অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া) ; **অদ্বৈতং** (যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত) ; **ভক্তিশংসনাৎ আচার্যং** (ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া যিনি আচার্য নামে খ্যাত) ; **তং ভক্তাবতারং ঈশং** (সেই ভক্তাবতার ঈশ্বর) ; **অদ্বৈতাচার্যং আশ্রয়ে** (শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ—শ্রীহরি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন বলে যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত এবং কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করেন বলে যিনি আচার্য নামে খ্যাত, সেই ভক্তাবতার ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের আমি আশ্রয় গ্রহণ করি।

তাৎপর্য—শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অবতার অর্থাৎ **স্বাংশ** বা নিজের অংশ। আবার মহাবিষ্ণু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের **স্বাংশ** ; তাই অদ্বৈতও শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্নতাবশত অর্থাৎ দ্বৈতভাবশূন্যতা হেতু তাঁর নাম অদ্বৈত। আর আচার্যের কর্তব্য হল উপদেশ প্রদান। শ্রীঅদ্বৈত জগতে কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করেছেন বলে তিনি আচার্য নামে খ্যাত। আবার তিনি নিজে ঈশ্বর হয়েও ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন বলে তাঁকে ভক্তাবতার বলা হয়েছে।

ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥ ১৪

অন্বয়—**ভক্তরূপস্বরূপকং** (ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র) ; **ভক্তাবতারং** (ভক্ত অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র) ; **ভক্তাখ্যং** (ভক্তনামক শ্রীবাসাদি এবং) ; **ভক্তশক্তিকং** (ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধরাদি) ; **পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং নমামি** (এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি)।

অনুবাদ—ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি এবং ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি।

তাৎপর্য —ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমন দ্বাপরে পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তেমনই পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকটিত হয়েছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ রূপ ব্যতীত নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বিলাস, অবতার, ভক্ত ও শক্তি—এই চার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই চার রূপে চার তত্ত্ব এবং স্বয়ংরূপ একতত্ত্ব—এই পঞ্চতত্ত্বই মূলত একতত্ত্বের অভিব্যক্তি। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যই মূলতত্ত্ব। নবদ্বীপলীলায় স্বয়ংরূপ যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে ভক্তভাব অঙ্গীকার করে হয়েছেন ভক্তরূপ। অপর চার রূপ হলেন—(১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ শ্রীবলদেবনামক শ্রীমন্ নিত্যানন্দ—যিনি ভক্তস্বরূপ, (২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপ শ্রীসদাশিবনামক শ্রীঅদ্বৈত—যিনি ভক্তাবতার, (৩) ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি এবং (৪) ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও শ্রীনিত্যানন্দ দুইজন প্রভু বলে খ্যাত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁদের সকল রূপের বন্দনা অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের বন্দনার মাধ্যমে এই চোদ্দ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত হল।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ ১৫

অন্বয়—পঙ্গোঃ (পঙ্গু অর্থাৎ গতিশক্তিহীন) ; **মন্দমতে** (মন্দবুদ্ধি) ; **মম গতী** (আমার একমাত্র গতি যাঁহারা) ; **মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ** (যাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্বস্ব) ; **সুরতৌ** (সেই পরমদয়ালু) ; **রাধামদনমোহনৌ জয়তাং** (শ্রীরাধা ও শ্রীমদনমোহন জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ—আমি পঙ্গু অর্থাৎ গতিশক্তিহীন এবং মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ; যাঁরা আমার একমাত্র গতি এবং যাঁদের শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্বস্ব, সেই পরমদয়ালু একমাত্র শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জয়যুক্ত হোন।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ ১৬

অন্বয়—দীব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ (পরম-শোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নীচে) ; **শ্রীমদ্-রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ** (পরম সুন্দর রত্নমন্দির মধ্যস্থ সিংহাসনে অবস্থিত) ; **প্রেষ্ঠালীভিঃ** (প্রিয় সখীগণ কর্তৃক) ; **সেব্যমানৌ** (পরিসেবিত) ; **শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ স্মরামি** (শ্রীমতি রাধা ও শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি)।

অনুবাদ—পরম শোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নীচে পরম-সুন্দর রত্নমন্দির মধ্যস্থ রত্নসিংহাসন অবস্থিত প্রিয় সখীগণ কর্তৃক সেবিত শ্রীমতি রাধা এবং শ্রীলগোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥ ১৭

অন্বয়—বেণুস্বনৈঃ (বেণুধ্বনি দ্বারা) ; **গোপীঃ কর্ষন্** (যিনি গোপীগণকে আকর্ষণ করেন) ; **বংশীবটতটস্থিতঃ** (বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত) ; **রাসরসারম্ভী** (রাসরস প্রবর্তক) ; **শ্রীমান্ গোপীনাথঃ** (সর্বার্থ পরিপূর্ণ সেই গোপীনাথ) ; **নঃ শ্রিয়ে অস্তু** (আমাদের কুশল বিধান করুন)।

অনুবাদ—বেণুধ্বনিদ্বারা যিনি গোপীগণকে আকর্ষণ করেন, বংশীবটমূলে অবস্থিত রাসরস-প্রবর্তক ও সর্বার্থ পরিপূর্ণ সেই গোপীনাথ আমাদের কুশল বিধান করুন।

তাৎপর্য—গ্রন্থকার শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় প্রথম চোদ্দটি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করার পরেও উপরোক্ত তিনটি শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথের বন্দনা করেছেন। এই শ্লোক তিনটি ইষ্ট বন্দনাত্মক হলেও মঙ্গলাচরণের অন্তর্ভুক্ত করেননি।

গোস্বামী শাস্ত্রমতে ভজনের রীতি হিসাবে প্রথমে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন এবং তারপরে সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন করতে হয়। অর্থাৎ গৌরলীলায় ডুব দিতে পারলে ব্রজলীলা আপনিই স্ফুরিত হয়। কবিরাজ গোস্বামী তাই নবদ্বীপের ভাবে আবিষ্ট হয়েই যেন মঙ্গলাচরণ লিখেছেন। তাই শ্রীশ্রীগৌরলীলা স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলাকথাও স্ফুরিত হয়েছে। নানাবিধ সেই অপ্রাকৃত লীলা স্ফুরণের ফলেই লীলার দ্যোতক শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথের বন্দনা করেছেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এ তিন ঠাকুর[ক] গৌড়িয়াকে[খ]
করিয়াছেন আত্মসাথ।[গ]

[ক]এ তিন ঠাকুর—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথ।

[খ]গৌড়িয়াকে—গৌড়দেশবাসী অর্থাৎ বাঙালিকে।

[গ]করিয়াছেন আত্মসাথ—সেবকরূপে অঙ্গীকার করেছেন। শ্রীমদনমোহনদেবের সেবা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রকাশিত, শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর প্রকাশিত এবং শ্রীগোপীনাথদেবের সেবা শ্রীপাদ মধুপণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীমধুপণ্ডিত এঁরা সকলেই গৌড়দেশবাসী। শ্রীমদনমোহনাদি তাঁদের সেবা অঙ্গীকার করে সকল গৌড়দেশবাসীকেই সেবকরূপে অঙ্গীকার করেছেন এবং শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথের চরণ বন্দনা করছেন।

এ তিনের চরণ বন্দো।
তিনে মোর নাথ ॥ ২
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ[ক]।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান—তিনের স্মরণ ॥ ৩
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ[খ] ॥ ৪
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তু-নির্দেশ, আশীর্বাদ আর নমস্কার ॥ ৫
আদি দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার।
সামান্য-বিশেষরূপে দুইত প্রকার ॥ ৬
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দেশ।
যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥ ৭
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্বাদ[গ]।
সর্বত্র মাগিয়ে[ঘ] কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥ ৮
সেই শ্লোকে[ঙ] কহি বাহ্য-অবতার-কারণ[চ]।
পঞ্চ-ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন[ছ] ॥ ৯
এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব।

[ক]মঙ্গলাচরণ—মঙ্গলজনক আচরণ ; বিঘ্নবিনাশ, অভীষ্টপূরণ ও নির্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য ইষ্ট বন্দনাদি-রূপ মঙ্গলাচরণ করা হয়। গুরুবর্গের স্মরণ, বৈষ্ণবের স্মরণ ও শ্রীভগবানের স্মরণই ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ।

[খ]বাঞ্ছিত পূরণ—অভীষ্টসিদ্ধি, গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের চরণ স্মরণ করলে সকল বাধা-বিঘ্ন দূর হয় এবং নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

[গ]জগতে আশীর্বাদ—জগতের সকল লোকের মঙ্গল-কামনা।

[ঘ]সর্বত্র মাগিয়ে—সকলের প্রতিই পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রসন্ন হোন।

[ঙ]সেই শ্লোকে—চতুর্থ শ্লোকে।

[চ]বাহ্য অবতার-কারণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারের বাহ্য কারণ বা গৌণকারণ, নাম- প্রেম প্রচার গৌণ কারণ।

[ছ]মূল প্রয়োজন—অবতারের মুখ্য বা প্রধান কারণ।

ব্রজলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে তিন বাসনা অপূর্ণ ছিল, সেই তিন বাসনা পূরণই মুখ্য কারণ।

আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥ ১০
আর দুই শ্লোকেতে অদ্বৈত তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ১১
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তহি মধ্যে[জ] কহি সব বস্তু-নিরূপণ ॥ ১২
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার ॥ ১৩
সকল বৈষ্ণব শুন করি এক মন।
চৈতন্য-কৃষ্ণের[ঝ] শাস্ত্রমত নিরূপণ[ঞ] ॥ ১৪
কৃষ্ণ গুরু ভক্তিশক্তি অবতার প্রকাশ।
কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥[ট] ১৫
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ১৬
মন্ত্রগুরু[ঠ] আর যত শিক্ষাগুরুগণ[ড]।
তাঁ সবার আগে করি চরণ বন্দন ॥ ১৭
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ ১৮
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তা সভার পাদ পদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ১৯

[জ]তহি মধ্যে—তার মধ্যে অর্থাৎ চতুর্দশ শ্লোকের মধ্যে।

[ঝ]চৈতন্য-কৃষ্ণের—শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

[ঞ]শাস্ত্রমত নিরূপণ—শাস্ত্রের মত বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিরূপণ।

[ট]শ্রীকৃষ্ণ ছয়রূপে—গুরুতত্ত্বরূপে, ভক্ততত্ত্বরূপে, শক্তিতত্ত্বরূপে, অবতারতত্ত্বরূপে এবং প্রকাশতত্ত্বরূপে—এই ছয় রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন।

[ঠ]মন্ত্রগুরু—দীক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু একজনের বেশি হতে পারেন না।

[ড]শিক্ষাগুরু—শিক্ষাগুরু অনেকেই হতে পারেন। যাঁর নিকটে ভজন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও শিক্ষা লাভ করা যায় তিনিই শিক্ষাগুরু।

ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান[ক]।
তাঁ সভার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম॥ ২০
অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অংশ-অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার॥ ২১
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ[খ]।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দোঁ, মুঞি যাঁর দাস॥ ২২
গদাধর পণ্ডিতাদি[গ] প্রভুর নিজশক্তি[ঘ]।
তাঁ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি॥ ২৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু স্বয়ং ভগবান্[ঙ]।
তাঁহার পদারবিন্দে[চ] অনন্ত প্রণাম॥ ২৪
সাবরণে[ছ] প্রভুরে[জ] করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেঁহো যৈছে—করি সে বিচার॥ ২৫

[ক]শ্রীবাস প্রধান—ভগবানের ভক্তদের মধ্যে শ্রীবাসই যাঁদের মধ্যে প্রধান; শ্রীবাসাদি ভগবদ্ভক্তগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

[খ]স্বরূপ প্রকাশ—স্বরূপের আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব বিশেষ।

[গ]গদাধর পণ্ডিতাদি—ব্রজলীলায় শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরী-আদি নবদ্বীপলীলার উপযোগী স্বরূপে প্রকটিত হয়েছেন। যেমন—রায় রামানন্দ, ইনি ব্রজের বিশাখা; শ্রীরূপ গোস্বামী, ইনি ব্রজের শ্রীরূপ মঞ্জরী। এঁরা সকলেই প্রভুর স্বরূপ শক্তি বা নিজ শক্তি।

[ঘ]প্রভুর নিজশক্তি—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি আবার তিন প্রকার—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। এই চিচ্ছক্তি সর্বদা স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলে একে স্বরূপ শক্তিও বলে। শ্রীগদাধর পণ্ডিত তত্ত্বত এই স্বরূপ শক্তি। গদাধর পণ্ডিত পূর্বলীলায় প্রেমরূপা শ্রীরাধা ছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় গৌরবল্লভ শ্রীগদাধর পণ্ডিত। শ্রীগদাধর গৌরসুন্দরের প্রেয়সী শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি।

[ঙ]স্বয়ং ভগবান্—অন্য নিরপেক্ষ ভগবান; যিনি কোনো বিষয়ে অন্য কারো অপেক্ষা রাখেন না। যাঁর ভগবত্তা থেকে অন্যের ভগবত্তার উদ্ভব, তিনিই স্বয়ং ভগবান।

[চ]পদারবিন্দ—পাদপদ্ম।

[ছ]সাবরণে—আবরণের সঙ্গে অর্থাৎ সপরিবারে।

[জ]প্রভুরে—শ্রীমন্মহাপ্রভুকে।

যদ্যপি আমার গুরু[ঝ] চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ ২৬

[ঝ]গুরু—গুরু দুই প্রকার—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তম ভক্ত; এটাই দীক্ষাগুরুর স্বরূপ বা তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত হলেও, শিষ্য তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বা আবির্ভাব বলেই মনে করবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধের শ্লোকে বলা হয়েছে—'আচার্যকে (গুরুকে) শ্রীকৃষ্ণ বলেই জানবে, কখনো তাঁর অবমাননা করবে না; মনুষ্য-বুদ্ধিতে কখনো তাঁর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করবে না; কারণ গুরু সর্বদেবময়।' সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন মনে করাই উচিত। তবে অর্চন বিধির ক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করে তারপর আমার পূজা করবে; এরূপ যে করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগে অনুরাগ লাভ করতে পারে; অন্যথা তার সমস্তই নিষ্ফল হয়।' (হ.ভ.বি. ৪।১৩৪) প্রথমে গুরুপূজা, তারপর কৃষ্ণপূজার ভগবান নির্দেশিত এই বিধি থেকেই বোঝা যায়, গুরু ও কৃষ্ণ স্বরূপত এক নন। তবে শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণ বলে মনে করার যে আদেশ, তার তাৎপর্য হল—শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের মতোই পূজ্য। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব প্রিয়তমাংশ ও পূজ্যতমাংশে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু স্বরূপাংশে পৃথক। ফলে শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ নন, কৃষ্ণের প্রকাশও নন। কারণ, কৃষ্ণ কখনো একাধিক থাকতে পারেন না, কিন্তু গুরু অনেক। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপও শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ নবকিশোর, নটবর, গোপবেশ, বেণুকর। তাই শ্রীগুরুদেব যদি স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশই হতেন, তাহলে শ্রীগুরুদেবের আকারও শ্রীকৃষ্ণের মতোই হত।

কিন্তু তত্ত্বত শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত হলেও শিষ্য তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ বলেই মনে করবেন। মনে রাখতে হবে, শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি অপরাধজনক। কারণ, তিনি ভগবানের অনুগ্রহ-শক্তির ও গুরুশক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত (ভক্তিভাব প্রাপ্ত)। কেবল শ্রীগুরুদেবের যোগেই ভগবানের গুরুশক্তি শিষ্যের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়ে শিষ্যকে কৃতার্থ করে থাকেন। ফলে শ্রীগুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই। একমাত্র ভগবানই গুরুশক্তির মূল আশ্রয়, তিনিই সমষ্টি গুরু। তাই দীক্ষাদানকালে তাঁর প্রিয়তম ভক্তরূপ গুরুর চিত্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই তিনি

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা[ক] করেন ভক্তগণে॥ ২৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৭।২৭)

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ১৮

অন্বয়—আচার্যং (দীক্ষাগুরুকে) ; মাং বিজানীয়াৎ (আমি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই অথবা আমার প্রিয়ভক্ত বলিয়াই জানিবে) ; **কর্হিচিত ন অবমন্যেত** (কখনো তাঁহার অবমাননা করিবে না) ; **মর্ত্যবুদ্ধ্যা ন অসূয়েত** (মনুষ্যবুদ্ধিতে তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ অর্থাৎ দোষ -দৃষ্টি করিবে না) ; [যতঃ] (যেহেতু) **গুরুঃ সর্বদেবময়ঃ** (গুরুদেব সর্বদেবময়)।

অনুবাদ—ভগবান বললেন, হে উদ্ধব ! আচার্য অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) বলেই (অথবা আমার প্রিয়ভক্ত বলেই) জানবে ; কখনো তাঁর অবমাননা করবে না কিংবা মনুষ্যবুদ্ধিতে তাঁর প্রতি দোষ-দৃষ্টি করবে না ; কারণ শ্রীগুরুদেব সর্বদেবময়।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ[খ] এই দুই রূপ॥ ২৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৬)

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ১৯

অন্বয়—হে ঈশ (হে প্রভো !) ; যঃ আচার্য **চৈত্ত্যবপুষা** (যে তুমি বাহিরে গুরুরূপে উপদেশাদি দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা) ; **তনুভৃতাং** (দেহধারী মনুষ্যদিগের) ; **অশুভং বিধুন্বন** (বিষয় বাসনাদি ভক্তির প্রতিকূল সকল অশুভকে দূরীভূত করিয়া) ; **স্বগতিং ব্যনক্তি** (নিজরূপ প্রকাশ করিয়া থাক) ; **কবয়ঃ** (সর্বজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্‌গণ) ; **ব্রহ্মায়ুষাপি** (ব্রহ্মার সমান পরমায়ু পাইয়াও) ; **তব অপচিতিং নৈব উপযান্তি** (সেই তোমার উপকারের প্রত্যুপকার দ্বারা ঋণশূন্যতা প্রাপ্ত হয় না) ; **কৃতং স্মরন্ত ঋদ্ধমুদঃ** (তাঁহারা তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া পরমানন্দিত হবেন)।

অনুবাদ—উদ্ধব মহারাজ ভগবানকে বললেন—হে প্রভো ! বাইরে গুরুরূপে উপদেশাদি দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা, দেহধারী মানুষদের ভক্তির প্রতিকূল বিষয়-বাসনাদি সকল

গুরুতে বিলাস বা বিহার করেন। আর ভগবান তাঁর সেই সুদুর্লভ কৃপা নিজে সরাসরি কাউকে না দিয়ে তাঁর প্রিয়তম ভক্তের দ্বারা দান করেন। ফলে শিষ্যের নিকট শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ তুল্যই। ভগবান ভক্ত-পরাধীন বলে এবং শ্রীভগবৎকৃপা ভক্তকৃপা ব্যতীত দুর্লভ বলে গুরুশক্তির যোগে তিনি তাঁর প্রিয়তম ভক্তের যোগে বা মাধ্যমে দান করেন।

[ক]গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা—শ্রীগুরুদেবের যোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভক্তগণকে কৃপা করেন অর্থাৎ দীক্ষা দান করেন। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান হয়েই শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষাদি দানের দ্বারা কৃপা করেন বলে শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণতুল্য মনে করা হয় এবং গুরুরূপে কৃষ্ণই ভক্তগণকে কৃপা করছেন বলা হয়।

[খ]অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ—শিক্ষাগুরু অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ, এই দুই রূপে বিরাজিত। প্রতিটি জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা ; ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামীরূপে জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। ইনি শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। প্রত্যেক জীবকেই তিনি শুভাশুভ বিষয়ে ইঙ্গিত করেন। যাঁদের হৃদয় শুদ্ধ, তাঁরাই এই পরমাত্মার ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পারেন। বাইরে দীক্ষাগুরু বা অন্য ভক্তের নিকট যা শিক্ষা পেয়ে থাকে, অন্তর্যামী পরমাত্মাই তা হৃদয়ে অনুভব করিয়ে দেন। শুভাশুভ বা হিতাহিত বিষয়ের ইঙ্গিত করেন বলে এবং পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করান বলে অন্তর্যামীও শিক্ষাগুরু।

আর ভক্তশ্রেষ্ঠ হলেন উত্তম অধিকারী ভক্ত। যিনি শাস্ত্র পারঙ্গম, সূক্ষ্ম সাধন-বিচারে পুরুষার্থ নিরূপণে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই উপাস্য ও পরতত্ত্ব বলে দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হন, এরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিপূর্ণ ব্যক্তিই উত্তম অধিকারী। এমন উত্তম অধিকারী ভক্তই শিক্ষাগুরু হওয়ার উপযুক্ত। (তবে শিক্ষাগুরু একাধিক হতে পারেন কিন্তু দীক্ষাগুরু একজনই)।

অশুভকে দূরীভূত করে তুমি নিজরূপ প্রকাশ করে থাক ; সর্বজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্গণ ব্রহ্মার সমান পরমায়ু পেলেও তোমার এই উপকারের প্রত্যুপকার করে তোমার নিকটে অঋণী হতে পারেন না ; তোমার কৃত উপকার স্মরণ করে তাঁরা পরমানন্দিত হন।

তাৎপর্য—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাগুরুরূপে এবং ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে জীবকে কৃপা করেন ; এমনকি অন্তর্যামী পরমাত্মারূপেও জীবকে শিক্ষা দান করেন। জীবের বিষয় বাসনারূপ সকল অশুভকে দূরীভূত করে তার চিত্তে ভক্তিভাবের উন্মেষ ঘটান ; জীবের হৃদয়ে ভক্তিভাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ও পরিপুষ্টির ব্যবস্থাও করেন। এইভাবেই জীবের হৃদয় ভক্তির প্রভাবে সর্বদোষ শূন্য হয় এবং জীব পরমানন্দের অধিকারী হয়। ভগবানের এই মহৎ উপকারের কোনোরকম প্রতিদানই সম্ভবপর নয়, বরং ভক্ত ভগবদ্চরণে আরও ঋণী হয়ে পরমানন্দ অনুভব করেন। ভগবান ভক্তের নিকট ঋণী হন ভক্তের ভক্তির উৎকণ্ঠা আকুলতা বৃদ্ধিবশত, আর ভক্ত ভগবানের কৃপার দ্বারা ঋণী হন—উভয়ে ঋণ পরিশোধের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত অফুরন্ত আনন্দ রসাস্বাদন করেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ২০

অন্বয়—**সততযুক্তানাং** (যাঁহারা সতত আমাতে আসক্তচিত্ত) ; **প্রীতিপূর্বকং ভজতাং** (যাঁহারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজন করে) ; **তেষাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি** (তাঁহাদের সেইরূপ বুদ্ধিযোগ আমি প্রদান করি) ; **যেন তে মাং উপযান্তি** (যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ—ভগবান অর্জুনকে বলছেন—যাঁরা সতত আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে প্রীতিপূর্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁদেরকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করেন।

যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্। (ভগবান ব্রহ্মাকে স্বয়ং উপদেশ প্রদান করে যেমন অনুভব করিয়েছিলেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩০-৩৫)

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ২১

অন্বয়—**যথা** (যেমন) ; **ভগবান্** (ভগবান) ; **ব্রহ্মণে উপদিশ্য** (ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া) ; **স্বয়ং অনুভাবিতবান্** (নিজেই অনুভব করাইয়াছিলেন) : **বিজ্ঞানসমন্বিতং** (অনুভবযুক্ত) ; **পরমগুহ্যং** (ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও রহস্যতম) ; **যৎ মে জ্ঞানং** (আমাবিষয়ক যে তত্ত্বজ্ঞান) ; **ময়া গদিতং** (আমা দ্বারা কথিত সেই জ্ঞান) ; **গৃহাণ** (তুমি গ্রহণ করো) ; **সরহস্যং** (রহস্যের সহিত) ; **তদঙ্গঞ্চ** (সেই জ্ঞানের, শ্রবণাদিভক্তিরূপ সহায়কেও) ; **গৃহাণ** (গ্রহণ করে)।

অনুবাদ—ভগবান অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মাকে উপদেশ করে নিজেই অনুভব করিয়েছিলেন—

ভগবান ব্রহ্মাকে বললেন—ব্রহ্মন্! আমার সম্পর্কে পরম গোপনীয় যে তত্ত্বজ্ঞান, তা আমি তোমাকে বলছি, তুমি গ্রহণ করো। ওই জ্ঞান আমি তোমার হৃদয়ে অনুভবও করিয়ে দিচ্ছি, তাতে যে রহস্য আছে, তাও বলছি ; আর ওই জ্ঞানের যে যে সহায় আছে তাও বলছি, তুমি গ্রহণ করো।

তাৎপর্য—ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে জন্মলাভ করে ব্রহ্মা কীরূপে জগৎ সৃষ্টি করবেন বহুকাল ধরে তাই ভাবতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর কঠোর তপস্যায় নারায়ণ সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। তখন ব্রহ্মা নারায়ণের তত্ত্ব জানতে অভিলাষ করলে ভগবান কৃপাপূর্বক অত্যন্ত গোপনীয় তাঁর স্বরূপতত্ত্ব জানান। যে স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞান এবং যোগসাধনের দ্বারা জানা যায় না, একমাত্র ভক্তিদ্বারাই তাঁর সম্পূর্ণ স্বরূপটি জানা যায়। আর সেই স্বরূপতত্ত্বটি অন্তর্যামীরূপে ভগবান চিত্তে অনুভব না করিয়ে দিলে কারও পক্ষে তা অনুভব করাও সম্ভব নয়। রহস্যের আবরণে আবৃত সেই প্রেমভক্তিরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বা সহায় হল শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান। তাই সাধন-ভক্তিকে তত্ত্ব-জ্ঞানের রহস্যরূপ প্রেমভক্তির অঙ্গ বা সহায় বলা হয়।

বিজ্ঞান—অনুভব ; অনুভব একমাত্র ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ। রহস্য—সারবস্তু।

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ২২

অন্বয়—**অহং** (আমি) ; **যাবান্** (যে পরিমাণ-বিশিষ্ট) ; **যথাভাবঃ** (যে লক্ষণবিশিষ্ট) ; **যদ্রূপ গুণ কর্মকঃ** (যেমন রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট) ; **তথা এব তত্ত্ববিজ্ঞানং** (সেইরূপই যথার্থ অনুভব) ; **মদনুগ্রহাৎ তে অস্তু** (আমার অনুগ্রহে তোমার হউক)।

অনুবাদ—ভগবান ব্রহ্মাকে বললেন—'আমার যে স্বরূপ ও লক্ষণ আছে, আমার যে শ্যাম চতুর্ভুজাদি রূপ আছে, ভক্তবাৎসল্যাদি যে সমস্ত গুণ আছে, আমার যে সমস্ত রূপানুযায়িনী লীলা আছে, আমার অনুগ্রহে তার যথার্থ অনুভব তোমার হোক।'

তাৎপর্য—এই শ্লোকটি ভগবান তাঁর নিজের মুখে বলেছেন। এখানে তাঁর রূপ, গুণ, লীলাদির কথা নিজের মুখে প্রকাশ পাওয়ায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি সবিশেষ, সগুণ ও সাকার বিশিষ্ট।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ২৩

অন্বয়—**অগ্রে অহং এব আসং** (পূর্বে আমিই ছিলাম) ; **অন্যৎ যৎ সৎ অসৎ পরং ন** (অন্য যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ এবং প্রধান কারণ তাহাও ছিল না) ; **পশ্চাৎ অহং যৎ** (পরেও আমি যে) ; **এতৎ** (এই—দৃশ্যমান জগৎ) ; **চ** (এবং) ; **যঃ অবশিষ্যেত** (যাহা অবশিষ্ট থাকে) ; **সঃ অহং অস্মি** (তাহা আমি হই)।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম ; অন্য যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ এবং তার কারণ যে প্রধান (ত্রিগুণা প্রকৃতি) তা-ও আমা থেকে পৃথক ছিল না ; সৃষ্টির পরেও আমি আছি ; এই যে দৃশ্যমান জগৎ দেখছ তা-ও আমি ; প্রলয়ে যা অবশিষ্ট থাকে, তা-ও আমি।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাঽভাসো যথা তমঃ॥ ২৪

অন্বয়—**অর্থং ঋতে** (পরমার্থ বস্তু বিনা) ; **যৎ প্রতীয়েত** (যাহা প্রতীত হয়) ; **যৎ আত্মনি চ** (যাহা নিজের মধ্যে) ; **ন প্রতীয়েত** (প্রতীত হয় না) ; **তৎ আত্মনঃ মায়াং বিদ্যাৎ** (তাহাকে আমার মায়া জানিবে) ; **যথা আভাসঃ** (যেমন জ্যোতির্বিম্বের প্রতিচ্ছায়াবিশেষ) ; **যথা তমঃ** (যেমন অন্ধকার)।

অনুবাদ—ভগবান ব্রহ্মাকে বললেন—পরমার্থ বস্তু আমা বিনা অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হলেই যার প্রতীতি হয়, আবার আমার আশ্রয় ব্যতিরেকেও নিজের মধ্যে যার প্রতীতি হয় না, তাকেই আমার মায়া বলে জানবে। যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছায়া, আর যেমন অন্ধকার।

তাৎপর্য—এই শ্লোকে ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির স্বরূপের কথা বলা হয়েছে। ভগবান মায়াশক্তির প্রথম লক্ষণ বলেছেন—আমা ব্যতীত তার প্রতীতি হয় অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হলেই মায়ার প্রতীতি হয়। ভগবানের প্রতীতি বলতে ভগবানের তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধিকে বোঝায়। আর মায়ার প্রতীতি বলতে ভগবদ্‌বহির্মুখ জীব মায়াকে বা মায়ার কার্যকে সত্য বলে মনে করে। আসলে মায়ার কার্য মিথ্যাকে সত্য ভাবা, তাই অনিত্য। মায়ার আর একটি লক্ষণ হল—ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা নেই ; কিন্তু ভগবানের বাইরেই মায়ার প্রতীতি। ফলে মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি—এটাই প্রমাণিত হল।

মায়া শক্তির দুটি বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া। বহির্মুখ জীবের স্বরূপ জ্ঞানকে আবৃত করে মায়িক বস্তুতে জীবের যে আসক্তি, তাই-ই জীবমায়া। আর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ যা জগতের (প্রকৃতির) উপাদান কারণ—তাকে বলে গুণমায়া। মায়ার এই দুই বৃত্তিকে স্পষ্ট করার জন্যই ভগবান আভাসের দৃষ্টান্তে জীবমায়া এবং তমের দৃষ্টান্তে গুণমায়ার অবতারণা করেছেন।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥ ২৫

অন্বয়—**যথা মহান্তি ভূতানি** (যেরূপ মহা ভূত-সকল) ; **উচ্চাবচেষু ভূতেষু** (সর্ববিধ প্রাণিসমূহে) ; **অপ্রবিষ্টানি** (বাহিরে স্থিত) ; **অনুপ্রবিষ্টানি** (মধ্যে

প্রবিষ্ট) ; **তথা তেষু নতেষু অহং** (তেমনই সেই প্রণতগণের বা ভক্তগণের মধ্যে আমি)।

অনুবাদ—যেরূপ মহাভূত সকল সর্ববিধ প্রাণীর বাইরে ও ভিতরে অবস্থিত, তেমনি আমার চরণে প্রণত ভক্তগণের ভিতরে ও বাইরে আমি স্ফুরিত হই।

মহাভূত—ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ (জল), তেজ (অগ্নি—), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (শূন্য বা আকাশ) —এদেরকে মহাভূত বলে। প্রাণিসমূহের দেহ এই পঞ্চ মহাভূতে গঠিত।

তাৎপর্য—ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করে ভগবান নিজেও যেমন আনন্দ উপভোগ করেন, তেমনি নিজের সৌন্দর্যমাধুর্যাদি অনুভব করিয়ে ভক্তকেও তিনি আনন্দ দান করেন—এইভাবে তিনি ভক্তের ভিতরে ও বাইরে স্ফুরিত হন।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাহত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥ ২৬

অন্বয়—**অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং** (বিধি-নিষেধ-দ্বারা) ; **যৎ সর্বদা** (যাহা সকল সময়ে) ; **সর্বত্র স্যাৎ** (সকল স্থানে বিদ্যমান থাকে) ; **এতাবৎ এব আত্মনঃ** (সেই বিষয়েই আমার) ; **তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা** (তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদ্বারা); **জিজ্ঞাস্যং** (জিজ্ঞাসার যোগ্য)।

অনুবাদ—বিধি-নিষেধ দ্বারা যা সকল সময়ে সমস্ত স্থানেই বিদ্যমান থাকে, আমার তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ শ্রীগুরুর নিকটে সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করবেন।

তাৎপর্য—ভগবানের যাথার্থ্য অনুভব করাই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার মূল। ভগবানের ঐশ্বর্যলীলায় সে অনুভব পূর্ণতা পায় না। কেবল মাধুর্যই ভগবত্তার সার অর্থাৎ ভগবানের অসমোর্ধ্ব মাধুর্যের আস্বাদনেই ভগবানকে যথার্থ অনুভব করা হয়। এইভাবে ভিতরে ও বাইরে ভগবানের মাধুর্য লীলায় তাঁর যে মাধুর্যের অনুভব, তাই-ই যথার্থ ভগবদ্-অনুভব। এই অনুভব যিনি লাভ করতে ইচ্ছুক, এই অনুভব লাভের উপায় যিনি জানতে ইচ্ছুক, তিনিই ভগবানের যথার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু। কর্ম, জ্ঞান, যোগের দ্বারা নয়, কেবল ভক্তি অনুষ্ঠান দ্বারাই ভগবানকে যথার্থরূপে জানা যায়। এর জন্য কোনো দেশের নিয়ম নেই, কালের নিয়ম নেই, যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানেই ভক্তি অনুষ্ঠান করা যায়। সব মানুষই সব সময়ে এবং সমস্ত স্থানে ভগবানের নাম-গুণাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের দ্বারা ভক্তি অনুষ্ঠান করতে পারেন। একমাত্র ভক্তিই ভগবদ্-অনুভবের নিশ্চিত উপায়, কিন্তু ভগবানের মাধুর্য অনুভব কী উপায়ে সম্ভব ? ভক্তিশাস্ত্র অনুযায়ী, ভগবানের মাধুর্য অনুভবের একমাত্র উপায় হল—প্রেম। **'পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন। কৃষ্ণমাধুর্য-সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ ॥'** (২।২০।১১১)। আবার এই প্রেম লাভ করবার একমাত্র উপায় হল ভক্তি। **'সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥'** (২।১৯।১৫১)। সুতরাং নিশ্চিতরূপে বলা যায়, ভক্তি থেকে প্রেম লাভ হয় এবং প্রেমই ভগবানের মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র কারণ, আর ভক্তিই হল ভগবানের মাধুর্য আস্বাদনের বা যথার্থ ভগবদ্-অনুভবের একমাত্র উপায়।

ভক্তি আবার দুই প্রকার—ঐশ্বর্য জ্ঞানময়ী ভক্তি এবং ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবলা ভক্তি। ঐশ্বর্যজ্ঞানময়ী ভক্তির ফলে সাধক সারূপ্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠে যেতে পারেন এবং ভগবানের নারায়ণ-স্বরূপের সেবা করতে পারেন। কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞানহীনা কেবলা ভক্তিতে ব্রজপ্রেম লাভ হতে পারে এবং পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি অর্থাৎ মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবালাভ হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হল—শুদ্ধ নির্মল প্রেম। তাই ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন কেবলা-প্রেম একমাত্র শুদ্ধভক্তি থেকেই লাভ করা যায়। কারণ ভক্তি অহৈতুকী। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের বা শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ অনুভবের একমাত্র উপায় হল ভক্তি। এই ভক্তির কথাই শ্রীগুরুদেবের চরণে জিজ্ঞাস্য। এই ভক্তিই পরিণত অবস্থায় প্রেম-ভক্তিতে রূপায়িত হয় বলে সাধন-ভক্তি হল প্রেম-ভক্তির অর্থাৎ ভগবদ্-অনুভবের উপায় বা অঙ্গ। এইভাবে ভগবান তাঁর পরমগুহ্য তত্ত্ব শিক্ষাগুরুরূপে ব্রহ্মাকে শিক্ষা

দিয়েছেন।

শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ১মঃ শ্লোকঃ

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥ ২৭

অন্বয়—চিন্তামণিঃ মে সোমগিরিঃ গুরুঃ জয়তি (চিন্তামণিস্বরূপ আমার মন্ত্রগুরু সোমগিরি জয়যুক্ত হউন) ; **জয়শ্রীঃ** (শ্রীরাধা) ; **যৎপাদকল্পতরু-পল্লবশেখরেষু** (যাঁহার পদকল্পতরুর পল্লবের অগ্রভাগে) ; **লীলাস্বয়ম্বর রসং লভতে** (লীলা-স্বয়ম্বর রস অর্থাৎ উজ্জ্বল রসলীলারূপ সুখ লাভ করেন) ; **স শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ ভগবান চ শিক্ষাগুরুঃ জয়তি** (চূড়ায় শিখিপুচ্ছশোভিত শিক্ষাগুরুরূপ সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক)।

অনুবাদ—শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন—চিন্তামণিস্বরূপ আমার মন্ত্রগুরুদেব সোমগিরি জয়যুক্ত হোন। জয়লাভ করুন চূড়ায় শিখিপুচ্ছশোভিত আমার শিক্ষাগুরু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর পদযুগল কল্পতরুর সঙ্গে তুলনীয় এবং যাঁর পল্লবতুল্য শ্রীচরণ নখাগ্রে শ্রীমতি রাধিকা উজ্জ্বল রস অর্থাৎ মধুর লীলারস আস্বাদন করে থাকেন।

তাৎপর্য—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরুরূপে সমষ্টি জীব ব্রহ্মাকে যেমন উপদেশ দিয়েছিলেন এবং অন্তর্যামীরূপে সেই তত্ত্বের অনুভব করিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি অন্তর্যামীরূপে তিনি আমাদের অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবেরও শিক্ষাগুরু। সে কারণেই শ্রীল বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর শিক্ষাগুরু—সে কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করেছেন।

সোমগিরি—শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের দীক্ষাগুরুর নাম শ্রীল সোমগিরি। **চিন্তামণি**—এক প্রকার মণি—এর কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের চরণ আশ্রয় করলেও সব অভীষ্ট পূর্ণ হয়। তাই শ্রীগুরুদেবকে চিন্তামণির সঙ্গে তুলনা করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ চিত্তের অধিষ্ঠাতা অন্তর্যামী গুরুরূপে সাধারণ জীবের দৃষ্টিগোচর হন না, সেইজন্য তিনি মহান্ত স্বরূপ অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু হন। কারণ প্রতিটি জীবহৃদয়েই অন্তর্যামীরূপে তিনিই বিরাজ করেন। তাই জীবচিত্তের মলিনতা দূর করতে এবং উপদেশাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভজনে উন্মুখ করতে ভক্তশ্রেষ্ঠরূপ শিক্ষাগুরুরূপে তিনিই প্রকটিত হন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে মায়াবদ্ধ জীব তবেই ভক্তিপথে অগ্রসর হতে পারে।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি[ক] তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে[খ]।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে[গ]॥ ২৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৬।২৬)

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ ২৮

অন্বয়—[ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন] **ততঃ** (সেইহেতু) ; **বুদ্ধিমান** (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) ; **দুঃসঙ্গং** (অসৎসঙ্গ) ; **উৎসৃজ্য** (পরিত্যাগ করিয়া) ; **সৎসু** (সৎসঙ্গে) ; **সজ্জেত** (আসক্ত হইবেন) ; **সন্তঃ** (সৎব্যক্তিগণ) ; **এতস্য** (ইহারই) ; **মনোব্যাসঙ্গং** (মনের বিশেষ আসক্তি) ; **উক্তিভিঃ** (ভক্তি বিষয়ক উপদেশ বাক্য দ্বারা) ; **ছিন্দন্তি** (ছেদন করেন)।

অনুবাদ—সেই হেতু বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করে সৎসঙ্গে আসক্ত হবেন। সদ্ব্যক্তিগণই উপদেশ বাক্যদ্বারা ওই ব্যক্তির মনের বিশেষ আসক্তি (সংসারাসক্তি) ছেদন করেন।

তাৎপর্য—অসৎসঙ্গই জীবকে ভগবদ্‌বিমুখ করে। অসৎ-প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে অনাদি কাল থেকে জীবের সম্বন্ধ হেতু জীবের পক্ষে কৃষ্ণ-উন্মুখতা বড়ই কঠিন ; কারণ ভগবানের মায়াশক্তি থেকে জীবের মুক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য। একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই জীব মায়ামুক্ত হতে পারেন। ভগবান গীতায় (৭।১৪) বলেছেন—

[ক]জীবে সাক্ষাৎ নাহি—জীব সাক্ষাৎ বা দর্শন করতে পারে না।

[খ]গুরু চৈত্ত্যরূপে—গুরু অন্তর্যামীরূপে অর্থাৎ চিত্তে অধিষ্ঠিত পরমাত্মারূপে।

[গ]মহান্তস্বরূপে—ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে।

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।' ভগবৎকৃপা ব্যতীত জীব মায়ার হাত থেকে অর্থাৎ দুঃসঙ্গ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। তবে ভগবৎকৃপা আবার ভক্তকৃপা-সাপেক্ষ। তাই ভগবৎকৃপার জন্য কেবল দুঃসঙ্গ অর্থাৎ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করলেই হবে না, তার পাশাপাশি সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গও একান্ত প্রয়োজন। কারণ **'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লব মাত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়।'** তাই একমাত্র সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গের ফলেই ভগবৎকৃপা লাভ সম্ভব। সাধুগণ ব্যতীত আর কেউই মায়াবদ্ধ জীবের সংসার আসক্তি দূর করতে পারেন না। তাই সাধুসঙ্গ যেকোনো পুণ্যকর্ম, তীর্থসেবা, দেবসেবা, এমনকি শাস্ত্র জ্ঞানাদির চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২৫)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।। ২৯

অন্বয়—সতাং (সাধুদিগের) ; **প্রসঙ্গাৎ ভবন্তি** (প্রকৃষ্ট অঙ্গ হইতে হইয়া থাকে) ; **হৃৎকর্ণরসায়নাঃ** (হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিজনক) ; **মম বীর্যসংবিদঃ কথাঃ** (আমার মহিমা জ্ঞাপক কথা) ; **তজ্জোষণাৎ** (সেই কথার আস্বাদন হইতে) ; **অপবর্গবর্ত্মনি** (মুক্তির পথস্বরূপ ভগবানে) ; **আশু শ্রদ্ধা রতিঃ ভক্তিঃ** (শীঘ্র শ্রদ্ধা অনুরাগ ও প্রেমভক্তি) ; **অনুক্রমিষ্যতি** (ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়)।

অনুবাদ—ভগবান বললেন—সাধুগণের সঙ্গে প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হলে আমার বীর্যদীপ্ত মহিমা জ্ঞাপক, হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক কথা উপস্থিত হয়। সেইসব হৃদয়রঞ্জন শ্রুতিমধুর কথা আস্বাদন করে অচিরেই মুক্তির পথস্বরূপ আমাতে ক্রমশ শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য—প্রসঙ্গ—সাধারণ সঙ্গ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সঙ্গ, অর্থাৎ এই সঙ্গের ফলে সাধুর সেবা-পরিচর্যার দ্বারা তাঁর প্রীতি সম্পাদন করা হয়। তাতে সাধুর হৃদয়ে সহানুভূতি ও কৃপার উদ্রেক হয় এবং তাতেই তাঁর মুখনিঃসৃত হৃৎকর্ণ রসায়ন ভগবৎকথা উত্থাপিত হয়। শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে ওই কৃষ্ণকথা শুনতে শুনতেই সংসার-আসক্তি কমে যায় এবং হৃদয়ে ভক্তির ফলে প্রেম পর্যন্ত লাভ হতে পারে। অর্থাৎ সাধুব্যক্তির কৃপায় বা মহতের কৃপায় সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমও লাভ হতে পারে। যেহেতু সাধুব্যক্তিগণ হৃৎকর্ণরসায়ন কৃষ্ণকথা শুনিয়ে, জীবকে ভক্তিপথে অগ্রসর করান, তাই তাঁরা জীবের শিক্ষাগুরু এটাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে।

ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত[ক] তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।। ৩০

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৮)

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।। ৩০

অন্বয়—সাধবঃ মহ্যং হৃদয়ং (সাধুগণ আমার হৃদয়) ; **অহং তু সাধুনাং হৃদয়ং** (আমিও সাধুদিগের হৃদয়) ; **তে মদন্যৎ** (তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য) ; **ন জানন্তি** (জানেন না) ; **অহং অপি তেভ্যঃ মনাক্ ন জানে** (আমিও তাঁহাদিগকে ভিন্ন বিন্দুমাত্রও জানি না)।

অনুবাদ—ভগবান বলছেন, 'সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁরা আমাকে ছাড়া অন্য কিছু জানেন না, আমিও তাঁদের ছাড়া অন্য কিছু বিন্দুমাত্রও জানি না।'

তাৎপর্য—ভগবান সর্বদাই হৃদয়ে ভক্তকেই চিন্তা করেন, তাই ভক্ত সর্বদা ভগবানের হৃদয়ে বিরাজিত। তাই ভক্তকে ভগবানের হৃদয় বলা হয়েছে। এই শ্লোকে এটাও প্রমাণিত যে ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তিও সম্ভব নয়।

[ক] ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত—ভক্ত ঈশ্বরস্বরূপ ; কারণ ভক্তই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। তাই ভক্তের হৃদয়েই কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ভক্তের প্রেমে বশীভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেম-রস আস্বাদন করে নিজে আনন্দ উপভোগ করেন, আর নিজ সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি আস্বাদন করিয়ে ভক্তকেও আনন্দ দান করেন। ভক্তের হৃদয়ে তিনি সর্বদা আনন্দ উপভোগ করেন। তাই তিনি কখনো ভক্তহৃদয় ত্যাগ করতে চান না। কারণ, ভক্ত কখনো নিজের দুঃখ দৈন্যের কথা ভগবানকে জানিয়ে তাঁর সতত বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটান না।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।১০)

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ ৩১

অন্বয় —প্রভো (হে প্রভো !) ; **ভবদ্বিধাঃ** ভাগবতাঃ (আপনার ন্যায় ভগবদ্‌ভক্তগণ) ; **স্বয়ং তীর্থভূতাঃ** (নিজেরাই তীর্থস্বরূপ) ; **স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা** (নিজ হৃদয়ে অবস্থিত গদাধরের দ্বারা) ; **তীর্থানি তীর্থীকুর্বন্তি** (তীর্থসমূহকে তীর্থ করেন)।

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির বিদুরকে বললেন—হে প্রভো ! আপনার ন্যায় ভগবদ্‌ভক্তগণ নিজেরাই তীর্থস্বরূপ। নিজ হৃদয়স্থিত গদাধর ভগবানের দ্বারা তাঁরা তীর্থস্থানগুলোকে তীর্থরূপে পরিণত করেন।

তাৎপর্য—তীর্থভ্রমণ করে বিদুর যখন যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন, তখন যুধিষ্ঠির বিদুরকে এই কথাগুলো বলেছিলেন। এই শ্লোকের অর্থ হল—লোকসাধারণ নিজেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই তীর্থযাত্রা করে। কিন্তু বিদুরের মতো পরমভাগবত নিজেকে পবিত্র করার জন্য তীর্থযাত্রা করেন না, বরং তীর্থস্থানগুলি আরও পবিত্র হওয়ার জন্যই যেন তাঁদের তীর্থযাত্রা ; কারণ যাঁর স্মরণমাত্রেই জীব পবিত্র হয়ে যায়, সেই গদাধর ভগবান বিদুরের মতো পরম ভাগবতগণের হৃদয়ে সর্বদাই বিরাজমান। কিন্তু ভক্তের মনে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র অহংকার থাকে না।

সেই ভক্তগণ[ক] হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ[খ] এক, সাধকগণ[গ] আর॥ ৩১

ঈশ্বরের অবতার[ঘ] এ তিন প্রকার—
অংশ-অবতার আর গুণাবতার॥ ৩২
শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত॥ ৩৩
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।

[ক]সেই ভক্তগণ—যে ভক্তগণের হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা বিশ্রামসুখ অনুভব করেন।

[খ]পারিষদগণ—পার্ষদগণ, যাঁরা ভগবানের পরিকররূপে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তাঁদেরকে পার্ষদ ভক্ত বলে। পার্ষদ-ভক্ত আবার দুপ্রকার — নিত্য সিদ্ধ পার্ষদ আর সাধনসিদ্ধ পার্ষদ। যাঁরা অনাদি কাল থেকেই ভগবানের পরিকররূপে তাঁর লীলা-সহায়ক, যাঁদের মায়ার কবলে পতিত হয়ে সংসারে আসতে হয়নি, তাঁরাই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। আর যাঁরা কিছুকাল মায়ামুগ্ধ সংসারে থেকে, পরে ভজন প্রভাবে ভগবৎ কৃপায় ভজনে সিদ্ধিলাভ করে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করেছেন, তাঁদেরকে সাধনসিদ্ধ পার্ষদ বলে।

[গ]সাধকগণ—সাধক ভক্তগণ, যাঁরা এই সংসারে থেকে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করছেন তাঁরাই সাধক। ভক্তি-সাধনে প্রেমবিকাশের পর্যায় হল—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, ভজনে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি এবং প্রেম। এই রতি পর্যায়ে যাঁরা উন্নীত হয়েছেন, তাঁদেরকে জাত-রতি ভক্ত বলে। এই জাত-রতি ভক্তগণকেই সাধকভক্ত বলা হয়।

[ঘ]ঈশ্বরের অবতার—অবতার তিন প্রকার—অংশাবতার, গুণাবতার এবং শক্ত্যাবেশ-অবতার। যাঁরা ভগবানের স্বয়ংরূপেরই অংশ, কিন্তু স্বয়ংরূপ বা বিলাসরূপ অপেক্ষা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁকে অংশাবতার বলে। কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী এই তিন পুরুষ আর মৎস্যকূর্মাদি অবতার হল অংশাবতার।

দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী থেকে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতারূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আবির্ভূত হন। এঁদেরকে গুণাবতার বলে।

জ্ঞান শক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥

(লঘুভাগবতামৃত, ১৮)

অর্থাৎ জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির বিভাগ দ্বারা ভগবান যে সমস্ত মহত্তম জীবে আবিষ্ট হন, তাঁদেরকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলে। আবেশ আবার দুরকম। যে সমস্ত মহত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির আবেশ হয়, তাঁরা নিজেদেরকে ঈশ্বর পরতন্ত্র বলে ভাবতে থাকেন। যেমন, নারদ, সনকাদি। আর যে সমস্ত মহত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তির আবেশ হয়, তাঁরা 'আমিই ভগবান' এরকম অভিমান করে থাকেন ; যেমন—ঋষভদেবাদি। তবে শক্ত্যাবেশ অবতারে যাঁদের মধ্যে শক্তির আবেশ হয়, তাঁরা স্বরূপত ভক্ত। এইসব ভক্তের দেহে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শক্তিরূপে বিলাস করেন। যেমন —পৃথুরাজা, ব্যাসমুনি প্রমুখ।

শক্ত্যাবেশে সনকাদি[ক] পৃথু[খ] ব্যাসমুনি॥ ৩৪
দুইরূপে হয়ে ভগবানের প্রকাশ—।
একে ত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস॥ ৩৫
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ॥ ৩৬
মহিষী বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥[গ] ৩৭

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৯।২)

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥ ৩২

অন্বয়—একঃ (একাকী ভগবান) ; একেন বপুষা (একই শরীর দ্বারা) ; যুগপৎ গৃহেষু (একই সময়ে বহু গৃহে) ; পৃথক (পৃথকভাবে) ; দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয়ঃ (ষোলোহাজার রমণীকে) ; উদাবহৎ (বিবাহ করিয়াছিলেন) ; বত চিত্রম্ (ইহা বড়ই আশ্চর্যের)।

অনুবাদ—নারদ বললেন—একাকী শ্রীকৃষ্ণ একই শরীর দ্বারা একই সময়ে পৃথক পৃথক গৃহে পৃথক পৃথকভাবে ষোলোহাজার রমণীকে বিবাহ করেছিলেন, এটি বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩)

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥

[ক]সনকাদি—সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন।

[খ]পৃথু—পৃথুরাজা।

[গ]দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ একই শরীরে একই সময়ে ষোলোহাজার গৃহে ষোলোহাজার মহিষীকে পৃথক পৃথকভাবে বিবাহ করেছিলেন। এই ষোলো হাজার শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির কোনো পার্থক্য ছিল না। এই ষোলো হাজার মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ রূপ। শারদীয় মহারাসেও এক এক গোপীর পাশে একই শ্রীকৃষ্ণ এক এক মূর্তিতে এরূপেই অবস্থান করেছিলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণের পৃথক পৃথক মূর্তিতে রূপ-গুণাদির কোনো পার্থক্য ছিল না। এঁরাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমূর্তি। স্বয়ংরূপের সঙ্গে এর কোনোরূপ পার্থক্য নেই বলে একে মুখ্য প্রকাশ (আবির্ভাব) বলা হয়েছে।

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্—॥ ৩৩

শ্রীল শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন :

অন্বয়—কণ্ঠে গৃহীতানাং তাসাং (কণ্ঠদেশে আলিঙ্গিত সেই গোপীদিগের) ; দ্বয়োর্দ্বয়োঃ মধ্যে প্রবিষ্টেন (দুই দুই জনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া) ; যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন (যোগেশ্বর কৃষ্ণের দ্বারা) ; গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ (গোপীমণ্ডলে শোভিত) ; রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তঃ (রাসোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল) ; স্ত্রিয়ঃ যং স্বনিকটং মন্যেরন্ (গোপীগণ যে কৃষ্ণকে তাঁহাদের নিজ নিজ নিকটে মনে করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—গোপীমণ্ডল শোভিত রাসলীলা আরম্ভ হল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করলেন, আর প্রত্যেক গোপীই মনে করলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিকটেই বর্তমান আছেন।

তাৎপর্য—রাসোৎসব—অত্যন্ত সুখময় মুহূর্তে যে ক্রীড়াবিশেষের দ্বারা পরমাস্বাদ্য রসসমূহ প্রকাশিত ও আস্বাদিত হয়, তাই রাসোৎসব। শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ রসরূপে তিনি আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে তিনি আস্বাদক। রাসলীলায় পরম প্রেমবতী গোপীগণের সঙ্গে নৃত্য-গীত-আলিঙ্গনাদি ক্রীড়ায় তাঁদের প্রেমের বিবিধ বৈচিত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ হয়েছিল। গোপীগণ যেমন তাঁদের অসমোর্ধ্ব প্রেম-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব মাধুর্য আস্বাদন করেছেন তেমনি শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের প্রেমরস নির্যাস পূর্ণরূপে আস্বাদন করেছেন। উৎসব উপলক্ষে যেমন বিপুল সম্ভারের আয়োজন করা হয়, তেমনি রাসোৎসবেও সৌন্দর্য-মাধুর্যাদির প্রেমরস সম্ভারের বিপুল রস-বৈচিত্রী প্রকাশিত হয়েছিল।

তথাহি লঘুভাগবতামৃত পূর্বখণ্ডে (১।২১)

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্যতে॥ ৩৪

অন্বয়—**একস্য রূপস্য** (একই রূপের) ; **একদা অনেকত্র** (একই সময়ে অনেকস্থানে) ; **যা প্রকটতা** (যে আবির্ভাব) ; **সর্বথা তৎস্বরূপা এব** (তাহা সকল প্রকারেই সেই মূলরূপের তুল্যই) ; **সঃ প্রকাশঃ ইতীর্যতে** (তাহাকে প্রকাশ বলা হয়)।

অনুবাদ—একই সময়ে অনেক স্থানে আকার গুণ ও লীলায় একই বিগ্রহের যে স্ব-স্বরূপে একাধিক আবির্ভাব, তাকে প্রকাশ বলে।

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস[ক] তার নাম॥ ৩৮

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে বিলাস লক্ষণম্

স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাস ইতীর্যতে॥ ৩৫

অন্বয়—**তস্য যৎস্বরূপং** (তাঁহার—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপ) ; **বিলাসতঃ অন্যাকারং** (বিলাস বা লীলাবশত ভিন্ন আকারে) ; **প্রায়েণ আত্মসমং ভাতি** (প্রায়শ মূলস্বরূপতুল্য প্রকাশ পায়) ; **সঃ বিলাসঃ ইতি ঈর্যতে** (তাহাকে বিলাস বলিয়া থাকে)।

অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপের যে স্বরূপ লীলাবশত ভিন্ন আকারে প্রায়শ মূলস্বরূপের তুল্যরূপে প্রকাশ পায়, তাকে বিলাস বলে।

তাৎপর্য—বিলাসের আকার এবং মূলস্বরূপের আকার একরকম নয়। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, কিন্তু তাঁর বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণ চতুর্ভুজ ; শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, কিন্তু তাঁর বিলাস শ্রীবলদেব শ্বেতবর্ণ। ভগবানের বিলাসরূপে কোনো কোনো গুণ স্বয়ংরূপ অপেক্ষা কিছু কম থাকে।

যৈছে বলদেব[খ] পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥ ৩৯

[ক]বিলাস—একই স্বরূপ পৃথক আকৃতিতে যদি পৃথক ভাবে আবির্ভূত হন, তবে এই পৃথক আবির্ভাবকে বিলাস বলে।

[খ]বলদেব, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এবং বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ।

ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥ ৪০
ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্॥[গ] ৪১
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ তাঁর সম।
ভক্ত-সহিতে হয় তাঁহার আবরণ॥[ঘ] ৪২
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সভার বন্দন।
এ সভার বন্দন সর্ব শুভের কারণ॥ ৪৩

[গ]শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি আবার তিন প্রকার—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। এর মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ করেন এবং ভক্তদেরকে আনন্দ দান করেন। এই হ্লাদিনী শক্তির বিলাস আবার তিন প্রকার—ব্রজের কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ, দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ। এর মধ্যে ব্রজগোপীগণই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা এই ব্রজগোপীদের নিকট সর্বাপেক্ষা বেশি। তাই শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই প্রেয়সী গোপীগণের নিকটে নিজের ঋণের কথা স্বীকার করেছেন।

[ঘ]শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং রূপ, স্বয়ং ভগবান। তাঁর ভগবত্তা থেকেই অন্যের ভগবত্তা। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অন্য কোনো স্বরূপের অপেক্ষা রাখে না বলেই তিনি স্বয়ংরূপ। স্বদেহে ও কায়ব্যূহে (শরীরসমূহ) যেমন কোনো ভেদ নেই, তেমনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেও তাঁর প্রেয়সী ব্রজগোপীগণের ভেদ নেই। অর্থাৎ গোপীগণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই দেহসমূহ বা আবির্ভাবসমূহ। শ্রীকৃষ্ণই গোপীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি বলে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ, ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্তিবিশেষ। তাই ব্রজগোপীগণের আবির্ভাবও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবেরই অনুরূপ। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ংরূপ, তেমনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেয়সী শ্রীরাধাও শক্তির স্বয়ংরূপ অর্থাৎ তিনি মূল কান্তাশক্তি। আর অন্যান্য ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধারই কায়ব্যূহরূপ ; ফলে দ্বারকা-মহিষী ও লক্ষ্মীগণ অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণই শ্রেষ্ঠ।

নারদ, সদাশিব, বলদেবাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের আবরণ তেমনি শ্রীবাসাদি, শ্রীঅদ্বৈতাদি, শ্রীনিত্যানন্দাদি ও শ্রীগদাধরাদি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবরণ।

প্রথম শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন॥ ৪৪

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ ৩৬

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১)]

ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটিসূর্য-চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম[ক]॥ ৪৫
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব-শৈলে করিলা উদয়॥ ৪৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব জগত আনন্দ॥ ৪৭
সূর্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্মের প্রচার॥ ৪৮
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি কৈল তত্ত্ব-বস্তু[খ] দান॥ ৪৯
অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব[গ]।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা-আদি সব॥ ৫০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২)

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ৩৭

অন্বয়—মহামুনিকৃতে অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে (মহামুনিকৃত এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে) ; নির্মৎসরাণাং সতাং (নির্মৎসর সাধুগণের) ; প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ (কৈতবশূন্য অর্থাৎ কপটতাশূন্য) ; পরমঃ ধর্মঃ (সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম) ; শিবদং (মঙ্গলপ্রদ) ; তাপ-ত্রয়োন্মূলনং (ত্রিতাপনাশক) ; বাস্তবং (পরমার্থ-ভূত) ; বস্তু অত্র বেদ্যম্ (প্রকৃত তত্ত্ব ইহাতেই জ্ঞাতব্য) ; পরৈঃ (অন্যশাস্ত্রদ্বারা) ; ঈশ্বরঃ হৃদি কিংবা সদ্যঃ (ঈশ্বর হৃদয়ে কি তৎক্ষণাৎ) ; অবরুধ্যতে (অবরুদ্ধ হয়েন) ; অত্র শুশ্রূষুভিঃ (ইহাতে শ্রবণাভিলাষী) ; কৃতিভিঃ (তৎক্ষণাৎ) ; অবরুধ্যতে (কৃতি বা পুণ্যাত্মাগণের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হলেন)।

অনুবাদ—মহামুনি ব্যাসদেব রচিত এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ঈশ্বরের আরাধনারূপ সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মই নিরূপিত হয়েছে। সর্ববাণীর পরম মঙ্গলপ্রদ নির্মৎসর (আসক্তি-বিদ্বেষশূন্য) সাধুগণ এই ধর্মকেই গ্রহণ করেছেন, কারণ যে ধর্ম ফললাভের আশায় আচরিত, মোক্ষ বা মুক্তির জন্য গৃহীত, সে ধর্ম কপট বা ছল ধর্মমাত্র। ত্রিতাপনাশক এই ধর্ম কল্যাণপ্রদ এবং পরমার্থভূত বস্তু। অন্য কোনো শাস্ত্র বা ধর্মাচরণ দ্বারা কী ঈশ্বরকে তৎক্ষণাৎ লাভ করা যায় ? কিন্তু যে সকল কৃতি ভক্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করতে ইচ্ছুক, শ্রবণের সময় থেকেই তাঁদের হৃদয়ে ঈশ্বর অবরুদ্ধ হন অর্থাৎ তাঁরা তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে লাভ করেন।

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা[ঘ] কৈতব প্রধান।

[ক]দোঁহার নিজধাম— শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের অঙ্গকান্তি বা জ্যোতি। তাঁদের অঙ্গকান্তি উজ্জ্বলতায় কোটি সূর্যকেও, স্নিগ্ধতায় কোটি চন্দ্রকেও পরাজিত করত। সেই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামই কলি জীবের প্রতি কৃপা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দরূপে গৌড়দেশে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছেন।

[খ]তত্ত্ব-বস্তু—সত্যবস্তু বা নিত্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবক। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই জীবের পরমকর্তব্য— এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আর শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ত্যাগ করে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি বা মুক্তির জন্য যে বাসনা, তা-ই অজ্ঞান বা মায়া। শ্রীকৃষ্ণ সেবার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই।

[গ]কৈতব—ছলনা, কপটতা বা বঞ্চনা ; আত্মবঞ্চনা।

[ঘ]মোক্ষ বাঞ্ছা —মোক্ষলাভের বাসনা ; মোক্ষ বা মুক্তি পাঁচ প্রকার—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। এর মধ্যে প্রথম চার প্রকার মুক্তিতে উপাস্য সান্নিধ্যে পৃথক পৃথক শরীর ধারণ করে মায়াবন্ধন থেকে অব্যাহতি আছে ; কিন্তু সাযুজ্য মুক্তিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ হয়। এই

महाप्रभु Mahā Prabhu
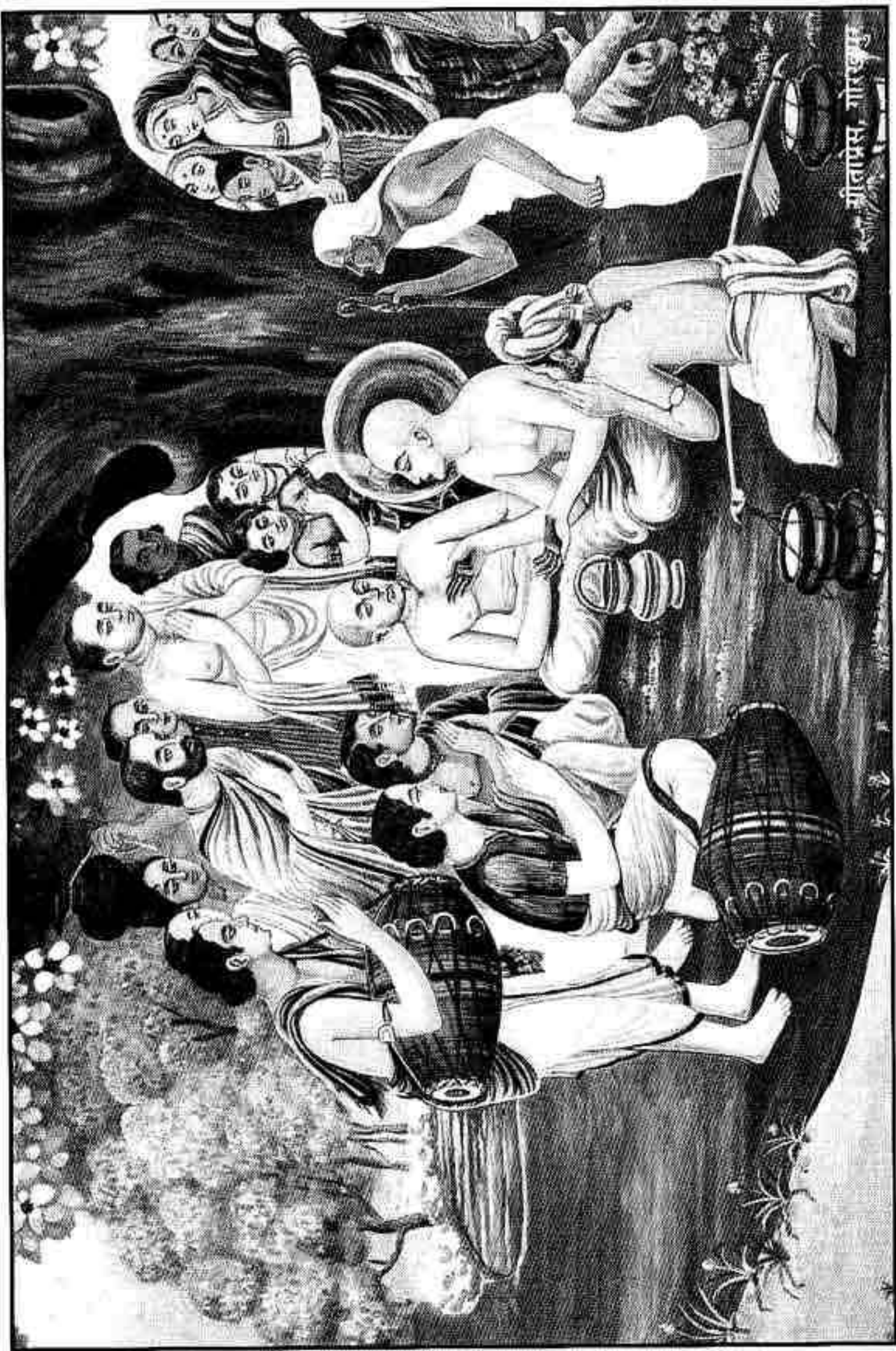
महाप्रभुका संन्यास-ग्रहण

Initiation of Mahā Prabhu for Saṁnyāsa
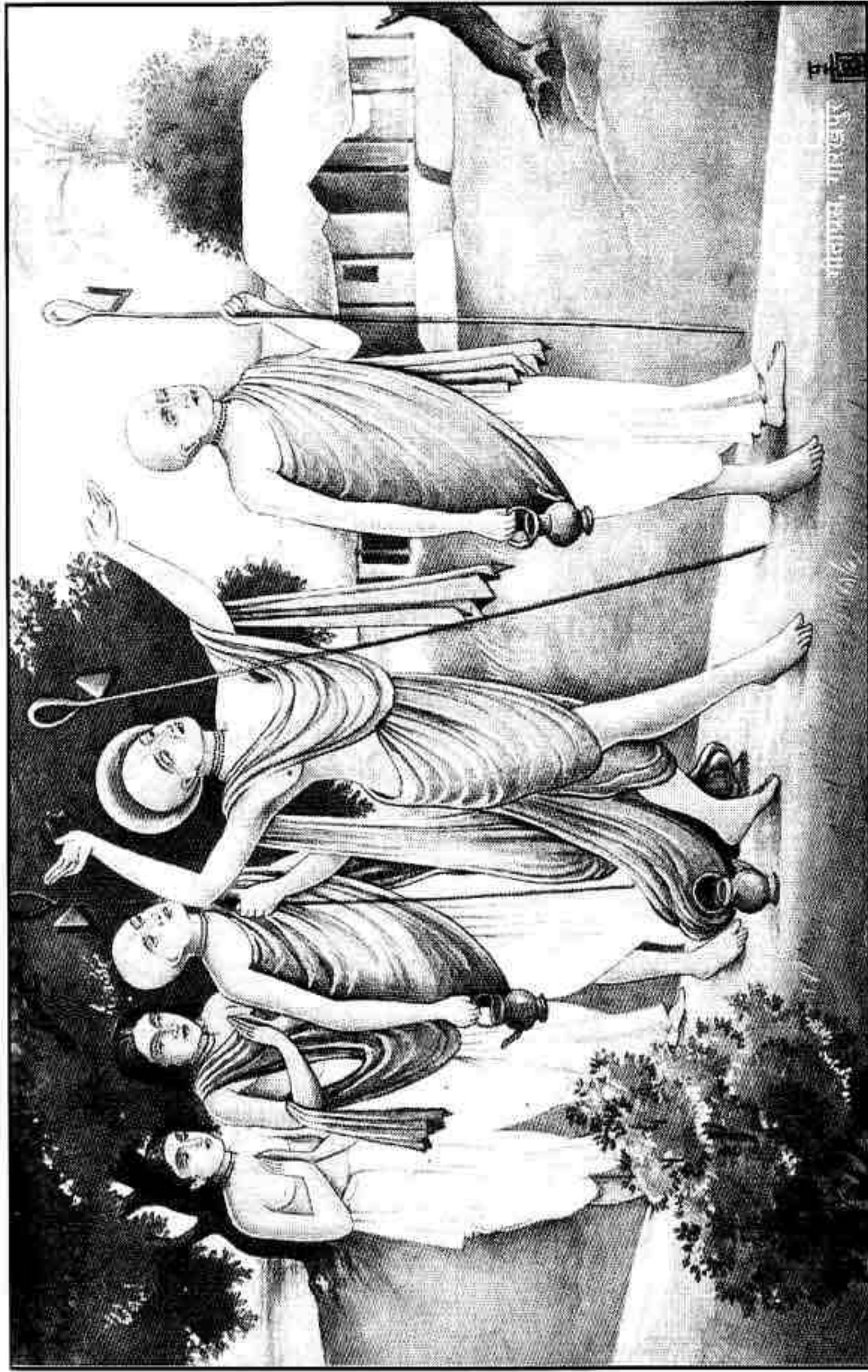
गुरु (भारती तीर्थ) का अनुगमन

Following the preceptor (Bhārati Tīrtha)
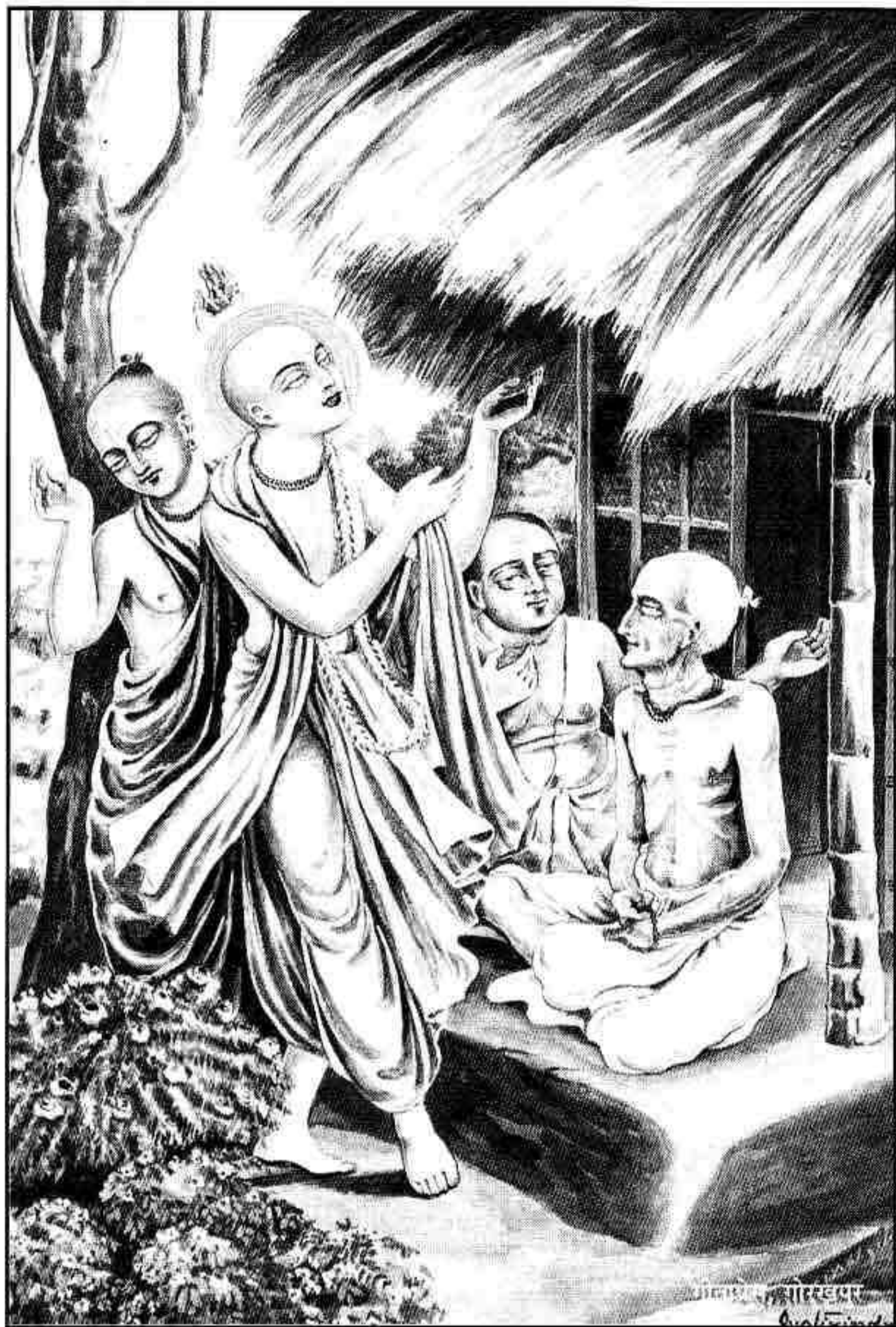
संतपर कृपा (हरिदासजीकी कुटियापर महाप्रभु)

The saint graced (Mahā Prabhu unto the hermitage of Hari Dāsa)
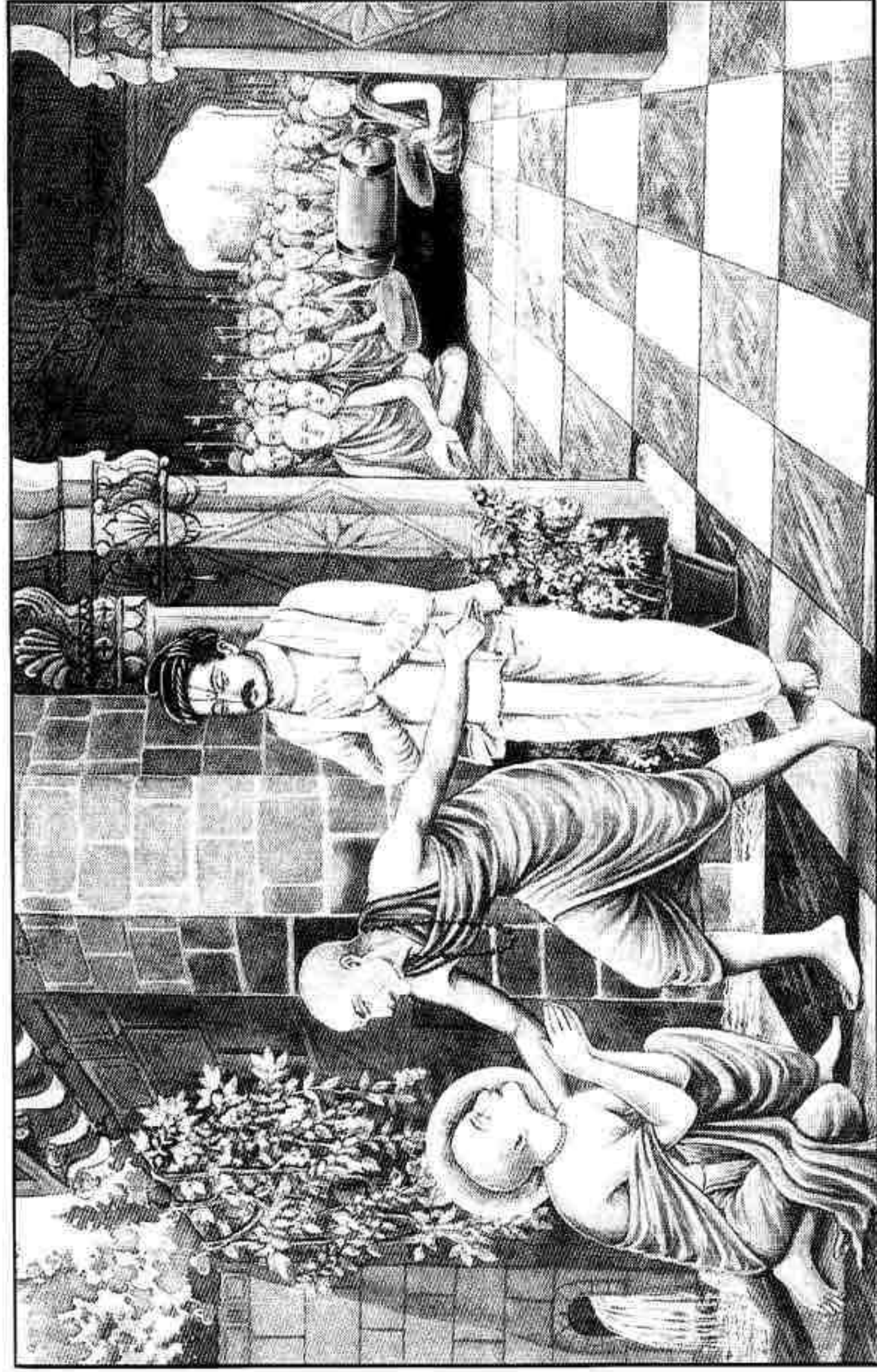
संन्यासी-सभाकी कृतार्थताके लिये महाप्रभुसे अनुरोध

Mahā Prabhu entreated to oblige gathering of Recluses

स्वामी प्रकाशानन्दका आत्म-समर्पण

Surrender by Swāmī Prakāśānanda

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥ ৫১

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামী চরণৈঃ—

উজ্ঝিত-কৈতবঃ ফলানুসন্ধান-রহিতঃ।
প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ॥ ৩৮

অনুবাদ—শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন—উজ্ঝিত কৈতব অর্থাৎ ফলের অনুসন্ধানহীন, প্রোজ্ঝিত শব্দের 'প্র'—এই উপসর্গের দ্বারা মোক্ষলাভের ইচ্ছাকেও নিবারণ করা হল।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।[ক]
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম॥ ৫২
যাঁহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ।
তমোনাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥ ৫৩
তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম সংকীর্তন—সব আনন্দ স্বরূপ॥[খ] **৫৪**
সূর্য চন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে।
বহির্বস্তু ঘট-পট-আদি সে প্রকাশে॥ ৫৫
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥ ৫৬
এক ভাগবত বড়—ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র॥ ৫৭
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ॥[গ] **৫৮**
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্ত-গুহার তমো করে নাশ॥ ৫৯
এই চন্দ্র-সূর্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয়॥ ৬০
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ ৬১
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্বজন॥ ৬২
বক্তব্য বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ভরে।
বিস্তারি না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে॥ ৬৩

অনাদিব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীনৈঃ স্বশাস্ত্রে উক্তঞ্চ।
'মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা' ইতি॥ ৩৯

অন্বয় — মিতং (বর্ণনার বাহুল্যশূন্য অর্থাৎ পরিমিত) ; সারং (প্রকৃতি অর্থ ব্যঞ্জক বা সারগর্ভ) ; বচো হি (বচনই) ; বাগ্মিতা (বাকপটুতা) ; ইত্যুচ্যতে (রূপে উক্ত হয়)।

পাঁচ প্রকার মুক্তিতে মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবালাভের জন্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন যে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম বা প্রেমভক্তি, তা প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। তাই মোক্ষবাঞ্ছা থেকে কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হয়ে যায়। মুক্তিকামী ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তির বদলে 'সোঽহম্' অর্থাৎ 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এই ভাব আসে। ফলে ভক্তি অন্তর্হিত হয়। এইজন্য মোক্ষ বাসনাকে কৈতব-প্রধান বলা হয়েছে।

[ক]শুভাশুভ কর্ম—পুণ্য কর্ম ও পাপ কর্ম উভয়ই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল।

[খ]শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমরূপ শ্রীকৃষ্ণভক্তি এবং নাম-সংকীর্তন—এ সকলই তত্ত্ববস্তু, যা আনন্দ-স্বরূপ। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হলেন রস-স্বরূপ বা আনন্দ-স্বরূপ। আবার আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পেতে হলে প্রয়োজনীয় বস্তু হল প্রেম ; কারণ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রেমের বশীভূত। এইজন্য শাস্ত্রে প্রেমকে প্রয়োজনতত্ত্ব বলা হয়েছে। আবার প্রেমলাভ করতে হলে ভক্তি-সাধনের একান্ত কর্তব্য ; কারণ ভক্তি ব্যতীত প্রেমের বিকাশ হয় না। তাই সাধন-ভক্তিকে শাস্ত্রে অভিধেয় তত্ত্ব বলা হয়েছে। অভিধেয়ের অর্থ হল কর্তব্য। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সম্বন্ধ তত্ত্ব, নামসংকীর্তন হল অভিধেয় তত্ত্ব এবং প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি হল প্রয়োজন তত্ত্ব।

[গ]শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ বিষয়-বাসনায় মত্ত মোহগ্রস্ত মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণ বহির্মুখতারূপ অজ্ঞানতা দূর করে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র এবং ভক্তিরস রসিক ভক্তের সঙ্গে জীবকে সাক্ষাৎ করান। এই দুই ভাগবতের কৃপায় জীব কৃষ্ণভজনে উন্মুখ হয় এবং ভজন নিষ্ঠার ফলে তাঁর চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়। জীবচিত্তের সেই প্রেমে বশীভূত হয়ে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ তাঁর হৃদয়ে অবস্থান করতে থাকেন। তখন শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোনো কিছুই সেই জীবচিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারে না।

অনুবাদ—প্রাচীন ব্যক্তিগণ বলেছেন—পরিমিত ও প্রকৃত অর্থ ব্যঞ্জক বাক্যই হল বাগ্মিতা।

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি[ক] দোষ[খ]।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে— পাইবে সন্তোষ॥ ৬৪
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তি-নাম-প্রেমরসতত্ত্ব॥[গ] ৬৫
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তু-তত্ত্বসার॥ ৬৬
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৬৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং গুর্বাদিবন্দন-মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

[ক]শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রবণের ফলে অজ্ঞানাদি দোষ খণ্ডন হয়। অজ্ঞানাদি পাঁচ প্রকার—অজ্ঞান, বিপর্যাস, ভেদ, ভয় ও শোক। অজ্ঞান—স্বরূপের অপ্রকাশ ; বিপর্যাস—দেহাদিতে অহংবুদ্ধি ; ভেদ—ভোগের ইচ্ছা ; ভয়—ভোগেচ্ছায় বিঘ্নের আশঙ্কা। শোক—নষ্ট বস্তুর জন্য দুঃখ।

[খ]দোষ—দোষ আঠারো রকম—(১) মোহ (২) তন্দ্রা (৩) ভ্রম (৪) রুক্ষরসতা (৫) উল্বণ-কাম (দুঃখপ্রদ-লৌকিক কাম) (৬) লোলতা (চাঞ্চল্য) (৭) মদ (মত্ততা) (৮) মাৎসর্য (পরের উন্নতিতে ঈর্ষা) (৯) হিংসা (১০) খেদ (১১) পরিশ্রম (১২) অসত্য (১৩) ক্রোধ (১৪) আকাঙ্ক্ষা (১৫) আশঙ্কা (১৬) বিশ্ববিভ্রম (১৭) বৈষম্য ও (১৮) পরাপেক্ষা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রবণের ফলে উপরোক্ত অজ্ঞানাদি ও দোষ দূরীভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় প্রেম জন্মে ও চিত্তে আনন্দের উদ্রেক হয়।

[গ]শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহত্ত্ব, তাঁদের ভক্ততত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীনামতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব—এই সমস্ত বিষয় এই গ্রন্থে পৃথক পৃথকভাবে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্‌॥ ১

অন্বয়—**বালোঽপি** (বালকও) ; **যদনুগ্রহাৎ** (যাঁহার অনুগ্রহে) ; **নানামতগ্রাহব্যাপ্তং** (নানাবিধ মতরূপ কুম্ভীরাদি দ্বারা ব্যাপ্ত) ; **সিদ্ধান্ত সাগরং তরেৎ** (সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়) ; **তং শ্রী চৈতন্যপ্রভুং বন্দে** (সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ—যাঁর অনুগ্রহে বালকের ন্যায় অজ্ঞও নানাবিধ মতরূপ কুম্ভীরাদি দ্বারা পূর্ণ সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারে, অর্থাৎ নানাবিধ কুতর্কযুক্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত পার হতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

তাৎপর্য— শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে যাঁকে তাঁর তত্ত্ব জানান, একমাত্র তিনিই তা জানতে পারেন। বহু শাস্ত্র আলোচনা দ্বারাও তা কেউ জানতে পারে না। শ্রীচৈতন্য পরতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা ; পরতত্ত্ব স্বপ্রকাশ বস্তু, সুতরাং তিনি যদি কৃপা করে বালকের চিত্তেও সেই তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহলে বালকও তা উপলব্ধি করতে পারে। তাই কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় জানিয়েছেন— **'সিদ্ধান্ত বলিতে চিত্তে না করহ অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।'** শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যে শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব, সিদ্ধান্তের এই সুদৃঢ়তাই তাঁর কৃপাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

কৃষ্ণোৎকীর্তনগাননর্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপ-শ্রেণীবিহারাস্পদম্‌।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরু-প্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী॥ ২

অন্বয়—**শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে !** (হে দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্য !) ; **কীষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তন-কলা-গাথোজনি-ভ্রাজিতা** (শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক উচ্চ সংকীর্তন, গান এবং নৃত্যের বৈদগ্ধ্যরূপ কমলের দ্বারা সুশোভিত) ; **সদ্ভক্তাবলি হংসচক্রমধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদং** (সাধু ভক্তমণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক্‌ ও ভ্রমরগণের বিহারস্থান স্বরূপ) ; **কর্ণানন্দিকলধ্বনি** (কর্ণের আনন্দদায়ক কলধ্বনিমুখর) ; **তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী** (তোমার সেই সমুজ্জ্বল লীলারূপ অমৃত-মন্দাকিনী) ; **মে জিহ্বামরু প্রাঙ্গণে বহতু** (আমার জিহ্বারূপ মরুভূমিতে প্রবাহিত হউক)।

অনুবাদ—হে দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্য ! যা তোমার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক উচ্চ সংকীর্তনের, গানের এবং নৃত্যের বৈদগ্ধ্যরূপ পদ্মদ্বারা সুশোভিত, যা সাধু ভক্তমণ্ডলী-রূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমরগণের বিহারস্থান এবং যার মধুর কলধ্বনি কর্ণের আনন্দদায়ক, তোমার সেই সমুজ্জ্বল লীলারূপ অমৃত-মন্দাকিনী আমার জিহ্বারূপ মরুভূমিতে প্রবাহিত হোক।

তাৎপর্য—মরুভূমিতে যেমন কোনো নদী থাকে না, তেমনি গ্রন্থকার দীনতা সহকারে বলছেন, তাঁর জিহ্বাতেও শ্রীকৃষ্ণকথা নেই। তবে মরুভূমিতে নদী প্রবাহিত হলে যেমন শুষ্ক মরুভূমিও জলময় ও সরস হয়ে ওঠে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা কৃপা করে যদি জিহ্বায় স্ফুরিত হয় তবে নিরস জিহ্বাও সরস ও ধন্য হতে পারে। হংসাদি যেমন সর্বদাই জলে বিহার করে আনন্দ পায়, রসিক ভক্তগণও তেমনি শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা আস্বাদন ও আলোচনা করে অপরিমেয় আনন্দ অনুভব করেন। হংস, চক্রবাক্‌ ও ভ্রমর—এই তিন প্রকার জীবের সঙ্গে ভক্তগণের তুলনা দেওয়ায় শ্রীচৈতন্যের অমৃতময়ী লীলা আস্বাদক কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারীকে বোঝানো হয়েছে।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥ ১
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তু-নির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ॥ ২

তথাহি গ্রন্থকারস্য

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্‌ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥ ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২)]

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্[ক] অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন॥ ৩
অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ॥ ৪
স্বয়ং ভগবান্[খ] কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব[গ]।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥ ৫
'নন্দসুত' বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥ ৬
প্রকাশবিশেষে[ঘ] তেঁহো ধরে তিন নাম[ঙ]।
ব্রহ্ম[চ] পরমাত্মা[ছ] আর পূর্ণ ভগবান্[জ]॥ ৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ৪

অন্বয়—[শ্রীশুকদেব শৌনকাদিকে বলিতেছেনঃ] **তত্ত্ববিদঃ তৎ তত্ত্বং বদন্তি** (তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে তত্ত্ব বা পরমপুরুষার্থ বস্তু বলিয়া থাকেন) ; **যৎ অদ্বয়ং জ্ঞানং** (যাহা অদ্বয় জ্ঞান) ; **ব্রহ্ম ইতি, পরমাত্মা ইতি, ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে** (ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান—এই নামে কথিত হয়ে থাকেন)।

অনুবাদ—যা অদ্বয় জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাকেই তত্ত্ব বা পরম পুরুষার্থ বস্তু বলেন। সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন নামে কথিত হয়ে থাকেন।

তাঁহার[ঝ] অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ্[ঞ] কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্মল[ট]॥ ৮

[ক]ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—এই তিন প্রকার উপাস্যের কথা আমাদের প্রায় সকলের জানা থাকলেও, এই তিন তত্ত্বের স্বরূপ অনেকেরই জানা নেই। ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি, আত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ বা বিলাস-স্বরূপ। তবে 'যদ দ্বৈতং' শ্লোকের ভগবান শব্দ দ্বারা বোঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ বা বিলাস-স্বরূপ। পরবর্তী ১৫শ এবং ২০শ এবং ৪৫-৪৭ পয়ারের উক্তিতে এর স্পষ্ট সমর্থন মেলে।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান এই তিনটি অনুবাদ এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ এবং স্বরূপ এই তিনটি হল বিধেয়। 'বিধেয় কহি তারে — যে বস্তু অজ্ঞাত। অনুবাদ কহি তারে — যেই হয় জ্ঞাত।'

[খ]স্বয়ং ভগবান্—যিনি সকলের মূল, যাঁর ভগবত্তা থেকে অন্যের ভগবত্তা, তিনিই স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

[গ]পরতত্ত্ব—শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান—অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। চিদ্‌বস্তুকে জ্ঞান বলে। পরম মহত্ত্ব—পরম শ্রেষ্ঠবস্তু।

[ঘ]প্রকাশবিশেষে — আবির্ভাব ভেদে। তেঁহো —তিনি অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

[ঙ]ধরে তিন নাম — ব্রহ্ম এক নাম, পরমাত্মা এক নাম এবং পূর্ণ ভগবান এক নাম।

[চ]ব্রহ্ম—শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষরূপ ; এঁর রূপ-গুণ-লীলাদি কিছুই নেই, কেবল আনন্দ সত্তারূপে অবস্থিত মাত্র। জ্ঞানমার্গের সাধক অদ্বৈতবাদীগণ এঁর উপাসক।

[ছ]পরমাত্মা—অন্তর্যামী। অন্তর্যামী তিনপ্রকার—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। এঁরা সকলেই সবিশেষ, রূপ-গুণাদি বিশিষ্ট। এঁরা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ বিভূতি। কিন্তু এখানে কেবল ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী চতুর্ভুজ পুরুষরূপী পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। ইনি যোগীদের উপাস্য।

[জ]পূর্ণ ভগবান— পরব্যোমাধিপতি ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ নারায়ণকেই এই পয়ারে ভগবান বলা হয়েছে। চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-স্বরূপ, ইনি ভক্তিমার্গের উপাস্য।

[ঝ]তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গের অপ্রাকৃত জ্যোতিঃসমূহ।

[ঞ]উপনিষদ্—শ্রুতি, বেদের জ্ঞানকাণ্ড। শ্রুতি সাধারণত দুই প্রকার—নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ সংবলিত এবং সবিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ সংবলিত। তবে এই পয়ারে নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ সংবলিত উপনিষদকে বলা হয়েছে। জ্ঞানমার্গী অদ্বৈতবাদীগণ এই উপনিষদেরই বিশেষ সমাদর করেন। এঁরা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ স্বরূপটি মাত্র অনুভব করতে পারেন।

[ট]সুনির্মল—মায়াস্পর্শশূন্য অর্থাৎ মায়াতীত।

চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।।৯[ক]

ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ৫

অন্বয়—**জগদণ্ডকোটিকোটিষু** (কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে) ; **অশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নং** (অশেষ বসুধাদি বিভূতির দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত) ; **নিষ্কলং** (পূর্ণ) ; **অনন্তম্ অশেষভূতম্** (অন্তহীন অশেষভূত) ; **তৎ ব্রহ্ম** (সেই ব্রহ্ম) ; **প্রভবতঃ যস্য প্রভা** (প্রভাবশালী যাঁহার কান্তি) ; **তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি** (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে, অশেষ বসুধাদি বিভূতি দ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত—সেই পূর্ণ, অন্তহীন এবং অশেষভূত ব্রহ্ম প্রভাবশালী যাঁর প্রভা, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

তাৎপর্য—এই শ্লোকটি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উক্তি। শ্রীগোবিন্দের মহিমা বর্ণন করতে গিয়ে তিনি বলছেন—'অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি পৃথিবী আদি লোক আছে ; এদের প্রত্যেক লোকেই বায়ু আকাশ প্রভৃতিরূপে শ্রীগোবিন্দের অনন্ত বিভূতি বিরাজিত, পৃথিবী আদিও তাঁরই বিভূতি। সর্বব্যাপী পূর্ণ ব্রহ্মরূপেই তিনিই জগৎসৃষ্টির মূলকারণ ; তিনি কারণরূপে এক হয়েও অনন্তকার্যরূপে নানা ভেদপ্রাপ্ত হয়েছেন। এমন ব্রহ্মও যাঁর প্রভা বা অঙ্গকান্তি, আমি সেই শ্রীগোবিন্দের ভজনা করি।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কান্তি।। ১০
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি।। ১১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৬।৪৭)

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা উর্ধ্বমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ।। ৬

অন্বয়—[উদ্ধব মহারাজ শ্রীভগবানকে বলিতেছেন] **বাতবসনাঃ** (দিগম্বর) ; **মুনয়ঃ** (মুনিগণ) ; **শ্রমণাঃ** (পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল) ; **উর্ধ্বমন্থিনঃ** (উর্ধ্বরেতা) ; **শান্তাঃ অমলাঃ সন্ন্যাসিনঃ** (কামনাশূন্য পবিত্র চিত্ত সন্ন্যাসিগণ) ; **তে ব্রহ্মাখ্যং ধাম যান্তি** (তোমার ব্রহ্মনামক তেজ প্রাপ্ত হয়েন)।

অনুবাদ—পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল দিগম্বর মুনিগণ, উর্ধ্বরেতা কামনাশূন্য নির্মলচিত্ত সন্ন্যাসিগণ, তোমার (ভগবানের) ব্রহ্মনামক তেজ বা অঙ্গকান্তি প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য—সুকঠোর ব্রহ্মচর্যপালনকারী সন্ন্যাসিগণ সিদ্ধাবস্থায় শ্রীগোবিন্দের ব্রহ্মনামক তেজ বা অঙ্গকান্তিকেই প্রাপ্ত হন। সাযুজ্য মুক্তিকামী সিদ্ধমহাত্মাগণ ব্রহ্মের এই নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় ধাম প্রাপ্ত হন।

আত্মা-অন্তর্যামী[খ] **যারে যোগশাস্ত্রে কয়।**
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি[গ] **যে হয়।। ১২**
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে।।[ঘ] **১৩**

[ক]পৃথিবী থেকে সূর্যকে যেমন হস্ত-পদাদি শূন্য জ্যোতিপুঞ্জমাত্র বলে মনে হয়, ঠিক তেমনি জ্ঞানমার্গীগণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ রূপ উপলব্ধি না করতে পেরে তাঁর নির্বিশেষ স্বরূপকেই অনুভব করে। কেবল ভক্তিমার্গের উপাসকগণই তাঁর স্বয়ংরূপ অনুভব করতে পারেন।

[খ]আত্মা-অন্তর্যামী—আত্মা (পরমাত্মা) ও অন্তর্যামী।

[গ]অংশবিভূতি—শ্রীগোবিন্দের অংশস্বরূপ বিভূতি (ঐশ্বর্য)।

[ঘ]এক সূর্য যেমন অনন্ত স্ফটিকে (এক প্রকার স্বচ্ছ প্রস্তর) প্রতিবিম্বিত হয়ে অনন্ত রূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত কোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে প্রকাশিত হন।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (১০।৪২)

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৭

অন্বয়—[শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন] **অথবা** (কিংবা) ; **অর্জুন !** (হে অর্জুন !) ; **এতেন বহুনা জ্ঞাতেন** (এইরূপ পৃথক পৃথক বিষয়ের জ্ঞানদ্বারা) ; **তব কিং** (তোমার কী) ; [**প্রয়োজনং**] (প্রয়োজন ?) ; **অহং একাংশেন ইদং কৃৎস্নং জগৎ** (আমি এক অংশ দ্বারা এই সকল জগৎ) ; **বিষ্টভ্য স্থিতঃ** (ব্যাপিয়া অবস্থিত)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—'কিংবা, হে অর্জুন ! এইরূপ পৃথক পৃথকভাবে বহু বিষয়ের জ্ঞানদ্বারা তোমার কী প্রয়োজন ? আমিই এক অংশ-দ্বারা (পরমাত্মরূপে) এই সকল জগৎ ধারণ করে আছি।

তাৎপর্য—জগতের এই যে চিৎ ও জড়াত্মক প্রকৃতি—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এক অংশে পরমাত্মরূপে তাকে ধারণ করে আছেন। প্রকৃতির অন্তর্যামী যে পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী যে পুরুষ, ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী যে পুরুষ—তাঁদের প্রত্যেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের অংশ। সৃষ্টিকর্তারূপে তিনিই জগতের সৃষ্টি করেন, পালনকর্তারূপে তিনিই পালন করেন এবং প্রলয়কর্তারূপে তিনিই জগতের প্রলয় বা সংহার করেন ; অর্থাৎ সর্বব্যাপী রূপে শ্রীকৃষ্ণই সর্বত্র অবস্থান করছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।৪২)

তমিমমহমজং শরীরভাজাং

হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।

প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং

সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥ ৮

অন্বয়—**প্রতিদৃশং** (প্রত্যেকের দৃষ্টিতে) ; **নৈকধা** (বহু প্রকারে) ; **প্রতিভাতং** (প্রতিভাত) ; **একং অর্কং ইব** (একই সূর্যের ন্যায়) ; **আত্মকল্পিতানাং শরীরভাজাং** (স্ব-নির্মিত দেহধারীগণের) ; **হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতং** (হৃদয়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত) ; **তং ইমং অজং** (সেই এই জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণকে) ; **বিধূতভেদমোহঃ অহং** (যাহার ভেদরূপ মোহ দূরীভূত হইয়াছে সেই আমি) ; **সমধিগতোঽস্মি** (প্রাপ্ত হইয়াছি)।

অনুবাদ—ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করে বলছেন—বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্থানে প্রতিভাত সূর্য যেমন এক, তেমনি নিজ সৃষ্ট প্রাণীদের হৃদয়ে হৃদয়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত সেই শ্রীকৃষ্ণও প্রকৃতপক্ষে জন্মরহিত অর্থাৎ এক। আমার ভেদ মোহ দূর হওয়ায় সেই এই শ্রীকৃষ্ণকে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম।

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাঞি॥ ১৪
পরব্যোমেতে[ক] বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য[খ]পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥ ১৫
বেদ ভাগবত উপনিষদ্[গ] আগম[ঘ]।
'পূর্ণতত্ত্ব'[ঙ] যাঁরে কহে—নাহি যাঁর সম॥ ১৬
ভক্তিযোগে[চ] ভক্ত পায় যাঁর দরশন।
সূর্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥ ১৭

[ক]পরব্যোম—মহাবৈকুণ্ঠ।

[খ]ষড়ৈশ্বর্য—ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। যিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, লক্ষ্মীদেবীর কান্ত বা পতি—তিনিই পরব্যোমের অধিপতি নারায়ণ।

[গ]উপনিষদ্—বেদের ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণায়ক অংশই উপনিষদ্।

[ঘ]আগম—তন্ত্রশাস্ত্র।

[ঙ]পূর্ণতত্ত্ব—পূর্ণবস্তু। যাতে কোনো কিছুরই অভাব নেই।

[চ]ভক্তিযোগ—ভগবানকে সেব্য এবং নিজেকে সেবক মনে করে ভগবানের সেবালাভের জন্য অর্থাৎ প্রীতিবিধানের জন্য যিনি ভজন করেন, তাঁকে বলে ভক্ত ; আর তার সাধনকে বলে ভক্তিযোগ।

সূর্যলোকবাসী অথবা সূর্যলোকের নিকটবর্তী দেবতাগণ যেমন সূর্যের হস্তপদাদিবিশিষ্ট রূপ দেখতে পান, তেমনি যাঁরা ভক্তিপথের উপাসক, তাঁরাও ভগবানের হস্তপদাদিবিশিষ্ট রূপের দর্শন পান। ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিই হল ভক্তি। ভক্তির কৃপাতেই জীব ভগবানের হস্তপদাদিবিশিষ্ট রূপও দর্শন করতে পারেন।

জ্ঞান যোগমার্গে তাঁরে[ক] ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥ ১৮
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য তাঁর দিয়ে ত উপমা॥ ১৯
সেই নারায়ণ—কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।[খ]
একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে বিভেদ॥ ২০
ইঁহো ত দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাথ।
ইহোঁ বেণু ধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাথ॥ ২১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নবভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ৯

অন্বয়—ত্বং নারায়ণঃ ন হি (তুমি কি নারায়ণ নহ ?) ; যতঃ ত্বং সর্বদেহিনাং আত্মা আসি (যেহেতু তুমি সকল দেহীদের আত্মা) ; অধীশ (হে সর্বেশ্বর) ; অখিল লোকসাক্ষী অসি (সকল লোকের দ্রষ্টা বা অন্তর্যামী হও) ; নবভূজলায়নাৎ নারায়ণঃ (জীব হৃদয়ে ও কারণ সলিলে আশ্রয় হেতু যিনি নারায়ণ) ; তব অঙ্গং (তিনি তোমারই দেহ) ; তৎ চ অপি সত্যং এব ন তু মায়া (সেই অঙ্গও অপ্রাকৃত বা সত্য তোমার মায়া নহে)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—তুমি নারায়ণ নও ? যেহেতু তুমি সকল দেহিগণের আত্মা হও, হে সর্বেশ্বর ! তুমি সকল লোকের দ্রষ্টা বা অন্তর্যামী হও ; জীবহৃদয়ে এবং কারণ সলিলে আশ্রয়হেতু যিনি নারায়ণ তিনি তোমারই অঙ্গ—সেই অঙ্গও অপ্রাকৃত বা সত্য, তা তোমার মায়া নয়।

অস্যার্থঃ—

শিশু-বৎস[গ] হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ॥ ২২
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে মোর জন্মোদয়।
তুমি পিতা-মাতা—আমি তোমার তনয়॥ ২৩
পিতা-মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম—মোরে করহ প্রসাদ॥ ২৪
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ? ॥ ২৫
ব্রহ্মা বলে তুমি কিনা হও নারায়ণ ? ।
তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ॥ ২৬
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টে যত জীব-রূপ[ঘ]।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ॥ ২৭
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ-আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্বাশ্রয়॥ ২৮
'নার' শব্দে কহে সর্ব-জীবের নিচয়।
'অয়ন' শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥ ২৯
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ॥ ৩০

(নার+অয়ন=নারায়ণ ; 'নার' অর্থ জীবসমূহ এবং 'অয়ন' শব্দের অর্থ আশ্রয় ; অর্থাৎ সকল জীবকুলের আশ্রয় যিনি তিনিই নারায়ণ। আবার ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীবের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অব্যবহতি কারণ যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী পুরুষ ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ তাঁদেরও আশ্রয় হলেন শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হলেন মূল নারায়ণ।)

[ক]তাঁরে—ভগবান নারায়ণকে।

[খ]কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ—স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারায়ণ অভিন্ন একই রূপ ; কিন্তু অঙ্গ সন্নিবেশে তাঁদের পার্থক্য আছে। শ্রীনারায়ণ হলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি। উভয়েই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ।

[গ]শিশু-বৎস—গোপ শিশু ও গোবৎসগণ।

[ঘ]প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টে যত জীব-রূপ—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে যে সকল জীব আছে। জীব দুই প্রকার—মায়াবদ্ধ সংসারী জীব এবং নিত্য মায়ামুক্ত জীব। নিত্য মুক্ত জীব ভগবানের পার্ষদগণের অন্তর্গত। "সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য সংসার॥ নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ॥" ২।২২।৮-৯।

জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার[ক]।
তাহা-সভা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য অপার॥ ৩১
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ-রক্ষিতা॥ ৩২
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ॥ ৩৩
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥ ৩৪
ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম।[খ]
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম॥ ৩৫
তোমার দর্শনে সর্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতিগতি॥ ৩৬
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ॥[গ] ৩৭
কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব-হৃদি-জলে বৈসে[ঘ] সে-ই নারায়ণ॥ ৩৮
ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ, এ সত্য বচন॥ ৩৯
কারণাব্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী॥ ৪০
সেই তিন জলশায়ী সর্ব অন্তর্যামী।
ব্রহ্মাণ্ড-বৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী॥ ৪১
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥ ৪২
এ সভায় দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥[ঙ] ৪৩

[ক]পুরুষাদি অবতার—কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ। এই সকল পুরুষাদি অবতার থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য অনেক বেশি। শ্রীকৃষ্ণ এঁদেরও ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই অধীশ্বর বা পরমেশ্বর।

[খ]ত্রৈকালিক কর্ম—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালের কর্ম। মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত জীব অতীতকালে যে কর্ম করেছে, বর্তমানে যা করছে এবং ভবিষ্যতে যা করবে—তার সমস্ত কর্মের সাক্ষীই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ; সেই শ্রীকৃষ্ণ সকল জগৎ দর্শন করেন বলেই সমস্ত জগৎ রক্ষা পাচ্ছে। তিনি যদি জগৎ দর্শন না করতেন তবে জগতের কোনো অস্তিত্বই থাকত না। ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি ব্যতিরেকে জগৎ ও জীব রক্ষা পেতে পারে না।

[গ]জীবকুলের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা পুরুষাদি অবতারকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন বলে শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির অভাবে তাঁদের (জগতের) সৃষ্টি-স্থিতি সংক্রান্ত কোনো ক্ষমতাই থাকে না।

[ঘ]জীব-হৃদি-জলে বৈসে—অন্তর্যামীরূপে জীবের হৃদয়ে এবং জলে বাস করেন যিনি তিনি-ই তো নারায়ণ। পুরুষাদি অবতারগণই জলে বাস করেন। প্রথম পুরুষ কারণ জলে, দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড গর্ভজলে এবং তৃতীয় পুরুষ ক্ষীর জলে বাস করেন। সুতরাং এই তিন পুরুষাবতারও নারায়ণ – ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে এই কথা বলছেন। কিন্তু ব্রহ্মা বললেন — একথা সত্য ঠিকই, কিন্তু তাঁরা তোমারই অংশ – একথাও সত্য।

[ঙ]কারণ-সমুদ্রশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী – এই তিন পুরুষাবতার মায়ার দ্বারা সৃষ্টিকার্য নির্বাহ করেন। কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার দৃষ্টি দ্বারা শক্তি সঞ্চার করে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধা করেন, তার ফলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। গর্ভোদশায়ী পুরুষাবতার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভস্থ জলে ব্রহ্মার অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করেন। তাঁর নাভিপদ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েই ব্রহ্মা ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি করেন এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করেন, আবার এক স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডস্থ ক্ষীরোদ সমুদ্রেও অবস্থান করেন। এইভাবে মায়ার সংশ্রবে থাকেন বলেই এঁরা মায়ী ; কিন্তু তাঁরা জীবের মতো মায়ার অধীন নন, বরং মায়াই তাঁদের অধীন। তাঁরা মায়ার নিয়ন্তা মাত্র, মায়াতীত বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের মতো তাঁদেরও অচিন্ত্য শক্তি আছে ; তাই মায়া তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। কারণ এই তিন পুরুষাবতারের আবির্ভাব মায়াসম্বন্ধহীন শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায়। এরমধ্যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতারই সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের বা মায়ার অন্তর্যামী বা মায়ার নিয়ন্তা ; তাই 'পুরুষনামী' বলতে তাঁকেই বুঝায়। এই তিন পুরুষাবতারই ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবসকলের অন্তর্যামী ; কিন্তু এঁদের দৃষ্টিতে মায়ার সম্বন্ধ আছে। কারণ এঁরা মায়িক বস্তুর সাহায্যে মায়িক সৃষ্টি কার্যে নিয়োজিত আছেন এবং মায়িক বস্তুর স্রষ্টা বলে মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। কিন্তু তুরীয়

তথাহি (১১।১৫।১৬) স্বামিটীকায়াম্

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে।। ১০

অন্বয়—বিরাট (স্থূলদেহ) ; হিরণ্যগর্ভঃ (সূক্ষ্মদেহ) ; চ কারণং (এবং মায়া) ; ইতি ঈশস্য উপাধয়ঃ (এই সমস্ত ঈশ্বরের উপাধি) ; ত্রিভিঃ হীনং যৎ [বস্তু] (এই তিন উপাধির সহিত সম্বন্ধশূন্য যে বস্তু) ; তৎ তুরীয়ং প্রচক্ষ্যতে (তাহাকে তুরীয় বা চতুর্থ বলে)।

অনুবাদ—স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ এবং মায়া — এই তিনটি পুরুষের (ঈশ্বরের) উপাধি ; এই তিন উপাধির সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য যে বস্তু তাকে তুরীয় বা চতুর্থ বলে।

যদ্যপি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি— সভে মায়াপার।। ৪৪[ক]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১।৩৮)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাঽত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।। ১১

অন্বয়—ঈশস্য এতৎ ঈশনং (ঈশ্বরের ইহাই ঐশ্বর্য) ; প্রকৃতিস্থোঽপি (প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে থাকিয়াও) ; তদ্গুণৈঃ সদা ন যুজ্যতে (তাহার গুণের সহিত কোনো সময়েই যুক্ত হন ন) ; যথা তদাশ্রয়া বুদ্ধিঃ (যেমন ভগবদ্-আশ্রয়া-বুদ্ধি) ; আত্মস্থৈঃ ন যুজ্যতে (দেহের সুখদুঃখে যুক্ত হয় না)।

অনুবাদ—ঈশ্বর প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে আছেন, তবু প্রকৃতির গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না—এটাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। তেমনি এইভাবেই ভগবদ্-আশ্রয়া বুদ্ধিও দৈহিক সুখ-দুঃখের সঙ্গে কখনো যুক্ত হয় না।

তাৎপর্য—মায়াবদ্ধ জীব মায়িক গুণের দ্বারা অভিভূত হয়। কিন্তু অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে সেই মায়া ঈশ্বরের উপর কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেমন, জলের মধ্যে থেকেও পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি মায়ার সংস্রবে থেকেও ঈশ্বরও মায়াতীত। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবেই মায়া তাঁকে স্পর্শ না করতে পেরে দূরে থাকে।

সেই তিন জনের[খ] **তুমি পরম আশ্রয়।**
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয় ? ।। ৪৫
সেই তিনের অংশী পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ।। ৪৬
অতএব ব্রহ্মবাক্যে —পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ত্ব-বিবরণ।। ৪৭
এই শ্লোক তত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবত সার।
পরিভাষা রূপে ইহার সর্বত্রাধিকার।। ৪৮
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর।। ৪৯
অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ ইঁহ মনুষ্য আকার।।[গ] **৫০**

কৃষ্ণের মায়ার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। এমনকি মায়া শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথে যেতেও লজ্জাবোধ করেন। শ্রীকৃষ্ণের কোনো লীলায় বা কার্যে মায়ার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। তাই তিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ (মূল নারায়ণ) বা শ্রেষ্ঠ বা পরমেশ্বর।

[ক]শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই মায়ার সংস্রবে থেকেও তিন পুরুষাবতার মায়ার স্পর্শশূন্য। এখানেই মায়াবদ্ধ জীবের সঙ্গে তিন পুরুষের মূলত পার্থক্য। উভয় জীবই শ্রীকৃষ্ণের অংশ হলেও তিন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের অংশ বা স্বাংশ ; কিন্তু জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাখ্য জীবশক্তির অংশমাত্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ।

[খ]সেই তিন জনের—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষাবতার। এই তিন পুরুষ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের অংশ, অতএব তিনি তাঁদের অংশী। কিন্তু ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—'এটা সত্যই, তবে সেই পরব্যোম অধিপতি নারায়ণ তো তোমার বিলাস মূর্তি, সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ।' যিনি স্বরূপে ভিন্ন নন, কিন্তু আকৃতিতে ভিন্ন, তাঁকে বিলাস বলে। সুতরাং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অঙ্গী বা অংশী। তাই শ্রীকৃষ্ণই মূলস্বরূপ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান—এটাই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বলক্ষণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সার শ্লোক। আর পরিভাষা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ হলেন অংশী ; তাই সর্বত্রই এই সিদ্ধান্তের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

[গ]গ্রন্থকার বিরুদ্ধ মত উত্থাপন করে তাদের ধারণানুযায়ী

এই মতে নানারূপ করে পূর্বপক্ষ[ক]।
তাঁহারে নির্জিতে[খ] ভাগবত পদ্য দক্ষ[গ]॥ ৫১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)

বদন্তি তত্ত্বত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১২

[অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪)]

শুন ভাই! এই শ্লোক করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার॥ ৫২
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥[ঘ] ৫৩
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্বচন[ঙ]।
আর এক শুন ভাগবতের বচন॥ ৫৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১৩

অন্বয়—এতে চ (এই সকল উক্ত এবং অনুক্ত অবতারগণ); পুংসঃ (পুরুষের); অংশকলাঃ (অংশ এবং বিভূতি); কৃষ্ণঃ তু স্বয়ং ভগবান্ (কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান); ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং (ইন্দ্র-শত্রু দৈত্যগণ দ্বারা উপদ্রুত জগৎকে); যুগে যুগে মৃড়য়ন্তি (যুগে যুগে সুখী করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—সূতমুনি শৌনকাদিকে বলছেন—উক্ত এবং অনুক্ত অবতারগণ পুরুষোত্তমের অংশ বা বিভূতি; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান। ইনিই বিভিন্ন অবতাররূপে দৈত্যগণ কর্তৃক উপক্রুত জগৎকে যুগে যুগে সুখী করে থাকেন।

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥ ৫৫
তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥ ৫৬
অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্[চ] সর্ব অবতংস[ছ]॥ ৫৭
পূর্বপক্ষ কহে—তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান।
পরব্যোম-নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্॥ ৫৮
তেঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।

জানাচ্ছেন, নারায়ণ হলেন অবতারী, আর কৃষ্ণ তাঁর অবতার। কিন্তু আমরা পূর্ব পূর্ব শ্লোক থেকে জেনেছি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান নারায়ণ হলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্তি। বিরুদ্ধবাদীরা আবার ভাবেন নারায়ণ চতুর্ভুজ অর্থাৎ ঈশ্বরাকার, আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ অর্থাৎ মনুষ্যাকার। সুতরাং মনুষ্যাকার শ্রীকৃষ্ণ কখনো নারায়ণ অপেক্ষা প্রাধান্য পেতে পারেন না; অর্থাৎ নারায়ণই অংশী বা মূল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশ। গ্রন্থকার শাস্ত্র উদ্ধৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন, এই সিদ্ধান্তে যারা উপনীত হবেন, তারা তত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ অর্থাৎ মূর্খ। কারণ ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান এই তিনই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ।

[ক]করে পূর্বপক্ষ—বিরুদ্ধ মত উত্থাপন করে।

[খ]নির্জিতে—নিরস্ত করতে অর্থাৎ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করতে।

[গ]ভাগবত পদ্য দক্ষ—শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক সমর্থ।

[ঘ]স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মুখ্যতত্ত্ব অর্থাৎ প্রধানতম বা সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। তিনিই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা ও পরব্যোমাধিপতি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান নারায়ণ তাঁর আবির্ভাব-বিশেষ মাত্র। উপাসনাভেদে স্বয়ং রূপ ব্যতীত এই তিন পৃথক পৃথক রূপে তিনি আবির্ভূত হন। অর্থাৎ অদ্বয়-জ্ঞানরূপই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ।

[ঙ]নির্বচন—কথা বলবার শক্তিহীনতা; অন্য কোনো যুক্তি দেখাতে অসমর্থ।

[চ]অন্যান্য অবতারের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখ করায় সূত গোস্বামী ভীত হয়েছেন। কারণ যাঁরা কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা নন, তাঁরা অন্যান্য অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তাঁকে সাধারণ অবতার বলে মনে করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান অবতারী এটা স্পষ্ট করে জানিয়ে অন্যান্য সকল অবতারের সাধারণ লক্ষণ জানালেন—তাঁদের মধ্যে কারা অবতারী পুরুষের অংশ, কে স্বয়ং ভগবানের অংশ, আর কে-ই বা ভগবান?

[ছ]সর্ব-অবতংস—সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের আশ্রয় এবং সকল কারণের কারণ।

এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার॥ ৫৯
তারে কহে কেন কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥[ক] ৬০

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥ ১৪

অন্বয় —অনুবাদং (জ্ঞাতবস্তু) ; অনুক্ত্বা (না বলিয়া) ; তু (কিন্তু) ; বিধেয়ং ন উদীরয়েৎ (অজ্ঞাত বস্তু বলা উচিত নহে) ; অলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ (আশ্রয়হীন কোনো বস্তু) ; কুত্রচিৎ নহি প্রতিতিষ্ঠতি (কোথাও প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে না)।

অনুবাদ—অনুবাদ না বলে কিন্তু বিধেয় বলা উচিত নয়। বিধেয়ের আশ্রয় অনুবাদ —তাই আশ্রয়হীন বস্তু কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করতেই পারে না।

তাৎপর্য—'শ্রীকৃষ্ণ' হলেন জ্ঞাতবস্তু বা অনুবাদ এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা হল অজ্ঞাতবস্তু বা বিধেয়। 'অনুবাদমনুক্ত্বা তু' ইত্যাদি বচনানুসারে অনুবাদ 'কৃষ্ণ' শব্দ আগে বসবে এবং বিধেয় 'স্বয়ং ভগবান' শব্দ পরে বসবে। সুতরাং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—এইরকম অন্বয়ই শাস্ত্রসম্মত।

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয়॥ ৬১
বিধেয় কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত॥ ৬২
যৈছে কহি—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য॥ ৬৩
বিপ্রত্ব বিখ্যাত, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাত॥ ৬৪
তৈছে ইঁহা অবতার সব হইলা জ্ঞাত।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥ ৬৫
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ॥ ৬৬
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত॥ ৬৭
অতএব 'কৃষ্ণ' শব্দ আগে অনুবাদ।
'স্বয়ং ভগবত্ত্ব' পাছে বিধেয় সংবাদ॥ ৬৮
'কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব' ইহা হৈল সাধ্য।
'স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব' হৈল বাধ্য॥[খ] ৬৯
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন॥ ৭০
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তিঁহোই শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করিত ব্যাখ্যান॥ ৭১

[ক]বিরুদ্ধবাদীরা গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে বলেন—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই কৃষ্ণরূপে অবতার হয়ে লীলা করছেন। সুতরাং নারায়ণের অবতারই কৃষ্ণ। নারায়ণ স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নন। এবার গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করে বলছেন — কুতর্কমূলক অনুমানে একই বাক্যের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, কিন্তু যে সকল অর্থ শাস্ত্রবিরুদ্ধ তা কখনো প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয় না।

[খ]'এতে চাংশ' শ্লোকে অবতারগণের নাম উল্লেখ নেই, কিন্তু তার পূর্ববর্তী শ্লোকে সকল অবতারের নাম উল্লেখ আছে। তাই এই শ্লোকে 'এতে' শব্দে পূর্ববর্তী সকল অবতারকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু যে সকল অবতারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা কে, কার অবতার, তা জানা না থাকায় এই অজ্ঞাত বস্তুবাচক শব্দটিই হবে বিধেয়। আর 'এতে' শব্দে ওই সকল অবতারগণকেই সূচিত করা হয়েছে বলে 'এতে' শব্দ হল অনুবাদ। তাই 'এতে চাংশ' শ্লোকের অন্বয়েও আগে অনুবাদ ও পরে বিধেয় বসবে। তেমনি পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহে অবতারগণের মধ্যে কৃষ্ণের নাম উল্লেখ থাকায় কৃষ্ণও জ্ঞাতবস্তু অর্থাৎ অনুবাদ বলে আগে বসবে, এবং 'তাঁহার বিশেষ জ্ঞান' অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপ বা 'স্বয়ংভগবত্ত্ব' অজ্ঞাতবস্তু বলে বিধেয় রূপে পরে বসবে।

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ তাঁর স্বয়ং ভগবত্তা অজ্ঞাতবস্তু বা বিধেয় বলে সাধ্য অর্থাৎ সাধনীয়। কারণ কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয়ই হল তাঁর স্বয়ং ভগবত্তা। সুতরাং স্বয়ং ভগবত্তাই সাধ্য বা বিধেয় হওয়াতে 'কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান তিনিই অবতারী — এরকম অন্বয়ই শাস্ত্রসম্মত।

ভ্রম[ক] প্রমাদ[খ] বিপ্রলিপ্সা[গ] করণাপাটব[ঘ]।
আর্য বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥[ঙ] ৭২
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ[চ]॥ ৭৩
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা॥ ৭৪
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাঁহা করিয়ে গণন॥ ৭৫

[ক]শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বা অংশী এবং নারায়ণ হলেন তাঁর বিলাস-রূপ অংশ। শ্রীসূত গোস্বামীর 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বাক্যের দ্বারা এই সিদ্ধান্তই সঠিক ও শাস্ত্রসম্মত বলে গ্রহণ করতে হবে। নারায়ণ অংশী এবং কৃষ্ণ তাঁর অংশ—এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রসম্মত নয়। তাই 'স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ'—এইরকম অন্বয়ও শাস্ত্রসম্মত নয়। এইরকম অন্বয় যদি শাস্ত্রসম্মত হত তাহলে শ্রীধরস্বামীর মতো প্রাচিন টীকাকার ওইরকম ব্যাখ্যাই করতেন। সূত গোস্বামী, শ্রীধরস্বামীদের মতো প্রাচীন মহাজনদের ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ অসম্ভব ; কারণ তাঁদের ভগবদ্-অনুভব মায়ামুক্ত।

[খ]ভ্রম —ভ্রান্তি, অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান ; যেমন — রজ্জুতে সর্পজ্ঞান।

[গ]প্রমাদ—অসাবধানতা বা অমনোযোগিতার জন্য এককে অন্য করে শুনা বা বলা।

[ঘ]বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনা করবার ইচ্ছা।

[ঙ]করণাপাটব— 'করণ' অর্থ ইন্দ্রিয়, 'অপাটব' অর্থ অপটুতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ; যেমন জন্ডিস বা কামলা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সমস্ত বস্তুকে এমনকি সাদা বস্তুকেও হলুদ বর্ণ দেখে —এটা তার করণাপাটব দোষ। কিন্তু বিজ্ঞ বা ঋষিগণের বাক্যে এইসব দোষ নেই বলে তাঁদের বাক্য অভ্রান্ত।

[চ]অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ —যে স্থানে বিধেয়াংশকে প্রধানরূপে বর্ণিত করা হয়নি। অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী অনুবাদের পরে বিধেয়াংশকে বসালেই বিধেয়াংশে প্রাধান্য সূচিত হয় ; যদি তা না হয় তবে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ হয়—যা অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী একটি দোষ। 'স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ' এইরকম অন্বয়ে বিধেয় 'স্বয়ং ভগবান' অনুবাদ 'কৃষ্ণের' আগে বসেছে বলে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হল।

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন॥ ৭৬[ছ]

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১০।১-২)

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥ ১৫

অন্বয়—**অত্র** (ইহাতে— শ্রীমদ্ভাগবতে) ; **সর্গঃ বিসর্গঃ স্থানং পোষণং** (সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ) ; **উতয়** (কর্মবাসনা) ; **মন্বন্তরেশানুকথাঃ নিরোধঃ মুক্তিঃ চ আশ্রয়ঃ** (মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয়) ; **[এতে দশার্থাঃ লক্ষ্যন্তে]** (এই দশটি পদার্থ লক্ষিত হয়) ; **মহাত্মানঃ ইহ দশমস্য** (মহাত্মারা এই পুরাণে দশমপদার্থের অর্থাৎ আশ্রয়ের) ; **বিশুদ্ধ্যর্থং** (তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য) ; **নবানাং** (সর্গাদি নয়টি পদার্থের) ; **লক্ষণং** (স্বরূপ) ; **শ্রুতেন অর্থেন অঞ্জসা চ বর্ণয়ন্তি** (শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা এবং তাৎপর্যবৃত্তি দ্বারা সাক্ষাৎ রূপে বর্ণনা করে থাকেন)।

অনুবাদ—এই শ্রীমদ্ভাগবতে—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, কর্মবাসনা, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয়—এই দশটি পদার্থ লক্ষিত হয়। দশম পদার্থ আশ্রয়ের তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য, মহাত্মাগণ অন্য নয়টি পদার্থের স্বরূপকে কোথাও শ্রুতির দ্বারা, কোথাও তাৎপর্য বৃত্তি দ্বারা এবং কোথাও বা সাক্ষাৎ রূপে বর্ণনা করেছেন।

[ছ]যে সমস্ত গুণাবলী থাকলে ভগবান বলা হয়, সেইসমস্ত গুণাবলীর নাম ভগবত্তা। যাঁর ভগবত্তা থেকে অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ স্ব স্ব ভগবত্তা লাভ করেন —তিনিই স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ থেকেই অন্যান্য অসংখ্য ভগবৎস্বরূপ ভগবত্তা লাভ করেন বলে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ থেকে মহাসংকর্ষণ, মহাসংকর্ষণ থেকে মহাবিষ্ণু, মহাবিষ্ণু থেকে গর্ভোদকশায়ী এবং মৎস্য-কূর্মাদি অবতারের আবির্ভাব হলেও তাতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা কিছু মাত্র হ্রাস পায় না ; কারণ শ্রীকৃষ্ণই সকল অবতারের মূল কারণ।

তাৎপর্য—শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের দশটি লক্ষণ এই শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন। দশটি লক্ষণ হল—**সর্গ**—প্রকৃতির গুণত্রয়ের পরিমাণবশত পরমেশ্বর কর্তৃক আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, শব্দাদি পঞ্চ-তন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মহত্তত্ত্ব ও অহংকার তত্ত্বের সৃষ্টির নাম সর্গ। **বিসর্গ**—ব্রহ্মা কর্তৃক চরাচর সৃষ্টির নাম বিসর্গ। **স্থান বা স্থিতি**—ভগবানের সৃষ্ট বস্তু সমূহের মর্যাদা পালনে যে উৎকর্ষ, তার নাম স্থান বা স্থিতি। **পোষণ**—ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহের নাম পোষণ। **উতি**—কর্মবাসনার নাম উতি। **মন্বন্তর**—প্রত্যেক মন্বন্তরে ঈশ্বর অনুগৃহীত সাধুগণের চরিত্ররূপ ধর্মের নাম মন্বন্তর। **ঈশানুকথা**—বিভিন্ন ভগবদ্ অবতারের চরিত্র এবং ঈশ্বর অনুগামী সাধুগণের পবিত্র কথাই ঈশানুকথা। **নিরোধ**—মহাপ্রলয়ে ভগবান যখন প্রাকৃত প্রপঞ্চ বা মায়ার দিকে দৃষ্টি নিমীলন করেন (এটাই ভগবানের শয়ন), তখন নিজ নিজ উপাধির সঙ্গে জীব ভগবানে লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অনুপ্রবেশ করে, একে নিরোধ বলে। **মুক্তি**—অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন অজ্ঞতা ত্যাগ করে অর্থাৎ মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ ত্যাগ করে শুদ্ধজীব স্বরূপে কিংবা ভগবৎ পার্ষদরূপে অবস্থান করার নামই মুক্তি। **আশ্রয়**—যা থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় এবং যা থেকে এই বিশ্বের প্রকাশ, তাঁকে বলে আশ্রয়। উপাসনা ভেদে তাঁকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান বলা হয় ; দশম পদার্থটি আশ্রয়তত্ত্ব এবং প্রথম নয়টি তাঁর আশ্রিত তত্ত্ব। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই এই আশ্রয়তত্ত্ব।

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ[ক] ॥ ৭৭
কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্ব ধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥ ৭৮

[ক]এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ—এই সর্গাদি নয়টি পদার্থের উৎপত্তির কারণ হল আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ থেকে সকলের উৎপত্তি বলে শ্রীকৃষ্ণই হলেন সর্বাশ্রয় এবং সর্বধাম। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সকলের আধার। কৃষ্ণের শরীরেই সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করে আবার প্রলয়কালে সমস্ত বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণের শরীরেই প্রবেশ করে।

তথা ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীধর স্বামিনোক্তম্ (১০।১।১)

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥ ১৬

অন্বয়—**দশমে** (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে) ; **লক্ষ্যং** (লক্ষ্য স্থানীয়) ; **দশমং** (দশম পদার্থ) ; **আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং** (যাঁহার বিগ্রহ আশ্রিতগণের আশ্রয়) ; **শ্রীকৃষ্ণাখ্যং তৎ পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি** (শ্রীকৃষ্ণ নামক সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম জগতের আশ্রয়কে নমস্কার করি)।

অনুবাদ—যাঁর বিগ্রহ আশ্রিতগণের আশ্রয় এবং যিনি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় অর্থাৎ মূল আশ্রয়, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের লক্ষ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ-নামক দশম পদার্থকে (আশ্রয় পদার্থকে) নমস্কার করি।

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান[খ]।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥ ৭৯
কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ॥[গ] ৮০

[খ]শক্তিত্রয় জ্ঞান—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রধান শক্তি—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি। এই তিন শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ যে যে ভগবৎ স্বরূপে আত্মপ্রকট করেছেন—সে সম্বন্ধে যে জ্ঞান।

[গ]ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রূপ ছাড়া আরও ছয় রূপে বিহার করেন। সেই ছয় রূপ হল—প্রাভব, বৈভব, অংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড। প্রকাশের আবার দুই রূপ—বৈভব প্রকাশ ও প্রাভব প্রকাশ। ব্রজে রাসলীলায় এবং দ্বারকায় মহিষী বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের বহু মূর্তি তাঁর প্রাভব প্রকাশ ও শ্রীবলরাম তাঁর বৈভব প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় চতুর্ভুজ হন, তখন তাঁর বৈভব বিলাস, আর ব্রজের দ্বিভুজ মূর্তি তাঁর প্রাভব প্রকাশ। লঘুভাগবতামৃত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত হল—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশ। তদেকাত্মরূপ আবার দুই ভেদ যুক্ত—বিলাস ও স্বাংশ। বিলাস আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রাভব বিলাস ও বৈভব বিলাস। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধাদি প্রাভব-বিলাস আর কেশব, নারায়ণ, মাধবাদি চব্বিশ মূর্তি বৈভব বিলাস। অর্থাৎ উক্ত পয়ারে প্রাভব ও বৈভব শব্দে ভগবানের সমস্ত প্রকার প্রকাশ ও বিলাস পরিলক্ষিত হয়।

অংশ[ক] শক্ত্যাবেশ[খ] রূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য[গ] পৌগণ্ড[ঘ] ধর্ম দুই ত প্রকার॥[ঙ] ৮১
কিশোর[চ]স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি॥ ৮২
এই ছয়-রূপে[ছ] হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে[জ] একরূপ[ঝ] নাহি কিছু ভেদ॥ ৮৩
চিচ্ছক্তি, স্বরূপ শক্তি, অন্তরঙ্গা নাম[ঞ]।
তাহার বৈভবানন্ত[ট] বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥ ৮৪

[ক]অংশ —লঘুভাগবতামৃতে 'অংশই' হল 'স্বাংশ' ; যিনি বিলাস সদৃশ অর্থাৎ স্বয়ং রূপের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে বিলাস অপেক্ষা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁকে স্বাংশ বলে। যেমন নিজ নিজ ধামে সংকর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ।

[খ]শক্ত্যাবেশ —লঘুভাগবতামৃতে যাকে 'আবেশ' বলা হয়েছে। জ্ঞানশক্তি আদি বিভাজন রূপে ভগবান যে সকল মহত্তম ব্যক্তির হৃদয়ে আবিষ্ট হয়ে থাকেন, তাঁদের 'আবেশ' বলে। যেমন বৈকুণ্ঠে নারদ, শেষ এবং সনকাদি। কৃষ্ণ আনয়নকালে অক্রূর যমুনাজলে নিমগ্ন হয়ে যখন বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন, তখন তিনি এই নারদ, শেষ ও সনকাদিকে দর্শন করেছিলেন।

[গ]বাল্য—পঞ্চম বর্ষ বয়স পর্যন্ত বাল্যকাল।

[ঘ]পৌগণ্ড — পঞ্চম বর্ষ বয়স থেকে দশম বর্ষ পর্যন্ত পৌগণ্ড কাল।

[ঙ]বাল্য ও পৌগণ্ড, নিত্য কিশোর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের অনুকূল অবস্থা নয় ; তথাপি লীলা-অনুরোধে তাঁকে বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করতে হয়েছে। মানুষের দেহের ধর্ম অনেক প্রকার—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য, রুগ্নত্ব ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধর্ম মাত্র দুটি—বাল্য ও পৌগণ্ড। তাই বাল্য ও পৌগণ্ড হল শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের ধর্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধর্ম, আর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ হলেন ধর্মী। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরই ধর্মী। কারণ প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে বা শরীরে কেবল বাল্য-পৌগণ্ডই যেমন আবির্ভাব হয়, তেমনি তিরোহিতও হয়। এইজন্য বাল্য-পৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের ধর্ম, আর নিত্য-কৈশোর শ্রীকৃষ্ণের ধর্মী। প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য, রুগ্নত্বাদি সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহকে আশ্রয় করতে পারে না বলে তারা ধর্মও নয়, ধর্মীও নয়।

[চ]কিশোর —এগারো বছর থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত কৈশোরকাল। এই কিশোর—স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ, এই স্বয়ংরূপেই তিনি অবতারী এবং স্বয়ং ভগবান। আর লীলা অনুরোধে অন্য ছয় রূপে তিনি বিলাস বা বিহার করেন।

[ছ]এই ছয় রূপে লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ প্রাভবাদি ছয় রূপ বিহার করেন। অর্থাৎ প্রাভব, বৈভব, স্বাংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড রূপ।

[জ]অনন্তরূপে—মৎস্য-কূর্মাদি অনন্ত স্বরূপে।

[ঝ]একরূপ — মৎস্য-কূর্মাদি অনন্ত স্বরূপ পৃথক পৃথক মূর্তিতে অনন্ত লীলা করলেও তাঁরা প্রত্যেকেই একই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলে মূল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ থেকে তাঁরা পৃথক নন। তাঁদের অনন্তরূপের ক্রীড়া আসলে এক কৃষ্ণেরই ক্রীড়া। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ তিনিই মাত্র এক বস্তু। কিন্তু এক হয়েও নিজের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, একত্ব ত্যাগ না করেই বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

এই পয়ার পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হল।

[ঞ]ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রধান তিনটি শক্তি —চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। 'কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥' (২।৮।১১৬)

চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ শক্তি বলে আবার অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে। 'চিৎ' শব্দের অর্থ 'চেতন' ; সুতরাং চিচ্ছক্তি হল চেতনাময়ী শক্তি—এটা অচেতন জড়শক্তি নয়। এই চিচ্ছক্তির সাহায্যেই ভগবৎস্বরূপ (অর্থাৎ ভগবান) নিজের অন্তরঙ্গ-লীলা নির্বাহ করেন বলে একে স্বরূপ শক্তি বলে। আবার এই শক্তিই ভগবৎ স্বরূপের মধ্যে থেকে স্বরূপানন্দ অনুভব করিয়ে ভগবানকে চমৎকৃত করে ; এবং ভক্তচিত্তে প্রকটিত হয়ে ভগবৎ-প্রীতি রূপে পরমাস্বাদ্য হয়ে স্বরূপশক্তির আনন্দরূপে বিরাজ করে। এই কারণে চিচ্ছক্তিকে অন্তরঙ্গাশক্তি বলে।

[ট]তাহার বৈভবানন্ত— চিচ্ছক্তির বৈভব (বিভূতি) অনন্ত অর্থাৎ চিচ্ছক্তির মাহাত্ম্য অপরিসীম। এটি কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। কৃষ্ণের স্বরূপ আবার সচ্চিদানন্দময় সৎ (সত্তা), চিৎ (জ্ঞান) এবং আনন্দ। এই স্বরূপ শক্তির তিনটি বিভেদ—সদ্ অংশে সন্ধিনী, চিৎ অংশে সংবিৎ ও আনন্দ অংশে হ্লাদিনী। সন্ধিনী শক্তির দ্বারা ভগবান নিজের সত্তা রক্ষা করেন।

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা[ক] জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥ ৮৫
জীবশক্তি[খ] তটস্থাখ্য[গ] নাহি যার অন্ত।

সংবিৎ শক্তিদ্বারা ভগবান নিজে জানেন এবং অপরকেও জানান আর হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা ভগবান নিজে আনন্দ অনুভব করেন এবং ভক্তদেরও আনন্দ অনুভব করান। এই তিন বিভেদের মধ্যে হ্লাদিনীই গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই হ্লাদিনীর একটি পরিণতির নাম প্রেম ; প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাব ; শ্রীরাধা এই মহাভাব-স্বরূপা। অন্যান্য ব্রজ গোপিগণ ও বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণও হ্লাদিনীস্বরূপা। আবার কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার অংশ। সন্ধিনীশক্তির সার অংশের নাম শুদ্ধ সত্ত্ব। সমস্ত ভগবদ্ধাম, শ্রীমন্দির, শয্যা, আসনাদি সমস্তই শুদ্ধ সত্ত্ব। এইভাবে বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত ভগবদ্ধাম, সকল ভক্তবৃন্দ, লীলা উপকরণাদি চিচ্ছক্তির বিভূতি।

[ক]মায়াশক্তি বহিরঙ্গা— মায়া জড়শক্তি বলে ভগবান থেকে সর্বদা দূরেই অবস্থান করে ; এজন্য একে বহিরঙ্গা শক্তি বলে। ভগবৎ স্বরূপের নিত্যলীলাস্থলের বাইরে জড় মায়াশক্তির স্থান। আলো ও অন্ধকার যেমন একই স্থানে থাকতে পারে না, তেমনি ভগবান এবং মায়াও একস্থানে থাকতে পারে না। 'কৃষ্ণ সূর্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥' (২।২২।২১)। অর্থাৎ মায়ার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনোরকম সংযোগই নেই।

মায়ার দুটি বৃত্তি—গুণমায়া ও জীবমায়া। স্বত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকে গুণমায়া বলে। আর মায়ার যে বৃত্তি বহির্মুখ জীব স্বরূপকে আবৃত করে মায়িক বস্তুতে আসক্তি জন্মায় তাকে জীবমায়া বলে। জীবমায়ার আবার দুই প্রকার শক্তি—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা। যে শক্তি দ্বারা জীবমায়া বহির্মুখ জীবের স্বরূপকে ঢেকে রাখে, তাকে বলে আবরণাত্মিকা শক্তি। আর যে শক্তি দ্বারা জীবমায়া মায়িক বস্তুতে বহির্মুখ জীবের আসক্তি জন্মায়, তাকে বলে বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি।

ভগবানের শক্তিতে এই মায়া থেকেই অনন্ত কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। তাই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মায়ারই বৈভব ; অর্থাৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৈভব যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত।

[খ]জীবশক্তি—অনন্ত কোটি জীব ভগবানের যে শক্তির

মুখ্য তিন শক্তি[ঘ] তার বিভেদ অনন্ত॥ ৮৬
এমত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সভার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সব স্থিতি॥ ৮৭
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥[ঙ] ৮৮
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয়॥ ৮৯

বৈভব, তা-ই হল জীবশক্তি। জীব ঈশ্বরের শক্তিস্থানীয়, সুতরাং জীবশক্তি চেতনাময়ী। তাই জীবশক্তি বহিরঙ্গা জড় মায়াশক্তি নয়, এমনকি মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয়। কিন্তু জীবশক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তি নয়, স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয়। যেমন সূর্যরশ্মি সূর্যের ভিতরে থাকে না, তেমনি জীবশক্তি ভগবানের স্বরূপের মধ্যে থাকে না। এইভাবে বহিরঙ্গা মায়া শক্তির মধ্যে এবং অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির মধ্যে থাকে না বলে জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তিও বলা হয়। তট শব্দের অর্থ নদী বা সমুদ্রের জলসংলগ্ন অংশ, এই তট যেমন নদী বা সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমনকি তটের নিকটবর্তী তীরভূমিরও অন্তর্ভুক্ত নয়, তেমনই জীবশক্তিও অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি কিংবা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই জীবশক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হয়।

[গ]তটস্থাখ্য — তটস্থা আখ্যা বা নাম যার। জীবশক্তির অপর নাম তটস্থা শক্তি। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি জীব তটস্থা জীবশক্তিরই অংশ। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ব্যতীত, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের সাধন সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ জীবগণ সকলেই ভগবানের তটস্থা শক্তির বৈভব, তাঁরা ভগবানের স্বরূপ শক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়েছেন মাত্র। জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলে, শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের আশ্রয়।

[ঘ]মুখ্য তিন শক্তি —অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি —এই তিনটিই শ্রীকৃষ্ণের প্রধান শক্তি। এই তিন মুখ্যশক্তির আবার অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে।

[ঙ]ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবসমূহের আশ্রয় হলেন পুরুষ অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাদিরও আশ্রয়। সুতরাং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ের আশ্রয় বলে শ্রীকৃষ্ণই হলেন মূল আশ্রয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, তিনিই সর্বাশ্রয় ও পরমেশ্বর।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।১)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥ ১৭

অন্বয়—**কৃষ্ণঃ** (শ্রীকৃষ্ণ) ; **পরমঃ ঈশ্বরঃ** (পরম ঈশ্বর) ; **সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ** (সচ্চিদানন্দবিগ্রহ) ; **অনাদিঃ আদিঃ গোবিন্দঃ** (অনাদি, সকলের আদি গোবিন্দ) ; **সর্বকারণকারণং** (সমস্ত কারণের কারণ)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদি ; কিন্তু সকলের আদি, সমস্ত কারণের কারণ তিনিই গোবিন্দ।

তাৎপর্য—**পরম ঈশ্বর**—ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর বা প্রভু বলে শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর। তিনি **'কর্তুম-কর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ।'** অর্থাৎ যিনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন, নাও করতে পারেন অথবা অন্য কিছুও করতে পারেন—তিনিই ঈশ্বর। তাঁর দেহ প্রাকৃত দেহ নয়, নিত্য ও চিদানন্দঘন দেহ। তাই শ্রীকৃষ্ণে জীবের মতো দেহ-দেহী ভেদ নেই। তিনি যে কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই যে কোনো কাজ করতে পারেন। এটা কেবল শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির দ্বারাই সম্ভব।

সর্বকারণ কারণ— পুরুষাদি থেকে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব বলে পুরুষাদিই জগতের কারণ ; শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাদিরও কারণ বলে তিনি সর্বকারণ কারণ।

গোবিন্দ—গো-শব্দের অর্থ গোরু বা পৃথিবী এবং বিন্দ্ ধাতুর অর্থ পালন। অর্থাৎ গো-পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেছেন বলে তাঁকে গোবিন্দ বলা হয়। আবার গো-অর্থ ইন্দ্রিয় ; শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা বলেও তিনি গোবিন্দ বা হৃষিকেশ।

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে।
তবু পূর্বপক্ষ কর আমা চালাইতে।।[ক] ৯০
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র-কুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।। ৯১
অতএব চৈতন্য গোঁসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা।। ৯২
সেহো ত ভক্তের বাক্য—নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী।। ৯৩
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনমতে কহে যেমন যার মতি।। ৯৪
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ—নরনারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন।। ৯৫
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সভার।। ৯৬
কেহো কহে পরব্যোম নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী।।[খ] ৯৭
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন।। ৯৮
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।। ৯৯
চৈতন্য মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে।। ১০০

[ক]কবিরাজ গোস্বামী প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'সব জেনে-বুঝেও তুমি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্যই পূর্বপক্ষ উত্থাপন বা তর্ক করছ।'

[খ]স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ বলে শ্রীচৈতন্যই পরতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। অনেকে মনে করেন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন ; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, কারণ ক্ষীরোদশায়ী হলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশাংশ। সুতরাং শ্রীচৈতন্যকে ক্ষীরোদশায়ী বললে তাঁর মহিমাই খর্ব করা হয়। তবে ভক্তদের এই ধারণা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান, তিনি স্বয়ং অবতারী ; তাঁর অবতারকালে অন্য সকল অবতার তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হন। 'পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে।। নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর।। সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।। (১।৪।৯-১১)

সুতরাং শ্রীচৈতন্য অবতারী স্বয়ং ভগবান বলেই অন্যান্য সকল ভগবৎ-স্বরূপই তাঁর মধ্যে বর্তমান। এই তিন পয়ারে ভক্তগণ নিজ নিজ অনুভব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সকলের কথাই সত্য, কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।

চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে।।[ক] ১০১
চৈতন্য গোঁসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।। ১০২
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। ১০৩

[ক]শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান, অবতারী, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব—এটাই সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব একই। শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও মহিমা জানলেই শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও মহিমা জানা হল। তাই শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা বলা হচ্ছে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং বস্তুনির্দেশ-মঙ্গলাচরণে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্ব নিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্॥ ১

অন্বয় —অজ্ঞঃ (অজ্ঞ ব্যক্তি) ; যৎপাদাশ্রয়-বীর্যতঃ (যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় প্রভাবে) ; আকরব্রাতাৎ (শাস্ত্ররূপ খনিসমূহ হইতে) ; সিদ্ধান্তসন্মণীন্ (সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণিসমূহ) ; সংগৃহ্ণাতি (সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়) ; [তং] (সেই) শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে (শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ—যাঁর শ্রীচরণাশ্রয় প্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ খনিসমূহ থেকে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণিসমূহ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ॥ ২

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২)]

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
গোলোকে[ক] ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ ৩
ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহো[খ] একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥ ৪
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ[গ] মানি॥ ৫
একাত্তর চতুর্যুগে—এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥ ৬
বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর॥ ৭
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে—দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥[ঘ] ৮

[ক]গোলোক— পরব্যোমের ঊর্ধ্বে সহস্রদল-পদ্মাকৃতি ধামের নাম গোকুল। গোকুলকে ব্রজও বলে। এই পদ্মাকৃতি গোকুলের বহির্ভাগে আবরণস্বরূপ চতুষ্কোণ-ধামকে বলে শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক ; আর অভ্যন্তর ভাগকে বৃন্দাবন বলে। অর্থাৎ বৃন্দাবন হল সহস্রদল পদ্মাকৃতি গোকুলের ঠিক পরের অংশ। আর সহস্রদল পদ্মাকৃতি গোকুলের পত্রস্থানীয়, গোপিগণের উপবনসমূহকে কেলিবৃন্দাবন বলে। গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমা বেশি বলে গোলোককে গোকুলের বৈভবও বলা হয়। আলোচ্য পয়ারে গোলোক অর্থে শ্রীগোকুলকেই বুঝানো হয়েছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সপরিকর এখানে অনাদিকাল থেকেই নিত্যলীলা করছেন।

[খ]তিঁহো—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়ে প্রকটলীলা করেন।

[গ]দিব্য এক যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের সম্মিলিত সময়কে বলে এক দিব্যযুগ ; এইরকম একাত্তর দিব্যযুগ অতিবাহিত হতে যে সময় লাগে, তাকে বলে এক মন্বন্তর। এইরকম ১৪টি মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। মনুষ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮০০০ বৎসর, ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপরের পরিমাণ ৮,৬৪০০০ বৎসর এবং কলির পরিমাণ ৪,৩২০০০ বৎসর। সুতরাং মনুষ্যমানে এক দিব্যযুগের পরিমাণ হল (১৭,২৮০০০ + ১২,৯৬০০০ + ৮,৬৪০০০ + ৪,৩২০০০)=৪৩,২০,০০০ বৎসর। এইভাবে ব্রহ্মার একদিনে হল মনুষ্যমানের ৪৩২০০০০x৭১x১৪= ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসর ; বিষ্ণুপুরাণের মতে ৪৩২০০০০০০০ বৎসর। ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলে। এইরকম ত্রিশ দিনে বা ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার একমাস এবং বারো মাসে এক বৎসর হয়। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল হল এই পরিমাণের একশত বৎসর।

[ঘ]ব্রহ্মার প্রতিদিনে বা প্রতিকল্পে চোদ্দ জন পুত্র মনু নামে খ্যাত হন। এই ১৪ জন মনুর নাম—(১) স্বায়ম্ভুব

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার —চারি রস।
চারিভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥ ৯
দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥[ক] ১০
যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান।
অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান॥ ১১
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তি[খ] দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥ ১২
সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥ ১৩
ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥[গ] ১৪
ঐশ্বর্য-জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন[ঘ] করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে[ঙ] যায় চতুর্বিধ মুক্তি[চ] পাঞা॥ ১৫
সার্ষ্টি[ছ] সারূপ্য[জ] আর সামীপ্য[ঝ] সালোক্য[ঞ]।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত— যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥ ১৬

---

(২) স্বারোচিষ (৩) উত্তম (৪) তামস (৫) রৈবত (৬) চাক্ষুষ (৭) বৈবস্বত (৮) সাবর্ণি (৯) দক্ষসাবর্ণি (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি (১১) ধর্মসাবর্ণি (১২) রুদ্রসাবর্ণি (১৩) দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি। বর্তমানে সপ্তম মনু বৈবস্বতের রাজত্বকাল চলছে, তাই এর নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। এর মধ্যে সাতাশ চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ অতীত হওয়ার পর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে অর্থাৎ আঠাশতম দিব্যযুগে দ্বাপরের শেষভাগে সর্বঅবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এবং ঠিক তার পরবর্তী কলিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হন। এইরূপে ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ মনুষ্যমানের ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসরে শ্রীকৃষ্ণ একবার এক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়ে লীলা বিস্তার করেন।

[ক]ব্রজে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ মাধুর্যময়ী লীলা আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ দাস, সখা, পিতা-মাতা ও কান্তাগণ নিয়ে অনন্ত রস-মাধুর্য আস্বাদন করছেন এবং এই চার ভাবের ভক্তদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর।

[খ]প্রেম-ভক্তি—কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্যময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবা বাসনা ; অর্থাৎ মমতাময়ী শুদ্ধ মাধুর্যময়ী ভক্তি। এই প্রেমভক্তি ছাড়া জগতবাসী মায়িক জীবের অবস্থিতি বা স্থিরতা নেই। তাই যাঁরা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার অধিকার পান, ভগবানের অন্য কোনো স্বরূপের সেবার জন্য কিংবা অন্য কোনো ধামে থাকার জন্য তাঁদের বাসনা জন্মে না।

[গ]শাস্ত্র অনুশাসনের ভয়ে অর্থাৎ নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ে যারা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাদের ভজনকে বলে বিধি ভক্তি। বিধিভক্তি বা বৈধীভক্তির দ্বারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাওয়া যায় না। কেবল জগতে দুর্লভ রাগানুগা ভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাওয়া যায়।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন—জগতে জীবের মধ্যে বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান আছে ঠিকই, কিন্তু বিধি ভক্তি ব্রজভাবের অনুকূল নয়, সমগ্র জগত ঐশ্বর্য জ্ঞানে বিধিভক্তিতে মিশ্রিত হওয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত আপন বলে ভাবতে পারে না ; তাই তাঁর প্রতি প্রেমও জন্মাতে পারে না। ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞান হৃদয়ে উদিত হলে প্রেম সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ভগবান কেবল ভক্তের প্রেম আস্বাদন করেই প্রীত হন। তাই ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের ঐশ্বর্য উদয় হলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দও সংকুচিত হয়ে যায়।

[ঘ]বিধি-ভজন—বিধিমার্গের ভজন। বিধিমার্গের ভজনে ঐশ্বর্যপ্রধান বৈকুণ্ঠে চতুর্বিধ-মুক্তিলাভ হয়ে থাকে।

[ঙ]বৈকুণ্ঠেতে—পরব্যোমে ; পরব্যোম ঐশ্বর্য প্রধান ধাম।

[চ]চতুর্বিধ মুক্তি—সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য।

[ছ]সার্ষ্টি—যে ভক্ত পরব্যোমে ভগবৎস্বরূপের পরিকরগণের সমান ঐশ্বর্য লাভ করেন, তখন তাঁর মুক্তিকে বলে সার্ষ্টি।

[জ]সারূপ্য —যে ভক্ত ভগবানের যে স্বরূপের উপাসক, তিনি যখন সেই স্বরূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হন, তখন তার মুক্তিকে বলে সারূপ্য।

[ঝ]সামীপ্য —যে ভক্ত ভগবানের যে স্বরূপের উপাসক, তিনি যখন সেই স্বরূপের নিকটে অবস্থান করেন, তখন তাঁর মুক্তিকে বলে সামীপ্য।

[ঞ]সালোক্য—যে ভক্ত ভগবানের যে স্বরূপের উপাসক, তিনি যখন তাঁর ধামে বাস করেন, তখন তাঁর মুক্তিকে বলে সালোক্য।

এই চতুর্বিধা মুক্তির কোনো একটি পেলে জীবকে আর সংসারে আসতে হয় না। চতুর্বিধ মুক্তি ব্যতীত আর এক প্রকার মুক্তি আছে, তার নাম সাযুজ্য মুক্তি ; উপাস্য স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়াকে বলে সাযুজ্য। সাযুজ্য মুক্তি আবার দুপ্রকার — ব্রহ্ম সাযুজ্য ও ঈশ্বর সাযুজ্য ; নির্বিশেষ ব্রহ্মের

যুগধর্ম[ক] প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্তন।
চারিভাব[খ] ভক্তি[গ] দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ ১৭
আপনে করিমু ভক্ত-ভাব[ঘ] অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ ১৮
আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥ ১৯

সঙ্গে যাঁরা মিলিত হন, তাঁদের মুক্তিকে বলে ব্রহ্ম সাযুজ্য। আর ভগবানের কোনো এক সবিশেষ স্বরূপের (নারায়ণ-নৃসিংহাদির) সঙ্গে যাঁরা মিলিত হন, তাঁদের মুক্তিকে বলে ঈশ্বর সাযুজ্য। যাঁরা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন, তাঁরা ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের আনন্দেই মগ্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু এঁদের ভগবানের প্রতি সেবাপরায়ণতা বা স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য থাকে না, কারণ এঁদের পৃথক অস্তিত্ব নেই। আর যাঁরা ভক্ত, তাঁরা চান ভগবানের সেবা ; তাই তাঁরা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্য সাযুজ্যমুক্তি বাঞ্ছা করেন না।

[ক]ধর্ম—'ধৃ'-ধাতুর কর্তৃবাচ্যে ও করণবাচ্যে 'মন' প্রত্যয় যোগে হয় ধর্ম শব্দ। কর্তৃবাচ্যের অর্থে —যা জীবকে স্বরূপে ধরে রাখে, তাকে বলে ধর্ম ; এই ধর্মকে বলে সাধ্যধর্ম। প্রেমভক্তিই হল এই সাধ্যধর্ম ; কারণ প্রেমভক্তিই জীবস্বরূপকে ধরে রাখে। সুতরাং প্রেমভক্তিই হল জীবের অভীষ্ট সাধ্য।

আর করণবাচ্যের অর্থে —যার দ্বারা জীব স্বরূপে ধৃত হতে পারে, তাকে বলে ধর্ম ; এই ধর্মকে বলে সাধন ধর্ম। এই সাধনধর্ম দ্বারাই জীব সাধ্যধর্ম প্রেমভক্তি লাভ করতে পারে।

[খ]চারিভাব—ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব।

[গ]ভক্তি —প্রেমভক্তি ; প্রেমভক্তি চার প্রকার —দাস্য প্রেমভক্তি, সখ্য প্রেমভক্তি, বাৎসল্য প্রেমভক্তি ও মধুর বা কান্তা প্রেমভক্তি।

আত্যন্তিকী স্থিতির জন্য জীবের সাধ্যবস্তু হল প্রেমভক্তি এবং তার প্রধান সাধন হল শ্রীনাম সংকীর্তন।

[ঘ]ভক্ত-ভাব—সেবকের ভাব বা সাধকভক্তের ভাব। ভাবটি হল—জীব স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্য দাস। সেই ভাবটি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়ে নিজে আচরণ করে দেখাবেন। জীবকে ভজনমুখী করতে তাঁর এই আচরিত ভক্তিধর্মের দ্বারা তিনি একটি আদর্শ স্থাপন করবেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৪।৮)

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৩

অন্বয়—সাধূনাং পরিত্রাণায় (সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত) ; **দুষ্কৃতাং বিনাশায়** (দুষ্টগণের বিনাশের নিমিত্ত) ; চ (এবং) ; **ধর্মসংস্থাপনার্থায়** (ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত) ; **যুগে যুগে সম্ভবামি** (যুগে যুগে অবতীর্ণ হই)।

অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, ভক্তদ্রোহী ও দুষ্টগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্মের সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।'

তত্রৈব (৩।২৪)

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ৪

অন্বয় —অহং (আমি-শ্রীকৃষ্ণ) ; **চেৎ কর্ম ন কুর্যাং** (যদি কর্ম না করি) ; **তদা ইমে লোকাঃ** (তাহা হইলে এই সকল লোক) ; **উৎসী দেয়ুঃ** (ভ্রষ্ট হইবে) ; **চ অহং** (এবং আমি) ; **সঙ্করস্য কর্তা স্যাম্** (বর্ণ-সংকরের কর্তা হইব) ; **ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্** (এই প্রজাগণকে মলিন করিব)।

অনুবাদ—অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'আমি যদি ধর্ম-কর্মানুষ্ঠান না করি, তাহলে এই সকল লোক ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হবে ; (তাদের অধঃপতন হলে পরস্ত্রী-পরপুরুষ গমনাদি রূপ বিবিধ পাপ-পুণ্যের বিচার থাকবে না) ; সুতরাং লোকের মধ্যে বর্ণ-সংকরের সৃষ্টি হবে। আমার কর্মানুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে আমিই এই বর্ণ-সংকরের কর্তা হয়ে পড়ব এবং এইভাবে আমিই প্রজাগণকে পাপী করে তুলব।'

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২।৪)

যদ্যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ ৫

অন্বয়—শ্রেয়ান্ যৎ যৎ আচরতি (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন) ; **ইতরঃ তৎ তৎ ঈহতে** (অন্য ব্যক্তিও তাহা তাহা করিতে চেষ্টা করে) ; **সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে** (সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া

স্বীকার করেন) ; লোকঃ তৎ অনুবর্ততে (সাধারণ লোক তাহা অনুসরণ করে)।

অনুবাদ—বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বললেন : শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, অন্য সাধারণ ব্যক্তিও তেমনই আচরণ করতে চেষ্টা করেন ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সাধারণ লোকও তারই অনুসরণ করে থাকে।

যুগ-ধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে॥ ২০[ক]

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে (৫।৩৭)

সন্ত্বতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ৬

অন্বয়—**পুষ্করনাভস্য** (পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও সুগন্ধি নাভি যাঁহার, তিনি পদ্মনাভ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ; **সর্বতঃ ভদ্রাঃ** (সর্বপ্রকারে মঙ্গলপ্রদ) ; **বহবঃ অবতারাঃ সন্তু** (অনেক অবতার থাকুন) ; **[কিন্তু]** (কিন্তু) ; **কৃষ্ণাৎ অন্যঃ কো বা** (শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেই বা) ; **লতাসু অপি প্রেমদঃ ভবতি** (লতাকে পর্যন্তও প্রেমদান করেন) ?

অনুবাদ—পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্বমঙ্গলপ্রদ অনেক অবতার আছেন সত্য ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর অন্য কেই বা আছেন, যিনি লতাকে পর্যন্ত প্রেমদান করেন ?

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানারঙ্গে॥ ২১
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।[খ]
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥ ২২
চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥ ২৩
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে[গ]**।**
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে[ঘ] **যাহার হুঙ্কারে॥ ২৪**
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর[ঙ] **নাম।**
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম[চ]**॥ ২৫**
'ডুভৃঞ্'[ছ] **ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ।**
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥ ২৬
শেষ লীলায়[জ] **নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।**
কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥ ২৭
তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছেন নির্ণয়॥ ২৮

[ক]স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : যুগাবতার হল আমার অংশ। তাঁর দ্বারা কলিযুগধর্ম নামসংকীর্তন প্রবর্তিত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু তিনি ব্রজপ্রেম দিতে সমর্থ নন। কারণ আমি ব্যতীত অন্য কেউই ব্রজপ্রেম দিতে সমর্থ নন। তাই স্বয়ং আমাকেই অবতীর্ণ হতে হবে, অর্থাৎ জীবকে ব্রজপ্রেম দেওয়াই নবদ্বীপ অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য।

[খ]কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়—কলি যুগের সন্ধ্যার প্রারম্ভে। মনুষ্যমানে কলিযুগের প্রথম ৩৬০০০ বৎসরকে কলির সন্ধ্যা বলে।

[গ]হৃদয়-কন্দরে—হৃদয় রূপ গুহায়।

[ঘ]কল্মষ-দ্বিরদ নাশে—ভক্তি বিরোধী কর্মরূপ হস্তী বিনাশে ; সিংহের হুঙ্কারে যেমন হাতি পলায়ন করে এবং সিংহের আক্রমণে যেমন হাতি নিহত হয়, ঠিক তেমনি শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কারে ও ভক্তিবিরোধী যাবতীয় কর্ম দূরে পালিয়ে যায় ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

[ঙ]বিশ্বম্ভর—প্রথম লীলা বা আদিলীলায় শ্রীচৈতন্য সমগ্র বিশ্বের সকল প্রাণীকে প্রেম দিয়ে ভরণ (পোষণ ও ধারণ) করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছে বিশ্বম্ভর। তিনি ভক্তিরস দ্বারা সকল জীবকে ভরণ করেছেন। পরম দয়াল শ্রীচৈতন্যের ভক্তিরসের ফলে জীব স্বরূপানুবন্ধী শ্রীকৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করল।

[চ]ভূতগ্রাম—সমগ্র বিশ্বের প্রাণিসমূহকে।

[ছ]'ডুভৃঞ্'—ভৃ ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। কৃষ্ণ বহির্মুখ জীবকে ভক্তিরস দানের ফলে তাদের চিন্ময়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সেবায় আত্মনিয়োগই হল শ্রীচৈতন্য কর্তৃক জীবের পোষণ। আর স্বরূপানুবন্ধিনী অবস্থা থেকে বিচ্যুত জীবকে ভক্তিরস দিয়ে তাদের স্বরূপাবস্থায় আনাই হল শ্রীচৈতন্য কর্তৃক জীবের ধারণ।

[জ]শেষ লীলায়—সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে শেষ চব্বিশ বছরের লীলার সাধারণ নাম শেষলীলা। এই লীলায় প্রভুর নাম হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃপা করে অচৈতন্য জীবকে চৈতন্য দান করে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বাদি জানালেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৭

অন্বয়—**অনুযুগং** (যুগে যুগে) ; **তনূঃ গৃহ্নতঃ** (তনুগ্রহণকারী) ; **অস্য** (ইঁহার — অর্থাৎ এই বালকের) ; **হি** (নিশ্চিতই) ; **শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ** (শুক্ল, রক্ত এবং পীত) ; [**ইতি**] (এই) ; **ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্** (তিনটি বর্ণ হইয়াছিল) ; **ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ** (সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছেন)।

অনুবাদ— শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে নন্দ মহারাজকে গর্গাচার্য বললেন —যুগে যুগে তনুগ্রহণকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিনটি বর্ণ হয়েছিল ; সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছেন।

শুক্ল-রক্ত-পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরে শ্রীপতি।।[ক] **২৯**
ইদানীং[খ] **দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।**
এইসব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম॥ ৩০

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৭)

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৮

অন্বয়—**দ্বাপরে** (দ্বাপর যুগে) ; **ভগবান্ শ্যামঃ** (ভগবান শ্যামবর্ণ) ; **পীতবাসাঃ** (পীতবসনধারী) ; **নিজায়ুধ** (নিজের চক্রাদি অস্ত্রধারী) ; **শ্রীবৎসাদিভিঃ** (শ্রীবৎসাদি চিহ্নদ্বারা) ; **অঙ্কৈঃ লক্ষণৈঃ** (শারীরিক চিহ্নের দ্বারা ও কৌস্তুভাদি বাহ্যিক লক্ষণের দ্বারা) ; **চ উপলক্ষিতঃ** (চিহ্নিত হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ— দ্বাপর যুগে ভগবান শ্যামবর্ণ ও পীতবসনধারী ; নিজের চক্রাদি অস্ত্রধারী, শ্রীবৎসাদি চিহ্ন, বিভিন্ন শারীরিক চিহ্ন এবং কৌস্তুভাদি বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকেন।

কলিকালে যুগধর্ম[গ] **নামের প্রচার**[ঘ]**।**
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥ ৩১
তপ্তহেম-সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি[ঙ] **কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥ ৩২**
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাথে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥ ৩৩
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল'[চ] **হয় তার নাম।**
ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম॥ ৩৪
আজানুলম্বিত ভুজ-কমল-লোচন।
তিলফুল জিনি নাসা—সুধাংশু বদন॥ ৩৫
শান্ত দান্ত[ছ] **কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা-পরায়ণ।**
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্বভূতে সম[জ]**॥ ৩৬**
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণ-সংকীর্তন॥[ঝ] **৩৭**

[ক]শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত এবং বিশেষ কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করেন। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হন, ঠিক তার পরবর্তী কলিতে তিনি পীতবর্ণে স্বয়ংরূপেই অবতীর্ণ হন।

[খ]ইদানীং— সাম্প্রতিক কালে ; বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে।

[গ]ব্রজপ্রেম দিতে হবে বলে শ্রীচৈতন্য অবতারে শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ ধারণ করেছেন। কারণ, দ্বাপর লীলায় প্রেমের মূল ভাণ্ডারের অধিকারিণী হলেন মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতি রাধিকা, তাঁর ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার না করলে ব্রজপ্রেম দান করা যায় না ; তাই শ্রীকৃষ্ণ রাধা ভাবকান্তি দ্যুতি সুবলিত হয়ে পীতবর্ণ ধারণ করেছেন।

[ঘ]নামের প্রচার—সব কলিযুগেরই ধর্ম নাম-প্রচার ; কিন্তু এই বিশেষ কলির বিশেষত্ব হল —এতে নামের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজপ্রেমও প্রদত্ত হয়ে থাকে।

[ঙ]নবমেঘ জিনি— নতুন মেঘকে পরাজিত করে ; শ্রীচৈতন্যদেবের কণ্ঠস্বর নতুন মেঘের ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর ছিল।

[চ]ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল — যাঁরা নিজের হাতের মাপে চার হাত বা সাড়ে চার হাত লম্বা হন, সেই সকল প্রকাণ্ড শরীরধারী মহাপুরুষদের শরীরকে ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল বলে।

[ছ]দান্ত—জিতেন্দ্রিয়।

[জ]সর্বভূতে সম— সকল প্রাণীর প্রতিই যাঁর সমান ব্যবহার।

[ঝ]শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনকালে নৃত্য করবার সময় শ্রীগৌরাঙ্গ

এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নামের গণন॥ ৩৮
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ॥ ৩৯

তথাহি মহাভারতে দানধর্মে (বিষ্ণু সহস্রনাম- স্তোত্রে) (৯২।৭৫)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ॥ ৯

অন্বয়—**সুবর্ণবর্ণঃ** (শোভনবর্ণ অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ যিনি বর্ণনা করেন) ; **হেমাঙ্গঃ** (স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ যাঁহার) ; **বরাঙ্গঃ** (শ্রেষ্ঠ অঙ্গ যাঁহার) ; **চন্দনাঙ্গদী** (চন্দনের অঙ্গদ ব্যবহারকারী) ; **সন্ন্যাসকৃৎ** (যিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন) ; **শমঃ** (যাঁহার বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত) ; **শান্তঃ** (স্থির চিত্ত) ; **নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ** (যিনি নিবৃত্তিপরায়ণ)।

অনুবাদ—সর্বদা 'কৃষ্ণ' এই উত্তম বর্ণদ্বয় বর্ণন করেন বলে তাঁর নাম সুবর্ণবর্ণ ; অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বলে তাঁর নাম হেমাঙ্গ ; চন্দনের অঙ্গদ বা অলংকার পরেন বলে তাঁর নাম চন্দনাঙ্গদী ; সাধারণের অঙ্গ অপেক্ষা তাঁর অঙ্গসমূহ শ্রেষ্ঠ বলে তিনি বরাঙ্গ, সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন বলে তাঁর নাম সন্ন্যাসী, ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত বলে তাঁর নাম শম, স্থির চিত্ত বলে তাঁর নাম শান্ত ; কৃষ্ণ ভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিবৃত্তিপরায়ণ বলে তাঁর নাম নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ।

তাৎপর্য—সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসী, শম, শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ—এই সকল লক্ষণই শ্রীমদ্ মহাপ্রভুতে দেখা যায়। তবে প্রথম চারটি লক্ষণ তাঁর আদিলীলায় এবং অবশিষ্ট চারটি লক্ষণ তাঁর শেষ লীলা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পরের লীলায় দেখা যায়।

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম-নামসংকীর্তনসার॥ ৪০

বাহুতে ও হাতে চন্দনের অলংকার পরতেন এবং সারা অঙ্গে চন্দন-প্রলেপ সাজাতেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩১-৩২)

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ ১০

অন্বয়—**হে উর্বীশ** (হে পৃথিবীপতি) ; **ইতি দ্বাপরে জগদীশ্বরং স্তুবন্তি** (এইরূপে দ্বাপরে জগদীশ্বরকে স্তবপূজা করে) ; **কলাবপি** (কলিযুগেও) ; **নানাতন্ত্রবিধানেন** (নানাতন্ত্রের বিধান অনুসারে) ; **[যথা স্তুবন্তি]** (যেরূপ স্তবপূজা করে) ; **তথা শৃণু** (তাহা শ্রবণ করুন)।

অনুবাদ—হে রাজন্ ! দ্বাপরে এইরূপে (নমস্তে বাসুদেবায় ইত্যাদি) সাধুজনেরা ভগবানকে স্তবপূজা করে থাকেন ; নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে কলিযুগেও যে রূপে স্তবপূজা করে থাকে, তা শ্রবণ করুন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১১

অন্বয়—**সুমেধসঃ** (সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) ; **ত্বিষা** (অঙ্গকান্তিতে) ; **অকৃষ্ণং** (অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ) ; **সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ্** (যিনি অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত বিদ্যমান) ; **কৃষ্ণবর্ণং** (কৃষ্ণবর্ণ) ; **[ভগবন্তং]** (ভগবানকে) ; **সংকীর্তনপ্রায়ৈ যজ্ঞৈঃ হি যজন্তি** (সংকীর্তন প্রধান পূজোপকরণ দ্বারা নিশ্চিত পূজা করেন)।

অনুবাদ—সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সংকীর্তন প্রধান পূজা-উপকরণ দ্বারা, অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র এবং পার্ষদগণের সঙ্গে বিদ্যমান গৌরকান্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ (ভগবানকে) অর্চনা করে থাকেন।

তাৎপর্য—এই শ্লোকে কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুটিকে ত্বিষাকৃষ্ণ শব্দের দুটি অর্থের সঙ্গে মিলালে মোট চারটি অর্থ পাওয়া যায়। যেমন (ক) যাঁর বর্ণ কৃষ্ণ এবং কান্তিও কৃষ্ণ, (খ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁর কান্তি কৃষ্ণ ; (গ) যাঁর বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত বা গৌর এবং (ঘ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁর কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত।

কিন্তু প্রথম দুটি অর্থ অসঙ্গত, কারণ কলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্য বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত, হয়

অবতার, তাই তাঁর কান্তি কখনো কৃষ্ণ হতে পারে না। তাহলে শেষ দুটি অর্থই সঙ্গত, কারণ কলিতে স্বয়ং ভগবান ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, বাইরে পীত বা গৌরবর্ণ ; অর্থাৎ তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। তাই 'ত্বিষা কৃষ্ণম্' (সন্ধিহীন) পাঠ সঙ্গত নয় ; 'ত্বিষা অকৃষ্ণম্' (সন্ধিবদ্ধ) পাঠই সঙ্গত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পীত বা গৌরবর্ণ কোথা থেকে পেলেন ? এটি তাঁর অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তির বর্ণ। স্বরূপ-শক্তি আবার দুইরূপে বিভক্ত— অমূর্ত ও মূর্ত। অমূর্তরূপে শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যে —যা সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেই থাকে, কিন্তু এই শক্তির কোনো বর্ণ নেই। আর শক্তির মূর্ত হল—সর্বশক্তিগরীয়সী হ্লাদিনীর পরমসারভূতা মাদনাখ্যমহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতি রাধা ঠাকুরানি ; তাঁর বর্ণ পীত বা নবগোরচনাগৌর। কেবল তাঁর পীত বর্ণ নয়, তাঁর পীত অঙ্গদ্বারাই যেন শ্রীকৃষ্ণ আচ্ছাদিত হন। **'রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য'** (উ.নী.ম.স্থা. ১১০) ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীবৃন্দাদেবীর উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, প্রেমপরিপাক শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তকে গলিয়ে এক করে দিয়েছিল ; সেই মহাপরাক্রান্ত প্রেমই কৃষ্ণ প্রেমময়ী শ্রীরাধার অঙ্গকেও গলিয়ে যেন তাঁর প্রতি অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যামঅঙ্গকে আলিঙ্গন করে পীতবর্ণ করে দিয়েছে, শ্যামসুন্দরকে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর করে দিয়েছে। তাই এই কলির এই অবতার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলিত বিগ্রহ।

শুন ভাই এই সব চৈতন্য-মহিমা।[ক]
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা॥ ৪১
"কৃষ্ণ" এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে॥ ৪২
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥ ৪৩
কেহ তারে বলে যদি 'কৃষ্ণ-বরণ'।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ॥[খ] **৪৪**
দেহ-কান্ত্যে হয় তিহোঁ অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণ-বরণে শব্দে কহে পীত-বরণ[গ]**॥ ৪৫**

স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়াষ্টকে ১ম শ্লোকঃ

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাম্।
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১২

অন্বয়— **বিদ্বাংসঃ** (তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ) ; **কলৌ স্ফুটং** (কলিযুগে ব্যক্ত) ; **দ্যুতিভরাৎ অকৃষ্ণাঙ্গং** (কান্তির আধিক্যবশত যিনি গৌর বা পীতবর্ণ) ; **যং কৃষ্ণং** (যেই কৃষ্ণকে) ; **উৎকীর্তনময়ৈঃ মখবিধিভিঃ** (উচ্চসংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞবিধির দ্বারা) ; **অভিযজন্তে** (অর্চনা করেন) ; চ (পুনঃ) ; **যং অখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং উপাস্যং প্রাহুঃ** (যাঁহাকে পণ্ডিতগণ সকল সন্ন্যাসীগণের উপাস্য পূজ্য বলেন) ; **সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ** (সেই চৈতন্যাকার শ্রীগৌরাঙ্গদেব) ; **নঃ অতিতরাং কৃপয়তু** (আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন)।

অনুবাদ—তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ কলিযুগে অবতীর্ণ কান্তির আধিক্যবশত গৌরবর্ণ যে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্চ সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞে অর্চনা করেন ; এবং সমস্ত সন্ন্যাসীগণের উপাস্য বলে তাঁরা যাঁকে বর্ণন করেন, সেই চৈতন্যাকার শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন।

প্রত্যঙ্গ তাহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি।[ঘ] **৪৬**

[ক]ব্রহ্মা-শিবের পক্ষেও সুদুর্লভ যে ব্রজ প্রেম তা জনসাধারণের মধ্যে অকাতরে বিতরণের উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভগবান প্রেমপ্রথী শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে গৌররূপে এই কলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন—এটাই শ্রীচৈতন্যের মহিমা সীমা বা করুণার পরাকাষ্ঠা।

[খ]তার করে নিবারণ—যাঁর বর্ণ বা কান্তি কৃষ্ণ, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ এই অর্থের বাধা দেয় অর্থাৎ এরকম অর্থ হতে পারে না। কারণ একই বাক্যে একই ব্যক্তির কান্তিকে কৃষ্ণ ও অকৃষ্ণ বলা সম্ভব নয়।

[গ]পীত-বরণ—তপ্ত সোনার মতো উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ।

[ঘ]কলি-অবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে যাঁরা স্বচক্ষে দর্শন

জীবের কল্মষ[ক]-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥ ৪৭
ভক্তির বিরোধী কর্ম ধর্ম বা অধর্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতম॥ ৪৮
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥ ৪৯

তথাহি স্তবমালায়াং (২।৮)

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১৩

অন্বয়—যস্য স্মিতালোকঃ (যাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টি) ; জগতাং পরিতঃ শোকং হরতি (জগতের সকলের শোক হরণ করে) ; তু যস্য গিরাং প্রারম্ভঃ (পুনঃ যাঁহার বাক্যের আরম্ভে) ; কুশলপটলীং পল্লবয়তি (কল্যাণসমূহকে বিস্তারিত করে) ; যস্য পদালম্ভঃ (যাঁহার চরণাশ্রয়) ; কং বা প্রেমনিবহং হিন প্রণয়তি (কাহাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরাশি নিশ্চিত প্রাপ্ত করায় না) ; সঃ চৈতন্যাকৃতি দেবঃ নঃ অতিতরাং কৃপয়তু (সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন)।

অনুবাদ—যাঁর ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টি সর্বজগতের সকল প্রকার শোক হরণ করে, যাঁর বাক্যের আরম্ভেই কল্যাণসমূহের উদয় হয়, যাঁর শ্রীচরণাশ্রয়ে কোন জনই বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয় না ? (অর্থাৎ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্ত হয়) সেই চৈতন্যাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন।

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥ ৫০
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে॥ ৫১
অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য সাধন।
'অঙ্গ' শব্দের আর অর্থ শুন দিয়া মন॥ ৫২
'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে শাস্ত্রপরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব[খ] তার 'উপাঙ্গ' ব্যাখ্যান॥ ৫৩

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নবভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ১৪

[অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নবম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৭)]

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ॥ ৫৪
'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়।
মায়া-কার্য নহে, সব চিদানন্দময়॥ ৫৫
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়ব[গ]গণ কহিয়ে 'উপাঙ্গ'॥ ৫৬

করেছেন, তাঁরা জানেন গলিত স্বর্ণের মতো পীতবর্ণ তাঁর দেহকান্তি—যার প্রভাবে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হয়।

[ক]কল্মষ—ভক্তিবিরোধী কর্ম। তা ধর্মই হোক আর অধর্মই হোক—যা কিছু ভক্তির প্রতিকূল বা অন্তরায় তা-ই কল্মষ। এমনকি বৈদিক অনুষ্ঠান ধর্ম নামে অভিহিত হলেও তা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিমূলক হওয়ায় ভক্তিবিরোধী। মুক্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্মও ভক্তিবিরোধী। অর্থাৎ যাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি নেই তাই ভক্তিবিরোধী ; ভক্তির একমাত্র তাৎপর্যই হল—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত থাকলে, সেখানে ভক্তিরানি কখনো আসন গ্রহণ করেন না। 'ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ভ. র. সিন্ধু. পূ. ২।১৫॥'

কলিহত জীবের এই ভক্তিবিরোধী কর্মাসক্তি দূর করবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গ, উপাঙ্গ ও হরেকৃষ্ণ নাম-রূপ-অস্ত্র নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছেন।

[খ]অঙ্গের অবয়ব—অঙ্গের অঙ্গ অর্থাৎ উপাঙ্গ।

জলশায়ী কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ প্রকৃতির অন্তর্যামী, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী এবং ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্যামী বা পরমাত্মা রূপে বিরাজিত। এঁরা শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা স্বাংশ ; অর্থাৎ এই শ্লোকে 'নারায়ণোঽঙ্গং' বাক্যে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বলা হয়েছে। তবে নারায়ণ মায়িক বস্তু নন, তিনি চিদানন্দময়, নিত্য সত্য।

অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥ ৫৭
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর[ক]।
অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর[খ]॥ ৫৮
শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি[গ] বুলে কীর্তন করিঞা॥ ৫৯
পাষণ্ড দলন বানা[ঘ] নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥ ৬০
সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥ ৬১
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥ ৬২
কোটি অশ্বমেধ[ঙ] এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥ ৬৩

ভাগবতসন্দর্ভ[চ] গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীব গোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে॥ ৬৪

তথাহি ভাগবতসন্দর্ভে (১-২)

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥ ১৫

অন্বয় — কলৌ (কলিযুগে) ; **অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং** (অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর) ; **দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবং** (অঙ্গাদি দ্বারা নিজের বৈভব প্রকাশ) ; **কৃষ্ণচৈতন্যং** (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) ; [**বয়ং**] (আমরা) ; **সঙ্কীর্তনাদ্যৈঃ আশ্রিতাঃ স্মঃ** (সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞ দ্বারা আশ্রয় করিয়াছি)।

অনুবাদ—শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকে বলেছেন—যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু বাইরে গৌরবর্ণ অঙ্গাদিদ্বারা নিজের মহিমা প্রকাশ করেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগে সংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আমরা আশ্রয় করেছি।

উপপুরাণেতে শুনি শ্রীকৃষ্ণ-বচন।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন॥ ৬৫

তথাহি উপপুরাণে

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ ! সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥ ১৬

অন্বয়—হে ব্রহ্মন্ (হে ব্যাসদেব !) ; **ক্বচিৎ কলৌ অহং এব** (কোনো কলিযুগে স্বয়ং আমিই) ; **সন্ন্যাসাশ্রমং আশ্রিতঃ** (সন্ন্যাসাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া) ; **পাপহতান্ নরান্ হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি** (পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাই)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলেছেন, 'হে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দুই অঙ্গ বা অংশ হলেন—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীমন্‌নিত্যানন্দ। আর শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দের যে অঙ্গ বা অংশ তাঁরা হলেন শ্রীচৈতন্যের উপাঙ্গ ; শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দই হলেন শ্রীচৈতন্যের উপাঙ্গ।

[ক]সাক্ষাৎ হলধর—স্বয়ং বলদেব।

[খ]সাক্ষাৎ ঈশ্বর—মহাবিষ্ণুর অবতার।

[গ]দুই সেনাপতি—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ।

[ঘ]পাষণ্ড দলন বানা—মায়ামুগ্ধ যে সকল জীব বেদবিরুদ্ধ আচার, নাস্তিকবাদ এবং শ্রীনারায়ণ ব্যতীত অন্য দেবতাকে পরতত্ত্ব বলে মনে করে, তারা পাষণ্ড। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ সেই পাষণ্ড-দলন কাজে সর্বাগ্রগণ্য। নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের পাষণ্ড-দলন কার্য ও হুঙ্কারে পাপীর পাপ ও পাষণ্ডের শাস্ত্রবিরুদ্ধ মতবাদ পলায়ন করত। যতরকম যজ্ঞ আছে, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ নামকীর্তনরূপ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ এবং যিনি সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভজন করেন তিনিই সুবুদ্ধিসম্পন্ন, আর সংসারের অন্য সকলে হীনবুদ্ধি বা মন্দ বুদ্ধিসম্পন্ন।

[ঙ]অশ্বমেধ—একপ্রকার যজ্ঞ। অশ্বমেধ যজ্ঞ হল বেদের কর্মকাণ্ডের বিধান। কিন্তু কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা প্রবল। দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, দেবতা ও সাধুগণে, রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞাদিতে যে পাপহারিণী শক্তি আছে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত শক্তিই নিজের নামের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। তবে দান, ব্রত, বিভিন্ন যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান মূলত প্রায়শ্চিত্তস্থানীয়। কিন্তু একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণের ফলে কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়, যা কোটি অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারাও সম্ভব হয় না। 'এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥' (১।৮।২২)

[চ]ভাগবতসন্দর্ভ—শ্রীজীবগোস্বামী রচিত ষট্‌সন্দর্ভ—তত্ত্বসন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ ও প্রীতি-সন্দর্ভ।

বেদব্যাস ! কোনো কলিযুগে স্বয়ং আমিই সন্ন্যাসাশ্রমকে আশ্রয় করে পাপহত মানুষকে হরিভক্তি গ্রহণ করাই।'

ভাগবত ভারত-শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ॥[ক] ৬৬
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম,[খ] অলৌকিক অনুভাব[গ]॥ ৬৭
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে[ঘ] না দেখে যেন সূর্যের কিরণ॥ ৬৮

তথাহি যমুনাচার্যস্তোত্রে ১৫

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥ ১৭

অন্বয়— [হে ভগবন্] (হে ভগবন্) ; **পরম প্রকৃষ্টৈঃ** (সর্বোৎকৃষ্ট) ; **শীলরূপচরিতৈঃ** (স্বভাব, রূপ ও আচরণের দ্বারা) ; **সত্ত্বেন** (শুদ্ধ সত্ত্বের অলৌকিক প্রভাব দ্বারা) ; **সাত্ত্বিকতয়া** (সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা) ; **প্রবলৈঃ শাস্ত্রৈঃ** (প্রবল শাস্ত্রসমূহ দ্বারা) ; চ (এবং) ; **প্রখ্যাতদৈবপরমার্থ বিদাং মতৈঃ** (দৈব ও পরমার্থ বিষয়ে প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের মতের দ্বারাও) ; **অসুর-প্রকৃতয়ঃ** (অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ) ; **ত্বাং বোদ্ধুং ন প্রভবন্তি এব** (তোমাকে জানিতে সমর্থ হয়ই না)।

অনুবাদ—হে ভগবন্! তোমার সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাব, রূপ ও আচরণের দ্বারা, শুদ্ধ সত্ত্বের অলৌকিক প্রভাব বা সাত্ত্বিকভাবের দ্বারা, প্রবল প্রামাণ্য শাস্ত্রসমূহের উপদেশ শ্রবণ করে এবং দৈব ও পরমার্থ বিষয়ে প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের মতের আলোচনা দ্বারাও অসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ তোমাকে জানতে সমর্থ হয় না।

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত—করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥ ৬৯
অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥[ঙ] ৭০

তথাহি তত্রৈব ১৮শ. শ্লোকঃ

উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥ ১৮

অন্বয়— [হে ভগবন্] (হে ভগবন্!) ; **কেচিৎ** (কোনো কোনো) ; **ত্বদনন্যভাবাঃ** (তোমার একান্ত ভক্ত) ; **ভবতা মায়াবলেন নিগুহ্যমানমপি** (যোগ-মায়াবলে তুমি গোপন করিলেও) ; **উল্লঙ্ঘিত-ত্রিসীম-সমাতিশায়ি-সম্ভাবনং** (যাহা দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদ ও পরিমাণ— এই তিন সীমার অতীত, যাঁর সমান বা ঊর্ধ্বে কেউ নেই এবং নিজের যোগমায়ার বলে তুমি যাঁকে সর্বদা গোপন করতে চেষ্টা করছ—তোমার সেই প্রভুত্ব স্বরূপকে) ; **অনিশং পশ্যন্তি** (সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ —হে ভগবন্ ! যিনি দেশ, কাল ও পরিমাণ—এই তিন সীমার অতীত, যাঁর সমান বা ঊর্ধ্বে

[ক]স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন — শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, উপপুরাণ এবং আগমাদি শাস্ত্রের শ্লোকই তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

[খ]অলৌকিক কর্ম —যে সকল কর্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনো মানুষই করতে পারে না।

[গ]অলৌকিক অনুভাব —যে সকল প্রেম-বিকার (অশ্রু-কম্প-বৈবর্ণ প্রভৃতি) মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

[ঘ]উলূক —পেঁচা। গাছের কোটরে অবস্থিত পেঁচা যেমন সূর্যের আলো দেখতে পায় না বা দেখতে ইচ্ছা করে না, ঠিক তেমনি সংসারাসক্ত বিষয়ী অভক্ত ব্যক্তিও ভগবদ্ কৃপালাভের চেষ্টা করে না।

[ঙ]ভগবান ভক্তগণের নিকটে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করেন। ভক্তভাব অঙ্গীকার করে তাঁর সেই আত্মগোপন করার চেষ্টা তাঁর প্রিয় ভক্তগণের কাছে প্রকাশিত হয়ে যায়। কারণ শুদ্ধভক্তির প্রভাবে ভক্তের চিত্ত গুণাতীত নির্মলত্ব লাভ করে ভগবৎ কৃপাশক্তি ধারণের যোগ্যতা লাভ করে বলে ভগবান ভক্তের নিকট আত্মগোপন করতে পারেন না। কিন্তু আসুরিক-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অর্থাৎ অভক্তগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কখনো জানতে পারে না।

কেউ নেই এবং নিজের যোগমায়ার বলে তুমি যাঁকে সর্বদা গোপন করতে চেষ্টা করছ—তোমার সেই প্রভুত্বপূর্ণ স্বরূপকে তোমার কোনো কোনো একান্ত ভক্ত সর্বদা দর্শন করে থাকেন।

তথাহি-পাদ্মে

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ॥ ১৯

অন্বয়—অস্মিন্ লোকে (এই জগতে) ; দৈবঃ আসুরশ্চ (দৈব ও আসুর) ; এব দ্বৌ ভূতসর্গৌ (এই দুইপ্রকার প্রাণিসৃষ্টি আছে) ; বিষ্ণুভক্তঃ দৈবঃ স্মৃতঃ (বিষ্ণুভক্ত দৈব নামে) ; তদ্বিপর্যয়ঃ আসুরঃ (তাহার বিপরীত অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিহীন আসুর)।

অনুবাদ—এই জগতে দুই রকমের প্রাণিসৃষ্টি আছে—দৈব ও আসুর। যাঁরা বিষ্ণুভক্ত তাঁরা দৈব নামে ও যারা তার বিপরীত অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিহীন তারা আসুর নামে কথিত।

আচার্য গোঁসাঞি[ক] প্রভুর ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার॥ ৭১
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার[খ]।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥ ৭২
পিতা-মাতা-গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম॥ ৭৩
মাধব ঈশ্বরপুরী শচী জগন্নাথ।
অদ্বৈত-আচার্য প্রকট হৈলা সেই সাথ॥ ৭৪
প্রকটিয়া দেখে আচার্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার[গ]॥ ৭৫
কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥ ৭৬
লোকগতি[ঘ] দেখি আচার্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়॥ ৭৭
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥ ৭৮
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার॥ ৭৯
শুদ্ধভাব[ঙ] করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥ ৮০
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ[চ] কীর্তন সঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার॥ ৮১
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে॥ ৮২

হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশ বিলাসে দশাধিক শতাঙ্ক ধৃতং গৌতমীয়তন্ত্রে নারদবচনম্ (১১।১১০)

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥ ২০

[ক]আচার্য গোসাঞি—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য। শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গাজল-তুলসীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চনাকালে প্রেমভরে হুঙ্কার দিতেন। তাঁর প্রেমে বশীভূত হয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হলেন।

[খ]অবতার—ভগবান যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে অবতার বলে। ভগবান দুইভাবে অবতীর্ণ হন—সদ্বারক ও অদ্বারক রূপে। মানুষের ন্যায় পিতামাতার যোগে অবতীর্ণ হলে তাকে সদ্বারক (যেমন—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ) ; আর পিতামাতার অপেক্ষা না রেখে আপনা আপনি অবতীর্ণ হলে তাকে অদ্বারক (যেমন—মৎস্য-কূর্ম-নৃসিংহাদি) বলে। ভগবান যখন নরলীলা প্রকট করেন, তখন পিতামাতার যোগে মানুষের মতো জন্মলীলা প্রকট করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো তাঁর দেহ প্রাকৃত অস্থি-মেদ-মাংসদ্বারা গঠিত নয়। ভগবদ্বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বময়, আনন্দঘন।

[গ]বিষয়-ব্যবহার—জাগতিক সুখ-দুঃখ বা পাপ-পুণ্যের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক ভক্তিহীন জীবনযাপন। যাতে সংসার যাতনা দূর হতে পারে, সেই ভক্তির আভাস কারো মধ্যে দেখা যায় না।

[ঘ]লোকগতি—লোকের মনের অবস্থা।

[ঙ]শুদ্ধভাবে—স্বসুখবাসনা ত্যাগ করে প্রেমময় সেবা এবং জীবের দুর্গতি দূর করার জন্য দৈন্যের সঙ্গে অবতরণের প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বদা নিবেদন করলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন—শ্রীঅদ্বৈত তা-ই করার প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি আরও বিচার করলেন—শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিয়ে তাঁর দ্বারা শ্রীশ্রীনামসংকীর্তন প্রচার করাতে পারলেই তাঁর 'অদ্বৈত' নাম সার্থক হবে।

[চ]করোঁ—আমি করব।

অন্বয়-বা (অথবা) ; ভক্তবৎসলঃ (ভক্তের প্রতি কৃপাপরায়ণ ভগবান) ; তুলসীদলমাত্রেণ (কেবল একপত্র তুলসীর সহিত) ; জলস্য চুলুকেন (এক গণ্ডূষ জলের দ্বারা) ; স্বয়ং আত্মানং (নিজের আত্মাকে) ; ভক্তেভ্যঃ বিক্রীণীতে (ভক্তগণের নিকটে বিক্রয় করেন)।

অনুবাদ — অথবা একপত্র তুলসীর সঙ্গে এক গণ্ডূষ জলের দ্বারাই ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তগণের নিকটে আপনাকে বিক্রয় করেন।

এই শ্লোকার্থ আচার্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন॥ ৮৩
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥ ৮৪
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য করেন আরাধন॥ ৮৫
গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ॥[ক] ৮৬
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥ ৮৭
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু[খ]।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্মসেতু[গ]॥ ৮৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৯।১১

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ ! পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ২১

অন্বয়—ননু নাথ (হে প্রভো !) ; শ্রুতেক্ষিতপথঃ (বেদবিহিত পথে যাঁর প্রাপ্তির উপায় দেখা যায়, সেই) ; ত্বং (তুমি) ; পুংসাং (ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎসরোজে (লোকের ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃদয়-পদ্মে) ; আস্সে (বাস কর) ; উরুগায় (হে উরুগায়) ; [তে ভক্তাঃ] (সেই ভক্তগণ) ; ধিয়া যদ্ যৎ বিভাবয়ন্তি (বুদ্ধিদ্বারা যাহা যাহা চিন্তা করেন) ; তৎ তৎ বপুঃ সদনুগ্রহায় প্রণয়সে (সেই সেই দেহ সাধুগণের প্রতি তুমি অনুগ্রহপূর্বক প্রকট করিয়া থাক)।

অনুবাদ — ব্রহ্মা ভগবানকে স্তব করে বলছেন- হে নাথ ! বেদাদি প্রভৃতি শাস্ত্র শ্রবণ করলে যে তোমাকে প্রাপ্তির উপায় দেখা যায়, সেই তুমি ভক্তের প্রেমভক্তিপূর্ণ নির্মল হৃদয়-পদ্মে বাস কর। হে উরুগায় ! (বহু শাস্ত্রে যাঁর মহিমাদি গীত ও কীর্তিত হয়েছে) ওই ভক্তগণ নিজ নিজ বুদ্ধিদ্বারা যে যে রূপের চিন্তা করেন, তাঁদের অর্থাৎ সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক সেই সেই দেহ বা রূপ তুমি তাঁদের নিকট প্রকট করিয়া থাক।

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার।
'ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার॥' ৮৯
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে॥ ৯০
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৯১

[ক]ভক্তির সঙ্গে যিনি শ্রীকৃষ্ণ চরণে জল-তুলসী নিবেদন করেন, ভগবান তাঁর কাছে ঋণী হয়ে পড়েন। ভক্তের প্রীতিজনিত সেই ঋণ শোধের উপযোগী কোনো দ্রব্য তাঁর না থাকায়, ভক্তের নিকটে নিজের দেহবিক্রয় করেই তাঁর ঋণ শোধ করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন তাই সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য শ্রীকৃষ্ণকে গঙ্গাজল ও তুলসী মঞ্জরী সমর্পণ করতেন।

[খ]এই মুখ্য হেতু—শ্রীল অদ্বৈত আচার্যের ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অবতারের প্রধান কারণ। তবে শ্রীকৃষ্ণের তিন বাঞ্ছা পূরণকালের মুহূর্তেই শ্রীঅদ্বৈতের হুঙ্কার। তাই শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছায় এবং প্রেম প্রচার করে কলির জীবকে করুণা করতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হলেন।

[গ]ধর্মসেতু —ধর্মরক্ষক। ধর্মরক্ষক ভগবান ভক্তের ইচ্ছাকে মর্যাদা দান করে ধর্মরক্ষার্থে জগতে অবতীর্ণ হন।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং আশীর্বাদমঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্য-কারণং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥ ১

অন্বয়—শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগ্রহে) ; বালঃ অপি (বালকও) ; শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা (শাস্ত্র দর্শন করিয়া অর্থাৎ আলোচনা করিয়া) ; ব্রজবিলাসিনঃ (ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের) ; তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং কুরুতে (শ্রীগৌরাঙ্গরূপের বিশেষরূপে তত্ত্ব নির্ণয় করে)।

অনুবাদ —শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহে বালকও (অজ্ঞ ব্যক্তিও) শাস্ত্র আলোচনা করে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গরূপের তত্ত্ব বিশেষরূপে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
চতুর্থ শ্লোকের[ক] অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের[খ] অর্থ শুন ভক্তগণ॥ ২
মূল শ্লোকের[গ] অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস॥ ৩
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার॥ ৪
সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ॥ ৫
পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥ ৬
স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥ ৭
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥[ঘ] ৮
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥[ঙ] ৯
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ[চ] মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ ১০

[ক]চতুর্থ শ্লোকের —প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকের 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ ....'

[খ]পঞ্চম শ্লোকের —প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকের 'রাধা কৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতিঃ ....'

[গ]মূল শ্লোকের—'রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিঃ' শ্লোকের।

[ঘ]পৃথিবীর ভার হরণ যেমন শ্রীকৃষ্ণ অবতারের বহিরঙ্গ কারণ, তেমনই নাম-প্রেম প্রচারও শ্রীচৈতন্য অবতারের বহিরঙ্গ কারণ মাত্র, অন্তরঙ্গ কারণ নয়। তবে পৃথিবীর ভার হরণের জন্য যখন যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময় হল, ঠিক তখনই পূর্ণরূপে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সময় হল। আর তাঁর শরীরে অন্যান্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ এসে মিলিত হলেন। অর্থাৎ পালনকর্তা বিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণের দেহে এসে মিলিত হলেন। এই বিষ্ণু দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ অসুর সংহারাদি করিয়ে ভূ-ভার হরণ করেন।

[ঙ]স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিখিল অবতারের সমষ্টিরূপ। পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হন, তখন অন্যান্য সমস্ত অবতারই তার সঙ্গে এসে মিলিত হন। লঘু ভাগবতামৃত বলেন—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ, পুরুষাদি-অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিতাদি—এঁরা সকলেই সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন। নবদ্বীপ লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাঁর শচীনন্দন দেহে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ (চৈ.ভা. মধ্য ১০), মৎস্য-কূর্ম-নৃসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কল্কি এবং শ্রীকৃষ্ণ (চৈ. ভা. মধ্য ২৫ এবং ৮), নারায়ণ (চৈ. ভা. মধ্য ২), বরাহ (চৈ. ভা. মধ্য ৩), বিশ্বরূপ (চৈ. ভা. মধ্য ৬), শিব (চৈ. ভা. মধ্য ৮), বলরাম (চৈ. চ. ১।১৭।১০৯-১৩), লক্ষ্মী-রুক্মিণী-ভাগবতী (চৈ. ভা. মধ্য ১৮) প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপের রূপ দেখিয়েছেন। রায়রামানন্দও প্রভুর সন্ন্যাসরূপের স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ দেখেছিলেন। এছাড়া প্রভু বিভিন্ন স্থানে ষড়ভুজরূপেও দর্শন দিয়েছিলেন।

[চ]চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চার ব্যূহ। দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের উক্তনামে চারটি ব্যূহ আছেন এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও উক্ত নামের চারটি ব্যূহ আছেন। পরব্যোমের চতুর্ব্যূহ দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের বিলাস।

সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ ১১
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে॥ ১২
আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ[ক]॥ ১৩
প্রেম[খ]রস[গ]-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগ[ঘ]মার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥ ১৪

[ক]মূল কারণ —শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মূল কারণ অর্থাৎ অন্তরঙ্গ কারণ হল—ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন এবং রাগমার্গ ভক্তি প্রচার।

[খ]প্রেম—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের ঐশ্বর্যাদিজ্ঞানশূন্যা নির্মল প্রীতি।

[গ]রস—কৃষ্ণ বিষয়িণী রতি যখন বিভাব-অনুভাবাদির সঙ্গে মিলনে অনির্বচনীয় আস্বাদন চমৎকারিতা লাভ করে, তখন তাকে ভক্তিরস বলে। কৃষ্ণরতি পাঁচ প্রকার — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পাঁচ প্রকার রতি পাঁচ প্রকার রসে পরিণত হয়—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্য রস এবং মধুর রস। কিন্তু ব্রজে শান্তরস নেই, অন্য চারটি রস আছে। ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে আবির্ভাব।

[ঘ]রাগ— আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা অর্থাৎ স্বসুখবাসনা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবায় অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য যে স্বাভাবিক উৎকণ্ঠাময়ী প্রেমময় সেবা-বাসনা, তাকে রাগ বলে। এইভাবে ভক্তের মন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা বিষয়ক চিন্তাতেই বিভোর থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরগণের মধ্যে এই রাগ নিত্য বিরাজিত। তাঁদের এই সেবাকে বলে রাগাত্মিকা ভক্তি। 'রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম'। (২।২২।৮৫)। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকে অর্থাৎ ব্রজপরিকরগণের আনুগত্যে, তাঁদের দাস বা দাসীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে বলে রাগানুগাভক্তি। এটাই রাগমার্গের ভক্তি। ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামীরা এই রাগানুগাভক্তি অনুভবে অক্ষম বলে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেম তাদের দেন না। এ হেন পরম দুর্লভ প্রেম সম্পত্তি লাভের অনুকূল ভক্তিযোগ প্রচারের জন্যই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনো ভগবৎ স্বরূপ ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না। তাই রাগমার্গের ভজনেই কেবল শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদন সম্ভব হতে পারে। এই

রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম॥[ঙ] ১৫
ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥[চ] ১৬
আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ ১৭
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥[ছ] ১৮

রাগানুগাভক্তি প্রচারের জন্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভক্তদের আনন্দ বর্ধনের জন্যই তাঁর অবতাররূপে জন্মলাভ। শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তীর উক্তি, ব্রহ্মার এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের উক্তি ও বিষ্ণুপুরাণে অক্রূরের উক্তি থেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের মুখ্য কারণ জানা যায়।

[ঙ]শ্রীকৃষ্ণের রসিক শেখরত্ব এবং তাঁর পরম করুণত্ব—এই দুটি স্বরূপানুবন্ধী গুণ। রসের মধ্যে ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসই সর্বোৎকৃষ্ট ; তাই ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদনের জন্য তাঁর ইচ্ছা। আর এই রস নির্যাস আস্বাদনের আনুষঙ্গিক ভাবেই রাগানুগা ভক্তি প্রচারিত হয়েছে। একমাত্র রাগানুগাভক্তি দ্বারাই ব্রজভাব, অন্তরঙ্গসেবা এবং আত্যন্তিকী স্থিতি লাভ হয় এবং ভক্তের চিত্তে প্রেমরসের সঞ্চার হয়। শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণ বলেই তাঁর রাগানুগাভক্তি প্রচারের ইচ্ছার উদ্গম। এতেই তাঁর পরমকরুণত্ব ; ফলে 'লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব।' ৩।২।৫

[চ]পূর্ববর্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৪শ পয়ারের টীকার তাৎপর্য দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৯)।

[ছ]ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করার যে সংকল্প শ্রীকৃষ্ণ করেছেন, জগতে তেমন ভক্ত নেই ; তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্য পরিকরদের সঙ্গে নিয়ে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কারণ ঐশ্বর্যজ্ঞানে মিশ্রিত ভক্ত প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিলাভ করতে পারেন না। যে ভক্তের প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করে অধীন করতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমের অধিকারী ভক্তেরও অধীন হয়ে পড়েন। কারণ ভগবান নিজে বলেছেন —'অহং ভক্তপরাধীনঃ' আমি ভক্তের পরাধীন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্যজ্ঞানের ফলে যে প্রেম, সে প্রেমে ভগবান প্রীতিলাভ করতে পারেন না।

আর যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-বশীভূত প্রেম প্রার্থনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে সেই প্রেম প্রদান করে তাঁর অধীন হয়ে পড়েন। অর্থাৎ ভক্তের প্রার্থনা অনুযায়ী অনুগ্রহ প্রকাশ করাই

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ (৪।১১)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ২

অন্বয়—হে পার্থ (হে অর্জুন) ; **যে যথা** (যাহারা যে প্রকারে) ; **মাং প্রপদ্যন্তে** (আমাকে ভজন করে) ; **অহং তথৈব** (আমিও সেই প্রকারে) ; **তান্ ভজামি** (তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি) ; **মনুষ্যাঃ** (মনুষ্যগণ) ; **সর্বশঃ** (সর্ব প্রকারেই) ; **মম বর্ত্ম** (আমার ভজনমার্গের) ; **অনুবর্তন্তে** (অনুসরণ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন : হে অর্জুন ! যারা যেমন ভাবে আমার ভজনা করে, আমি তাদেরকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই ভজনপথের অনুসরণ করে থাকে।

তাৎপর্য — জগতে জ্ঞানী, কর্মী, যোগী, ভক্ত— বিভিন্ন প্রকার মানুষ আছেন। তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে ভজনা করেন, তাঁদের ভাব অনুযায়ী ভগবানও সেইরূপে অনুগ্রহ করে থাকেন। অর্থাৎ সাধকের ভাবানুরূপ ফলই শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে থাকেন। কারণ ভাবানুরূপ ফল দেওয়াই তাঁর স্বভাব বা স্বরূপগত ধর্ম। আবার শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম বস্তু বলে তাতেই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের এবং সমস্ত ভাবের সমাবেশ। তাই যে কোনো ভগবৎস্বরূপের বা যে কোনো দেবতার উপাসনাই করা হোক না কেন, সকলে শ্রীকৃষ্ণের ভজন-পন্থারই অনুসরণ করে থাকে। তবে ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন না।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥ ১৯
আপনারে বড় মানে—আমারে সম হীন।
সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন॥[ক] **২০**

তথাহি-শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৫)

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৩

অন্বয়—ময়ি ভূতানাং (আমাতে—শ্রীকৃষ্ণে প্রাণিগণের) ; **ভক্তিঃ হি** (ভক্তিই) ; **অমৃতত্বায় কল্পতে** (অমৃতত্ব বা নিত্যপার্ষদত্ব লাভের যোগ্য হয়) ; **ভবতীনাং মদাপনঃ** (তোমাদের আমাকে প্রাপ্ত করাইতে পারে এমন) ; **মৎস্নেহঃ** (আমার প্রতি যে স্নেহ) ; **আসীৎ** (জন্মিয়াছে) ; **যৎ [তৎ] দিষ্ট্যা** (যে তাহা আমার ভাগ্যবশত) ।

অনুবাদ —শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বললেন : আমার প্রতি ভক্তিই (নববিধা সাধনভক্তির মধ্যে কোনো একটি) প্রাণিগণের অমৃতত্ব বা নিত্যপার্ষদত্ব লাভে সমর্থ। আমার ভাগ্যবশতই আমাকে পেতে আমার প্রতি তোমাদের এমন স্নেহ জন্মেছে।

তাৎপর্য—এই শ্লোকে প্রমাণিত হল যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের শুদ্ধপ্রেমের অধীন। তাই তাঁদের প্রেম যে কোনো অবস্থা বা যে কোনো স্থান থেকে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে তাঁদের নিকটে আনতে সমর্থ। অর্থাৎ ভক্ত যেমন ভগবানের চরণ-সান্নিধ্য লাভের জন্য লালায়িত, তেমনি ভগবানও ভক্তের সান্নিধ্যলাভের জন্য লালায়িত। তাই ভক্তের প্রীতিকে ভগবান তাঁর প্রতি ভক্তের অনুগ্রহ বলে মনে করেন। ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদনের জন্য ভগবান যে কত উৎকণ্ঠিত, এতেই তা বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব বা স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম। তাই যে ভক্ত তাঁকে যেভাবে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করেন।

[ক]শ্রীকৃষ্ণকে যাঁরা ঈশ্বর বলে ভাবেন না, নিজেদের অপেক্ষা বড়ও মনে করেন না, বরং মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশত যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের অপেক্ষা ছোট, সমান বা হীন মনে করেন, প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁদেরই বশ্যতা স্বীকার করেন। ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন এই সকল ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র, সখা এবং প্রাণপতি — এই তিন ভাবের কোনো এক ভাবে শুদ্ধভক্তি করেন। স্বসুখবাসনা পরিত্যাগ করে কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য যে শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাই-ই শুদ্ধভক্তি বা নির্মল প্রেম। ব্রজের নন্দ, যশোদা, সুবল-মধুমঙ্গলাদি এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীদের মধ্যেই এরকম নির্মল প্রেম দেখা যায়। এইরকম শুদ্ধভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করবার জন্যই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ লালায়িত।

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।[ক]
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন॥ ২১
সখা[খ] শুদ্ধ সখ্যে[গ] করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক ? তুমি আমি সম॥ ২২
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥[ঘ] ২৩
এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥ ২৪
বৈকুণ্ঠাদ্যে[ঙ] নাহি যে-যে লীলার প্রচার।
সে-সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥ ২৫
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি[চ]ভাবে।
যোগমায়া[ছ] করিবেক আপন প্রভাবে॥ ২৬
আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপ-গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥ ২৭
ধর্ম[জ] ছাড়ি রাগে[ঝ] দোঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥ ২৮
এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥[ঞ] ২৯
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম॥ ৩০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩৬)

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ৪

অন্বয়—ভগবান্ (ভগবান) ; ভক্তানাং অনুগ্রহায়

[ক]বন্ধন—দামবন্ধন লীলার ইঙ্গিত করছেন।

[খ]সখা—সুবলাদি ব্রজের সখাগণ।

[গ]শুদ্ধসখ্য —ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন নির্মল সখ্য —যা ব্রজের সখাদের ছিল।

[ঘ]শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজগোপীগণ মানবতী হয়ে অনেকসময় শ্রীকৃষ্ণকে অনেক তিরস্কার করতেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাতে তো রুষ্ট হতেনই না, বরং বেদস্তুতি অপেক্ষা অনেক বেশি আনন্দ পেতেন।

[ঙ]বৈকুণ্ঠাদ্যে—পরব্যোম বা পরব্যোমের অন্তর্গত পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ এবং অপ্রকট লীলা স্থান দ্বারকা, মথুরা, গোলোকাদিকে বুঝাচ্ছে। নিত্যপরিকরদের সঙ্গে জগতে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত লীলা করবেন, যা অপ্রকট লীলায় কখনো হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। প্রকট লীলার অপূর্ব আনন্দ-বৈচিত্রী যা নব নব বিস্ময়ের উদ্রেক করে সেই সমস্ত লীলা করার জন্যই মূলত শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়া।

[চ]উপপতি —যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয়, অথচ পরস্পরের প্রতি গাঢ় অনুরক্ত এমন নায়ক-নায়িকার মিলন হলে, নায়ককে বলে নায়িকার উপপতি। আবার বিবাহিতা নায়িকা যদি পরপুরুষে আসক্তা হয়, তাহলে ওই পুরুষকে তার উপপতি বলা হয়। কিংবা পরস্পরের প্রতি গাঢ় আসক্তিবশত যদি কোনো নায়কের সঙ্গে কোনো অবিবাহিতা কুমারীর মিলন হয়, তাহলেও ওই নায়ককে ওই কুমারীর উপপতি বলা হয়।

এখানে শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলে ভাবা হয়েছে। উপপতিভাবের জন্যই ব্রজগোপীগণের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গোপীদের অনুরাগ 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা'জনিত বলে তা কামগন্ধহীন বিশুদ্ধপ্রেম। আর জাগতিক মানব-মানবীর প্রেম 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা' জনিত বলে কামসম্ভূত।

[ছ]যোগমায়া—কৃষ্ণলীলার সহায়কারিণী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি বিশেষ। দেবী যোগমায়ার শক্তির মহিমায় ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপপতিভাবের সঞ্চার হল। এতে বুঝা যায়, অপ্রকট বৃন্দাবনে বা গোলোকে উপপতি-ভাব নেই। সুতরাং উপপতি-ভাবাত্মিকা লীলাও নেই। সুতরাং উপপতি ভাবাত্মিকা লীলার রসবৈচিত্রী আস্বাদনই প্রকট লীলার মুখ্য অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য। প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া ভাব ; কিন্তু অপ্রকট লীলায় স্বকীয়া ভাব।

[জ]ধর্ম—বেদধর্ম, লোকধর্ম, গৃহধর্ম ইত্যাদি।

[ঝ]রাগ — শ্রীকৃষ্ণের ও গোপসুন্দরীগণের পরস্পরের প্রতি আসক্তি। এখানে রাগ শব্দে অনুরাগের চরম অবস্থা মহাভাবকেই বুঝানো হয়েছে।

[ঞ]ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অনির্বচনীয় অদ্ভুত রসনির্যাস আস্বাদন করবেন এবং সেই উপলক্ষে সমস্ত ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবেন। ব্রজবাসীগণের ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময় প্রেমের কথা শুনে, তাঁদের অসমোর্ধ্ব আনন্দের কথা শুনে —ভক্তগণ ধর্ম-কর্ম পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগা-ভজনে প্রলুব্ধ হবে।

(ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত) ; **তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে** (সেইরূপ লীলা প্রীতিপূর্বক সম্পাদন করেন) ; **যাঃ শ্রুত্বা** (যে লীলাকথা শ্রবণ করিয়া) ; **মানুষং দেহং আশ্রিতঃ** (মনুষ্যদেহ আশ্রয়কারী জীব) ; **তৎপরঃ ভবেৎ** (ভগবৎপরায়ণ হইবে) ।

অনুবাদ—ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবার জন্য ভগবান সেরকম সর্বচিত্তহারিণী লীলা প্রীতির সঙ্গে সম্পাদন করেন, যে সকল লীলাকথা শ্রবণ করে মনুষ্য দেহধারী জীব ভগবৎপরায়ণ হবে।

তাৎপর্য—এখানে 'ভক্ত' বলতে ব্রজদেবীগণকে, অন্যান্য ব্রজজনকে এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান কালের সকল বৈষ্ণবগণকে বুঝাচ্ছে—এঁদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের লীলা। লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়ে নিত্যসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ ব্রজপরিকরদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেছেন।

আবার, এই শ্লোকের আর একটি অর্থও হতে পারে। শ্লোকে 'মানুষং দেহং' বলতে শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতি স্বয়ং রূপকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় —ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবার জন্য স্বয়ং ভগবান নরদেহ ধারণ করে সেরকম সর্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা প্রীতির সঙ্গে সম্পাদন করেন, যাঁর কথা শ্রবণ করে জীব ভগবৎপরায়ণ হবে।

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়—।
কর্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায়॥ ৩১[ক]
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ প্রাকট্য কারণ[খ]।

[ক]ব্যাকরণানুসারে 'অবশ্যকর্তব্য' অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ হয়। পূর্বোক্ত 'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্' শ্লোকে 'ভবেৎ' ক্রিয়াতেও এই অর্থে বিধিলিঙ হয়েছে। অর্থাৎ 'ভবেৎ' ক্রিয়ার তাৎপর্য হল—মানুষমাত্রকেই ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথাপরায়ণ হতে হবে, এটাই বিধি। যদি কেউ ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথাপরায়ণ না হয় তা হলে তার প্রত্যবায় অর্থাৎ অমঙ্গল হবে।

[খ]কৃষ্ণ প্রাকট্য কারণ — ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার অর্থাৎ প্রকট-লীলা করার কারণ।

অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন[গ]॥ ৩২
এই মত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তাঁর কাম॥ ৩৩
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন॥[ঘ] ৩৪
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন॥[ঙ] ৩৫
সেই দ্বারে[চ] **আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।**

[গ]আনুষঙ্গ প্রয়োজন—গৌণ কারণ।

[ঘ]অসুর-সংহারাদি যেমন পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য কার্য নয়, তেমনি যুগধর্ম নামসংকীর্তনের প্রচারও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মুখ্য কার্য নয়। তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার যখন সময় উপস্থিত হল, তখন যুগধর্ম প্রবর্তনেরও সময় হয়েছিল। সুতরাং যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্য শ্রীবিষ্ণুরও অবতীর্ণ হওয়ার সময় হয়েছিল। শ্রীবিষ্ণু স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ না হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মধ্যেই অবতীর্ণ হয়ে যুগধর্ম প্রচার করলেন। তাই যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কার্য বলে মনে হয় —যা তাঁর আনুষঙ্গিক কার্যমাত্র, মুখ্য কার্য নয়।

[ঙ]শ্রীকৃষ্ণ অবতারের যেমন দুটি মুখ্য হেতু (প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন ও রাগমার্গ ভক্তিপ্রচার) আছে, তেমনি শ্রীচৈতন্য অবতারেরও দুটি মুখ্য হেতু আছে ; তা হল—প্রেম-আস্বাদনের ইচ্ছা এবং নাম-সংকীর্তন আস্বাদনের ইচ্ছা।

প্রেমের আস্বাদন দু'প্রকার—প্রেমের বিষয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আস্বাদন এবং প্রেমের আশ্রয় অর্থাৎ শ্রীরাধিকাদি কর্তৃক আস্বাদন। ব্রজলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে প্রেমের আস্বাদন করেছেন, কিন্তু আশ্রয়রূপে তিনি ব্রজে প্রেমাস্বাদন করতে পারেননি। আবার নাম সংকীর্তনের আস্বাদনও দু'প্রকার—শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে ব্রজলীলাতেই নামের আস্বাদন করেছেন, কিন্তু আশ্রয়রূপে আস্বাদন করতে পারেননি। নবদ্বীপ লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করে আশ্রয়-রূপে তিনি প্রেমের ও নামসংকীর্তনের আস্বাদন করেছেন।

[চ]সেই দ্বারে —নাম-প্রেম আস্বাদনের দ্বারা। সংসার আবদ্ধ জীবের গলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ও প্রেমের মালা পরিয়ে ব্রাহ্মণ থেকে অত্যন্ত হীনজাতি চণ্ডালকেও তাঁর কৃপা দান করলেন। প্রেমের সঙ্গে নামকীর্তন করিয়ে সকলকেই অপ্রাকৃত আনন্দের অধিকারী করলেন।

নাম-প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥ ৩৬
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥ ৩৭
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের[ক] চতুর্বিধ ভক্তই আধার॥ ৩৮
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে॥ ৩৯
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥[খ] ৪০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
স্থায়িভাবলহর্য্যাং (৫।২১) শ্লোকঃ

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥ ৫

অন্বয় —অসৌ রতিঃ (ওই চতুর্বিধা রতি) ; **যথোত্তরং** (উত্তরোত্তর ক্রমে) ; **স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী অপি** (স্বাদবিশেষে উল্লাসের আধিক্যযুক্ত হইলেও) ; **বাসনয়া কা অপি** (বাসনা ভেদে কোনো রতি) ; **কস্যচিৎ স্বাদ্বী ভাসতে** (কাহারও নিকট স্বাদু বলিয়া প্রতীয়মান হয়)।

অনুবাদ —দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর —এই চতুর্বিধা রতি উত্তরোত্তর স্বাদুতর হলেও বাসনা ভেদে কোনো একটি রতি কারো কাছে অর্থাৎ ভক্তের কাছে বিশেষ স্বাদু হয়ে থাকে।

অতএব 'মধুর রস' কহি তার নাম।
স্বকীয়া[ক] পরকীয়া[খ]-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥ ৪১
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ ৪২
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥[গ] ৪৩
প্রৌঢ় নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥ ৪৪
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥[ঘ] ৪৫

[ক]চারি ভাবের —দাস, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের। দাস্যভাবের ভক্ত রক্তক-পত্রকাদি, সখ্যভাবের ভক্ত সুবল-মধুমঙ্গলাদি, বাৎসল্যভাবের ভক্ত নন্দ-যশোদাদি এবং কান্তা বা মধুরভাবের ভক্ত শ্রীরাধিকাদি।

[খ]চার ভাবের ভক্তগণের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবকে অন্য ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। তবে নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এই চার ভাবের মধ্যে শৃঙ্গার বা কান্তাভাবই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ কান্তাভাবেই রস-মাধুর্য অনেক বেশি। তাই শৃঙ্গার রসকে 'মধুর-রস' বলা হয়। মধুর-রস দু'রকম স্বকীয়া মধুর রস ও পরকীয়া-মধুর রস।

[ক]স্বকীয়া — যাঁরা বিধি অনুসারে বিবাহিতা এবং পাতিব্রত্য ধর্মে অবিচলিতা, সেই নায়িকাগণের নাম স্বকীয়া। যেমন —শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা মহিষীগণ রুক্মিণী, সত্যভামা প্রমুখ।

[খ]পরকীয়া—যাঁরা বিবাহ বিধি অনুসারে পত্নীরূপে গৃহীতা নন, অথচ তীব্র আসক্তিবশত অনুরাগে আত্মসমর্পণ করেন এবং ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা করেন না, সেই নায়িকাগণের নাম পরকীয়া। যেমন—শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা দু'রকম—কন্যকা ও পরোঢ়া। যাঁরা পিতৃগৃহে অবিবাহিতাভাবে অবস্থান করে শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত ভাবেন, তাঁরা কন্যকা-পরকীয়া। আর যাঁরা অন্য গোপের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে (বলে সকলের ধারণা), কিন্তু পতি-সঙ্গ না করে কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই পতিভাব পোষণ করেন, তাঁদের পরোঢ়া-পরকীয়া বলে। শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরকীয়া কান্তাভাব পোষণ করেন এবং এই মধুর রসেই উল্লাস সবচেয়ে বেশি। এখানে রাধা-কৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ তা কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেম। একে অপরকে সুখী করতেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছেন **'তৎ সুখে সুখিত্বম্'** (নারদ ভক্তিসূত্র)।

[গ]পরকীয়াভাবযুক্ত ব্রজবধূগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই এই ভাব চরমসীমার শেষপ্রান্ত অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাভাবের শেষ পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়েছে। অন্য ব্রজগোপীদের মধ্যে এই মাদনাখ্য-মহাভাব নেই।

[ঘ]শ্রীরাধার প্রেমের বৈশিষ্ট্য হল — তা প্রৌঢ় অর্থাৎ অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত, স্বসুখবাসনাশূন্য এবং সর্বোত্তম ; একমাত্র শ্রীরাধার প্রেমই পূর্ণতম। তাই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করার একমাত্র উপায় শ্রীরাধার প্রেম। তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কান্তি-ভাব অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে নিজের বাসনা পূর্ণ করলেন।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য
১ম স্তবে ২য় শ্লোকঃ

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাসঃ প্রেম্নোনিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৬

অন্বয়—**সুরেশানাং** (ইন্দ্রাদি দেবগণের) ; **দুর্গং** (নির্ভয় স্থান) ; **উপনিষদাং** (শ্রুতি সকলের) ; **অতিশয়েন গতিঃ** (একমাত্র লক্ষ্য) ; **মুনীনাং সর্বস্বং** (মুনিগণের সর্বস্ব) ; **প্রণতপটলীনাং** (ভক্তগণের) ; **মধুরিমা** (মাধুর্য) ; **নিখিল পশু পালাম্বুজ দৃশাং** (সকল ব্রজবনিতাগণের) ; **প্রেম্নঃ বিনির্যাসঃ** (প্রেমের সার) ; **স চৈতন্যঃ পুনঃ অপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাস্যতি** (সেই শ্রীচৈতন্যদেব কী পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন ?)।

অনুবাদ—যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের নির্ভয় স্থান, যিনি শ্রুতি বা উপনিষদের একমাত্র লক্ষ্য, যিনি মুনিগণের সর্বস্ব, যিনি ভক্তগণের মাধুর্যস্বরূপ এবং যিনি ব্রজগোপীগণের প্রেমের নির্যাসস্বরূপ, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কী পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হবেন ?

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য
২য় স্তবে ৩য় শ্লোকঃ

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ৭

অন্বয়—**কুতুকী** (কৌতূহলী) ; **যঃ কস্য অপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য** (যিনি কোনো প্রণয়িজনবৃন্দের—শ্রীরাধার) ; **কমপি** (কোনো অনির্বচনীয়) ; **অপারং মধুরং** (অপরিসীম মধুর) ; **রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং** (রসসমূহকে হরণ করিয়া আস্বাদন করিতে) ; **ইহ তদীয়াং দ্যুতিং প্রকটয়ন্** (জগতে তদীয়শ্রীরাধার কান্তি প্রকটিত করিয়া) ; **স্বাং** (স্বীয়-শ্রীকৃষ্ণের নিজের) ; **রুচং আবব্রে** (কান্তিকে আবৃত করিয়াছেন) ; **সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ** (সেই চৈতন্যাকৃতি দেব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) ; **নঃ অতিতরাং কৃপয়তু** (আমাদেরকে অতিশয় রূপে কৃপা করুন)।

অনুবাদ—যিনি কৌতূহলী হয়ে কোনো প্রণয়িজন-বৃন্দের (ব্রজবধূগণের মধ্যে কোনো একজনের অর্থাৎ শ্রীরাধার) অপরিসীম ও অনির্বচনীয় রসসমূহকে হরণ করে আস্বাদন করবার জন্য তাঁদের (সেই শ্রীরাধার) কান্তি প্রকটিত করে স্বীয় শ্যাম-কান্তিকে আবৃত করেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদের অপার কৃপা করুন।

তাৎপর্য—স্বমাধুর্য আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ; কিন্তু শ্রীরাধার ভাব-কান্তি ব্যতিরেকে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না বলে তিনি শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করেছেন।

ভাব-গ্রহণ হেতু কৈল ধর্ম স্থাপন।
মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ॥ ৪৬
ভাব গ্রহণের এই শুনহ প্রকার।
তা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার॥ ৪৭
এইত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস।
এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ॥ ৪৮

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াং শ্লোকঃ

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকা-
ত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ ৮

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩)]

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে[ক] রস আস্বাদন করি॥ ৪৯

[ক]অন্যোন্যে বিলসে — শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপত একাত্মা হলেও অনাদিকাল থেকেই তাঁরা দুই দেহ ধারণ করে পরস্পরের সঙ্গে লীলা বিলাস করেন। লীলারস আস্বাদনের জন্যই তাঁরা দুই দেহ ধারণ করেছেন। কিন্তু দুই দেহে রসাস্বাদনের পূর্ণতা সম্ভব নয় বলে তাঁদের দুই দেহ মিলে এক (শ্রীচৈতন্যদেব) হয়েছেন। সুতরাং উভয়রূপের লীলাতেই রসাস্বাদনের পূর্ণতা।

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥ ৫০
ইথে লাগি আগে করি তার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন॥ ৫১
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি-হ্লাদিনী[ক] নাম যাঁহার॥ ৫২
হ্লাদিনী[খ]-করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী[গ]-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥ ৫৩
সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥ ৫৪
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥ ৫৫

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে
১২ অধ্যায়ে ৬৯ শ্লোকঃ

**হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥ ৯**

অন্বয়—একা হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ (মুখ্যা হ্লাদিনী শক্তি এবং তারপরে সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তি) ; **সর্বসংস্থিতৌ** (সকলের আশ্রয়ভূত) ; **ত্বয়ি অস্তীতি শেষঃ** (তোমাতে অবস্থান করিতেছেন) ; **হ্লাদতাপকরী** (মনের প্রসন্নতাজনিত সাত্ত্বিকী ও বিষয় বিয়োগাদিতে তাপকরী তামসী) ; **মিশ্রা** (এতদুভয়মিশ্রিতা রাজসী) ; [**শক্তিঃ**] (শক্তি) ; **গুণবর্জিতে ত্বয়ি নাস্তি** (গুণবর্জিত তোমাতে নাই)।

অনুবাদ—শ্রীধ্রুব ভগবানকে বলছেন—তোমার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই ত্রিবিধশক্তি, সকলের আশ্রয়ভূত তোমাতেই অবস্থিত (কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নয়)। আর হ্লাদকরী (অর্থাৎ মনের প্রসন্নতাজনিত সাত্ত্বিকী), তাপকরী (অর্থাৎ বিষয় বিয়োগাদিতে মানসিক তাপদায়িনী তামসী) এবং সুখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখজনিত তাপ এই মিশ্রা (বিষয়জনিতা রাজসী)—এই তিন শক্তি তোমাতে নেই ; কারণ তুমি প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণবর্জিত (কিন্তু জীবে আছে)।

সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥ ৫৬
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥[ঘ] ৫৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৪।৩।২৩ শ্লোকঃ

**সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥ ১০**

অন্বয়—বিশুদ্ধং সত্ত্বং (বিশুদ্ধ সত্ত্ব) ; **বসুদেবশব্দিতং** (বসুদেব নামে কথিত হয়) ; **যৎ তত্র অপাবৃতঃ পুমান্** (যেহেতু তাহাতে বিশুদ্ধসত্ত্বে অনাবৃতভাবে সেই পুরুষ) ; **ঈয়তে** (প্রকাশিত হন) ; **তস্মিন্ সত্ত্বে ভগবান্ বাসুদেবঃ চ মে নমসা বিধীয়তে** (সেই সেই সত্ত্বস্বরূপ বসুদেবে [দীপ্তিময় স্থানে] প্রকাশিত বাসুদেবকেই আমি নমস্কার করিয়া থাকি) ; **হি** (যেহেতু) ; **সঃ** (তিনি) ; **অধোক্ষজঃ** (ইন্দ্রিয়ের অগোচর)।

অনুবাদ—শ্রীশিব সতীদেবীকে বলছেন—বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব ; যেহেতু অপাবৃত পুরুষ বাসুদেব সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত হন। সেই সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত ভগবান বাসুদেবকে আমি (মহাদেব) নমস্কার করি ; যেহেতু তিনি প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

[ক][খ][গ]হ্লাদিনী — শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, হ্লাদিনী। শৃঙ্গার রসানন্দ দান করিয়ে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদিত করেন। এই হ্লাদিনীরই বিলাস-বিশেষের নাম ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তের চিত্তে এই ভক্তির উন্মেষ হয়। আবার, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীকে তাঁর ভক্তের হৃদয়ে নিক্ষেপ করছেন এবং ভক্তের আনন্দ পরিপুষ্টতা লাভ করছে।

[ঘ]যাতে ভগবানের সত্তা বিশ্রাম করে, সেই শুদ্ধসত্ত্বে সন্ধিনীর সার অংশ অর্থাৎ চরম পরিণতি বিদ্যমান। এই শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের বিশ্রামস্থান রূপে সিংহাসনাদি বা আসনাদি, শয্যা, গৃহ, পিতা, মাতা আদি পরিকরগণকে বুঝায়।

কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান[ক] সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥ ৫৮
হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেম-সার[খ] ভাব।[গ]
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম 'মহাভাব'[ঘ]॥ ৫৯
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥ ৬০

শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী-প্রকরণে ২য় অঙ্কেঃ

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ ১১

অন্বয়—**তয়োঃ** (তাঁহাদের শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর) ; **উভয়োঃ মধ্যে অপি** (উভয়ের মধ্যেও) ; **রাধিকা সর্বথা অধিকা** (শ্রীরাধা সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা) ; **যতঃ** (যেহেতু) ; **ইয়ং মহাভাবস্বরূপা** (ইনি মহাভাবস্বরূপা) ; **গুণৈঃ অতি বরীয়সী** (গুণের দ্বারা অতি শ্রেষ্ঠা)।

অনুবাদ—শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী—উভয়ের মধ্যে আবার শ্রীরাধা সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা ; যেহেতু ইনি মহাভাবস্বরূপা এবং গুণপ্রভাবে অতীব শ্রেষ্ঠা।

শ্রীরাধার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, কায়াদি সকল প্রাকৃত জীবের মতো রক্ত মাংসাদি দ্বারা গঠিত নয়, তা কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমের দ্বারা গঠিত, সুতরাং শ্রীরাধার দেহ এবং প্রেম উপাদানগত ভাবে একই বস্তু।

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥ ৬১

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৭)

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১২

অন্বয়—**অখিলাত্মভূতঃ** (গোলোকবাসী ও অন্যান্য প্রিয়জন) ; **যঃ** (যেই) ; [গোবিন্দ] (গোবিন্দ) ; **এব** (ই) ; **আনন্দ-চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভিঃ** (আনন্দ-চিন্ময় রসদ্বারা প্রতিভাবিতা) ; **নিজরূপতয়া কলাভিঃ** (স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা হ্লাদিনী শক্তিরূপা) ; **তাভিঃ** (সেই) ; [গোপীভিঃ] (গোপীগণের সহিত) ; **গোলোকে এব নিবসতি** (গোলোকেই বাস করিতেছেন) ; **তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি** (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ—(গোলোকবাসী ও অন্যান্য প্রিয়জন) সকলের পরমপ্রিয় যে গোবিন্দ—আনন্দ-চিন্ময়রস (বা পরম প্রেমময় মধুর রস) দ্বারা প্রতিভাবিতা, স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা, হ্লাদিনী শক্তিরূপা সেই গোপীগণের সঙ্গে গোলোকেই বাস করছেন—সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ॥ ৬২
কৃষ্ণ-কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
লক্ষ্মীগণ এক—পুরে মহিষীগণ আর॥ ৬৩
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥[ঙ] ৬৪
অবতারী যৈছে কৃষ্ণ করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে[চ] তিন গণের বিস্তার[ছ]॥ ৬৫

[ক]কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞান — শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান — এই জ্ঞানই সংবিৎ শক্তির চরম অভিব্যক্তির ফল।

[খ]প্রেম-সার—প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা। প্রেম ক্রমশ গাঢ় হলে যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পরিণত হয়।

[গ]ভাব—প্রেমের অভিব্যক্তির সর্বোচ্চ অবস্থার নাম ভাব।

[ঘ]মহাভাব—প্রেমবিকাশের উচ্চতর স্তরের নাম মহাভাব। কবিরাজ গোস্বামী এখানে মাদনাখ্য-মহাভাবকেই মহাভাব বলেছেন। ভাব বা মহাভাব কেবলমাত্র কান্তাপ্রেম বা মধুর রসেই দেখা যায় ; এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ।

[ঙ]শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভগবৎ স্বরূপের কান্তাগণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকা মথুরায় রুক্মিণী আদি মহিষীগণ এবং ব্রজের শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ। এঁদের মধ্যে ব্রজাঙ্গনাগণই শ্রেষ্ঠ। আর শ্রীমতি রাধিকাই হলেন সমস্ত কান্তার মূল।

[চ]স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন অংশী অবতারী অর্থাৎ সকল অবতারের মূল। তেমনি শ্রীরাধা থেকেই অন্যান্য সকল ভগবৎ কান্তার উদ্ভব, তাঁরা শ্রীরাধার অংশ অর্থাৎ শ্রীরাধা তাঁদের অংশিনী। শ্রীরাধায় কান্তা-শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, তাই শ্রীরাধা অংশিনী।

[ছ]তিনগণের বিস্তার—লক্ষ্মীগণের, মহিষীগণের এবং ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণের আবির্ভাব।

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ[ক]।
মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ[খ]॥ ৬৬
আকার-স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহ-রূপ তাঁর রসের কারণ॥ ৬৭
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ ৬৮
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রসভেদে।[গ]
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক[ঘ]-লীলা-স্বাদে॥ ৬৯

[ক]বৈভব বিলাসাংশরূপ—বৈভব-বিলাসরূপে অংশরূপ। যাঁরা স্বরূপে মূল স্বরূপের তুল্য, কিন্তু শক্তির বিকাশে ন্যূন, তাঁদের বৈভব ও প্রাভব বলে। প্রাভব ও বৈভবের মধ্যে আবার প্রাভব অপেক্ষা বৈভবে শক্তির বিকাশ অধিক।

লীলাবিলাসের জন্য স্বয়ংরূপ যখন ভিন্ন আকারে আত্মপ্রকট করেন, তখন তাঁকে 'বিলাস' বলে। শক্তির প্রকাশ হিসাবে বিলাসরূপ স্বয়ং রূপেরই প্রায় সমান অর্থাৎ সামান্য কম। এইভাবে বুঝা যায়, যে স্বরূপের আকার স্বয়ং-রূপের আকার অপেক্ষা অন্যরূপ এবং যে স্বরূপে শক্তির বিকাশও স্বয়ংরূপ অপেক্ষা কিছু কম এবং যে স্বরূপ লীলাবিশেষের জন্য প্রকটিত হয়ে থাকেন, তাঁকে বৈভব বিলাস বলে। এই বাক্যে লক্ষ্মীগণের স্বরূপ বলা হয়েছে। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ স্বরূপে শ্রীরাধা থেকে অভিন্ন। কিন্তু শ্রীরাধা দ্বিভুজা, লক্ষ্মী চতুর্ভুজা, অর্থাৎ স্বরূপে অভিন্ন হলেও আকারে ভিন্ন। অর্থাৎ লক্ষ্মী শ্রীরাধার বৈভব বিলাসাংশ।

[খ]বৈভব প্রকাশ স্বরূপ—মূল স্বরূপের তুল্য আবির্ভাব সমূহকে প্রকাশ বলে। শ্রীরাধা দ্বিভুজা, মহিষীগণও দ্বিভুজা ; এজন্য মহিষীগণকে শ্রীরাধার প্রকাশ বলা হয়েছে। দ্বারকার মহিষীগণ শ্রীরাধা অপেক্ষা কমশক্তির বিকাশ বলে তাঁদেরকে শ্রীরাধার বৈভব বলা হয়েছে। এইভাবে মহিষীগণ হলেন শ্রীরাধার বৈভব প্রকাশ।

[গ]আকার ও স্বভাবের পার্থক্য অনুসারে শ্রীললিতাদি ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধার আবির্ভাব বা প্রকাশ। রসপুষ্টির জন্য শ্রীরাধাই অসংখ্য গোপীরূপে বিচিত্র স্বভাব ও রূপে আত্মপ্রকট করে শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাচ্ছেন। কারণ বহু কান্তা ছাড়া শৃঙ্গার রসের পুষ্টি বিশেষত রস বৈচিত্র্যপূর্ণ রাসলীলা সাধিত হতে পারে না।

[ঘ]রাস—বহু নর্তকীযুক্ত নৃত্য বিশেষকে রাস বলে কিংবা নর্তক-নর্তকীর মণ্ডলাকারে নৃত্যকে রাস করে। আবার রাস পরম রসসমূহের সমাহার।

গোবিন্দানন্দিনী রাধা —গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্বস্ব সর্ব-কান্তা-শিরোমণি॥ ৭০

তথাহি—বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ১৩

অন্বয়—রাধিকাদেবী কৃষ্ণময়ী (শ্রীরাধিকাদেবী কৃষ্ণময়ী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্মভূতা) ; **পরদেবতা সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ পরা সম্মোহিনী প্রোক্তা** (তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা দেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বশোভাময়ী এবং সর্বশ্রেষ্ঠা সম্মোহিনী বলিয়া কথিত হন)।

অনুবাদ—শ্রীরাধিকা দেবী, তিনি কৃষ্ণময়ী, সর্বশ্রেষ্ঠা দেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বশোভাময়ী এবং সর্বশ্রেষ্ঠা সম্মোহিনী বলে কথিত হন।

দেবী কহি দ্যোতমানা[ঙ] পরম সুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী[চ]॥ ৭১
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥ ৭২
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥ ৭৩
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তি-রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা[ছ] নাম পুরাণে বাখানে॥ ৭৪

[ঙ]দেবী কহি দ্যোতমানা—দিব্ ধাতু থেকে দেবী হয়েছে, এখানে দিব্ ধাতুর অর্থ দ্যুতি, ফলে দেবী শব্দের অর্থ দ্যোতমানা অর্থাৎ পরমা সুন্দরী।

[চ]কৃষ্ণ-পূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী—শ্রীরাধা দেবী অর্থাৎ নগরী, তিনি নগরের সঙ্গে তুলনীয়া—যে নগরীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বা সন্তোষের এবং ক্রীড়ার নানাবিধ উপকরণ আছে।

[ছ]রাধিকা—রাধ্-ধাতু থেকে রাধিকা শব্দের নিষ্পত্তি। রাধ্ ধাতুর অর্থ আরাধনা বা সন্তোষ বিধান করা ; অর্থাৎ যে রমণী শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য আরাধনা করেন তিনিই রাধিকা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ করতে অবশ্য কর্তব্যময় এমন আরাধনা করেন বলেই তাঁরই নাম আরাধিকা বা রাধিকা।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।২৮)

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥ ১৪

অন্বয়—অনয়া (ইঁহার দ্বারাই) ; হরিঃ ঈশ্বরঃ (ভক্তের দুঃখ হরণকারী ঈশ্বর) ; ভগবান্ নূনং আরাধিতঃ (শ্রীনারায়ণ নিশ্চিত আরাধিত হইয়াছেন) ; যৎ গোবিন্দঃ (যেহেতু গোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণ) ; প্রীতঃ (প্রীত) ; [সন্] (হইয়া) ; ন বিহায় যাং রহঃ অনয়ৎ (আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যে রমণীকে গোপনীয় স্থানে আনয়ন করিয়াছেন)।

অনুবাদ—এই রমণী দ্বারাই ভক্তের দুঃখ হরণকারী ভগবান শ্রীনারায়ণ নিশ্চিতই আরাধিত হয়েছেন। যেহেতু গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁর প্রতি প্রীত হয়ে আমাদের পরিত্যাগ করে আমাদের অগম্য নিভৃত স্থানে প্রীত মনে তাঁকে নিয়ে এসেছেন।

তাৎপর্য—এই শ্লোকটি শ্রীরাধার পক্ষের সখীগণের উক্তি। শারদীয় রাস রজনীতে রাধা অন্বেষণরত শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী থেকে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন, তখন বিরহকাতর গোপীগণ তাঁদের অন্বেষণ করতে করতে বনের ভিতরে রাধা ও কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখে শ্রীরাধার সৌভাগ্যের পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এই উক্তি করেছিলেন।

অতএব সর্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্বপালিকা সর্ব জগতের মাতা॥ ৭৫
সর্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্বলক্ষ্মীগণের তিহোঁ হয় অধিষ্ঠান॥ ৭৬
কিম্বা সর্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য[ক]।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব-শক্তিবর্য[খ]॥ ৭৭
সর্ব সৌন্দর্য-'কান্তি' বসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥ ৭৮
কিম্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥ ৭৯
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপূরণ।
'সর্বকান্তি'[গ] শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥ ৮০
জগতমোহ কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥ ৮১
রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমাণ॥ ৮২
মৃগমদ তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥[ঘ] ৮৩
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥ ৮৪
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥ ৮৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে কৈল অবতার।
এইত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার॥ ৮৬
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস॥ ৮৭
অবতরি প্রভু প্রচারিলা সংকীর্তন।
এহো বাহ্যহেতু পূর্বে করিয়াছি সূচন॥ ৮৮
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ॥ ৮৯
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥ ৯০
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥ ৯১

[ক]ষড়বিধ ঐশ্বর্য—(১) ঐশ্বর্য (২) বীর্য (৩) শ্রী (৪) যশঃ (৫) জ্ঞান ও (৬) বৈরাগ্য।

[খ]সর্ব শক্তিবর্য—সকল শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সর্বশক্তি গরিয়সী।

[গ]শ্রীকৃষ্ণের সকল কামনার বা কাম্যবস্তুর আধারে বলে শ্রীরাধাকে সর্বকান্তি বলা হয়েছে।

[ঘ]শ্রীরাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই শক্তির অধিপতি শক্তিমান। শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন পূর্ণ শক্তিমান। সুতরাং শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সম্বন্ধ হল শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদহেতু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কোনো ভেদ নেই। কস্তুরী ও তার গন্ধে যেমন ভেদ নেই, অগ্নিতে ও তার দাহিকা শক্তিতে যেমন ভেদ নেই, ঠিক তেমনি পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ ও পূর্ণশক্তি শ্রীরাধাতেও কোনো ভেদ নেই।

রাধিকার ভাব মূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥ ৯২
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ—উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা[ক] আর প্রলাপময় বাদ[খ]॥ ৯৩
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥ ৯৪
রাত্রে বিলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি[গ]॥ ৯৫
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীতি-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥ ৯৬
এবে কার্য নাহি কিছু এসব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে॥ ৯৭
পূর্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতিমর্ম॥ ৯৮
বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল॥ ৯৯
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্যাস॥ ১০০
কৈশোর বয়স, কাম, জগত-সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল॥[ঘ] ১০১

[ক]ভ্রমময় চেষ্টা—ভ্রান্ত লোকের ন্যায় আচরণ, যেমন, শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় তখন কখনো কখনো ভ্রমবশত কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য তিনি কুঞ্জে অভিসার করতেন।

[খ]প্রলাপময় বাদ—ব্যর্থ আলাপময় বাক্য। এসবই দিব্যোন্মাদের অন্তর্গত উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্পাদির লক্ষণ — যা শ্রীকৃষ্ণ বিরহের অনুভবে রাধাভাবে ভাবিত মহাপ্রভুর মনে উদিত হত।

[গ]উঘাড়ি—খুলে বা প্রকাশ করে।

[ঘ]শ্রীকৃষ্ণ রাসাদি লীলার দ্বারা কৈশোর বয়সকে, কামকে এবং সমস্ত জগতকে সফল করেছেন। কৈশোর বয়সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাদির মিলন সুখের অসমোর্ধ্ব বৈচিত্রী এবং তার পূর্ণতম আস্বাদন করেছেন রাসাদিলীলায়। কারণ কান্তাগণের সঙ্গে মধুরভাবই কৈশোর বয়সোচিত ভাব এবং মধুর রসে কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ। রাসাদি লীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কামকেও সফল করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করে এই লীলায় কাম সাফল্যের পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জীবের কাম স্বসুখ বাসনাময়, তাই কামে প্রাকৃত জীবের অবসাদ আসে। কিন্তু আনন্দঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তির সংস্রবে এসে কাম তাঁর আনন্দদায়িকা বৃত্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় এবং আনন্দলাভের জন্য ব্যগ্র না হয়ে আনন্দদানের জন্যই ব্যগ্র হয়—তাই ব্রজে কাম কাম নয়, তা প্রেমই। সেই প্রেম নিত্য এবং ক্ষণে ক্ষণে নব-নবায়মান বলে কখনো ক্ষীণ হয় না। বরং উত্তরোত্তর উল্লাস প্রাপ্তই হয়ে থাকে। আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবির্ভাবে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম যখন ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হল, তখন বিধাতার সৃষ্ট এই জগৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলের স্পর্শে ধন্য ও কৃতার্থ হল।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৫৯)

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্ন কূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥ ১৫

অন্বয়—ক্ষপিতাহিতঃ (অশুভবিনাশকারী) ; স মধুসূদন অপি (সেই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণও) ; কৈশোরক বয়ঃ (কৈশোর বয়সকে) ; মানয়ন্ (সফল করিয়া) ; স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ (স্ত্রীরত্নদিগের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া) ; ক্ষপাসু রেমে (রাত্রিসমূহে রমণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—অশুভবিনাশকারী সেই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণও কৈশোর বয়সকে সফল করে স্ত্রীরত্নগণের অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের মধ্যে অবস্থান করে বহু রাত্রিতে রমণ করেছিলেন।

তাৎপর্য—ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে রাসলীলা সম্পাদন করে শ্রীকৃষ্ণ জগতের সমস্ত অশুভ দূর করেছেন। কারণ জগতের অশুভের একমাত্র হেতু হল শ্রীকৃষ্ণ-বহির্মুখিতা। 'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ' (২।২০।১০৪)। মূলত মায়াবশতই শ্রীকৃষ্ণ থেকে বহির্মুখ জীব আত্মাভিমানী হয় ও তার দেহে ভয় জন্মে এবং পশুর মতো স্বসুখবাসনাপরায়ণ হয়। তাই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে উন্মুখ হলে অর্থাৎ তাঁর লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তনে উৎসাহী ও সেবায় তৎপর হলেই জগতের শুভ বা কল্যাণ সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা রাসলীলা সম্পাদন করে তাই জগতের সমস্ত অশুভই দূর করেছেন।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
প্রথমলহর্য্যাং (১২৪)

বাচা সূচিতশর্বরীরতিকলা প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি
কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥ ১৬

অন্বয়—**সখীনাং অগ্রে** (সখীগণের সমক্ষে) ; **সূচিতশর্বরীরতিকলা প্রাগল্‌ভ্যয়া বাচা** (রাত্রিকালীন রতি কৌশলের ঔদ্ধত্য প্রকাশক বাক্য দ্বারা) ; **রাধিকাং** (শ্রীরাধিকাকে) ; **ব্রীড়াকুঞ্চিত লোচনাং বিরচয়ন** (লজ্জাবশত সঙ্কুচিত নয়না করিয়া) ; **তদ্বক্ষোরুহ চিত্রকেলিমকরী পাণ্ডিত্য পারং গতঃ** (শ্রীরাধার স্তনযুগলে চিত্র কেলিমকরী রচনায় পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত) ; **অসৌ হরিঃ কুঞ্জে বিহারং কলয়ন্ কৈশোরং সফলী করোতি** (এই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিহারপূর্বক কৈশোর বয়সকে সফল করিতেছেন)।

অনুবাদ—রাত্রিকালীন রতি-কৌশলের ঔদ্ধত্য প্রকাশক বাক্যদ্বারা সখীগণের সমক্ষে শ্রীরাধাকে লজ্জাবশত সঙ্কুচিত নয়না করে শ্রীরাধার স্তনযুগলে বিচিত্র কেলিমকরী (কস্তুরী কুঙ্কুমাদি দ্বারা মকরী আদির মনোরম চিত্র অঙ্কন) নির্মাণ কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে বিহার করতে করতে নিজের কৈশোর বয়সকে সফল করছেন।

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে (৭।৫)

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং
মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্য দিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু
বিশেষতস্তদাত্র॥ ১৭

অন্বয়—**হে মধুরাক্ষি** (হে মধুর নয়নে বৃন্দে) ; **মথুরায়াং এষঃ হরিঃ চ রাধিকা চেৎ ন অবতরিষ্যৎ** (মথুরামণ্ডলে এই শ্রীহরি—শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা যদি না অবতীর্ণ হইতেন) ; **তদা বিসৃষ্টিঃ** (তাহা হইলে বিধাতার সৃষ্টি) ; **বৃথা অভবিষ্যৎ** (ব্যর্থ হইত) ; **অত্র** (এই সৃষ্টি বিধিতে) ; **মকরাঙ্ক তু বিশেষতঃ** (কন্দর্প কিন্তু বিশেষরূপে) ; [**বৃথা অভবিষ্যৎ**] (ব্যর্থ হইত)।

অনুবাদ—দেবী পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে বললেন : হে মধুর নয়নে বৃন্দে ! এই হরি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং এই শ্রীরাধা যদি মথুরামণ্ডলে (ব্রজমণ্ডলে) অবতীর্ণ না হতেন, তাহলে বিধাতার সৃষ্টি বৃথা হত, আর এস্থলে কন্দর্পই (কামই) বিশেষরূপে ব্যর্থ হত।

এই মত পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্যাস চর্বণ॥ ১০২
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন॥ ১০৩
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান[ক]॥ ১০৪
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥ ১০৫
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥ ১০৬
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট[খ]॥ ১০৭

তথাহি—শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে (৮।৭৭)

'কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি' 'হরেঃ
পাদমূলাৎ' 'কুতোঽসৌ'
'কুণ্ডারণ্যে' 'কিমিহ কুরুতে'
'নৃত্যশিক্ষাং' 'গুরুঃ কঃ।'
'তং ত্বন্মূর্তি প্রতিতরুলতাং
দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো
নর্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ'॥ ১৮

অন্বয়—**শ্রীরাধা পৃচ্ছতি** (শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন) ; **প্রিয়সখি বৃন্দে** (হে প্রিয়সখি বৃন্দে !) ; [**ত্বং**] (তুমি) ; **কস্মাৎ** (কোথা হইতে) ; [**আগতা**]

[ক]রসের নিধান—শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গারাদি সকল রসের আশ্রয়। বস্তুত কোনো রসেরই তাঁর অভাব নেই, সকল রস আস্বাদনেরই পূর্ণতম সুযোগ তাঁর আছে।

[খ]নাচায় উদ্ভট—অদ্ভুতরূপে নৃত্য করায়।

(আসিলে) ? ; [বৃন্দা কথয়তি] (বৃন্দা কহিলেন) ; **হরেঃ পাদমূলাৎ** (হরির শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্ত হইতে) ; [রাধা আহ] (তখন রাধা বলিলেন) ; **অসৌ কুতঃ** (ওই কৃষ্ণ কোথায়) ? ; [বৃন্দাহ] (বৃন্দা বলিলেন) ; **কুণ্ডারণ্যে** (রাধাকুণ্ডের সমীপস্থ বনে) ; [রাধাহ] (শ্রীরাধা বলিলেন) ; **ইহ কিং কুরুতে** (এই স্থানে কি করেন) ? ; [বৃন্দাহ] (বৃন্দা বলিলেন) ; **নৃত্য শিক্ষাং কুরুতে** (নৃত্য শিক্ষা করেন) ; [রাধাহ] (শ্রীরাধা বলিলেন) ; **গুরুঃ কঃ** (গুরু কে) ? ; [বৃন্দাহ] (বৃন্দা বলিলেন) ; **প্রতিতরুলতং** (প্রত্যেক তরুলতাতে) ; **দিগ্‌বিদিক্ষু শৈলুষীইব** (দিগ্‌বিদিকে উত্তম নর্তকীর ন্যায়) ; **স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্তিঃ** (স্ফূর্তিপ্রাপ্তা তোমার মূর্তি) ; তং (তাঁহাকে—শ্রীকৃষ্ণকে) ; **স্বপশ্চাৎ নর্তয়ন্তী** (নিজের পশ্চাতে নৃত্য করাইয়া) ; **পরিতঃ ভ্রমতি** (চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে)।

অনুবাদ—(শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করলেন), হে প্রিয়সখি বৃন্দে ! তুমি কোথা থেকে আসছ ? (বৃন্দা বললেন), শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্ত থেকে। (শ্রীরাধা বললেন), তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) কোথায় ? (বৃন্দা বললেন), তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটবর্তী বনে। (শ্রীরাধা বললেন), সে স্থানে তিনি কি করছেন ? (বৃন্দা বললেন), তিনি সে স্থানে নৃত্য শিক্ষা করছেন। (শ্রীরাধা বললেন), তাঁর নৃত্য শিক্ষার গুরু কে ? (বৃন্দা বললেন) দিগ্‌বিদিকে প্রতি তরুলতায় স্ফূর্তিপ্রাপ্তা তোমার মূর্তিই প্রধানা নর্ত্তকীর ন্যায় নিজের পশ্চাতে, শ্রীকৃষ্ণকে নাচিয়ে চারদিকে ভ্রমণ করছে।

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ॥ ১০৮
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্মময়॥ ১০৯
রাধাপ্রেম বিভু যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥ ১১০
যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব-বর্জিত॥ ১১১
যাহা হৈতে সুনির্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার॥[ক] **১১২**

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং (২)

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্যায়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥ ১৯

অন্বয়—**বিভুঃ অপি** (সম্পূর্ণ হইয়াও) ; **সদা অভিবৃদ্ধিং কলয়ন্** (সর্বদা বৃদ্ধিকে ধারণ করে) ; **গুরুঃ অপি** (পরমোৎকৃষ্ট হইয়াও) ; **গৌরবচর্যায়া-বিহীনঃ** (অহংকারাদি বর্জিত) ; **মুহুঃ উপচিতবক্রিমা অপি শুদ্ধঃ** (পুনঃ পুনঃ বর্ধিত কুটিলতা হইয়াও) ; **শুদ্ধঃ মুরদ্বিষি** (সুনির্মল শ্রীকৃষ্ণে) ; **রাধিকানুরাগঃ জয়তি** (শ্রীরাধিকার অনুরাগ জয়যুক্ত হইতেছে)।

অনুবাদ—বিভু অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয়েও সর্বদা বর্ধনশীল, গুরু (পরমোৎকৃষ্ট) হয়েও অহংকারাদি বর্জিত, সমধিকরূপ কুটিলতাযুক্ত হয়েও সুনির্মল—শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে শ্রীরাধিকার এমন অনুরাগ জয়যুক্ত হচ্ছে।

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা 'পরম আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'॥ ১১৩
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥ ১১৪
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে—আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥ ১১৫
কভু যদি এই প্রেমার[খ] **হইয়ে আশ্রয়।**

[ক]শ্রীরাধার প্রেম অত্যন্ত সুনির্মল, বিশুদ্ধ, সরল এবং কৃষ্ণ-সুখৈক তাৎপর্যময়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাধাপ্রেম সুনির্মল হলেও তাতে বাম্য এবং বক্রতা অর্থাৎ কুটিলতা দেখা যায়। বাম্য নায়িকার বৈশিষ্ট্য হল মানবতী হওয়া। কিন্তু বাম্য ও বক্র ব্যবহারে রাধাপ্রেমের সুনির্মলতার হানি হয় না —তা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো রাধাপ্রেমেরই তরঙ্গ বিশেষ। বরং বাম্য-বক্র-ব্যবহারে প্রেমের ঔজ্জ্বল্য এবং আস্বাদন চমৎকারিতাই সম্পন্ন হয়।

[খ]এই প্রেমার—মাদনাখ্য প্রেমের ;

তবে এই প্রেমানন্দের[ক] অনুভব হয়॥ ১১৬
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি॥ ১১৭
এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥ ১১৮
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥ ১১৯
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি[খ]।
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি॥ ১২০
যদ্যপি নির্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ[গ]।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ॥ ১২১
আমার মাধুর্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥ ১২২
মোর মাধুর্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি[ঘ]।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে—কেহ নাহি হারি॥ ১২৩
আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥ ১২৪
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥ ১২৫
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥ ১২৬

তথাহি ললিতমাধবে (৮।৩২)

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ২০

অন্বয় —অপরিকলিতপূর্বঃ (অননুভূত পূর্ব) ; চমৎকারকারী কঃ (চমৎকারজনক কী অনির্বচনীয়) ; গরীয়ান্ এষঃ মম মাধুর্যপূরঃ স্ফুরতি (অধিকতর এই আমার মাধুর্যসমূহ প্রকাশ পাইতেছে) ; যং প্রেক্ষ্য (যাহা দর্শন করিয়া) ; অয়ং অহমপি লুব্ধচেতাঃ (এই আমিও —শ্রীকৃষ্ণও লুব্ধচিত্ত) ; [সন্] (হইয়া) ; রাধিকাইব সরভসং (শ্রীরাধার ন্যায় ঔৎসুক্য সহকারে) ; উপভোক্তুং কাময়ে (উপভোগ করিতে অভিলাষ করি)।

অনুবাদ —মণি-ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় মাধুর্য দেখে শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বলছেন : 'অহো ! অননুভূত-পূর্ব চমৎকারজনক এবং অধিকতর কী অনির্বচনীয় আমার এই মাধুর্যরাশি প্রকাশ পাচ্ছে—যা দর্শন করে এই আমিও লুব্ধচিত্ত হয়ে শ্রীরাধার ন্যায় ঔৎসুক্য সহকারে উপভোগ করতে অভিলাষ করছি।'

কৃষ্ণ মাধুর্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল॥ ১২৭
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন॥ ১২৮
এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে॥ ১২৯
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি[ঙ] ভাল না জানে সৃজন॥ ১৩০
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥ ১৩১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৫)

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ক্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥ ২১

অন্বয়—যৎ অহ্নি ভবান্ কাননং অটতি (যখন

[ক]এই প্রেমানন্দের— মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয়ে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তার।

[খ]রাধিকা একলি—একমাত্র শ্রীরাধিকাই মাদনাখ্য মহাভাবের অধিকারিণী, তাই একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনের অধিকারিণী।

[গ]সৎপ্রেম দর্পণ —কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময় কামগন্ধহীন প্রেমের দর্পণ।

[ঘ]দোঁহে হোড় করি—শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য ও রাধাপ্রেম হুড়াহুড়ি করে অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

[ঙ]অবিদগ্ধ বিধি — শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনে লুব্ধ ভক্ত সেই মাধুর্য আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করলেও আস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। উত্তরোত্তর তাঁর আস্বাদন-লালসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই অতৃপ্ত হয়ে ভক্ত সৃষ্টিকর্তা বিধাতারই নিন্দা করতে থাকেন।

দিবসে তুমি বৃন্দাবনে গমন কর) ; তদা (তখন) ; **[ত্বাম্] অপশ্যতাং** (তোমাকে যাঁহারা দেখিতে পায় না, তাঁহাদের) ; **ত্রুটিঃ যুগায়তে** (ক্ষণার্ধসময়ও যুগ বলিয়া মনে হয়) ; **তে কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং** (তোমার কুটিল কুন্তল শোভিত শ্রীমুখ) ; চ **উদীক্ষতাং দৃশাং** (যাঁহারা উর্ধ্বমুখে নিরীক্ষণ করে, তাঁহাদের নয়নের) ; **পক্ষ্মকৃৎ** (পক্ষ্ম-রচনাকারী) ; **[ব্রহ্মা]** (ব্রহ্মা বিধাতা) ; **জড়ঃ এব** (জড়ই)।

অনুবাদ—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—'তুমি যখন দিবাভাগে বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমার অদর্শনে ক্ষণার্ধ সময়ও একযুগ বলে মনে হয়। কুটিলকুন্তলশোভিত তোমার শ্রীমুখ দর্শনকারী ব্যক্তিদের নয়নে যিনি পক্ষ্ম (চোখের লোম) রচনা করেছেন, সেই ব্রহ্মা নিশ্চয়ই জড়বস্তু হবেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪০)

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎ-প্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥ ২২

অন্বয়—**[যাঃ গোপ্যঃ]** (যে সমস্ত গোপী) ; **যৎপ্রেক্ষণে** (যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে) ; **দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি** (চক্ষুতে পক্ষ্ম-নির্মাণকারী বিধাতাকে শাপ দিয়া থাকেন) ; [তাঃ] (সেই) ; **সর্বাঃ গোপ্যঃ** (সকল গোপীগণ) ; **অভীষ্টং কৃষ্ণং চিরাৎ উপলভ্য** (অভীষ্ট কৃষ্ণকে বহুকাল পরে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া) ; **দৃগ্ভিঃ হৃদিকৃতং** (নেত্রদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া) ; **অলং পরিরভ্য** (অত্যধিকরূপে আলিঙ্গন করিয়া) ; **নিত্যযুজাং অপি দুরাপং তদ্ভাবং আপুঃ** (আরূঢ় যোগিগণের অথবা নিত্যসংযোগবতী রুক্মিণী আদি পট্টমহিষীদিগেরও দুর্লভ তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—যে সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ব্যাঘাত হয় বলে চক্ষুর পক্ষ্ম নির্মাণকারী বিধাতাকেও অভিশাপ দিয়ে থাকেন, সেই সকল গোপী বহুকাল পরে (কুরুক্ষেত্রে) শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে পেয়ে নেত্রপথে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে নিবিড়রূপে আলিঙ্গন করে আরূঢ় যোগিগণেরও (অথবা নিত্যসংযোগবতী রুক্মিণী আদি পট্টমহিষীগণের) দুর্লভ তন্ময়তা বা আনন্দ প্রাপ্ত হলেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নীচে শ্রীমদ্ভাগবতের দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান্॥ ১৩২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৭)

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥ ২৩

অন্বয়—**সখ্যঃ** (হে সখিগণ !) ; **বয়স্যৈঃ** (সখাগণের সহিত) ; **পশূন্ অনুবিবেশয়তোঃ** (গবাদি পশুদিগের পশ্চাতে থাকিয়া বৃন্দাবনে প্রবেশকারী) ; **ব্রজেশসুতয়োঃ** (ব্রজেন্দ্রনন্দনদ্বয়ের—রাম-কৃষ্ণের) ; **অনুবেণুজুষ্টম্** (নিরন্তর বেণুবাদনরত) ; **অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং** (অনুরক্ত জনের প্রতি স্নিগ্ধকটাক্ষমোক্ষণকারী) ; **বক্ত্রং যৈঃ নিপীতং** (বদন যাঁহাদের দ্বারা নিঃশেষে পীত হইয়াছে) ; **[তেষামেব]** (সেই) ; **অক্ষণ্বতাং** (চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের) ; **ইদং বৈ ফলং** (ওই দর্শনই চক্ষুর সার্থকতা) ; **পরং ন বিদামঃ** (অন্য জানি না)।

অনুবাদ—গোপীগণ বলতে লাগলেন—হে সখিগণ ! সখাগণের সঙ্গে গবাদি পশুসকলকে বৃন্দাবন মধ্যে প্রবেশকারী ব্রজেশতনয় রামকৃষ্ণের বেণুবাদনরত ও অনুরক্তজনের প্রতি স্নিগ্ধকটাক্ষ মোক্ষণকারী বদনমণ্ডল যাঁরা সম্যকরূপে দর্শন করেছে, তাঁদেরই চক্ষুর সার্থকতা ; চক্ষুর অন্য কোনো সফলতা আছে কিনা জানি না।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।১৪)

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥ ২৪

অন্বয়—**গোপ্যঃ কিং তপঃ অচরন্** (গোপীগণ কী তপস্যা করিয়াছিলেন) ? ; **যৎ দৃগ্ভিঃ অমুষ্য** (যে তপের প্রভাবে তাঁহারা নয়নদ্বারা ওই শ্রীকৃষ্ণের) ; **লাবণ্যসারং অসমোর্দ্ধ্বং অনন্যসিদ্ধং** (লাবণ্যে যার স্বরূপ অসমোর্দ্ধ্ব অনন্যসিদ্ধ স্বাভাবিক) ; **অনুসবাভিনবং** (প্রতিক্ষণে নবায়মান এবং) ; **যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য একান্তধাম** (যশের শোভার বা লক্ষ্মীর ঐশ্বর্যের একমাত্র আশ্রয়রূপ) ; **দুরাপং রূপং পিবন্তি** (দুর্লভরূপ পান করিতেছেন)।

অনুবাদ— গোপীগণ কী তপস্যা করেছিলেন—যার প্রভাবে তাঁরা নয়ন দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণের রূপ পান করছেন—যে রূপ লাবণ্যের সার-স্বরূপ, যার সমান বা অধিক রূপ আর কোথাও নেই, যা ভূষণাদি দ্বারা সিদ্ধ নয়, পরন্তু অনন্যসিদ্ধ বা স্বাভাবিক, যা প্রতিক্ষণে নব-নবায়মান, যা যশ, শোভা এবং ঐশ্বর্যের একমাত্র চরম আশ্রয় এবং যা (লক্ষ্মী আদির পক্ষেও) দুর্লভ।

অপূর্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল॥ ১৩৩
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ॥ ১৩৪
এইত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ॥ ১৩৫
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোঁসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥ ১৩৬
যেবা কেহ অন্য জানে সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোঁসাঞির তেহো অত্যন্ত মর্ম যাতে॥ ১৩৭
গোপীগণের 'প্রেম অধিরূঢ়ভাব'[ক] নাম।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু কহে কাম॥ ১৩৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে (২।১৪৩)

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ২৫

অন্বয়—**গোপরামাণাং প্রেমা এব** (ব্রজগোপীদের প্রেমই) ; **কামঃ ইতি প্রথাং আগমৎ** (কাম নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে) ; **ইতি** [হেতোঃ] **উদ্ধবাদয়ঃ ভগবৎপ্রিয়া অপি** (এইজন্য উদ্ধবাদি ভগবদ্ ভক্তগণও) ; **এতং বাঞ্ছন্তি** (এই প্রেমকে বাঞ্ছা করেন)।

অনুবাদ—ব্রজগোপীগণের প্রেমই 'কাম' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। (কিন্তু তা স্বরূপত কাম নয়) ; এইজন্য উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণও এই প্রেমকে বাঞ্ছা করেন।

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥ ১৩৯
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেম 'নাম'॥ ১৪০
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য হয় প্রেম ত প্রবল॥ ১৪১
লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম॥ ১৪২
দুস্ত্যজ আর্যপথ[খ] নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥ ১৪৩
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥ ১৪৪
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥ ১৪৫
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর[গ]।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর॥ ১৪৬

[ক]অধিরূঢ়ভাব—ভাবের পরম ও চরম অবস্থার নাম মহাভাব। এই মহাভাবের দুটি অবস্থা— প্রথম অবস্থার নাম রূঢ়, দ্বিতীয় অবস্থার নাম অধিরূঢ়। মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্ত্বিকভাব উদ্দীপ্ত হয়, তাকে বলে রূঢ়। আর মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্ত্বিকভাবসকল রূঢ়ভাবের অনুভাব থেকেও কোনো এক অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তাকে অধিরূঢ় বলে।

[খ]আর্যপথ—সদাচার। যেমন, কুলরমণীর পক্ষে পাতিব্রত্য ধর্ম।

[গ]কাম প্রেমে বহুত অন্তর — স্বরূপ লক্ষণে ও তটস্থ লক্ষণে কাম ও প্রেম ভিন্ন ভিন্ন। স্বরূপ-লক্ষণে প্রেম অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির বৃত্তি এবং কাম বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি। আর তটস্থ-লক্ষণে প্রেম হল কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময় এবং কাম হল আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিময়।

অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ।। ১৪৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।। ২৬

অন্বয়—**প্রিয়** (হে প্রিয়) ; **তে যৎ সুজাতচরণাম্বুরুহং** (তোমার যে সুকোমল চরণকমল) ; **ভীতাঃ কর্কশেষু স্তনেষু শনৈঃ দধীমহি** (ভীত হইয়া আমাদের কঠিন স্তনসমূহে ধীরে ধীরে ধারণ করি) ; **তেন অটবীং অটসি** (সেই চরণের দ্বারা তুমি যখন বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও) ; **তৎ কূর্পাদিভিঃ কিংস্বিৎ ন ব্যথতে** (তখন কি সেই চরণ সূক্ষ্ম প্রস্তরখণ্ডাদির দ্বারা ব্যথাপ্রাপ্ত হয় না) ? ; **ভবদায়ুষাং নঃ ধীঃ ভ্রমতি** (ত্বদ্‌গতপ্রাণ আমাদিগের উহা ভাবিয়া বুদ্ধি বা চিত্ত ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে)।

অনুবাদ—হে প্রিয় ! তোমার যে সুকোমল চরণকমল আমরা ভীত হয়ে আমাদের কঠিন স্তনসমূহে ধীরে ধীরে ধারণ করি, তুমি সেই চরণকমলদ্বারা বনে বনে (এই রজনীতে) ভ্রমণ করছ, তখন কী সেই চরণকমল তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ডাদির দ্বারা ব্যথাপ্রাপ্ত হচ্ছে না ? আমাদের চিত্ত তোমার জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল হচ্ছে ; কারণ তুমিই আমাদের জীবন। (সুতরাং তুমি বনভ্রমণ থেকে বিরত হয়ে আমাদের নিকট আবির্ভূত হও)।

আত্ম সুখ দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার।। ১৪৮
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ[ক]।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।। ১৪৯
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।। ১৫০

[ক]আর সব করি পরিত্যাগ—যা কৃষ্ণের সুখের অনুকূল নয়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২১)

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ।। ২৭

অন্বয় —**অবলাঃ** (হে অবলাগণ) ! ; **মদর্থোজ্ঝিতলোক বেদস্বানাং** (তোমরা আমার জন্য ইহলোকের লৌকিক ব্যবহার, বেদনির্দিষ্ট ধর্মপথ এবং নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়াছ) ; **বঃ হি ময়ি এবম্ অনুবৃত্তয়ে** (তোমাদের আমার প্রতি এই ভাব বৃদ্ধির জন্যই) ; **পরোক্ষং ভজতা ময়া তিরোহিতং** (পরোক্ষভাবে তোমাদের ভজনা করিলেও আমি অন্তর্ধানে ছিলাম) ; **তৎ প্রিয়াঃ** (সেহেতু হে প্রিয়াগণ) ; **প্রিয়ং মা অসূয়িতুং মার্হথ** (তোমাদের প্রিয় আমাকে দোষারোপ করা উচিত হয় না)।

অনুবাদ—(গোপীপ্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য)—হে অবলাগণ ! তোমরা আমার জন্য লৌকিক ব্যবহার, বেদনির্দিষ্ট ধর্মপথ এবং নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনাদি পরিত্যাগ করেছ। তোমাদের নিরন্তর অনুরাগ আস্বাদনার বা বৃদ্ধির জন্যই আমি তিরোহিত হয়েছিলাম। হে প্রিয়াগণ ! আমি তোমাদের প্রিয় ; সুতরাং তারজন্য আমার প্রতি তোমাদের দোষারোপ করা কর্তব্য নয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৪ অঃ ১১)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। ২৮

[অন্বয় ও অনুবাদ চতুর্থ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫২)]

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখবচনে।। ১৫১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২২)

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।। ২৯

অন্বয়—নিরবদ্যসংযুজাং বঃ (অনিন্দ্য সংযোগবতী তোমাদিগের) ; স্ব সাধুকৃত্যং (স্বীয় সাধুকৃত্য) ; অহং বিবুধায়ুষাপি ন পারয়ে (অমর আয়ু লাভ করিয়াও আমি শোধ করিতে সমর্থ হইব না) ; যাঃ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য (যেহেতু তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াও) ; মা অভজন্ (আমাকে ভজন করিয়াছ) ; বঃ সাধুনা তৎ প্রতিযাতু (তোমাদের এই সাধুকৃত্যের দ্বারাই তাহার প্রতিশোধ হউক)।

অনুবাদ—(শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলছেন) : হে গোপিগণ ! দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করে তোমরা আমাকে ভজন করেছ। অনিন্দ্য ভজনপরায়ণা তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার—দেবপরিমিত আয়ুষ্কাল দিয়েও আমি পরিশোধ করতে পারব না। অতএব তোমাদের এই সাধুকৃত্যেই অর্থাৎ প্রেমেই তার পরিশোধ হোক।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥ ১৫২
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ সাধন॥ ১৫৩
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জন ভূষণ॥ ১৫৪

তথাহি—গোপীপ্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥ ৩০

অন্বয়—পার্থ (হে পার্থ !) ; যাঃ গোপ্যঃ (যে সমস্ত গোপীগণ) ; নিজাঙ্গং অপি মম ইতি সমুপাসতে (নিজ নিজ দেহকেও আমার [শ্রীকৃষ্ণের] জ্ঞান করিয়া যত্ন করেন) ; তাভ্যঃ পরং মম নিগূঢ়প্রেমভাজনং ন (তাঁহাদিগের হইতে কেহই আমার নিগূঢ় প্রেমভাজন নহেন)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বললেন : হে পার্থ ! যে সমস্ত গোপীগণ নিজ নিজ দেহকেও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) বস্তু জ্ঞানে (মার্জন-ভূষণাদিদ্বারা) যত্ন করেন, সেই গোপীগণ ব্যতীত আমার নিগূঢ় প্রেমভাজন আর কেউ নেই।

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥ ১৫৫
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ॥ ১৫৬
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥ ১৫৭
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।[ক]
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥ ১৫৮
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্যবসান॥ ১৫৯
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য বাঢ়ে যার নাহিক সমতা॥ ১৬০
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥ ১৬১
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥ ১৬২
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি[খ]।
পরস্পর বাঢ়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি[গ]॥ ১৬৩
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী রূপ গুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥ ১৬৪
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে॥ ১৬৫

যথোক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং কেশবাষ্টকে ৮ম শ্লোকে

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্॥ ৩১

অন্বয়—আভিঃ সুন্দরীততিভিঃ উপেত্য স্মিতাঙ্কুর-

[ক]নিজ সুখ অনুরোধ—নিজের সুখের অনুসন্ধান বা লালসা।

[খ]হুড়াহুড়ি—পরস্পর জেদাজেদি করে অগ্রসর বা বর্ধিত হওয়ার চেষ্টা।

[গ]মুখ নাহি মুড়ি—মুখ ফিরায় না অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার করে না।

করম্বিতৈঃ (এই সকল সুন্দরী যুবতী বধূগণ আসিয়া মৃদুমন্দ হাস্য ও রোমাঞ্চযুক্ত) ; **নটপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ** (নৃত্যশীল অসংখ্য কটাক্ষ ভঙ্গীর দ্বারা) ; **পথি অভ্যর্চিতং** (পথিমধ্যে পূজিত) ; **স্তন-স্তবক-সঞ্চরন্নয়ন চঞ্চরীকাঞ্চনং** (যাঁহার নয়নরূপ ভ্রমরদ্বয় সেই ব্রজবধূদিগের স্তনপুষ্পস্তবকে সঞ্চারিত হইতেছে) ; **বিপিনদেশতঃ ব্রজে বিজয়িনং কেশবং ভজে** (বনপ্রদেশ হইতে ব্রজে আগমনকারী সেই কেশবকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ—বনপ্রদেশ থেকে (শ্রীকৃষ্ণের) ব্রজে আগমনকালে এই সুন্দরী ব্রজবধূগণ এসে মৃদুমন্দ হাস্য ও রোমাঞ্চযুক্ত হয়ে নৃত্যশীল অসংখ্য কটাক্ষভঙ্গীর দ্বারা পথিমধ্যে যাঁর অর্চনা করছেন এবং যাঁর নয়নরূপ ভ্রমরদ্বয় সেই ব্রজসুন্দরীদের স্তনরূপ পুষ্পস্তবকে বিচরণ করছে, সেই কেশবকে আমি ভজনা করি।

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন॥ ১৬৬
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণে মাধুর্যের পুষ্টি।
মাধুর্য বাঢ়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥ ১৬৭
প্রীতিবিষয়ানন্দে[ক] তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ-সুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥ ১৬৮
নিরুপাধি প্রেম[খ] যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥ ১৬৯
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে[গ]।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥ ১৭০

[ক]প্রীতি বিষয়ানন্দে—যাঁর প্রতি প্রীতি করা যায়, তাঁর আনন্দ জন্মালেই, যিনি প্রীতি করেন, তাঁর আনন্দ জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের প্রীতির বিষয়, আর গোপীগণ সেই প্রীতির আশ্রয় ; অর্থাৎ গোপীদের প্রেমের ফলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ জন্মালে, আপনা-আপনি গোপীদের চিত্তে আনন্দ জন্মে, তারজন্য গোপীদের কোনোরূপ ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না।

[খ]নিরুপাধি প্রেম—কামগন্ধহীন প্রেম।

[গ]কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে — নিজের সুখে যদি কৃষ্ণসেবার বাধা হয়, তবে ভক্ত নিজের সেই সুখ বা আনন্দে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম বিভাগে
২য় লহর্যাম্ (২৪)

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষা-
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥ ৩২

অন্বয়—দারুকঃ (শ্রীকৃষ্ণসারথি দারুক) ; **অঙ্গস্তম্ভারম্ভং উত্তুঙ্গয়ন্তং** (অঙ্গসমূহের জড়তাভাব বর্ধনকারী) ; **প্রেমানন্দং ন অভ্যনন্দৎ** (প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন নাই) ; **যেন কংসারাতেঃ** (কারণ উহা দ্বারা কংসারি শ্রীকৃষ্ণের) ; **সাক্ষাৎ বীজনে** (সাক্ষাৎভাবে চামর সেবনে) ; **অক্ষোদীয়ান্ অন্তরায়ঃ ব্যধায়ি** (অধিকতর বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চামর সেবনে অত্যধিক আনন্দ প্রাপ্ত হলে তাঁর দেহে স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হওয়াতে অঙ্গসমূহে জড়তা এল। অঙ্গে জড়তাভাব বর্ধনকারী প্রেমানন্দকে দারুক অভিনন্দন করেননি। কারণ কংসারি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎভাবে চামর সেবনে অধিকতর বিঘ্ন উৎপন্ন হয়েছিল।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
৩য় লহর্যাম্ ৩২ শ্লোকঃ

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা॥ ৩৩

অন্বয়—অরবিন্দলোচনা (পদ্মলোচনা—রুক্মিণী বা অন্য কোনো কৃষ্ণপ্রেয়সী) ; **গোবিন্দ প্রেক্ষণাক্ষেপি** (শ্রীগোবিন্দ দর্শনে বিঘ্নকারী) ; **বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং** (নেত্রজলবর্ষণকারী) ; **আনন্দং উচ্চৈঃ অনিন্দৎ** (আনন্দকে অত্যধিক নিন্দা করিয়াছেন)।

অনুবাদ—পদ্মলোচনা রুক্মিণী (বা অন্য কোনো কৃষ্ণপ্রেয়সী) শ্রীগোবিন্দ দর্শনের বিঘ্নকারী অশ্রুবর্ষণকারী সেই আনন্দকেও অত্যধিক নিন্দা করেছেন ; কারণ সেই অশ্রুই গোবিন্দ দর্শনের বাধা হয়ে উঠল।

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে।

স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥ ১৭১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১-১২)

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ৩৪
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ৩৫

অন্বয়—**মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ** (আমার গুণ শ্রবণমাত্রে) ; **সর্বগুহাশয়ে** (সকলের অন্তঃকরণে অবস্থিত) ; **ময়ি পুরুষোত্তমে** (পুরুষোত্তমরূপী আমাতে) ; **অম্বুধৌ** (মহাসমুদ্রে) ; **গঙ্গাম্ভসো যথা** (গঙ্গা প্রবাহের যেরূপ) ; **[তথা]** (সেইরূপ) ; **অবিচ্ছিন্না মনোগতিঃ** (অবিচ্ছিন্না মনের গতি) ; **সা হি** (তাহাই) ; **নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য** (নির্গুণ ভক্তিযোগের) ; **লক্ষণম্ উদাহৃতং** (লক্ষণরূপে কথিত হয়) ; **যা ভক্তিঃ অহৈতুকী অব্যবহিতা** (যে ভক্তি ফলানুসন্ধানশূন্যা এবং জ্ঞানকর্মাদি ব্যবধান শূন্যা)।

অনুবাদ— কপিলদেব দেবহূতিকে বললেন—মা ! আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সর্বান্তঃকরণে অবস্থিত পুরুষোত্তমরূপী আমাতে ভক্তিযুক্ত হয়—সমুদ্র অভিমুখে গঙ্গার গতির ন্যায় অবিচ্ছিন্না যে মনোগতি এবং যা ফলানুসন্ধান-শূন্যা ও জ্ঞানকর্মাদি ব্যবধানশূন্যা, তা-ই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১৩)

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ৩৬

অন্বয় —**জনাঃ** (আমার ভক্তগণ) ; **মৎসেবনং বিনা দীয়মানং উত** (আমার সেবা বিনা আমি দিতে চাহিলেও) ; **সালোক্য** (আমার সহিত একলোকে বাস) ; **সার্ষ্টি** (আমার সমান ঐশ্বর্য) ; **সারূপ্য** (আমার সমান রূপ) ; **সামীপ্য** (আমার নিকটে অবস্থান) ; **একত্বমপি** (আমার সঙ্গে সাযুজ্যও) ; **ন গৃহ্ণন্তি** (গ্রহণ করেন না)।

অনুবাদ —কপিলদেব বললেন : মা ! আমার ভক্তগণ আমার সেবা বিনা সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য — এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করলেও গ্রহণ করেন না।

তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৭) শ্লোকঃ

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিদ্রুতম্॥ ৩৭

অন্বয়—**সেবয়া পূর্ণাঃ তে** (আমার সেবাদ্বারা পরিপূর্ণ আমার ভক্তগণ) ; **মৎসেবয়া প্রতীতং** (আমার সেবার দ্বারা লব্ধ) ; **সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং ন ইচ্ছন্তি** (সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তিও চাহেন না) ; **কালবিদ্রুতং** (কালপ্রভাবে যাহা ধ্বংসশীল) ; **অন্যৎ কুতঃ** (অন্য কিছু কেনইবা চাহিবেন) ?

অনুবাদ— শ্রীভগবান বৈকুণ্ঠনাথ দুর্বাসাকে বললেন : আমার সেবাসুখে পরিপূর্ণ আমার ভক্তগণ—আমার সেবার দ্বারা লব্ধ অনায়াসে যা পাওয়া যায়, সেই সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিকেও যখন গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না, তখন কালপ্রভাবে ধ্বংসশীল অন্যকিছু (এমনকি স্বর্গাদি) কেনই বা চাইবেন ?

কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম॥ ১৭২
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী॥ ১৭৩
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি[ক] ইষ্ট সমীহিত[খ]॥ ১৭৪

তথাহি—গোপীপ্রেমামৃতে

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা
ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ
কিং গোপ্যঃ মে ভবন্তি ন॥ ৩৮

অন্বয়—**পার্থ** (হে অর্জুন !) ; **তে সত্যং বদামি** (তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি) ; **গোপ্যঃ মে সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্যাঃ ভুজিষ্যাঃ বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ**

[ক]প্রেমসেবা-পরিপাটী—কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবার কৌশল।

[খ]ইষ্ট সমীহিত—ইষ্ট অর্থ শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট, অর্থাৎ যা ভালোবাসেন।

(গোপীগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধব, স্ত্রী) ; [অতঃ] (অতএব) ; [তাঃ] (তাঁহারা) ; **মে কিং ন ভবন্তি** (আমার কী না হয়েন) ?

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বললেন : হে অর্জুন ! তোমার নিকট সত্য করে বলছি, গোপিকাগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধব এবং স্ত্রী হন ; অতএব তাঁরা যে আমার কী নন, তা আমি বলতে পারি না, অর্থাৎ তাঁরা আমার সবই।

লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৩৯) আদিপুরাণবচনম্

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যো জানন্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩৯

অন্বয়—**পার্থ** (হে অর্জুন !) ; **গোপিকাঃ মন্মাহাত্ম্যং** (গোপীগণ আমার মহিমা) ; **মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং** (আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয়, আমার মনোগত ভাব) ; **তত্ত্বতঃ জানন্তি** (স্বরূপত জানেন) ; **অন্যো ন জানান্তি** (অন্য কেহ তাহা জানেন না।)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বললেন : হে অর্জুন ! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয় এবং আমার মনোগত ভাব ব্রজগোপীরাই স্বরূপত জানেন, অন্য কেউ তা জানেন না।

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা॥ ১৭৫

তথাহি পদ্মপুরাণে

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ৪০

অন্বয়—**রাধা যথা বিষ্ণোঃ প্রিয়া** (শ্রীরাধা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়া) ; **তস্যাঃ কুণ্ডং তথা প্রিয়ং** (তাঁহার—শ্রীরাধার কুণ্ড তেমনই প্রিয়) ; **সর্বগোপীষু একা সা এব** (সমস্ত গোপীগণের মধ্যে একা সেই শ্রীরাধাই) ; **বিষ্ণোঃ অত্যন্তবল্লভা** (শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া)।

অনুবাদ—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের যেমন প্রিয়, শ্রীরাধার কুণ্ডও তেমনই প্রিয়। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা প্রেয়সী।

তাৎপর্য—রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্বশ্রেষ্ঠা বলেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা প্রেয়সী।

লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৬) আদিপুরাণবচনম্

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থঃ যত্র রাধাভিধা মম॥ ৪১

অন্বয়—**পার্থ** (হে অর্জুন !) ; **ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা** (এই ত্রিলোক অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা) ; **যত্র বৃন্দাবনং পুরী** (যেখানে বৃন্দাবন নামক পুরী) ; **[বিরাজতে]** (বিরাজিত) ; **তত্র অপি গোপিকাঃ ধন্যাঃ** (সেই বৃন্দাবনেও গোপীগণ ধন্যা) ; **যত্র মম রাধাভিধা** (যে গোপীগণের মধ্যে আমার রাধানাম্নী) ; **[গোপিকা বর্ততে]** (গোপী আছেন)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—এই ত্রিলোকের মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা ; যেহেতু এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন নামক পুরী আছে ; সেই বৃন্দাবনের মধ্যে আবার গোপীগণ ধন্য, যেহেতু সেই গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধানাম্নী আমার গোপী আছেন।

রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥ ১৭৬
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণপ্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥ ১৭৭

শ্রীগীতগোবিন্দে ৩য় সর্গে ১ম শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যম্

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥ ৪২

অন্বয়—**কংসারিঃ অপি** (শ্রীকৃষ্ণও) ; **সংসার-বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাং** (সম্যকরূপে সারভূত বাসনার বন্ধনবিষয়ে শৃঙ্খলারূপা) ; **রাধাং হৃদয়ে আধায়** (শ্রীরাধাকে হৃদয়ে সম্যকরূপে ধারণ করিয়া) ; **ব্রজসুন্দরীঃ তত্যাজ** (ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—কংসারি শ্রীকৃষ্ণও (রাসলীলার অভিলাষরূপ) তাঁর সম্যক সারভূত বাসনার বন্ধনে শৃঙ্খলরূপা শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করে অন্য ব্রজ-সুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥ ১৭৮
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ॥ ১৭৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি ব্রজেন্দ্র-কুমার।
রসময় মূর্তি কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥ ১৮০
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥ ১৮১

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে ১ম সর্গে ১২ শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যম্

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃপ্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥ ৪৩

অন্বয়—সখি (হে সখি!); অনুরঞ্জনেন বিশ্বেষাং (প্রীতি সম্পাদনদ্বারা সমস্ত গোপীগণের); আনন্দং জনয়ন্ (আনন্দ জন্মাইয়া); ইন্দীবর শ্রেণী শ্যামল কোমলৈঃ অঙ্গৈঃ (নীলপদ্মশ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমল অঙ্গসমূহদ্বারা); অনঙ্গোৎসবং উপনয়ন্ স্বচ্ছন্দং (অনঙ্গোৎসব প্রাপ্ত করাইয়া অসংকোচে); ব্রজসুন্দরীভিঃ অভিতঃ (ব্রজসুন্দরীগণ কর্তৃক সর্বাঙ্গ-দ্বারা); প্রত্যঙ্গং আলিঙ্গিতঃ (প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত); [সন্] (হইয়া); মুগ্ধঃ হরিঃ মধৌ (মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে); মূর্তিমান শৃঙ্গার ইব ক্রীড়তি (মূর্তিমান শৃঙ্গার রস স্বরূপে ক্রীড়া করিতেছেন)।

অনুবাদ —হে সখি! অনুরঞ্জনের দ্বারা সমস্ত গোপীগণের আনন্দ জন্মিয়ে এবং নীলপদ্মশ্রেণী থেকেও শ্যামল ও কোমল অঙ্গসমূহের দ্বারা তাঁদের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব উদয় করিয়ে এবং অসংকোচে তাঁদের সর্বাঙ্গ দ্বারা প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হয়ে মূর্তিমান শৃঙ্গার রস-স্বরূপ মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করছেন।

তাৎপর্য— শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার অর্থাৎ মূর্তিমান শৃঙ্গার, তার প্রমাণরূপে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গোঁসাঞি রসের সদন[ক]।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥ ১৮২
সেই দ্বারে প্রবর্তাইল কলিযুগ ধর্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম॥ ১৮৩
অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস॥ ১৮৪
আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ॥ ১৮৫
ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ॥ ১৮৬

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিনঃ শ্লোকঃ

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি-
লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ ৪৪

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪)]

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়[খ]।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥ ১৮৭
অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥ ১৮৮
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সে-ই পাইবে আনন্দ॥ ১৮৯
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বল্লভ॥ ১৯০
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥ ১৯১
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥ ১৯২

[ক]রসের সদন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অখিলরসামৃতমূর্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে সমস্ত রসের নিধান। তাই সর্বপ্রকার বৈচিত্রীর সঙ্গে তিনি রসের আস্বাদন করেছিলেন। অর্থাৎ মধুর রসের সর্ববিধ বৈচিত্রীর আস্বাদনই শ্রীচৈতন্য অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

[খ]কহিতে না জুয়ায়—প্রকাশ করে বলা উচিত নয়।

অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে তার হউক চমৎকার॥ ১৯৩
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে॥[ক] ১৯৪
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্‌জন॥ ১৯৫
আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ।

[ক]শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করছেন—'তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে পূর্ণানন্দ-স্বরূপ এবং পূর্ণরস স্বরূপ বলেন।' শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ-স্বরূপ বলে সকল জগৎকে আনন্দিত করেন, কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণকে কী কেউ আনন্দ দিতে পারে ? এই প্রশ্নের মীমাংসায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—'আমা অপেক্ষাও যাঁর গুণ শত শত অধিক, অর্থাৎ একমাত্র শ্রীরাধাই আমাকে আনন্দিত করতে পারেন।' শ্রীরাধার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে আনন্দিত করে থাকে। এর দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করছেন—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অধিক গুণবতী এবং রূপ-মাধুর্যে শ্রীরাধা তার থেকে শ্রেষ্ঠা, কারণ শ্রীরাধাকে দর্শন করলে অসমোর্দ্ধ রূপ-মাধুর্যসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণেরও নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। অর্থাৎ শ্রীরাধার রূপ-গুণই শ্রীকৃষ্ণের জীবাতু বা প্রাণধারণের উপায়।

কিন্তু তটস্থ হয়ে বিচার করে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন—সমস্তই বিপরীত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির মাধুর্যই শ্রীরাধার রূপ-রসাদির মাধুর্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে শ্রীরাধা এতই আনন্দ পান যে, তিনি সুখের আধিক্যে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি দূরে থাকুক, বাঁশের রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশে বংশীধ্বনির মতো শব্দ, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ দূরে থাকুক, তরুণ-তমাল বৃক্ষের সঙ্গে কৃষ্ণের বর্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ভেবে তমালকেই প্রেমভরে যে আলিঙ্গন ; কিংবা সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ না পেলেও দূর থেকে অনুকূল বাতাসে ভেসে আসা অঙ্গগন্ধে শ্রীরাধার উড়ে যাওয়ার যে প্রেমান্ধ আকুলতা ; কিংবা সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুলমাত্র আস্বাদন করেই শ্রীরাধার যে সুখতন্ময়তা এবং চরম অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধার যে অনির্বচনীয় আনন্দ এবং শ্রীরাধার অঙ্গে যে অপূর্ব মাধুরী—তা দেখে শ্রীকৃষ্ণের স্থির বিশ্বাস, শ্রীরাধার সুখ শ্রীকৃষ্ণের সুখ অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি।

সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥ ১৯৬
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥ ১৯৭
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য সাম্য নাহি যার॥ ১৯৮
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥ ১৯৯
মোর বংশী-গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥ ২০০
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥ ২০১
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রসে আমার করে বশ॥ ২০২
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥ ২০৩
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥ ২০৪
এইমত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত॥ ২০৫
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥ ২০৬
পরস্পর বেণু-গীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥ ২০৭
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥ ২০৮
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ॥ ২০৯
তাম্বূল চর্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে॥ ২১০
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥ ২১১
লীলা অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গ-মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥ ২১২
দোঁহার যে সম রস ভরত-মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে॥ ২১৩

অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই॥ ২১৪

তথাহি—ললিতমাধবে (৯।৯)
শ্রীরূপগোস্বামী পাদোক্তঃ শ্লোকঃ

নির্ধৃতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্তুং পঙ্কজসৌরভং কুহুরুতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দনশীতলন্তনুরিয়ং সৌন্দর্যসর্বস্বভাক্
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে॥ ৪৫

অন্বয়—**কল্যাণী** (হে কল্যাণি !) ; **তে বিম্বাধরঃ** (তোমার বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর) ; **নির্ধুতামৃতমাধুরী পরিমল** (অমৃতের মাধুর্যও সুগন্ধের পরাভবকারী) ; [তে] (তোমার) ; **বক্তুং পঙ্কজসৌরভং** (বদন পদ্মের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত) ; **গিরঃ কুহুরুতশ্লাঘাভিদঃ** (বাক্যসকল কোকিল ধ্বনির গর্বখর্বকারী) ; **অঙ্গং চন্দনশীতলং** (অঙ্গ চন্দন হইতেও শীতল) ; [তে] (তোমার) ; **ইয়ং তনুঃ সৌন্দর্যসর্বস্বভাক্** (এই দেহ সৌন্দর্যের সর্বস্বভাগী) ; **রাধে** (হে রাধে !) ; **ত্বাং আস্বাদ্য** (তোমাকে —তোমার অধরাদি সমস্তকে আস্বাদন করিয়া) ; **মম ইদং ইন্দ্রিয়কুলং মুহুঃ মোদতে** (আমার এই ইন্দ্রিয়সমূহ—পঞ্চেন্দ্রিয় বারংবার আনন্দিত হইতেছে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলছেন—হে কল্যাণি ! বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ তোমার অধর অমৃতের মাধুরী ও সুগন্ধকে পরাজিত করেছে ; তোমার বদন পদ্মগন্ধের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত, তোমার বাক্য কোকিলের ধ্বনির গর্বহরণকারী, তোমার অঙ্গ চন্দন থেকেও সুশীতল, তোমার এই দেহ সর্ব সৌন্দর্যের আধার। হে রাধে ! তোমাকে (তোমার অধরাদি সমস্তকে) আস্বাদন করে আমার এই ইন্দ্রিয়সমূহ বারংবার আনন্দিত হচ্ছে।

শ্রীরূপগোস্বামী পাদোক্তঃ শ্লোকঃ

রূপে কংসহরস্যলুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে
সংহৃষ্টনাসাপুটাম্।
আরজ্যদ্রসনাংকিলাধরপুটেন্যঞ্চমুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি
প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম॥ ৪৬

অন্বয়—**কংসহরস্য রূপে লুব্ধনয়নাং** (কংসারি শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যে লুব্ধনয়না) ; **স্পর্শে অতিহৃষ্যত্ত্বচং** (শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে রোমাঞ্চিত তনু) ; **বাণ্যাং উৎকলিত শ্রুতিং** (শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে উৎকণ্ঠিত কর্ণদ্বয়) ; **পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপটাং** (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে প্রফুল্ল নাসাপুট) ; **অধরপুটে আরজ্যদ্রসনাং** (অধর সুধাপানে অনুরাগযুক্ত রসনা) ; **ন্যঞ্চমুখাম্ভোরুহাং** (লজ্জানম্রমুখপদ্মা) ; **দম্ভোদ্গীর্ণ-মহাধৃতিং** (কপটমহাধৈর্যশালিনী) ; **বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং** (কিন্তু বাহিরে স্পষ্ট বিকারদ্বারা আকুলা) ; [**রাধাং**] (শ্রীরাধাকে) ; [**অহং স্মরামি**] (আমি স্মরণ করি)।

অনুবাদ—কংসারি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্যে যাঁর নয়নযুগল লুব্ধ, শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে যাঁর দেহ রোমাঞ্চিত, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে যাঁর কর্ণদ্বয় উৎকণ্ঠিত, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে যাঁর নাসাপুট প্রফুল্লিত, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধাপানে যাঁর রসনা অনুরাগযুক্ত এবং যিনি কপট-মহাধৈর্যশালিনী কিন্তু বাইরে সুদীপ্ত সাত্ত্বিক বিকারদ্বারা আকুলা, সেই লজ্জানম্র মুখপদ্মা শ্রীরাধাকে আমি স্মরণ করি।

তাতে জানি মোতে আছে কোন একরস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥ ২১৫
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥ ২১৬
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥ ২১৭
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥ ২১৮

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে॥ ২১৯
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥ ২২০
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥ ২২১
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ ২২২
সর্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময়॥ ২২৩
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ॥[ক] ২২৪
পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি॥ ২২৫
নবদ্বীপে শচী-গর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥ ২২৬
এইত করিল ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান।
স্বরূপ গোঁসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান॥ ২২৭
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিনু অর্থ।
শ্রীরূপ গোঁসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্থ॥ ২২৮

তথাহি—স্তবমালায়াং ২য় স্তবে ৩ শ্লোকঃ
অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ৪৭

[অন্বয় ও অনুবাদ চতুর্থ পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫৬)]

গ্রন্থকারস্য

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতম্॥ ৪৮

অন্বয়—মঙ্গলাচরণং (মঙ্গলাচরণ) ; শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্বলক্ষণ) ; অবতারে প্রয়োজনঞ্চ (অবতারের প্রয়োজনও) ; শ্লোকষট্কৈঃ নিরূপিতম্ (ছয়টি শ্লোকে নিরূপিত হইল)।

অনুবাদ—মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব-লক্ষণ এবং অবতারের প্রয়োজন, এ সমস্ত — ছয়টি শ্লোকে নিরূপিত হল।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২২৯

[ক] শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করছেন —তাঁর মধ্যে এমন কোনো একটা অনির্বচনীয় মাধুর্য (রস) আছে, যা শ্রীরাধাকে পর্যন্ত মুগ্ধ করে বশীভূত করে ফেলে, অথচ শ্রীরাধাই কেবল তাঁকে মোহিত করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের নিজের সেই অপূর্ব অনির্বচনীয় রস-মাধুর্য আস্বাদনের জন্য তাঁর নিজেরই লোভ হচ্ছে। শ্রীরাধার সেই সুখাধিক্য দেখে সেই সুখের আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মেছে, আবার শ্রীরাধার অনির্বচনীয় অঙ্গ-মাধুরীর অপূর্ব চমৎকারিত্ব দেখে শ্রীকৃষ্ণের লোভানল আরও বেড়ে যাচ্ছে। এই লোভটিই হল তাঁর শ্রীচৈতন্য অবতারের মুখ্য কারণগুলোর মধ্যেও মুখ্যতম। প্রকট ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অনেক রস বৈচিত্রী আস্বাদন করেছেন সত্য ; কিন্তু তাঁর তিনটি বাসনা পূর্ণ হয়নি। সেই তিন তৃষ্ণা হল — শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কেমন, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য কেমন এবং ওই মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে আনন্দ পান, তা-ই বা কেমন ! শ্রীকৃষ্ণ যখন এই তিন তৃষ্ণা পূরণের সংকল্প করলেন, তখনই যুগাবতারের সময় এসে উপস্থিত হল।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং চৈতন্যাবতার-মূল-প্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥ ১

অন্বয়—অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং ঈশ্বরং (অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্যসম্পন্ন ঈশ্বর) ; নিত্যানন্দং বন্দে (শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি) ; যস্য ইচ্ছয়া (যাঁহার কৃপায়) ; অজ্ঞেন অপি তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে (অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে)।

অনুবাদ—যাঁর কৃপায় অজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিও তাঁর (শ্রীনিত্যানন্দের) তত্ত্ব নির্ণয় করতে পারে, সেই অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্যসম্পন্ন ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা।
পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্ব সীমা॥ ২
সর্ব অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম॥ ৩
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ[ক]—কৃষ্ণ লীলার সহায়॥ ৪
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে—শ্রীনিত্যানন্দ॥ ৫

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ[খ] স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪)]

শ্রীবলরাম গোঁসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ[গ] ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥ ৬
আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সৃষ্টি লীলাকার্য[ঘ] করে ধরি চারি কায়॥ ৭
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষরূপে[ঙ] করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥ ৮
সর্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই রাম শ্রীচৈতন্য সঙ্গে নিত্যানন্দ॥ ৯
সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারি শ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জানে সর্বলোকে॥ ১০

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্চর্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।

[ক]আদ্য কায়ব্যূহ—প্রথম কায়ব্যূহ। যুদ্ধে সেনা সন্নিবেশের নাম ব্যূহ। সৈন্যাধ্যক্ষ পুরুষ যেমন ব্যূহের মধ্যে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ সংকর্ষণাদি কায়ব্যূহের মধ্যে অবস্থান করে লীলা করছেন। লীলানুরোধে ভিন্ন দেহে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত রূপে আত্মপ্রকট করেছেন, তাদের মধ্যে শ্রীবলদেবই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ বলরাম হলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ এবং লীলার সহায় ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বিতীয় দেহ বা আদ্য কায়ব্যূহ।

[খ]অংশের অংশকে যেমন কলা বলে, কলার অংশকেও

[গ]পঞ্চরূপ—সংকর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী এবং শেষ—এই পাঁচরূপ। শ্রীবলরাম স্বয়ংরূপে বা মূল সংকর্ষণরূপে এবং সংকর্ষণাদি পাঁচরূপে মোট ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

[ঘ]সৃষ্টি লীলাকার্য—প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সৃষ্টিরূপ লীলার কার্য। সংকর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই চার স্বরূপে শ্রীবলরাম সৃষ্টি লীলা-কার্য করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা নির্বাহের জন্য তাঁরই ইচ্ছায় শ্রীবলদেব সংকর্ষণরূপে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহের প্রকাশ করেন। আর কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ীরূপে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি করেন।

[ঙ]শেষরূপে—শ্রীবলদেব সংকর্ষণাদি রূপে সৃষ্টি আদি কার্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালনরূপ সেবা করে থাকেন। সংকর্ষণের অবতার কারণার্ণবশায়ী, কারণার্ণবশায়ীর অবতার গর্ভোদশায়ী, গর্ভোদশায়ীর অবতার ক্ষীরোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীর অবতার শেষ বা অনন্ত। তিনি মস্তকে পৃথিবী ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন, ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন প্রভৃতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

রূপং যস্যোদ্ভবতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫)]

প্রকৃতির পার[ক] পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥ ১১
সর্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।[খ]
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥ ১২
তাহার উপরিভাগে—কৃষ্ণলোকখ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥ ১৩
সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥ ১৪
সর্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্যধো[গ] ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম॥ ১৫
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায়॥ ১৬
চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্মচক্ষে[ঘ] দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম[ঙ]॥ ১৭
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥ ১৮

[ক]প্রকৃতির পার—মায়াতীত ; অপ্রাকৃত ; চিন্ময়। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে অপ্রাকৃত ধাম—যার নাম পরব্যোম ; পরব্যোমের অন্য নাম মহা বৈকুণ্ঠ।

[খ]সর্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম—শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মতো ভগবদ্ধামও বিভুত্ব গুণসম্পন্ন এবং অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। এই অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই একই পরব্যোমের মধ্যে অসংখ্য বিভু ধামের সমাবেশ সম্ভব হয়েছে।

[গ]উপর্যধো—উপরি-অধঃ ; উপরে ও নীচে ; সর্বত্র, এমনকি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেও।

[ঘ]চর্মচক্ষে—প্রাকৃত চক্ষুর অর্থাৎ প্রেমহীন প্রাকৃত দৃষ্টির দ্বারা।

[ঙ]প্রপঞ্চের সম—পঞ্চভূতের দ্বারা যে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি হয়, তার নাম প্রপঞ্চ, তার সমান, অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত বস্তুর মতো।

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২৯)

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪

অন্বয়—**কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু** (লক্ষ লক্ষ কল্প বৃক্ষ দ্বারা মণ্ডিত) ; **চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু** (চিন্তামণি নির্মিত গৃহসমূহে) ; **সুরভীঃ অভিপালয়ন্তং** (কামধেনুগণ সর্বতোভাবে প্রতিপালনকারী) ; **লক্ষ্মীসহস্র শতসম্ভ্রম সেব্যমানং** (শত সহস্র গোপসুন্দরী দ্বারা সমাদরে সেব্যমান) ; **তং আদিপুরুষং গোবিন্দং ভজামি** (সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ—লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা মণ্ডিত এবং চিন্তামণি নির্মিত গৃহসমূহে যিনি শত সহস্র গোপসুন্দরী দ্বারা সাদরে সেব্যমান এবং যিনি কামধেনুগণকে সর্বতোভাবে প্রতিপালন করছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা॥ ১৯
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন—অনিরুদ্ধ।
সর্বচতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয়[চ] বিশুদ্ধ॥[ছ] ২০
এই তিন লোকে[জ] কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥ ২১
পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণ রূপে করে বিবিধ বিলাস॥ ২২
স্বরূপ বিগ্রহ[ঝ] কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভুজ॥ ২৩

[চ]তুরীয়—মায়াগন্ধহীন ; মায়াতীত।

[ছ]গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বিলাস করেন আর দ্বারকা মথুরায় বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ মূর্তিতে বিলাস করেন। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের প্রথম ব্যূহ হলেন বাসুদেব, দ্বিতীয় ব্যূহ সংকর্ষণ, তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন এবং চতুর্থ ব্যূহ হলেন অনিরুদ্ধ।

[জ]এই তিনলোকে—গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায়।

[ঝ]স্বরূপ-বিগ্রহ—দ্বিভুজ বিগ্রহ। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ কখনো কখনো চতুর্ভুজ হয়ে থাকেন।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্যময়।
শ্রী ভূ লীলা শক্তি[ক] যাঁর চরণ সেবয়॥ ২৪
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম॥ ২৫
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥ ২৬
ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সভার স্থিতি॥ ২৭
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥ ২৮
সিদ্ধলোক[খ] নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎশক্তি তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার॥ ২৯
সূর্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্বিশেষ।
ভিতরে সূর্যের রথ আদি সবিশেষ॥ ৩০

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩৬)

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥ ৫

অন্বয়—**অরীণাং প্রিয়াণাং চ** (শত্রুগণের এবং প্রিয়গণের) ; **একং ইব প্রাপ্যং** (একই প্রাপ্য) ; **[ইতি]** (ইহা) ; **যৎ উদিতম্** (যে কথিত হয়) ; **তৎ কিরণার্কোপমজুষোঃ** (তাহা কেবল সূর্যকিরণ ও সূর্য এই উপমার বিষয়ীভূত) ; **ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োঃ ঐক্যাৎ** (ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণের ঐক্যবশত)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের শত্রু এবং প্রিয়ভক্তগণের প্রাপ্য একই —এ যে কথিত হয়ে থাকে, তা কেবল সূর্যকিরণ ও সূর্য এই উপমার বিষয়ীভূত ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণের ঐক্যবশতই।

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥ ৩১
নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥ ৩২

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩৮)
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥ ৬

অন্বয়—**তমসঃ পারে** (মায়ার বহির্ভাগে) ; **তু সিদ্ধলোকঃ** (সিদ্ধলোক) ; **যত্র সিদ্ধাঃ** (যে সিদ্ধলোকে ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ লোকগণ) ; **চ হরিণা হতাঃ দৈত্যাঃ** (এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত দৈত্যগণ) ; **ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ** (ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন) ; **[সন্তঃ]** (হইয়া) ; **হি বসন্তি** (নিশ্চিতই বাস করেন)।

অনুবাদ—মায়ার বহির্ভাগে সিদ্ধলোক অবস্থিত ; যে সিদ্ধলোকে ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হয়ে বাস করেন।

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে।
দ্বারকা চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয় প্রকাশে॥ ৩৩
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের এই তুরীয় বিশুদ্ধ॥ ৩৪
তাঁহা[ক] যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ[খ]।
চিচ্ছক্তিআশ্রয় তিঁহো[গ] কারণের কারণ[ঘ]॥ ৩৫

[ক]শ্রী-ভূ-লীলা—শক্তিশ্রীনারায়ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এবং মহাঐশ্বর্যশালী। শ্রীভগবানের মুখ্য ষোড়শ শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধানা শক্তির নাম শ্রীশক্তি, ভূশক্তি ও লীলাশক্তি। সৌন্দর্য ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম শ্রীশক্তি, জগতের উৎপত্তি-স্থিতির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম ভূশক্তি এবং শ্রীনারায়ণের লীলা-বিধায়িনী শক্তিকেই লীলাশক্তি বলা হয়েছে।

[খ]সিদ্ধলোক—বৈকুণ্ঠের বাইরে সিদ্ধলোক নামে একটি জ্যোতির্ময় নির্বিশেষ ধাম আছে, সাযুজ্য (নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে লয়প্রাপ্তি) মুক্তিকামী সেই ধামেই সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন। জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোকের একদিকের সীমা হল বৈকুণ্ঠ, অন্যদিকের বা বাইরের সীমা হল কারণার্ণব বা বিরজা। আবার বৈকুণ্ঠও চিন্ময়, সিদ্ধলোকও চিন্ময়, তবে বৈকুণ্ঠে চিচ্ছক্তির পরিণতি আছে, সিদ্ধলোকে তা নেই।

[ক]তাঁহা—সেই পরব্যোম চতুর্ব্যূহ মধ্যে।

[খ]মহাসংকর্ষণ—দ্বিতীয় ব্যূহ সংকর্ষণকেই এখানে মহাসংকর্ষণ বলা হয়েছে।

[গ]তিঁহো—সেই সংকর্ষণ।

[ঘ]কারণের কারণ — পুরুষাদি অবতারের কারণ বা মূল শ্রীসংকর্ষণ।

চিচ্ছক্তি বিলাস এক শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥ ৩৬
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য তাঁহা—সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয়॥ ৩৭
'জীব' নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সর্ব জীবের আশ্রয়॥ ৩৮
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের[ক] সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়[খ]॥ ৩৯
সর্বাশ্রয় সর্বোদ্ভূত ঐশ্বর্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার॥ ৪০
তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তিহোঁ যার অংশ সেই নিত্যানন্দ রাম॥ ৪১
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥ ৪২

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ

মায়াভর্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং
শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ৭

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের নবম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫)]

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥ ৪৩
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি॥ ৪৪
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥ ৪৫
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিত পাবন॥ ৪৬
সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন॥ ৪৭
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহো জগৎকারণ।
আদ্য অবতার[গ] করে মায়ার ঈক্ষণ[ঘ]॥ ৪৮
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥ ৪৯
সেইত মায়ার দুইবিধ[ঙ] অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি॥ ৫০
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥ ৫১
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নি শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ[চ]॥ ৫২
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ কারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজা-গলস্তন[ছ]॥ ৫৩
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহো নহে যাতে কর্তা হেতু নারায়ণ॥ ৫৪

[ক]সেই পুরুষের—সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষের।

[খ]সমাশ্রয়—সম্যক্‌রূপে আশ্রয় ; সংকর্ষণই কারণার্ণবশায়ীর সমাশ্রয়।

[গ]আদ্য অবতার—প্রথম অবতার অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী।

[ঘ]মায়ার ঈক্ষণ—প্রকৃতির আর এক নাম মায়া ; অর্থাৎ মায়ার প্রতি দৃষ্টি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ —এই তিন গুণের সাম্যাবস্থায় স্থিত যে প্রকৃতি, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কারণার্ণবশায়ী অবতার প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট করে তাকে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উপযোগী করে তোলেন। মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির তিনটি গুণ আবার সাম্যাবস্থা লাভ করে।

[ঙ]দুইবিধ—দুই রূপ—নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। মায়ার যে অংশ জগতের উপাদান-কারণ, তার নাম প্রধান বা গুণমায়া। আর যে অংশ জগতের নিমিত্ত-কারণ, তার নাম প্রকৃতি বা জীবমায়া। কিন্তু মায়া জগতের উপাদান কারণ হতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতি বা মায়া জড়, অচেতন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কৃপাদৃষ্টির দ্বারা প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করে তাকে জগতের উপাদান রূপে পরিণত করেন।

[চ]জারণ—দহন।

[ছ]অজা-গলস্তন—ছাগীর গলদেশে স্তনের মতো মাংসপিণ্ড দেখা যায় ; কিন্তু তাতে দুধ জন্মে না বলে তাকে বাস্তবিক স্তন বলা যায় না। তেমনই প্রকৃতিও জগতের বাস্তব-কারণ নয়। জীবমায়াও জগতের নিমিত্ত-কারণ হতে পারে না ; কারণ, মায়া জড়বস্তু, তার প্রধান অংশ বা গুণমায়াও জড় এবং প্রকৃতিঅংশ বা জীবমায়াও জড়। কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের নিমিত্ত কারণ বা কর্তা।

ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার॥ ৫৫
কৃষ্ণঃকর্তা মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায়॥ ৫৬
দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য[ক] তাতে করেন আধান॥ ৫৭
এক অঙ্গাভাসে[খ] করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥ ৫৮
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ[গ]।
ততরূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ॥ ৫৯
পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥ ৬০
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে॥ ৬১
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু[ঘ] চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥ ৬২

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮) শ্লোকঃ

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৮

অন্বয়—**অথ লোমবিলজাঃ** (মহাবিষ্ণুর লোমকূপ হইতে আবির্ভূত) ; **জগদণ্ডনাথাঃ** (ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ব্রহ্মাগণ) ; **যস্য একনিশ্বসিত কালং অবলম্ব্য** (যাঁহার—যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস পরিমিত কাল ব্যাপিয়া) ; **ইহ জীবন্তি** (এই জগতে জীবন ধারণ করেন) ; **সঃ মহান্ বিষ্ণুঃ** (সেই মহাবিষ্ণু) ; **যস্য কলাবিশেষঃ** (যাঁহার—যে গোবিন্দের কলা বিশেষ) ; **তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি** (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি)।

অনুবাদ —যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস পরিমিত কাল মাত্র অবলম্বন করে তাঁর লোমকূপ থেকে আবির্ভূত ব্রহ্মাণ্ড অধিপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই জগতে অবস্থান করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁর কলা-বিশেষ, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১১)

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরমাণুচর্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥ ৯

অন্বয়—**তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ সংবেষ্টিতাণ্ড ঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ অহং ক্ব** (প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা বেষ্টিত যে অণ্ডঘট — তাতে সাড়ে তিন হাত শরীর বিশিষ্ট আমিই বা কোথায় ?) ; **চ** (আর) ; **ঈদৃগ্বিধা-গণিতাণ্ডপরাণুচর্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য** (অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণের জন্য বায়ু চলাচলের গবাক্ষের ন্যায় যাঁহার লোমকূপ বিশিষ্ট) ; **তে মহিত্বং ক্ব** (সেই তোমার মহিমাই বা কোথায় ?)।

অনুবাদ—প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী—এই সব দ্বারা পরিবেষ্টিত অণ্ডঘটে সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহবিশিষ্ট আমি কোথায় ? আর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষের মতো লোমকূপ-বিশিষ্ট তোমার মহিমাই বা কোথায় ?

অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্তি[ঙ] শ্রীবলরাম॥ ৬৩
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।

[ক]জীবরূপ বীর্য— ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব দেখা যায়, তার সমস্তের মূলই সূক্ষ্ম জীব বলে সূক্ষ্ম জীবকে বীর্য বা বীজ বলা হয়েছে।

[খ]অঙ্গাভাসে—অংশাভাসে ; জীব তটস্থা শক্তির অংশ, তাই জীবকে পুরুষের অঙ্গ বা অংশ বলা হয়েছে।

[গ]অণ্ড সন্নিবেশ—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড।

[ঘ]ত্রসরেণু —জানালা দিয়ে প্রবেশকারী সূর্যরশ্মিতে ভাসমান অসংখ্য ত্রসরেণু পরিলক্ষিত হয়। ছয়টি পরমাণুতে একটি ত্রসরেণু হয়।

[ঙ]প্রতিমূর্তি—বিলাসমূর্তি।

তাঁর অংশ[ক] পুরুষ হয় কলায়ে গণন॥ ৬৪
যাহাকে ত কলা কহি তিহোঁ মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্বজিষ্ণু[খ]॥ ৬৫
গর্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ—বিষ্ণু বিশ্বধাম॥ ৬৬

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে
নবমাঙ্কৃত (২।৯) সাত্বততন্ত্র-বচনম্

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥ ১০

অন্বয়—বিষ্ণোঃ তু পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণি বিদুঃ (মহাবিষ্ণুর পুরুষ নামক তিনটি রূপ জানিবে) ; অথঃ একম্ তু মহতঃ স্রষ্টৃ (তাঁহাদের মধ্যে একরূপ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা) ; দ্বিতীয়ং তু অণ্ডসংস্থিতং (দ্বিতীয় রূপ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী) ; তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং (তৃতীয়রূপ ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী) ; তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে (সেই সমস্ত রূপকে জানিয়া মুক্ত হওয়া যায়)।

অনুবাদ—মহাবিষ্ণুর পুরুষ নামক তিনটি রূপ আছে ; তাঁর মধ্যে প্রথমরূপ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা, দ্বিতীয় রূপ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী এবং তৃতীয়রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী। এই তিনটি রূপকে জানতে পারলে সংসার-মুক্ত হওয়া যায়।

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্য-কূর্মাদ্যবতারের তেহোঁ অবতারী॥ ৬৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১১

[অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩০)]

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্তা॥ ৬৮
সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেইত অংশের কহি অবতার নাম॥ ৬৯

[ক]তাঁর অংশ পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ।

[খ]সর্বজিষ্ণু—সর্বকর্তা।

আদ্য অবতার[গ] মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব অবতার বীজ সর্বাশ্রয়ধাম॥ ৭০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৪১)

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥ ১২

অন্বয়—পরস্য ভূম্নঃ (স্বরূপে এবং শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ) ; আদ্যঃ অবতারঃ পুরুষঃ (আদি বা প্রথম অবতার কারণার্ণবশায়ী পুরুষ) ; কালঃ স্বভাবঃ সদসৎ মনঃ দ্রব্যং বিকার গুণঃ ইন্দ্রিয়াণি (কাল, স্বভাব, কার্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহংকার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়সমূহ) ; বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ডরূপ সমষ্টি শরীর) ; স্বরাট্ (সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ) ; স্থাস্নু চরিষ্ণু (স্থাবর-জঙ্গম) ; [বিভূতয়ঃ] (বিভূতি)।

অনুবাদ—স্বরূপে ও শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের প্রথম অবতার হলেন কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। কাল, স্বভাব, কার্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, অহংকার, সত্ত্বাদিগুণ, ইন্দ্রিয়গণ, ব্রহ্মাণ্ডরূপ সমষ্টিশরীর, সমষ্টি জীবরূপ হিরণ্যগর্ভ, স্থাবর ও জঙ্গমাদি হল সেই ভগবানের বিভূতি।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।১)

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ ১৩

অন্বয়—ভগবান্ আদৌ লোকসিসৃক্ষয়া (ভগবান সৃষ্টির আরম্ভে লোকসৃষ্টির অভিপ্রায়ে) ; মহদাদিভিঃ সম্ভূতং (মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা সুনিষ্পন্ন) ; ষোড়শকলং (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শ অংশবিশিষ্ট) ; পৌরুষং রূপং জগৃহে (পুরুষাখ্য রূপ অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপ প্রকট করিলেন)।

অনুবাদ—সৃষ্টির আরম্ভে ভগবান লোকসৃষ্টির অভিপ্রায়ে মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা সুনিষ্পন্ন এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত —এই ষোলো অংশবিশিষ্ট কারণার্ণবশায়ী পুরুষকে প্রকট করলেন।

[গ]আদ্য অবতার—মহাবিষ্ণুই আদ্য বা প্রথম অবতার।

যদ্যপি সর্বাশ্রয় তিহোঁ[ক] তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তাঁর জগৎ আধার॥ ৭১
প্রকৃতি সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ[খ]।
তথাপি প্রকৃতি সহ নহে স্পর্শ-গন্ধ॥ ৭২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১।৩৮)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ১৪

[অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৯)]

এই মত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয়॥ ৭৩
আমি ত জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে॥ ৭৪
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য এই জানিহ আমার।
এইত গীতার অর্থ কৈল পরচার॥ ৭৫
সেইত পুরুষ যার 'অংশ' ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম॥ ৭৬
এই ত নবম শ্লোকের অর্থ-বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥ ৭৭

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামী কড়চায়াম্—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১৫

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের দশম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫)]

সেই ত পুরুষ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্তি হৈয়া॥[গ] ৭৮
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥ ৭৯

[ক]তেঁহো—মহাবিষ্ণু।

[খ]উভয় সম্বন্ধ—আধার ও আধেয়, আশ্রয় ও আশ্রিত—এই রকম উভয় সম্বন্ধ।

[গ]কারণার্ণবশয়ী পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্তিতে প্রবেশ করলেন।

নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥ ৮০
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি যোজন।
আয়াম[ঘ] বিস্তার হয়ে দুই এক সম॥ ৮১
জলে ভরি অর্ধ তাহা কৈল নিজ বাস।
আর অর্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ॥ ৮২
তাহাঞি প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
শেষ শয়ন জলে করিল বিশ্রাম॥ ৮৩
অনন্ত-শয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন॥[ঙ] ৮৪
সহস্র নয়ন হস্ত সহস্র চরণ।
সর্ব অবতার বীজ জগৎ কারণ॥ ৮৫
তাঁর নাভিপদ্ম[চ] হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম॥ ৮৬
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেহোঁ ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥ ৮৭
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া গুণে॥ ৮৮
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার॥ ৮৯
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী[ছ] জগৎ কারণ।
যাঁর অংশ করি করে বিরাট কল্পন[জ]॥ ৯০

[ঘ]আয়াম—দৈর্ঘ্য।

[ঙ]ব্রহ্মাণ্ড গর্ভস্থ জলের উপরে ভাসমান অনন্ত দেবের দেহরূপ শয্যায় শয়ন করে থাকেন বলে ব্রহ্মাণ্ড গর্ভস্থ পুরুষকে গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলে। এই গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম থেকে ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জন্ম হল।

[চ]জন্মসদ্ম—জন্মস্থান।

[ছ]হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী—ব্রহ্মার অন্তর্যামী।

[জ]বিরাট কল্পন — বিরাটরূপের কল্পনা। কল্পিত বিরাটমূর্তির পদযুগল ভূর্লোক, নাভি ভুবর্লোক, হৃদয় স্বর্গলোক, বক্ষঃ মহর্লোক, গ্রীবা জনলোক, ওষ্ঠদ্বয় তপোলোক, মস্তক সত্যলোক, কটী অতল, উরুদ্বয় বিতল, জানুদ্বয় সুতল, জঙ্ঘাদ্বয় তলাতল, গুল্ফদ্বয় মহাতল, চরণযুগলের অগ্রভাগ রসাতল এবং পদতল পাতাল।

হেন নারায়ণ যাঁর অংশেরও অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব অবতংস॥ ৯১
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥ ৯২

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১৬

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬)।]

নারায়ণের নাভিনাল মধ্যে ত ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র[ক] যে গণি॥ ৯৩
তাঁহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজধাম॥ ৯৪
সকল জীবের তেহোঁ হয়ে অন্তর্যামী।
জগত পালক তেহোঁ জগতের স্বামী॥ ৯৫
যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম সংস্থাপন করে অধর্ম সংহার॥ ৯৬
দেবগণ নাহি পায় যাঁহার দর্শন।
ক্ষীরোদক-তীরে যাই করেন স্তবন॥ ৯৭
তবে অবতরি করে জগৎ পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন॥ ৯৮
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব-অবতংস॥ ৯৯
সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি॥ ১০০
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল॥ ১০১
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ আকার॥ ১০২
সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥[খ] ১০৩
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গান—অন্ত নাহি পান॥ ১০৪
সনকাদি[গ] ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে॥ ১০৫
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥ ১০৬
এত মূর্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা শেষ নাম ধরে[ঘ]॥ ১০৭
সেইত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা॥ ১০৮
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ সীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা॥ ১০৯
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সেহোত সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী॥ ১১০
অবতার-অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্বে যৈছে কৃষ্ণে কেহো কাহো করি মানে॥ ১১১
কেহো কহে—কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর নারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥ ১১২
কেহো কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সভার॥ ১১৩
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্বাংশ আশ্রয়।
সর্ব অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥ ১১৪

[ক]সপ্ত সমুদ্র—গর্ভোদশায়ী নাভি পদ্ম থেকে উৎপন্ন যে চোদ্দ ভুবন আছে, তার মধ্যে একটি ভুবনের নাম ভূর্লোক বা ধরণী, তাতে সাতটি সমুদ্র আছে—

লবণসমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, দধি-সমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র এবং জলসমুদ্র। দধিসমুদ্রের অপর নামই ক্ষীরসমুদ্র বা ক্ষীরাব্ধি। এই ক্ষীরাব্ধির মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামে যে দ্বীপ আছে, সেই শ্বেতদ্বীপই ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা বিষ্ণুর ধাম।

[খ]অনন্তদেব হলেন শ্রীনিত্যানন্দের কলা ; তিনি ভক্ত অবতার। ভগবানের সেবাই তাঁর কার্য।

[গ]সনকাদি—সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চতুঃসন।

[ঘ]শেষ নাম ধরে—কৃষ্ণের শেষতা বা ছত্রপাদুকাদি সেবা উপযোগী দ্রব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য সেবার সৌভাগ্য পাওয়াতেই অনন্তদেবের নাম শেষ হয়েছে।

যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে॥ ১১৫
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি।
সর্ব-অবতার লীলা করি সবারে দেখাই॥ ১১৬
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ।
সেইভাবে কহে মুঞি চৈতন্যের দাস॥ ১১৭
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্যলীলা।
পূর্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥ ১১৮
বৃষ হঞা কৃষ্ণ-সনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সংবাহন॥ ১১৯
আপনাকে ভৃত্য করি 'কৃষ্ণ প্রভু' জানে।
'কৃষ্ণের কলার কলা' আপনাকে মানে॥[ক] ১২০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১১।৪০)

বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা॥ ১৭

অন্বয় — বৃষায়মাণৌ (বৃষবৎ আচরণকারী) ; নর্দন্তৌ (বৃষবৎ শব্দকারী) ; [রামকৃষ্ণৌ] (রামকৃষ্ণ) ; পরস্পরং যুযুধাতে (পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন) ; রুতৈঃ (শব্দদ্বারা) ; জন্তূন্ অনুকৃত্য (হংস-ময়ূরাদি জন্তুগণকে অনুকরণ করিয়া) ; প্রাকৃতৌ যথা চেরতুঃ (প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—কৃষ্ণ ও বলরাম বৃষের ন্যায় আচরণ ও শব্দ করতে করতে পরস্পর যুদ্ধ করেছিলেন। হংস-ময়ূরাদি প্রাণীর শব্দের অনুকরণ করে প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করতেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।১৪)

ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ॥ ১৮

অন্বয়—ক্বচিৎ স্বয়ং ক্রীড়া পরিশ্রান্তং (কখনো শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত) ; গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং আর্যং (কোনো গোপের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়নকারী অগ্রজ শ্রীবলদেবকে) ; পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পাদসম্বাহনাদি দ্বারা) ; বিশ্রাময়তি (বিশ্রাম করাইয়া থাকেন)।

অনুবাদ—শ্রীবলদেব কখনো খেলা করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে কোনো গোপ বালকের কোলে মাথা রেখে শয়ন করলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাদসেবাদি দ্বারা অগ্রজকে বিশ্রাম করাতেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।৩৭)

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥ ১৯

অন্বয় —ইয়ং (এই) ; [মায়া] (মায়া) ; কা (কে ?) ; কুতঃ বা আয়াতা (কোথা হইতেই বা আসিল ?) ; [কিং] (ইহা কি) ; দৈবী নারী বা উত আসুরী (দৈবী, মানুষী অথবা আসুরী মায়া) ; প্রায়ঃ মে ভর্তুঃ মায়া অস্তু (সম্ভবত আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া হইবে) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; অন্যা মে অপি বিমোহিনী (অন্য মায়া আমারও মোহ উৎপাদন) ; ন [ভবেৎ] (করিতে পারিত না)।

অনুবাদ—শ্রীবলদেব বললেন : এ কোন মায়া ? কোথা থেকেই বা এল ? এ কী দৈবী, মানুষী না আসুরী মায়া ? সম্ভবত এ আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া, কারণ অন্য মায়া তো আমারও মোহ উৎপাদন করতে পারত না।

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৮।৩৭)

যস্যাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥ ২০

অন্বয়— যস্য কলায়াঃ কলা (যে শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ) ; ব্রহ্মা ভবঃ অহম অপি শ্রীঃ চ (ব্রহ্মা, শিব, আমিও এবং লক্ষ্মী) ; অখিললোকপালৈঃ (সমস্ত লোকপালগণ কর্তৃক) ; মৌল্যুত্তমৈঃ ধৃতং (অলংকৃত মস্তকে ধারণ করেন) ; উপাসিত তীর্থ তীর্থং (সর্বজন সেবিত তীর্থাদিরও তীর্থত্ব প্রতিপাদক) ; যস্য আমার

[ক]শ্রীনিত্যানন্দ গুরু, সখা ও ভৃত্য—এই ভাবে লীলা করেন। ব্রজলীলায় শ্রীবলদেবরূপেও তিনি তিন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ লীলা করেছেন। কখনো বা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামের পাদসেবা করতেন, আবার কখনো বা শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবাদি করতেন।

অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ (যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-রজঃ) ; চিরং উদ্বহেম (চিরকাল মস্তকে বহন করি) ; অস্য নৃপাসনং ক্ব (সেই শ্রীকৃষ্ণের নৃপাসন কোথায় ?)।

অনুবাদ—শ্রীবলদেব বলছেন : শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মরজঃ ব্রহ্মাদি সমস্ত লোকপালগণ নিজেদের অলংকৃত মস্তকে ধারণ করেন—যা সর্বজন সেবিত তীর্থাদিরও তীর্থ প্রতিপাদক ; তাঁর অশাংশ ব্রহ্মা, শিব এবং আমিও আর লক্ষ্মীও যে শ্রীকৃষ্ণের এমন চরণরেণু মস্তকে ধারণ করে থাকেন—সেই শ্রীকৃষ্ণের আবার রাজাসনের কী প্রয়োজন ?

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥ ১২১
এই মত চৈতন্য গোঁসাঞি একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর॥ ১২২
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত-আচার্য।
শ্রীবাসাদি আর যত লঘু-সম-আর্য॥ ১২৩
সভে পারিষদ সভে লীলার সহায়।
সভা লঞা নিজ কার্য সাধে গৌররায়॥ ১২৪
অদ্বৈত-আচার্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ॥ ১২৫
অদ্বৈত-আচার্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি মানে—তেঁহো ত কিঙ্কর॥ ১২৬
আচার্য গোঁসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি যেঁহো তারিল ভুবন॥ ১২৭
নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করেন রামের সেবন॥ ১২৮
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ॥ ১২৯
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই॥ ১৩০
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা-সুখ আস্বাদন॥ ১৩১
রাম-লক্ষ্মণ কৃষ্ণ-রামের অংশ বিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ॥ ১৩২
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশীরূপে শাস্ত্র করয়ে ব্যাখ্যান॥ ১৩৩

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৯)

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠ-
ন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ২১

অন্বয়—যঃ পরমঃ পুমান্ কৃষ্ণঃ (যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ) ; কলানিয়মেন রামাদিমূর্তিষু তিষ্ঠন্ (শক্তিসমূহের নিয়মদ্বারা রামাদিমূর্তিতে অবস্থিত থাকিয়া) ; নানাবতারং অকরোৎ (নানাবিধ অবতার করিয়াছেন) ; কিন্তু [যঃ] (কিন্তু যিনি) ; স্বয়ং অপি সমভবৎ (নিজেও অবতীর্ণ হইয়াছেন) ; তৎ আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি)।

অনুবাদ—যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শক্তিসমূহের নিয়ম দ্বারা রামাদি মূর্তিতে অবস্থিত থেকে নানাবিধ অবতার করেছেন এবং তিনি নিজেও অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥ ১৩৪
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণ স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার॥ ১৩৫
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে চঢ়াইল[ক] উর্ধ্বসীমা॥ ১৩৬
বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে[খ]।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে॥ ১৩৭
উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু ! মোর ক্ষম অপরাধ॥ ১৩৮
অবধূত গোঁসাঞির[গ] এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম॥ ১৩৯

[ক]চঢ়াইল—উঠাইল।

[খ]অযোগ্য কহিতে—যা বলা উচিত নয়।

[গ]অবধূত গোসাঞির—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর।

আমার আলয়ে অহোরাত্র সংকীর্তন।
তাহাতে আইলা তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥ ১৪০
মহা প্রেমময় তেঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিল চরণে॥ ১৪১
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চঢ়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে॥ ১৪২
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার॥ ১৪৩
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য[ক] তাঁর আর অঙ্গে কম্প॥ ১৪৪
'নিত্যানন্দ' বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার॥ ১৪৫
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য।
শ্রীমূর্তি নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য॥ ১৪৬
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বোলে রামদাস॥ ১৪৭
এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রী রোমহর্ষণ।
বলদেবে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম॥[খ] ১৪৮
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য করে বিপ্র না করিল রোষ॥ ১৪৯
উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ[গ]॥ ১৫০
চৈতন্য গোঁসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস[ঘ]॥ ১৫১
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে॥ ১৫২
দুই ভাই এক তনু সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্বনাশ॥ ১৫৩
একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্ধ-কুক্কুটী[ঙ] ন্যায় তোমার প্রমাণ॥ ১৫৪
কিম্বা দুই না মানিয়া হওত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এই মত ভণ্ড॥ ১৫৫
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্বনাশ॥ ১৫৬
এই ত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব॥ ১৫৭
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন॥ ১৫৮
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥ ১৫৯
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ-পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥ ১৬০
উঠ উঠ বলি মোরে বোলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥ ১৬১
শ্যাম-চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর॥ ১৬২
সুবলিত হস্ত পদ কমল নয়ান।
পট্ট-বস্ত্র শিরে পট্ট-বস্ত্র পরিধান॥ ১৬৩
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা॥ ১৬৪
চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্ত গজ জিনি মদমন্থর পয়াণ॥ ১৬৫
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্ত তাম্বুল-চর্বণ॥ ১৬৬
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বসিয়া গম্ভীর বোল বোলে॥ ১৬৭
রাঙ্গা-যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত-সিংহ।
চারিপাশে বেঢ়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ॥ ১৬৮

[ক]জাড্য—জড়তা ; স্তম্ভ।

[খ]তীর্থ ভ্রমণকালে নৈমিষ্যারণ্যে শ্রীবলদেবকে দেখে এক রোমহর্ষণ-সূত উঠে দাঁড়িয়ে, প্রণামাদিসহ অভ্যর্থনা জানাননি, ঠিক তেমনি গুণার্ণব মিশ্রও শ্রীবলদেবকে সম্ভাষণাদি করছে না।

[গ]বাদ—বাদানুবাদ, তর্ক।

[ঘ]বিশ্বাস-আভাস—কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান বলে মানতেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দকে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মানতেন না। এজন্য মীনকেতন রামদাসের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ হয়েছিল। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি ছিল তার বিশ্বাসের আভাস মাত্র, যা আদৌ বিশ্বাস নয়।

[ঙ]অর্ধকুক্কুটী ন্যায়—অর্ধেক মুরগির মতো।

পারিষদগণে দেখি সব গোপ বেশ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম-আবেশ।। ১৬৯
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহো, কেহো নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বুল চামর ঢুলায়।। ১৭০
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব।। ১৭১
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী।। ১৭২
'অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস ! না কর ত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব লভ্য হয়।।' ১৭৩
এত বলি প্রেরিলা[ক] মোরে হাতসানি দিয়া।
অন্তর্ধান কৈলা প্রভু নিজগণ লঞা।। ১৭৪
মূর্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে।। ১৭৫
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার।। ১৭৬
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন।। ১৭৭
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম।। ১৭৮
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়।। ১৭৯
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়।। ১৮০
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত[খ]।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তি-রসপ্রান্ত।।[গ] ১৮১
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হইতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।। ১৮২
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট[ঘ] হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।। ১৮৩
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয়ে যেই তার পাপ হয়।। ১৮৪
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে।। ১৮৫
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার।। ১৮৬
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার।। ১৮৭
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ।। ১৮৮
শ্রীমদনগোপাল[ঙ] শ্রীগোবিন্দ[চ] দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন।। ১৮৯
বৃন্দাবন-পুরন্দর মদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার।। ১৯০
শ্রীরাধা-ললিতা সঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথ রূপে[ছ] যাঁহার প্রকাশ।। ১৯১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২)

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।। ২২

অন্বয়—স্ময়মানমুখাম্বুজঃ (সহাস্য মুখ-পঙ্কজ-যুক্ত) ; পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী (পীতবসনধারী বনমালাধারী) ; সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ (সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ রূপ) ; শৌরিঃ (শূরবংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণ) ; তাসাং

(ক)প্রেরিলা—বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন।

(খ)ভক্তির সিদ্ধান্ত— শ্রীল সনাতন গোস্বামী রচিত শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, বৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ভক্তি সিদ্ধান্ত সমূহ।

(গ)ভক্তিরস প্রান্ত—শ্রীল রূপগোস্বামী রচিত ভক্তি রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত ভক্তি রসের সীমার বিবরণ।

(ঘ)পুরীষের কীট—বিষ্ঠার কৃমি থেকেও অধম।

(ঙ)শ্রীমদনগোপাল —শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ।

(চ)শ্রীগোবিন্দ —শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ।

(ছ)মন্মথ-মন্মথ রূপে—সর্বলীলা মুকুটমণি শ্রীরাসলীলাতেই মাদনাখ্য মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি চরম বিকশিত হয়েছে, তাতে শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনত্বেরও চরম অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের এই রাসবিলাসী স্বরূপকেই শ্রীমদ্ভাগবতে সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ রূপ বলা হয়েছে।

আবিরভূৎ (সেই গোপীগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন)।

অনুবাদ— সহাস্য মুখপঙ্কজযুক্ত, পীতবসনধর এবং বনমালা শোভিত সাক্ষাৎ মদনমোহন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীগণের মধ্যে আবির্ভূত হলেন।

স্বমাধুর্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পার্শ্বে রাধা ললিতা করেন সেবন॥ ১৯২
নিত্যানন্দদয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
শ্রীরাধামদনমোহনে 'প্রভু' করি দিল॥ ১৯৩
মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দদরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন॥ ১৯৪
বৃন্দাবনে যোগপীঠ[ক]কল্পতরু-বনে।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে॥ ১৯৫
শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য প্রকাশি করেন জগৎ মোহন॥ ১৯৬
বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে॥ ১৯৭
যাঁর ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন[খ]।
অষ্টাদশাক্ষর[গ] মন্ত্রে করে উপাসন॥ ১৯৮
চৌদ্দ-ভুবনে যাঁর সভে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর লীলা গুণ-গান॥ ১৯৯
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপ গোঁসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন॥ ২০০

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাম পূর্ববিভাগে (২।১১১)

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥ ২৩

[ক]যোগপীঠ —সপরিকর শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনস্থান বিশেষ।

[খ]পদ্মাসন—ব্রহ্মা।

[গ]অষ্টদশাক্ষর মন্ত্র —গোপীজন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাবাত্মক উপাসনার মন্ত্রবিশেষ।

অন্বয়—হে সখে (হে সখা !) ; **বন্ধুসঙ্গে যদি তব রঙ্গঃ অস্তি** (বন্ধুগণের সহবাসে যদি তোমার অভিলাষ থাকে) ; **ইতঃ স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং** (এই স্থান হইতে যাইয়া ঈষৎ হাস্যযুক্ত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীবিশিষ্ট) ; **সাচিবিস্তীর্ণ দৃষ্টিং** (বিশাল নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি) ; **বংশীন্যস্তাধরকিশলয়াং** (রক্তিম অধরে স্থাপিত বংশী) ; **চন্দ্রকেণ উজ্জ্বলাং** (ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা পরিশোভিত) ; **কেশীতীর্থোপকণ্ঠে** (কেশী ঘাটের নিকটে বিরাজিত) ; **গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুং মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ** (গোবিন্দনামক শ্রীহরির মূর্তিকে দর্শন করিও না)।

অনুবাদ —হে সখা ! বন্ধুগণের সহবাসে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তুমি এখান থেকে গিয়ে—যাঁর রক্তিম অধরে বংশী এবং বিশাল নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি শোভা পাচ্ছে, সেই ঈষৎ হাস্যযুক্ত, ত্রিভঙ্গবিশিষ্ট এবং ময়ূরপুচ্ছ শোভিত, কেশীঘাটের কাছে বিরাজিত গোবিন্দনামক শ্রীহরিকে দর্শন করো না।

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-সুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরি প্রতিমাদি জ্ঞান॥ ২০১
সেই অপরাধে[ঘ] তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর॥ ২০২
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণ কৃপা কে পারে বর্ণিতে॥ ২০৩
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ পরম মঙ্গল॥ ২০৪
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥ ২০৫
সে বৈষ্ণবের পদরেণু তার পদছায়া।
মো-অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া॥ ২০৬
'তাঁহা সর্ব লভ্য হয়' প্রভুর বচন।
সে-ই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ॥ ২০৭
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়।
সেইসব লভ্য এই প্রভুর অভিপ্রায়॥ ২০৮

[ঘ]সেই অপরাধে—প্রতিমা-মাত্র মনে করার অপরাধে।

আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া॥ ২০৯
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
সহস্র-বদনে শেষ নাহি পায় যাঁর॥ ২১০[ক]
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২১১

[ক]স্বয়ং অনন্তদেব সহস্র বদনে যে নিত্যানন্দের তার কী বর্ণনা করব ?
গুণ-মহিমা বর্ণনা করেও অন্ত পান না, আমি (গ্রন্থকার)

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ॥ ১

অন্বয়—অদ্ভুতচেষ্টিতং (অদ্ভুতকর্মা) ; তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্যং বন্দে (সেই শ্রীমদদ্বৈতাচার্যকে আমি বন্দনা করি) ; যস্য প্রসাদাৎ (যাঁহার অনুগ্রহে) ; অজ্ঞঃ অপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ (শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খও তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করে)।

অনুবাদ—যাঁর অনুগ্রহে শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খও তাঁর তত্ত্ব নির্ণয় করতে পারে, সেই অদ্ভুতকর্মা শ্রীমদদ্বৈতাচার্যকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয়॥ ১
পঞ্চ শ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্যের মহত্ত্ব॥ ২

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকদ্বয়ম্

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বাদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬)]

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে॥ ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭)]

অদ্বৈত-আচার্য-গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥ ৩
মহাবিষ্ণু[ক] সৃষ্টি করেন জগদাদি-কার্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত-আচার্য॥ ৪
যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়॥ ৫
ইচ্ছায় অনন্তমূর্তি করেন প্রকাশে।
এক এক মূর্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে॥ ৬
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ॥ ৭
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধানে[খ]।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্মাণে॥ ৮
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল যাঁর নাম॥ ৯
কোটি[গ]-অংশ কোটি-শক্তি কোটি-অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার॥ ১০
মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান।
মায়া নিমিত্ত-হেতু[ঘ] উপাদান প্রধান[ঙ]॥ ১১
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্তি করিয়া।
বিশ্ব-সৃষ্টি করে নিমিত্ত-উপাদান লঞা॥ ১২
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে উপাদান হয় নারায়ণ॥[চ] ১৩
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন॥ ১৪
যদ্যপি সাংখ্য মানে প্রধান কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ সৃজন॥ ১৫
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত নির্মাণে॥ ১৬

[ক]মহাবিষ্ণু—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ।

[খ]লইয়া প্রধানে—প্রধান বা প্রকৃতিকে নিয়ে।

[গ]কোটি—অসংখ্য।

[ঘ]মায়া নিমিত্ত হেতু—এখানে মায়া হল জীবমায়া।

[ঙ]উপাদান প্রধান—মায়ার উপাদান অংশের নাম প্রধান। শ্রীঅদ্বৈত হলেন জগতের উপাদান কারণ।

[চ]কারণার্ণবশায়ী পুরুষ নিজেই বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ হন, কারণ দৃষ্টিদ্বারা তিনি প্রকৃতিকে সংক্ষুব্ধ করে সৃষ্টিকার্যের প্রবর্তন করেন। আর শ্রীঅদ্বৈতরূপে তিনিই বিশ্বের উপাদানকারণ হন। মহাবিষ্ণুর যে অংশ বিশ্বের মুখ্য উপাদান-কারণ, সেই অংশই শ্রীঅদ্বৈত—এটাই শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব।

অদ্বৈতরূপে করে শক্তি সঞ্চারণ।
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ॥ ১৭
অদ্বৈত আচার্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা।
আর এক এক মূর্ত্যে[ক] ব্রহ্মাণ্ডের ভর্তা॥ ১৮
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত॥ ১৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ৪

[অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নবম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৭)]

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয়॥[খ] ২০
অংশ না কহিয়া কেনে কহ তাঁরে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ॥ ২১
মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরের অভেদ হৈতে অদ্বৈত পূর্ণনাম॥ ২২
পূর্বে যৈছে কৈল সর্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তি প্রবর্তন॥ ২৩
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥ ২৪
ভক্তি-উপদেশ বিনু নাহি তাঁর কার্য।
অতএব নাম তাঁর হইল আচার্য[গ]॥ ২৫
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য[ঘ]।
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য॥ ২৬
কমলনয়নের তেহোঁ যাতে অঙ্গ অংশ।
'কমলাক্ষ'[ঙ] করি ধরে নাম অবতংস॥ ২৭
ঈশ্বর-সারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ॥ ২৮
অদ্বৈত-আচার্য ঈশ্বরে অংশবর্য[চ]।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য॥ ২৯
যাঁহার তুলসীজলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥ ৩০
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্তন-প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ-নিস্তার॥ ৩১
আচার্য-গোঁসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার॥ ৩২
আচার্য গোঁসাঞি চৈতন্যের মুখ্য-অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু-নিত্যানন্দ॥ ৩৩
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত-মুখ-নেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম॥ ৩৪
এ সব লইয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার।
এ সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার॥ ৩৫
মাধবেন্দ্র পুরীর ইহোঁ শিষ্য এই জ্ঞানে।
আচার্য গোঁসাঞিরে প্রভু 'গুরু' করি মানে॥ ৩৬
লৌকিক লীলাতে ধর্ম মর্যাদা রক্ষণ।
স্তুতি ভক্তে করেন তাঁর চরণ বন্দন॥ ৩৭
চৈতন্য গোঁসাঞিকে আচার্য করে প্রভুজ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥ ৩৮
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস হও' জীবে উপদেশ করে॥ ৩৯
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥ ৪০

[ক]আর এক এক মূর্ত্যে—মহাবিষ্ণুর এক স্বরূপ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য উপাদানরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা। আবার গর্ভোদশায়িরূপ একমূর্তিতে মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের ভর্তা বা পালনকর্তা।

[খ]শ্রীঅদ্বৈত কারণার্ণবশায়ীর মুখ্য অঙ্গ এবং তিনি মায়াতীত ; যদিও তিনি মায়ার সাহচর্যে সৃষ্টি কার্য নির্বাহ করেন, তবু মায়ার সঙ্গে তাঁর কোনোরকম সংস্পর্শ নেই।

[গ]আচার্য —উপদেষ্টা, ধর্মপ্রচারক, যিনি নিজে আচরণ করে ধর্ম শিক্ষা দেন।

[ঘ]জগতের আর্য—জগদ্বাসীর পূজনীয়।

[ঙ]কমলাক্ষ— শ্রীপাদ অদ্বৈতের পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। মহাবিষ্ণুর একটি নাম কমলনয়ন ; মহাবিষ্ণুর অন্তরঙ্গ অংশ বলে শ্রীঅদ্বৈতের কমলাক্ষ নাম সার্থকতা লাভ করেছে।

[চ]অংশবর্য—শ্রেষ্ঠ অংশ।

মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥ ৪১
পরম-প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো-দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি॥ ৪২
দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি ভব নারদ আর শুক সনাতন॥ ৪৩
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল[ক]।
চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হইলা পাগল॥ ৪৪
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর॥ ৪৫
এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সভায় করয়ে উন্মত্ত॥ ৪৬
এই মত নাচে গায় করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস॥ ৪৭
চৈতন্য-গোঁসাঞি মোরে করে গুরুজ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান॥ ৪৮
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥ ৪৯
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ॥ ৫০
অন্যের কা কথা[খ] ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥ ৫১
শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি যাঁর।
তাঁহাকেও প্রেমে করায় দাস্য অনুকার[গ]॥ ৫২
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখ-বাণী তাহাতে প্রমাণে॥ ৫৩
শুন উদ্ধব! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয়॥ ৫৪
তথাপি তাঁহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥ ৫৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬৬)

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু॥ ৫

অন্বয়—নঃ মনসঃ বৃত্তয়ঃ (আমাদের মনের বৃত্তিগুলি) ; কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ (কৃষ্ণের পদকমলে আশ্রয় লউক) ; বাচঃ নাম্নাং অভিদায়িনী [স্যুঃ] (আমাদের বাক্যসমূহ কৃষ্ণের নামসমূহের কীর্তনশীল হউক) ; তৎপ্রহ্বণাদিষু কায়ঃ (তাঁহার নমস্কারাদিতে আমাদের শরীর নিযুক্ত হউক)।

অনুবাদ—আমাদের মনের বৃত্তিগুলো শ্রীকৃষ্ণের পদকমলে আশ্রয় নিক এবং আমাদের বাক্যগুলো তাঁর নামসমূহ কীর্তন করুক ; আর আমাদের দেহ ভক্তিপূর্বক তাঁর নমস্কারাদিতে নিযুক্ত হোক।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬৭)

কর্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥ ৬

অন্বয়—ঈশ্বরেচ্ছয়া কর্মভিঃ (ঈশ্বরের ইচ্ছায়, প্রারব্ধ কর্মের ফলে) ; যত্র ক্বাপি ভ্রাম্যমাণানাং (যে কোনো স্থানে ভ্রমণশীল) ; [অস্মাকং] (আমাদের) ; মঙ্গলাচরিতৈঃ (মঙ্গলাচরণ) ; দানৈঃ (গবাদি দানের ফলে) ; ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ (ঈশ্বররূপ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ) ; [অস্তু] (হউক)।

অনুবাদ—ঈশ্বরের ইচ্ছায়, প্রারব্ধ কর্মের ফলে (এই পৃথিবীতে কিংবা ঊর্ধ্বলোকে) যে কোনো স্থানে ভ্রমণশীল আমাদের মঙ্গলাচরণ ও গবাদি-দানের ফলে ঈশ্বররূপ শ্রীকৃষ্ণে আমাদের অনুরাগ হোক।

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য-জ্ঞানহীন কেবল সখ্যময়॥ ৫৬
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন॥ ৫৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।১৭)

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥ ৭

অন্বয়—কেচিৎ মহাত্মনঃ (কোনো পরমভাগ্যবান গোপবালকগণ) ; তস্য পাদসংবাহনং চক্রুঃ (তাঁহার-শ্রীকৃষ্ণের পাদসংবাহন করিয়াছিলেন) ; হতপাপ্মানঃ অপরে (পাপরহিত অপর গোপবালকগণ) ; ব্যজনৈঃ

[ক]সবাতে আগল—সর্বাগ্র গণ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ।
[খ]অন্যের কা কথা—অন্যের কথা আর কি বলব।
[গ]অনুকার—অনুকরণ।

সমবীজয়ন্ (ব্যজন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—পরমভাগ্যবান কোনো কোনো গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের পাদসংবাহন করতে লাগলেন এবং পাপশূন্য অপর গোপবালকগণ (পল্লবাদি) ব্যজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করেছিলেন।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥ ৫৮
যাঁ সভা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁরা আপনাকে করে দাসী অভিমান[ক]**॥ ৫৯**

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।৬)

ব্রজজনার্তিহন্ ! বীর ! যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ! ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥ ৮

অন্বয়—ব্রজজনার্তিহন্ (হে ব্রজবাসিগণের দুঃখ বিনাশন !) ; **বীর** (হে বীর !) ; **নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত** (হে ঈষৎ-হাস্যে স্বজন-গর্বনাশক !) ; **সখে** (হে সখে !) ; **স্ম ভবৎকিঙ্করীঃ** (নিশ্চিত তোমার দাসী) ; **নঃ ভজ** (আমাদিগকে ভজনা করো) ; **চারু জলরুহাননং যোষিতাং দর্শয়** (মনোহর মুখকমল সেবিকা আমাদিগকে দর্শন করাও)।

অনুবাদ—হে ব্রজবাসিগণের দুঃখ বিনাশন ! হে বীর ! হে ঈষৎ-হাস্যে স্বজন-গর্বনাশক ! হে সখে ! আমরা তোমার দাসী, আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করো—তোমার মনোহর মুখকমল দর্শন করাও।

তত্রৈব (১০।৪৭।২১)

অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥ ৯

অন্বয়—সৌম্য (হে সৌম্য !) ; **আর্যপুত্রঃ অধুনা মধুপর্যাং আস্তে অপি বত** (আর্যপুত্র—শ্রীকৃষ্ণঃ এক্ষণে মধুপুরীতে আছেন কি ?) ; **স পিতৃগেহান্ বন্ধূন্ গোপান্ স্মরতি** (তিনি পিতৃগৃহকে, বন্ধুবর্গকে, গোপগণকে স্মরণ করেন কি ?) ; **স ক্বচিদপি কিঙ্করীণাং নঃ কথাং গৃণীতে** (তিনি কখনো তাঁর দাসী আমাদের কথা বলেন কি ?) ; **অগুরুসুগন্ধং ভুজং কদানু মূর্ধ্নি অধাস্যৎ** (অগুরু সুগন্ধি বাহু কখন মস্তকে অর্পণ করবেন ?)।

অনুবাদ—হে সৌম্য ! আর্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এখন মধুপুরীতে বাস করছেন কি ? তিনি এখন পিতৃগৃহকে, বন্ধুগণকে এবং গোপগণকে স্মরণ করেন কি ? তিনি কখনো তাঁর দাসী আমাদের কথা বলেন কি ? কবে তিনি তাঁর অগুরু-সুগন্ধ বাহু আমাদের মস্তকে অর্পণ করবেন ?

তাঁ সভার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সভা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা॥ ৬০
তেহোঁ যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥ ৬১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৪০)

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ ১০

অন্বয়—হা নাথ ! হা রমণ ! হা প্রেষ্ঠ ! হা মহাভুজ ! ক্ব অসি (হা নাথ ! হা রমণ ! হা প্রেষ্ঠ ! হা মহাভুজ ! তুমি কোথায় ?) ; **ক্ব অসি** (তুমি কোথায় আছ ?) ; **সখে ! কৃপণায়াঃ দাস্যাঃ মে** (হে সখে ! তোমার অতি দীনা দাসী আমাকে) ; **তে সন্নিধিং দর্শয়** (তোমার সান্নিধ্য দর্শন করাও)।

অনুবাদ—শ্রীরাধিকা বলছেন : হা নাথ ! হা রমণ ! হা প্রিয়তম ! হা মহাভুজ ! তুমি কোথায় ? তুমি কোথায় ? হে সখে ! তোমার অতি দীনা দাসী আমাকে, তোমার নিকটে নিয়ে যাও।

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মনে কৃষ্ণদাসী॥ ৬২

[ক]দাসী-অভিমান—প্রেমের অপূর্ব স্বভাববশত শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য সখাগণ, পিতা-মাতা এমনকি প্রেমবতী গোপীগণও নিজেদেরকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলে মনে করেন। ফলে তাঁদের নিজ নিজ ভাবের বিচ্যুতি ঘটে এবং মহাদৈন্যবশত মনে দাস্যভাবের উদয় হয়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৩।৮)

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্মুকেষু
রাজস্বজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথাৎ
তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চনায়॥ ১১

অন্বয় — **মাং চৈদ্যায় অর্পয়িতুং** (আমাকে চেদিরাজ শিশুপালের হস্তে সমর্পণ করাইবার নিমিত্ত) ; **রাজসু উদ্যত কার্মুকেষু** (জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গ ধনুর্বাণ ধারণ করিলে) ; **অজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ** (যাঁহার পদরেণু সেই অজেয় বীরবৃন্দের মুকুটতুল্য হইয়াছিল, সেই যে শ্রীকৃষ্ণ) ; **মৃগেন্দ্র অজাবিযূথাৎ ভাগং ইব** (সিংহের মতো ছাগ ও মেষগণের মধ্য হইতে নিজ ভাগেরই ন্যায়) ; **নিন্যে** (হরণ করিয়া লয়) ; **তচ্ছ্রীনিকেতচরণঃ** (তাঁহার শোভার-নিকেতনরূপ চরণ) ; **মম অর্চনায় অস্তু** (আমার অর্চনের নিমিত্ত হউক)।

অনুবাদ —শ্রীরুক্মিণীদেবী বলছেন : আমাকে চেদিরাজ শিশুপালের হস্তে সমর্পণ করাবার জন্য জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজাগণ ধনুর্বাণ ধারণ করলে, যাঁর পদরেণু সেই অজেয় বীরগণের মুকুটতুল্য হয়েছিল এবং যিনি ছাগ ও মেষগণের মধ্য থেকে সিংহ যেমন নিজের ভাগ হরণ করে নেয়, তেমনি আমাকে হরণ করে (দ্বারকায়) এনেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল আমার অর্চনার বস্তু হোক।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৩।১১)

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং যোঽহং তদ্গৃহমার্জনী॥ ১২

অন্বয়—স্বপাদস্পর্শনাশয়া (স্বীয় শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শের আশায়) ; **মাং তপশ্চরন্তীং আজ্ঞায়** (আমাকে তপস্যাচারিণী জানিতে পারিয়া) ; **যঃ সখ্যা উপেত্য** (যিনি সখা অর্জুনের সহিত আমার নিকটে আসিয়া) ; **[মম]** (আমার) ; **পাণিং অগ্রহীৎ** (পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন) ; **অহং তদ্গৃহমার্জনী** (আমি তাঁহার গৃহমার্জনাকারিণী মাত্র)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ মহিষী শ্রীকালিন্দীদেবী বলছেন : যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তাঁর চরণস্পর্শের আশায় তপস্যাচারিণী জানতে পেরে তাঁর সখা অর্জুনের সঙ্গে আমার নিকটে এসে আমার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জনাকারিণী দাসী মাত্র (কিন্তু তাঁর পত্নী হওয়ার যোগ্য নই)।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৩।৩৯)

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম॥ ১৩

অন্বয়—ইমাঃ বয়ং (এই আমরা) ; **বৈ সর্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা তপসা চ** (সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ দ্বারা এবং তপস্যা দ্বারা) ; **আত্মারামস্য তস্য** (আত্মারাম সেই শ্রীকৃষ্ণের) ; **অদ্ধা গৃহদাসীকাঃ বভূবিম** (সাক্ষাৎ গৃহদাসী হইয়াছি)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণমহিষী শ্রীলক্ষ্মণাদেবী বলছেন : এই আমরা সকলে সমস্ত বিষয়ে (ধন-পুত্রাদি) আসক্তি পরিত্যাগ দ্বারা এবং তপস্যা দ্বারা আত্মারাম সেই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ গৃহদাসী হয়েছি।

আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব শুদ্ধ সখ্য-বাৎসল্যাদিময়॥ ৬৩
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা॥ ৬৪
সহস্র বদন যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ[ক] ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥ ৬৫
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবে[খ]র অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব-অবতংস॥ ৬৬
তেঁহো যে করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।

[ক]দশ দেহ —ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান (বালিশ), বসন, উপবন (বাগান), বাসগৃহ, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ও মস্তকে পৃথিবীধারী শেষ—এই দশ রূপে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

[খ]সদাশিব —ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি ; পরব্যোমের অন্তর্গত শিবলোকে এঁর নিত্য অবস্থান। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক রুদ্রই (শিব) সদাশিবের অংশ। সদাশিবের তমোগুণাংশই

নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস॥ ৬৭
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥ ৬৮
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥ ৬৯
এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচার॥ ৭০
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥ ৭১
কেহো মানে কেহো না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥ ৭২
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস॥ ৭৩
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য হৈঞা সুস্থির॥ ৭৪
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥ ৭৫
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
'ভক্ত' করি অভিমান করে সর্বক্ষণ॥ ৭৬
তাঁর অবতার এক শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তেঁহো কৈল অনুক্ষণ॥ ৭৭
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥ ৭৮
তাঁহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত-আচার্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য॥ ৭৯
বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তাঁর ভক্ত মনে ভাবে নিরন্তর॥ ৮০
জল তুলসী দিয়া করে কায়েতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥ ৮১
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন॥ ৮২
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার॥ ৮৩
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে 'ভক্ত অবতার'।[ক]
ভক্ত অবতার পদ উপরি সবার॥ ৮৪
অতএব অংশী কৃষ্ণ, অংশ অবতার।
অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ আচার॥ ৮৫
জ্যেষ্ঠ ভাবে অংশীতে হয় প্রভুজ্ঞান।
কনিষ্ঠ ভাবে আপনাতে ভক্ত অভিমান॥ ৮৬
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে[খ] কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥ ৮৭
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্ত বড় করি মানে।
তাহাতে বহুত শাস্ত্র বচন-প্রমাণে॥ ৮৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।১৫)

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ ১৪

অন্বয়—ভবান্ যথা (তুমি যেরূপ) ; [প্রিয়তমঃ] (প্রিয়তম) ; আত্মযোনিঃ মে ন তথা প্রিয়তমঃ (ব্রহ্মা আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহেন) ; ন শঙ্করঃ ন চ সঙ্কর্ষণঃ ন শ্রীঃ (শংকরও নহেন, সংকর্ষণও নহেন, লক্ষ্মীও নহেন) ; ন এব আত্মা (এমনকি আমি নিজেও নহি)।

অনুবাদ—উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন : হে উদ্ধব ! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা আমার সেরূপ প্রিয়তম নন, শংকরও সেরূপ প্রিয়তম নন, সংকর্ষণও নন, লক্ষ্মীও নন, এমনকি আমি নিজেও আমার সেরূপ প্রিয়তম নই।

কৃষ্ণ সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য আস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য চর্বণ॥ ৮৯
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞ অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব॥ ৯০
ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ।

[ক]ভক্ত-অবতার—স্বরূপে যাঁরা অবতার এবং আচরণে যাঁরা ভক্ত। অর্থাৎ শ্রীবলদেব থেকে শেষ-সংকর্ষণ পর্যন্ত সকলেই ভক্ত-অবতার।

[খ]আত্মা হৈতে— শ্রীকৃষ্ণ নিজ অপেক্ষা তাঁর ভক্তকেই বড় বলে মনে করেন। ভক্ত তার কাছে প্রেমাস্পদ বা প্রীতির বস্তু।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ।। ৯১
কৃষ্ণের মাধুর্য-রসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন।। ৯২
অন্যের আছুক কার্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন-মাধুর্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ।। ৯৩
স্বমাধুর্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন।। ৯৪
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-রূপে সর্বভাবে পূর্ণ।।[ক] ৯৫
নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য পান।
পূর্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান।। ৯৬
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হইতে অধিক সুখ নাহি আর।। ৯৭
মূল ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন।। ৯৮
অদ্বৈত আচার্য গোঁসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার।। ৯৯
সংকীর্তন প্রচারিয়া জগৎ তারিল।
অদ্বৈত প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল।। ১০০
অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে।। ১০১
আচার্য চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার।। ১০২
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি এ বড় অপরাধ।। ১০৩
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর্য।। ১০৪
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ।। ১০৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। ১০৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

[ক] শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের সামর্থ্য যাঁর যত বেশি, প্রিয়ত্ব অংশে তিনি তত বড় —এটাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়ার একমাত্র উপায় হল তাঁর ভক্ত হওয়া। সম্বন্ধ বা সাম্য প্রেমবিকাশের বা মাধুর্য আস্বাদনের হেতু নয় ; শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র হেতু হচ্ছে প্রেম বা ভক্তি। তাই কেবল ভক্তভাবেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন হতে পারে, অন্য কোনোভাবে তার আস্বাদন অসম্ভব। তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করে অর্থাৎ শ্রীরাধাভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে স্বমাধুর্য আস্বাদন করেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা॥ ১

অন্বয়—অগত্যেকগতিং (গতিহীনের একমাত্র গতি) ; হীনার্থাধিকসাধকং (নীচ পতিতজনকেও পরমপুরুষার্থ প্রেম প্রদানকারী) ; শ্রীচৈতন্যং নত্বা (শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করিয়া) ; অস্য প্রেমভক্তি-বদান্যতা লিখ্যতে (ইঁহার [শ্রীচৈতন্যের] প্রেমভক্তি বিষয়ে বদান্যতা বর্ণিত হইতেছে)।

অনুবাদ—গতিহীনের যিনি একমাত্র গতি এবং নীচ পতিত জনকেও যিনি পরমপুরুষার্থ প্রেম প্রদান করেছেন, সেই শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করে প্রেমভক্তি বিষয়ে তাঁর বদান্যতা বর্ণনা করছি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য॥ ১
পূর্বে গুর্বাদি ছয় তত্ত্বের[ক] কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি শুন পাঁচের বিচার॥ ২
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সংকীর্তন রঙ্গে॥ ৩
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস-আস্বাদিতে তভু বিবিধ বিভেদ॥ ৪

শ্রীস্বরূপগোস্বামি—কড়চায়াম্

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্দশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭)]

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর॥ ৫
রাসাদি-বিলাসী-ব্রজললনা-নাগর।
আর যত দেখ সব তাঁর পরিকর॥ ৬
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥ ৭
একলে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥ ৮
কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥ ৯
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোঁসাঞি।
ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥ ১০
ভক্ত অবতার তাঁর আচার্য গোঁসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে 'প্রভু' করি গাই॥ ১১
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥ ১২
এই তিন তত্ত্ব—সর্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক জানি॥ ১৩
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধভক্ততত্ত্ব মধ্যে সবার গণন॥ ১৪
গদাধর আদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
'অন্তরঙ্গ ভক্ত' করি গণন যাঁহার॥ ১৫
যাঁহা সভা লৈয়া প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁহা সভা লৈয়া প্রভুর কীর্তন প্রচার॥ ১৬
যাঁহা সভা লৈয়া করেন প্রেম আস্বাদন।
যাঁহা সভা লৈয়া দান করেন প্রেমধন॥ ১৭
এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব প্রেম-ভাণ্ডারের[খ] মুদ্রা উঘাড়িয়া॥ ১৮
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥ ১৯
পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় মহা মত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত॥ ২০
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥ ২১
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।

[ক]ছয় তত্ত্ব—গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—এই ছয় তত্ত্ব।

[খ]পূর্ব প্রেম-ভাণ্ডারের—পূর্ব অর্থাৎ ব্রজলীলায় যে প্রেম, তার ভাণ্ডারের ; মুদ্রা উঘাড়িয়া—শিলমোহর ভেঙে।

আশ্চর্য ভাণ্ডার[ক] প্রেম শতগুণ বাড়ে॥ ২২
উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যুবা সভারে ডুবায়॥ ২৩
সজ্জন দুর্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥ ২৪
জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজ নাশ[খ]।
তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস[গ]॥ ২৫
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে॥ ২৬
মায়াবাদী[ঘ] কর্মনিষ্ঠ[ঙ] কুতার্কিক গণ[চ]।
নিন্দুক পাষণ্ডী[ছ] যত পঢ়ুয়া অধম[জ]॥ ২৭
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সভারে ছুঁইতে নারিল॥ ২৮
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥ ২৯
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা সভা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥ ৩০
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥ ৩১
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতি ধর্মে[ঝ]॥ ৩২
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পলায়া ছিল তার্কিকাদিগণ॥ ৩৩
পঢ়ুয়া-পাষণ্ডী-কর্মী-নিন্দকাদি যত।
সভে আসি প্রভু পায় হৈলা অবনত॥ ৩৪
অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম মহাজালে॥ ৩৫
সভা নিস্তারিতে প্রভুর কৃপা অবতার।
সভা নিস্তারিতে করেন চাতুরী অপার॥ ৩৬
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ[ঞ]-আদি।
সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী[ট]॥ ৩৭
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে॥ ৩৮
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্ত-পাঠ—করে সংকীর্তন॥ ৩৯
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে॥ ৪০
এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।

[ক]আশ্চর্য ভাণ্ডার —অচিন্ত্য অদ্ভুত মহিমাসম্পন্ন প্রেম ভাণ্ডার—যা একগুণ খরচ করলেও শতগুণ বেড়ে যায়।

[খ]বীজ নাশ—অবিদ্যানাশ ; সংসারের কর্মফল বা মায়াবন্ধনের বিনাশ।

[গ]পাঁচজনের পরম উল্লাস —জগতের জীবের উদ্ধারই পঞ্চতত্ত্বের অবতারের একটি প্রধান অভিপ্রায় তা পূর্ণ হল দেখে তাঁদের অত্যন্ত আনন্দ হল।

[ঘ]মায়াবাদী — জ্ঞানমার্গের মতাবলম্বী লোকগণ —যারা জীব ও ঈশ্বরের সেব্য-সেবকত্ব স্বীকার করেন না বলে প্রেম ও ভক্তি থেকে বঞ্চিত।

[ঙ]কর্মনিষ্ঠ —ভগবৎ-সেবাহীন ইহকাল বা পরকালের সুখভোগের জন্য যারা কর্মানুষ্ঠান করে, এরাও প্রেম-ভক্তি থেকে বঞ্চিত।

[চ]কুতার্কিকগণ—ভক্তিবিরোধী তর্ক করেন যারা, এরাও প্রেম-ভক্তি থেকে বঞ্চিত।

[ছ]পাষণ্ডী — নাস্তিক, ভগবদ্‌বহির্মুখী ব্যক্তিগণ, এরা প্রেম-ভক্তি বঞ্চিত।

[জ]পঢ়ুয়া অধম—অধম বা নিকৃষ্ট ছাত্র—যারা কুতার্কিক, নিন্দুক বা নাস্তিক ; ভক্তি শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণভক্তিই বিদ্যাশিক্ষার মুখ্যতম উদ্দেশ্য। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন— 'পড়ে কেনে লোক ? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥' (চৈ. ভা, আদি ৮ম অঃ) 'প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার। রায় কহে — কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।' (চৈ.চ. ২।৮।১৯৯)—এরা অবশ্যই প্রেমভক্তি থেকে বঞ্চিত। এদের বিদ্যাশিক্ষাই নিরর্থক। বরং নিন্দাদি দ্বারা এরা নামাপরাধেই লিপ্ত থাকে। কারণ প্রেমভক্তিলাভের উপায়স্বরূপ শ্রীশ্রীনামসংকীর্তনের উপদেশ এরা গ্রহণ করতে পারেনি।

[ঝ]যতি ধর্মে—সন্ন্যাস।

[ঞ]ম্লেচ্ছ—অহিন্দু ; অনেক মুসলমান, কোল-ভীল আদি পার্বত্যজাতিও প্রভুর ভক্ত হয়েছিল।

[ট]কাশীর মায়াবাদী —কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ – প্রকাশানন্দ সরস্বতী যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে॥ ৪১
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরাগমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন॥ ৪২
কাশীতে লেখক[ক] শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র[খ] ঈশ্বর॥ ৪৩
তপন মিশ্রের[গ] ঘরে ভিক্ষা নির্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥ ৪৪
সনাতন গোঁসাঞি আসি তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দুই মাস রহিলা॥ ৪৫
তাঁরে শিখাইল যত বৈষ্ণবের ধর্ম।
ভাগবত আদি শাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম॥ ৪৬
ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্র তপন।
দুঃখী হৈয়া প্রভুপদে কৈল নিবেদন॥ ৪৭
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥ ৪৮
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ॥ ৪৯
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র[ঘ] মিলিল আসিয়া॥ ৫০
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগোঁ দেহ প্রসন্ন হইয়া॥ ৫১
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈল নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন॥ ৫২
না যাহ সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী[ঙ] ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি॥ ৫৩
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার॥ ৫৪
সে বিপ্র জানেন প্রভু না যান কারো ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে॥[চ] ৫৫
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে।
দেখিলেন বসি আছেন সন্ন্যাসীর গণে॥ ৫৬
সভা নমস্করি গেলা পাদ প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিল সেই স্থানে॥ ৫৭
বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ।
মহা তেজোময় বপু কোটি সূর্যভাস॥ ৫৮
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিল সন্ন্যাসীগণ ছাড়িয়া আসন॥ ৫৯
প্রকাশানন্দ নামে সর্ব সন্ন্যাসী-প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান॥ ৬০
ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ[ছ]।
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ[জ]॥ ৬১
প্রভু কহেন আমি হই হীন সম্প্রদায়[ঝ]।
তোমা সভার সভায় বসিতে না যুয়ায়[ঞ]॥ ৬২
আপনে প্রকাশানন্দ হাথেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥ ৬৩

[ক]লেখক—গ্রন্থাদি নকল করে (লিখে) যিনি জীবিকা নির্বাহ করেন।

[খ]স্বতন্ত্র—স্বাধীন, আবার ভক্তাধীনও হতে পারে।

[গ]তপন মিশ্র—ইনি ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর পিতা। পূর্ববঙ্গনিবাসী এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশেই বারাণসীতে এসে বাস করেন। এঁর গৃহেই প্রভু আহার করতেন।

[ঘ]বিপ্র—এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

[ঙ]না যাহ সন্ন্যাসী গোষ্ঠী—মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীসমাজে যেতেন না।

[চ]সেই বিপ্র জানতেন মহাপ্রভু অন্য কারো গৃহে আহার করেন না। তবু বিপ্রের গৃহে সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে কৃপা করবেন — এটাই প্রভুর গূঢ় সংকল্প ; তাই তিনি বিপ্রের চিত্তে তাঁকে নিমন্ত্রণের বাসনা ও আগ্রহ জাগিয়ে দিলেন।

[ছ]শ্রীপাদ—সন্ন্যাসীদের প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধন।

[জ]অবসাদ—অবসন্নতা, দুঃখ-কষ্ট।

[ঝ]'হীন সম্প্রদায়' —সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশটি সম্প্রদায় আছে— তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, পুরী, ভারতী এবং সরস্বতী। এঁদের দশনামী সম্প্রদায় বলে। এঁরা শংকরাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত। কথিত আছে, শ্রীপাদ শংকরাচার্য কোনো সময়ে কোনো কারণে এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে গিরি ও পুরীর দণ্ড কেড়ে নেন এবং ভারতীর দণ্ড ভেঙে অর্ধেক রাখেন। সেই থেকে এঁরা হীনসম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন বলে নিজেকে হীনসম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছেন।

[ঞ]না যুয়ায়—উপযুক্ত হয় না।

পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য॥ ৬৪
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে[ক]।
কি কারণে আমা সভার না কর দর্শনে॥ ৬৫
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্তন-গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্তন॥ ৬৬
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবকের কর্ম॥ ৬৭
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে কি ইহার কারণ॥ ৬৮
প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ! ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥ ৬৯
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥ ৭০
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥ ৭১
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম॥ ৭২
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥ ৭৩

তথাহি—বৃহন্নারদীয়বচনম্ (৩৮।১২৬)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ৩

অন্বয়—কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্তি এব (কলিযুগে অন্য গতি নাই নাই নাই); কেবলং হরের্নাম এব (কেবল হরির নামই গতি)।

অনুবাদ—কলিযুগে হরিনাম ভিন্ন অন্য গতি নেই নেই নেই।

তাৎপর্য—কলিকালে কেবল প্রেমভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের চরণলাভ সম্ভব। আর হরিনামের মাধ্যমেই সেই প্রেমভক্তিলাভ সম্ভব হবে।

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥ ৭৪
ধৈর্য করিতে নারি—হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই—যৈছে মদমত্ত॥ ৭৫
তবে ধৈর্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥ ৭৬
পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে॥ ৭৭
কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥ ৭৮
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন॥ ৭৯
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥ ৮০
কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ[খ]॥ ৮১
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥ ৮২
'কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা' সর্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়॥ ৮৩
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ[গ]।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥ ৮৪
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥ ৮৫
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্‌গদ বৈবর্ণ্য[ঘ]।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈন্য॥ ৮৬
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সাগরে ভাসায়॥ ৮৭
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ[ঙ]।

[ক]এই গ্রামে—কাশীতে।

[খ]চারি পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারটি পুরুষার্থকে চতুর্বর্গও বলে।

[গ]চিত্ত তনু ক্ষোভ—মন এবং দেহের চাঞ্চল্য। যাঁর মধ্যে প্রেমের উদয় হয়, তাঁর মন ও দেহে চাঞ্চল্য জন্মায় এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ পাওয়ার জন্য চিত্তে প্রবল লোভ জন্মায়।

[ঘ]স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, গদ্‌গদ (স্বরভেদ), বৈবর্ণ্য—এগুলো সাত্ত্বিক ভাব। উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য—এগুলো ব্যভিচারী ভাব।

[ঙ]পরম পুরুষার্থ—কৃষ্ণপ্রেম।

তোমার প্রেমাতে আমি হৈলাম কৃতার্থ॥ ৮৮
নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্বজন॥[ক] ৮৯
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
'ভাগবতের সার এই' বোলে বারে বারে॥ ৯০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪০)

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৪

অন্বয়—এবং ব্রত (এইপ্রকার ব্রতধারী ব্যক্তি) ; স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা (নিজের প্রিয়-হরির নামকীর্তন করিতে করিতে) ; জাতানুরাগঃ (জাতপ্রেম) ; দ্রুতচিত্তঃ লোকবাহ্যঃ (শ্লথহৃদয় বিবশ) ; [সন] (হইয়া) ; উন্মাদবৎ উচ্চৈঃ অথঃ হসতি (পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে) ; রোদিতি রৌতি গায়তি নৃত্যতি (রোদন করে, চিৎকার করে, গান করে, নৃত্য করে)।

অনুবাদ—এইপ্রকার ব্রতধারী ব্যক্তি (যিনি ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন), তিনি নিজের প্রিয় হরিনাম কীর্তন করতে করতে প্রেমোদয়বশত শ্লথহৃদয় বিবশ হয়ে (মান-অপমান বিষয়ে চেতনাশূন্য হয়ে) পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো চিৎকার, কখনো গান বা নৃত্য করতে থাকেন।

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন করি॥ ৯১
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥ ৯২
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর আগে খাতোদক সম[খ]॥ ৯৩

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬)

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥ ৫

অন্বয়—জগদ্‌গুরো (হে জগদ্‌গুরো) ; ত্বৎ সাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য (তোমার সাক্ষাৎকারজনিত বিশুদ্ধ আনন্দরূপ সমুদ্রে অবস্থিত হইয়া) ; মে ব্রাহ্মাণি অপি গোষ্পদায়ন্তে (আমার নিকটে ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দও গোষ্পদের ন্যায় মনে হইতেছে)।

অনুবাদ—ধ্রুব শ্রীহরিকে বলেছেন—'হে জগদ্‌গুরো ! তোমার সাক্ষাৎকারজনিত যে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে আমি অবস্থিত হয়েছি, তার তুলনায় নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দও আমার কাছে গোষ্পদের ন্যায় অতি অল্প বলে মনে হচ্ছে।'

প্রভু-মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন॥ ৯৪
যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয়॥ ৯৫
কৃষ্ণভক্তি কর, ইহায় সভার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে তাতে কিবা দোষ॥ ৯৬
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন॥ ৯৭
ইহা শুনি বলে সর্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ ৯৮
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন॥ ৯৯
তোমার প্রভাবে সভার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥ ১০০
প্রভু কহে বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কহিলা যাহা শ্রীনারায়ণ॥ ১০১
ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ ১০২
উপনিষৎ[গ] সহিত সূত্র[ঘ] কহে যেই তত্ত্ব।

[ক]কৃষ্ণনাম কীর্তন করবার উপদেশ দিয়ে সকলকে উদ্ধার করো।

[খ]খাতোদক সম—ক্ষুদ্র খাতের জল ; গোষ্পদ তুল্য।

[গ]উপনিষদ্—বেদের জ্ঞানকাণ্ডমূলক গ্রন্থগুলোকে উপনিষদ্ বলে। উপনিষদ্-সমূহে প্রধানত ব্রহ্মের তত্ত্বই নিরূপিত হয়েছে।

[ঘ]সূত্র—সূত্র অতি ক্ষুদ্র একটি বাক্য ; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত থাকে।

মুখ্যবৃত্তি[ক] সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥ ১০৩
গৌণবৃত্ত্যে[খ] যেবা ভাষ্য করিল আচার্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্বকার্য॥ ১০৪
তাঁহার[গ] নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাইয়া।
গৌণ অর্থ কৈল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া॥ ১০৫
ব্রহ্ম[ঘ]শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্যপরিপূর্ণ[ঙ] অনূর্ধ্বসমান॥ ১০৬
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি[চ] আচ্ছাদি তাঁরে কহে 'নিরাকার'[ছ]॥ ১০৭

[ক]মুখ্যবৃত্তি—কোনো শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র তার যে অর্থ মনে উদিত হয়, তাকে ওই শব্দের মুখ্যার্থ বলে এবং যে বৃত্তি বা শক্তিদ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জন্মে, তাকে বলে মুখ্যবৃত্তি।

উপনিষদের প্রমাণ দেখিয়ে মুখ্যবৃত্তি দ্বারা বেদান্তসূত্রের যে অর্থ করা যায়,তা-ই সত্য ; তা-ই প্রকৃত তত্ত্ব। মহাপ্রভুর অভিপ্রায় এই যে মুখ্যার্থ গ্রহণ করে বেদান্ত সূত্রের পাঠে বা শ্রবণে কোনো দোষ থাকতে পারে না।

শব্দের তিনটি বৃত্তি—মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যার্থের বাধা জন্মালে (মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকলে) বাচ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট অন্য পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে।

[খ]গৌণীবৃত্তি—মুখ্যার্থের সঙ্গতি না হলে মুখ্যার্থের কোনো একটি গুণ নিয়ে মুখ্যার্থের সাদৃশ্যযুক্ত যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাকে বলে গৌণার্থ এবং যে বৃত্তি দ্বারা এই অর্থ পাওয়া যায়, তাকে বলে গৌণীবৃত্তি।

[গ]তাঁহার—শংকরাচার্যের। ঈশ্বরের আদেশেই শংকরাচার্যরূপে মহাদেব মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা (আগম শাস্ত্রদ্বারা) করে ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্বকে গোপন করেছেন।

[ঘ]ব্রহ্ম—বৃহন্+মন্ (কর্তৃবাচ্যে)। বৃহন্-ধাতুর অর্থ বৃহত্তা। তাহলে ব্রহ্ম শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত মুখ্যার্থ হল—বৃংহতি, বৃংহয়তিচ, ইতি ব্রহ্ম। বৃংহতি—যিনি বড় হন, তিনি ব্রহ্ম এবং বৃংহয়তি—যিনি অপরকেও বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্ম শব্দের অর্থ থেকেই ব্রহ্মের শক্তি আছে জানা যায়। শ্রুতি বলেন—'অনন্তং ব্রহ্ম'। ব্রহ্মের এই অনন্তত্ব সকল বিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্যে এবং শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীতে। শ্রীপাদ শংকরাচার্য স্বীকার করেছেন—ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিসমন্বিত। তাহলে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বশক্তিমত্তা স্বীকারের দ্বারাই তাঁর সবিশেষত্ব এবং ভগবত্তা স্বীকৃত হচ্ছে। 'বৃহত্তম' এই ব্রহ্মের একটি বিশেষণ—গুণ ; সুতরাং ব্রহ্ম শব্দটিই সবিশেষত্ব জ্ঞাপক। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' বলা হয়েছে, 'রসো বৈ সঃ' বলা হয়েছে, 'আনন্দম্ ব্রহ্ম' বলা হয়েছে, 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' বলা হয়েছে—এদের প্রত্যেকটি শব্দই বিশেষত্ব বাচক ; সুতরাং শ্রুতিই স্বীকার করছেন—ব্রহ্মের সবিশেষত্ব। শ্রুতি আরও বলেন—'কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্ (গো. তা.)।' অর্থাৎ এই কৃষ্ণকেই পরম-ব্রহ্ম বলা হয়। এই শ্রুতিবাক্যে পরম ব্রহ্মের রূপ এবং পরিচ্ছদাদি, বেশ-ভূষাদির পরিচয় পাওয়া গেল। এ সমস্তই তাঁর স্বাভাবিকী শক্তিরই বৈভব। শক্তির প্রকাশ বৈচিত্রীই তাঁর রূপ, তাঁর ঐশ্বর্য। আর ঐশ্বর্য আছে বলেই তিনি ভগবান। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বলেছেন—সর্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেই ব্রহ্মশব্দের প্রবৃত্তি। স্বরূপে এবং গুণসমূহে তাঁর সমানও কেউ নেই, ঊর্ধ্বেও কেউ নেই। এই-ই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ। এই মুখ্যার্থে ভগবানই অভিহিত হন, যিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

[ঙ]চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ—ষড়ৈশ্বর্যময় ; ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়, তাঁর শক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে ; এই চিচ্ছক্তির বিকারই ষড়ৈশ্বর্য।

[চ]চিদ্বিভূতি—চিন্ময় বিভূতি ; আচ্ছাদি—গোপন করে।

[ছ]নিরাকার—অদ্বৈতবাদ-শাস্ত্রে সর্ববস্তু নিয়ামিকা একটি ঐশ্বরী শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ঐশ্বরী শক্তিকে তাঁরা 'মায়া' বলেন। এই মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁরা বলেন—'মায়া সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, সৎও নয়, অসৎও নয় ; এর স্বরূপ অনির্বচনীয়, এ সনাতনী। এ ভাবরূপী কোনো একটা বস্তু, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী—বেদান্তসার।' তবে এই মায়া কার শক্তি ? যদি বলা যায়, তাহলে ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হলেন কীরূপে। যদি বলা যায়, সগুণ ব্রহ্মের শক্তি, তাও হতে পারে না। কারণ, অদ্বৈতবাদীরা বলেন, মায়া-শক্তির উপাধি-সংযুক্ত ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। তাঁদের মতে এই সগুণ-ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা নেই, মায়িক-উপাধি বিযুক্ত হলেই সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায়, মায়া সগুণ ব্রহ্ম থেকে একটি পৃথক বস্তু—যা নির্গুণ ব্রহ্মকে উপাধিযুক্ত করলে তবে সগুণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়, এই মায়াই আবার নির্গুণ ব্রহ্মকে কোষ-উপাধিযুক্ত করলে কোষ-উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম তখন জীব নামে অভিহিত হয়। তাহলে, এই মায়া জীব থেকেও একটি পৃথক বস্তু। অদ্বৈতবাদীদের মতে সগুণ ব্রহ্মও অনিত্য। জীবও অনিত্য ; কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম ও জীবের উৎপত্তির হেতুভূতা মায়া 'সনাতনী'। সনাতনী

চিদানন্দ তেঁহো তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার।।[ক] ১০৮
তাঁর দোষ নাহি তিহোঁ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ।। ১০৯
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।। ১১০
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।। ১১১
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ।। ১১২

তথাহি—গীতায়াম্ (৭।৫)

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।। ৬

অন্বয়—মহাবাহো (হে মহাবাহু অর্জুন !) ; ইয়ং অপরা (এই প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ নয় অর্থাৎ নিকৃষ্টা) ; ইতঃ অন্যাং জীবভূতাং (ইহা হইতে ভিন্ন জীবশক্তিরূপী) ; মে পরাং প্রকৃতিং বিদ্ধি (আমার উৎকৃষ্টা প্রকৃতিকে জানো) ; যয়া ইদং জগৎ ধার্যতে (যাহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হইয়াছে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—হে মহাবাহু ! এই প্রকৃতি নিকৃষ্টা, এ থেকে ভিন্ন জীবশক্তিরূপা আমার আর একটা উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছে জানবে, যার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হয়ে আছে।

তাৎপর্য—নিকৃষ্টা প্রকৃতি বলতে এই শ্লোকের ঠিক পূর্ববর্তী (গীতা ৭।৪) শ্লোকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই আটটি বহিরঙ্গা শক্তিভূতা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে।

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।। ৭

অন্বয়—বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা (বিষ্ণুশক্তি পরাশক্তি নামে কথিত হয়) ; অপরা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা (অপর শক্তি ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিনামে কথিত হয়) ; অন্যা তৃতীয়া অবিদ্যাকর্ম সংজ্ঞা ইষ্যতে (অন্য একটি তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা-কর্ম নামে অভিহিত হয়)।

অনুবাদ—বিষ্ণুশক্তি পরাশক্তি নামে অভিহিত, অপর একটি শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি ; অন্য একটি তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা-কর্ম বা মায়াশক্তি নামে অভিহিত হয়।

হেন জীবতত্ত্ব লৈয়া লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব।। ১১৩
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ।
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি তাঁহা উঠাইল বিবাদ।।[খ] ১১৪
'পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।'
এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপন যে করি।। ১১৫

মায়া—অসনাতন সগুণ-ব্রহ্ম বা জীবের শক্তি হতে পারে না। যদি বলা যায়, এ ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র একটি বস্তু ; তাহলেও এক এবংঅদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত আর একটি দ্বিতীয় বস্তুর কল্পনা করতে হয়। এটাও অদ্বৈতবাদীর মতবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। সুতরাং অদ্বৈতবাদীদের উক্তি যেন পরস্পর-বিরোধী। তাঁরা ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলে প্রচার করলেও, মায়াশক্তির স্বীকারের দ্বারা ব্রহ্মের শক্তিই স্বীকার করছেন।

[ক]ভগবান সচ্চিদানন্দময় ; কেবল তিনিই যে চিদানন্দময়, তা নয় ; তাঁর ধাম, লীলাপরিকর এবং লীলার উপকরণাদি সবই চিদানন্দময়, তা প্রাকৃতবস্তুর সংস্পর্শশূন্য।

[খ]ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ে বেদান্ত সূত্রের মুখ্যার্থদ্বারা শংকরাচার্যের গৌণার্থ খণ্ডন হচ্ছে।

মুখ্যার্থে প্রভু বলেন—জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম ; ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগৎ রূপে পরিণত হয়েও ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন।

গৌণার্থে শংকরাচার্য বলেন — জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নয় ; রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগতের ভ্রমমাত্র।

পরিণামবাদমূলক অর্থকে শংকরাচার্য ভ্রান্ত বলেছেন ; পরিণামবাদ স্বীকার করলে ব্রহ্ম বিকারী (বিকার প্রাপ্ত বা রূপান্তরিত) হয়ে পড়েন ; কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী, নিত্য শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় বস্তু। শংকরাচার্য বলেন — পরিণামবাদে নির্বিকার ব্রহ্মকে বিকারী বলে স্বীকার করতে হয় ; সুতরাং পরিণামবাদ গ্রহণীয় হতে পারে না। বিবর্তবাদে (ভ্রমবাদ) ব্রহ্মকে বিকারী বলে প্রমাণ করতে হয় না ; সুতরাং বিবর্তবাদই গ্রহণীয়।

বস্তুত পরিণামবাদ সেইত প্রমাণ।
'দেহে আত্মবুদ্ধি'[ক] এই বিবর্তের স্থান॥ ১১৬
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগত-রূপে পায় পরিণাম॥ ১১৭
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত-চিন্তামণি[খ] তাতে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥ ১১৮
নানা রত্ন-রাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥ ১১৯
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥ ১২০
প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব[গ] সর্ব বিশ্বধাম॥ ১২১
সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'[ঘ]-বাক্য হয় বেদের একদেশ[ঙ]॥ ১২২
প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন॥ ১২৩
সর্ব বেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান[চ]।
মুখ্য বৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান॥ ১২৪
স্বতঃপ্রমাণ বেদ[ছ]—প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥ ১২৫
এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া॥ ১২৬
এই মত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ॥ ১২৭
সকল সন্ন্যাসী কহে—শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ॥ ১২৮
আচার্য কল্পিত অর্থ ইহা সভে জানি।
সম্প্রদায় অনুরোধে[জ] তবু তাহা মানি॥ ১২৯
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্র সকল॥ ১৩০
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়বিধ ঐশ্বর্যপূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম॥ ১৩১
স্বরূপ ঐশ্বর্য তাঁর নাহি মায়া-গন্ধ[ঝ]।
সকল বেদের হয় ভগবান 'সম্বন্ধ'[ঞ]॥ ১৩২
তাঁরে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥ ১৩৩

[ক]'দেহে আত্মবুদ্ধি'—অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি ; মায়াবদ্ধ জীব আমরা মনে করি আমার দেহই আমি ; কিন্তু দেহ আমি নই; দেহ পরিবর্তনশীল ; কিন্তু জীবাত্মা নিত্য শাশ্বত। এইভাবে যে অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি—এটা নিশ্চিতই ভ্রম, এটাই বিবর্ত।

[খ]চিন্তামণি—একরকম মণিবিশেষ ; এ থেকে নানাবিধ রত্নের উদ্ভব হয় ; রত্ন প্রসবের পরেও এর কোনোরূপ বিকৃতি হয় না।

[গ]প্রণব—ওঁ-কারকে প্রণব বলে। শ্রুতি বলেন—প্রণবই ব্রহ্ম। প্রণব থেকেই বেদের উৎপত্তি হয়েছে। প্রণব ঈশ্বরের বা পরব্রহ্মের স্বরূপ বা একটি রূপ।

[ঘ]'তত্ত্বমসি'—তৎ (সেই ব্রহ্মই) ত্বম্ (তুমি, জীব) অসি (হও) ; অর্থাৎ তুমিই (জীবই) সেই ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্মে অভেদ অর্থে শংকরাচার্য তত্ত্বমসি বাক্যের এরকম অর্থ করেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু অন্যরকম অর্থ করেছেন—তস্য (তার—সেই ব্রহ্মের), ত্বম্ (তুমি, জীব) অসি (হও) ; অর্থাৎ তুমি (জীব) ব্রহ্মেরই—ব্রহ্মের দাস হও।

[ঙ]বেদের একদেশ—বেদের এক অংশে স্থিত। বেদের অন্তর্গত একটি বাক্য ; কিন্তু প্রণব হল বেদের বাচক। অর্থাৎ বেদের বাচক হওয়াতে প্রণব হল বেদের এক-দেশস্থিত 'তত্ত্বমসি' বাক্যেরও বাচক এবং বেদ হল প্রণবের বাচ্য।

[চ]অভিধান—অভিধাবৃত্তি ; মুখ্যাবৃত্তিকেই অভিধা বৃত্তি বলে। সমস্ত বেদ ও সমস্ত সূত্র মুখ্যাবৃত্তিতে কৃষ্ণকেই প্রতিপন্ন করে।

[ছ]স্বতঃপ্রমাণ বেদ—বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ ; বেদের প্রামাণ্য অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে না, কারণ বেদ অপৌরুষেয় ; স্বয়ং ব্রহ্মের নিশ্বাস রূপেই বেদ প্রকটিত হয়েছে। বেদ সকল শাস্ত্রের মূল ; সুতরাং বেদের সঙ্গে যার বিরোধ হবে, তা শ্রদ্ধেয় হতে পারে না। তাই লক্ষণা দ্বারা বেদের অর্থ করলে বেদের স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়।

[জ]সম্প্রদায়-অনুরোধ—শংকরাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলে।

[ঝ]মায়া গন্ধ—মায়ার সম্বন্ধ।

[ঞ]'সম্বন্ধ'—প্রতিপাদ্য বা আলোচ্য বিষয়। সমস্ত বেদেরই মূল প্রতিপাদ্য হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি-ভক্তি[ক] কৃপাপ্রাপ্তির সহায়॥ ১৩৪
সেই সর্ববেদের হয় 'অভিধেয়'[খ] নাম।
সাধন-ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গাম ॥ ১৩৫
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥ ১৩৬
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য-রস করায় আস্বাদন॥ ১৩৭
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত বশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণ সেবাসুখরস॥ ১৩৮
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন[গ] নাম।
এই তিন অর্থ সর্বসূত্রে পর্যবসান॥ ১৩৯
এই মত সর্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥ ১৪০
বেদময় মূর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্বে যে কৈলু নিন্দন॥ ১৪১
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥ ১৪২
এই মত তা সভার ক্ষমি অপরাধ।
সভাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ[ঘ]॥ ১৪৩
তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন[ঙ] সভে মধ্যে বসাইয়া॥ ১৪৪
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর॥ ১৪৫
চন্দ্রশেখর তপন-মিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সভাকার মন॥ ১৪৬
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব বারাণসী॥ ১৪৭
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্বলোক হৈল মহাধন্য॥ ১৪৮
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহা ভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে॥ ১৪৯
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥ ১৫০
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহা ভিড়ে॥ ১৫১
বাহু তুলি প্রভু বোলে বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোকে স্বর্গমর্ত ভরি॥ ১৫২
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন॥ ১৫৩
রাত্রি দিবসে লোকের শুনি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল॥ ১৫৪
এ লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া॥ ১৫৫
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥ ১৫৬
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥ ১৫৭
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেহোঁ ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে॥ ১৫৮

[ক]শ্রবণাদি ভক্তি—শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা সাধন ভক্তি।

[খ]'অভিধেয়' —কর্তব্য ; অভীষ্ট বস্তু পাওয়ার জন্য যা করতে হয়। সমস্ত বেদ একথাই বলে যে, ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তির জন্য শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনভক্তিই জীবের একমাত্র কর্তব্য।

[গ]এখানে প্রভু 'প্রয়োজন' তত্ত্বের কথা বলেছেন। যে উদ্দেশ্যে সাধন করা হয়, তা-ই প্রয়োজন। আনন্দঘন, রসস্বরূপ, অসমোর্ধ্ব ভগবান কৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে সেবাবাসনার জন্য যে প্রেম, সেই প্রেমই সাধকের একমাত্র কাম্যবস্তু, একমাত্র পুরুষার্থ, একমাত্র প্রয়োজন। তার জন্য প্রথমে জীবকে ভগবানের সঙ্গে নিত্য অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়। এইভাবে জীবের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হলে কৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনো বস্তুতেই তাঁর আসক্তি থাকে না। পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে ভক্ত তখন কৃষ্ণের মাধুর্যরস আস্বাদন করে এবং প্রেমময় ভক্তের কাছে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন।

[ঘ]প্রসাদ—অনুগ্রহ।

[ঙ]ভিক্ষা করিলেন —মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে আহার করলেন।

আপনে দক্ষিণদেশে[ক] করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ॥ ১৫৯
সেতুবন্ধ[খ] পর্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার॥ ১৬০
এইত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব জ্ঞান॥ ১৬১

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ॥ ১৬২
সভাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার॥ ১৬৩
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬৪

[ক] দক্ষিণদেশে—দক্ষিণ-ভারতবর্ষে।

[খ] সেতুবন্ধ — ভারতবর্ষের দক্ষিণসীমায় রামেশ্বর নামক স্থান।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং পঞ্চতত্ত্বাখ্যাননিরূপণং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্॥ ১

অন্বয়—জড়ঃ অপি অয়ং যদিচ্ছয়া (জড় বা চলচ্ছক্তিহীনও এই ব্যক্তি অর্থাৎ গ্রন্থকার যাঁহার ইচ্ছায়); লেখরঙ্গে প্রসভং (লিখনরূপ রঙ্গস্থলে সহসা); চিত্রং নৃত্যতি (বিচিত্ররূপে নৃত্য করিতেছে); তং ভগবন্তং চৈতন্যদেবং বন্দে (সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ—যাঁর কৃপায় আমার মতো জড় (চলচ্ছক্তিহীন) ব্যক্তিও লিখনরূপ রঙ্গস্থলে হঠাৎ বিচিত্ররূপে নৃত্য করছে, সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ॥ ১
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয়॥ ২
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সভারচরণ॥ ৩
মূক কবিত্ব করে যা সভার স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে॥ ৪
এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তা সভার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল[ক]॥ ৫
এ সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি॥ ৬
পূর্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদধর্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥ ৭
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে 'দৈত্য' করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে 'দৈত্য' তারে জানি॥ ৮
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥ ৯
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার॥ ১০
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্বোত্তম হইলে তার অসুরে[খ] গণন॥ ১১
অতএব পুনঃ কহোঁ উর্ধ্ববাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥ ১২
যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্ক-শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান॥ ১৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥ ১৪
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ ১৫[গ]

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব বিভাগে
প্রথম লহর্য্যাম্। (১।২৩)

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥ ২

অন্বয়—জ্ঞানতঃ মুক্তি সুলভা (জ্ঞানদ্বারা মুক্তি সুলভ); যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ ভুক্তিঃ [সুলভা] (যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মদ্বারা স্বর্গাদি ভোগ সুলভ); সেয়ং হরিভক্তিঃ সাধনসাহস্রৈঃ সুদুর্ল্লভা (সেই এই হরিভক্তি বা

[ক]ভেক-কোলাহল—ভেক অর্থাৎ ব্যাঙের কোলাহলের তুল্য ব্যর্থ এবং বিপজ্জনক।

[খ]অসুর—বিষ্ণুভক্তের বিপরীত স্বভাব যার, তাকে অসুর বলে।

[গ]শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশ-অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ ভজনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজন করো। প্রশ্ন হতে পারে—কোন ভগবৎ-স্বরূপের ভজন করা কর্তব্য ? যে স্বরূপে কৃপার অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, সেই স্বরূপই ভজনীয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপেই কৃপার অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি। কারণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃপা করে অত্যন্ত সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম আপামরকে দান করেছেন। সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তিহীন হয়ে ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের চিন্তা নেই অর্থাৎ অনাসঙ্গভাবে বহু বহু জন্ম যদি শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা-ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠানও করা যায়, তাহলেও শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেম (কৃষ্ণভক্তি) পাওয়া যায় না।

প্রেমভক্তি সহস্রসাধনেও সুদুর্লভ)।

অনুবাদ—জ্ঞানদ্বারা সহজে মুক্তিলাভ হয়, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মদ্বারা সহজে স্বর্গাদি ভুক্তিও লাভ হয় ; কিন্তু এই হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধনদ্বারাও সুদুর্লভ।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।[ক]
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥ ১৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।৬।১৮)

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥ ৩

অন্বয় —রাজন্ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) ; মুকুন্দঃ ভবতাং যদূনাঞ্চ পতিঃ (শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের—পাণ্ডবদের এবং যদুগণের পালনকর্তা) ; অলং গুরুঃ, দৈবং, প্রিয়ঃ, কুলপতিঃ, ক্বচ বঃ কিঙ্করঃ (গুরু, উপদেষ্টা, উপাস্য, সুহৃৎ কুলের নিয়ন্তা কখনোবা আপনাদের দৌত্যাদি-কার্যে আজ্ঞানুযায়ী কিঙ্কর) ; অঙ্গ এবং অস্তু (হে অঙ্গ এইরূপ হউক) ; [তথাপি সঃ] (তথাপি সেই ভগবান্) ভজতাং মুক্তিং দদাতি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভজনকারীদের মুক্তি দান করেন) ; কর্হিচিৎ ভক্তিযোগং স্ম ন (কিন্তু কখনো প্রেমভক্তি দান করেন না)।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলছেন : হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের (পাণ্ডবদের) এবং যদুগণের পালনকর্তা, গুরু, উপাস্য, সুহৃৎ ও কুলপতি ; কখনো বা দৌত্যাদি কাজে আজ্ঞানুবর্তী দাস ; এরকম হলেও ভজনাকারীদের তিনি মুক্তি দান করেন ; কিন্তু কখনো প্রেমভক্তি দান করেন না।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্যন্ত অন্যের কা কথা॥ ১৭

[ক]ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া— শ্রীকৃষ্ণ যদি সাধককে ইহকালের সুখসম্পদ বা পরকালের স্বর্গাদি ভোগ কিংবা সালোক্যাদি মুক্তি দিয়ে ছুটি পান, তবে সেই সাধক কখনো প্রেমভক্তি পেতে পারেন না।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর[খ] প্রেম-নিগূঢ়-ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥ ১৮
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেবা লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রুবিহ্বল সে হয়॥ ১৯
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
আউলায়[গ] সকল অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয়॥ ২০
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের[ঘ] বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥ ২১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।২৪)

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্ গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ ৪

অন্বয়—তৎ হৃদয়ং অশ্মসারং বত (সেই হৃদয় লৌহবৎ কঠিন) ; যৎ ইদং যদা নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু

[খ]স্বতন্ত্র ঈশ্বর — স্বয়ং ভগবান ; যিনি নিজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, নিজের ইচ্ছানুসারে যিনি সমস্ত কাজ করেন অর্থাৎ স্বাধীন ভগবান।

[গ]আউলায়—এলিয়ে পড়ে, প্রেমাবেশবশত।

[ঘ]অপরাধ—অপরাধ দু'রকম—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। কোনো যান-বাহনাদিতে চড়ে বা জুতো পায়ে শ্রীমন্দিরে যাওয়া, শ্রীমূর্তির সেবা-পূজায় শৈথিল্য বা শ্রদ্ধার অভাবাদি সেবাপরাধের অন্তর্ভুক্ত। দৈনন্দিন স্তোত্রপাঠাদি দ্বারাই এই সেবাপরাধ দূর হতে পারে ; কিন্তু নামাপরাধ সহজে ক্ষয় হয় না, ভজনের অত্যন্ত বিঘ্নজনক এই নামাপরাধ। নামাপরাধ দশ প্রকারের (১) সাধুনিন্দা (ঈশ্বরের উপাসনাকারীদের নিন্দা (২) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদের নিকট নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা (৩) বিষ্ণু ও শিবের নাম-রূপে ভেদবুদ্ধি করা (৪-৫-৬) বেদ শাস্ত্র ও গুরু কথিত নাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস (৭) ঈশ্বরের নামে অর্থবাদের ভ্রম অর্থাৎ শুধুমাত্র স্তুতিবাক্য মনে করা (৮-৯) নামের আশ্রয় নিয়ে বিহিত কর্মের ত্যাগ ও নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করা (১০) অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে নামের তুলনা করা অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত কর্মের সঙ্গে নামের তুলনা করা।

কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করলেও অপরাধীদের প্রেমের বিকার (সাত্ত্বিকাদি ভাব) হয় না।

হর্ষঃ বিকারঃ (যেই হৃদয় যখন নয়নে জল রোমে পুলকাদি বিকার) ; [অস্তি] (হেয়) ; [তদাদি] (তখনও) ; গৃহ্যমাণৈঃ হরিনামধেয়ৈঃ ন বিক্রিয়েত (গৃহীত হরিনাম দ্বার বিকারপ্রাপ্ত বা দ্রবীভূত হয় না)।

অনুবাদ—শৌনক ঋষি সূতমুনিকে বললেন : হে সূত ! হরিনাম গ্রহণের ফলে নেত্রে অশ্রু, গাত্রে রোমাঞ্চাদি বহির্বিকার জন্মিলেও যে হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত বা দ্রবীভূত হয় না সে হৃদয় লোহার মতো কঠিন।

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ ২২
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।[ক]
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদগদাশ্রুধার॥ ২৩
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ ২৪
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥ ২৫
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥ ২৬
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥ ২৭
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥ ২৮
অরে মূঢ় লোক ! শুন চৈতন্যমঙ্গল।[খ]
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥ ২৯
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন-দাস॥ ৩০
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥ ৩১
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥ ৩২
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার॥ ৩৩
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥ ৩৪
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন-দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥ ৩৫
বৃন্দাবন-দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার॥ ৩৬
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন[গ]।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥ ৩৭
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥ ৩৮
অতএব ভজ লোক চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥ ৩৯
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল॥ ৪০
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তার কৈল বিবরণ॥ ৪১
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥ ৪২
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।

[ক]প্রেমের বিকার—অষ্টসাত্ত্বিকাদি প্রেমের বহির্বিকার এবং চিত্তের দ্রবতাজনিত প্রেমের অন্তর্বিকার।

পূর্ববর্তী পয়ারে বলা হয়েছে—কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে ; নিরপরাধ ব্যক্তি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করলেই সমস্ত পাপের বিনাশ হয়, ফলে প্রেমপ্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ সেবা প্রাপ্তি পর্যন্ত হয়। কিন্তু জগতে নিরপরাধ লোকের সংখ্যা খুব কম ; সুতরাং যাদের অপরাধ আছে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ কৃপা করে তাদেরকে প্রেম দান করেছেন।

[খ]চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অপর নাম। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের নাম প্রথমে রেখেছিলেন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

[গ]চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন—নারায়ণীর বয়স যখন চার বৎসর, তখনই মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কেঁদেছিলেন। তাই মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হয়ে কৃপাবশত তাঁকে নিজের ভুক্তাবশেষ (উচ্ছিষ্ট) দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই নারায়ণীর পুত্র।

সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥ ৪৩
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥ ৪৪
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥[ক] ৪৫
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে[খ] সুবর্ণসদন।
মহা যোগপীঠ তাঁহা রত্নসিংহাসন॥ ৪৬
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দ-দেব নাম সাক্ষাৎ-মদন॥ ৪৭
রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলংকার॥ ৪৮
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন॥ ৪৯
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশ গুণ সর্ব জগতে প্রকাশ॥ ৫০
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুরবচন মধুরচেষ্টা অতি ধীর॥ ৫১
সভার সম্মান-কর্তা করেন সভার হিত।
কৌটিল্য[গ] মাৎসর্য হিংসা না জানে তাঁর চিত॥ ৫২
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।[ঘ]
সেই সব গুণ তাঁর শরীরে নিবাস॥ ৫৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮।১২)

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৫

অন্বয়—ভগবতি যস্য অকিঞ্চনা ভক্তিঃ অস্তি (ভগবানে যাঁহার নিষ্কামা ভক্তি আছে) ; তত্র সর্বৈঃ গুণৈঃ সুরাঃ সমাসতে (তাঁহাতে সেই ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত গুণের সহিত দেবগণ নিত্য বাস করেন) ; মনোরথেন বহিঃ (মনোরথদ্বারা বাহিরের) ; অসতি ধাবতঃ (অনিত্য বিষয়-সুখের দিকে ধাবমান) ; হরৌ (হরিতে) অভক্তস্য মহদ্‌গুণাঃ কুতঃ (অভক্ত ব্যক্তির মহদ্ গুণসমূহ কোথা হইতে আসিবে ?)।

অনুবাদ—ভগবানে যাঁর নিষ্কামা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সঙ্গে সকল দেবগণ তাঁর মধ্যে নিত্য বাস করেন। আর যে ব্যক্তির হরিতে ভক্তি নেই, তার মহদ্‌গুণ সব কোথায় ? যেহেতু, সে ব্যক্তি সর্বদা মনোরথের দ্বারা অসৎপথে অনিত্য-বিষয়-সুখাদিতে ধাবিত হয়।

পণ্ডিত গোঁসাঞি[ঙ]র শিষ্য অনন্ত আচার্য।
কৃষ্ণ-প্রেমময় তনু উদার মহা আর্য[চ]॥ ৫৪
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ঞিহো পণ্ডিত হরিদাস॥ ৫৫

[ক]শ্রীবৃন্দাবনদাস গ্রন্থের আয়তন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে কোনো কোনো লীলা সূত্রাকারে অর্থাৎ সংক্ষেপে বর্ণন করেন। তাই বৃন্দাবনদাস সে সকল লীলা বর্ণন করেননি, সেই সকল লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে আদেশ করলেন।

[খ]কল্পদ্রুমে—কল্পবৃক্ষের নীচে।

[গ]কৌটিল্য—কুটিলতা।

[ঘ]কৃষ্ণের সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ —শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তি-রসামৃত সিন্ধুতে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে যে পঞ্চাশটি প্রধান গুণের কথা জানিয়েছেন, সেগুলো হল— সুরম্যদেহ, সুলক্ষণযুক্ত, রুচিশীল, তেজস্বী, বলীয়ান, কৈশোর-বয়োযুক্ত, বিবিধ-অদ্ভুত-ভাষাবিদ্, সত্যবাক্, প্রিয়ংবদ, বাবদূক (শ্রবণপ্রিয় ও অখিল গুণান্বিত বাক্য-প্রয়োগে পটু), সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকালপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষু (যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম করেন), শুচি, বশী (জিতেন্দ্রিয়), স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান, সম, বদান্য, ধার্মিক, শূর, করুণ, মান্যমানকৃৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী, হ্রীমান (লজ্জাশীল), শরণাগত-পালক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ্য, সর্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, কীর্তিমান, রক্তলোক (অর্থাৎ লোকের অনুরাগ-ভাজন), সাধু-সমাশ্রয়, নারীগণ-মনোহারী, সর্বারাধ্য, সমৃদ্ধিমান, বরীয়ান ও ঈশ্বর।

[ঙ]পণ্ডিত গোসাঞি—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত।

[চ]আর্য—সরল।

চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥ ৫৬
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ॥ ৫৭
নিরন্তর শুনেন তিহোঁ চৈতন্যমঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব-সকল॥ ৫৮
কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যেই পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাঢ়ায় বৈষ্ণব আনন্দ॥[ক] ৫৯
তেহোঁ বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥ ৬০
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি॥ ৬১
যাদবাচার্য গোঁসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্য-চরিতে তিঁহো অতি বড় রঙ্গী॥ ৬২
পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোঁসাঞি।
গৌর-কথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাঞি॥ ৬৩
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥ ৬৪
আচার্য গোঁসাঞি[খ]র শিষ্য চক্রবর্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ॥ ৬৫
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত সদা করে পান।
মদনমোহন বিনা নাহি জানে আন॥ ৬৬
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সভার হৈল মন॥ ৬৭

[ক]পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করে সকলকে আনন্দ দান করতেন। ইনিই কবিরাজ গোস্বামীকে কৃপা করে আদেশ করেছিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শেষ লীলা বর্ণনা করতে।

[খ]আচার্য গোসাঞি—শ্রীল অদ্বৈত আচার্য।

মোরে আজ্ঞা করিল সভে করুণা করিয়া।
তাঁ-সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥ ৬৮
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে[গ] গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥ ৬৯
দরশন করি কৈলুঁ চরণ বন্দন।
গোঁসাঞিদাস পূজারী করেন চরণ সেবন॥ ৭০
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥ ৭১
সর্ব বৈষ্ণবের গণ হরিধ্বনি কৈল।
গোঁসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥ ৭২
আজ্ঞামালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাঁহাঞি করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥ ৭৩
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥ ৭৪
সেই লিখি মদনগোপাল যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥ ৭৫
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন॥ ৭৬
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥ ৭৭
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥ ৭৮
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস।
বৈষ্ণব আজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস॥ ৭৯
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল॥ ৮০
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৮১

[গ]মদনগোপাল— শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনমোহনকেই এখানে মদনগোপাল বলা হয়েছে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্॥ ১

অন্বয়—জগদ্‌গুরুং (জগদ্‌গুরু) ; তং শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে (সেই শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি) ; যস্য অনুকম্পয়া (যাঁহার—শ্রীকৃষ্ণ- চৈতন্যদেবের অনুগ্রহে) ; শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ (কুকুরও মহাসমুদ্র সাঁতার দিয়া পার হয়)।

অনুবাদ—যাঁর কৃপায় কুকুরও সাঁতার দিয়ে মহাসাগর পার হতে পারে, সেই জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥ ১
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্বাভীষ্ট-পূর্তি হেতু[ক] যাঁহার স্মরণ॥ ২
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ ৩
এসব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
জানি বা না জানি—করি আপন শোধন॥ ৪

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে॥ ২

অন্বয়—যঃ স্বয়ং মালাকারঃ (যিনি—যে শ্রীচৈতন্য নিজে মালাকার বা মালী) ; স্বয়ং প্রেমামরতরুঃ (নিজে প্রেমকল্পতরু) ; তৎফলানাং দাতা ভোক্তা চ (সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ—যিনি স্বয়ং মালী (উদ্যানপালক বা বৃক্ষরোপণকারী) এবং যিনি স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেম কল্পতরু ; আবার যিনি সেই বৃক্ষের ফলসকল দানও করেন, ভোজনও করেন, আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করি।

প্রভু কহে—আমি 'বিশ্বম্ভর'[খ] নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥ ৫
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম॥ ৬
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি-কল্পতরু[গ] রূপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি[ঘ]॥ ৭
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর[ঙ]।
ভক্তি-কল্পতরুর তেহোঁ প্রথম অঙ্কুর॥ ৮
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল॥ ৯
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥ ১০
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥ ১১
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ-তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥ ১২
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব-মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥[চ] ১৩
মধ্যমূল পরমানন্দ-পুরী মহাধীর।
অষ্টদিগে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির॥ ১৪
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥[ছ] ১৫
বিশ-বিশ[জ] শাখা করি এক এক মণ্ডল।

[ক]সর্বাভীষ্ট-পূর্তি হেতু—যাঁদের স্মরণ করলে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়।

[খ]বিশ্বম্ভর—বিশ্বকে ভরণ করেন যিনি, তিনি বিশ্বম্ভর।

[গ]ভক্তি-কল্পতরু—ভক্তিরূপ বৃক্ষেই প্রেমফল ধরে বলে প্রভু ভক্তিরূপ বৃক্ষ রোপণ করলেন।

[ঘ]সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি—ইচ্ছারূপ জল সেচন করেন।

[ঙ]কৃষ্ণপ্রেমপূর—কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্রতুল্য।

[চ]পরমানন্দপুরী-আদি নয়জন ভক্তিকল্পবৃক্ষের নয়টি শিকড়ের তুল্য, এই নয়জন শ্রীচৈতন্যরূপ বৃক্ষকে দৃঢ়বদ্ধ রেখেছিলেন।

[ছ]শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় করে শ্রীনিত্যানন্দাদি বহু পার্ষদ এবং এই সকল পার্ষদকে আশ্রয় করে আবার তাঁদের বহু শিষ্যানুশিষ্যাদি প্রেমবিতরণ করতে লাগলেন।

[জ]'বিশ বিশ'—'বিশ-বিশ' বাক্য বহুত্ব-বাচক।

মহা-মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড-সকল॥ ১৬
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ? ॥ ১৭
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম-অগণন।
আগেতে করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন॥ ১৮
বৃক্ষের উপরি শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম—আর নিত্যানন্দ॥ ১৯
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল॥ ২০
বড়শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
যত উপজিল তার কে করিবে লেখা॥ ২১
শিষ্য, প্রশিষ্য, আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন॥ ২২
উডুম্বর বৃক্ষে[ক] যৈছে ফলে সর্ব-অঙ্গে।
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে॥ ২৩
মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে॥ ২৪
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী—নাহি লয় মূল[খ]॥ ২৫
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন মণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥[গ] ২৬
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র॥ ২৭
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দিশে।
দরিদ্র[ঘ] কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥ ২৮
মালাকার কহে—শুন বৃক্ষ পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার॥ ২৯
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্বেন্দ্রিয়কর্ম।
স্থাবর[ঙ] হইয়া ধরে জঙ্গমের[চ] ধর্ম॥ ৩০
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
ব্যাপিল বাড়িয়া সভে সকল ভুবন॥ ৩১
একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥ ৩২
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহো পায় কেহো না পায় রহে মনে ভ্রম॥ ৩৩
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥ ৩৪
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥ ৩৫
আত্মইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥ ৩৬
অতএব সভে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে[ছ]॥ ৩৭
জগত ভরিয়া মোর হবে পুণ্য-খ্যাতি।
সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্তি॥ ৩৮
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥[জ] ৩৯

[ক]উডুম্বর বৃক্ষ—যজ্ঞডুমুর গাছ।

[খ]নাহি লয় মূল—মূল্য নেয় না।

[গ]ত্রিজগতের সমস্ত ধনরত্নকে একত্র করলেও একটি প্রেমফলের মূল্য হবে না, এমন যে দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম, শ্রীচৈতন্যদেব তা যাকে-তাকে দান করেছেন।

[ঘ]দরিদ্র—সাধন ভজনহীন ; প্রেমহীন ব্যক্তি।

[ঙ]স্থাবর—যা একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে না। যেমন—বৃক্ষ।

[চ]জঙ্গম—যা একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। যেমন—মানুষ।

কিন্তু অলৌকিক ভক্তি-বৃক্ষ স্থাবর হলেও জঙ্গমের মতো আচরণ করতে পারে।

[ছ]অজর-অমরে—যার জরা বা বৃদ্ধত্ব নেই ; যার মৃত্যু নেই। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেই জীব স্বরূপে অবস্থিত হয়ে অজর ও অমর হতে পারে।

[জ]পরোপকারেই মানব-জন্মের সার্থকতা। কিন্তু প্রকৃত পরোপকার কী ? জীবের মায়াবন্ধন ঘুচিয়ে কৃষ্ণপ্রেমদান করলেই জীবের চরম-পরোপকার হয়। আর ভারতভূমিতে জন্মের সার্থকতা হল—পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বেদ-পুরাণাদি পারমার্থিক শাস্ত্র এদেশেই জন্ম নিয়েছে—যে সমস্ত পুরাণাদি আস্বাদন করে জীবের মায়াবন্ধন ঘুচতে পারে। তাই পৃথিবীকে পথ প্রদর্শনের জন্য ভারতবর্ষকেই অগ্রণী হতে হবে। তাই, জীবের আত্যন্তিক উপকারের চেষ্টাতে ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম-লাভের সার্থকতা।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।৩৫)

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥ ৩

অন্বয় —**প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া বাচা** (প্রাণদ্বারা, অর্থদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা, বাক্যদ্বারা) ; **দেহিষু সদা শ্রেয়ঃ আচরণম্** (জীবগণের সর্বদা যে মঙ্গল আচরণ) ; **এতাবৎ ইহ দেহিনাং জন্মসাফল্যং** (ইহাই পৃথিবীতে জীবগণের জন্মের সফলতা)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকগণকে বললেন—'প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা জীবগণের সর্বদা যে মঙ্গল-আচরণ তাই-ই ইহজগতে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।'

বিষ্ণুপুরাণে—(৩।১২।৪৫)

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ ৪

অন্বয় —**ইহ পরত্র চ** (ইহ এবং পরকালে) ; **প্রাণিনাং উপকারায় যৎ** (প্রাণীগণের উপকারের নিমিত্ত যাহা) ; [ভবেৎ] (হয়) ; **মতিমান্ কর্মণা মনসা বাচা তদেব ভজেৎ** (বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্মদ্বারা, মনদ্বারা, বাক্যদ্বারা তাহাই করিবে)।

অনুবাদ—যা ইহকালে এবং পরকালে প্রাণীদের উপকারের জন্য হয় —বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্ম, মন এবং বাক্যদ্বারা তাই করবে।

তাৎপর্য—নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, বিপন্নকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা প্রভৃতি জীবের **ইহকালের** উপকার। আর নামকীর্তনাদি, ভাগবতীয় কথার আলোচনাদি এবং ভজনের উপদেশ দ্বারা যে পরোপকার তা **পরকালের** উপকার—এর ফলে জীবের মায়াবন্ধন ঘোচে।

মালী মনুষ্য—আমার নাহি রাজ্যধন।
ফলফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জন॥ ৪০
মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এইত ইচ্ছাতে।
সর্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥[ক] ৪১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।৩৩)

অহো এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥ ৫

অন্বয়—**অহো** (অহো) ; **সর্বাপ্রাণ্যুপজীবনং** (সর্ব প্রাণীর উপজীবিকা স্বরূপ) ; **এষাং** (এই সকল) ; [বৃক্ষাণাং] (বৃক্ষসমূহের) ; **জন্ম বরং** (জন্ম শ্রেষ্ঠ) ; **সুজনস্য ইব যেষাং** (সুজনের বা দয়ালু ব্যক্তির ন্যায় যাহাদের নিকট হইতে) ; **অর্থিনঃ** (প্রার্থী ব্যক্তিগণ) ; **বিমুখাঃ ন যান্তি** (বিমুখ হইয়া যায় না)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ বালকদের বললেন : 'অহো ! সমস্ত প্রাণীর উপজীবিকাস্বরূপ সমস্ত বৃক্ষের জন্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, সুজন বা দয়ালু ব্যক্তির কাছ থেকে প্রার্থী ব্যক্তিগণ (যাচকগণ) যেমন বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না, তেমনই এদের (বৃক্ষ) কাছ থেকেও যাচকগণ বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না।

এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার[খ]॥ ৪২
যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল॥ ৪৩
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥ ৪৪
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহ ত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার॥ ৪৫
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল॥[গ] ৪৬
সর্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান।

[ক]বৃক্ষ থেকে সমস্ত প্রাণীরই উপকার হয় বলে মহাপ্রভু মালী হয়েও বৃক্ষ হয়েছেন, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি সকলকেই প্রভু প্রেমদানের আদেশ দিয়েছেন।

[খ]বৃক্ষ-পরিবার—এখানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং তাঁদের শিষ্য, প্রশিষ্য, অনুশিষ্যদের বোঝানো হয়েছে। এঁদের কৃপায় সমস্ত লোকই কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হলেন।

[গ]মহাপ্রভু যে প্রেমে বিশ্ববাসীকে মত্ত করলেন, সেই প্রেমে প্রভু নিজেও মত্ত হলেন।

প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥ ৪৭
যে যে পূর্বে নিন্দা কৈল বলি 'মাতোয়াল'[ঘ]।
সেহো ফল খায় নাচে বোলে ভাল ভাল॥ ৪৮
এইত কহিল প্রেমফল-বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ॥ ৪৯
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৫০

[ঘ] 'মাতোয়াল'—মাতাল ; কৃষ্ণপ্রেমে মাতাল। যারা পূর্বে মহাপ্রভুকে মাতাল বলে নিন্দা করত, এখন তারাও কৃষ্ণপ্রেম পেয়ে মাতালের মতো নাচতে-গাইতে লাগল।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ভক্তিকল্পতরু-বর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যো নমোনমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্ ভবেৎ॥ ১

অন্বয়—শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ মধুপেভ্যঃ নমোনমঃ (শ্রীচৈতন্যদেবের পদকমলের মধুকরগণকে পুনপুন নমস্কার করি); যেষাং কথঞ্চিৎ আশ্রয়াৎ (যাঁহাদের কোনোরূপ আশ্রয় হইতে); শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাক্ ভবেৎ (কুকুরও সেই গন্ধভাগী হয়)।

অনুবাদ—শ্রীচৈতন্যদেবের পদকমলের মধুকর-গণকে পুনঃপুন নমস্কার করি, যাঁদের যে কোনো প্রকার আশ্রয়-প্রভাবে কুকুরও (নীচ বা অত্যন্ত হীন ব্যক্তিও) সেই গন্ধভাগী হয় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ-সেবার অধিকারী হতে পারে।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্য শাখার নাম বিবরণ॥ ২
চৈতন্য গোঁসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু গুরু ভাব তার না হয় নিশ্চয়॥ ৩
যত যত মহান্ত কৈল তাঁ সভার গণন।
কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘুক্রম॥ ৪
অতএব তাঁ সভারে করি নমস্কার।
নাম মাত্র করি, দোষ না লবে আমার॥ ৫

তথাহি

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফল প্রদান্॥ ২

অন্বয়—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপ প্রেমকল্পতরুর); শাখারূপান্ কৃষ্ণপ্রেম-ফলপ্রদান (শাখারূপ কৃষ্ণপ্রেমফলদাতা); প্রিয়ান্ ভক্তগণান্ বন্দে (প্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখা-রূপ কৃষ্ণ-প্রেম ফলদাতা প্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥ ৬
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাসদাসী গৃহ পরিকর॥ ৭
দুই শাখার উপশাখায় তাঁর সভার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্তন॥ ৮
চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা॥ ৯
আচার্য-রত্ন নাম ধরে এক বড় শাখা।
তাঁর পরিকর তাঁর শাখা উপশাখা॥ ১০
আচার্য-রত্নের নাম—শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবী ভাবে নাচিলা ঈশ্বর॥[ক] ১১
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি[খ] বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি॥ ১২
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা[গ] তাঁর সম কেহ নাঞি॥ ১৩
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য—তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখার উপশাখার লেখা॥ ১৪
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য॥ ১৫
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে॥ ১৬
দশ সহস্র গন্ধর্ব[ঘ] মোরে দেহ চন্দ্রমুখ[ঙ]।

[ক]শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে এক সময় মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলার অভিনয় করেছিলেন। সেখানে প্রথমে তিনি রুক্মিণী বেশে অভিনয় করেন ও পরে আদ্যাশক্তিবেশে নৃত্য করেন।

[খ]পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সঙ্গে মিলনের পূর্বে মহাপ্রভু এঁর নাম করে একদিন ক্রন্দন করেছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি বৃষভানুরাজ ছিলেন। গদাধর পণ্ডিত এঁর মন্ত্রশিষ্য।

[গ]তেঁহো লক্ষ্মীরূপা— তিনি (গদাধর পণ্ডিত) সর্ব লক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাস্বরূপা।

[ঘ]গন্ধর্ব—স্বর্গের গায়ক ; এঁরা নৃত্যগীতে অত্যন্ত পটু।

[ঙ]চন্দ্রমুখ—শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে সম্বোধন করে চন্দ্রমুখ বলা হয়েছে।

তারা গায় মুঞিঃ নাচি, তবে মোর সুখ॥ ১৭
প্রভু বোলে তুমি মোর পক্ষ[ক] এক শাখা।
আকাশে উড়িতাম যদি পাঁঙ আর পাখা॥ ১৮
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেহোঁ সত্যভামার স্বরূপ॥ ১৯
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন পালন।
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন॥[খ] ২০
দুই জনে খট্‌মটি[গ] লাগায় কোন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল॥ ২১
রাঘব পণ্ডিত[ঘ] প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ[ঙ]-কর॥ ২২
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী[চ] প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসী॥ ২৩
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে[ছ] ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত[জ] করিয়া॥ ২৪
বারমাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥ ২৫
যে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার॥ ২৬
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ॥ ২৭
চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য পুরন্দর।
পিতা করি যাঁরে বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥ ২৮
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেহোঁ কৈল বাক্যদণ্ড॥ ২৯
দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাল নদীয়া॥ ৩০
তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্করপণ্ডিত।
প্রভু 'পাদোপাধান'[ঝ] যাঁর নাম বিদিত॥ ৩১
সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভুপাদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস॥ ৩২
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল 'নৃসিংহানন্দ' করি॥ ৩৩
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর॥ ৩৪
শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটি[ঞ] ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য॥ ৩৫
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যার অন্ন মাগি কাড়ি খাইলা ভগবান্॥ ৩৬
নন্দন আচার্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত॥[ট] ৩৭

[ক] 'পক্ষ' — পাখা স্বরূপ এক শাখা।

[খ] জগদানন্দ প্রীতিবশত প্রভুকে বৈরাগ্যধর্ম ছাড়িয়ে বিষয় ভোগ করাতে চাইতেন। কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম নষ্ট হবে বলে এবং লোকনিন্দা হবে বলে প্রভু তাঁর কথা মানতেন না।

[গ] খট্‌মটি—সামান্য কথা, অথবা কথা-কাটাকাটি।

[ঘ] রাঘব পণ্ডিত—এঁর নিবাস পানিহাটিতে। ইনি [illegible]লীলায় ছিলেন ধনিষ্ঠাসখী।

[ঙ] মকরধ্বজ—দ্বাপর লীলার চন্দ্রমুখ নট।

[চ] দময়ন্তী —রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী ; ইনি দ্বাপরের [illegible] সখী।

[ছ] ঝালি—পেটরা।

[জ] গুপত—গুপ্ত।

[ঝ] 'পাদোপাধান' —পাদ-উপাধান অর্থাৎ পায়ের বালিশ।

[ঞ] দেউটি—মশাল।

[ট] শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে এসে প্রথমেই মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে নন্দন আচার্যের ঘরে লুকিয়ে ছিলেন। সপার্ষদ মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন।

আবার 'দুই প্রভু' বলতে মহাপ্রভু এবং অদ্বৈত প্রভুকেও বুঝাতে পারে। কারণ, অদ্বৈত প্রভুও একবার নন্দন আচার্যের ঘরে লুকিয়েছিলেন। একদিন মহাপ্রভু রামাই পণ্ডিতকে বললেন —'অদ্বৈত আচার্য যেন সস্ত্রীক পূজার সজ্জা নিয়ে নবদ্বীপে এসে আমার পূজা করেন।' প্রভুর আদেশ মতো অদ্বৈত আচার্য নবদ্বীপে এসে সস্ত্রীক নন্দন আচার্যের ঘরে লুকিয়ে রইলেন। মহাপ্রভু যদি তাঁর লুকিয়ে থাকার কথা বলতে পারেন এবং তাঁকে কোনো ঐশ্বর্য দেখান ও তাঁর মাথায় চরণ তুলে দেন, তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে—প্রভু সত্যিই তাঁর আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ। অদ্বৈত আচার্যের নির্দেশ মতো সব কথা গোপন রেখে রামাই পণ্ডিত প্রভুকে

শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।[ক]
যাঁহার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোঁসাঞি॥ ৩৮
বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয়॥ ৩৯
জগতে যতেক জীব—তার পাপ লৈয়া।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া॥ ৪০
হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেহোঁ লয়েন অপতিত[খ]॥ ৪১
তাঁহার অনন্ত গুণ—কহি দিঙ্মাত্র[গ]।
আচার্য গোঁসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র[ঘ]॥ ৪২
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নে যাঁর নহিল ভ্রূভঙ্গ॥ ৪৩
তিঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লৈয়া কোলে।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে॥ ৪৪
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ॥ ৪৫
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন॥ ৪৬
শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর॥ ৪৭
প্রতিগ্রহ[ঙ] না করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি[চ] করি করে কুটুম্বভরণ॥ ৪৮
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥ ৪৯
শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন॥ ৫০
শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি॥[ছ] ৫১
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভক্ত অন্তরঙ্গ।
প্রভু-স্থানে যাইতে সভে লয়েন যাঁর সঙ্গ॥ ৫২
প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া॥ ৫৩
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ-তিন স্বরূপে।
সাক্ষাৎ[জ], আবেশ[ঝ] আর আবির্ভাব[ঞ] রূপে॥ ৫৪
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্বিশেষ।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ॥ ৫৫
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর আগে নাম ছিল।

এসে বললেন —আচার্য এলেন না। অন্তর্যামী প্রভু রামাই পণ্ডিতকে দেখামাত্রই বললেন —'আচার্য আমাকে পরীক্ষা করতে চান ; যাও রামাই, নন্দন আচার্যের গৃহ থেকে তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।' রামাই পুনরায় গিয়ে বলতেই সস্ত্রীক অদ্বৈত আচার্য এসে উপস্থিত হলেন।

[ক]সমাধ্যায়ী—সহপাঠী।

[খ]অপতিত—নিয়ম ভঙ্গ না করে।

[গ]দিঙ্মাত্র—অতি সংক্ষেপে।

[ঘ]শ্রাদ্ধপাত্র— অদ্বৈতপ্রভু পিতৃশ্রাদ্ধ করে হরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করে শ্রাদ্ধপাত্রের অন্ন ভোজন করিয়েছিলেন। অথচ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাউকেও তা ভোজন করানো শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এর জন্য অদ্বৈত প্রভুর কুটুম্বগণ নিজেদেরকে অপমানিত বোধ করে সেই দিন তাঁর গৃহে ভোজন করলেন না ; ফলে অদ্বৈতপ্রভুও সেইদিন সপরিবারে উপবাসী রইলেন। তাঁর কুটুম্বগণ পরে তাদের ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে আগের দিনের বাসি অন্ন খেতেই স্বীকৃত হলেন এবং সকলে মিলে হরিদাসের গোঁফায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

[ঙ]প্রতিগ্রহ—অন্যের দানগ্রহণ।

[চ]আত্মবৃত্তি—পারিবারিক ব্যবসা ; কবিরাজী।

[ছ]কীর্তন বিদ্বেষী কাজীকে গোপীভাবে আবিষ্ট গদাধরদাস 'হরি হরি' ধ্বনি বলিয়ে ছেড়েছিলেন।

[জ]সাক্ষাৎ—সকলের দৃশ্যমান প্রকটরূপ।

[ঝ]আবেশ — কখনো কখনো কোনো শুদ্ধচিত্ত ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের শক্তি সংক্রামিত হলে তাঁর অলৌকিক রূপ, অলৌকিক আচরণ প্রকাশ পায়। এটাই ভগবানের আবেশ।

[ঞ]আবির্ভাব — ভগবান কৃপাবশত কখনো কোনো ভক্তকে যদি তাঁর নিজ রূপ দেখান, তখন কেবল ভক্তই তাঁকে দেখতে পান, অন্য কেউ দেখতে পায় না, এইভাবে যে আত্মপ্রকট, তাকে ভগবানের আবির্ভাব বলে। সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব — এই তিন রূপে ভগবান ভক্তগণকে কৃপা করেন।

নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেতে রাখিল॥ ৫৬
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব॥ ৫৭
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ॥ ৫৮
শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি চৈতন্যের অনুচর॥ ৫৯
চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের—প্রভুর ভক্তশূর[ক]॥ ৬০
শ্রীবল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥ ৬১
প্রভু-প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত॥ ৬২
শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আঁখরিয়া[খ]।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়া॥ ৬৩
'রত্নবাহু' বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম॥ ৬৪
খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥ ৬৫
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল॥ ৬৬
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্বে হৈলা অধিষ্ঠিত॥ ৬৭
জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥ ৬৮
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে॥ ৬৯
প্রভুর পঢ়ুয়া দুই—পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়॥ ৭০
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোনার মুষল হল দেখিল প্রভুর হাথে॥ ৭১

[ক]ভক্তশূর—প্রধান ভক্ত।

[খ]আঁখরিয়া—যিনি অন্য পুঁথি দেখে পুঁথি নকল করেন।

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক প্রধান॥ ৭২
গরুড় পণ্ডিত লয়ে শ্রীনাম মঙ্গল।
নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল॥ ৭৩
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
'অক্রূর' বলি প্রভু যাঁরে করে পরিহাস॥ ৭৪
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে॥ ৭৫
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥ ৭৬
এই সব মহাশাখা চৈতন্যকৃপাধাম।
প্রেমফল-ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান॥ ৭৭
কুলীন-গ্রামবাসী— সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ॥ ৭৮
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী-জন।
সবেই চৈতন্য-ভৃত্য চৈতন্যপ্রাণধন॥ ৭৯
প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥ ৮০
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥ ৮১
অনুপম-বল্লভ[গ], শ্রীরূপ, সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্বোত্তম॥ ৮২
তার মধ্যে রূপ-সনাতন বড় শাখা।
অনুপম-জীব-রাজেন্দ্রাদি[ঘ] উপশাখা॥ ৮৩
মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাঢ়িল।
বাঢ়িয়া পশ্চিম দিশা সব আচ্ছাদিল॥ ৮৪
আ-সিন্ধুনদী তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥ ৮৫
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।

[গ]অনুপম বল্লভ—ইনি শ্রীরূপ-সনাতনের ভাই, শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা।

[ঘ]রাজেন্দ্র—কেউ কেউ বলেন ইনি শ্রীসনাতন গোস্বামীর পুত্র ; কিন্তু শ্রীসনাতন গোস্বামীর কোনো পুত্র ছিল বলে নিশ্চিত জানা যায় না।

প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥ ৮৬
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার[ক]।
তাহা প্রকাশিল দোঁহে ভক্তি সদাচার॥ ৮৭
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্তি সেবার প্রচার॥ ৮৮
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব ত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥ ৮৯
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাথে।
প্রভুর গুপ্তসেবা[খ] কৈল স্বরূপের সাথে॥ ৯০
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥ ৯১
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত[গ] করিয়া॥ ৯২
এইত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে।
আসি রূপ সনাতনের বন্দিলা চরণে॥ ৯৩
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥ ৯৪
মহাপ্রভুর লীলা যত—বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥ ৯৫
অন্ন জল ত্যাগ কৈল অনন্যকথন।
পল[ঘ] দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥ ৯৬
সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম[ঙ]॥ ৯৭

[ক]মূঢ় অনাচার—সদাচারবিহীন ভক্তি-বিষয়ে অজ্ঞ।

[খ]গুপ্তসেবা —স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে রঘুনাথদাসও সকলের অগোচরে রাত্রিকালে প্রভুর পাদ-সংবাহনাদি সেবা করতেন ; সে দৃশ্য কেউ দেখতে পেত না বলে একে 'গুপ্ত সেবা' বলা হয়েছে।

[গ]ভৃগুপাত —পর্বতের উপর থেকে ইচ্ছাপূর্বক পড়ে প্রাণত্যাগ করাকে ভৃগুপাত বলে।

[ঘ]পল —আট তোলায় এক পল। রঘুনাথদাস গোস্বামী দুই-তিন পল (তিন-চার ছটাক) মাঠা খেয়েই জীবনধারণ করতেন, আর কিছু খেতেন না।

[ঙ]পরণাম—প্রণাম।

রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥ ৯৮
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান[চ]।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥ ৯৯
সার্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে॥ ১০০
তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ[ছ] দাস প্রভু যে আমার॥ ১০১
ইহা সভার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন॥ ১০২
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম।
রূপ সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম আলাপন॥ ১০৩
শঙ্করারণ্য আচার্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখা লেখা॥ ১০৪
শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন॥ ১০৫
জগন্নাথ আচার্য প্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তেহোঁ কৈল গঙ্গাবাস॥ ১০৬
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবর॥ ১০৭
শ্রীনাথ-মিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্॥ ১০৮
সুবুদ্ধি-মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমলনয়ন।
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন॥ ১০৯
পুরুষোত্তম শ্রীগালিম[জ] জগন্নাথ দাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস॥ ১১০

[চ]অপতিত স্নান—যে স্নানের নিয়ম একদিনও ভঙ্গ হয়নি।

[ছ]সেই রঘুনাথ—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর রাগানুগা ভজনের শিক্ষাগুরু হওয়ায় তাঁকে তিনি প্রভু বলে উল্লেখ করেছেন।

[জ]শ্রীগালিম— যিনি অনেক বক্তৃতা করতে পারেন, তাঁকে গালিম বলে। বহুবক্তা জগন্নাথ দাসকে তাই শ্রীগালিম বলা হয়েছে।

রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য ঠাকুর সারঙ্গ দাস॥ ১১১
জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য আর বিপ্র বাণীনাথ॥ ১১২
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ সভার কীর্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই॥ ১১৩
রামদাস অভিরাম[ক]—সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের[খ] কাষ্ঠ হাথে লৈয়া কৈলা বাঁশী॥ ১১৪
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা॥ ১১৫
রামদাস, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥ ১১৬
ভাগবতাচার্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন॥ ১১৭
মহা কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিতপাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই॥ ১১৮
গৌরদেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত না যায় গণন॥ ১১৯
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু-সঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভু সেবা কৈল নানা রঙ্গে॥ ১২০
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে সে সভার করিয়ে কথন॥ ১২১
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে যত ভক্তগণ।
সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন॥ ১২২

[ক]রামদাস অভিরাম—রামদাসের অপর নাম অভিরাম; তাঁর ছিল সখ্যভাব।

[খ]সাঙ্গা—একখণ্ড কাঠের মাঝখানে কোনো ভারী বস্তু বেঁধে দুজনে দুপাশে ধরে নিয়ে গেলে ওই কাঠের খণ্ডকে সঙ্গা বলে। এরকম ষোলো খানা সাঙ্গের সমান যে কাঠ, যা বহন করতে বত্রিশ জন লোকের দরকার, অভিরামদাস অনায়াসে এরকম একখণ্ড কাঠ হাতে তুলে নিয়ে বাঁশীর মতো মুখের সামনে ধরে রাখতে পারতেন। ইনি ব্রজলীলায় শ্রীদাম সখা ছিলেন।

পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥ ১২৩
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস॥ ১২৪
ইত্যাদিক পূর্ব সঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন॥ ১২৫
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ[গ] প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি॥ ১২৬
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণ এবে করিয়ে গণন॥ ১২৭
বড়শাখা ভক্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য॥ ১২৮
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ॥ ১২৯
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু,[ঘ] পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন॥ ১৩০
রামানন্দ রায় পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ॥ ১৩১
এই পঞ্চপুত্র তোমার—মোর প্রিয় পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র॥ ১৩২
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র[ঙ] কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ॥ ১৩৩
ভগবান্ আচার্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখি-মাহিতি আর মুরারি-মাহিতি॥ ১৩৪
মাধবীদেবী শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি॥ ১৩৫
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥ ১৩৬
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।

[গ]প্রত্যব্দ—প্রতি বছর রথযাত্রা উপলক্ষে।

[ঘ]তুমি পাণ্ডু—রায় ভবানন্দকে বলা হয়েছে।

[ঙ]ওড্র—উড়িষ্যাবাসী।

নীলাচলে প্রভু সঙ্গে মিলিলা আসিয়া॥ ১৩৭
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে॥[ক] ১৩৮
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে চলে আগে কাশীশ্বর॥ ১৩৯
অপরশ[খ] যায় গোঁসাঞি মনুষ্যগহনে।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে॥ ১৪০
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥ ১৪১
বাইশ ঘড়া[গ] জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দ আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥ ১৪২
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈলা দক্ষিণ গমন॥ ১৪৩
বলভদ্র ভট্টাচার্য ভক্তি অধিকারী।
মথুরা গমনে প্রভুর যেহোঁ ব্রহ্মচারী॥ ১৪৪
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥ ১৪৫
রামভদ্রাচার্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন আচার্য আর রঘু নীলাম্বর॥ ১৪৬
শিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥ ১৪৭
শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয়॥ ১৪৮

[ক]শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী তাঁর দুই সেবক কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে আদেশ করেছিলেন নীলাচলে গিয়ে শ্রীচৈতন্যের সেবা করতে। লৌকিক লীলায় এঁরা দু'জন শ্রীগুরুদেবের সেবক হওয়ায় প্রভু তাঁদের সেবা গ্রহণ করতেন না, কিন্তু গুরুদেবের আদেশ বলে প্রভু তাঁদের সেবা গ্রহণে রাজি হলেন।

[খ]অপরশ—অন্য কাউকেও স্পর্শ না করে।

[গ]বাইশ ঘড়া—প্রভুর ব্যবহারের জন্য রামাই প্রতিদিন বাইশ কলস জল আনতেন।

নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সভের প্রভু সঙ্গে নীলাচলে বাস॥ ১৪৯
বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন॥ ১৫০
রঘুনাথ ভট্টাচার্য[ঘ]—মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥ ১৫১
চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥ ১৫২
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট মার্জন আর পাদসংবাহন॥ ১৫৩
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভু-স্থানে।
অষ্ট মাস রহিল, ভিক্ষা দেন[ঙ] কোন দিনে॥ ১৫৪
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ গোঁসাঞির নিকটে রহিলা॥ ১৫৫
তাঁর স্থানে রূপ গোঁসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিহোঁ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত॥ ১৫৬
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন॥ ১৫৭
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য—তাঁর উপডাল॥ ১৫৮
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণ-প্রেম-জলে॥ ১৫৯
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্র বদনে যার দিতে নারে সীমা॥ ১৬০
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ।
সমগ্র গণিতে নারে আপনে অনন্ত॥ ১৬১
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬২

[ঘ]রঘুনাথ ভট্টাচার্য—তপন মিশ্রের পুত্র।

[ঙ]ভিক্ষা দেন—কোনো কোনো দিন রঘুনাথ ভট্টাচার্য নিজে রান্না করে প্রভুকে আহার করাতেন।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং মূলস্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া॥ ১

অন্বয়—প্রেমমধূন্মদান্ অখিলান (প্রেমরূপ মধুপানে উন্মত্ত সমস্ত) ; নিত্যানন্দ পদাম্ভোজভৃঙ্গান্ নত্বা (শ্রীনিত্যানন্দের চরণকমলের মধুকরগণকে নমস্কার করিয়া) ; তেষু মুখ্যাঃ কতিচিৎ (তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজন) ; ময়া লিখ্যন্তে (আমা কর্তৃক লিখিত হইতেছেন)।

অনুবাদ—প্রেমমধুপানে উন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দের চরণকমলের সমস্ত মধুকরগণকে নমস্কার করে তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজনের পরিচয় লিখছি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ধন্য॥ ১

তথাহি—

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎ-প্রেমামর-শাখিনঃ।
উর্ধ্বস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নু মঃ॥ ২

অন্বয়—তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের) ; উর্ধ্বস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ (উর্ধ্বস্কন্ধরূপ অবধূতচন্দ্রের শ্রীনিত্যানন্দরূপ উর্ধ্বস্কন্ধের) ; শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ (শাখারূপ অনুগত ভক্তগণকে আমরা নমস্কার করি)।

অনুবাদ — সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্প বৃক্ষের উর্ধ্বস্কন্ধরূপ অবধূত নিত্যানন্দচন্দ্রের শাখারূপ অনুগত ভক্তগণকে আমরা নমস্কার করছি।

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর॥ ২
মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাঢ়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি ছাইল ভুবন॥ ৩
অসংখ্য অনন্তগণ—কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন॥ ৪
শ্রীবীরভদ্র গোঁসাঞি[ক] স্কন্ধমহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥ ৫
ঈশ্বর হইয়া কহায় 'মহাভাগবত'।
বেদধর্মাতীত হৈয়া বেদধর্মে রত॥ ৬
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপে তেহোঁ মূল স্তম্ভ॥ ৭
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা মহিমা হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥ ৮
সেই বীরভদ্র গোঁসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ॥[খ] ৯
শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোঁসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥ ১০
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে॥ ১১
অতএব দুইগণে দোঁহার গণন।
মাধব-বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥ ১২
রামদাস মুখ্য শাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈল বাঁশী॥ ১৩
গদাধরদাস[গ] গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ॥ ১৪
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥ ১৫
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥ ১৬
মুরারি চৈতন্য দাসের[ঘ] অলৌকিক লীলা।

[ক]শ্রীবীরভদ্র গোঁসাঞি—শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র।

[খ]ঈশ্বরতত্ত্ব হয়েও শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী ভক্তভাব অঙ্গীকার করে সকল জগতে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের নাম-গুণকীর্তন করেছেন।

[গ]গদাধরদাস—ইনি ব্রজলীলায় শ্রীরাধা বিভূতিস্বরূপা চন্দ্রকান্তি সখী ছিলেন। এঁর গৃহে নিত্যানন্দপ্রভু একসময় দানখণ্ড লীলায় নৃত্য করেছিলেন।

[ঘ]মুরারি চৈতন্য দাস—শ্রীল মুরারি পণ্ডিতের অপর এক নাম চৈতন্য দাস। ইনি কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে অনেক অলৌকিক লীলা করেছেন।

ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা॥ ১৭
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ—শিরে শিখিপাখা॥ ১৮
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি হয়॥ ১৯
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের সখা-ভৃত্য মর্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম॥ ২০
কমলাকর পিপ্পলাইর অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত॥ ২১
সূর্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস—প্রেমের নিবাস॥ ২২
গৌরীদাস পণ্ডিত[ক] যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি[খ]।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥ ২৩
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি কুল পাঁতি[গ]।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি॥ ২৪
নিত্যানন্দ প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর[ঘ]॥ ২৫
পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়—তাঁরে যে করে স্মরণ॥ ২৬
জগদীশ পণ্ডিত হয় জগত পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন[ঙ]॥ ২৭
নিত্যানন্দ প্রিয় ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥ ২৮

[ক]গৌরীদাসপণ্ডিত—ইনি ছিলেন ব্রজের সুবল সখা ; কালনার নিকটবর্তী অম্বিকায় এঁর শ্রীপাট।

[খ]প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি—শাসনের দণ্ড উর্ধ্বে উত্থিত হতে দেখে যেমন দুর্জনেরা পালায়, গৌরীদাস পণ্ডিতের তীব্র ভক্তির প্রভাব দেখেও তেমনি ভক্তিহীনেরা দূরে পালিয়ে যেত।

[গ]পাঁতি—পংক্তি ; সদ্ব্রাহ্মণের সঙ্গে পংক্তিভোজনের সম্মান।

[ঘ]মন্দর—মন্দর পর্বত, যাকে দেবতা-অসুরগণ মন্থনদণ্ড করে সমুদ্র মন্থন করেছিল। পুরন্দর পণ্ডিত যেন প্রেমসমুদ্রের মন্থনদণ্ড অর্থাৎ সর্বক্ষণই তিনি প্রেমসমুদ্রে মগ্ন থাকতেন।

[ঙ]বর্ষা ঘন—বর্ষাকালের মেঘ।

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে—প্রেমে মাতোয়াল॥ ২৯
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥ ৩০
বলরাম দাস কৃষ্ণ-প্রেম-রসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥ ৩১
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥ ৩২
রাঢ়ে জন্ম যার কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিহোঁ পরম কিঙ্কর॥ ৩৩
কালা কৃষ্ণদাস[চ] বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনু নাহি জানে আন॥ ৩৪
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়॥ ৩৫
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ-সনে॥ ৩৬
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে বহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপুর॥ ৩৭
মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥ ৩৮
আচার্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী।
পূর্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ পুরী॥ ৩৯
শ্রীবিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্বে যাঁর ঘরে ছিল নিত্যানন্দ গোঁসাঞি॥ ৪০
নিত্যানন্দ-ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায়॥ ৪১
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥ ৪২
নারায়ণ, কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর॥ ৪৩
বিহারী কৃষ্ণদাস[ছ] নিত্যানন্দ প্রভু-প্রাণ।

[চ]কালা কৃষ্ণদাস—মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে ইনি সঙ্গী ছিলেন।

[ছ]বিহারী কৃষ্ণদাস—এই কৃষ্ণদাস সম্ভবত বিহারবাসী।

শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন॥ ৪৪
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর॥ ৪৫
শ্রীমন্ত গোকুল দাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ॥ ৪৬
বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন॥ ৪৭
কংসারি-সেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ তিন কবিরাজ॥ ৪৮
পীতাম্বর মাধবাচার্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥ ৪৯
নর্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস॥ ৫০
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিহোঁ করিলা রচন॥ ৫১
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥ ৫২
সর্বশাখা শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র[ক] গোঁসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাঞি॥ ৫৩
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতা হেতু লিখিল কথোজন॥ ৫৪
এই সর্বশাখা পূর্ণ পক্ব-প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে॥ ৫৫
অনর্গল প্রেম সভার—চেষ্টা অনর্গল[খ]।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল॥ ৫৬
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দগণ।
যাঁহার অবধি না পায় সহস্রবদন॥ ৫৭
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৫৮

[ক]শ্রীবীরভদ্র—শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান এবং পয়োব্ধিশায়ীর অবতার বলে নিত্যানন্দরূপ স্কন্ধের শাখাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

[খ]অনর্গল—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে প্রেমবিতরণে কোনো স্থানে তাঁরা কোনো রকম বাধাবিঘ্নের মুখোমুখি হননি।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং শ্রীনিত্যানন্দস্কন্ধ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্॥ ১

অন্বয়—সারাসারভৃতঃ অখিলান্ (সার ও অসার গ্রহণকারী সমস্ত) ; অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ (শ্রীঅদ্বৈতের চরণকমলের মধুকররূপ ভক্তবৃন্দের মধ্যে) ; তান্ অসারান্ হিত্বা (সেই অসারমত গ্রহণকারীদিগকে ত্যাগ করিয়া) ; চৈতন্যজীবনান্ সারভৃতঃ নৌমি (শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ সারগ্রাহী ভক্তগণকে নমস্কার করি)।

অনুবাদ—সার ও অসার গ্রহণকারী শ্রীঅদ্বৈতের চরণকমলের মধুকররূপ সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে অসারমত গ্রহণকারীদেরকে ত্যাগ করে, শ্রীচৈতন্যগত-প্রাণ সারগ্রাহী ভক্তগণকে নমস্কার করি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥ ১

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়-স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্যাশাখারূপান্ গণান্নুমঃ॥ ২

অন্বয়—শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ দ্বিতীয়-স্কন্ধরূপিণঃ (শ্রীচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধরূপ) ; শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্র শাখারূপান্ (শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রের শাখা-রূপ) ; গণান্ নুমঃ (পরিকরবর্গকে আমরা নমস্কার করি)।

অনুবাদ—শ্রীচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধরূপ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের শাখারূপ পরিকরবর্গকে আমরা নমস্কার করি।

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য গোঁসাঞি।
তাঁর যত শাখা হৈল তার অন্ত নাই॥ ২
চৈতন্য-মালীর কৃপা জলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাঢ়ে দিনে দিনে॥ ৩
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেম-ফলে জগত ভরিল॥ ৪
সেই জল স্কন্ধে করে শাখায় সঞ্চার।
ফল ফুলে বাঢ়ে শাখা হইল বিস্তার॥ ৫
প্রথমেতে একমত[ক] আচার্যের গণ।
পাছে দুইমত[খ] হৈল দৈবের কারণ[গ]॥ ৬
কেহো ত আচার্য আজ্ঞায় কেহো ত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র॥ ৭
আচার্যের মত যেই সেই মত 'সার'।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত 'অসার'॥ ৮
অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥ ৯
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা[ঘ] সহিতে।
পাছে পাতনা উড়াইয়া সংস্কার করিতে॥ ১০
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্যচরণ॥ ১১
চৈতন্য-গোঁসাঞির গুরু কেশব-ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥ ১২
জগদ্‌গুরুতে কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ॥ ১৩
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোঁসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য—এই কোন শাস্ত্রে নাই॥ ১৪
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইল আচার্য সন্তোষ অপার॥[ঙ] ১৫

[ক]একমত—ভক্তিই সর্বসাধন শ্রেষ্ঠ—এই মতাবলম্বী।

[খ]দুইমত—শ্রীঅদ্বৈতের কোনো কোনো শিষ্য জ্ঞানমার্গী এবং কোনো কোনো শিষ্য ভক্তিমার্গী হলেন। এঁদের মধ্যে অদ্বৈতের অভিপ্রেত অনুযায়ী ভক্তিমার্গাবলম্বীরাই সার বা শ্রেষ্ঠ।

[গ]দৈবের কারণ—পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলের জন্য।

[ঘ]পাতনা—চিটা ধান।

[ঙ]শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দের পাঁচ বছর বয়সে তাঁদের গৃহে এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কথাবার্তা প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন—'শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু কে ?' শ্রীঅদ্বৈত উত্তরে কেশবভারতী বলায় অচ্যুতানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলেন—'তোমার মতো লোকের এমন কথায় জগতের বিশেষ অনিষ্ট হবে। শ্রীগৌরাঙ্গ চতুর্দশ ভুবনের গুরু।'

কৃষ্ণমিশ্র নামে আর আচার্য তনয়।
চৈতন্য-গোঁসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥ ১৬
শ্রীগোপাল নামে আর আচার্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত॥ ১৭
গুণ্ডিচা মন্দিরে[ক] মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্তনে নর্তন করে বড় প্রেমসুখে॥ ১৮
নানা ভাবোদগম দেহে অদ্ভুত নর্তন।
দুই গোঁসাঞি হরি বোলে আনন্দিত মন॥ ১৯
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইয়া মূর্ছিত।
ভূমিতে পড়িলা দেহে নাহিক সম্বিত॥ ২০
দুঃখিত হইল আচার্য পুত্র কোলে লঞা।
রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া॥ ২১
নানা মন্ত্র পঢ়েন আচার্য না হয় চেতন।
দুঃখী হইয়া আচার্য করেন ক্রন্দন॥ ২২
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল ! কৈল বোল 'হরি হরি'॥ ২৩
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ-ধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হৈয়া সভে করে হরিধ্বনি॥ ২৪
আচার্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্রস্বরূপ শাখা জগদীশ নাম॥ ২৫
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য-কিঙ্কর।
আচার্যের ব্যবহার[খ] তাঁহার গোচর॥ ২৬
নীলাচলে তেহোঁ এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিলা পাঠাইয়া॥ ২৭
সেইত পত্রীর কথা আচার্য নাহি জানে।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে॥ ২৮
সেই পত্রীতে লেখা আছে এইত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্যেরে করিয়াছে স্থাপন॥ ২৯
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি তঙ্কা শত তিন॥ ৩০
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হল দুখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চন্দ্রমুখ॥ ৩১
আচার্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য দৈবত ঈশ্বর॥ ৩২
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥ ৩৩
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল ইঁহা আজ হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসেরে[গ] না দিবে আসিতে॥ ৩৪
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হইল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য হর্ষিত॥ ৩৫
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্॥ ৩৬
পূর্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান॥ ৩৭
'মুক্তি' শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥ ৩৮
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ॥[ঘ] ৩৯
যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।[ঙ]
সে দণ্ড-প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি ? ৪০

[ক]গুণ্ডিচা মন্দিরে—পুরীর গুণ্ডিচামন্দিরে, যেখানে প্রতিবছর রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথদেব আসেন।

[খ]আচার্যের ব্যবহার —শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সাংসারিক আয়, ব্যয় প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয় কমলাকান্ত বিশ্বাস তদারকি করতেন। আচার্য এক সময় কিছু ঋণগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর অগোচরে কমলাকান্ত উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে একটা পত্র লিখেছিলেন।

[গ]বাউলিয়া বিশ্বাস—পাগলা কমলাকান্ত বিশ্বাস।

[ঘ]যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান শ্রীমুকুন্দ—মহাপ্রকাশের সময়ে প্রভু সকলকে ডেকে কৃপা করেছিলেন, কেবল মুকুন্দ দত্তকে ডাকেননি। কারণ, মুকুন্দ যখন জ্ঞানমার্গীদের কাছে যায় তখন তাদের মতো কথা বলে, আবার যখন ভক্তদের কাছে যায়, তখন ভক্তির কথা বলে। মুকুন্দ যেন আমার সামনে না আসে। মুকুন্দ এ কথা শুনে দেহত্যাগের সংকল্প করেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করেন —কখনো প্রভুর দর্শন পাবেন কি না। প্রভু বললেন—'আর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইবি নিশ্চয় ॥' এই নিশ্চিত প্রাপ্তির কথা শুনে মুকুন্দ আনন্দে নাচতে লাগলেন। মুকুন্দের কাণ্ড দেখে—'প্রভু হাসে বিশ্বগুরু। আজ্ঞা হৈল—মুকুন্দেরে আনহ সত্বর।' তখনই প্রভুর দর্শন পেলেন মুকুন্দ।

[ঙ]শ্রীশচী ভাগ্যবতী—শচীমাতার প্রতি প্রভুর অত্যন্ত কৃপা

এত কহি আচার্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ॥ ৪১
প্রভুকে কহেন তোমার না বুঝিয়ে লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা॥ ৪২
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ॥ ৪৩
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা॥ ৪৪
আচার্য কহে—ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুই প্রকারেতে[ক] করে মোরে বিড়ম্বন॥ ৪৫
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দোঁহার অন্তর কথা দোঁহে সে বুঝিল॥ ৪৬
প্রভু কহে—বাউলিয়া ঐছে কাহে কর।
আচার্যের লজ্জা ধর্মহানি[খ] সে আচর॥ ৪৭
প্রতিগ্রহ[গ] না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর[ঘ] অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥ ৪৮
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন॥ ৪৯
লোকলজ্জা হয় ধর্ম কীর্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥ ৫০
এই শিক্ষা সভাকারে সভে মনে কৈল।
আচার্য গোঁসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥ ৫১
আচার্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য সমুঝে॥ ৫২
এইত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার।
গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে নারি লিখিবার॥ ৫৩
শ্রীযদুনন্দনাচার্য[ঙ] অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা উপশাখা নাহি হয় লেখা॥ ৫৪
বাসুদেব দত্তের তেহোঁ কৃপার ভাজন।
সর্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ॥ ৫৫
ভাগবতাচার্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য।
চক্রপাণি আচার্য আর অনন্ত-আচার্য॥ ৫৬
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥ ৫৭
জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ॥ ৫৮
যাদব দাস বিজয় দাস দাস জনার্দন।
অনন্ত দাস কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ॥ ৫৯
শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণ দাস॥ ৬০
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥ ৬১
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥ ৬২
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লৈব নাম॥ ৬৩
মালিদত্ত[চ] জল অদ্বৈত স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল ফল পায়॥ ৬৪

ছিল বলে তাঁকে শাস্তি দিয়ে সংশোধন করে নিয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নেওয়ায় শচীমাতার ধারণা হয় শ্রীঅদ্বৈতই তাঁর পুত্রের মনে বৈরাগ্যের জন্ম দিয়েছে। পরে বিশ্বম্ভরও শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে প্রায় সর্বক্ষণ থাকায় শচীমায়ের মনে আশঙ্কা হল—'এহো পুত্র নিল মোর আচার্য গোসাঞি।' শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি অপ্রসন্ন ভাব পোষণ করায় শচীমায়ের বৈষ্ণব-অপরাধ হয়েছে বলে মহাপ্রভু মনে করলেন। তাই মহা প্রকাশের কালে তিনি শচীমাতাকে প্রেম দেননি। অবশ্য, শ্রীঅদ্বৈতের নিকট থেকে অপরাধ ক্ষমা পাওয়ার পরে শচীমাতা প্রভুর প্রেম পেয়েছিলেন।

[ক]দুই প্রকারেতে —কমলাকান্ত শ্রীঅদ্বৈতকে দু-রকমে বিড়ম্বনা করেছে। প্রথমত, তাঁকে না জানিয়ে প্রতাপরুদ্রের নিকট পত্রপ্রেরণ ; দ্বিতীয়ত তাঁকে সেই পত্রে ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা।

[খ]লজ্জা ধর্মহানি—ঋণ পরিশোধের জন্য কারো সাহায্য-প্রার্থী হলে নিজের অভাব এবং হীনতা প্রকাশ হেতু লজ্জার হানি হয়। আর রাজার অর্থ গ্রহণ করলে ধর্মের হানি হয়।

[গ]প্রতিগ্রহ—দানগ্রহণ।

[ঘ]বিষয়ী —ধন-জন-পুত্র-কুটুম্ব প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ভোগের বস্তু হল বিষয়, সেই বিষয়ে যার চিত্ত অত্যন্ত আসক্ত, তিনি হলেন বিষয়ী।

[ঙ]শ্রীযদুনন্দনাচার্য—ইনি শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

[চ]মালীদত্ত—শ্রীচৈতন্যের দেওয়া জল।

ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ॥ ৬৫
যে জন্মাইল জিয়াইল—তারে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল॥ ৬৬
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে॥ ৬৭
চৈতন্য-রহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠসম।
জীবিতেই মৃত সেই দণ্ডে তারে যম॥ ৬৮
কেবল এ-গণ প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই—সেই ত পাষণ্ড॥ ৬৯
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই তার এই গতি॥ ৭০
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্যের গণ মহাভাগবত॥ ৭১
অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।
আর যত মত—সব হৈল ছারখার॥ ৭২
সেই সেই আচার্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥ ৭৩
সেই আচার্যের গণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার॥ ৭৪
এইত কহিল আচার্য-গোঁসাঞির গণ।
তিন স্কন্ধ শাখার[ক] কৈল সংক্ষেপ কথন॥ ৭৫
শাখা উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন॥ ৭৬
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন॥ ৭৭
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য হরিদাস ব্রহ্মচারী॥ ৭৮
অনন্ত আচার্য কবিদত্ত মিশ্রনয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর[খ] কণ্ঠাভরণ॥ ৭৯
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর ভাগবত দাস।
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস॥ ৮০
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময়॥ ৮১
শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধব দাস।
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস॥ ৮২
শ্রীহরি আচার্য সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল॥ ৮৩
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ॥ ৮৪
চক্রবর্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল পায়ে যাঁহার বিশ্রাম॥ ৮৫
অমোঘ পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ।
শ্রীযদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব॥ ৮৬
এইত কহিল পণ্ডিত গোঁসাঞির গণ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন॥ ৮৭
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সভার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥ ৮৮
এই তিন স্কন্ধের শাখা সংক্ষেপ গণন।
যাঁ সভা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন॥ ৮৯
যাঁ সভার স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ সভার স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ ৯০
অতএব তাঁ সভার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা অনুক্রম॥ ৯১
গৌরলীলামৃত সিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহে অবগাহ সাধ॥ ৯২
তাহার মাধুর্য গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাখি[গ] এক কণ॥ ৯৩
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৯৪

[ক]তিন-স্কন্ধ-শাখা—শ্রীচৈতন্যরূপ মূলস্কন্ধ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতরূপ দুই ঊর্ধ্বস্কন্ধ।

[খ]মামুঠাকুর—গঙ্গামন্ত্রী ও মামুঠাকুরকে অনেকে উড়িয়্যার ভক্ত বলে মনে করেন। মহাপ্রভু মামুঠাকুরকে মামা বলে ডাকতেন বলে সকলে এঁকে মামুঠাকুর বলতেন।

[গ]চাখি—আস্বাদন করি।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াম্ অদ্বৈতস্কন্ধশাখা-বর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্॥ ১

অন্বয়—যস্য প্রসাদতঃ অয়ং অধমঃ অপি (যাঁহার প্রসাদে আমার ন্যায় অজ্ঞও) ; সদ্যঃ তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ স্যাৎ (তৎক্ষণাৎ তাঁহার লীলা বর্ণনে যোগ্য হয়) ; স চৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রসন্ন হউন)।

অনুবাদ—যাঁর প্রসাদে আমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁর লীলা বর্ণনে যোগ্য হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥ ১
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস॥ ২
জয় স্বরূপ দামোদর জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তম কৈল লুপ্ত॥ ৩
জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত চন্দ্রগণ।
সভার প্রেমজ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল কৈল ত্রিভুবন॥ ৪
এইত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম-অনুবন্ধ[ক]॥ ৫
প্রথমে ত সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ॥ ৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥ ৭
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান॥ ৮
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্তন-বিলাস॥ ৯
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥ ১০
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন॥ ১১
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইল সকলে॥ ১২
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্যলীলা—শেষ লীলার দুই নাম॥ ১৩
আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥ ১৪
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥ ১৫
এই-দুই জনের সূত্র দেখিয়া-শুনিঞা।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিঞা॥ ১৬
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন—চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ॥ ১৭

তথাহি—

সর্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥ ২

অন্বয়—সর্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং ফাল্গুনপূর্ণিমাং বন্দে (সমস্ত সদ্গুণদ্বারা পরিপূর্ণ সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে বন্দনা করি) ; যস্যাং কৃষ্ণনামভিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ অবতীর্ণঃ (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন)।

অনুবাদ—যে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সমস্ত সদ্গুণদ্বারা পরিপূর্ণ সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে বন্দনা করি।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই-কালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥ ১৮
হরি হরি বোলে লোক হরষিত হৈয়া।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া[খ]॥ ১৯

[ক] চৈতন্যলীলার ক্রম অনুবন্ধ—শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মলীলা থেকে আরম্ভ করে যথাক্রমে সমস্ত লীলার বর্ণনা।

[খ] নাম জন্মাইয়া—হরিনাম লোকের মুখে কীর্তন করিয়ে প্রভু নিজে জন্মগ্রহণ করলেন।

জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে॥ ২০
বাল্যভাব-ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
'কৃষ্ণ' 'হরিনাম' শুনি রহয়ে রোদন॥ ২১
অতএব হরি হরি বোলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব বন্ধুজন॥ ২২
'গৌরহরি' বলি তাঁরে হাসে সর্বনারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম 'গৌরহরি'॥ ২৩
বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল॥ ২৪
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম সংকীর্তন॥[ক] ২৫
পৌগণ্ড বয়সে পড়েন পড়ান শিষ্যগণে।
সর্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে॥ ২৬
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা—কৃষ্ণেতে তাৎপর্য।
শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য॥ ২৭
যারে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম॥[খ] ২৮
কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্তন।
রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য—সঙ্গে ভক্তগণ॥ ২৯
নগরে নগের ভ্রমে কীর্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥ ৩০
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ-গ্রামে।
লওয়াইল সর্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে॥ ৩১
চব্বিশ বৎসর ছিল করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস॥ ৩২
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।

[ক]পাঁচ বছর বয়সে প্রভুর হাতে খড়ি হল এবং বিবাহের পরেই প্রভুর নবীন যৌবন শুরু হয়।

[খ]পৌগণ্ডের মধ্যেই (দশ বছরের মধ্যে) প্রভু পাঠ শেষ করে নিজে টোল খুলে ছাত্র পড়াতে লাগলেন। তিনি কলাপ ব্যাকরণ পড়াতেন। পাঁজি, সূত্র, বৃত্তি প্রভৃতি ব্যাকরণের কয়েকটি বিষয়ের পারিভাষিক নাম। প্রতিটির ব্যাখ্যাতেই তিনি তাঁর ব্যাখ্যাকে আশ্চর্যজনকভাবে শ্রীকৃষ্ণে পর্যবসিত করতেন।

নৃত্যগীত-প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর॥ ৩৩
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেম নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ॥ ৩৪
এই 'মধ্যলীলা' নাম—লীলামুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ 'অন্ত্যলীলা' নাম॥ ৩৫
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্যগীত-রঙ্গে॥ ৩৬
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে॥ ৩৭
রাত্রিদিবসে কৃষ্ণ বিরহ-স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন॥ ৩৮
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে॥ ৩৯
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত॥ ৪০
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেমচেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত॥ ৪১
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া॥ ৪২
সূত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র-বদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত॥ ৪৩
দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥ ৪৪
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥ ৪৫
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥ ৪৬
গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে-যে-স্থান।
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান॥ ৪৭
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্বণ॥ ৪৮
আদিলীলাসূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন॥ ৪৯
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।

অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার॥ ৫০
আগে অবতারিলা যে-যে গুরু পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার॥ ৫১
শ্রীশচী-জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী।
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর-পুরী॥ ৫২
অদ্বৈত-আচার্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্যনিধি বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস॥ ৫৩
শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণপ্রধান॥ ৫৪
সপ্তমিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর[ক]।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্বেশ্বর॥ ৫৫
জগন্নাথ জনার্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥ ৫৬
জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী 'পুরন্দর'।
নন্দ-বসুদেব-রূপ সদ্গুণ-সাগর॥ ৫৭
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্তী॥ ৫৮
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ॥ ৫৯
অসংখ্য নিজভক্তের করাঞা অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ৬০
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্বে সর্ববৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈত আচার্যস্থানে করেন গমন॥ ৬১
গীতা-ভাগবত কহে আচার্য-গোসাঞি।
জ্ঞানকর্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি॥ ৬২
সর্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণ-ভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ কর্মযোগ নাহি মানে আন॥ ৬৩
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণ-পূজা কৃষ্ণ-কথা নাম-সংকীর্তন॥ ৬৪
কিন্তু সর্বলোক দেখি কৃষ্ণ-বহির্মুখ।
বিষয়নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুঃখ॥ ৬৫
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।

[ক]সপ্ত ঋষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাত জনকে সপ্তর্ষি বলে।

কেমতে এ সব লোকের হইবে তারণ॥ ৬৬
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার।
তবে ত সকল লোকের হইবে নিস্তার॥ ৬৭
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া॥ ৬৮
কৃষ্ণের আহ্বানে করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ৬৯
জগন্নাথ মিশ্র-পত্নী-শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল—জন্মি জন্মি মরে॥ ৭০
অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ॥ ৭১
তবে পুত্র উপজিল বিশ্বরূপ-নাম।
মহাগুণবান্ তেঁহো বলদেবধাম[খ]॥ ৭২
বলদেব প্রকাশ—পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তেঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত-কারণ॥ ৭৩
তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর।
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার॥ ৭৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।৩৫)

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং বিশ্বং তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ॥ ৩

অন্বয় —অঙ্গ (হে অঙ্গ) ; তন্তুষু পটঃ যথা (সূত্রসমূহে বস্ত্র যেমন) ; [তথা] (সেইরূপ) ; যস্মিন (যাঁহাতে) ; ইদং বিশ্বং ওতং প্রোতং (এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে বস্ত্রের ন্যায় গ্রথিত) ; [তস্মিন্] (সেই) ; জগদীশ্বরে ভগবতি অনন্তেহি (জগদীশ্বর ভগবান অনন্তময়) ; এতৎ চিত্রং ন (ইহা বিচিত্র নহে)।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বললেন—'হে মহারাজ! তন্তুতে বস্ত্র যেমন, তেমনই এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে বস্ত্রের মতো গ্রথিত হয়ে রয়েছে, এই বিশ্বও ভগবান অনন্তদেবে (শ্রীবলদেবে) ওতপ্রোত—অর্থাৎ শ্রীবলদেব ব্যতীত বিশ্বের কোথাও অন্য কিছু নেই।'

অতএব প্রভুর তেঁহো হৈলা বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলরাম দুই—চৈতন্য নিতাই॥ ৭৫

[খ]বলদেবধাম—বলদেবের দেহ।

পুত্র পাইয়া দম্পতি হৈল আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দ চরণ॥ ৭৬
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে॥ ৭৭
মিশ্র কহে শচীস্থানে দেখি আন রীত[ক]।
জ্যোতির্ময় দেহে, গেহে লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত॥ ৭৮
যাঁহা তাঁহা সর্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরেতে পাঠাইয়া দেন বস্ত্র ধন ধান॥ ৭৯
শচী কহে—মুঞি দেখো আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্তি লোক সব যেন স্তুতি করে॥ ৮০
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥ ৮১
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি—জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥ ৮২
এত বলি দোঁহে রহে হরষিত হৈঞা।
শালগ্রাম-সেবা করে বিশেষ করিয়া॥ ৮৩
হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ-মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥ ৮৪
নীলাম্বর চক্রবর্তী কহিলা গণিয়া—।
এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা॥ ৮৫
চৌদ্দশত সাত-শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥ ৮৬
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ[খ] সর্বসুলক্ষণ॥ ৮৭
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন? ৮৮
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-হরিনামে' ভাসে ত্রিভুবন॥ ৮৯
জগত ভরিয়া লোক বলে 'হরি হরি'।
সেইক্ষণে 'গৌরকৃষ্ণ' ভূমি অবতরি॥ ৯০
প্রসন্ন হইল সর্ব জগতের মন।

[ক]আন রীত—অদ্ভুত ব্যাপার।

[খ]উচ্চ গ্রহ, ষড়্‌বর্গ, অষ্ট বর্গ—এসব জ্যোতিষ শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ।

'হরি' বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥ ৯১
'হরি' বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে নৃত্য-বাদ্য করে দেব কুতূহলী॥ ৯২
প্রসন্ন হইল দশদিগ্ প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥ ৯৩

যথা রাগঃ

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥ ৯৪
সেই কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লয়ে সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহো নাহি জানে॥ ৯৫
দেখি উপরাগ হাসি[গ], শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিলা নানা দান॥ ৯৬
জগৎ আনন্দময়, দেখি মন সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে[ঘ] কহে হরিদাস—।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্যে আছে ভাস॥ ৯৭
আচার্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে॥ ৯৮
এই মত ভক্ত ততি[ঙ], যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে॥ ৯৯
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী নানা দ্রব্যে থালি ভরি,

[গ]উপরাগ-হাসি—গ্রহণের হাসি, চন্দ্রগ্রহণের আরম্ভ।

[ঘ]ঠারেঠোরে—ইঙ্গিতে।

[ঙ]ভক্ত ততি—ভক্তগণ।

আইলা সভে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোনা দ্যুতি, দেখিয়া বালক-মূর্তি,
আশীর্বাদ করে সুখ পাঞা॥ ১০০
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্র-ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সভে করেন দরশন॥ ১০১
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব সিদ্ধ চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সভে আসি নাচে পাঞা প্রীত॥ ১০২
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে[ক] কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥ ১০৩
আচার্য-রত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ,
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম, যে আছিল বিধিধর্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান॥ ১০৪
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্তক গায়ন, ভাট[খ] অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সভায় মান॥ ১০৫
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য-রত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দুর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥ ১০৬
অদ্বৈত আচার্যভার্যা, জগতপূজিতা আর্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক শিরোমণি॥ ১০৭

সুবর্ণের কড়িবৌলি[গ], রজতমুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ॥ ১০৮
ব্যাঘ্রনখ হেম জড়ি, কটিপট্ট সূত্র ডোরী,
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনীফোতা[ঘ] পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন॥ ১০৯
দূর্বা ধান্য গোরোচন[ঙ], হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥ ১১০
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার,
শচী গৃহে হৈলা উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম[চ], সাক্ষাৎ গোকুল কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥ ১১১
সর্ব অঙ্গ সুনির্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভাণ,
সর্ব অঙ্গ সুলক্ষণ-ময়।
বালকের দিব্যদ্যুতি, দেখি পাইল বহুপ্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥ ১১২
দূর্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
'চিরজীবী হও দুই ভাই'।
ডাকিনী শাকিনী[ছ] হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'॥ ১১৩

[ক]সম্ভালিতে নারে—বুঝতে পারে না।

[খ]ভাট — যারা অপরের বংশ পরিচয় রক্ষা ও কীর্তন করে।

[গ]বৌলি—বকুলের বীজ।

সুবর্ণের কড়িবৌলি — সোনা-বাঁধান কড়ি এবং সোনা-বাঁধান বকুলবীজ।

[ঘ]ভুনীফোতা— এক রকম চাদর।

[ঙ]গোরোচন —পীতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ —গোরুর মাথায় জন্মে ; গোমস্তকস্থ শুষ্ক পিত্তই গোরোচনা। এ পবিত্র মঙ্গল দ্রব্য বলে পরিচিত।

[চ]বালক ঠাম— বালকের ভঙ্গি।

[ছ]ডাকিনী শাকিনী—অপদেবতার হাত থেকে রক্ষার জন্য শ্রীঅদ্বৈতের গৃহিণী নবজাত শিশুর নাম রাখলেন 'নিমাই'।

পুত্র-মাতা-স্নান দিনে, দিল বস্ত্র-বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী॥ ১১৪

ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধন ধান্যে ভরে ঘর, লোক মান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥ ১১৫

মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট[ক] শুদ্ধ দান্ত[খ],
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥ ১১৬

লগ্ন গণি হর্ষ মতি, নীলাম্বর চক্রবর্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে॥ ১১৭

ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ॥ ১১৮

পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃত ধুনী[গ], পিয়ে[ঘ] বিষগর্ত পানি[ঙ],
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ? ১১৯

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সভার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥ ১২০

[ক]অলম্পট—ধন-রত্নাদিতে অনাসক্ত।
[খ]দান্ত—সংযত ইন্দ্রিয়।
[গ]অমৃত ধুনী—অমৃতের নদী।
[ঘ]পিয়ে—পান করে।
[ঙ]বিষগর্ত পানি—বিষপূর্ণ গর্তের জল।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং জন্মলীলাসূত্রবর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (২০।১)

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্॥ ১

অন্বয়—**যস্মিন্ কথঞ্চন স্মৃতে** (যিনি যে-কোনো প্রকারে স্মৃত হইলে) ; **দুষ্করং সুকরং ভবেৎ** (দুষ্কর কার্যও সুখসাধ্য হয়) ; [**যস্মিন্**] (যাঁহাকে) ; **বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ** (বিস্মৃত হইলে বিপরীত ফল হয়) ; **তং শ্রীচৈতন্যং নমামি** (সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি)।

অনুবাদ—যাঁকে যে-কোনো প্রকারে স্মরণ করলেই দুষ্কর কাজও সুখসাধ্য হয় এবং যাঁকে বিস্মৃত হলে তার বিপরীত ফল হয়, আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা সূত্র।
যশোদা নন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র॥ ২
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলা সূত্রের গণন॥ ৩

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্॥ ২

অন্বয়—**লৌকিকীমপি ঈশচেষ্টয়া বলিতান্তরাং** (লৌকিক লীলা হইলেও ঈশ্বর চেষ্টাদ্বারা অন্তরে যুক্ত) ; **চৈতন্যকৃষ্ণস্য তাং মনোহরাং** (শ্রীচৈতন্যরূপী কৃষ্ণের সেই মনোহর) ; **বাল্যলীলাং বন্দে** (বাল্যলীলাকে আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ—যাঁর লৌকিক লীলা (নরলীলা) আপাত দৃষ্টিতে নরশিশুর লীলার মতো হলেও ঈশ্বরের কাজের মতো অলৌকিক ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীচৈতন্যরূপী কৃষ্ণের সেই মনোহর বাল্যলীলাকে আমি বন্দনা করি।

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তানশয়ন[ক]।
পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্ন-চরণ॥ ৪
গৃহে দুই জন দেখে লঘুপদ চিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজ-বজ্র-শঙ্খ-চক্র-মীন[খ]॥ ৫
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদ-চিহ্ন ঘরে না পায় নিশ্চয়॥ ৬
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলা সঙ্গে।
তেঁহো মূর্তি হঞা ঘরে খেলে জানি রঙ্গে॥ ৭
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন॥ ৮
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল॥ ৯
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্তী॥ ১০
চিহ্ন দেখি চক্রবর্তী বলেন হাসিয়া।
লগ্নগণি পূর্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া॥ ১১
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ॥ ১২

তথাহি—সামুদ্রিকে তৃতীয়ঃ শ্লোকঃ

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥ ৩

অন্বয়—**মহান্ দ্বাত্রিংশল্লক্ষণঃ** (মহাপুরুষ বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত) ; **পঞ্চদীর্ঘঃ** (পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ) ; **পঞ্চসূক্ষ্মঃ** (পাঁচটি অঙ্গ সূক্ষ্ম) ; **সপ্তরক্তঃ** (সাতটি অঙ্গ রক্তবর্ণ) ; **ষড়ুন্নতঃ** (ছয়টি অঙ্গ উন্নত) ; **ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরঃ** (তিনটি অঙ্গ খর্ব, তিনটি অঙ্গ বিস্তীর্ণ এবং তিনটি অঙ্গ গম্ভীর)।

অনুবাদ—মহাপুরুষ বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত—পাঁচটি

[ক]উত্তানশয়ন—চিৎ হয়ে শোওয়া।

[খ]ধ্বজ বজ্রাদি চিহ্ন—নিমাই-এর চরণ-যুগলে উনিশটি চিহ্ন দেখা যায় ; যথা—ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্ধ্বরেখা, অষ্টকোণ, ইন্দ্রচাপ (ধনু), ত্রিকোণ, কলস, অর্ধচন্দ্র, অম্বর (শূন্যাকৃতি), মৎস্য, গোষ্পদ, জম্বুফল, চক্র, শঙ্খ ও আতপত্র (ছত্র)।

অঙ্গ (নাসা, ভুজ, হনু অর্থাৎ চোয়াল, নেত্র এবং জানু) দীর্ঘ থাকে ; পাঁচটি অঙ্গ (ত্বক, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব, দন্ত এবং রোম) সূক্ষ্ম থাকে ; সাতটি অঙ্গ (নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা এবং নখ) রক্তবর্ণ থাকে ; ছয়টি অঙ্গ (বক্ষস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ এবং মুখ) উন্নত থাকে ; তিনটি অঙ্গ (গ্রীবা, জঙ্ঘা অর্থাৎ উরুদেশ এবং মেহন অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়) হ্রস্ব থাকে ; তিনটি অঙ্গ (কটিদেশ, ললাট এবং বক্ষস্থল) বিস্তীর্ণ থাকে এবং তিনটি অঙ্গ (নাভি, স্বর ও বুদ্ধি) গম্ভীর থাকে।

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ।
এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ॥ ১৩
এইত করিবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার।
ইঁহা হৈতে হবে দুই কুলের উদ্ধার॥ ১৪
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল করিব নামকরণ॥ ১৫
সর্বলোকের করিব ইঁহো ধারণ পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইঁহারা এইত কারণ॥ ১৬
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাঢ়িল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল॥ ১৭
তবে কথো দিনে প্রভুর জানু-চঙ্ক্রমণ[ক]।
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন॥ ১৮
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরিবোলে' হাসে গৌরধাম॥ ১৯
তবে কথো দিনে কৈল পদ-চঙ্ক্রমণ[খ]।
শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন॥ ২০
একদিন শচী খৈ সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল—খাওত বসিয়া॥ ২১
এত বলি গেলা—গৃহকর্মাদি করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে॥ ২২
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটি কাঢ়ি লৈয়া কহে মাটি কেনে খায়॥ ২৩
কান্দিয়া বোলেন শিশু কেন কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥ ২৪
খৈ সন্দেশ অন্ন যত—মাটির বিকার।
এহো মাটি সেহো মাটি কি ভেদ বিচার॥ ২৫
মাটি দেহ মাটি ভক্ষ্য দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি॥ ২৬
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।
মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে॥ ২৭
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহপুষ্ট হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়॥ ২৮
মাটির বিকার ঘটে পানী ভরি আনি।
মাটি পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানী॥ ২৯
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাঁহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে॥ ৩০
এবে ত জানিনু আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তন্যদুগ্ধ পিব॥ ৩১
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন্য পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥ ৩২
এই মত নানা ছলে ঐশ্বর্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়॥ ৩৩
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার॥ ৩৪
চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চঢ়ি আইলা তারে ভুলাইয়া॥ ৩৫
ব্যাধিচ্ছলে[গ] জগদীশ-হিরণ্য-সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশীদিনে॥ ৩৬
শিশু সব লয়ে পাড়াপড়সির ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥ ৩৭
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন[ঘ]॥ ৩৮
কেনে চুরি কর কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে॥ ৩৯

[ক] জানু-চঙ্ক্রমণ—হামাগুড়ি দিয়ে চলা।
[খ] পদ-চঙ্ক্রমণ—পায়ে হেঁটে বেড়ানো।
[গ] ব্যাধিচ্ছলে—রোগের ছলনা করে।
[ঘ] ওলাহন—আক্ষেপসূচক বাক্য।

শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হঞা ঘর ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥ ৪০
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজদোষ॥ ৪১
কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন॥ ৪২
নারীগণ কহে—নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী॥ ৪৩
বাহির হইয়া আনিল দুই নারিকেল ফল।
দেখিয়া অপূর্ব হৈল বিস্মিত সকল॥ ৪৪
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে॥ ৪৫
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা॥ ৪৬
কন্যাগণে কহে—আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর॥ ৪৭
আপনি চন্দন পরি—পরনে ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা॥ ৪৮
ক্রোধে কন্যাগণ বোলে শুনহে নিমাঞি।
গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমাসভাকার ভাই॥ ৪৯
আমাসভার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়[ক]।
না লহ দেবতাসজ্জ, না কর অন্যায়॥ ৫০
প্রভু কহে তোমা সভাকে দিল এই বর।
তোমা সভার ভর্ত্তা[খ] হবে পরম সুন্দর॥ ৫১
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধন-ধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান্॥ ৫২
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ॥ ৫৩
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া॥ ৫৪
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি-চারি সতিনী॥ ৫৫

[ক]না জুয়ায়—উচিত নয়।

[খ]ভর্ত্তা—স্বামী।

ইহা শুনি তা সভার মনে হৈল ভয়।
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয়॥ ৫৬
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল॥ ৫৭
এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায়॥ ৫৮
একদিন বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥[গ] ৫৯
তারে দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীতি পাইল প্রভু-দরশন॥ ৬০
সাহজিক প্রীতি[ঘ] দোঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয়॥ ৬১
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজা-ছলে দোঁহে করেন প্রকাশ॥ ৬২
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥ ৬৩
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প-চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥ ৬৪
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা॥ ৬৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।২৫)

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ ৪

অন্বয়—সাধ্ব্যঃ (হে সাধ্বীগণ!); ভবতীনাং মদর্চনং সঙ্কল্পঃ (তোমাদের আমাকে পূজাই সংকল্প); ময়া বিদিতঃ (আমি অবগত আছি); অনুমোদিতঃ (আমি তাহা অনুমোদন করি); সঃ অসৌ সত্যঃ ভবিতুং অর্হতি (সেই সংকল্প সত্য হইবার যোগ্য)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বললেন—হে সাধ্বিগণ! তোমাদের দ্বারা আমার প্রীতিবিধানের জন্য

[গ]উত্তম স্বামী পাওয়ার আশায় লক্ষ্মীদেবী মহাদেবের পূজা করতেই গঙ্গার ঘাটে এসেছিলেন।

[ঘ]সাহজিক প্রীতি—স্বাভাবিক প্রীতি ; লক্ষ্মীদেবী ভগবানের স্বরূপ বিশেষের কান্তা ; তাই তাঁদের সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ। এই কারণেই উভয়ের স্বাভাবিক প্রীতি।

পূজাই তোমাদের সংকল্প ; (তোমরা লজ্জাবশত তা না বললেও) তা আমি জানি এবং আমি অনুমোদন করি ; তোমাদের সেই সংকল্প সত্য হোক।

এই মত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘর।
গম্ভীর[ক] চৈতন্যলীলা কে বুঝিবে পর॥ ৬৬
চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্বজন।
শচী-জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন॥ ৬৭
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা, পুত্র গেলা পলাইয়া॥ ৬৮
উচ্ছিষ্ট গর্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর[খ]।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ৬৯
শচী আসি কহে কেনে অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই—অপবিত্র হইলা॥ ৭০
ইহা শুনি মাতারে কহিলা ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গা-স্নান॥ ৭১
কভু পুত্র সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে—দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন॥ ৭২
শচী বোলে—যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে॥ ৭৩
চলিতে নূপুর ধ্বনি বাজে ঝন ঝন।
শুনি চমকিত হৈল পিতা মাতার মন॥ ৭৪
মিশ্র কহে—এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি॥ ৭৫
শচী কহে আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥ ৭৬
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি॥ ৭৭
মিশ্র বলে—কিছু হউক চিন্তা কিছু নাঞি।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক—এই মাত্র চাই॥ ৭৮
একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া।
ধর্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসন করিয়া॥ ৭৯
রাত্রে স্বপ্ন দেখে—এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন॥ ৮০
মিশ্র ! তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভর্ৎসনা তাড়ন কর 'পুত্র' করি মান॥ ৮১
মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক—মাত্র আমার তনয়॥ ৮২
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্মমর্ম॥ ৮৩
বিপ্র কহে—পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান[গ], তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়॥ ৮৪
মিশ্র বোলে—পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম পুত্রের শিক্ষণ॥ ৮৫
এই মতে দোঁহে করে ধর্মের বিচার।
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র—নাহি জানে আর॥ ৮৬
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত॥ ৮৭
বন্ধুবান্ধব স্থানে স্বপন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥ ৮৮
এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা মাতার বাড়য়ে আনন্দ॥ ৮৯
কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা[ঘ] অক্ষর শিখিল॥ ৯০
বাল্যলীলা সূত্রে এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥ ৯১
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয়—বিস্তারিয়া না কহিল॥ ৯২
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৯৩

[ক]গম্ভীর—গভীর লীলারস সমন্বিত।

[খ]ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর—পরিত্যক্ত মাটির পোড়া হাঁড়ির উপর।

[গ]স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—আপনা-আপনি যাঁর জ্ঞান স্ফুরিত হয় ; যিনি জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং ভগবান।

[ঘ]দ্বাদশ ফলা—ক্য, ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ল, ক্ম, র্ক, ঙ্ক, ঙ্ক, স্ক, কৃ, কৄ—এই দ্বাদশ প্রকার।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং বাল্যলীলা সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৭।১)

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥ ১

অন্বয়—**কুমনাঃ যস্য পদাব্জয়োঃ সুমনোঽর্পণমাত্রেণ** (কুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁহার চরণকমলযুগলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা মাত্রই) ; **সুমনস্ত্বং হি যাতি** (সুন্দর মনযুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ততা প্রাপ্ত হয়) ; **তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে** (সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে ভজনা করি)।

অনুবাদ—কুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁর চরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ামাত্রই সুবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে শুদ্ধ চিত্তের অধিকারী হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥ ১
পৌগণ্ড লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন॥ ২

তথাহি—

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্য কৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা॥ ২

অন্বয়—**বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা** (বিদ্যারম্ভ হইতে বিবাহ পর্যন্ত) ; **চৈতন্যকৃষ্ণস্য মনোহরা** (শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের মনোহর) ; **পৌগণ্ডলীলা অতি সুবিস্তৃতা** (পৌগণ্ডলীলা অত্যন্ত বিস্তৃত)।

অনুবাদ— শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের 'বিদ্যারম্ভ থেকে আরম্ভ করে বিবাহ পর্যন্ত' পৌগণ্ডলীলা অতি মনোহর এবং সুবিস্তৃত।

তাৎপর্য — শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে নিমাইয়ের ষোলো বছর বয়স হওয়ার পরেই বনমালী আচার্য শচীমাতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। উত্তরে শচীমাতা বলেছিলেন—'পিতৃহীন বালক আমার। জীউক পড়ুক আগে, তবে কার্য আর॥' নিমাইয়ের বিবাহে সম্মতির কথা জেনে পরে তিনি সম্মত হয়েছিলেন। সুতরাং, যৌবনারম্ভেই প্রভুর বিবাহ হয়েছিল—পৌগণ্ডে নয়। কবি কর্ণপূর লিখেছেন —প্রভুর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন লক্ষ্মীদেবী 'সমাগতা যৌবনসীমি —কিঞ্চিৎ' অর্থাৎ যৌবনসীমায় কিঞ্চিৎ পদার্পণ করেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষা নিশ্চয়ই বয়সে বড় ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীও ১।৩।২৪ পয়ারে লিখেছেন —'পৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈলা।' সুতরাং পৌগণ্ডে নয়, যৌবনারম্ভেই প্রভুর বিবাহ হয়েছিল।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥ ৩
অল্পকালে হৈলা পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পঢ়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥ ৪
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন॥ ৫
একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম।
প্রভু কহে—মাতা ! মোরে দেহ এক দান॥ ৬
মাতা কহে তাহি দিব যে তুমি মাগিবা।
প্রভু কহে—একাদশীতে অন্ন না খাইবা॥ ৭
শচী কহে—না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥ ৮
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন॥ ৯
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা॥ ১০
শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হইল মন।
তবে প্রভু মাতাপিতার কৈল আশ্বাসন॥ ১১
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥ ১২
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল পিতামাতার মন॥ ১৩
একদিন নৈবেদ্য-তাম্বুল[ক] খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা॥ ১৪

[ক]নৈবেদ্য তাম্বুল— নিবেদিত পান ; প্রসাদী পান।

আস্তে ব্যস্তে পিতামাতা মুখে দিল পানি।
সুস্থ হৈয়া কহে প্রভু অপূর্ব কাহিনী॥ ১৫
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লৈয়া গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা॥ ১৬
আমি কহি আমার অনাথ পিতামাতা।
আমি বালক, সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥ ১৭
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥ ১৮
তবে বিশ্বরূপ ইহাঁ পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে॥ ১৯
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি॥ ২০
কথো দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা পুত্র দোঁহার বাঢ়িল হৃদি-শোক॥ ২১
বন্ধুবান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে(ক) ঈশ্বর করিল॥ ২২
কথো দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম॥ ২৩
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥ ২৪

তথাহি—উদ্বাহতত্ত্বে ৭ম অঙ্কে।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥ ৩

অন্বয়—গৃহং ন গৃহং ইতি আহুঃ (গৃহ গৃহ নহে এইরূপ পণ্ডিতগণ বলেন) ; গৃহিণী গৃহং উচ্যতে (গৃহিণীকে গৃহ বলা হয়) ; তয়া সহিতঃ হি (তাহার সহিতই) ; [গৃহী] (গৃহী ব্যক্তি) ; সর্বান্ পুরষার্থান্ সমশ্নুতে (সমস্ত পুরুষার্থ সম্ভোগ করে)।

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ বলেন—কেবল গৃহকে গৃহ বলা যায় না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয় ; যেহেতু গৃহী ব্যক্তি গৃহিণীর সঙ্গেই সমস্ত পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) সম্ভোগ করে।

দৈবে এক দিন প্রভু পঢ়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥ ২৫
পূর্ব সিদ্ধ ভাব(খ) দোঁহার উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইলা॥ ২৬
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচী-নন্দন॥ ২৭
বিস্তারিয়া বর্ণিলেন বৃন্দাবন দাস।
এই ত পৌগণ্ড লীলার সূত্রের প্রকাশ॥(গ) ২৮
পৌগণ্ড বয়সে লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবন দাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার॥ ২৯
অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্বলোকে খ্যাত হৈল॥ ৩০
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩১

(ক)বিধিদৃষ্টে—শাস্ত্রবিধি অনুসারে।

(খ)পূর্ব সিদ্ধ ভাব—অনাদিকালের সিদ্ধভাব।

(গ)শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের নবম অধ্যায়ে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ-লীলার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং পৌগণ্ডলীলাসূত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কৃপাসুধা-সরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥ ১

অন্বয়—যস্য কৃপাসুধাসরিৎ (যাঁহার কৃপারূপ অমৃত-নদী) ; বিশ্বং আপ্লাবয়ন্তী অপি (জগৎকে সম্যকরূপে প্লাবিত করিয়াও) ; সদা নীচগা এব ভাতি (সর্বদা নিম্নগামিনীরূপেই প্রকাশ পাইতেছে) ; তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে (সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ— যাঁর কৃপারূপ অমৃত নদী বিশ্বকে সম্যকরূপে প্লাবিত করেও সর্বদা নীচগামিনীরূপেই (অভিমানহীন ভক্তহৃদয়ে) প্রকাশ পাচ্ছে, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥ ১

জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো মূর্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ॥ ২

অন্বয়—গৃহশ্রমাৎ মূর্তিমত্যা লক্ষ্ম্যা অর্চিতঃ (গৃহাশ্রমে মূর্তিমতী লক্ষ্মী কর্তৃক অর্চিত) ; অথ দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ বাগ্দেব্যা অর্চিতঃ (এবং দিগ্‌বিজয়ী পরাজয়চ্ছলে সরস্বতী কর্তৃক অর্চিত) ; কৈশোরচৈতন্যঃ জীয়াৎ (সেই কিশোরবয়স্ক শ্রীচৈতন্যদেব জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ— যিনি গৃহাশ্রমে মূর্তিমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া কর্তৃক অর্চিত হয়েছেন এবং দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজয় উপলক্ষে সরস্বতী কর্তৃক অর্চিত হয়েছেন, সেই কৈশোরযুক্ত শ্রীচৈতন্যদেব জয়যুক্ত হোন।

এইত কৈশোর-লীলার সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ॥ ২
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্বলোকের চমকিত মন॥ ৩
সর্বশাস্ত্রে সর্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয় ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয়॥ ৪
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে॥ ৫
কথো দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সংকীর্তন॥ ৬
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে।
শত শত পঢ়ুয়া আসি লাগিলা পঢ়িতে॥ ৭
সেই দেশে বিপ্র—নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন॥ ৮
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে, চিত্তে ভ্রম হয়।
'সাধ্যসাধন[ক]-শ্রেষ্ঠ' না হয় নিশ্চয়॥ ৯
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে—শুনহ তপন।
নিমাঞি পণ্ডিত পাশে করহ গমন॥ ১০
তেঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো নাহিক সংশয়॥ ১১
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে॥ ১২
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল।
'নামসংকীর্তন কর' উপদেশ কৈল॥[খ] ১৩
তাঁর ইচ্ছা—প্রভু-সঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল—তুমি যাও বারাণসী॥ ১৪

[ক]'সাধ্যসাধন' —জীবের অভীষ্ট বা কাম্যবস্তুই সাধ্য ; এবং তা লাভ করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করতে হয়, তা-ই সাধন। অর্থাৎ জীবের অভীষ্ট অনুযায়ী স্বর্গ, পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান —এই চারটি হল সাধ্য ; আর এর সাধন হল—কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি।

[খ]প্রভু তপন মিশ্রকে 'সাধ্যসাধন' সম্পর্কে বললেন— 'যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবের শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু ; আর সাধন সম্বন্ধে বললেন— 'কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।' ...'হরিনাম-সংকীর্তনে মিলিবে সকল॥' প্রভু তাঁকে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।' —এই ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর কীর্তন করার উপদেশ দিলেন। এই নামমন্ত্র উপদেশ দিয়ে বললেন —'সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥' অর্থাৎ নাম-সংকীর্তনই জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন বস্তু।

তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন॥ ১৫
প্রভুর অতর্ক-লীলা[ক] বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে পাঠায় কাশীপুরী॥ ১৬
এইমত বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াঞা পণ্ডিত॥ ১৭
এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা॥ ১৮
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে[খ] তাঁর পরলোক হৈল॥ ১৯
অন্তরে জানিলা প্রভু—যাতে অন্তর্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি॥ ২০
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধনজন।
তত্ত্বজ্ঞানে[গ] কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন॥ ২১
শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সভা জিনি ঔদ্ধত্য-প্রকাশ॥ ২২
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবেত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী-জয়[ঘ]॥ ২৩
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার॥ ২৪
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপন ধিক্কার॥ ২৫
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে॥ ২৬
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাঁহাই আইলা।
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা॥ ২৭
বসাইলা তাঁরে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া—॥ ২৮
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তব নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম॥ ২৯
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।[ঙ]
শুনিল ফাঁকি[চ]তে তোমার শিষ্যের সংলাপ॥ ৩০
প্রভু কহে—ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেহো না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি॥ ৩১
কাঁহা তুমি সর্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি-সব শিশু পড়ুয়া নবীন॥ ৩২
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন॥ ৩৩
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা॥ ৩৪
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার[ছ]।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর॥ ৩৫
তোমার কবিতা শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ—কিম্বা সরস্বতী॥ ৩৬
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনি সব লোকে তবে পাইব বড় সুখে॥ ৩৭
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িল॥ ৩৮

তথাহি—দিগ্বিজয়িবাক্যম্—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।

[ক]অতর্ক-লীলা—যে লীলা যুক্তি-তর্কের অগোচর।

[খ]বিরহ-সর্প-বিষে—বিরহরূপ সর্পের বিষে।

[গ]তত্ত্বজ্ঞানে—শচীমাতার শোক দূর করতে প্রভু সান্ত্বনা বাক্য বললেন—'কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্।' অর্থাৎ পতি পুত্রাদি কে কার ? কেউ কারো নয়। মোহই এর একমাত্র কারণ।

[ঘ]দিগ্বিজয়ী-জয়—জনৈক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করে নবদ্বীপে এসেছিলেন। নবদ্বীপের সকল পণ্ডিত ভীত হয়ে পড়লেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু অনায়াসে তাঁকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ১১শ অধ্যায়ে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে।

[ঙ]কলাপ—কলাপ ব্যাকরণ ; ব্যাকরণ মধ্যে কলাপ-ব্যাকরণই সরল, সহজবোধ্য, প্রভু তাঁর টোলে এই ব্যাকরণই পড়াতেন।

[চ]ফাঁকি—সঙ্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখিয়ে সঙ্গতির উদ্দেশ্যে প্রশ্নকে ফাঁকি বলে।

[ছ]সৎকার—প্রশংসা।

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা।
ভবানীভর্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥ ৩

অন্বয়—গঙ্গায়াঃ ইদং মহত্ত্বং (গঙ্গার এই মহিমা) ; সততং নিতরাং আভাতি (সর্বদা নিশ্চিতরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে) ; যৎ এষা শ্রীবিষ্ণোঃ চরণকমলোৎপত্তিসুভগা (যেহেতু এই গঙ্গা শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন বলিয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী) ; দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈঃ অর্চ্যচরণা (দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায় দেব-মনুষ্যাদি-কর্তৃক পূজিতা) ; যা চ ভবানীভর্তুঃ শিরসি বিভবতি (এবং যিনি ভবানীভর্তা মহাদেবের মস্তকে বিরাজ করিতেছেন) ; [অতঃ যা] (এইহেতু যিনি) ; অদ্ভুতগুণা (অদ্ভুতগুণশালিনী)।

অনুবাদ—যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল থেকে উৎপন্ন হয়েছেন বলে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, দেবতা-মানুষদের দ্বারা দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর চরণের মতো যাঁর চরণ পূজিত হয় এবং যিনি ভবানীভর্তার (মহাদেবের) মস্তকে বিরাজ করছেন বলে অদ্ভুতগুণশালিনী হয়েছেন, সেই গঙ্গার এই মহিমা সর্বদা নিশ্চিতরূপে দেদীপ্যমান রয়েছে।

এই শ্লোকের অর্থ কর—প্রভু যদি বৈল।
বিস্মিত হৈয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল॥ ৩৯
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল[ক]॥ ৪০
প্রভু কহে দেব বরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহো হয় শ্রুতিধর॥ ৪১
শ্লোক ব্যাখ্যা কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ[খ]॥ ৪২
বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের আভাস।[গ]
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস॥ ৪৩
প্রভু কহেন কহি যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ॥ ৪৪
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে।
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে॥ ৪৫
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে—যে কহিল সে-ই বেদসার॥[ঘ] ৪৬
ব্যাকরণীয়া তুমি—নাহি পঢ় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ? ৪৭
প্রভু কহেন অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে॥ ৪৮
নাহি পঢ়ি অলঙ্কার—করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ॥ ৪৯
কবি কহে কহ দেখি কোন্ গুণ দোষ।
প্রভু কহেন কহি শুন, না করিহ রোষ॥ ৫০
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার॥[ঙ] ৫১

[ক]কণ্ঠে কৈল—কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করলে।

[খ]গুণ দোষ —আত্মার উৎকর্ষজনক শৌর্যাদির মতো, রসের উৎকর্ষজনক কোনো অসাধারণ ধর্মকে গুণ বলে। অর্থাৎ যাতে রসাস্বাদের উৎকর্ষতা জন্মে, তা গুণ। কাব্যের তিনটি গুণ হল—মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ। শ্রুতি-কটুতাদি রসের অপকর্ষ সাধন করে বলে তাদের রসবিষয়ে দোষ বলা হয়।

[গ]দোষের আভাস—দোষের ছায়াও।

[ঘ]দিগ্বিজয়ী বললেন—'আমি যা বলেছি, তা-ই বেদের সার—এতে কোনোরূপ দোষই থাকতে পারে না।'

[ঙ]এই শ্লোকে পাঁচটি দোষ এবং পাঁচটি গুণ বা অলংকার আছে।

প্রভু এই পয়ারে পাঁচটি দোষের উল্লেখ করছেন ; অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ দুটি ; বিরুদ্ধমতি দোষ একটি ; ভগ্নক্রম দোষ একটি এবং পুনরাত্ত দোষ একটি। শ্লোকের আলোচনা করে প্রভু পরবর্তী পয়ারগুলিতে এই পাঁচটি দোষ দেখিয়েছেন। যেমন—শ্লোকের 'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং'-স্থলে একটি অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ, 'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীঃ'- স্থলে আর একটি অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ, 'ভবানীভর্তুঃ'-স্থলে বিরুদ্ধমতি দোষ, 'যদেষা' ইত্যাদি স্থলে ভগ্ন ক্রম এবং 'অদ্ভুতগুণা'-স্থলে পুনরাত্ত দোষ ঘটেছে।

অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দুই ঠাঞি চিহ্ন।
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন॥ ৫২
'গঙ্গার মহত্ত্ব' শ্লোকে মূল বিধেয়।
'ইদং' শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয়॥ ৫৩
বিধেয় আগে কহি, পাছে কহিলে অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ॥[ক] ৫৪

তথাহি—একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥ ৪

[অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের চতুর্দশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩১)]

'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী' ইহাঁ দ্বিতীয় বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল, শব্দ অর্থ গেল ক্ষয়॥ ৫৫
'দ্বিতীয়' শব্দ বিধেয় তাহা পড়িল সমাসে।
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে॥ ৫৬
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ এই দোষের নাম।
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান॥[খ] ৫৭
'ভবানীভর্ত্তৃ' শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' নাম এই মহাদোষ॥ ৫৮
'ভবানী' শব্দে কহে—মহাদেবের গৃহিণী।
'তাঁর ভর্ত্তা' কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি॥ ৫৯
শিবপত্নীর ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ॥[গ] ৬০
ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়-ভর্ত্তাজ্ঞান॥ ৬১
'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্য সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ।
'অদ্ভুতগুণা' এই পুনরাত্ত-দূষণ॥[ঘ] ৬২

(যাঁরা অলংকার শাস্ত্র জানেন, কেবল তাঁরাই অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশাদি শব্দগুলির সম্যক অর্থ উপলব্ধি করতে পারবেন)।

অলংকার শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে প্রথমে অনুবাদ, পরে বিধেয় বসাতে হয় ; এই নিয়মের অন্যথা হলে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হয়।

[ক]'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং' — অর্থাৎ 'মহত্ত্ব গঙ্গার ইহা' —এই বাক্যে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হয়েছে। এই শ্লোকে অনুবাদ 'ইদং' শব্দ বিধেয়-মহত্ত্ব-শব্দের আগে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু দিগ্‌বিজয়ী তাঁর শ্লোকে আগে 'মহত্ত্বং' পরে 'ইদং' বলেছেন—যা অসঙ্গত হয়েছে।

এই পয়ারে 'গঙ্গার মহত্ত্ব' হল বিধেয়, 'ইদং' শব্দে অনুবাদ বুঝায় ; অনুবাদ পাছে অর্থাৎ পশ্চাতে থাকা অবিধেয় বা অনুচিত।

[খ]দিগ্‌বিজয়ী যদি 'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীঃ ইব' না বলে 'শ্রীলক্ষ্মীঃ দ্বিতীয়া ইব'—এই বাক্য বলতেন, তাহলে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হত না। কিন্তু তিনি যা বললেন, তাতে গঙ্গা যে লক্ষ্মীর সমান, তা প্রকাশ পাচ্ছে না—গঙ্গা দ্বিতীয় লক্ষ্মীর তুল্য—এ-ই প্রকাশ পাচ্ছে (উপমালংকার)। দ্বিতীয় লক্ষ্মী শব্দে লক্ষ্মীকে বুঝায় না, লক্ষ্মী অপেক্ষা দ্বিতীয় লক্ষ্মী ন্যূনা ; সুতরাং দ্বিতীয় লক্ষ্মীর তুল্য বললে লক্ষ্মীর সমতা বুঝায় না।

[গ]ভব বা মহাদেবের পত্নীকে ভবানী বলে। ভবানী-শব্দ বললেই ভবের বা মহাদেবের বা শিবের পত্নীকে বুঝায় এবং ভবানীর ভর্ত্তা বা স্বামী যে ভব বা মহাদেব, তাও বুঝায় ; এই অবস্থায় 'ভবানীর ভর্ত্তা' বললে মনে হতে পারে যে, ভব বা মহাদেব ছাড়াও ভবানীর অন্য কোনো একজন ভর্ত্তা বা স্বামী আছেন—যা বিরুদ্ধমতিকৃৎ বা প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল অর্থ। এই অর্থ অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী অশুদ্ধ।

[ঘ]ক্রিয়া, কারক, বিশেষণ প্রভৃতির পরস্পরের সঙ্গে অন্বয়যুক্ত কোনো বাক্য সমাপ্ত হয়ে গেলেও ওই বাক্যের মধ্যে কোনো শব্দের সঙ্গে অন্বয়যুক্ত কোনো পদের পুনরায় প্রয়োগ করলে পুনরাত্ত দোষ হয়।

বিভবত্যদ্ভুতগুণা=বিভবতি+অদ্ভুতগুণা। 'বিভবতি' ক্রিয়াপদ। শ্লোকের 'ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি' এই অংশের অন্তর্গত 'যা' পদের সঙ্গে 'বিভবতি' ক্রিয়ার অন্বয় ; 'যা ভবানীভর্ত্তুঃ শিরসি বিভবতি'—অর্থাৎ যিনি মহাদেবের মস্তকে বিরাজিত আছেন। এখানে 'বিভবতি' ক্রিয়ার উল্লেখেই বাক্যের সমাপ্তি হয়েছে। তার পরে 'অদ্ভুতগুণা'—এই বিশেষণ প্রয়োগে পুনরাত্তদোষ হয়েছে।

তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি এই দোষ 'ভগ্নক্রম'॥[ক] ৬৩
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার॥ ৬৪
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥ ৬৫
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত[খ]॥ ৬৬

তথাহি—ভরতমুনিবাক্যম্—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥ ৫

অন্বয়—রসালঙ্কারবৎ কাব্যং চেৎ দোষযুক্ [ভবতি] (রসালঙ্কারসম্পন্ন কাব্য যদি দোষযুক্ত হয়) ; [তদা] (তাহা হইলে) ; বিভূষিতং সুন্দরং বপুঃ অপি (সুসজ্জিত এবং সুন্দর শরীরও) ; একেন শ্বিত্রেণ দুর্ভগং স্যাৎ (একটি মাত্র শ্বেতকুষ্ঠে দূষিত হইয়া থাকে)।

অনুবাদ—অলংকারে বিভূষিত সুন্দর শরীরও যেমন একটিমাত্র শ্বেতকুষ্ঠ হলে নিন্দিত হয়, তেমন রসালংকার সম্পন্ন কাব্যও দোষযুক্ত হলে নিন্দিত হয়।

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ অলঙ্কার॥ ৬৭
শব্দালঙ্কার তিনপাদে আছে অনুপ্রাস।
'শ্রীলক্ষ্মী'-শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস'॥ ৬৮
প্রথম চরণে পঞ্চ ত-কারের পাঁতি।
তৃতীয় চরণে হয় পঞ্চ রেফ স্থিতি॥ ৬৯
চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ।
অতএব শব্দ অলঙ্কার 'অনুপ্রাস'॥ ৭০
'শ্রী'শব্দে 'লক্ষ্মী'শব্দে একবস্তু উক্ত।
পুনরুক্ত প্রায় ভাসে নহে পুনরুক্ত॥[গ] ৭১
'শ্রীযুক্ত লক্ষ্ম' অর্থে অর্থের বিভেদ।
'পুনরুক্তবদাভাস' শব্দালঙ্কার ভেদ॥ ৭২
লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস[ঘ]॥ ৭৩
গঙ্গাতে কমল জন্মে সভার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ॥ ৭৪
ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
'বিরোধালঙ্কার' ইহা মহাচমৎকৃতি॥ ৭৫
ঈশ্বর-অচিন্ত্য-শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি 'বিরোধ আভাস'॥ ৭৬

তথাহি—কস্যাচিৎ

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা॥ ৬

অন্বয়—অম্বুনি অম্বুজং জাতং ক্বচিদপি (জলে পদ্ম জন্মে, কোথাও) ; অম্বুজাৎ অম্বু ন জাতং (পদ্ম হইতে

[ক]প্রত্যেক শ্লোকে চারটি পাদ বা খণ্ড থাকে ; 'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ' শ্লোকের তিন পাদে অনুপ্রাস আছে ; প্রথম পাদে 'ত'-এর অনুপ্রাস, তৃতীয় পাদে 'র'-এর অনুপ্রাস এবং চতুর্থপাদে 'ভ'-এর অনুপ্রাস অতুলনীয়। কিন্তু শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে অর্থাৎ 'যদেষা' থেকে 'সুভগা' পর্যন্ত পাদে কোনো অনুপ্রাস নেই। সুতরাং শ্লোকের আদ্যপান্ত একরকম না হওয়ায় 'ভগ্নক্রম দোষ' হয়েছে।

অনুপ্রাস—কোনো বাক্যে কোনো একটি অক্ষর বার বার ব্যবহৃত হলে অনুপ্রাস-অলংকার হয়।

[খ]বিগীত—নিন্দিত।

[গ]শ্রী-শব্দের একটি অর্থ লক্ষ্মী। সুতরাং 'শ্রীলক্ষ্মী' বললে এক লক্ষ্মী শব্দই যেন দুবার বলা হচ্ছে বলে মনে হয়। কিন্তু এখানে শ্রী-শব্দের অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মী-শব্দে পুনরুক্তি হয়নি। তাই এখানে পুনরুক্তবদাভাস অলংকার হয়েছে।

[ঘ]বিরোধাভাস—যেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো বিরোধ নেই, অথচ আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ আছে মনে হয়, সেখানে বিরোধাভাস অলংকার হয়।

জল জন্মে না) ; মুরভিদি তদ্ বিপরীতঃ (মুরারি বা বিষ্ণুতে তাহার বিপরীত) ; [যথা তস্য] (যেহেতু তাঁহার) ; পাদাম্ভোজাৎ মহানদী জাতা (চরণকমল হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে।)

অনুবাদ—জলেই পদ্ম জন্মে, কোথাও পদ্ম থেকে জল জন্মে না ; কিন্তু বিষ্ণুতে তার বিপরীত ; যেহেতু তাঁর পাদপদ্ম থেকে মহানদী গঙ্গার জন্ম হয়েছে।

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য, সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি—'অনুমান' অলঙ্কার[ক]॥ ৭৭
স্থূল[খ] এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার॥ ৭৮
প্রতিভা-কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে।
অবিচার-কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষবাদে॥ ৭৯
বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল॥ ৮০
শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত॥ ৮১
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
তবে মনে বিচারয়ে হইয়া ফাঁফর—॥ ৮২
পঢ়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ॥ ৮৩
যে ব্যাখ্যা করিল সে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাইর মুখে রহি বোলে আপনি সরস্বতী॥ ৮৪
এত ভাবি কহে—শুন নিমাই পণ্ডিত।
তব ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত॥ ৮৫
অলঙ্কার নাহি পঢ় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ॥ ৮৬
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী॥ ৮৭
শাস্ত্রের বিচার ভালমন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বোলায় বলি সেই বাণী॥ ৮৮
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়—।
শিশু-দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয়॥ ৮৯
আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপ-ধ্যান।
শিশু দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান॥ ৯০
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল॥ ৯১
তবে শিষ্যগণ সভে হাসিতে লাগিল।
তা-সভা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল॥ ৯২
তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্য বাণী॥ ৯৩
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজল-ধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥ ৯৪
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা-সভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ॥ ৯৫
দোষ-গুণ বিচার এই 'অল্প' করি মানি।
কবিত্ব-করণে শক্তি তাহা যে বাখানি॥ ৯৬
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥ ৯৭
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার॥ ৯৮
এইমতে নিজ ঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন॥ ৯৯

[ক]'অনুমান' অলংকার—শ্লোকে গঙ্গার মহত্ত্ব হল সাধ্য বস্তু এবং বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে উৎপত্তিই গঙ্গার মহত্ত্বের কারণ, তাই এটা সাধন বস্তু। সাধ্য ও সাধন একসঙ্গে উল্লিখিত হলেই অনুমান-অলংকার হয়। তাই এখানে অনুমান অলংকার হল।

[খ]স্থূল—মোটামুটি।

সরস্বতী স্বপ্নে তাঁরে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল॥ ১০০
প্রাতে আসি প্রভুপদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন॥ ১০১
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যাবলে পাইলা মহাপ্রভুর চরণ॥ ১০২
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু বিশেষ ইহাঁ করিল প্রকাশ॥ ১০৩
চৈতন্য গোঁসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয়[ক] শ্রবণে যাহার॥ ১০৪
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১০৫

[ক]সর্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়—সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং কৈশোরলীলাসূত্রবর্ণনং নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ॥ ১

অন্বয়—যৎপ্রসাদতঃ যবনাঃ (যাঁহার প্রসাদে যবনগণ) ; কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ (কৃষ্ণনাম কীর্তনকারী হইয়া) ; সুমনায়ন্তে (শুদ্ধচিত্ত হইল) ; তং স্বৈরাদ্ভুতেহং চৈতন্যং বন্দে (সেই স্বাধীন অলৌকিক চেষ্টাযুক্ত শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ—যাঁর প্রসাদে বা কৃপায় যবনগণও কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে শুদ্ধচিত্ত হয়, সেই স্বাধীন অলৌকিক চেষ্টিত শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম[ক]॥ ২

তথাহি—

বিদ্যা-সৌন্দর্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্য-কীর্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে॥ ২

অন্বয়—গৌরঃ যৌবনে (শ্রীগৌরাঙ্গ যৌবনকালে) ; বিদ্যাসৌন্দর্যসদ্বেশ সম্ভোগনৃত্য-কীর্তনৈঃ (বিদ্যা, সৌন্দর্য, সুন্দর বেশ, বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্তনদ্বারা) ; প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ দীব্যতি (এবং প্রেমনাম-প্রদানের দ্বারা ক্রীড়া করেন বা শোভাপ্রাপ্ত হয়েন)।

অনুবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গ যৌবনকালে বিদ্যা, সৌন্দর্য, সুন্দরবেশ, খ্যাতি-যশাদি বিষয়-উপভোগ, নৃত্য, কীর্তন এবং প্রেম-নাম প্রদানের দ্বারা ক্রীড়া করেন বা শোভাপ্রাপ্ত হন।

যৌবন প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ বিভূষণ[খ]।
দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ, মাল্য-চন্দন॥ ৩
বিদ্যা-ঔদ্ধত্যে কাহাকেও না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন॥[গ] ৪
বায়ু-ব্যাধি-ছলে কৈল প্রেম-পরকাশ।
ভক্তগণ লইয়া কৈল বিবিধ বিলাস॥ ৫
তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন॥ ৬
দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেমপরকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস॥ ৭
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈত-মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন॥ ৮
প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস।
খাটে বসি প্রভু কৈলা ঐশ্বর্যপ্রকাশ॥ ৯
তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্ভুজ দর্শন॥ ১০
প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ[ঘ]-বেণু-ধর॥ ১১
তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র[ঙ]।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র॥ ১২
তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ১৩
তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞির ব্যাস-পূজন।[চ]
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল-ধারণ॥ ১৪
তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই॥ ১৫

[ক]অনুক্রম—আরম্ভ।

[খ]অঙ্গে অঙ্গ বিভূষণ—অঙ্গই অঙ্গের অলংকার ;

[গ]বিদ্যাগর্বে লোক কেমন উদ্ধত হতে পারে, তা দেখাবার জন্যই প্রভুর এরকম ঔদ্ধত্য লীলার অভিনয়।

[ঘ]শার্ঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের ধনুকের নাম শার্ঙ্গ।

[ঙ]তিন অঙ্গ বক্র—গ্রীবা, কটি ও জানু—এই তিন অঙ্গ বক্র।

[চ]ব্যাস পূজন — আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে শ্রীব্যাসদেবের পূজা করা হয়। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শ্রীবাসের ঘরে ব্যাসপূজা করেছিলেন।

তবে সপ্ত-প্রহর প্রভু ছিলা ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে॥ ১৬
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তার স্কন্ধে চঢ়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে॥ ১৭
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
'হরের্নাম' শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ॥ ১৮

তথাহি—বৃহন্নারদীয়ে (৩৮।১২৬)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ সপ্তম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০০)]

কলিকালে নাম-রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সব জগত-নিস্তার॥ ১৯
দার্ঢ্য লাগি[ক] 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক[খ] বুঝাইতে পুনরেবকার[গ]॥ ২০
'কেবল'-শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞানযোগ-কর্ম-তপ-আদি নিবারণ॥ ২১
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
'নাহি নাহি নাহি' এই তিন এবকার॥ ২২
তৃণ হইতে নীচ হঞা সদা লৈবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥ ২৩
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥ ২৪
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।

[ক]দার্ঢ্য লাগি—দৃঢ়তার জন্য।

[খ]জড়লোক—অজ্ঞান লোক।

[গ]পুনরেবকার—পুনঃ+এবকার ; হরের্নাম+এব= হরের্নামৈব ; 'এব' শব্দের অর্থ 'ই' ; যারা অজ্ঞান, মূর্খ, শাস্ত্রজ্ঞানহীন— কলিতে হরিনামই যে একমাত্র সাধন, তাদেরকে তা স্পষ্ট করে বুঝাবার জন্য এব শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। অথবা, কলিতে জ্ঞান, কর্ম, যোগ—এই তিন সাধনের কোনো প্রয়োজন নেই, কলিতে একমাত্র হরিনামই শ্রেষ্ঠ উপায়—এটা বুঝাবার জন্যই তিনবার হরের্নাম বলা হয়েছে।

শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥ ২৫
এইমত বৈষ্ণব কাঁরে কিছু না মাগিব।
অযাচিত-বৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইব॥ ২৬
সদা নাম লইব—যথা লাভেতে সন্তোষ[ঘ]।
এইত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ॥ ২৭

তথাহি—'পদ্যাবল্যাং' (৩২) শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৪

অন্বয়—তৃণাদপি সুনীচেন (তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ) ; তরোরিব সহিষ্ণুনা (তরুর ন্যায় সহিষ্ণু) ; অমানিনা মানদেন (সম্মানের জন্য অভিলাষশূন্য ও অপরকে সম্মানপ্রদানকারী) ; হরিঃ সদা কীর্তনীয়ঃ (শ্রীহরিনাম সর্বদা কীর্তনীয়)।

অনুবাদ—তৃণ অপেক্ষাও নীচ হয়ে, তরুর মতো সহিষ্ণু হয়ে, নিজে সম্মান লাভের ইচ্ছা না করে এবং অন্য সকলকে সম্মান দেখিয়ে সর্বদা শ্রীহরিনাম-কীর্তন করবে।

ঊর্ধ্ববাহু করি কহি শুন সর্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥ ২৮
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ ২৯
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্তন কৈল এক সম্বৎসর॥ ৩০
কবাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে॥ ৩১
কীর্তন শুনি বাহিরেত তারা জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥ ৩২
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডীপ্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল॥ ৩৩
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া॥ ৩৪

[ঘ]যথা লাভেতে সন্তোষ—যখন যা কিছু পাওয়া যায়, তাতেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা।

কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল[ক]।
হরিদ্রা সিন্দুর আর রক্তচন্দন তণ্ডুল॥ ৩৫
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘর গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস[খ] তাহাত দেখিলা॥ ৩৬
বড় বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া।
সভারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া॥ ৩৭
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন॥ ৩৮
তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন দুরাচার॥ ৩৯
'হাড়ি'[গ] আনাইয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল॥ ৪০
তিন দিন বই সেই গোপাল চাপাল।
সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ—বহে রক্তধার॥ ৪১
সর্বাঙ্গে বেড়িল কীটে—কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥ ৪২
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহেত বসিয়া।
একদিন বোলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া॥ ৪৩
গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা! মুঞি কুষ্ঠব্যাধ্যে হঞাছোঁ ব্যাকুল॥ ৪৪
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার॥ ৪৫
এত শুনি মহাপ্রভু হইলা ক্রোধমন।
ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জ্জন-বচন॥ ৪৬
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম এই মত কীড়ায়[ঘ] খাওয়াইমু॥ ৪৭
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে[ঙ] পতন॥ ৪৮
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥ ৪৯
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে না যায় পরাণ॥ ৫০
সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়াগ্রামে[চ]তে আইলা॥ ৫১
তবে সেই পাপী লইল প্রভুর শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হৈঞা সকরুণ॥ ৫২
শ্রীবাস পণ্ডিত স্থানে হঞাছে অপরাধ।
তাঁহা যাহ তেঁহো যদি করে প্রসাদ॥ ৫৩
তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥ ৫৪
তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাস শরণ।
তাঁর কৃপায় পাপ তার হইল বিমোচন॥ ৫৫
আর এক বিপ্র আইল কীর্তন দেখিতে।
দ্বারে কবাট, না পাইল ভিতরে যাইতে॥ ৫৬
ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখী হৈয়া।
আর দিন প্রভুরে করে গঙ্গায় লাগ পাঞা॥ ৫৭
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ—॥ ৫৮
সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস॥ ৫৯
প্রভুর শাপ বার্তা[ছ] যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ॥ ৬০
মুকুন্দ দত্তে কৈল দণ্ড-পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ॥ ৬১

[ক]ওড় ফুল—জবাফুল।

[খ]শ্রীনিবাস—শ্রীবাস।

[গ]হাড়ি—নীচ শ্রেণীর লোকবিশেষ।

[ঘ]কীড়ায়—কুষ্ঠরোগের কীটদ্বারা।

[ঙ]রৌরব—সাপের থেকেও নিষ্ঠুর রুরু নামক জন্তু যে নরকে পাপীকে দংশন করে যন্ত্রণা দেয়, তাকে রৌরব বলে।

[চ]কুলিয়গ্রাম—নবদ্বীপের সামনে গঙ্গার অন্য পাড়ে কুলিয়া নামে গ্রাম ছিল; এখন সে গ্রাম গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে।

[ছ]প্রভুর শাপ বার্তা—প্রভুর প্রতি বিপ্রের অভিশাপের কথা।

আচার্য গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য বড় হয় দুঃখমতি॥ ৬২
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজান[ক] ॥ ৬৩
তবে আচার্য গোঁসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল॥ ৬৪
মুরারি গুপ্ত[খ] মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার 'রামদাস' নাম॥ ৬৫
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান॥ ৬৬
হরিদাস ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ।
আচার্য স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ॥ ৬৭
ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল।
শুনি এক পঢ়ুয়া তাহা 'অর্থবাদ'[গ] কৈল॥ ৬৮
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সভে নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ॥ ৬৯
সগণে সচেলে[ঘ] যাঞা কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান॥ ৭০
জ্ঞান কর্ম-যোগ ধর্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস[ঙ]॥ ৭১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০)

**ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥ ৫**

অন্বয়—উদ্ধব (হে উদ্ধব) ; মম উর্জিতা ভক্তিঃ (আমার দৃঢ় ভক্তি) ; মাং যথা সাধয়তি (আমাকে যেরূপ বশীভূত করে) ; তথা ন যোগঃ ন সাংখ্যং ন ধর্মঃ ন স্বাধ্যায়ঃ ন তপঃ ন ত্যাগঃ (যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্ন্যাসও সেইরূপ পারে না)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'হে উদ্ধব! আমার প্রতি দৃঢ়ভক্তি আমাকে যেমন বশীভূত করে—যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্ন্যাসও তেমন পারে না।'

মুরারিকে কহে—তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা॥ ৭২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮১।১৬)

**ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥ ৬**

অন্বয়—দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ অহং ক্ব (দরিদ্র, পাপী আমি কোথায়) ; শ্রীনিকেতনঃ কৃষ্ণঃ ক্ব (লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়?) ; ব্রহ্মবন্ধু ইতি স্ম অহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ (অহো! আমি ব্রহ্মবন্ধু বলিয়াই তিনি বাহুদ্বারা আমায় আলিঙ্গন করিলেন)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'অহো! কোথায় আমি দরিদ্র পাপী, আর কোথায় সেই স্বয়ং লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত শ্রীকৃষ্ণ! আমি ব্রহ্মবন্ধু বলেই তিনি বাহুদ্বারা আমায় আলিঙ্গন করলেন।'

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া।
সংকীর্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া॥ ৭৩
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাঢ়িতে লাগিল॥ ৭৪
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল—সভেই বিস্মিত॥ ৭৫
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল॥ ৭৬
রক্ত-পীতবর্ণ, নাহি অষ্ট্যংশ বল্কল[চ]।

[ক] অবজান—অবজ্ঞা ; শাস্তি।

[খ] মুরারি গুপ্ত—মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। পূর্বলীলায় তিনি হনুমান ছিলেন।

[গ] 'অর্থবাদ'—ভক্তগণের কাছে প্রভু হরিনামের যে মাহাত্ম্যের বর্ণনা করলেন, তা অতিরঞ্জিত প্রশংসামাত্র—বাস্তবে হরিনামের এত মাহাত্ম্য থাকতে পারে না — এরকম উক্তিকে অর্থবাদ বলে।

[ঘ] সচেলে—সবস্ত্রে।

[ঙ] প্রেমভক্তি রস—নামসংকীর্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করতে করতে যে প্রেমভক্তি লাভ হয়, তা বিভাব-অনুভাবাদির সম্মিলনে রসরূপে পরিণত হয়।

[চ] অষ্ট্যংশ বল্কল—অষ্টি (আটি) অংশ (আঁশ) ও বাকল বা খোসা। এই আম অপ্রাকৃত ফল।

এক জনের উদর পূরে খাইলে এক ফল॥ ৭৭
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সভাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ॥ ৭৮
অষ্টাংশ বক্কল নাহি অমৃত রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয়॥ ৭৯
এইমত প্রতিদিন ফলে বার মাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল—প্রভুর উল্লাস॥ ৮০
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্যলোক নাহি জানে—বিনা ভক্তগণ॥ ৮১
এইমত বার মাস কীর্তন অবসানে।
আম্র-মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে॥ ৮২
কীর্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ॥ ৮৩
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল।
বৃহৎ-সহস্রনাম[ক] পঢ় শুনিতে মন হৈল॥ ৮৪
পঢ়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম॥ ৮৫
নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥ ৮৬
নৃসিংহ আবেশে দেখি মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয়॥ ৮৭
লোকভয় দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাসের গৃহে যাঞা গদা ফেলাইল॥ ৮৮
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পাইল, মোর হৈল অপরাধ॥ ৮৯
শ্রীবাস বোলেন 'যে তোমার নাম লয়'।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয়॥ ৯০
অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার॥ ৯১
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হৈয়া প্রভু আইলা আপন ভবন॥ ৯২
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে—ডমুরু বাজায়॥ ৯৩
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চঢ়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ॥ ৯৪
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে॥ ৯৫
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল—প্রেমরসে ভাসে॥ ৯৬
আর দিনে জ্যোতিষ সর্বজ্ঞ এক আইল।
তাহারে সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল॥ ৯৭
কে ছিলাঙ আমি পূর্বজন্মে কহ গণি।
গণিতে লাগিলা সর্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি॥ ৯৮
গণি ধ্যানে দেখে সর্বজ্ঞ—মহাজ্যোতির্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সভার আশ্রয়॥ ৯৯
পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর।
দেখি প্রভু মূর্তি সর্বজ্ঞ হইল ফাঁফর॥ ১০০
বলিতে না পারে কিছু, মৌন ধরিল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল কহিতে লাগিল॥ ১০১
পূর্ব জন্মে ছিলা তুমি জগত-আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্বৈশ্বর্যময়॥ ১০২
পূর্বে যৈছে ছিলা তুমি, এবে সেইরূপ।
দুর্বিজ্ঞেয়[খ] নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ॥ ১০৩
প্রভু হাসি বোলে তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্বে আমি আছিলাঙ জাতিতে গোয়ালা॥ ১০৪
গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে এবে হৈলাম ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল॥ ১০৫
সর্বজ্ঞ কহে আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাম।
তাহাতেও ঐশ্বর্য দেখি ফাঁফর হইলাম॥ ১০৬
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি এই মায়ায়ে তোমার॥ ১০৭
যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার॥ ১০৮

[ক]বৃহৎ-সহস্রনাম—মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহস্রনাম। এই সহস্রনামে নৃসিংহদেবের নাম আছে।

[খ]দুর্বিজ্ঞেয়—যা অবগত হওয়া দুঃসাধ্য ; যা সহজে নির্ণয় করা যায় না।

এক দিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
'মধু আন মধু আন' বোলেন ডাকিয়া॥ ১০৯
নিত্যানন্দ-গোঁসাঞির আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল॥ ১১০
জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ লীলা[ক] দেখয়ে সকল॥ ১১১
মদমত্ত গতি বলদেব-অনুকার।
আচার্য- শেখর তাঁরে দেখে রামাকার[খ]॥ ১১২
বনমালী আচার্য দেখে সোনার লাঙ্গল।
সভে মিলি নৃত্য করে—আবেশে বিহ্বল॥ ১১৩
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সভে গেলা ঘর॥ ১১৪
নগরিয়ালোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্তন করিতে লাগিলা॥ ১১৫
'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'১১৬
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্তন উচ্চধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি॥ ১১৭
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী পাশে আসি সভে কৈল নিবেদন॥ ১১৮
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী[গ] একঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥ ১১৯
এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও, কেন্ বল জানি॥ ১২০
কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥ ১২১
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥ ১২২
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়ালোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক॥ ১২৩
প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্তন।
আমি সংহারিব আজি সকল যবন॥ ১২৪
ঘরে গিয়া সব লোক করে সংকীর্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে—চমকিত মন॥ ১২৫
তা সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি॥ ১২৬
নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগরমণ্ডন[ঘ]॥ ১২৭
সন্ধ্যাতে দেউটি[ঙ] সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখোঁ কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে॥ ১২৮
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়॥ ১২৯
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য গোঁসাঞি পরম-উল্লাস॥ ১৩০
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ॥ ১৩১
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু-কৃপাবলে॥ ১৩২
এইমত কীর্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজী-দ্বারে গেলা॥ ১৩৩
তর্জ গর্জ করে লোক করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল[চ]॥ ১৩৪
কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জন গর্জন শুনি না হয় বাহিরে॥ ১৩৫
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥ ১৩৬

[ক]যমুনাকর্ষণ লীলা—শ্রীবলদেব একদিন তাঁর প্রেয়সীদের সঙ্গে জলবিহারের জন্য যমুনাকে আহ্বান করলেন ; কিন্তু যমুনা না আসায় তাঁকে আকর্ষণ করে আনেন। শ্রীবলদেবের আবেশে প্রভু সবাইকে এই লীলা দেখিয়েছিলেন।

[খ]রামাকার — রামের (বলরামের) আকার।

[গ]কাজী — বিচারপতি ; এঁর নাম চাঁদকাজী ; ইনি গৌড়েশ্বর নবাবের দৌহিত্র ছিলেন।

[ঘ]কর সভে নগরমণ্ডন—সমস্ত নবদ্বীপ নগরকে সুন্দর করে সাজাও।

[ঙ]দেউটি—মশাল।

[চ]প্রশ্রয়-পাগল—প্রভুর বলে ও প্রশ্রয়ে লোক পাগলের মতো হয়েছে।

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক[ক] পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা॥ ১৩৭
দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইল প্রভু সম্মান করিয়া॥ ১৩৮
প্রভু বলে—আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত[খ]।
আমা দেখি লুকাইলে—এ ধর্ম কেমত॥ ১৩৯
কাজী কহে—তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া॥ ১৪০
এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম॥ ১৪১
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা[গ]॥ ১৪২
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা[ঘ]।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥ ১৪৩
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥ ১৪৪
এই মতে দোঁহার কথা হয় ঠারে-ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে॥ ১৪৫
প্রভু কহে—প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে—আজ্ঞা কর যে তোমার মনে॥ ১৪৬
প্রভু কহে—গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়[ঙ] তাতে তেঁহো পিতা॥ ১৪৭
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন্ ধর্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম[চ]॥ ১৪৮
কাজী কহে—তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ॥ ১৪৯
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ-ভেদ[ছ]।

[ক]ভব্যলোক—সম্ভ্রান্ত যোগ্য লোক।
[খ]অভ্যাগত—অতিথি।
[গ]সাঁচা—সত্য।
[ঘ]নানা—মাতামহ।
[ঙ]উপজায়—উৎপাদন করে।
[চ]বিকর্ম—নিন্দিত কর্ম, পাপ কর্ম।
[ছ]প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গভেদ—সংযতভাবে ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষপাতী হল প্রবৃত্তিমার্গ। আর নিবৃত্তিমার্গ ইন্দ্রিয়ের কোনোরকম আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষপাতী নয়।

নিবৃত্তি-মার্গে জীব মাত্র বধের নিষেধ॥ ১৫০
প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয়॥ ১৫১
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি॥ ১৫২
প্রভু কহে—বেদে কহে গোবধ নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে॥ ১৫৩
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে আছে হেন আজ্ঞাবাণী॥ ১৫৪
অতএব জরদ্গব[জ] মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন॥ ১৫৫
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আর বার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার॥ ১৫৬
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহো না করে এখনে॥ ১৫৭

তথাহি—ব্রহ্মবৈবর্তবচনম্ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮৫।১৮০)

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৭

অন্বয়—অশ্বমেধং (অশ্বমেধ যজ্ঞ) ; গবালম্ভং (গোমেধ যজ্ঞ) ; সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস) ; পলপৈতৃকম্ (মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ) ; দেবরেণ সুতোৎপত্তিং (দেবর দ্বারা পুত্র-উৎপাদন) ; ইতি (এই) ; পঞ্চ কলৌ বিবর্জয়েৎ (পাঁচটি কলিযুগে বর্জন করিবে)।

অনুবাদ—অশ্বমেধ-যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা পুত্র উৎপাদন-কলিযুগে এই পাঁচটি বর্জন করবে।

তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার।
নরক হৈতে তোমার নাহিক নিস্তার॥ ১৫৮
গরুর যতেক রোম, তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর॥ ১৫৯

[জ]জরদ্গব—জরাগ্রস্ত বা বুড়ো গোরু।

তোমাসভার শাস্ত্রকর্তা—সেহো ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম ঐছে আজ্ঞা দিল॥ ১৬০
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি॥ ১৬১
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র, বিচার-সহ নয়॥ ১৬২
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥ ১৬৩
সহজে যবন-শাস্ত্র অদৃঢ় বিচার।
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার—॥ ১৬৪
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা॥ ১৬৫
তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্তন।
বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত নর্তন॥ ১৬৬
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম বিরোধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি॥ ১৬৭
কাজী বোলে—সভে তোমায় বলে গৌরহরি।
সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি॥ ১৬৮
শুন গৌরহরি! এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন॥ ১৬৯
প্রভু বোলে—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি[ক] কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়॥ ১৭০
কাজী কহে—যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্তন-করিনু মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥ ১৭১
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জয়ে বিস্তর॥ ১৭২
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি॥ ১৭৩
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বোলে।
ফাড়িমু[খ] তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥ ১৭৪
মোর কীর্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়।

[ক]স্ফুট করি—প্রকাশ করে।
[খ]ফাড়িমু—চিরে ফেলব।

আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥ ১৭৫
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়—।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়॥ ১৭৬
সে দিন বহুত নাহি কৈলে উৎপাত।
তেঞিঃ ক্ষমা করিঞা না কৈলু প্রাণাঘাত॥ ১৭৭
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥ ১৭৮
এত কহি সিংহ গেল—মোর হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥ ১৭৯
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্বলোক আশ্চর্য মানিল॥ ১৮০
কাজী কহে—ইহা আমি কারো না কহিল।
সেই দিন এক মোর পেয়াদা আইল॥ ১৮১
আসি কহে—গেলুঁ মুঞি কীর্তন নিষেধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে॥ ১৮২
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ॥ ১৮৩
তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা।
কীর্তন না বর্জিহ[গ] ঘরে রহত বসিয়া॥ ১৮৪
তবে ত নগরে হৈবে স্বচ্ছন্দে কীর্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন॥ ১৮৫
নগরে হিন্দুর ধর্ম বাড়িল অপার।
হরি হরি ধ্বনি বিনা নাহি শুনি আর॥ ১৮৬
আর ম্লেচ্ছ কহে—হিন্দু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায়—গড়ি যায় ধূলি॥ ১৮৭
'হরি হরি' করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসা[ঘ] শুনিলে তোমায় করিবেক ফল[ঙ]॥ ১৮৮
তবে সেই যবনেরে আমিত পুছিল।
হিন্দু 'হরি' বলে তার স্বভাব জানিল॥ ১৮৯
তুমিত যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ।

[গ]না বর্জিহ—নিষেধ কর না।
[ঘ]পাৎসা—বাদশাহ ; এখানে বাংলার নবাব।
[ঙ]করিবেক ফল—শাস্তি দেবেন।

হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ॥ ১৯০
ম্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, কেহ রামদাস॥ ১৯১
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি॥ ১৯২
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি।
ইচ্ছা নাহি তবু বোলে কি উপায় করি॥ ১৯৩
আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল সে দিন হৈতে॥ ১৯৪
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জন।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি করে হিন্দুগণ॥ ১৯৫
এত শুনি তা সভারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥ ১৯৬
আসি কহে—হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই॥ ১৯৭
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি[ক] করি জাগরণ।
তাতে বাদ্য নৃত্য-গীত যোগ্য আচরণ॥ ১৯৮
পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥ ১৯৯
উচ্চ করি গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥ ২০০
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥ ২০১
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই—করি জাগরণ॥ ২০২
'নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি॥ ২০৩
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ রাড়বাড়।[খ]
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥ ২০৪
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর-নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য হয় হানি॥ ২০৫

গ্রামের ঠাকুর[গ] তুমি সভে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন॥ ২০৬
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিলুঁ সভারে।
সভে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে॥ ২০৭
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও হেন লয় মোর মন॥ ২০৮
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া॥ ২০৯
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র॥ ২১০
'হরি-কৃষ্ণ-নারায়ণ' লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্॥ ২১১
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয় বাণী॥ ২১২
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি॥ ২১৩
প্রভু কহে—এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্তনবাদ[ঘ] যৈছে না হয় নদীয়ায়॥ ২১৪
কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক্[ঙ] দিব—কীর্তন না বাধিবে॥ ২১৫
শুনি প্রভু 'হরি' বলি উঠিলা আপনি।
উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরি-ধ্বনি॥ ২১৬
কীর্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লসিত মন॥ ২১৭
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥ ২১৮
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥ ২১৯
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোঁসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥ ২২০
শ্রীবাস পুত্রের তাহাঁ হৈল পরলোক।

[ক]বিষহরি—মনসাদেবী।
[খ]রাড়বাড়—অতত্ত্বজ্ঞ ; যারা ভালোমন্দ তত্ত্ব কিছুই জানে না।
[গ]গ্রামের ঠাকুর—নবদ্বীপের শাসন কর্তা।
[ঘ]সংকীর্তনবাদ—সংকীর্তনের বাধা বা বিঘ্ন।
[ঙ]তালাক—দিব্য ; শপথ।

তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥ ২২১
মৃতপুত্র মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন॥[ক] ২২২
তবেত করিলা সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর[খ] করিল সম্মান॥ ২২৩
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে[গ] দরজী যবন।
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দরশন॥ ২২৪
'দেখিনু দেখিনু' বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব-আগল[ঘ]॥ ২২৫
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশিকা মাগিল[ঙ]।
শ্রীবাস কহে গোপীগণ বংশী হরি নিল॥ ২২৬
শুনি প্রভু 'বোল বোল' কহেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলারসে॥ ২২৭
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥ ২২৮
তবে 'বোল বোল' প্রভু ব'লে বার বার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার॥ ২২৯
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তা-সভার সঙ্গে যৈছে বন-বিহরণ॥ ২৩০
তাহি মধ্যে ছয় ঋতু[চ] লীলার বর্ণন।
মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন॥ ২৩১
'বোল বোল' বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহে তবে রাস-রসের বিলাস॥ ২৩২
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকালে হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তুষি আলিঙ্গন কৈল॥ ২৩৩
তবে আচার্যের ঘরে[ছ] কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণী-স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা॥ ২৩৪
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেম-ভক্তি॥ ২৩৫
এক দিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে॥ ২৩৬
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার॥ ২৩৭
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িলা।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইলা॥ ২৩৮
বিজয়-আচার্য গৃহে সে রাত্রে রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লৈয়া গেলা॥ ২৩৯
একদিন গোপী-ভাবে গৃহেতে বসিয়া।
'গোপী গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া॥ ২৪০
এক পঢ়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
'গোপী গোপী' নাম শুনি লাগিলা বলিতে॥ ২৪১
'কৃষ্ণনাম' কেনে না লও 'কৃষ্ণনাম' ধন্য।
'গোপী গোপী' বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য॥ ২৪২
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার[জ]।
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিবার॥ ২৪৩
ভয়ে পালায় পঢ়ুয়া পাছে পাছে প্রভু ধায়।
আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়[ঝ]॥ ২৪৪
প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজ ঘরে।
পঢ়ুয়া পালায়ে গেল পঢ়ুয়া সভারে॥ ২৪৫
পঢ়ুয়া সহস্র যাঁহা পঢ়ে এক ঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যাই॥ ২৪৬

[ক]শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসকে বললেন—'আমাদেরকে তুমি তোমার পুত্র বলে মনে করো।'

[খ]নারায়ণী—চৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবনদাসের জননী।

[গ]সিঁয়ে—সেলাই করে।

[ঘ]আগল—অগ্রগণ্য।

[ঙ]বংশিকা মাগিল—প্রভু শ্রীবাসের নিকট বাঁশি চাইলেন।

[চ]ছয় ঋতু—বৃন্দাবনের অন্তর্গত ছটি বনে গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ছয়টি ঋতু নিত্য বিরাজিত। এছাড়াও আর একটি বন আছে, যেখানে ছয়টি ঋতুই যুগপৎ বর্তমান।

[ছ]আচার্যের ঘরে—চন্দ্রশেখর আচার্যের ঘরে।

[জ]দোষোদ্গার— শ্রীকৃষ্ণ পূতনা-বৃষাসুরাদি অসুরদের বধ করে পাপ করেছিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নির্দয়-নিষ্ঠুর। পড়ুয়াকে তাই প্রভু বললেন—'তুমি এমন নিষ্ঠুর কৃষ্ণের নাম করতে বলছ ?' মহাক্রোধে ভাবাবিষ্ট প্রভু এভাবেই কৃষ্ণের দোষের উল্লেখ করলেন।

[ঝ]রহায়—থামায়।

শুনি ক্রোধ হৈল সব পঢ়ুয়ার গণ।
সবে মেলি করে তবে প্রভুর নিন্দন॥ ২৪৭
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম ভয় নাঞি॥ ২৪৮
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে॥ ২৪৯
প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধির হৈল নাশ।
সুপঠিত-বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ॥ ২৫০
তথাপি দাম্ভিক পঢ়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহাঁ তাহাঁ প্রভু নিন্দা হাসি সে করয়॥ ২৫১
সর্বজ্ঞ গোঁসাঞি জানি তা-সভার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তেন তা-সভার অব্যাহতি—॥ ২৫২
যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ।
ধর্মী-কর্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জন॥ ২৫৩
এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥ ২৫৪
নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জনের কৈছে হইবেক হিত॥ ২৫৫
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়॥ ২৫৬
মোরে নিন্দা করে যে—না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥ ২৫৭
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥ ২৫৮
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥ ২৫৯
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাই এই যুক্তিসার॥ ২৬০
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে॥ ২৬১
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা[ক] করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন॥ ২৬২
তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসারমোচন॥ ২৬৩
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর-অন্তর্যামী।
যে করাহ সে করিব স্বতন্ত্র নহি আমি॥ ২৬৪
এতবলি ভারতী-গোঁসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥ ২৬৫
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য।
মুকুন্দদত্ত, এই তিন কৈল সর্বকার্য॥ ২৬৬
এই আদি লীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥ ২৬৭
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্বিধ ভক্তভাব[খ] করে আস্বাদন॥ ২৬৮
স্বমাধুর্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভাল মতে॥ ২৬৯
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে—আপনার কান্ত॥ ২৭০
গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়—।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনা অন্যত্র না হয়॥ ২৭১
শ্যাম সুন্দর শিখিপিঞ্ছ গুঞ্জা[গ] বিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম[ঘ] মুরলী-বদন॥ ২৭২
ইহা বিনু কৃষ্ণঃ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার॥ ২৭৩

তথাহি—ললিতমাধবে (৬।১৪)

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥ ৮

অন্বয়—দুরূহপদবীসঞ্চারিণ (দুরূহপথা-

[ক]ভিক্ষা—আহার।

[খ]চতুর্বিধ ভক্তভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব। শ্রীচৈতন্যপ্রভু দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যভাবের মুখ্যত বিষয়; আর রাধাভাব অঙ্গীকার করেছেন বলে মধুর ভাবের বিষয় এবং আশ্রয় দুই-ই। এটাই প্রভুর আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

[গ]গুঞ্জা—কুচ ফল। গুঞ্জা দু'রকম—শ্বেত ও রক্ত।

[ঘ]ত্রিভঙ্গিম—গ্রীবা, কটি ও জানু—এই তিন স্থান বেঁকিয়ে দাঁড়ান যিনি।

বলম্বী) ; পশুপেন্দ্রনন্দনজুষঃ (নন্দননিষ্ঠ) ; গোপীনাং ভাবস্য তাং প্রক্রিয়াং (গোপীগণের ভাবের সেই প্রক্রিয়া) ; বিজ্ঞাতুং কঃ কৃতী ক্ষমতে (কোন কৃতিব্যক্তি জানিতে সমর্থ হয়) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; হন্ত জিষ্ণুভিঃ চতুর্ভিঃ ভুজৈঃ (আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জয়শীল চারিটি হস্ত-দ্বারা) ; অদ্ভুতরুচিং বৈষ্ণবীং তনুং আবিষ্কুর্বতি (অদ্ভুত শোভাবিশিষ্ট শ্রীবিষ্ণুমূর্তি প্রকটনকারী) ; তস্মিন্ অপি যাসাং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি (সেই শ্রীকৃষ্ণেও যাঁহাদের অনুরাগ উল্লাস সংকুচিত হয়)।

অনুবাদ—শ্রীবিশাখা সূর্যপত্নী ছায়াদেবীকে বলছেন : নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের যে কেমন প্রেমভাব, তা জ্ঞানী অর্থাৎ কৃতিগণও বুঝতে পারেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই নন্দনন্দনই যদি ভুবনবিজয়ী চারহাতবিশিষ্ট শ্রীবিষ্ণু মূর্তিতে প্রকটিত হন, তাহলে সেই শ্রীকৃষ্ণেও গোপীদের প্রেম-উল্লাস সংকুচিত হয়।

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্ধনে।
অন্তর্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে॥ ২৭৪
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট[ক]।
অন্বেষিতে আইলা তাঁহা গোপিকার ঠাট[খ]॥ ২৭৫
দূর হৈতে কৃষ্ণ দেখি বলে গোপীগণ।
এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২৭৬
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস[গ]।
লুকাইতে নারিলা ভয়ে হৈলা বিবশ॥ ২৭৭
চতুর্ভুজ মূর্তি ধরি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া॥ ২৭৮
ইহোঁ কৃষ্ণ নহে ইহোঁ নারায়ণ মূর্তি।
এত বলি সভে তাঁরে করে নতি স্তুতি॥ ২৭৯
নমো নারায়ণ দেব ! করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ মোর ঘুচাহ বিষাদ॥ ২৮০

[ক]রাধার বাট—শ্রীরাধার পথ বা রাস্তা।
[খ]গোপিকার ঠাট—গোপীদল।
[গ]সাধ্বস—ভয়।

এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিল দরশন॥ ২৮১
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্তি চাহেন রাখিতে॥ ২৮২
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ —নারিল রাখিতে॥ ২৮৩
রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ-স্বভাব॥ ২৮৪

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদ-প্রকরণে (৬)

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা॥ ৯

অন্বয়—রাসারম্ভবিধৌ (রাসারম্ভ সময়ে) ; কুঞ্জে নিলীয় বসতা (কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িতভাবে অবস্থানকারী) ; হরিণা, মৃগাক্ষীগণৈঃ দৃষ্টং স্বং গোপয়িতুং উদ্ধরধিয়া (শ্রীহরি মৃগনয়না গোপীগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া নিজেকে গোপন করিতে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা) ; যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা (যা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে) ; হন্ত (অহো) ; রাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা [এবম্ভূতঃ] (শ্রীরাধার প্রেমের মাহাত্ম্য ঈদৃশ) ; যস্য শ্রিয়া প্রভবিষ্ণুনা অপি (যাহার প্রভাবদ্বারা প্রভাবশালী হইয়াও) ; হরিণা সা চতুর্বাহুতা রক্ষিতুং শক্যা ন আসীৎ (শ্রীহরি কর্তৃক সেই চতুর্ভুজত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল না)।

অনুবাদ—বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীকে বললেন—রাসলীলা আরম্ভ হওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ কোনো কুঞ্জমধ্যে লুকিয়ে ছিলেন, এমন সময় মৃগনয়না গোপীগণ তাঁকে দেখে ফেললে, তিনি স্বীয় উত্তমবুদ্ধির প্রভাবে নিজেকে লুকাবার জন্য যে সুন্দর চতুর্ভুজরূপ প্রকাশ করেছিলেন ; অহো ! শ্রীরাধার এমনই প্রেমমাহাত্ম্য, যার প্রভাবে সেই চতুর্ভুজরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিশালী হয়েও নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হননি।

সেই ব্রজেশ্বর ইহাঁ—জগন্নাথ পিতা।

সেই ব্রজেশ্বরী ইহাঁ —শচীদেবী মাতা॥ ২৮৫
সেই নন্দসুত ইঁহা—চৈতন্য-গোঁসাঞি।
সেই বলদেব ইঁহা—নিত্যানন্দ ভাই॥ ২৮৬
বাৎসল্য-দাস্য-সখ্য—তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-চৈতন্য সহায়॥[ক] ২৮৭
প্রেমভক্তি দিয়া তেঁহো ভাসাইল জগতে।
তাঁহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে॥ ২৮৮
অদ্বৈত আচার্য গোঁসাঞি ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার॥ ২৮৯
সখ্য-দাস্য দুই ভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু ব্যবহার॥ ২৯০
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজনিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন॥ ২৯১
পণ্ডিত গোঁসাঞি[খ] আদি যাঁর যেই রস।
সেই সেই রসে প্রভু হন তাঁর বশ॥ ২৯২
তেঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপ বিলাসী।
ইহোঁ গৌর কভু দ্বিজ -কভুত সন্ন্যাসী॥ ২৯৩
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব[গ] ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে 'প্রাণনাথ' করি॥ ২৯৪
সেই কৃষ্ণ[ঘ] সেই গোপী[ঙ]—পরম বিরোধ[চ]।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর—অতি সুদুর্বোধ॥ ২৯৫
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয়॥ ২৯৬

[ক]শ্রীমন্ নিত্যানন্দের দাস্য-সখ্য মিশ্রিত বাৎসল্যভাব। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা-সহচর ; নাম-প্রেম বিতরণে প্রভুর মূল সহায় শ্রীনিত্যানন্দ ; তাঁর চরিত্র সাধারণ লোকের বুদ্ধির অতীত।

[খ]পণ্ডিত গোঁসাঞি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত ; এঁর ছিল মধুর ভাব।

[গ]গোপীভাব—রাধাভাব।

[ঘ]সেই কৃষ্ণ—শ্রীরাধার মাদনাখ্য প্রেমের বিষয়রূপী কৃষ্ণ।

[ঙ]সেই গোপী—মাদনাখ্য প্রেমের একমাত্র আশ্রয় যিনি, সেই শ্রীরাধা।

[চ]পরম বিরোধ—একই পাত্রে দুটি বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ ; অর্থাৎ বিষয়জাতীয় ও আশ্রয় জাতীয় ভাবের যুগপৎ সমাবেশ বলে এ অসম্ভব। কিন্তু প্রভুর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তা সম্ভব হয়েছে। তিনি যে 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর'—এ তারই প্রমাণ।

অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্রব্যবহার॥ ২৯৭
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে[ছ] পচে তার নাহিক নিস্তার॥ ২৯৮

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
স্থায়িভাবলহর্য্যাম্—(৫১)

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ ১০

অন্বয় —যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ (যে সমস্ত ভাব বা পদার্থ অচিন্ত্য) ; খলু তান্ তর্কেণ ন যোজয়েৎ (তাহাদিগকে তর্কের দ্বারা যোজনা করিবে না) ; যৎ চ প্রকৃতিভ্যঃ পরং (যাহা প্রকৃতির বিকারসমূহের অতীত) ; তৎ অচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ (তাহা অচিন্ত্যের লক্ষণ)।

অনুবাদ—যে সমস্ত ভাব বা পদার্থ অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত, তাকে তর্কের দ্বারা বিচার করবে না ; যা প্রকৃতির বিকারসমূহের অতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত, তাই-ই অচিন্ত্য।

অদ্ভুত চৈতন্য-লীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন্য যায় চৈতন্যের পদ-পাশ॥ ২৯৯
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে শুদ্ধ ভক্তি হয় তার॥ ৩০০
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ॥ ৩০১
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বার বার॥ ৩০২
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদ-গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ॥ ৩০৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্য-তত্ত্ব নিরূপণ।

[ছ]কুম্ভীপাক—এক প্রকার নরকের নাম।

স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ৩০৪
তেঁহোত চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য-কারণ॥ ৩০৫
তঁহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারণ॥ ৩০৬
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন।
স্বমাধুর্য প্রেমানন্দ-রস-আস্বাদন॥ ৩০৭
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বনিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন॥ ৩০৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার।
অদ্বৈত আচার্য মহাবিষ্ণু-অবতার॥ ৩০৯
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চতত্ত্ব মিলে যৈছে কৈল প্রেমদান॥ ৩১০
অষ্টমে চৈতন্য-লীলা বর্ণন-কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন॥ ৩১১
নবমেতে ভক্তি-কল্পবৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ॥ ৩১২
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদি গণন।
সর্বশাখাগণের যৈছে ফল বিতরণ॥ ৩১৩
একাদশে নিত্যানন্দ-শাখা বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈতস্কন্ধশাখার বর্ণন॥ ৩১৪
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম-বিবরণ।
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম॥ ৩১৫
চতুর্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা সংক্ষেপ-কথন॥ ৩১৬
ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোর-লীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবন-লীলার কহিল বিশেষ॥ ৩১৭
এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ[ক]।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ॥ ৩১৮
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত॥ ৩১৯
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্য-মঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে॥ ৩২০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত॥ ৩২১
যেই যেই অংশ কহে শুনে—সেই ধন্য।
অচিরে মিলিবে তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥ ৩২২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীবাস-গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ॥ ৩২৩
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরোঁ সভার চরণে॥ ৩২৪
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস আর শ্রীজীবচরণ॥ ৩২৫
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য করোঁ তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩২৬

[ক]প্রবন্ধ—পূর্বাপর সঙ্গতিযুক্ত রচনা।
শ্রীচৈতন্যচরিতের পাঁচটি রস যথাক্রমে— জন্মলীলারস, বাল্যলীলারস, পৌগণ্ডলীলারস, কৈশোরলীলারস এবং যৌবনলীলারস বর্ণিত হয়েছে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং যৌবন-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

আদিলীলা সমাপ্তা।

॥ শ্রীহরিঃ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সম্প্রসীদতু॥ ১

অন্বয়—যস্য প্রসাদাৎ (যাঁহার কৃপায়) ; অজ্ঞঃ অপি (মূর্খও) ; সদ্যঃ সর্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ (তৎক্ষণাৎ সর্ববিষয়ে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়) ; সঃ ভগবান্ (সেই ভগবান) ; শ্রীচৈতন্যদেবঃ মে সম্প্রসীদতু (শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন)।

অনুবাদ—যাঁর কৃপায় মূর্খও তৎক্ষণাৎ সর্ববিষয়ে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১)]

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪)]

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্‌রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ ৪

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮)]

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥ ৫

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮)]

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু॥ ১
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২
পূর্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥ ৩
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্র-মধ্যেই কহিল॥ ৪
এবে কহি শেষ লীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন॥ ৫
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন॥ ৬
সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব।
ইহাঁ যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব॥ ৭
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।

তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্বণ[ক]॥ ৮
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়া বর্ণন॥ ৯
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে করিলা লীলা 'আদিলীলা' নাম॥ ১০
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥ ১১
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাঁহা যেই লীলা তার 'শেষলীলা' নাম॥ ১২
শেষলীলার 'মধ্য' 'অন্ত্য' দুই নাম হয়।
লীলা ভেদে বৈষ্ণব সব নামভেদ কয়॥ ১৩
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥ ১৪
তাঁহা যেই লীলা তার 'মধ্যলীলা' নাম।
তার পাছে লীলা 'অন্ত্যলীলা' অভিধান॥ ১৫
আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার॥ ১৬
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥ ১৭
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্তাইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে॥ ১৮
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে[খ]।
তেহোঁ গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥ ১৯
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা প্রেমদান॥[গ] ২০
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের ভক্তি যেহোঁ লওয়াইল সংসার॥ ২১
চৈতন্য-গোঁসাঞি যাঁরে বোলে বড় ভাই।
তেঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্য-গোঁসাঞি॥ ২২

যদ্যপি আপনে হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান[ঘ]॥ ২৩
'চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ॥' ২৪
এই মত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীন-হীন নিন্দকাদি সভারে নিস্তারিল॥ ২৫
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন॥ ২৬
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব তীর্থ প্রকাশিল[ঙ]।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥ ২৭
নানাশাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থ সার।
মূঢ়াধম জনেরে তেঁহো করিলা নিস্তার॥ ২৮
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সর্ব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি[চ] করিলা প্রচার॥ ২৯
হরিভক্তিবিলাস[ছ] আর ভাগবতামৃত।
দশম-টিপ্পনী আর দশম চরিত॥ ৩০
এই সব গ্রন্থ কৈল গোঁসাঞি সনাতন।
রূপ গোঁসাঞি কৈল যত, কে করে গণন॥ ৩১
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজ-বিলাস বর্ণন॥ ৩২
রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিতমাধব॥ ৩৩

[ক]উচ্ছিষ্ট চর্বণ—চর্বিত বস্তুর বর্ণন ; এখানে, বর্ণিত বিষয়ের বর্ণন।

[খ]গৌড়দেশে—বাংলা দেশে।

[গ]কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম—কৃষ্ণপ্রেমে উতলা।

'যাঁহা-তাঁহা'—যেখানে-সেখানে, পাত্রাপাত্র বিচার না করে।

[ঘ]দাস অভিমান—শ্রীমন্‌নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বলদেব হয়েও নিজেকে শ্রীচৈতন্যদেবের দাস বলে মনে করেন।

[ঙ]সর্ব তীর্থ প্রকাশিল—শ্রীবৃন্দাবনের সকল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার এবং ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করলেন।

[চ]ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি—পূর্ণতম ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনের পূর্ণতম মাধুর্যের আস্বাদন-প্রতিপাদক প্রেমভক্তি অর্থাৎ 'রাগাত্মিকা' ভক্তি ; তার আনুগত্যে 'রাগানুগা' ভক্তি—যা অত্যন্ত গোপনীয়। শ্রীপাদ রূপ সনাতনই সর্বপ্রথম তাঁদের গ্রন্থে প্রকাশ্যভাবে তার আলোচনা করলেন এবং সর্বসাধারণের গোচরে আনলেন।

[ছ]হরিভক্তিবিলাস—বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ, বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকা, বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী টীকা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত লীলা অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ—যার নাম দশম চরিত।

দানকেলিকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ লীলা-ছন্দ আর পদ্যাবলী॥ ৩৪
গোবিন্দবিরুদাবলী[ক] তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক-বর্ণন॥ ৩৫
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্বত্র করিল ব্রজ-বিলাস-বর্ণন॥ ৩৬
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীব গোঁসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই॥ ৩৭
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তি-সিদ্ধান্তের তাতে দেখাইয়াছেন পার॥ ৩৮
গোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥[খ] ৩৯
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠী সহিত কৈল বৃন্দাবনে বাস॥ ৪০
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি[গ] গমন॥ ৪১
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য-গীত পরম উল্লাস॥ ৪২
বিদায় সময়ে প্রভু কহিলা সভারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥[ঘ] ৪৩
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।

[ক]গোবিন্দবিরুদাবলী—শ্রীগোবিন্দের গুণোৎকর্ষ বর্ণনাময় কাব্যবিশেষ।

[খ]গ্রন্থমহাশূর —এই গ্রন্থ আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ এবং ভগবানের অপ্রকটলীলা সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে গোপালচম্পূকে 'গ্রন্থমহাশূর' বলা হয়েছে।

'ব্রজরসপূর'—ব্রজরসে পরিপূর্ণ।

[গ]নীলাদ্রি—নীলাচল।

[ঘ]প্রত্যব্দ—প্রতিবৎসর।

গুণ্ডিচা—রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা রথে চড়ে এক সপ্তাহ গুণ্ডিচা-মন্দিরে অবস্থান করেন ; এবং এই মন্দিরে যাওয়ার জন্য যে যাত্রা, তাকে গুণ্ডিচা-যাত্রা বলে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নর মহিষীর নাম ছিল গুণ্ডিচা ; তাঁর নাম অনুসারেই নাম হয়েছে গুণ্ডিচা যাত্রা। মহাপ্রভু প্রতি বৎসর রথযাত্রার আগে ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনা করতেন।

গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥ ৪৪
বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহার[ঙ] দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি॥ ৪৫
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর॥ ৪৬
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥ ৪৭
যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবে—কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥ ৪৮
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্তন।
তাঁহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন॥ ৪৯

তথাহি—পদম্

'সেইত পরাণ-নাথ পাইনু।
যাঁহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু[চ]॥' ৫০
এই ধুয়া গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লই ব্রজে যাই এভাব অন্তর॥ ৫১
এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সে শ্লোকের অর্থ কেহো নাহি বুঝে লোক॥ ৫২

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে (১।৪।) সাহিত্য দর্পণে (১।১০) পদ্যাবল্যাং (৩৮৬)

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ ৬

অন্বয়—যঃ কৌমারহরঃ (যিনি কৌমার্য হরণকারী) ; স এব হি বরঃ (তিনিই নিশ্চিত পতি) ; তা এব চৈত্রক্ষপাঃ (সেইরূপই চৈত্ররজনী) ; উন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ (বিকশিত মালতী কুসুমের সৌরভ-বহনকারী) ; প্রৌঢ়াঃ তে চ কদম্বানিলাঃ (পরম আনন্দদায়ক সেইরূপই মৃদুমন্দ বায়ু) ; সা চ অস্মি (এবং সেই আমিও আছি) ; তথাপি তত্র (তথাপি সেই) ; রেবারোধসি বেতসীতরুতলে (রেবানদী তীরস্থিত বেতস তরুকুঞ্জে) ; সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ

[ঙ]দোঁহার—মহাপ্রভু ও ভক্তগণের।

[চ]ঝুরি গেনু—পুড়ে গেলাম, দগ্ধ হলাম।

(সুরত-ব্যাপার লীলা বিষয়ে) ; **চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে** (আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে)।

অনুবাদ—কোনো নায়িকা তাঁর সখীকে বলছেন—যিনি আমার কৌমার্য হরণ করেছিলেন, এখন তিনিই আমার স্বামী। তাঁর সঙ্গে প্রথম মিলনসময়ে যে চৈত্রমাসের রাত ছিল, এখনও সেই চৈত্রমাসের রাত, সেদিনের মতো প্রস্ফুটিত মালতী-কুসুমের সুগন্ধ বয়ে এনে সেরকমই আনন্দদায়ক মৃদুমন্দ বায়ু বয়ে যাচ্ছে, সেই আমিও আছি ; তথাপি সেই রেবানদীর তীরে বেতস তরুতলে যে মিলন হয়েছিল তারই জন্যে আজও আমার মন আকুল হয়ে উঠছে।

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ॥ ৫৩
প্রভু-মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক[ক] করিল তথাই॥ ৫৪
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া॥ ৫৫
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র-স্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে॥ ৫৬
হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে নাহি যায় তিন জন॥ ৫৭
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ[খ] দেখিয়া।
নিজগৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া॥ ৫৮
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেইজন।
তাঁরে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম॥ ৫৯
দৈবে আসি প্রভু যবে উর্ধ্বেতে চাহিলা।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা॥ ৬০
শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া।
রূপ গোঁসাঞি আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হৈয়া॥ ৬১
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া॥ ৬২
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে।
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে॥ ৬৩
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ[গ] করিয়া।
স্বরূপ গোঁসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লৈয়া॥ ৬৪
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিলা কেমতে॥ ৬৫
স্বরূপ কহেন—যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি—হয় তোমার কৃপার ভাজন॥ ৬৬
প্রভু কহে—তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্বশক্তি সঞ্চারিয়া॥ ৬৭
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস বিবেচনে[ঘ]।
তুমিও কহিও তাঁরে গূঢ় রসাখ্যানে॥ ৬৮
এসব কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশ[ঙ] কৈল প্রস্তাব পাইয়া॥ ৬৯

তথাহি—পদ্যাবল্যাং (৩৮৭)—তথাহি—
শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোহয়ং শ্লোকঃ

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥ ৭

অন্বয়—সহচরি (হে সহচরী) ; **সোঽয়ং প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ** (সেই এই প্রিয় কৃষ্ণ) ; **কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ** (কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন) ; **তথা অহং সা রাধা** (আমিও সেই রাধা) ; **উভয়োঃ তৎ ইদং সঙ্গমসুখং** (আমাদের উভয়ের সেই এই মিলনসুখ) ; **তথাপি মে মনঃ** (তথাপি আমার মন) ; **অন্তঃখেলন্মধুর মুরলী পঞ্চমজুষে** (যাহার অভ্যন্তরে ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের মধুরমুরলীর পঞ্চমস্বর মুখরিত হইত, সেই) ; **কালিন্দীপুলিনবিপিনায়** (যমুনাতটস্থিত কাননের নিমিত্ত) ; **স্পৃহয়তি** (বাসনা করিতেছে)।

অনুবাদ—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে

[ক]সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক—এই শ্লোকের ভাবযুক্ত আর একটি শ্লোক।

[খ]উপলভোগ—প্রাতঃকালীন ভোগ, বাল্য ভোগ।

[গ]প্রসাদ—কৃপা।

[ঘ]গূঢ়রস বিবেচনে—ব্রজের উজ্জ্বলরস বিচারে।

শ্রীরাধা যেন তাঁর প্রিয় সহচরীকে বলছেন—'হে সহচরি ! সেই এই প্রিয় কৃষ্ণ, যিনি কুরুক্ষেত্রে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং আমিও সেই রাধাই (যাঁর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে মিলিত হয়েছিলেন) ; আমাদের মিলনসুখও সেই। তথাপি যে বন তাঁর মধুর-মুরলীর পঞ্চম স্বরের অপূর্ব মাধুর্য ধারণ করত, বৃন্দাবনের সেই যমুনাতটস্থিত বনেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে।'

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন॥ ৭০
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন॥ ৭১
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জন বৃন্দাবন॥ ৭২
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ ৭৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৯) শ্লোকঃ

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ৮

অন্বয়—**আহুশ্চ** (গোপিগণও বলিলেন) ; **নলিননাভ** (হে পদ্মনাভ) ; **অগাধবোধৈঃ যোগেশ্বরৈঃ** (পরমজ্ঞান সম্পন্ন যোগেশ্বরগণ কর্তৃক) ; **হৃদি বিচিন্ত্যং** (হৃদয়ে চিন্তনীয়) ; **সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং** (সংসার-কূপে পতিত জনগণের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ) ; **তে পদারবিন্দং** (তোমার চরণকমল) ; **গেহং জুষাং নঃ অপি** (গৃহসেবিনী আমাদেরও) ; **মনসি সদা উদিয়াৎ** (মনে সদা উদিত হউক)।

অনুবাদ—কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীরাধিকাদি গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে পদ্মনাভ ! পরমজ্ঞানী যোগীগণও তোমার চরণপদ্মের ধ্যান করেন। সংসার-কূপে পতিত যারা, তাদের উদ্ধারেরও একমাত্র অবলম্বন তোমার চরণপদ্ম ; গৃহসেবিনী আমাদের মনেও তোমারই চরণপদ্ম সর্বদা উদিত হোক।

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে॥[ক] ৭৪
ভাগবতের শ্লোক-গূঢ়ার্থ বিশদ করিয়া।
রূপ গোঁসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া॥ ৭৫

তথাহি—ললিতমাধবে (১০।৩৬)

যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যা-পরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্॥ ৯

অন্বয়—**তে** (তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) ; **লীলারস-পরিমলোদ্গারিবন্যা-পরীতা** (লীলারসের সুগন্ধ উদ্গীরণকারী বন্যাধারায় প্লাবিতা) ; **মাধুরীভিঃ বৃতা** (মাধুর্যরাশিদ্বারা শোভিত) ; **মাথুরী** (মথুরার অতি নিকটবর্তী) ; **ধন্যা যা ক্ষৌণী** (ধন্য যে ব্রজভূমি) ; **বিলসতি** (বিরাজ করিতেছে) ; **তত্র চটুলপশুপীভাব-মুগ্ধান্তরাভিঃ** (সেখানে চঞ্চল স্বভাবা এবং গোপীভাবে মুগ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট) ; **অস্মাভিঃ সংবীতঃ** (আমাদের সহিত মিলিত) ; **বদনোল্লাসিবেণুঃ** (এবং মধুর-ধ্বনিকারী বেণু যুক্ত বদন) ; [সন্] (হইয়া) **ত্বং বিহারং কলয়** (তুমি বিহার কর)।

অনুবাদ—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—তোমার লীলারসের সুগন্ধ উদ্গীরণকারী বন্যাধারায় প্লাবিত, মাধুর্যরাশিতে শোভিত, পরম ধন্য মথুরার নিকটবর্তী যে ব্রজভূমি বিরাজ করছে, সেখানে আবার তুমি উল্লাসে বেণু বাজিয়ে — এই চঞ্চলস্বভাবা এবং গোপীভাবে মুগ্ধহৃদয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিহার কর।

এই মত মহাপ্রভু দেখে জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাহি হাথে॥ ৭৬
'ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা পাব' —এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ॥ ৭৭

[ক] শ্রীরাধা বলছেন — ব্রজপুর বা বৃন্দাবনই আমার ঘর। সেখানে যদি স্বয়ং তুমি যাও তবেই আমার বাসনা পূর্ণ হয়। অর্থাৎ বৃন্দাবনে মধুর ভাবাশ্রিত কৃষ্ণকে সেবা করবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে।

রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ[ক] তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে॥ ৭৮
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষলীলা ত্রিবিধানে[খ] কৈল॥ ৭৯
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কর্ম।
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম॥ ৮০
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন॥ ৮১
প্রথম সূত্র—প্রভুর সন্ন্যাস করণ।
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ॥ ৮২
তবেত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।
রাঢ় দেশে[গ] তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥ ৮৩
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা 'যমুনা' বলিয়া॥ ৮৪
শান্তিপুরে আচার্যের গৃহে আগমন।
প্রথমভিক্ষা[ঘ] কৈলা তাঁ রাত্রে সংকীর্তন॥ ৮৫
মাতা ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব সমাধান করি কৈল নীলাদ্রি গমন॥ ৮৬
পথে নানা লীলারস দেব দরশন।
মাধবপুরীর কথা গোপাল-স্থাপন॥ ৮৭
ক্ষীর চুরির কথা, সাক্ষী-গোপাল বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন॥ ৮৮
ক্রুদ্ধ হৈয়া একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্ছিত হৈঞা পড়িলা ভূমিতে॥ ৮৯
সার্বভৌম লঞা আইলা আপন ভবন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥ ৯০
নিত্যানন্দ-জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
পাছে আসি মিলি সভে পাইলা আনন্দ॥ ৯১
তবেত সার্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন ঈশ্বর-মূর্তি তাঁরে দেখাইল॥[ঙ] ৯২
তবেত করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন॥ ৯৩
জিয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্তন॥ ৯৪
গোদাবরী-তীরে বনে বৃন্দাবন ভ্রম।
রামানন্দ রায় সনে তাঁহাঞি মিলন॥ ৯৫
ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন।
সর্বত্র করিল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ॥ ৯৬
তবেত পাষণ্ডীগণে করিল দলন।
অহোবল-নৃসিংহাদি কৈল দরশন॥[চ] ৯৭
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির॥ ৯৮
ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাঁহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥ ৯৯
শ্রীবৈষ্ণব[ছ] ত্রিমল্ল ভট্ট পরম পণ্ডিত।
গোঁসাইর পাণ্ডিত্যপ্রেমে হইলা বিস্মিত॥ ১০০
চাতুর্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে।
গোঙাইল নৃত্যগীত-কৃষ্ণ-সংকীর্তনে॥ ১০১
চাতুর্মাস্য[জ] অন্তে পুন দক্ষিণে গমন।
পরমানন্দ পুরী সনে তাঁহাই মিলন॥ ১০২
তবে ভট্টমারী[ঝ] হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার॥ ১০৩

[ক]উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ—নানাপ্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টাকেই উদ্‌ঘূর্ণা বলে। আর ব্যর্থ আলাপ বা অকারণ বাক্যপ্রয়োগকে প্রলাপ বলে।

[খ]ত্রিবিধানে—তিনপ্রকারে ; তিনভাগে।

[গ]রাঢ় দেশে—বঙ্গদেশের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত, তাকে রাঢ়দেশ বলে।

[ঘ]প্রথম ভিক্ষা—সন্ন্যাসের পর তিনদিন উপবাসের পরে প্রথম আহার। সন্ন্যাসীর আহারকে 'ভিক্ষা' বলে।

[ঙ]প্রসাদ—কৃপা, অনুগ্রহ।

ঈশ্বর-মূর্তি—নিজের ঐশ্বর্যাত্মক চতুর্ভুজ মূর্তি।

[চ]পাষণ্ডীগণ—বৌদ্ধগণ।

অহোবল-নৃসিংহ—অহোবল নামক নৃসিংহ।

[ছ]শ্রীবৈষ্ণব—শ্রী-সম্প্রদায়ী (রামানুজ সম্প্রদায়ী) বৈষ্ণব।

[জ]চাতুর্মাস্য —শয়ন-একাদশী থেকে উত্থান-একাদশী পর্যন্ত সময়কে চাতুর্মাস্য বলে।

[ঝ]ভট্টমারী—বামাচারী সন্ন্যাসীবিশেষ।

শ্রীরঙ্গপুরীর সহ হইল মিলন।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ বিমোচন॥ ১০৪
তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা সভার॥ ১০৫
অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দন।
পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন॥ ১০৬
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন।
সেতুবন্ধে স্নান রামেশ্বর দরশন॥ ১০৭
তাঁহাই করিল কূর্মপুরাণ শ্রবণ।
'মায়া-সীতা নিল রাবণ' তাহাতে লিখন॥ ১০৮
শুনিয়া প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ॥ ১০৯
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল[ক]॥ ১১০
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত—দুই পুঁথি পাঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিঞা॥ ১১১
পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণে মিলি স্নানযাত্রা দেখিল॥ ১১২
অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দর্শন।
বিরহে আলালনাথ করিল গমন॥[খ] ১১৩
ভক্তসঙ্গে দিনকথো তাহাঞি রহিল।
গৌড়ের ভক্ত আইসে—সমাচার পাইল॥ ১১৪
নিত্যানন্দ সার্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া॥ ১১৫
বিরহে বিহ্বল প্রভু—না জানে রাত্রিদিনে।

[ক]দুঃখ খণ্ডাইল—রামদাস বিপ্রের দুঃখের কারণ—জগজ্জননী সীতাদেবীকে রাক্ষস-রাবণ হরণ করেছে ; কিন্তু মহাপ্রভু কূর্মপুরাণের যে পাতায় লেখা ছিল—রাবণ মায়াসীতাকে হরণ করেছিল, প্রকৃত সীতাকে নয়—সেই পাতাটি রামদাসকে দেখালেন এবং তাঁর দুঃখকে দূর করলেন।

[খ]অনবসরে—স্নানযাত্রার পর পনেরোদিন পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথ দর্শনের বাধা হওয়ায়।

আলালনাথ —পুরীর দক্ষিণে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত স্থান।

হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে॥ ১১৬
সভে মিলি যুক্তি করি কীর্তন আরম্ভিল।
কীর্তন আবেশে প্রভুর মনস্থির হৈল॥ ১১৭
পূর্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা॥ ১১৮
রাজ-আজ্ঞা লঞা তিঁহো[গ] আইলা কথো দিনে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে॥ ১১৯
কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি মিলন।
পরমানন্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন॥ ১২০
দামোদর স্বরূপ মিলন পরম আনন্দ।
শিখি মাহিতি মিলন রায় ভবানন্দ॥ ১২১
গৌড় দেশ হৈতে সব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীন গ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন॥ ১২২
নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ সেন সঙ্গে মিলিলা সভে আসি॥ ১২৩
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জন॥ ১২৪
সভা সঙ্গে তবে রথযাত্রা দরশন।
রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন॥ ১২৫
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে।
গৌড়িয়া ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে॥ ১২৬
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে।
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে॥ ১২৭
সার্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটি।
ষাঠির মাতা কহে যাতে 'রাণ্ডী হউক ষাঠি'[ঘ]॥ ১২৮
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্ত আগমন।
শিবানন্দ সেন করে সভার পালন॥ ১২৯
শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্।
প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্ধান॥ ১৩০

[গ]তিঁহো—তিনি অর্থাৎ রায় রামানন্দ।

[ঘ]রাণ্ডী হউক ষাঠি—ষাঠি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কন্যা। ষাঠির স্বামী অমোঘ মহাপ্রভুর ভোগের আয়োজন দেখে বলেছিল—যে অন্নে দশ বারো জন তৃপ্ত হয়, সেই অন্ন খাবে একা সন্ন্যাসী ? তাতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ক্রোধসহকারে ষাঠির মা বলেছিলেন—ষাঠি বিধবা হোক।

পথে সার্বভৌম সহ সভার মিলন।
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাশীতে গমন॥ ১৩১
প্রভুরে মিলিলা সর্ব বৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সভারে লইয়া॥ ১৩২
সভা লঞা কৈল গুণ্ডিচা-গৃহ সমার্জন।
রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্তন॥ ১৩৩
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস॥ ১৩৪
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরাপঞ্চমীতে[ক] দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি॥ ১৩৫
কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈলা।
দধিভার বহি তবে লগুড়[খ] ফিরাইলা॥ ১৩৬
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্তন সদায়॥ ১৩৭
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েতে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন॥ ১৩৮
পুরী গোঁসাঞি সঙ্গে বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্যন্ত॥ ১৩৯
আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোক সংঘট্ট হইলা॥[গ] ১৪০
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম॥[ঘ] ১৪১
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন॥ ১৪২
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস অপরাধ॥ ১৪৩
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥ ১৪৪
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু—শুনি নৃসিংহানন্দ[ঙ]।
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ॥ ১৪৫
কুলিয়ানগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নির্বৃন্ত পুষ্পের[চ] শয্যা উপরে পাতিল॥ ১৪৬
পথে দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী॥ ১৪৭
রত্নবান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষী কোলাহল সুধাসম জল॥ ১৪৮
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর নাটশালা[ছ] পর্যন্ত লইল বান্ধিঞা॥ ১৪৯
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায়, নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে॥ ১৫০
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বগণ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥ ১৫১
কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ, কহিনু নিশ্চয় করিয়া॥ ১৫২
গোঁসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ॥ ১৫৩
যাঁহা যাঁহা যায় তাঁহা কোটি সংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক॥ ১৫৪
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সেই মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত হয় পথে॥ ১৫৫
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম॥ ১৫৬

[ক]হোরাপঞ্চমী—রথযাত্রার ঠিক পরবর্তী পঞ্চমী তিথিকে হোরাপঞ্চমী বলে। 'হোরা' অর্থ গমন। এই দিনে লক্ষ্মীদেবী বাইরে গমন করেন বলে একে হোরা পঞ্চমী বলে। তাঁকে ত্যাগ করে রথযাত্রার ছলে শ্রীজগন্নাথ সুন্দরাচলে গিয়েছেন বলে জগন্নাথের প্রতি ক্রোধবশত তাঁর দাসদাসীকে অর্থাৎ সেবকগণকে এবং রথখানিকে পর্যন্ত শাস্তি দিয়ে থাকেন।

[খ]লগুড়—লাঠি।

[গ]বিদ্যাবাচস্পতি—সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা ; বঙ্গদেশের কুমারহট্টগ্রামে বাস করতেন।

লোক সংঘট্ট—লোকের ভিড়।

[ঘ]কুলিয়া গ্রাম —নবদ্বীপের সামনে গঙ্গার অপর পাড়ে অবস্থিত।

[ঙ]নৃসিংহানন্দ —নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী। এঁর নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। ইনি ছিলেন নৃসিংহের উপাসক।

[চ]নির্বৃন্ত পুষ্প—বোঁটাশূন্য ফুল।

[ছ]কানাইর নাটশালা—কর়াজমহল থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ॥ ১৫৭
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥ ১৫৮
বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়।
সেইত গোঁসাঞি—ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ ১৫৯
কাজী যবন ! ইঁহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন[ক] যাঁহা উঁহার মন॥ ১৬০
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥ ১৬১
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্যটন।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন॥ ১৬২
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আরো হানি॥ ১৬৩
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া॥ ১৬৪
দবীর খাসেরে[খ] রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোঁসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিলা কহিতে॥ ১৬৫
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোঁসাঞা[গ]।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিঞা॥ ১৬৬
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে কার্যসিদ্ধি হয়।
ইহাঁর আশীর্বাদে তোমার সর্বত্রেতে জয়॥ ১৬৭
মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও—বিষ্ণু অংশ সম[ঘ]॥ ১৬৮
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ॥ ১৬৯
রাজা কহে—শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংশয়॥ ১৭০

[ক]বুলুন—ভ্রমণ করুন।

[খ]দবীর খাস—বাদশা হুসেন শাহ প্রদত্ত শ্রীরূপগোস্বামীর উপাধি।

[গ]তোমার গোঁসাঞা—তোমার ঈশ্বর। যাঁর জন্য মঙ্গল ও সর্বত্র জয় হচ্ছে—সেই ঈশ্বরই এই সন্ন্যাসী।

[ঘ]বিষ্ণু অংশ সম—ভগবান বিষ্ণুর নিকট থেকে পালন-শক্তি পান বলে রাজাকে বিষ্ণু অংশ সম বলা হয়।

এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবীর খাস আইলা আপনার ঘরে॥ ১৭১
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিঞা।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইঞা॥ ১৭২
অর্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে॥ ১৭৩
তাঁরা দুই জন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ-সাকরমল্লিক[ঙ] আইলা তোমা দেখিবারে॥ ১৭৪
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিঞা[চ]।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ ১৭৫
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল॥ ১৭৬
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে যোড় হাত করি॥ ১৭৭
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥ ১৭৮
নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচকাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু ! কহিতে বাসি লাজ॥ ১৭৯

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (২।৬৫)

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥ ১০

অন্বয়—মত্তুল্যঃ পাপাত্মা (আমার সমান পাপী) ; কশ্চন নাস্তি (কেহই নাই) ; অপরাধী চ নাস্তি (অপরাধীও নাই) ; পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম !) ; পরিহারেঽপি (তোমার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও) ; মে লজ্জা (আমার লজ্জা) ; কিং ব্রুবে (কী আর বলিব) ?

অনুবাদ—আমার সমান পাপী এবং আমার সমান অপরাধীও আর কেউ নেই। হে পুরুষোত্তম ! কী আর

[ঙ]সাকর মল্লিক—বাদশা হুসেন শাহ প্রদত্ত শ্রীসনাতনের উপাধি।

[চ]দশনে ধরিঞা—দাঁতে ধরে ; অর্থাৎ অত্যন্ত দীনতার সঙ্গে।

বলব, তোমার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতেও আমার লজ্জা হচ্ছে।

পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার।
আমি বহি জগতে পতিত নাহি আর॥ ১৮০
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥ ১৮১
ব্রাহ্মণ-জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচসেবা না করে নহে নীচের কূর্পর[ক]॥ ১৮২
সবে এক দোষ তার হয় পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসে[খ]তে তোমার॥ ১৮৩
তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ॥ ১৮৪
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণে।
অধম পতিত পাপী আমি দুইজনে॥ ১৮৫
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম।
গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥ ১৮৬
মোর কর্ম[গ] মোর হাথে গলায় বান্ধিঞা।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্তে দিয়াছে ফেলাইয়া॥ ১৮৭
আমা উদ্ধারিতে বলী[ঘ] নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥ ১৮৮
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥ ১৮৯
সত্য এক বাত[ঙ] কহোঁ শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয়॥ ১৯০
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া[চ] সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥ ১৯১

তথাহি—যামুনমুনিবিরচিতে স্তোত্ররত্নে (৫০)

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ॥ ১১

অন্বয়—নাথ (হে নাথ !) ; অগ্রতঃ মে একং বিজ্ঞাপনং (তোমার সাক্ষাতে আমার এক নিবেদন) ; শৃণু (শ্রবণ কর) ; [ইদং] (ইহা) ; পরমার্থং এব (যথার্থই) ; ন মৃষা (মিথ্যা নহে) ; যদি মে ন দয়িষ্যসে (যদি আমাকে দয়া না কর) ; তদা তব দয়নীয়ঃ দুর্লভঃ (তাহা হইলে তোমার দয়ার যোগ্যপাত্র দুর্লভ হইবে)।

অনুবাদ—হে নাথ ! তোমার কাছে আমার এক নিবেদন আছে, শোনো—এ মিথ্যে নয়, যথার্থই। যদি তুমি আমাকে দয়া না কর, তবে তোমার দয়ার যোগ্য পাত্র দুর্লভ হবে অর্থাৎ তোমার দয়ার যোগ্য পাত্র আর কোথাও পাবে না।

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ্ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥ ১৯২
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চাহে করে।
তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে॥ ১৯৩

তথাহি—যামুনমুনিবিরচিতে স্তোত্ররত্নে (৪৬)

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্॥ ১২

অন্বয়—[নাথ] (হে নাথ !) ; সঃ অহং কদা (আমি কখন) ; [তে] (তোমার) ; ঐকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ (একান্ত অনুগত নিত্যদাস) ; [সন্] (হইয়া) ; সনাথ জীবিতং (সনাথ-জীবনকে) ; প্রহর্ষয়িষ্যামি (আনন্দিত করিব) ? ভবন্তং এব নিরন্তরং (তোমাকেই সর্বদা) ; অনুচরন্ (সেবা করিয়া) ; প্রশান্তনিঃশেষ মনোরথান্তরঃ সন্ (অন্যরূপ মনোবাসনা হইতে সম্যকরূপে বিমুক্ত হইব)।

অনুবাদ—হে নাথ ! অন্য সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করে, কবে তোমার একান্ত অনুগত দাস হয়ে সর্বদা তোমার সেবা করতে করতে আমি আমার সনাথ-জীবনকে আনন্দিত করে তুলব ?

[ক]কূর্পর—দাস ; ভৃত্য।
[খ]নামাভাস—নামীর (ভগবান) প্রতি লক্ষ্য না রেখে নামের উচ্চারণকে নামাভাস বলে।
[গ]মোর কর্ম—আমার প্রারব্ধ কর্ম ; পূর্বজন্মের কর্মফল।
[ঘ]বলী—বলবান ; শক্তিশালী। একমাত্র তুমি (মহাপ্রভু) ছাড়া আমাকে উদ্ধার করতে পারে, এমন আর কেউই ত্রিভুবনে নেই।
[ঙ]বাত—বাক্য, কথা।
[চ]স্বদয়া—নিজের দয়া।

শুনি প্রভু কহে শুন রূপ-দবীর খাস।
তুমি-দুই ভাই মোর পুরাতন দাস[ক]॥ ১৯৪
আজি হৈতে দোঁহার নাম—রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥ ১৯৫
দৈন্যপত্রী[খ] লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার॥ ১৯৬
তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রী দ্বারে।
তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক পাঠাইল তোমারে॥[গ] ১৯৭

তথাহি—শিক্ষাশ্লোকঃ

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১৩

অন্বয়—**পরব্যসনিনী নারী** (পরপুরুষে আসক্তা কুলরমণী) ; **গৃহকর্ম্মসু ব্যগ্রাপি** (গৃহকর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিয়াও) ; **অন্তঃ তদেব** (হৃদয়ে সেই পূর্বাস্বাদিত) ; **নবসঙ্গরসায়নং আস্বাদয়তি** (পরপুরুষের সহিত সেই নবসঙ্গমসুখ মনে মনে আস্বাদন করে)।

অনুবাদ—পরপুরুষে আসক্তা কুলরমণী গৃহকর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত থেকেও পূর্বাস্বাদিত পরপুরুষের সঙ্গে সেই নবসঙ্গমসুখ সর্বদাই অন্তরে অনুভব করে।

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন॥ ১৯৮
এই মোর মনের কথা কেহো নাহি জানে।
সভে বোলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে॥ ১৯৯
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে॥ ২০০
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার॥ ২০১
এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুই হাথে।
দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজ মাথে॥ ২০২
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে।
সভে কৃপা করি উদ্ধারহ দুই জনে॥ ২০৩
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে।
'হরি হরি' বোলে সভে আনন্দিত মনে॥ ২০৪
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ-জগদানন্দ-মুরারি-বক্রেশ্বর॥ ২০৫
সভার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই।
সভে বোলে—ধন্য তুমি পাইলে গোঁসাঞি॥ ২০৬
সভা পাশ আজ্ঞা লঞা চলন সময়।
প্রভুপদে কহে কিছু করিয়া বিনয়॥ ২০৭
ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ! ইঁহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ[ঘ]॥ ২০৮
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট[ঙ] ভাল নহে রীতি॥ ২০৯
যাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাত্রার এই নহে পরিপাটী॥ ২১০
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিক-লীলা লোকচেষ্টাময়॥ ২১১
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন॥ ২১২
প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা[চ]॥ ২১৩
সেই রাত্রে প্রভু তাঁহা চিন্তে মনে মন।
'সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে' বলিল সনাতন॥ ২১৪
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।

[ক]পুরাতন দাস—ব্রজলীলায় শ্রীরূপ গোস্বামী ছিলেন শ্রীরূপমঞ্জরী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী ছিলেন শ্রীরতিমঞ্জরী বা শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী ; এঁরা প্রভুর নিত্যপরিকর ; তাই পুরাতন দাস বলা হয়েছে।

[খ]দৈন্যপত্রী—দৈন্যসূচক পত্র।

[গ]রাজকার্যে নিযুক্ত থেকেও কীভাবে ভগবৎ-সেবায় মনকে নিয়োজিত রাখা যায়, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্য শ্রীরূপ-সনাতনের কাছে প্রভু শ্লোক লিখে পাঠিয়েছিলেন।

[ঘ]গৌড়রাজ—হোসেন শাহ।

[ঙ]সংঘট্ট—লোকের ভিড়।

[চ]কৃষ্ণচরিত্রলীলা—জনশ্রুতি আছে, দিনাজপুরে ছিল বাণরাজার বাড়ি। তাঁর কন্যা উষার হরণকালে শ্রীকৃষ্ণ ওইস্থানে অবস্থিতি করেন ; সেসব চিহ্ন কিছু কিছু তখনও ছিল, প্রভু তা দর্শন করেন। ওই স্থানের আধুনিক নাম কানাইর নাটশালা।

কিছু সুখ না পাইব, হবে রসভঙ্গে॥ ২১৫
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন॥ ২১৬
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
'নীলাচলে যাব' বলি চলিলা গৌরহরি॥ ২১৭
এইমত চলি চলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্যের ঘরে॥ ২১৮
শচীদেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তাঁর ঠাঁই ভিক্ষা ব্যবহার॥ ২১৯
তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে॥ ২২০
জন দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রাকালে॥ ২২১
বলভদ্র ভট্টাচার্য পণ্ডিত দামোদর।
দুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥ ২২২
দিনকথো তাঁহা রহি চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাঞা চলিলা রাত্রে না জানে কোনজন॥ ২২৩
বলভদ্র ভট্টাচার্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝাড়িখণ্ড পথে[ক] কাশী আইলা মহারঙ্গে॥ ২২৪
দিন চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন॥ ২২৫
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির॥ ২২৬
গঙ্গাতীর-পথে লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ আসি প্রভুকে তাঁহাই মিলিলা॥ ২২৭
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা॥ ২২৮
শ্রীরূপের শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন॥ ২২৯
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিল সনাতন।
দুই মাস রহি তাঁহে করাইল শিক্ষণ॥ ২৩০
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল॥ ২৩১

[ক]ঝাড়িখণ্ড পথে—বনপথে।

ছয় বৎসর ঐছে প্রভু করিলা বিলাস।
কভু ইতি উতি গতি, কভু ক্ষেত্রে বাস॥ ২৩২
মধ্যলীলার করিল এই সূত্র গণন।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ॥ ২৩৩
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা॥ ২৩৪
প্রতিবর্ষ আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন॥ ২৩৫
নিরন্তর নৃত্য-গীত-কীর্তন-বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ॥ ২৩৬
পণ্ডিত গোঁসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস॥ ২৩৭
জগদানন্দ ভগবান গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপদামোদর॥ ২৩৮
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভুসঙ্গে এই সব কৈল নিত্য স্থিতি॥ ২৩৯
অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস॥ ২৪০
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁহা সভা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস॥ ২৪১
হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি — অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব॥ ২৪২
তবে রূপ গোঁসাঞির পুনরাগমন।
তাঁর হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি সঞ্চারণ॥ ২৪৩
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড॥ ২৪৪
তবে সনাতন গোঁসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ॥ ২৪৫
তুষ্ট হঞা পুনঃ তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হাথে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন॥ ২৪৬
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইল গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে॥ ২৪৭
তবেত বল্লভ ভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা॥ ২৪৮

প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল—কহি তাঁর গুণে॥ ২৪৯
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা॥ ২৫০
রামচন্দ্র-পুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইলা[ক]।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিলা ॥ ২৫১
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ॥ ২৫২
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
মহাপ্রভু দর্শন করে আসি নীলাচলে॥ ২৫৩
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্তন॥ ২৫৪
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচনে।
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্তনে॥ ২৫৫
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সভাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সভে নাশাবে ভুবন॥ ২৫৬
দশদিকের কোটি কোটি লোক হেনকালে।
'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলি করে কোলাহলে॥ ২৫৭
জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার॥ ২৫৮
বহুদূর হৈতে আইলা হঞা বড় আর্ত।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ॥ ২৫৯
শুনিয়া লোকের দৈন্য আর্দ্র হৈল হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিল দয়াময়॥ ২৬০
বাহু তুলি বোলে প্রভু 'বোল হরি হরি।'
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিগ্ ভরি॥ ২৬১
প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন।
প্রভুরে 'ঈশ্বর' বলি করয়ে স্তবন॥ ২৬২
স্তব শুনি প্রভুরে কহয়ে শ্রীনিবাস।
ঘরে গুপ্ত হও, কেন বাহিরে প্রকাশ॥ ২৬৩
কে শিখাইল এ লোকে, কহে কোন বাত।
ইহা সভার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাথ॥ ২৬৪
সূর্য যৈছে উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে॥ ২৬৫
প্রভু কহেন—শ্রীনিবাস ! ছাড় বিড়ম্বনা।
সভে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা॥ ২৬৬
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান।
অভ্যন্তরে গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম॥ ২৬৭
রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা।
চিড়া দধি মহোৎসব তাঁহাই করিলা॥ ২৬৮
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে॥ ২৬৯
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর॥[খ] ২৭০
এইত কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ।
অন্ত্যলীলার সূত্রের করি বিস্তার বর্ণন॥ ২৭১
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৭২

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলাসূত্রবর্ণনং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

[ক]ঘাটাইলা— সঙ্কোচ করল, কমাল।
[খ]চর্মাম্বর— চামড়ার বহির্বাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে॥ ১

অন্বয়—অন্তলীলা সূত্রানুবর্ণনে (অন্ত্যলীলার সূত্রানুবর্ণনযুক্ত) ; অস্মিন্ বিচ্ছেদে (এই পরিচ্ছেদে) ; প্রভোঃ গৌরস্য (শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর) ; কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি (শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত প্রলাপাদি) ; অনুবর্ণ্যতে (বর্ণিত হইতেছে)।

অনুবাদ—এই পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলার সূত্রানুবর্ণন অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত প্রলাপাদি বর্ণনা করা হচ্ছে।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্তি হয় নিরন্তর॥ ২
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥ ৩
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥[ক] ৪
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে[খ]।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥ ৫
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্তো মুখ-শির ঘসে—ক্ষত হয় সব॥[গ] ৬
তিন দ্বারে কবাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥ ৭
চটক-পর্বত[ঘ] দেখি গোবর্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে॥ ৮
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্ছা যান॥ ৯
কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥ ১০
হস্ত-পদের সন্ধি যত বিতস্তি[ঙ] প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম রহে স্থানে॥ ১১
হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥ ১২
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্যে হাহা হুতাশ॥ ১৩
কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥ ১৪
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥ ১৫
এই মত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক[চ] শ্লোক পঢ়ে নিরন্তর॥ ১৬

তথাহি—জগন্নাথবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে নবমশ্লোকে মদনিকাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যম্।

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবম্
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধেঃ কা গতিঃ॥ ২

অন্বয়—অয়ং হরিঃ (এই শ্রীকৃষ্ণ) ; প্রেমচ্ছেদ-রুজঃ ন অবগচ্ছতি (প্রেমবিচ্ছেদজাত রোগ অবগত নহেন) ; চ প্রেম বা (এবং প্রেমও) ; স্থানাস্থানং ন অবৈতি (স্থানাস্থান জানে না) ; মদনোঽপি নঃ দুর্বলা ন জানাতি (মদনও আমাদিগকে দুর্বল বলিয়া জানে না) ;

[ক]ভ্রমময় চেষ্টা—ভ্রান্তিময় আচরণ ; এক করতে গিয়ে আর এক করা।

প্রলাপময় বাদ—ব্যর্থ বাক্য বা অকারণ বচন।

[খ]দন্ত সব হালে—দাঁতগুলি সব নড়ত।

[গ]গম্ভীরা—বাড়ির ভিতরের নির্জন ঘরকে গম্ভীরা বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীমৎ কাশী মিশ্রের বাড়িতে গম্ভীরায় বাস করতেন। সেখানে এখনও প্রভুর পাদুকা ও কাঁথা সযত্নে রক্ষিত আছে।

নিদ্রা-লব—নিদ্রার লেশ।

[ঘ]চটক-পর্বত—পুরীর নিকটবর্তী একটি পর্বতের নাম।

[ঙ]বিতস্তি—এক বিঘত।

[চ]রায়ের নাটক—রায় রামানন্দের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক।

চ অন্য (এবং অন্য ব্যক্তি) ; অন্যদুঃখং অখিলং ন বেদ (অন্যজনের সকল দুঃখ জানে না) ; বা জীবনং ন আশ্রবং (জীবনকে বিশ্বাস নাই) ; ইদং যৌবনং (এই যৌবন) ; দ্বিত্রীণি এব দিনানি (দুই তিন দিনই) ; হা হা বিধেঃ কা গতিঃ (হায় বিধাতা ! কী গতি হইবে ?)।

অনুবাদ—এই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিচ্ছেদের বেদনা জানেন না ; প্রেমও আবার স্থান-অস্থান কিছুই জানে না। মদনও আমাদের দুর্বল বলে জানে না। অন্যলোকও অন্যলোকের দুঃখ সব বুঝতে পারে না। আমার জীবনকেও বিশ্বাস নেই ; এই যৌবনও দুই-তিন দিনই (অল্প সময়) থাকবে। হায় বিধাতা ! এখন আমার কী গতি হবে ?

অস্যার্থঃ। যথা রাগঃ॥

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী বধে সাবধান॥[ক] ১৭
সখি হে ! না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ॥ ১৮
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রুর শঠের গুণ ডোরে, হাথে গলে বান্ধি মোরে,
রাখিয়াছে, নারি উকাশিতে॥[খ] ১৯
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন॥[গ] ২০

[ক]ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর—প্রেমভঙ্গজনিত দুঃখরাশি।
নাহি করে পান—অনুভব করে না ; অবগত নয়।
[খ]অগেয়ান—অজ্ঞান।
নারি উকাশিতে—খুলতে পারি না।
[গ]তনুহীন—শরীর শূন্য, অনঙ্গ। মহাদেবের কোপানলে কামদেবের দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল, সেই থেকে কামদেব তনুহীন।

অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্যজন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য ধরিবারে॥[ঘ] ২১
কৃষ্ণকৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখী তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
ততদিন জীবে[ঙ] কোন্ জন॥ ২২
শত বৎসর পর্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন[চ],
সে যৌবন দিন-দুই-চারি॥ ২৩
অগ্নি যৈছে নিজধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে॥[ছ] ২৪
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গ-বলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ॥ ২৫

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।

পরদ্রোহে পরবীণ—পরকে পীড়া দিতে প্রবীণ বা নিপুণ।
পাঁচবাণ—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন।
সন্ধে—সন্ধান করে, লক্ষ্য করে।
[ঘ]অন্যের কথা কি আর বলব, তুমি যে আমার প্রাণপ্রিয়া সখী, আমার দুঃখের দুঃখিনী, তুমিও আমার মনের দুঃখ জানতে পার না। যদি জানতে, তাহলে আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলতে না।
[ঙ]জীবে—জীবিত থাকবে।
[চ]যারে কৃষ্ণ করে মন—যার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়।
[ছ]নিজধাম—নিজের তেজ। অভিরাম—সুন্দর। ডারে—নিক্ষেপ করে, ডুবিয়ে দেয়।

পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ ৩

অন্বয়—শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা (শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির সেবা ব্যতীত) ; মে অহানি (আমার দিনগুলি) ; অখিলেন্দ্রিয়াণি (এবং ইন্দ্রিয়সকল) ; অলং বার্থানি (সম্যকরূপে ব্যর্থ) ; হতত্রপঃ (নির্লজ্জ) [সন্] (হইয়া) ; পাষাণ শুষ্কেন্ধনভারকাণি তানি (পাষাণ ও শুষ্ক ইন্ধনের বোঝার ন্যায় সেই সমস্ত দিন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে) ; অহো কথং বা ধারয়ামি (আহা কীরূপেই বা ধারণ করি ?)

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির সেবা ছাড়া আমার দিনগুলো এবং ইন্দ্রিয়গুলো সমস্তই বিফল। আহা ! পাষাণ ও শুষ্ক কাঠের মতো বোঝাস্বরূপ এই ইন্দ্রিয়গুলোকেই বা আমি নির্লজ্জ হয়ে কেমন করে বহন করি, আর দিনগুলোকেই বা কেমন করে যাপন করি।

অস্যার্থঃ । যথারাগঃ ॥

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃতজন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥[ক] ২৬
সখি হে ! শুন মোর হতবিধি বল[খ]।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনু সকল বিফল ॥ ২৭
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্রসম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ২৮
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সে নাসা ভস্ত্রার[গ] সমান ॥ ২৯
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত,
সুধাসারস্বাদবিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম ॥[ঘ] ৩০
কৃষ্ণকর-পদতল, কোটী চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম গণি[ঙ] ॥ ৩১
করি এত বিলপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য নির্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥[চ] ৩২

তথাহি—জগন্নাথবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে
একাদশশ্লোকে শ্রীরাধিকাবাক্যম্

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং

[ক]বংশীগানামৃতধাম—বংশীগানরূপ অমৃতের আশ্রয়। লাবণ্যামৃত জন্মস্থান —সৌন্দর্যরূপ, অমৃতের উৎপত্তি-স্থান।

[খ]হতবিধি বল—দুর্দৈব বল ; দুরদৃষ্টের শক্তি।

[গ]ভস্ত্রা—কর্মকার ও স্বর্ণকারদের হাফর।

[ঘ]সুধাসারস্বাদবিনিন্দন—অমৃতের সারের স্বাদ পর্যন্ত যার দ্বারা নিন্দিত হয়ে থাকে।

ভেকজিহ্বা সম—ভেক বা ব্যাঙ জিহ্বা দ্বারা কোনো রসই আস্বাদন করতে পারে না। বরং বর্ষাকালে ভেকের জিহ্বা যে শব্দ করে, তার দ্বারা সর্পকে আহ্বান করে নিজের মৃত্যুকেই ডেকে আনে। এইরূপ যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত গ্রহণ করতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলা-কীর্তন করতে পারে না, সে জিহ্বাও কালসর্প-সম অকল্যাণ বা ত্রিতাপ জ্বালাকেই আহ্বান করে।

[ঙ]লৌহসম গণি — কঠিন লোহা যেমন কর্মকারের আগুনে পোড়ে এবং হাতুড়ির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়, তেমনি যে দেহ কৃষ্ণের কর-পদতলের স্পর্শ পায়নি, তা ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকে এবং কাম-ক্রোধাদির পদাঘাত পেতে থাকে।

[চ]দৈন্য—দুঃখ, ভয় ও অপরাধবশত নিজেকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা।

নির্বেদ — আর্তি, ঈর্ষা, বিচ্ছেদ, আত্মাধিক্কার, নিজের প্রতি অবমাননা।

বিষাদ—অভিলষিত বস্তু না পাওয়ায় অনুতাপ।

অবসাদ—অবসন্নতা।

তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ॥ ৪

অন্বয়—অসৌ মধুরিপুঃ (সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ) ; দৈবাৎ যদা লোচনপথং যতঃ (আমার শুভাদৃষ্টবশত যখন নয়নপথে উপনীত হইলেন) ; তদা মদন হত কেন (তখন দুষ্ট মদনদ্বারা) ; অস্মাকং চেতঃ আহৃতম্ অভূৎ (আমাদের মন অপহৃত হইয়াছিল) ; পুনঃ যস্মিন্ এষঃ (আবার যে সময়ে এই শ্রীকৃষ্ণ) ; ক্ষণমপি দৃশোঃ পদবীং এতি (ক্ষণেকের জন্যও নয়নপথে আসিবেন) ; তস্মিন্ অখিলঘটিকা (সেইকালে সমস্ত ঘটিকা বা মুহূর্তকে) ; রত্নখচিতাঃ বিধাস্যামঃ (রত্নদ্বারা মণ্ডিত করিব)।

অনুবাদ—সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ আমার শুভাদৃষ্টবশত যখন নয়নপথে এসেছিলেন, তখন দুষ্ট মদন আমাদের মনকে অপহরণ করেছিল। আবার যে সময়ে এই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণেকের জন্যও নয়নপথে আসবেন, তখন সেই সময়ের সমস্ত মুহূর্তকে বিবিধ রত্ন দ্বারা মণ্ডিত করে রাখব।

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেইকালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি॥ ৩৩
পুন যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী, ক্ষণ, পল।[ক]
দিয়া মাল্য চন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল॥ ৩৪
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুইজন[খ],
তারে পুছে—আমি না চৈতন্য।

স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য॥ ৩৫
শুন মোর প্রাণের বান্ধব!
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব॥ ৩৬
পুন কহে হায় হায়, শুন স্বরূপ রামরায়!
এই মোর হৃদয়নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত বলি শ্লোক উচ্চারয়॥ ৩৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১)
তোষণীকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতো ন্যায়ঃ

কইঅবরহিঅং পেম্মং ণহি
হোই মাণুসে লোএ।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে
হোন্তম্মি কো জীঅই॥ ৫

অন্বয়—মাণুসে লোএ (মনুষ্যলোকে) ; কই অব রহিঅং (কৈতব-রহিতং—কপটতাহীন, নিষ্কপট) ; পেম্মং (প্রেম) ; ণহ হোই (ন ভবতি—হয় না) ; জই হোই (যদি ভবতি—যদি হয়) ; কস্স বিরহ (কাহার বিরহ) ? বিরহে হোন্তম্মি (বিরহে ভবতি—বিরহ হইলে) ; কঃ (কে) ; জীঅই (জীবতি—জীবিত থাকে) ?

অনুবাদ—মনুষ্যলোকে অকপট প্রেম হয় না, যদি হয়, তাহলে কারো বিরহ হয় না ; যদি বিরহ হয়, তাহলে কেউ জীবিত থাকে না।

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,[গ]
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহো না জীয়য়॥ ৩৮

[ক]ঘটী—দণ্ড।

ক্ষণ—আঠারো নিমেষে এক কাষ্ঠা ; ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক ক্ষণ সময় হয়।

পল—এক দণ্ডের ষাট ভাগের এক ভাগ সময়।

[খ]দুইজন—স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ।

[গ]অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম—কৃষ্ণপ্রেম কপটতাহীন অর্থাৎ স্বসুখবাসনাশূন্য কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময় প্রেম—যা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর জম্বুদ্বীপের নদ (বা নদী), যা জম্বু (জাম্বুরা) ফলের রসে পরিপূর্ণ ; সেই নদীর উভয় তীরে যে বিশুদ্ধ স্বর্ণ জন্মে, তার মতো।

এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হৈয়া।
আপন হৃদয় কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাঞা॥ ৩৯

তথাহি—মহাপ্রভুশ্রীমুখোক্তঃ শ্লোকঃ

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥ ৬

অন্বয়—**হরৌ দরাপি** (শ্রীকৃষ্ণে স্বল্পমাত্রও) ; **প্রেমগন্ধঃ মে নাস্তি** (প্রেমের গন্ধ আমার নাই) ; **সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং ক্রন্দামি** (সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করিতেই ক্রন্দন করি) ; **যৎ** (যেহেতু) ; **বংশীবিলাস্যানন লোকনং বিনা** (বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শন ব্যতীতও) ; **প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা বিভর্মি** (প্রাণপতঙ্গকে বৃথা ধারণ করিতেছি)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণে আমার লেশমাত্রও প্রেমগন্ধ নেই। আমি নিজে যে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, তা প্রকাশ করতেই কাঁদি। যদি আমার প্রেম থাকত, তাহলে বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখ না দেখেও কি এই প্রাণপতঙ্গকে বৃথা ধারণ করতে পারতাম ?

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥

দূরে শুদ্ধ প্রেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন[ক]
করি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ ৪০
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ॥[খ] ৪১

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু[গ]॥ ৪২
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥[ঘ] ৪৩
এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দসনে,
নিজভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত চরিত॥ ৪৪
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ[ঙ],
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥ ৪৫

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে (২।৩০)

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্বস্য নির্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি ! নন্দনন্দনপরো জাগর্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥ ৭

[ক]স্ব-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন—নিজের সৌভাগ্য জ্ঞাপন করি বা জানাই।

[খ]যাতে বংশীধ্বনি রূপ সুখ জন্মে, সেই চাঁদমুখ না দেখে নিরবলম্বন হয়েছি ; তথাপি আমি নিজদেহে যে প্রীতি করছি—এ কেবলই কামের রীতি, প্রেমের রীতি নয় ; সেই কামের রীতিতেই প্রাণকীটকে ধারণ করছি।

[গ]শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু—সাদা কাপড়ে ক্ষুদ্র কালির চিহ্ন যেমন ধরা পড়ে, তেমনি সুনির্মল কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে সামান্যতম অন্যবাসনা থাকলেও তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

[ঘ]তথাপি বাউলে কহে—বাতুল, পাগল। কৃষ্ণপ্রেম-সুখসিন্ধুর একবিন্দু পান করলেও লোক বাউল বা ব্যাকুল হয়ে যায়, ব্যাকুল হয়ে সেই সুখের বর্ণনা করতে যায়।

পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে।

[ঙ]তপ্ত ইক্ষু-চর্বণ—ইক্ষুদণ্ড আগুনে ঝলসে তপ্ত থাকতে থাকতে চিবিয়ে খেলে অত্যন্ত সুস্বাদু লাগে। তবে তপ্ত ইক্ষু মুখে রাখা নিতান্ত কষ্টকর হলেও অত্যধিক সুস্বাদুবশত ত্যাগ করা যায় না। ঠিক কৃষ্ণপ্রেমও তেমনি, বাইরে বিষজ্বালার মতো কষ্টকর হলেও ভিতরে অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভব হয়—তাই কৃষ্ণপ্রেম ত্যাগ করা যায় না, তা পরম উপাদেয়।

অন্বয় — **সুন্দরি** (হে সুন্দরী নান্দীমুখি !) ; **পীড়াভিঃ** (ব্যাধি যন্ত্রণায়) ; **নবকালকূটকটুতাগর্বস্য নির্বাসনঃ** (কালসর্প শাবকের বিষের গর্বনাশকারী) ; **মুদাং নিঃস্যন্দেন** (আনন্দের স্ফুরণদ্বারা) ; **সুধা-মধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ** (অমৃত-মাধুর্যের অহংকার সংকোচন-কারী) ; **নন্দনন্দনপরঃ প্রেমা** (নন্দনন্দন বিষয়ক প্রেম) ; **যস্য অন্তরে জাগর্তি** (যাঁহার অন্তরে জাগরিত হয়) ; **তেন এব অস্য** (তাঁহার দ্বারা এই প্রেমের) ; **বক্রমধুরাঃ বিক্রান্তয়ঃ** (কুটিল ও মধুর পরাক্রম) ; **স্ফুটং জ্ঞায়ন্তে** (পরিষ্কাররূপে জানিতে পারি)।

অনুবাদ—দেবী পৌর্ণমাসী নান্দীমুখিকে বলেছিলেন, 'সুন্দরী ! কৃষ্ণপ্রেম যাঁর অন্তরে জাগে, কেবল সেই জানতে পারে এই প্রেমের কুটিল অথচ মধুর বিক্রম। এ প্রেমের এমনই যন্ত্রণা যে, সর্পশাবকের বিষের গর্বকেও তা দূর করে দেয় ; আবার যখন এ প্রেমের আনন্দধারা স্ফুরিত হতে থাকে, তখন অমৃতের মাধুর্যজনিত অহংকারকেও ছাড়িয়ে যায়।'

যেকালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরামসুভদ্রা-সাথ,
তবে জানে আইলাঙ কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র॥[ক] **৪৬**
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড়স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্নখালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥[খ] **৪৭**
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন।[গ]
হাহা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন॥ ৪৮
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন।
কাঁহা রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্য গীত হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন॥ ৪৯
উঠিল নানাভাব বেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানল, ধৈর্য হৈল টলমল,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥ ৫০

তথাহি-কৃষ্ণকর্ণামৃতে একচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥ ৮

অন্বয়—**হা হন্ত, হা হন্ত** (হায় হায়, হায় হায়) ; **হে অনাথবন্ধো হে করুণৈকসিন্ধো ! হে হরে !** (হে দীনবন্ধু, হে করুণাসাগর, হে হরি) ; **ত্বদালোকনং অন্তরেণ** (তোমার দর্শন ব্যতীত) ; **অধন্যানি অমূনি দিনান্তরাণি** (দুঃখজনক এই সমস্ত দিনরাত্রির মুহূর্তগুলি) ; **কথং নয়ামি** (কীরূপে আমি অতিবাহিত করিব) ?

অনুবাদ—হায় হায় ! হায় হায় ! হে দীনবন্ধো ! হে করুণাসিন্ধো ! হে হরি ! তোমার দর্শন ছাড়া সমস্ত দিনরাত্রির দুঃখজনক এই ক্ষণ মুহূর্তগুলো আমি

[ক]সূর্যগ্রহণের স্নান উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে দেবকী-বসুদেবাদি সকলকে সঙ্গে নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে নন্দ-যশোদাদি এবং শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সিগণও স্নান উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে শ্রীরাধার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল—শেষ বারো বছর জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখে রাধার ভাবে বিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ে কুরুক্ষেত্র মিলনের সেই স্মৃতি জাগরিত হত। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং নীলাচলে আছেন—একথা তাঁর মনে উদিত হত না। তিনি সর্বদা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করতেন বলে শ্রীজগন্নাথকেও ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলেই মনে করতেন।

[খ]বলে—প্রভাব, পরাক্রম, উচ্ছ্বাস।

ভরিল অশ্রুজলে—গরুড় স্তম্ভের মূলদেশে একটি গর্ত আছে। জগন্নাথ দর্শনে মহাপ্রভুর যে প্রেমাশ্রু নির্গত হত, সেই অশ্রুতেই ওই গর্তটি পূর্ণ হয়ে যেত। আর প্রভু রাধাভাবে বিভোর হয়ে ভাবতেন যে, তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন।

[গ]পৃথিবী লিখন—নখের সাহায্যে মাটিতে আঁকা ; অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত মনোবেদনা প্রকাশের লক্ষণ।

কীভাবে কাটাব ?

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন॥ ৫১
উঠিল ভাব চাপল,[ক] মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঁঞি পুছেন উপায়॥ ৫২

তথাহি—কৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বাত্রিংশঃ শ্লোকঃ

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥ ৯

অন্বয়—**তচ্ছৈশবং** (হে কৃষ্ণ ! তোমার শৈশব অর্থাৎ কৈশোর) ; **মচ্চাপলঞ্চ** (এবং আমার চপলতা) ; **ত্রিভুবনাদ্ভুতং ইতি অবেহি** (ত্রিভুবনে ইহা অদ্ভুত জানিবে) ; [**এতদ্দ্বয়ং**] (এই দুইটি বস্তু) ; **তব বা মম বা অধিগম্যং** (তোমার অথবা আমারই জানিবার যোগ্য) ; **তৎ বিরলং** (তাই দুর্লভদর্শন) ; **মুরলীবিলাসি মুগ্ধং** (মুরলীভূষিত তোমার মনোহর) ; **মুখাম্বুজং** (বদনকমল) ; **ঈক্ষণাভ্যাং উদীক্ষিতুং** (দুই নয়ন ভরিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত) ; **কিং করোমি** (কী উপায় করিব) ?

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ ! তোমার শৈশব অর্থাৎ কৈশোরলীলা এবং আমার চপলতা—এদুটি ত্রিভুবনে অদ্ভুত বলে জানবে। এই দুটি বস্তু তোমার, না হয় আমারই জানবার যোগ্য—অন্য কারো নয়। এখন তোমার সেই অসমোর্দ্ধমাধুর্যযুক্ত মুরলীভূষিত মনোহর মুখকমল, দুই নয়ন ভরে দেখবার জন্য কী উপায় করি, বল তো ?

যথা রাগঃ ॥

তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি-আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহত আপনি॥ ৫৩
নানা ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি শাবল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ॥[খ] ৫৪
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ[গ], তনু মন অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥ ৫৫

[ক]ভাব চাপল—রাগ এবং দ্বেষাদিজনিত চিত্তের লঘুতা বা গাম্ভীর্যহীনতাকে চাপল বলে।

[খ]সন্ধি—এক কারণ বা বহু কারণ জনিত দুই বা বহুভাব একত্র মিশ্রিত হলে তাকে সন্ধি বলে।

শাবল্য—ভাবসমূহের পরস্পর সম্যকরূপে মর্দনকে শাবল্য বলে।

ঔৎসুক্য —অভীষ্ট বস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা বশত কালবিলম্ব যখন অসহ্য হয়ে উঠে, তখনই তাকে ঔৎসুক্য বলে।

রোষ — উগ্রতা ; অপরাধ ও কটূক্তি প্রভৃতিজনিত ক্রোধকে উগ্রতা বলে।

অমর্ষ—তিরস্কার ও অপমানাদিজনিত অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ।

উন্মাদ— অতিশয় আনন্দ, আপদ ও বিরহাদিজনিত চিত্তবিভ্রমকে উন্মাদ বলে। অট্টহাস, নৃত্য, সংগীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চিৎকার ও বিপরীত ক্রিয়াদি এর কার্য।

[গ]দিব্যোন্মাদ —মহাভাব দুই প্রকার —রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দুই রকম—মোদন ও মাদন। মোদন হ্লাদিনী শক্তির পরমাবৃত্তি—যা সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মোদন শ্রীরাধা ভিন্ন অন্য কোথাও দেখা যায় না। প্রবিশ্লেষ-দশায় এই মোদনকে মোহন বলে। এই মোহনে বিরহাদি জনিত সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সুদ্দীপ্ত হয়। এই মোহন যখন অনির্বচনীয় গতি প্রাপ্ত হয়, তখন ভ্রমসদৃশী বৈচিত্রী দশা লাভ করে, তখন একে দিব্যোন্মাদ বলে। উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি ভেদে দিব্যোন্মাদ বহুবিধ। দিব্যোন্মাদ দশায় ভ্রমময় চেষ্টা ও প্রলাপময় বাক্যাদি দেখা যায়।

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে চত্বারিংশঃ শ্লোকঃ

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হাহা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥ ১০

অন্বয়—**হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো** (হে দেব! হে দয়িত! হে ত্রিভুবনের একমাত্র বন্ধু!); **হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো** (হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণাসিন্ধু!); **হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম** (হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম!); **হা হা মে দৃশোঃ পদং** (হা হা! আমার নয়নদ্বয়ের গোচর); **নু কদা ভবিতাসি** (কখন তুমি হইবে?)

অনুবাদ—হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনবন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! হা! হা! আমার চক্ষুদ্বয় কবে তোমায় দেখতে পাবে!

যথা রাগঃ ॥

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুণ্ঠ বচন রীতি, মানগর্বব্যাজস্তুতি,
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান।।[ক] ৫৬

তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত,
মোর ভাগ্যে কর আগমন।।[খ] ৫৭

ভুবনের নারীগণ, সভা কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কোন করে মান।।[গ] ৫৮

[ক]প্রণয় মান—প্রেমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরের নাম স্নেহ, তৃতীয় স্তরের নাম মান এবং চতুর্থ স্তরের নাম প্রণয়। এই স্নেহ আরও উৎকর্ষ লাভ করে যখন নব নব মাধুর্য অনুভব করায় এবং নিজেও কুটিলভাব ধারণ করে, তখন তাকে মান বলে।

মান উৎকর্ষ লাভ করে যখন এমন অবস্থায় উপনীত হয়, যাতে প্রিয়জনের সঙ্গে নিজেকে অভেদ মনে করে—তখন ওই উৎকর্ষ-প্রাপ্ত মানকে প্রণয় বলে। 'মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে।' উ. নী. ॥ ৭৮ ॥

সোল্লুণ্ঠ বচন—পরিহাসযুক্ত বাক্যভঙ্গী।

গর্ব—সৌভাগ্য, রূপ, যৌবন, গুণ, সর্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভাদি হেতু অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব বলে। পরিহাস বাক্য, লীলাবশত উত্তর না দেওয়া, নিজের অঙ্গ দর্শন, নিজের অভিপ্রায় গোপন, অন্যের কথা না শোনা ইত্যাদি গর্বের লক্ষণ।

ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ও স্তুতিচ্ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তুতি অলংকার বলে।

[খ]'তুমি দেব ক্রীড়ারত' থেকে 'দেহ দরশন' পর্যন্ত মহাপ্রভুর উক্তি। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাসচ্ছলে 'দেব' বলে সম্বোধন করাতে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারীতে ক্রীড়াপরায়ণ, অন্য নারীতে আসক্ত এটাই সূচিত হচ্ছে; ধীরাধীরমধ্যা নায়িকা দিব্যোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে বক্রোক্তি করে বলছেন—'হে কৃষ্ণ তুমি ত দেব; অন্য নারীর সঙ্গে ক্রীড়া করে থাক, তবে এখানে এসেছ কেন? এখানে তোমার কী প্রয়োজন? — এটাই 'দেব' শব্দের ব্যাখ্যা।

'তুমি মোর দয়িত'—যখন মনে করলেন, বক্রোক্তিরূপ তিরস্কারাদি শুনে শ্রীকৃষ্ণ চলে গিয়েছেন, তখন আবার তাঁকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে কলহান্তরিতা নায়িকার ভাবে শ্রীরাধা বলছেন—'তুমি মোর দয়িত........কর আগমন।' এখানে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য ঔৎসুক্য-ভাবের উদয় হয়েছে এবং অমর্ষ ও ঔৎসুক্য এই দুই ভাবের সন্ধি সম্পন্ন হয়েছে।

[গ]আবার যখন মনে করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আহ্বানে তাঁর কাছে এসে অপরাধ ক্ষমা করার জন্য অনুনয়-বিনয় করছেন, তখন আবার তাঁর অসূয়ার উদয় হল। তাই পরিহাস করে বক্রোক্তি সহকারে বলতে লাগলেন—'ভুবনের নারীগণ.....সব সমাধান'। এখানে অমর্ষের অনুগত অসূয়ার উদয় হওয়ায় ধীরমধ্যা নায়িকার স্বভাব ব্যক্ত হয়েছে (যে নায়িকা অপরাধী প্রিয়কে উপহাসসহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাকে ধীরমধ্যা বলে)।

আবার যখন মনে করলেন, বক্রোক্তি শুনে শ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলে গিয়েছেন, তখন আবার তাঁর দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হয়ে বলতে লাগলেন—'তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর.....কোন করে মান।' এইজন্য এখানে ঔৎসুক্যের অনুগত মতি-নামক ভাবের উদয় হয়েছে। এটা শ্লোকের 'কৃষ্ণ' শব্দের ব্যাখ্যা।

তোমার চপল মতি, না হয় একত্রে স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত করুণা-সিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ।।[ক]৫৯
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহুকার্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য বিলাস।।[খ] ৬০

মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি,
শুন মোর এ স্তুতি বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ,
হা হা পুনঃ দেহ দরশন।।[গ]৬১
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্ছিত।।[ঘ]৬২

[ক]আবার মনে করলেন, তাঁর আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ যেন আবার এসে অনুনয়-বিনয় করে বলছেন—'হে প্রিয়ে আমি তো অন্য কোথাও যাইনি ? কুঞ্জের বাইরেই ত ছিলাম ; কেন বৃথা রাগ করছ, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।' একথা শুনে আবার উগ্রভাবে আবিষ্ট হয়ে অত্যন্ত ক্রোধভরে বললেন—'তোমার চপলমতি........নাহি কিছু দোষ।' এখানে উগ্র ভাবের উদয় হওয়ায় অধীরমধ্যা-নায়িকার ভাব ব্যক্ত হচ্ছে।

(যে নায়িকা ক্রোধপ্রকাশ-পূর্বক নিজের কান্তাকে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, তাকে অধীরা বলে)।

আবার মনে করলেন, 'হায় হায়, আমার কটূক্তি শুনে কৃষ্ণ তো চলে গেলেন ? এবার গেলে আর বুঝি আসবেন না ?' তাই অত্যন্ত দৈন্যভাবে বলতে লাগলেন—'তুমি তো করুণাসিন্ধু.....নাহি কভু রোষ।' এখানে উগ্র ও দৈন্যভাবদ্বয়ের শাবল্য হয়েছে।

[খ]'তুমি নাথ ব্রজনাথ' এই শ্লোকে শ্রীরাধা মনে করলেন—পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণ এসে বলছেন, 'প্রিয়ে, বৃথা মান করে কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ ? প্রসন্ন হও'—একথা শুনে অমর্ষের অনুগত অবহিত্থা ভাবে ঔদাসীন্যের সঙ্গে যেন শ্রীরাধিকা বলছেন—'তুমি নাথ......নাহি অবকাশ।' 'তুমি হলে ব্রজবাসীদের প্রাণ ; কথা বলিনি বলে মান করেছি মনে করেছ ? ব্রাহ্মণী আমাকে মৌনব্রত গ্রহণ করিয়েছিলেন, এইজন্য তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারলাম না। আমার এ অপরাধ ক্ষমা কর।' এখানে অবহিত্থার (আকার-সংগোপন) উদয় হওয়ায় ধীরপ্রগল্‌ভা নায়িকার লক্ষণ ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীরাধা আবার মনে করছেন—'শ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলে গিয়েছেন, আর বুঝি আসবেন না।' একথা মনে হতেই চাপলভাবের উদয় হওয়ায় ভাবছেন—'যদি তিনি কৃপা করে আসেন তবে আর তাঁকে ছাড়ব না।' এই ভেবে তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য ঔৎসুক্যবশত দৈন্যের সঙ্গে বলছেন—'তুমি আমার রমণ..... তোমার বৈদগ্ধ-বিলাস।' এখানে চপল ভাবের উদয় হয়েছে এবং দৈন্য ও চাপল্যের সন্ধি হয়েছে।

['তুমি দেব ক্রীড়ারত' থেকে 'এ তোমার বৈদগ্ধ্য বিলাস' পর্যন্ত প্রত্যেক পদ্যের পূর্বার্ধে মান এবং দ্বিতীয়ার্ধে কলহান্তরিতার ভাব ব্যক্ত হয়েছে। যে নায়িকা সখীগণের সামনে পদানত-কান্তকে পরিত্যাগ করে, পরে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করে তাকে কলহান্তরিতা বলে। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি কলহান্তরিতা নায়িকার লক্ষণ।]

[গ]শ্রীরাধার আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ আবার এসেছেন মনে করে—'আমি তাঁকে কতই না তিরস্কার করেছি, তাই তিনি চলে গিয়েছেন'— এরকম ভেবে, আবার তাঁকে আসতে দেখে প্রবল ঔৎসুক্যের সঙ্গে দুই বাহু বাড়িয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতে গেলেন, তখন তাঁকে না পাওয়াতে হঠাৎ শ্রীরাধার বাহ্যস্ফূর্তি হল ; তখন অত্যন্ত খেদের সঙ্গে বললেন—'নয়নের অভিরাম......পুনঃ দেহ দরশন।' এখানে ঔৎসুক্যের প্রাবল্যহেতু ভাব-শাবল্য হয়েছে। এটাই শ্লোকের 'নয়নের অভিরাম' শব্দের মর্ম।

[ঘ]'স্তম্ভ'—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য ও অমর্ষ থেকে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়, এতে বাক্যাদিশূন্যতা, নিশ্চলতা, কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লোপ পায়।

'প্রস্বেদ' (স্বেদ)—হর্ষ, ভয়, ক্রোধাদি থেকে শরীরে যে ক্লেদ বা আর্দ্রতা (ঘাম) জন্মে, তাকে স্বেদ বলে।

'পুলক' (রোমাঞ্চ)—আশ্চর্য বস্তুর দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি থেকে রোমাঞ্চ হয়।

'স্বরভেদ'—বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি থেকে স্বরভেদ হয়, এতে স্বরের বিকৃতি জন্মে ; গদগদ বাক্য হয়।

'কম্প'— ভয়, ক্রোধ, হর্ষাদি দ্বারা গাত্রের যে চাঞ্চল্য হয়, তাকে কম্প বলে।

'বৈবর্ণ্য'—বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদিহেতু বর্ণবিকারের নাম বৈবর্ণ্য। এতে মলিনতা ও কৃশতা হয়ে থাকে।

মূর্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে—এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরীগুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পঢ়ি করয়ে নিশ্চয়॥[ক] ৬৩

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৬৮ শ্লোকঃ

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥ ১১

অন্বয়—স্বয়ং মারঃ নু (স্বয়ং কন্দর্প কী) ? ; মধুরদ্যুতি মণ্ডলং নু (মধুর কান্তিমণ্ডল কী) ? ; মাধুর্যং এব নু (মাধুর্যই কী) ? ; মনোনয়নামৃতং নু (মনের ও নয়নের অমৃত কী) ? ; বেণীমৃজঃ নু (প্রবাস হইতে আগত বেণী উন্মোচনকারী কান্ত কী) ? ; মম জীবিতবল্লভঃ (আমার জীবনবল্লভ) ; অয়ং কৃষ্ণঃ (এই শ্রীকৃষ্ণ) ; মম লোচনায় অভ্যুদয়তে (আমার নয়নকে আনন্দ দিবার জন্য উদিত হইয়াছেন)।

অনুবাদ—দূর থেকে ভাবাবেশে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে শ্রীরাধা বলছেন—'হে সখি ! ইনি কি স্বয়ং কন্দর্প ? (আবার মাধুর্য অনুভব করে বলছেন —না, কন্দর্পের মূর্তি তো এত মধুর নয় ? তবে) ইনি কি মধুর জ্যোতিরাশি ? (না, জ্যোতিরাশির এত চমৎকারিতা থাকে না, তবে) ইনি কি মূর্তিমান মাধুর্য ? (না, কেবল মাধুর্যের দ্বারা মন ও নয়নের এত তৃপ্তি হয় না, তবে) ইনি কি আমার মন ও নয়ন জুড়াবার অমৃত ? (না, অমৃতের তো হাত-পা থাকে না, তবে) ইনি কি বেণীমৃজ ? প্রবাস থেকে এসে যিনি আমার বেণী খুলে দেন ? (আবার কৃষ্ণের দিক চেয়ে থেকে আনন্দের সঙ্গে বলছেন), কী আশ্চর্য ! এ যে আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ! আমার নয়নকে আনন্দ দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন (সখীগণ ! তোমরা দেখ)।

যথা রাগঃ ॥

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্তিমান,
কি মাধুর্য স্বয়ং মূর্তিমন্ত।
কিবা মনো-নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥[খ] ৬৪
গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু-মন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥[গ] ৬৫

'অশ্রু'—হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদির দ্বারা বিনা যত্নে চোখ থেকে যে জল বের হয়, তার নাম অশ্রু।

'মূর্চ্ছা' বা প্রলয়—সুখ ও দুঃখবশত চেষ্টা শূন্যতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয় বা মূর্ছা। প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি হয়ে থাকে।

এইভাবে রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হল।

[ক]প্রভু যখন মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ দয়া করে দর্শন দিয়েছেন বলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে প্রভু কৃষ্ণকে 'মহাশয়' বললেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে তাঁর মাধুর্যের অপূর্ব বৈচিত্রীসমূহ দেখে প্রভুর মনে নানারকম ভ্রমের উদয় হল।

[খ]দ্যুতিবিম্ব—জ্যোতিরাশি।

'কি মাধুর্য স্বয়ং মূর্তিমন্ত'—না, না, এ দ্যুতিরাশি নয় ; এ বোধ হয় স্বয়ং মাধুর্যই মূর্তি ধারণ করে উপস্থিত হয়েছে।

['হে দেব'—ইত্যাদি শ্লোক আবৃত্তির পরে প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন ; সে অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে হুংকার করে তিনি উঠে বসলেন এবং শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়ে 'মারঃ স্বয়ং নু' শ্লোক পড়তে লাগলেন।]

[গ]গুরু নানা ভাবগণ—নানাবিধ ভাব গুরুস্বরূপ ; আর প্রভুর শরীর ও মন তাদের শিষ্যস্বরূপ। গুরু যেমন নানাভাবে শিষ্যকে শিক্ষা দেন, তেমনি নানা ভাবসমূহও প্রভুর তনু-মনকে নানাভাবে নৃত্য করায়।

হর্ষ—অভীষ্টবস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তিজনিত চিত্তের প্রফুল্লতাকে হর্ষ বলে। রোমাঞ্চ, ঘর্ম, অশ্রু, মুখের প্রফুল্লতা, আবেগ, উন্মাদ, জড়তা, মোহ প্রভৃতি হর্ষের লক্ষণ। ভ.র.সি ২।৪।৭৮॥

ধৈর্য—ধৃতি। জ্ঞান, দুঃখের অভাব, উত্তম বস্তু অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেমলাভ দ্বারা মনের যে পূর্ণতা, তাকে ধৃতি বলে।

মন্যু—প্রণয়রোষ।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দসনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥ ৬৬
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥ ৬৭[ক]
লীলাশুক[খ] মর্ত্যজন, তার হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাতে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব ভাবোদয়॥ ৬৮
পূর্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে[গ],
যত্নে আস্বাদন না হইল।

[ক]শ্রীপরমানন্দপুরী শ্রীলমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, অর্থাৎ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ ; ফলে মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর বাৎসল্যভাব। রায় রামানন্দের ঐশ্বর্যজ্ঞানাদি শূন্য বিশুদ্ধ সখ্যভাব ; গোবিন্দ প্রমুখের শুদ্ধ দাস্যভাব এবং গদাধর (শ্রীরাধার অংশবিশেষ), জগদানন্দ (সত্যভামার অবতার) ও স্বরূপ দামোদর (ব্রজের ললিতা সখী প্রমুখের রসানন্দ অর্থাৎ মধুরভাব। এই চারভাবে প্রভু-বশীভূত।

[খ]লীলাশুক —শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরকে লীলাশুক বলে। তাঁর নানাবিধ ভাবের বিকাশের পরিচয় তাঁর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ পাঠ করলেই বুঝা যায়। তবে সাধক-শরীরে প্রেম পর্যন্তই শেষ সীমা, কিন্তু প্রেম-পরিণাম স্নেহমানাদির উদয় হয় না ; তথাপি লীলাশুকে যখন তা উদিত হয়েছে, তখন মহাভাবস্বরূপিণী রাধা ভাবাবিষ্ট অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে এ সকল ভাবের উদয় হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী ?

[গ]যেই তিন অভিলাষে — শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা, নিজ মাধুর্য এবং নিজ মাধুর্য আস্বাদনে শ্রীরাধার কেমন আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয় মাত্র ; তাঁতে আশ্রয়-জাতীয় ভাব না থাকায় ব্রজলীলায় তিনি তিনটি অভিলাষ পূর্ণ করতে পারেননি। বর্তমান কলিতে মাদনাখ্য মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হলেন এবং পূর্বোক্ত তিনটি বস্তুর আস্বাদন করলেন।

শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল॥ ৬৯
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেম-চিন্তামণির[ঘ] প্রভুর ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি॥ ৭০
এই গুপ্তভাব-সিন্ধু[ঙ], ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহো নারে বর্ণিবারে॥ ৭১
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহো না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সে-ই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হয় তাঁর দাসানুদাস সঙ্গ॥ ৭২
চৈতন্যলীলা রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে[চ]।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিবরিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥ ৭৩
যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্বচিত্ত নারি আরাধিতে॥ ৭৪
নাহি কাঁহাসো বিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাঁহা হয় আবেশ,

[ঘ]প্রেমচিন্তামণি — প্রেমরূপ চিন্তামণি। চিন্তামণির কাছে যা চাওয়া যায়, তা-ই পাওয়া যায় ; তেমনি প্রেমের নিকটও যে যা চায় তা-ই পায়।

[ঙ]গুপ্তভাব-সিন্ধু —ভাব রূপ সিন্ধু, যা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে গুপ্ত ছিল ; অর্থাৎ ব্রজভাব, ব্রজপ্রেম।

[চ]রঘুনাথের কণ্ঠে—শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ। তা স্বরূপ দামোদরের ভাণ্ডারে জমা ছিল। তিনি কৃপা করে রঘুনাথ দাসগোস্বামীকে ওই সমস্ত লীলা জানিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে গ্রন্থকার (কৃষ্ণদাস গোস্বামী) শুনে এই গ্রন্থে তা বর্ণনা করলেন।

সহজ বস্তু না যায় লিখন॥ ৭৫[ক]

যেবা নাহি বুঝে কেহো, শুনিতে শুনিতে সেহো,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।

কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই হইবে বড় হিত॥ ৭৬

ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তভু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।

ইহাঁ শ্লোক দুইচারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি[খ],
কেনে না বুঝিবে সর্বজন॥ ৭৭

শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।

[ক]প্রভুর লীলা বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার অনেক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। ইতর জন (যারা সংস্কৃত জানে না) হয়তো কিছুই বুঝতে পারবে না, লীলা বর্ণনে যেখানে যেমন শ্লোক ও দার্শনিক যুক্তির প্রয়োজন, সেখানে কিছু দুর্বোধ্যতা হেতু সকলের মনকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তবে কারো সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ নেই, আর বেশি শ্লোক দেওয়ার জন্য কেউ তাঁকে অনুরোধও করেননি। তিনি কেবল সহজ-বস্তুই বর্ণনা করেছেন—ঠিক যা যেমন যেমন হয়েছে, তিনি তেমন তেমন ভাবেই বর্ণনা করেছেন, কোনো রকম অতিরঞ্জিত বা বিকৃত করেননি। কারণ রাগদ্বেষের (অনুরাগ বা বিদ্বেষের) কারণে চিত্তে আবেশ জন্মে, ফলে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না ; সে অবস্থায় যথাযথ তত্ত্ব ঠিকমতো লেখা হয় না—তখন সত্যের অপলাপ হয়।

[খ]তার ব্যাখ্যা ভাষা করি—গ্রন্থকার বলছেন, যে দু-চারটি সংস্কৃত শ্লোক গ্রন্থে দিয়েছি, তার ব্যাখ্যাও বাংলা ভাষায় দিয়েছি ; অর্থাৎ সংস্কৃত শ্লোক না বুঝলেও চলবে।

থাকে যদি আয়ুঃশেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥ ৭৮

আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।

না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তভু লিখি এ বড় বিস্ময়॥ ৭৯

এই অন্ত্যলীলা-সার, সূত্র-মধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিলুঁ বর্ণন।

ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ ধন॥ ৮০

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহাঁ না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিস্তার।

যদি ততদিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥ ৮১

ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সভার শ্রীচরণ,
সভে মোর করহ সন্তোষ।

স্বরূপ গোঁসাঞিঁর মত, রূপরঘুনাথ জানে যত,
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥ ৮২

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সভার চরণ।

স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করি মস্তক ভূষণ॥ ৮৩

পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস।

চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস॥ ৮৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলাসূত্রবর্ণনে প্রেমোন্মাদপ্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি॥ ১

অন্বয়—যঃ গৌরঃ (যে গৌরচন্দ্র) ; অথ (অতঃপর—চব্বিশ বৎসর গৃহস্থ আশ্রমে থাকার পর) ; ন্যাসং বিধায় (সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্বক) ; উৎপ্রণয়ঃ (প্রেমোন্মত্ত হইয়া) ; বৃন্দাবনং গন্তুমনাঃ (বৃন্দাবন গমনাভিলাষী) ; [সন্] (হইয়া) ; ভ্রমাৎ (প্রেমবিহ্বলতাজনিত ভ্রমবশে) ; রাঢ়ে ভ্রমণ (রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে) ; শান্তিপুরীং অয়িত্বা (শান্তিপুরে গমন করিয়া) ; ইহ ভক্তৈঃ ললাস (ওইস্থানে ভক্তগণের সহিত বিলাস করিয়াছিলেন) ; তং নতঃ অস্মি (সেই গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি)।

অনুবাদ— যে গৌরচন্দ্র (চব্বিশ বছর গৃহস্থ আশ্রমে থাকার পর) সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রেমোন্মত্ত হয়ে বৃন্দাবনে যেতে গিয়ে ভুলবশত রাঢ়দেশে ভ্রমণ করতে করতে শান্তিপুরে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে বিলাস করেছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥ ২
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥ ৩
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে[ক] পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে॥ ৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৩।৫৮) শ্লোকে
ভিক্ষুকবাক্যম্ঃ—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥ ২

অন্বয়—সঃ অহং (সেই আমি) ; পূর্বতমৈঃ (প্রাচীন) ; মহদ্ভিঃ অধ্যাসিতাং (মহাপুরুষগণের পরিষেবিত) ; এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং (এই পরাত্মনিষ্ঠা–জীবাত্মার স্বরূপ) ; আস্থায় (অবলম্বন করিয়া) ; মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়া এব (শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবা দ্বারাই) ; দুরন্তপারং (দুস্তরণীয়) ; তমঃ তরিষ্যামি (ঘোর অন্ধকাররূপ সংসার উত্তীর্ণ হইব)।

অনুবাদ —পূর্বতন মহাপুরুষগণের আচরিত এই পরমাত্মনিষ্ঠাকে (জীবাত্মার স্বরূপকে) অবলম্বন করে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাদ্বারাই আমি দুস্তর অন্ধকার অর্থাৎ মায়াময় সংসার পার হব।

প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুর[খ] বচন।
মুকুন্দসেবন-ব্রত কৈল নির্ধারণ॥ ৫
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ॥[গ]৬
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥ ৭
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদ-চিহ্ন।
দিক্-বিদিক্ জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রিদিন॥ ৮
নিত্যানন্দ আচার্যরত্ন মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন॥ ৯
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে 'হরি' বোলে খণ্ডে দুঃখ শোক॥ ১০
গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিয়া!
'হরি হরি' বলি উঠে উচ্চ করিয়া॥ ১১

[ক]ভ্রমিতে—ভ্রমণ করতে করতে।

[খ]ভিক্ষুর—অবন্তী নগরবাসী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের।

[গ]দেহের অতিরিক্ত আত্মা যে সুখ-দুঃখের অতীত এক শুদ্ধ চিন্ময় বস্তু, তাতে আমার বেশধারণ অর্থাৎ স্থিতিমাত্র বা আস্থামাত্র আছে ; সংসার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি কেবল এই আস্থার উপর নির্ভর করি না ; কারণ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সেবাতেই জীব সংসার থেকে উদ্ধার হতে পারে।

শুনি তা সভার নিকট গেলা গৌরহরি।
'বোল বোল' বোলে সভার শিরে হস্ত ধরি॥ ১২
তা সভারে স্তুতি করে—তোমরা ভাগ্যবান।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম॥ ১৩
গুপ্তে তা সভারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইল সভাকারে করিয়া প্রবন্ধ[ক]॥ ১৪
বৃন্দাবনপথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইহ তাঁরে॥ ১৫
তবে প্রভু পুছিলেন—শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন॥ ১৬
শিশু সব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল॥ ১৭
আচার্য-রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্যের ঠাঁঞি॥ ১৮
প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে॥ ১৯
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচীসহ লঞা আইস সব ভক্তগণ॥ ২০
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয়॥ ২১
প্রভু কহে—শ্রীপাদ! তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে—তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন॥ ২২
প্রভু কহে—কতদূরে আছে বৃন্দাবন।
তেঁহো কহেন—কর এই যমুনা দর্শন॥ ২৩
এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা-জ্ঞানে॥ ২৪
'অহো ভাগ্য, যমুনার পাইল দরশন।
এত বলি যমুনারে করেন স্তবন॥ ২৫

তথাহি—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৫ অঙ্কে
১৩ শ্লোকে মহাপ্রভুকৃতস্তুতিঃ

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥ ৩

অন্বয়—চিদানন্দভানোঃ (নির্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই); **নন্দসূনোঃ সদা পরপ্রেমপাত্রী** (নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা অত্যন্ত প্রেমপাত্রী); **দ্রবব্রহ্মগাত্রী** (জলরূপা-দ্রবব্রহ্মদেহা); **অঘানাং লবিত্রী** (সমস্ত পাপ বিনাশকারিণী); **জগৎক্ষেমধাত্রী মিত্রপুত্রী** (জগতের মঙ্গলদায়িনী সূর্যকন্যা যমুনা); **নঃ বপুঃ পবিত্রীক্রিয়াৎ** (আমাদের দেহ পবিত্র করুন)।

অনুবাদ—নির্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁর অঙ্গকান্তি, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যিনি নিত্য পরম প্রেমপাত্রী, যাঁর দেহ জলব্রহ্মস্বরূপ (অর্থাৎ যিনি চিন্ময় জলরূপে বিরাজিত), যিনি সমস্ত পাপ বিনাশকারিণী, জগতের মঙ্গলদায়িনী সেই সূর্যকন্যা যমুনা আমাদের দেহ পবিত্র করুন।

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন, নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥ ২৬
হেনকালে আচার্য গোঁসাঞি নৌকাতে চড়িয়া।
আইলা নূতন কৌপীন বহির্বাস লৈয়া॥ ২৭
আগে আসি রহিলা আচার্য নমস্কার করি।
আচার্য দেখি বোলে প্রভু মনে সংশয় করি॥ ২৮
তুমিত অদ্বৈত গোঁসাঞি হেথা কেন আইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা॥ ২৯
আচার্য কহে তুমি যাঁহা সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥ ৩০
প্রভু কহে—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গায় আনিয়া মোরে 'যমুনা' কহিলা॥ ৩১
আচার্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন[খ]।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥ ৩২
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্বে গঙ্গাধার॥ ৩৩
পশ্চিম ধারে যমুনা বহে তাঁহা কৈলা স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান॥ ৩৪

[ক]করিয়া প্রবন্ধ—মধুরবাক্যে তাঁদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়ে।

[খ]শ্রীপাদবচন—শ্রীনিত্যানন্দ-বাক্য।

প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস॥ ৩৫
এক মুষ্টি অন্ন মুই করিয়াছোঁ পাক।
শুকা-রুখা[ক] ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক॥ ৩৬
এত বলি নৌকায় চঢ়াই নিল নিজ ঘর।
পাদ-প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর॥ ৩৭
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্যাণী[খ]।
বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য আপনি॥ ৩৮
তিন ঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাঢ়াইল ধাতুপাত্রোপরি॥ ৩৯
বত্রিশা আঁঠিয়াকলার আঙ্গটিয়া পাতে[গ]।
দুই ঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল ভালমতে॥ ৪০
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদ্গ-সূপ[ঘ]॥ ৪১
বাস্তুক শাক[ঙ] পাক বিবিধ-প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ী মানকচু আর॥ ৪২
দই মরিচ শুক্তা দিয়া সব ফল মূলে।
অমৃত-নিন্দক[চ] পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥ ৪৩
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্তাকী।
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি॥ ৪৪
নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥ ৪৫
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি[ছ] অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥ ৪৬

[ক]শুকা-রুখা— শুক্‌নো, তৈল ও ঘৃতাদিশূন্য। ব্যঞ্জনমধ্যে কেবল এক ডাল আর শাক।

[খ]আচার্যাণী—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গৃহিণী সীতাঠাকুরাণী।

[গ]বত্রিশা আঁঠিয়াকলা — যে কলাগাছে বত্রিশ-ছড়াযুক্ত কলা হয়।

আঙ্গটিয়া পাতে — কলা পাতার আগার অখণ্ড অংশকে আঙ্গটিয়া পাত বলে।

[ঘ]মুদ্গসূপ—মুগের ডাল।

[ঙ]বাস্তুকশাক—বেতো শাক।

[চ]অমৃত-নিন্দক—যার স্বাদ অমৃতকেও নিন্দা দেয়।

[ছ]বড়াম্ল—বড়াযোগে অম্ল।

মুদ্গবড়া কলাবড়া মাষবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট॥ ৪৭
বত্রিশা আঁঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দৃঢ়॥ ৪৮
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পূরিয়া।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া॥ ৪৯
দুই পার্শ্বে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা[জ] ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥ ৫০
সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিলা ধরি॥ ৫১
দুগ্ধ চিড়া কলা আর দুগ্ধ লক্‌লকী।
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি॥[ঝ] ৫২
অন্ন ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি॥ ৫৩
তিন শুভ্রপীঠ —তার উপরি বসন।
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন॥ ৫৪
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল॥ ৫৫
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইলা শয়ন।
আচার্য গোঁসাঞি আসি প্রভুরে কৈল নিবেদন॥ ৫৬
গৃহের ভিতরে প্রভু ! করুন গমন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন॥ ৫৭
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইলা।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা॥ ৫৮
মুকুন্দ কহে—মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে[ঞ]।
পাছে মুঞি প্রসাদ পাঞিমু তুমি যাহ ঘরে॥ ৫৯
হরিদাস কহে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন॥ ৬০
দুই প্রভু লঞা আচার্য গেলা ভিতর ঘর।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর॥ ৬১

[জ]মৃৎকুণ্ডিকা—মাটির মালসা।

[ঝ]দুগ্ধ লক্‌লকী—দুধের দ্বারা প্রস্তুত এক রকম পিঠা।
না শকি—শক্তি নেই।

[ঞ]কৃত্য নাহি সরে—নিত্যকৃত্য কিছুই করা হয়নি।

ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ॥ ৬২
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্যের মনঃকথা নহে প্রভুর বেদ্য॥ ৬৩
প্রভু কহে—বৈস তিনে করিয়ে ভোজন।
আচার্য কহে—আমি করিব পরিবেশন॥ ৬৪
কোন্ স্থানে বসিব ? আর আন দুই পাত।
অল্প করি আনি তাহে দেহ ব্যঞ্জন ভাত॥ ৬৫
আচার্য কহে—বৈস দোঁহে পিঁড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দোঁহারে॥ ৬৬
প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ[ক]॥ ৬৭
আচার্য কহে—ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি[খ]॥ ৬৮
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী।
প্রভু কহে—এত অন্ন খাইতে না পারি॥ ৬৯
আচার্য বোলে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না নার পাতে রহিবেক আর॥ ৭০
প্রভু কহে—এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥ ৭১
আচার্য কহে—নীলাচলে[গ] খাও চৌয়ান্নবার।
এক একবারে অন্ন খাও শত শত ভার॥ ৭২
তিনজনের ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার এক গ্রাস।
তার লেখায়[ঘ] এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস॥ ৭৩
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু ! করহ ভোজন॥ ৭৪
এত বলি জল দিল দুই গোঁসাঞির হাথে।
হাসিয়া লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে॥ ৭৫
নিত্যানন্দ কহে—কৈল তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ॥ ৭৬

[ক]ইন্দ্রিয়বারণ—ইন্দ্রিয়-সংযম।
[খ]ভারিভুরি—চালাকি, ছল, আন্তরিক তত্ত্ব।
[গ]নীলাচলে—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথরূপে।
[ঘ]লেখায়—তুলনায়।

আজি উপবাস হৈল আচার্য নিমন্ত্রণে।
অর্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে॥ ৭৭
আচার্য কহে তুমি হও তৈর্থিক সন্ন্যাসী[ঙ]।
কভু ফলমূল খাও কভু উপবাসী॥ ৭৮
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে যে পাইলা মুষ্টেক অন্ন।
ইহাতে সন্তোষ হও ছাড় লোভ মন॥ ৭৯
নিত্যানন্দ কহে—যবে কৈলা নিমন্ত্রণ।
তত দিতে চাহ যত করিয়ে ভোজন॥ ৮০
শুনি নিত্যানন্দ কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহিলেন তাঁরে কিছু পাইয়া পিরীত॥ ৮১
ভ্রষ্ট অবধূত[চ] তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে॥ ৮২
তুমি খাইতে পার দশ বিশ চাউলের অন্ন।
আমি তাঁহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥ ৮৩
যে পাঞাছ মুষ্টেক অন্ন তাহা খাঞা উঠ।
পাগলাই না করহ না ছড়াইহ ঝুট[ছ]॥ ৮৪
এই মত হাস্য-রসে করেন ভোজন।
অর্ধ অর্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন॥ ৮৫
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য পুন করে পূরণ।
এই মত পুন পুন পরিবেশে ব্যঞ্জন॥ ৮৬
দোনা[জ] ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন।
প্রভু কহেন—আর কত করিব ভোজন॥ ৮৭
আচার্য কহে—যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে তার অর্ধেক খাইবা॥ ৮৮

[ঙ]তৈর্থিক সন্ন্যাসী—যে সন্ন্যাসী তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন।

[চ]অবধূত—যে সন্ন্যাসী একটি বিশেষ তুরীয়াতীত অবস্থা লাভ করেন, তাঁকেই অবধূত বলা হয়। কিন্তু সকল সন্ন্যাসীকেই অবধূত বলা হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন বেদানুগত তুরীয়াতীত অবধূত। এঁর শ্রীকৃষ্ণে আত্যন্তিক নিষ্ঠা ; তাই দণ্ড-কমণ্ডলু-কটিবস্ত্র সকলই পরিত্যাগ করেছেন, লৌকিক ও বৈদিক আচার পালন করতেন না বলেই শ্রীঅদ্বৈত পরিহাস করে তাঁকে ভ্রষ্ট-অবধূত বলেছেন।

[ছ]ঝুট—উচ্ছিষ্ট, এঁটো।

[জ]দোনা—ডোঙা। পাতা দিয়ে বানানো ঠোঙা বিশেষ।

নানা যত্ন দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন।
আচার্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ॥ ৮৯
নিত্যানন্দ কহে—মোর পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল॥ ৯০
এত বলি এক গ্রাস ভাত হাতে লঞা।
উঝালি[ক] ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা॥ ৯১
ভাত দুই-চারি লাগিল আচার্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য নাচে বড় রঙ্গে॥ ৯২
অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে[খ]॥ ৯৩
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল॥ ৯৪
আপন সমান মোরে করিবার তরে।
ঝুটা দিলে, বিপ্র বলি ভয় না করিলে॥ ৯৫
নিত্যানন্দ কহে —এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে 'ঝুটা' কহিলে তুমি কৈলে অপরাধ॥ ৯৬
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন॥ ৯৭
আচার্য কহে না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতি ধর্ম[গ]॥ ৯৮
এত বলি দুইজনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন॥ ৯৯
লবঙ্গ এলাচি আর উত্তম রসবাস।
তুলসী মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস॥[ঘ] ১০০
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবরে।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা দিল হৃদয় উপরে॥ ১০১
আচার্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন।
সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন॥ ১০২

[ক]উঝালি—ছড়িয়ে।

[খ]ঢঙ্গে—রঙ্গে।

[গ]নাশিলে......স্মৃতিধর্ম—উচ্ছিষ্ট ছড়ানো স্মৃতিধর্ম বিরোধী। শ্রীঅদ্বৈত পরিহাসচ্ছলে বলছেন — শ্রীনিত্যানন্দ প্রসাদান্ন ছড়িয়ে সন্ন্যাসীর ধর্ম নষ্ট করছেন।

[ঘ]রসবাস—কাবাব চিনি।
মুখবাস—মুখশুদ্ধি।

বহু নাচাইলে আমায়, ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন॥ ১০৩
তবেত আচার্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ইচ্ছায় ভোজন যে আছিল মনে॥ ১০৪
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ॥ ১০৫
'হরি হরি' বোলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য দেখিয়া॥ ১০৬
গৌর-দেহকান্তি সূর্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল॥ ১০৭
আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান[ঙ]।
লোকের সংঘট্টে দিন হইল অবসান॥ ১০৮
সন্ধ্যাতে আচার্য আরম্ভিল সংকীর্তন।
আচার্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥ ১০৯
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি বুলেন[চ] আচার্য ধরিঞা।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা॥ ১১০

ধানশ্রী রাগঃ।

'কি কহব রে সখি! আজুক আনন্দ ওর[ছ]।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥' ১১১
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জন॥ ১১২
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বোলেন বচন॥ ১১৩
অনেকদিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া[জ]।
ঘরে পাইয়াছো এবে—রাখিব বান্ধিয়া॥ ১১৪
এত বলি আচার্য আনন্দে করেন নর্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য কৈল সংকীর্তন॥ ১১৫
প্রেমের ঔৎকণ্ঠ্য প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ॥ ১১৬

[ঙ]নাহি সমাধান— লোকের যাওয়া-আসা শেষ হয় না।

[চ]বুলেন—ভ্রমণ করেন।

[ছ]আজুক আনন্দ ওর—আজকের আনন্দের সীমা।

[জ]ভাণ্ডিয়া — ভাঁড়াইয়া, প্রতারিত করে, আত্মগোপন করে।

ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোঁসাঞি দেখিয়া আচার্য নৃত্য সম্বরিলা।। ১১৭
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে।। ১১৮
আচার্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ।। ১১৯
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদগদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন।। ১২০

তথাহি পদম্।

"হা হা প্রাণপ্রিয় সখী কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনুমন জরে।। ধ্রু ।। ১২১
রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাঙ্।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ্ তাঁহা উড়ি যাঙ্।।" ১২২
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে।। ১২৩
নির্বেদ বিষাদ হর্ষ চাপল্য গর্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য[ক]।। ১২৪
জরজর হৈলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শরীরে।। ১২৫
দেখিয়া চিন্তিত হৈল সব ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জন।। ১২৬
'বোল বোল' বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল।। ১২৭
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুরে ধরিয়া।
আচার্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া।। ১২৮
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে।। ১২৯
তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম।। ১৩০
তবুত না জানে প্রেমে-ভাবাবিষ্ট হইয়া।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিয়া।। ১৩১
আচার্য গোঁসাঞি তবে রাখিল কীর্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন।। ১৩২

[ক]ভাবসৈন্য—ভাবরূপ সৈন্য, নানাবিধ সঞ্চারীভাব।

এইমত দশ দিন ভোজন কীর্তন।
একরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন।। ১৩৩
প্রভাতে আচার্য রত্ন দোলায় চঢ়াইয়া।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া।। ১৩৪
নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইলা হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ।। ১৩৫
নৃত্য করি করে প্রভু নাম সংকীর্তন।
শচী লঞা আইলা আচার্য অদ্বৈতভবন।। ১৩৬
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া।। ১৩৭
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইয়া বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল।। ১৩৮
অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায়—অশ্রু ভরিল নয়ন।। ১৩৯
কান্দিয়া কহেন শচী—বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপ[খ] সম না করিহ নিঠুরাই।। ১৪০
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ।। ১৪১
প্রভুও কান্দিয়া বোলে শুন মোর আই[গ]।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।। ১৪২
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে।। ১৪৩
জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস[ঘ]।। ১৪৪
তুমি যাহাঁ কহ আমি তাহাঁই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিব।। ১৪৫
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার।। ১৪৬
তবে আই লঞা আচার্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর।। ১৪৭

[খ]বিশ্বরূপ—প্রভুর অগ্রজ ; তিনি আগেই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

[গ]আই—মাতা।

[ঘ]নহিব উদাস—উদাসীন হব না ; ভুলব না।

একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণ।
সভার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ১৪৮
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ।
সৌন্দর্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥ ১৪৯
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর॥ ১৫০
বুদ্ধিমন্ত খান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়॥ ১৫১
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী।
সভারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি॥ ১৫২
আনন্দে নাচয়ে সভে বোলে 'হরি হরি'।
আচার্য-মন্দির হৈলা শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥ ১৫৩
যত লোক আইল মহাপ্রভুরে দেখিতে।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে॥ ১৫৪
সভাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য গোঁসাঞি কৈল সমাধান॥ ১৫৫
আচার্য গোঁসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে পুন তৈছে হয়॥ ১৫৬
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন॥ ১৫৭
দিনে আচার্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্তন কীর্তন॥ ১৫৮
কীর্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদগদ প্রলয়॥ ১৫৯
ঘন ঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচী মাতা কহে রোদন করিয়া॥ ১৬০
চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ[ক] নিমাই কলেবর।
হাহা করি বিষ্ণুপাশে মাগে এই বর॥ ১৬১
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈনু সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ॥ ১৬২
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে॥ ১৬৩
এই মত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ ভয় দৈন্যভাবে হইলা বিকল॥ ১৬৪
শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে[খ] হৈল সভাকার মন॥ ১৬৫
শুনি শচী সভাকারে করিল মিনতি।
মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাইমু কতি[গ]॥ ১৬৬
তোমা সভা সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর এই মাত্র দরশন॥ ১৬৭
যাবৎ আচার্য-গৃহে নিমাইর অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিমু সভারে এই মাগোঁ দান॥ ১৬৮
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সভার॥ ১৬৯
মাতার বৈয়গ্র্য[ঘ] দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণে একত্র করি বলিলা বচন॥ ১৭০
তোমা সভার আজ্ঞা বিনে চলিলাঙ বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্তন॥ ১৭১
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সভা হৈতে নহিব উদাস॥ ১৭২
তোমা সভা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥ ১৭৩
'সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥'১৭৪
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কর যাতে রহে দুই ধর্ম॥ ১৭৫
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশে আচার্যাদি করিলা গমন॥ ১৭৬
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিলা।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা॥ ১৭৭
তেঁহো যদি ইঁহা রহে তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ॥ ১৭৮
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য হয়॥ ১৭৯

[ক] হেন বাসোঁ—এইরূপ মনে হচ্ছে।

[খ] ভিক্ষা দিতে—ভোজন করাতে।

[গ] কতি— কোথায়।

[ঘ] বৈয়গ্র্য—ব্যগ্রতা ; ব্যাকুলতা।

নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক গতাগতি —বার্তা পাব নিরন্তর॥ ১৮০
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হবে তাঁর আগমন॥ ১৮১
আপনার দুঃখ সুখ তাঁহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি॥ ১৮২
শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন॥ ১৮৩
ভক্তগণ প্রভু আগে আসিয়া কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল॥ ১৮৪
নবদ্বীপবাসী আদি যত লোকগণ।
সভারে সম্মান করি বলিল বচন॥ ১৮৫
তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ —মোরে দেহ তুমি সব॥ ১৮৬
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন॥ ১৮৭
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন॥ ১৮৮
এত বলি সভাকারে ঈষৎ হাসিয়া।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া॥ ১৮৯
সভা বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন॥ ১৯০
নীলাচল চলিলে তুমি মোর কোন গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি॥ ১৯১
মুঞি অধম না পাব তোমার দরশন।
কি মতে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন॥ ১৯২
প্রভু কহে — কর তুমি দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন॥ ১৯৩
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম[ক]॥ ১৯৪
তবে ত আচার্য কহে বিনয় করিয়া।
দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া॥ ১৯৫
আচার্য-বচন প্রভু না করে লঙ্ঘন।

[ক]শ্রীপুরুষোত্তম—শ্রীক্ষেত্র ; পুরীধাম।

রহিলা অদ্বৈত-গৃহে না কৈল গমন॥ ১৯৬
আনন্দিত হৈলা আচার্য শচী ভক্তসব।
প্রতিদিন করে আচার্য মহামহোৎসব ॥ ১৯৭
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ সঙ্গে।
রাত্রে মহামহোৎসব সংকীর্তন-রঙ্গে॥ ১৯৮
আনন্দিত হইয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ॥ ১৯৯
আচার্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ্ ধনে।
সকল সফল হইল প্রভু আরাধনে॥ ২০০
শচীর আনন্দ বাঢ়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজ সুখ॥ ২০১
এই মত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মেলে।
বঞ্চিল কথোক দিন নানা কুতূহলে॥ ২০২
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ নিজ গৃহে সভে করহ গমনে॥ ২০৩
ঘরে গিয়া কর সভে কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন॥ ২০৪
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি[খ] গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥ ২০৫
নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥ ২০৬
এই চারিজনে আচার্য দিল প্রভু সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে॥ ২০৭
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
এথা আচার্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন॥ ২০৮
নিরপেক্ষ হৈয়া[গ] প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য পাছে ত লাগিলা॥ ২০৯
কথোদূর যাই প্রভু করি যোড় হাত।
আচার্যে প্রবোধি কহে কিছু মিষ্ট বাত॥ ২১০
জননী প্রবোধি কর ভক্ত-সমাধান[ঘ]।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ॥ ২১১

[খ]নীলাদ্রি—নীলাচলে ; শ্রীক্ষেত্রে।

[গ]নিরপেক্ষ হৈয়া—আচার্যগৃহের ক্রন্দনের প্রতি লক্ষ্য না করে।

[ঘ]ভক্ত-সমাধান—ভক্তগণের আহারাদির ব্যবস্থা।

এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দে গমন॥ ২১২
গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ[ক] পথে॥ ২১৩
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥ ২১৪
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ২১৫
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২১৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহে ভোজন-বিলাস-বর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

[ক]ছত্রভোগ— সাগরসঙ্গমের নিকটবর্তী একটি স্থান। বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর-মজিলপুর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্ বশঃ সন্
যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি॥ ১

অন্বয়—যস্মৈ দাতুং (যাঁহাকে দেওয়ার নিমিত্ত) ; ক্ষীরভাণ্ডং চোরয়ন্ (ক্ষীরপূর্ণ ভাণ্ড চুরি করিয়া) ; গোপীনাথঃ (গোপীনাথ নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ) ; ক্ষীরচোরাভিধঃ অভূৎ (ক্ষীরচোরা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন) ; শ্রীগোপালঃ যৎপ্রেম্না (শ্রীগোপাল যাঁহার প্রেমে) ; বশঃ সন্ (বশীভূত হইয়া) ; প্রাদুরাসীৎ (প্রকটিত হইয়াছিলেন) ; তং মাধবেন্দ্রং নতঃ অস্মি (সেই মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে নমস্কার করি)।

অনুবাদ—যাঁকে দেওয়ার জন্য ক্ষীরপূর্ণ ভাণ্ড চুরি করে (রেমুণাস্থিত) শ্রীগোপীনাথ নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ক্ষীরচোরা নামে অভিহিত হয়েছেন ; যাঁর প্রেমে বশীভূত হয়ে শ্রীগোপাল (তাঁর সাক্ষাতে গোপবালক-রূপে) প্রকাশিত হয়েছিলেন, সেই মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে আমি নমস্কার করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
নীলাদ্রি গমন জগন্নাথ দরশন।
সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর মিলন॥ ২
এই সব লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম বর্ণন॥ ৩
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবন দাস মুখে অমৃতের ধার॥ ৪
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি॥ ৫
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন॥ ৬
তাঁর সূত্রে আছে তেঁহো না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা-কথন॥ ৭
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ নহুক আমার॥ ৮
এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্তন-কুতূহলে॥ ৯
ভিক্ষা লাগি একদিন এক গ্রামে গিয়া।
আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া॥ ১০
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা সভারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে॥[ক] ১১
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥ ১২
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে॥ ১৩
চূড়া পাইয়া প্রভু মনে আনন্দিত হঞা।
বহু নৃত্য গীত কৈলা ভক্তগণ লঞা॥ ১৪
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম-রূপ-গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ॥ ১৫
নানামতে প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন॥ ১৬
মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা॥ ১৭
'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান॥ ১৮
পূর্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হইল 'ক্ষীরচোরা' করি॥ ১৯
পূর্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্ধন॥ ২০
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবা রাত্রি জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান॥ ২১
শৈল[খ] পরিক্রমা করি গোবিন্দ কুণ্ডে আসি।

[ক] দানী—যারা পথের কর গ্রহণ করে। প্রভু তাঁদেরও কৃপা করলেন।

রেমুণা—বালেশ্বরের নিকটবর্তী স্থান ; এইখানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ আছেন।

[খ] শৈল— গিরি গোবর্ধন। 'গোবিন্দ কুণ্ড' — এই কুণ্ড গোবর্ধনে অবস্থিত।

স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥ ২২
গোপাল বালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা।
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া॥ ২৩
পুরী ! এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান।
মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥ ২৪
বালকের সৌন্দর্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক্ শোষ[ক]॥ ২৫
পুরী কহে—কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥ ২৬
বালক কহে—গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহো না রহে উপবাসী॥ ২৭
কেহো অন্ন মাগি খায় কেহো দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে[খ] আমি দিয়েত আহার॥ ২৮
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রীসব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা॥ ২৯
গো-দোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আরবার আসি আমি এই ভাণ্ড লৈব॥ ৩০
এত বলি বালক গেলা না দেখয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার॥ ৩১
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট[গ] দেখে, সেই বালক পুন না আইল॥ ৩২
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়[ঘ]॥ ৩৩
স্বপ্ন দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে ধরিয়া॥ ৩৪
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে—আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই॥ ৩৫
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে।
পর্বত উপরে লঞা রাখ ভাল মতে॥[ঙ] ৩৬
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে আমা করাহ স্নপন॥ ৩৭
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥ ৩৮
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥ ৩৯
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্ধনধারী।
বজ্রে[চ]র স্থাপিত আমি—ইঁহা অধিকারী॥ ৪০
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥ ৪১
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল হৈল আইলা আমা কাঢ় সাবধানে॥ ৪২
এত বলি সে বালক অন্তর্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥ ৪৩
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥ ৪৪
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞাপালন লাগি হইলা সুস্থির॥ ৪৫
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সব লোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা॥ ৪৬
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্ধনধারী।
কুঞ্জে আছেন, চল তাঁরে বাহির যে করি॥ ৪৭
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠার কোদালি লহ দুয়ার করিতে॥ ৪৮

[ক]ভোক্ শোষ—ক্ষুধা-তৃষ্ণা।

[খ]অযাচক জনে—যাঁরা কারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে না এবং করবে না বলে ব্রতধারণ করে ; এখানে বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণই ছদ্মবেশে নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন — আমিই তাঁদের আহার যোগাই।

[গ]বাট—পথ।

[ঘ]বাহ্যবৃত্তি লয়—অল্প নিদ্রায় ইন্দ্রিয়গণের বাইরের ক্রিয়া লোপ পেল, কিন্তু অন্তঃক্রিয়া ঠিকই চলতে লাগল।

[ঙ]কাঢ়—বের কর।

পর্বত উপরে—গোবর্ধন পর্বতের উপরে।

[চ]বজ্র—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন , প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র ব্রজ। মৌষল-লীলায় যদুবংশ ধ্বংস হলেও কয়েকজন স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধসহ বজ্র বেঁচে ছিলেন। অর্জুন তাঁদের ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে এলেন এবং বজ্রকে অভিষিক্ত করলেন। এই বজ্রই শ্রীকৃষ্ণের এই গোপাল মূর্তি নির্মাণ করিয়ে সেবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে॥ ৪৯
ঠাকুর দেখিল মাটি তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত॥ ৫০
আবরণ দূর করি করিলা বিদিতে।
মহাভারি ঠাকুর কেহো নারে চালাইতে॥ ৫১
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।
পর্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া॥ ৫২
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল॥ ৫৩
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লঞা।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা॥ ৫৪
নব শত ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে, স্ত্রীগণে গায় গীত॥ ৫৫
কেহো গায় কেহো নাচে মহোৎসব হৈল।
অনেক সামগ্রী যত্ন করি আনাইল॥ ৫৬
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত আইল যত গ্রাম হইতে।
ভোগসামগ্রী আইল সন্দেশাদি কতে॥ ৫৭
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক॥ ৫৮
অঙ্গমলা[ক] দূর করি করাইল স্নপন।
বহু তৈলা দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥ ৫৯
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে[খ] স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া॥ ৬০
পুন তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ গন্ধোদকে[গ] কৈল স্নান সমাপন॥ ৬১
শ্রীঅঙ্গ মার্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল॥ ৬২

ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু আইল॥ ৬৩
সুবাসিত জল নব্য পাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া পুন তাম্বূল অর্পিল॥ ৬৪
আরতি করি কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈলা আত্মসমর্পণ॥ ৬৫
গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূমচূর্ণ[ঘ]।
সকল আনিয়া দিল পর্বত হৈল পূর্ণ॥ ৬৬
কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন[ঙ]।
সব আইল, প্রাত হৈতে চড়িল রন্ধন॥ ৬৭
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জন চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ॥ ৬৮
বন্য শাক ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহো বড়া বড়ি কড়ি[চ] করে বিপ্রগণ॥ ৬৯
জন পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥ ৭০
নববস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥ ৭১
তার পাশে রুটি রাশি উপপর্বত হইল।
সূপ ব্যঞ্জন ভাণ্ড সব চৌদিকে ধরিল॥ ৭২
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী[ছ]।
পায়স মাথন সর পাশে ধরি আনি॥ ৭৩
হেনমতে অন্নকূট[জ] করিল সাজন।
পুরী-গোঁসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥ ৭৪

[ক]অঙ্গমলা—অঙ্গের ময়লা ; মাটি প্রভৃতি। স্নপন—স্নান। চিক্কণ—চক্‌চকে।

[খ]পঞ্চগব্য—গোমূত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত।
পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি।

[গ]শঙ্খ গন্ধোদকে — শঙ্খের মধ্যে জল রেখে তাতে চন্দন, কর্পূর, পুষ্প প্রভৃতি দিয়ে সেই জলকে সুগন্ধি করে।

[ঘ]তণ্ডুল দালি গোধূমচূর্ণ—চাল-ডাল-ময়দা-আটা-সুজি প্রভৃতি।

[ঙ]মৃদ্ভাজন—মাটির পাত্র।

[চ]কড়ি — দধি ও বেসন সংযোগে প্রস্তুত ব্রজবাসীদের একরকম খাদ্য।

[ছ]মাঠা—ঘোল।
শিখরিণী—দধি, দুগ্ধ, চিনি, মরিচ, ঘৃত, মধু, বীটলবণ ও কর্পূর এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করলে শিখরিণী হয়। এই শিখরিণী ভীম প্রস্তুত করেন এবং ভগবান শ্রীমধুসূদন ভক্ষণ করেন।

[জ]অন্নকূট—অন্নের পাহাড়, রাশিকৃত অন্ন।

অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥ ৭৫
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে অন্ন পুন তৈছে হইল॥ ৭৬
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোঁসাঞি।
তাঁর ঠাঁঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি॥ ৭৭
একদিনের উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব হৈল।
গোপাল প্রভাবে হয় অন্যে না জানিল॥ ৭৮
আচমন দিঞা দিল বিড়ার সঞ্চয়[ক]।
আরতি করিল লোকে করে জয় জয়॥ ৭৯
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া॥ ৮০
তৃণটাটি[খ] দিয়া চারিদিক আবরিল।
উপরেহ এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল॥ ৮১
পুরী-গোঁসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।
আবাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে॥ ৮২
সব লোক বসি ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল॥ ৮৩
অন্য গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সভে প্রসাদ খাইল॥ ৮৪
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব অন্নকূট[গ] যেন হৈল সাক্ষাৎকার॥ ৮৫
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবা মধ্যে সভা নিয়োজিল॥ ৮৬
পুন দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান॥ ৮৭
'গোপাল প্রকট হৈল' দেশে শব্দ হৈল।
আশপাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল॥ ৮৮

[ক]বিড়ার সঞ্চয়—পানের খিলি সকল।

[খ]তৃণটাটি—ঘাস বা পাতার বেড়া।

[গ]পূর্ব অন্নকূট— দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রপূজার পরিবর্তে গিরি গোবর্ধনের পূজা করেন এবং এই পূজার উপকরণরূপে পর্বত-প্রমাণ অন্নাদি সজ্জিত করেছিলেন। তাই এই উৎসবকে অন্নকূট উৎসব বলা হয়। মাধবেন্দ্রপুরীও সেরকম বৃহৎ অন্নকূট করেছিলেন।

একৈক দিন একৈক গ্রামে লইল মাগিঞা।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা॥ ৮৯
রাত্রিকালে ঠাকুরের করাইয়া শয়ন।
পুরী-গোঁসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন[ঘ]॥ ৯০
প্রাতঃকালে পুন তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ॥ ৯১
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিঞা ধরিল॥ ৯২
পূর্বদিন প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন॥ ৯৩
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি॥ ৯৪
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপল-দর্শনে খণ্ডে সভার দুঃখ-শোক॥ ৯৫
আশ পাশ ব্রজভূমের যত গ্রাম সব।
একৈক দিন সভে করে মহোৎসব॥ ৯৬
'গোপাল প্রকট' শুনি নানা দেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে॥ ৯৭
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট ধরে আনি॥ ৯৮
স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গন্ধ, ভক্ষ্য উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য বাঢ়িল ভাণ্ডার॥ ৯৯
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহো পাক-ভাণ্ডার[ঙ] কৈল কেহো ত প্রাচীর॥ ১০০
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল॥ ১০১
গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী-গোঁসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন॥ ১০২
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হয় পুরীর আনন্দ বাঢ়িল॥ ১০৩

[ঘ]গব্য ভোজন— গোদুগ্ধ পান এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য ভোজন ; মাধবেন্দ্রপুরী এসব ছাড়া অন্য কিছু আহার করতেন না।

[ঙ]পাক ভাণ্ডার—পাক ঘর ও ভাণ্ডার ঘর।

এই মত বৎসর দুই করিল সেবন।
একদিন পুরী-গোঁসাঞি দেখিল স্বপন॥ ১০৪
গোপাল কহে—পুরী ! আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ চন্দন[ক] লেপ তবে সে জুড়ায়॥ ১০৫
মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে—তুমি চলহ ত্বরিতে॥ ১০৬
স্বপ্ন দেখি পুরী-গোঁসাঞি হৈলা প্রেমাবেশ।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্বদেশ॥ ১০৭
সেবার নির্বন্ধ লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশে করিল গমন॥ ১০৮
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য আনন্দ অন্তরে॥ ১০৯
তাঁর ঠাঞি মন্ত্র লৈল যতন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া॥ ১১০
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন॥ ১১১
নৃত্য গীত করি জগমোহনে[খ] বসিলা।
কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা॥ ১১২
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে এথা বুঝি অনুমানে॥ ১১৩
যৈছে ইঁহা ভোগ লাগে—সকলি পুছিব।
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাব॥[গ] ১১৪
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে॥ ১১৫
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—অমৃতকেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥ ১১৬
'গোপীনাথের ক্ষীর' করি প্রসিদ্ধি যাহার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর॥ ১১৭
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরী-গোঁসাঞি কিছু মনে বিচারিল॥ ১১৮
অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি, তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥ ১১৯
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি আরতি বাজিল[ঘ]॥ ১২০
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহিরে আইলা কিছু না কহিলা আর॥ ১২১
অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস[ঙ]।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥ ১২২
প্রেমামৃতে তৃপ্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে॥ ১২৩
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন॥ ১২৪
নিজ কৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন।
স্বপ্নে ঠাকুর আসি বোলেন বচন॥ ১২৫
উঠহ পূজারী ! দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ॥ ১২৬
ধড়ার অঞ্চলে[চ] ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায়॥ ১২৭
মাধব পুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা॥ ১২৮
স্বপ্ন দেখি পূজারী করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার॥ ১২৯
ধড়ার আঁচল-তলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লৈয়া হইলা বাহির॥ ১৩০
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বুলে মাধব-পুরীরে চাহিয়া[ছ]॥ ১৩১
ক্ষীর লহ এই, যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥ ১৩২

[ক]মলয়জ চন্দন — মলয় পর্বতে যে চন্দন জন্মে — এই চন্দন অতি উৎকৃষ্ট।

[খ]জগমোহন—মন্দিরের সামনের যে স্থান থেকে শ্রীবিগ্রহ দেখা যায়, তার নাম জগমোহন।

[গ]এখানে যা যা ভোগ লাগে তা সবই জিজ্ঞাসা করব এবং সেই ভাবে পাক করে গোপালকে ভোগ নিবেদন করব।

[ঘ]ভোগ সরি আরতি বাজিল—ভোগ শেষ হয়ে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল।

[ঙ]বিরক্ত উদাস—সংসার ত্যাগী উদাসীন।

[চ]ধড়ার অঞ্চলে—বস্ত্রের আঁচলে।

[ছ]চাহিয়া—খুঁজিয়া।

ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥ ১৩৩
এত শুনি পুরী-গোঁসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল॥ ১৩৪
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী॥ ১৩৫
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ যে ইহাঁর বশ—হয় যথোচিত॥ ১৩৬
এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ॥ ১৩৭
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারি রাখিল॥[ক] ১৩৮
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন॥ ১৩৯
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিলা সর্বলোকে শুনি।
দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা[খ] জানি॥ ১৪০
এই ভয়ে রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেইস্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥ ১৪১
চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হৈল বিহ্বল॥ ১৪২
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায়॥ ১৪৩
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি।
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি॥ ১৪৪
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্মিত॥ ১৪৫
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া।
কৃষ্ণপ্রেমসঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া॥ ১৪৬[গ]

[ক]ক্ষীরের ভাণ্ড ধুয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে বহির্বাসে বেঁধে রাখলেন। সেই ভাঙা টুকরো প্রতিদিন একখানা খেতেন এবং প্রেমাবিষ্ট হতেন।

[খ]প্রতিষ্ঠা—সুখ্যাতি।

[গ]সুখ্যাতির ভয়ে মাধবেন্দ্রপুরী পালিয়ে গেলেন। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণপ্রেম, সেখানেই প্রতিষ্ঠা ; শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবই এই, ভক্ত না চাইলেও প্রতিষ্ঠা আপনা-আপনিই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে।

যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন॥ ১৪৭
জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত।
সভাকে কহিল পুরী গোপাল বৃত্তান্ত॥ ১৪৮
'গোপাল চন্দন মাগে' শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন॥ ১৪৯
রাজপাত্র[ঘ] সনে যার যার পরিচয়।
তাঁরে মাগি কর্পূর চন্দন করিলা সঞ্চয়॥ ১৫০
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরী গোঁসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল[ঙ] সহিতে॥ ১৫১
ঘাটী-দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরী গোঁসাঞির করে॥ ১৫২
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কথো দিনে রেমুণায় উত্তরিলা গিয়া॥ ১৫৩
গোপীনাথ চরণে কৈলা বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার॥ ১৫৪
পুরী দেখি সেবকগণ সম্মান করিল।
ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল॥ ১৫৫
সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষ রাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন॥ ১৫৬
গোপাল আসিয়া কহে—শুনহে মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥ ১৫৭
কর্পূর সহিত ঘসি এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥ ১৫৮
গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়।
ইঁহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপ ক্ষয়॥ ১৫৯
দ্বিধা না ভাবিহ[চ] না করিও কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥ ১৬০
এত বলি গোপাল গেলা, গোঁসাঞি জাগিলা।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা॥ ১৬১

[ঘ]রাজপাত্র—রাজকর্মচারী।

[ঙ]সম্বল—টাকা-পয়সা বা চন্দন-বাহকদের আহারাদির দ্রব্যাদি।

[চ]দ্বিধা না ভাবিহ—গোপীনাথ ও আমার (গোপালের) যে একই অঙ্গ, এতে কোনোরকম সন্দেহ কোরো না।

প্রভুর আজ্ঞা হৈল—এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥ ১৬২
ইঁহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর[ক] তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল॥ ১৬৩
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন॥ ১৬৪
পুরী কহে—এই দুই[খ] ঘষিবে চন্দন।
আর জনা দুই দেহ—দিব যে বেতন॥ ১৬৫
এইমত চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া॥ ১৬৬
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্যন্ত॥ ১৬৭
গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্মাস্য আনন্দে রহিলা॥ ১৬৮
শ্রীমুখে[গ] মাধবপুরীর অমৃত চরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা কভু করে আস্বাদিত॥ ১৬৯
প্রভু কহে—নিত্যানন্দ ! করহ বিচার।
পুরীসম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর॥ ১৭০
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল॥ ১৭১
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা॥ ১৭২
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা।
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চঢ়াইলা॥ ১৭৩
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে—ইহা জানিঞা গোপাল॥ ১৭৪
মহা দয়াময় প্রভু ভকত-বৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল॥ ১৭৫
পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহে বিচার।
অলৌকিক প্রেম—চিত্তে লাগে চমৎকার॥ ১৭৬
পরমবিরক্ত মৌনী সর্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গহীন॥[ঘ] ১৭৭
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া॥ ১৭৮
ভোকে[ঙ] রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন জন চন্দনভার বহি লঞা যায়॥ ১৭৯
মোণেক[চ] চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব—এই আনন্দ প্রচুর॥ ১৮০
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া॥ ১৮১
ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি[ছ] অপার।
কেমনে চন্দন নিব—নাহি এ বিচার॥ ১৮২
সঙ্গে এক বট[জ] নাহি ঘাটী-দান দিতে।
তথাপি চন্দন লইয়া উৎসাহ যাইতে॥ ১৮৩
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥ ১৮৪
এই তাঁর গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে॥ ১৮৫
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাঢ়িয়ে মনে দুঃখ না গণিল॥ ১৮৬
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্॥ ১৮৭
এই ভক্তি ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ-ব্যবহার।
বুঝিতেহো আমা সভার নাহি অধিকার॥ ১৮৮
এত কহি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।

[ক]স্বতন্ত্র ঈশ্বর—স্বেচ্ছাময়, স্বাধীন ঈশ্বর।
[খ]এই দুই—নীলাচল থেকে পুরীগোসাঞির সঙ্গে যে বিপ্র ও সেবক এসেছিলেন, তাঁরা।
[গ]শ্রীমুখে—মহাপ্রভুর মুখে।
[ঘ]পরম বিরক্ত—নিস্পৃহ, ত্যাগী।
মৌনী—বৃথা-আলাপ বর্জিত।
উদাসীন—যিনি ভক্ত ব্যতীত অন্য কারো অঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন না।
গ্রাম্যবার্তা—বৈষয়িক কথা।
[ঙ]ভোকে—ক্ষুধায়।
[চ]মোণেক—এক মণ।
[ছ]জগাতি—(হিন্দিশব্দ) চুঙ্গী, জিনিসপত্রের কর আদায়ের স্থান। অথবা, ভিন্ন অর্থ আপদ-বিপদ।
[জ]বট—কড়ি।

যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ কর‍্যাছে আলোক॥ ১৮৯
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার[ক]।
গন্ধ বাঢ়ে, তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥ ১৯০
রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥ ১৯১
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী॥ ১৯২
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠাজন[খ]॥ ১৯৩
শেষকালে এই শ্লোক পঢ়িতে পঢ়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি[গ] হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে॥ ১৯৪

তথাহি—পদ্যাবল্যাং মাধবেন্দ্রপুরীবাক্যম্ (৩৩৪)

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ ২

অন্বয়—অয়ি দীনদয়ার্দ্র (হে দীনজনের প্রতি পরম দয়াল); হে নাথ! হে মথুরানাথ! হে দয়িত (হে প্রিয়!); কদা অবলোক্যসে (কখন আমাকর্তৃক দৃষ্ট হইবে তুমি)? ; ত্বদলোককাতরং হৃদয়ং (তোমার দর্শনে কাতর আমার হৃদয়) ; ভ্রাম্যতি (অস্থির হইতেছে) ; অহং কিং করোমি (আমি কী করিব) ?

অনুবাদ—হে দীনয়াল! হে প্রভু! হে মথুরানাথ! আমি কবে তোমার দেখা পাব ? হে প্রিয়! তোমায় না দেখে হৃদয় আমার কাতর হয়ে পড়েছে; আমি কী করব বলো।

এই শ্লোক পঢ়িতে প্রভু হইলা মূর্ছিত।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিত॥ ১৯৫
আস্তেব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥ ১৯৬
প্রেমোন্মাদ হইল উঠি ইতিউতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে ক্রোশে[ঘ] হাসে নাচে গায়॥ ১৯৭
'অয়ি দীন অয়ি দীন' বোলে বার বার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী বহে অশ্রুধার॥ ১৯৮
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্বেদ বিষাদ জাড্য[ঙ] গর্ব হর্ষ দৈন্য॥ ১৯৯
এই শ্লোকে উঘাড়িল[চ] প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট॥ ২০০
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল॥ ২০১
ঠাকুরে শয়ন করাই পূজারী হৈলা বাহির।
প্রভু আগে আনি দিল প্রসাদ বারো ক্ষীর[ছ]॥ ২০২
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাঢ়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল॥ ২০৩
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল॥[জ] ২০৪
গোপীনাথরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥ ২০৫
নাম সংকীর্তনে সেই রাত্রি গোঙাইয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া॥ ২০৬
গোপাল গোপীনাথ পুরীগোঁসাঞির গুণ।
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আস্বাদন॥ ২০৭
এইত আখ্যানে কহি দোঁহার মহিমা[ঝ]।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা॥ ২০৮

[ক]মলয়জ-সার—চন্দনের সার।

[খ]নাহি চৌঠাজন—শ্রীরাধা, মাধবেন্দ্রপুরী এবং মহাপ্রভু ব্যতীত চতুর্থ জন নেই।

[গ]সিদ্ধিপ্রাপ্তি—অন্তর্ধান।

[ঘ]ক্রোশে—চীৎকার করছেন।

[ঙ]জাড্য — জড়তা, ইষ্টানিষ্টের শ্রবণদর্শন ও বিরহাদি-জনিত বিচারশূন্যতা।

[চ]উঘাড়িল—উদ্ঘাটিত হইল ; খুলিয়া গেল।

[ছ]বারো ক্ষীর—ক্ষীরপূর্ণ বারোটি ভাণ্ড।

[জ]বাহুড়িয়া—ফিরাইয়া।

পঞ্চজনে—শ্রীনিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত এবং প্রভু স্বয়ং।

[ঝ]দোঁহার মহিমা—শ্রীগোপীনাথ ও মাধবেন্দ্রপুরীর অর্থাৎ প্রভুর ভক্তবাৎসল্য এবং ভক্তের প্রেমসীমা এই দুই বস্তুর মাহাত্ম্য।

শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেইজন।
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন॥ ২০৯

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২১০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীচরিতামৃতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি॥ ১

অন্বয়—প্রতিমাস্বরূপঃ যঃ ব্রহ্মণ্যদেবঃ (প্রতিমা-স্বরূপ হইয়াও যে ব্রহ্মণ্যদেব) ; পদ্ভ্যাং চলন্ (পদদ্বারা চলিয়া) ; বিপ্রকৃতে (বিপ্রের উপকারের নিমিত্ত) ; শতাহগম্যং দেশং যযৌ (বহুদিনগম্য দেশে গমন করিয়াছিলেন) ; তং অদ্ভুতেহং (সেই অদ্ভুতলীলা-যুক্ত) ; সাক্ষিগোপালং অহং নতোঽস্মি (সাক্ষি-গোপালকে আমি নমস্কার করি)।

অনুবাদ—প্রতিমাস্বরূপ হয়েও যে ব্রহ্মণ্যদেব বিপ্রের উপকারের জন্য বহুদিনের পথ পায়ে হেঁটে এসেছিলেন, সেই অদ্ভুত লীলাপরায়ণ সাক্ষিগোপালকে আমি নমস্কার করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রামে।
বরাহ ঠাকুর দেখি করিল প্রণামে॥ ২
নৃত্য গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন॥ ৩
কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপাল-সৌন্দর্য দেখি হৈলা আনন্দিতে॥ ৪
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করি কথোক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল স্তবন॥ ৫
সেই রাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে।
গোপালের পূর্বকথা শুনে বহু রঙ্গে॥ ৬
নিত্যানন্দ-গোঁসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা॥ ৭
সাক্ষিগোপালের কথা শুনিল লোকমুখে।
সেই কথা প্রভু আগে কহে মহাসুখে॥ ৮
পূর্বে বিদ্যানগরের দুইত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোঁহে করিলা গমন॥ ৯
গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা॥ ১০
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্ধন।
দ্বাদশ বন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন॥ ১১
বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়॥ ১২
কেশীতীর্থে কালিয়হ্রদাদিকে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম॥ ১৩
গোপাল-সৌন্দর্য দোঁহার নিল মন হরি।
সুখ পাঞা রহে তাঁহা দিন দুই চারি॥ ১৪
দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র যুবা তাঁর করেন সহায়॥ ১৫
ছোট বিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন॥ ১৬
বিপ্র কহে তুমি আমার বহু সেবা কৈলে।
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলে॥ ১৭
পুত্রেহ পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম॥ ১৮
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমারে আমি দিব কন্যাদান॥ ১৯
ছোট বিপ্র কহে—শুন বিপ্র মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয়॥ ২০
মহা-কুলীন তুমি বিদ্যাধনাদি প্রবীণ।
আমি অকুলীন বিদ্যাধনাদি-বিহীন॥ ২১
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার॥ ২২
ব্রাহ্মণ সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ্ বাঢ়য়॥ ২৩
বড় বিপ্র কহে—তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিল নিশ্চয়॥ ২৪
ছোট বিপ্র কহে—তোমার স্ত্রী পুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব॥ ২৫
তা সভার সম্মতি বিনে নহে কন্যা দান।

রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ॥ ২৬
ভীষ্মকের ইচ্ছা—কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিলেন দিতে॥ ২৭
বড় বিপ্র কহে—কন্যা মোর নিজ ধন।
নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন॥ ২৮
তোমারে কন্যা দিব সভাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার॥ ২৯
ছোট বিপ্র কহে— যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে[ক] কহ এ সত্য বচন॥ ৩০
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
'তুমি জান নিজ কন্যা ইহাঁরে আমি দিল'॥ ৩১
ছোট বিপ্র কহে—ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু যদ্যন্যথা দেখি॥ ৩২
এত বলি দুইজন চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে[খ] ছোট বিপ্র বহু সেবা করে॥ ৩৩
দেশে আসি দোঁহে গেলা নিজ নিজ ঘর।
কথোদিনে বড় বিপ্র চিন্তিল অন্তর॥ ৩৪
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধুর জানিব নিশ্চয়[গ]॥ ৩৫
একদিন নিজলোক একত্র করিল।
তাঁ সভার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল॥ ৩৬
শুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনহ আর॥ ৩৭
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিঞা সকল লোক করিবে উপহাস॥ ৩৮
বিপ্র কহে—তীর্থবাক্য কেমনে করি আন।
যে হউ সে হউ[ঘ] আমি দিব কন্যাদান॥ ৩৯
জ্ঞাতিলোক কহে মোরা তোমারে ছাড়িব।
স্ত্রীপুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব॥ ৪০

[ক]গোপালের আগে—গোপালের সাক্ষাতে।
[খ]গুরুবুদ্ধ্যে—ইনি আমার গুরু, এরকম ভেবে।
[গ]নিশ্চয়—অভিপ্রায়, অভিমত।
[ঘ]যে হউ সে হউ — যা হবে হোক। লোকে উপহাসই করুক, কী একঘরেই করুক।

বিপ্র কহে—সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায়।[ঙ]
জিতি কন্যা লবে মোর, ব্যর্থ ধর্ম যায়॥ ৪১
পুত্র কহে—প্রতিমা সাক্ষী সেহ দূরদেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে॥ ৪২
নাহি কহি—না কহিও এ মিথ্যা বচন।
সবে[চ] কহিবে কিছু মোর না হয় স্মরণ॥ ৪৩
তুমি যদি কহ আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি॥ ৪৪
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপালচরণ॥ ৪৫
মোর ধর্ম রক্ষা পায় না মরে নিজ জন।
দুই রক্ষা কর গোপাল ! লইল শরণ॥ ৪৬
এই মতে বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিলা।
আর দিন লঘু বিপ্র[ছ] তাঁর ঘরে আইলা॥ ৪৭
আসিয়া পরম ভক্তে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি॥ ৪৮
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার বিচার॥ ৪৯
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি।
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি। ৫০
আরে অধম ! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চাঁদ যেন চাহত ধরিতে॥ ৫১
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল॥ ৫২
সব লোক বড় বিপ্রে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল॥ ৫৩
ইহোঁ মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার।
এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার॥ ৫৪
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্বজন।
কন্যা কেনে না দেহ যদি দিয়াছ বচন॥ ৫৫
বিপ্র কহে—শুন লোক মোর নিবেদন।

[ঙ]ন্যায়—অভিযোগ, নালিশ।
[চ]সবে—শুধু, কেবল।
[ছ]লঘু বিপ্র—ছোট বিপ্র।

কবে কি বলিয়াছি কিছু না হয় স্মরণ॥ ৫৬
এত শুনি তাঁর পুত্র বাক্‌ছল[ক] পাইয়া।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে দাঁড়াইয়া॥ ৫৭
তীর্থযাত্রায় পিতা সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হৈল মন॥ ৫৮
আর কেহো সঙ্গে নাহি, সবে এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল॥ ৫৯
সব ধন লৈয়া কহে চোরে লৈল ধন।
'কন্যা দিতে চাহিয়াছে' উঠাইল বচন॥ ৬০
তুমি সব লোক ! কহ করিয়া বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে॥ ৬১
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয়॥ ৬২
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে[খ] কহে অসত্য বচন॥ ৬৩
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
'তোরে আমি কন্যা দিব' আপনে কহিলা॥ ৬৪
তবে আমি নিষেধিল—শুন দ্বিজবর।
'তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞঃ বর॥ ৬৫
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন॥' ৬৬
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার।
তোরে কন্যা দিলুঁ, তুমি করহ স্বীকার॥ ৬৭
তবে মুঞি কহিলুঁ—শুন দ্বিজ মহামতি।
তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির না হবে সম্মতি॥ ৬৮
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন॥ ৬৯
কন্যা তোরে দিলুঁ, দ্বিধা না করিহ চিতে।
আত্মকন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে॥ ৭০
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥ ৭১
তবে ইহঁা গোপালের আগে ত কহিল।
তুমি জান, এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল॥ ৭২
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া।
কহিনু তাঁহার পদে মিনতি করিয়া॥ ৭৩
যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইব তোমা—হইও সাবধান॥ ৭৪
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন॥ ৭৫
তবে বড় বিপ্র কহে —এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা॥ ৭৬
তবে কন্যা দিব—এই জানিহ নিশ্চয়।
তাঁর পুত্র কহে—ভাল এই বাত হয়॥ ৭৭
বড় বিপ্রের মনে—কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ॥ ৭৮
পুত্রের মনে—প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।
দুই বুদ্ধ্যে দুই জনা হইলা সম্মতে॥ ৭৯
ছোট বিপ্র কহে—পত্র করহ লিখন।
পুন যেন নাহি চলে এ সব বচন॥ ৮০
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল।
দোঁহার সম্মতি লৈয়া মধ্যস্থ রাখিল॥ ৮১
তবে ছোট বিপ্র কহে—শুন সর্বজন।
এই বিপ্র সত্যবাক্য[গ] ধর্ম্মপরায়ণ॥ ৮২
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহাঁর নাহি কভু মন।
স্বজন মৃত্যুভয়ে কহে লট্‌পটি বচন[ঘ]॥ ৮৩
ইহাঁর পুণ্যে কৃষ্ণ আনি সাক্ষী বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু॥ ৮৪
এত শুনি সব লোক উপহাস করে।
কেহো কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে॥ ৮৫
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ॥ ৮৬
ব্রহ্মণ্যদেব ! তুমি বড় দয়াময়।

[ক]বাক্‌ছল—কথার ছল।

[খ]ন্যায় জিনিবারে— তর্কে জিতবার জন্য মিথ্যা কথা বলছে।

[গ]সত্যবাক্য—সত্যবাদী।

[ঘ]লট্‌পটি বচন—গোলমেলে বাক্য।

[ঙ]দুই জন ব্রাহ্মণের বাক্যের সত্যতা রক্ষা কর।

দুই বিপ্রের ধর্ম রাখ হইয়া সদয়॥[ঙ] ৮৭
কন্যা পাব—মনে মোর নাহি এই সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়—এই বড় দুঃখ॥ ৮৮
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয়॥ ৮৯
কৃষ্ণ কহে—বিপ্র ! তুমি যাহ স্বভবনে।
সভা করি মোরে তুমি করিহ স্মরণে॥ ৯০
আবির্ভাব হইয়া আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
প্রতিমা স্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব॥ ৯১
বিপ্র কহে—হও যদি চতুর্ভুজ মূর্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারো নহিবে প্রতীতি॥ ৯২
এই মূর্তে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্বলোকে মানে॥ ৯৩
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কাহাঁও না শুনি।
বিপ্র কহে প্রতিমা হইয়া কহ কেনে বাণী[ক]॥ ৯৪
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য করণ[খ]॥ ৯৫
হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন॥ ৯৬
উলটি[গ] আমাকে তুমি না করিহ দর্শনে।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেইস্থানে॥ ৯৭
নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে।
সেই শব্দে গমন মোর প্রতীতি[ঘ] করিবে॥ ৯৮
এক সের অন্ন রান্ধি করিবে সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন॥ ৯৯
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ব্রাহ্মণ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন॥ ১০০

[ক]বাণী—কথা।

[খ]অকার্য করণ— প্রতিমারূপে মন্দির ত্যাগ করে হেঁটে যাওয়া রূপ অকার্য ; ব্রাহ্মণের জন্য তা-ই তুমি কর।

[গ]উলটি—ফিরিয়া।

[ঘ]প্রতীতি—বিশ্বাস।

নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন।
উত্তমান্ন পাক করি করায় ভোজন॥ ১০১
এই মত চলি বিপ্র নিজ দেশে আইলা।
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা॥ ১০২
এবে মুঞি গ্রামে আইনু যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিমু গিয়া সাক্ষীর আগমন॥ ১০৩
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইহাঁ যদি রহে, তবে নাহি কিছু ভয়॥ ১০৪
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাসিয়া গোপাল দেব তাঁহাই রহিল॥ ১০৫
ব্রাহ্মণে কহিল -তুমি যাহ নিজ ঘর।
ইহাঞি রহিব আমি না যাব অতঃপর॥ ১০৬
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল।
শুনিঞা সকল লোক চমৎকার হৈল॥ ১০৭
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে॥ ১০৮
গোপাল-সৌন্দর্য দেখি লোকে আনন্দিত।
'প্রতিমা চলি আইলা' শুনি হইলা বিস্মিত॥ ১০৯
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ ১১০
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল॥ ১১১
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিলা ঈশ্বর।
তুমি দুই[ঙ] জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর॥ ১১২
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাম দোঁহে মাগ বর।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর॥ ১১৩
যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তব সর্বলোকে জানে॥ ১১৪
গোপাল রহিলা দোঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইসে তবে দেশের লোকজন॥ ১১৫

[ঙ]তুমি দুই— তোমরা দুইজনে অর্থাৎ বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্র—এই দুইজনে প্রতি জন্মেই শ্রীকৃষ্ণের সেবক।

সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য শুনিয়া।
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া॥ ১১৬
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
'সাক্ষিগোপাল' বলি নাম খ্যাতি হইল॥ ১১৭
এইমতে বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল॥ ১১৮
উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম দেব নাম।
সেই দেশ জিনিলেন করিয়া সংগ্রাম॥ ১১৯
সেই রাজা জিনি লইল তার সিংহাসন।
'মাণিক্য সিংহাসন' নাম অনেক রতন॥ ১২০
পুরুষোত্তম দেব সেই বড় ভক্ত আর্য।
গোপাল-চরণে মাগে চল মোর রাজ্য॥ ১২১
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল॥ ১২২
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্য সিংহাসন।
কটকে গোপল সেবা করিল স্থাপন॥ ১২৩
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দর্শনে।
ভক্তে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে॥ ১২৪
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল—মনেতে চিন্তয়॥ ১২৫
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দাসী মুক্ত নাসাতে পরাইত॥ ১২৬
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে॥ ১২৭
বালক-কালে মাতা[ক] মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিলা বহু যত্ন করি॥ ১২৮
সেই ছিদ্র অদ্যাপি মোর আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে॥ ১২৯
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল।
রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল॥ ১৩০
পরাইল মুক্তা—নাসায় ছিদ্র দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈলা আনন্দিত হৈয়া॥ ১৩১
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।

[ক]মাতা—শ্রীযশোদা।

এই লাগি 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি॥ ১৩২
নিত্যানন্দ গোঁসাঞির মুখে গোপাল-চরিত।
শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু স্বভক্ত সহিত॥ ১৩৩
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে একমূর্তি[খ]॥ ১৩৪
দোঁহে এক বর্ণ দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর দোঁহার স্বভাব গম্ভীর॥ ১৩৫
মহাতেজোময় দোঁহে কমল-নয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশ মন চন্দ্র-বদন॥ ১৩৬
দোঁহা দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি[গ] করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে॥ ১৩৭
এইমত নানারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া॥ ১৩৮
ভুবনেশ্বর পথে যৈছে করিলা গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥ ১৩৯
কমলপুরে[ঘ] আসি ভার্গী নদী স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ হাথে প্রভু দণ্ড ধরিল॥ ১৪০
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে॥ ১৪১
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া॥ ১৪২
জগন্নাথের দেউল[ঙ] দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥ ১৪৩
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈয়া সভে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে[চ] যায়॥ ১৪৪

[খ]দোঁহে একমূর্তি—শ্রীগোপাল ও শ্রীচৈতন্যের মূর্তি ঠিক যেন একরূপ।

[গ]ঠারাঠারি—নয়নভঙ্গী দ্বারা ইশারা।

[ঘ]কমলপুর—পুরী জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম ; এখান থেকে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়।

[ঙ]দেউল—মন্দির।

[চ]রাজমার্গ—রাজপথে, প্রকাশ্য রাস্তায়।

হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জন।
তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন॥ ১৪৫
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠার নালা[ক]।
তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা॥ ১৪৬
নিত্যানন্দে প্রভু কহে—দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ কহে—দণ্ড হৈল তিন খণ্ড॥ ১৪৭
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিলুঁ।
তোমাসহ সেই দণ্ড উপরে পড়িলুঁ॥ ১৪৮
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল কিছু না জানিল॥ ১৪৯
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যেই যুক্ত হয় মোর কর তার দণ্ড॥[খ] ১৫০
শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু সভারে কহিলা॥ ১৫১
নীলাচলে আনি আমা সভে হিত কৈলা।
সবে দণ্ডধন ছিল—তাহা না রাখিলা॥ ১৫২
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই, না যাব সহিতে॥ ১৫৩
মুকুন্দ দত্ত কহে—প্রভু ! তুমি চল আগে।
আমি সব পাছে যাব নাহি যাব সঙ্গে॥ ১৫৪
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহো দুই প্রভুর মতি॥ ১৫৫
ইহোঁ কেন দণ্ড ভাঙ্গে তেহোঁ কেন ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইহোঁত দোষায়॥ ১৫৬
দণ্ডভঙ্গ লীলা এই পরম গভীর।
সে-ই বুঝে দোঁহার পদে যার ভক্তি ধীর॥ ১৫৭
ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার—শ্রোতা শ্রীচৈতন্য॥ ১৫৮
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে ভক্তগণ।
অচিরে পাইবে কৃষ্ণচৈতন্য চরণ॥ ১৫৯
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬০

[ক]আঠার নালা—পুরীর নিকটে নদীর উপরে একটি পুল আছে। এই পুলের আঠারোটি নালা আছে ; এজন্য একে আঠারোনালা বলে। এটা পার হয়েই পুরীতে যেতে হয়।

[খ]প্রেমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সন্ন্যাসেরই বা কী প্রয়োজন আর দণ্ডেই কিবা প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দশায় দণ্ডের প্রয়োজনই বা কী ? তিনি তো স্বতন্ত্র ঈশ্বর ! রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভু প্রায়ই তো বাহ্যজ্ঞানহীন। তখন এ দণ্ড সামলাবেই বা কে ? তাই অভিন্ন কলেবর বলদেবস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দর্শনের পূর্বেই বোঝাস্বরূপ দণ্ডটিকে ভেঙে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মাধুর্য ও অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে অবগাহনের পথকে মাধুর্যমণ্ডিত করলেন। তাছাড়া সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে কৃপা করাও দণ্ডভঙ্গের আরও একটি কারণ। তা না হলে প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে একাকী জগন্নাথ মন্দিরে আসতেন না এবং সার্বভৌমের গৃহেও যাওয়া হত না।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষিগোপালচরিত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়ম্।
সার্বভৌমং সর্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ॥ ১

অন্বয়—সর্বভূমা যঃ (সর্বতোভাবে মহান যিনি) ; কুতর্ক কর্কশাশয়ং (কুতর্ক-কঠিনহৃদয়) ; সার্বভৌমং (সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে) ; ভক্তিভূমানং আচরৎ (পরম ভক্তিমান করিয়াছিলেন) ; তং গৌরচন্দ্রং নৌমি (সেই গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি)।

অনুবাদ—কুতর্ক-কঠিন-হৃদয় (ভক্তিহীন) সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে যিনি পরম ভক্তিমান করেছিলেন, সর্বতোভাবে মহান সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে॥ ২
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥ ৩
দৈবে সার্বভৌম তাঁহা করেন দর্শন।
পড়িছা[ক] মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ॥ ৪
প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্বভৌমের হইল বিস্ময় অপার॥ ৫
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল।
সার্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥ ৬
শিষ্য পড়িছা দ্বারে[খ] প্রভু নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া॥ ৭
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা ভট্টাচার্যের মন॥ ৮
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য হইল॥ ৯
বসি ভট্টাচার্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক-বিকার[গ]॥ ১০
সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক এই নাম যে 'প্রলয়'।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সূদ্দীপ্ত[ঘ] ভাব হয়॥ ১১
অধিরূঢ় ভাব[ঙ] যার, তার এ বিকার।

[ক]পড়িছা—জগন্নাথ মন্দিরের সেবক, ছড়িদার (উড়িয়া ভাষা)।

[খ]শিষ্য পড়িছা দ্বারে—সার্বভৌমের শিষ্য ও জগন্নাথ-মন্দিরের সেবকদের দ্বারা।

[গ]সাত্ত্বিক-বিকার—সাত্ত্বিক ভাব। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধান হেতু ভাবসমূহ দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে ; সেই সত্ত্ব থেকে উৎপন্ন ভাবসকলই সাত্ত্বিকভাব। সাত্ত্বিক ভাব আটপ্রকার — স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। এদের লক্ষণ ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকায় আলোচিত হয়েছে।

[ঘ]সূদ্দীপ্ত—কৃষ্ণপ্রেমে দেহে যখন অশ্রু, কম্প, পুলক ইত্যাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবের একটি বা দুটির বিকার দেখা যায়, তখন তাকে বলে ধূমায়িতা। আরও প্রবলভাবে দুটি বা তিনটির বিকার দেখা গেলে তাকে বলে জ্বলিতা। তিনটি বা চারটি ভাবের বিকার প্রবলতর ভাবে দেখা দিলে তাকে বলে দীপ্তা ; পাঁচটি বা ছটি অথবা সবগুলি সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হয়ে পরম-উৎকর্ষ লাভ করলে, তাকে বলে উদ্দীপ্তা। এই উদ্দীপ্ত সমস্ত সাত্ত্বিকভাব মহাভাবে পরমোৎকর্ষ লাভ করলেই তাকে বলে সূদ্দীপ্তভাব। 'একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চ বা সর্ব এব বা। আরূঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥ উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব সূদ্দীপ্তাঃ সন্তি কুত্রচিৎ। সাত্ত্বিকাঃ পরমোৎকর্ষ কোটী মাত্রৈব বিভ্রতি।' ভ. র. সি ২।৩।৪৬

[ঙ]অধিরূঢ় ভাব—মহাভাবের একটা স্তরের নাম অধিরূঢ় ভাব। এইভাব একমাত্র ব্রজগোপীগণেই সম্ভব, দ্বারকা-মহিষীগণের পক্ষে এই মহাভাব একেবারে অসম্ভব। মহাভাব দুইরকম— রূঢ় ও অধিরূঢ়। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্ত হয় তাকে রূঢ়ভাব বলে। আর যাতে রূঢ়ভাবের লক্ষণগুলি থেকে সাত্ত্বিকভাবগুলি কোনো এক বিশিষ্ট দশা প্রাপ্ত হয়, তাকে অধিরূঢ় ভাব বলে। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দুইরকম—মোদন ও মাদন। মোদনে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ — উভয়েই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবময় সৌষ্ঠব ধারণ করেন। আর হ্লাদিনীসার প্রেম যদি রতি থেকে আরম্ভ করে মহাভাব পর্যন্ত সমস্ত ভাবের উকামে উল্লাসশীল হয়, তবে তাকে মাদন বলে ; যা একমাত্র শ্রীরাধাতেই দেখা যায়।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য দেখলেন — এসকলভাবই নবীন সন্ন্যাসীরূপী মহাপ্রভুর দেহে প্রকটিত।

মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার॥ ১২
এত চিন্তি ভট্টাচার্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিল আসিয়া॥ ১৩
তাঁহা শুনে লোক কহে অন্যোন্যে বাত।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ॥ ১৪
মূর্ছিত হৈলা চেতন না হয় শরীরে।
সার্বভৌম তৈছে তাঁরে লৈঞা গেলা ঘরে॥ ১৫
শুনি সভে জানিলা এই মহাপ্রভুর কার্য।
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য[ক]॥ ১৬
নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভুতত্ত্ব-জ্ঞাতা॥ ১৭
মুকুন্দ সহিত পূর্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হৈল বিস্ময়॥ ১৮
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈল নমস্কার।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার॥ ১৯
মুকুন্দ কহে—প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে॥ ২০
নিত্যানন্দ গোসাঞিরে আচার্য কৈল নমস্কার।
সভে মেলি পুছে প্রভুর বার্তা আরবার॥ ২১
মুকুন্দ কহে—মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সভে লৈয়া॥ ২২
আমা সভা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে॥ ২৩
অন্যোন্য লোকমুখে যে কথা শুনিল।
সার্বভৌম ঘরে প্রভু অনুমান কৈল॥ ২৪
ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন॥ ২৫
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন।
দৈবে সেই ক্ষণে পাই তোমার দর্শন॥ ২৬
চল সভে যাই সার্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন॥ ২৭
এত শুনি গোপীনাথ সভারে লইয়া।
সার্বভৌম গৃহে গেলা হরষিত হৈয়া॥ ২৮
সার্বভৌম স্থানে যাইয়া প্রভুকে দেখিলা।
প্রভু দেখি আচার্যের দুঃখ-হর্ষ হৈলা॥ ২৯
সার্বভৌমে জানাইয়া সভা নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে॥ ৩০
সভা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সভার হৈল দুঃখ-হর্ষ মন॥ ৩১
সার্বভৌম পাঠাইল সভা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর[খ] নিজ-পুত্র দিল সভার সাথে॥ ৩২
জগন্নাথ দেখি সভার হৈল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ॥ ৩৩
সভে মিলি তবে তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বর-সেবক[গ] মালা প্রসাদ আনি দিল॥ ৩৪
প্রসাদ পাইয়া সভে আনন্দিত মনে।
পুনরপি আইলা সভে মহাপ্রভু-স্থানে॥ ৩৫
উচ্চ করি করে সভে নাম-সংকীর্তন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হৈল চেতন॥ ৩৬
হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি হরি' বলি।
আনন্দে সার্বভৌম লৈল তাঁর পদধূলি॥ ৩৭
সার্বভৌম কহে—শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন[ঘ]।
মুঞিই ভিক্ষা দিমু আজি মহাপ্রসাদান্ন॥ ৩৮
সমুদ্র স্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা॥ ৩৯
বহুত প্রসাদ সার্বভৌম আনাইল।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল॥ ৪০
সুবর্ণ থালিতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন॥ ৪১
সার্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে—মোরে দেহ লাফ্‌রা ব্যঞ্জনে[ঙ]॥ ৪২

[ক]গোপীনাথাচার্য — সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগিনীপতি, ইনি জানতেন, প্রভুই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

[খ]চন্দনেশ্বর—ইনি সার্বভৌমের পুত্র।

[গ]ঈশ্বর সেবক—শ্রীজগন্নাথের সেবক।

[ঘ]মধ্যাহ্ন—মধ্যাহ্নকৃত্য স্নানাদি।

[ঙ]লাফ্‌রা ব্যঞ্জন — পাঁচ-সাতটি তরকারি দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন, ঘন্ট।

পিঠা পানা দেহ তুমি ইহাঁ সভাকারে।
তবে ভট্টাচার্য কহে জুড়ি দুই করে॥ ৪৩
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥ ৪৪
এত বলি পিঠা পানা সব খাওয়াইল।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইল॥ ৪৫
আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্য লঞা।
প্রভুর নিকটে আইলা ভোজন করিঞা॥ ৪৬
'নমো নারায়ণ' বলি নমস্কার কৈল।
'কৃষ্ণে মতিরস্তু'[ক] বলি গোঁসাঞি কহিল॥ ৪৭
শুনি সার্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহোঁ বচনে জানিল॥ ৪৮
গোপীনাথ আচার্যেরে কহে সার্বভৌম।
গোঁসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্বাশ্রম॥ ৪৯
গোপীনাথ আচার্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর[খ]॥ ৫০
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার—তাঁর ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্তীর হয়েন দৌহিত্র॥ ৫১
সার্বভৌম কহে—নীলাম্বর চক্রবর্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী[গ] এই তাঁর খ্যাতি॥ ৫২
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা[ঘ] পূজ্য হেন মানি॥ ৫৩
নদীয়া সম্বন্ধে সার্বভৌম তুষ্ট হৈলা।
প্রীত হৈয়া গোঁসাঞিরে কহিতে লাগিলা॥ ৫৪
সহজেই পূজ্য তুমি—আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব জানহ তুমি আমি নিজ দাস॥ ৫৫
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
ভট্টাচার্যে কহে কিছু বিনয় বচন॥ ৫৬
তুমি জগদ্গুরু সর্বলোক-হিতকর্তা।
বেদান্ত পঢ়াও সন্ন্যাসীর উপকর্তা[ঙ]॥ ৫৭
আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল 'গুরু' করি মানি॥ ৫৮
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্বপ্রকারে আমার করিবে পালন॥ ৫৯
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি॥ ৬০
ভট্টাচার্য কহে একলে না যাইহ দর্শনে।
আমা সঙ্গে যাইহ, কিবা আমার লোক সনে॥ ৬১
প্রভু কহে—মন্দির ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব॥ ৬২
গোপীনাথ আচার্যেরে কহে সার্বভৌম।
তুমি গোঁসাঞিরে লঞা করাইহ দর্শন॥ ৬৩
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ[চ] নির্জন স্থান।
তাঁহা বাসা দেহ কর সর্ব সমাধান॥ ৬৪
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল।
জল-জলপাত্রাদিক সমাধান কৈল॥ ৬৫
আর দিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন[ছ] করাইলা লঞা॥ ৬৬
মুকুন্দ দত্ত লঞা আইল সার্বভৌম স্থানে।
সার্বভৌম কিছু তাঁরে বলিল বচনে॥ ৬৭
প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি বাঢ়ে ইহাঁর উপর॥ ৬৮
কোন্ সম্প্রদায়ে[জ] সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার ? শুনিতে হয় মন॥ ৬৯

[ক]'কৃষ্ণে মতিরস্তু' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে মতি হোক, সার্বভৌমের প্রতি এই আশীর্বাণীতে তিনি বুঝলেন — ইনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী।

[খ]মিশ্র পুরন্দর — মিশ্র উপাধিধারীদের মধ্যে পুরন্দর (ইন্দ্র) তুল্য বা শ্রেষ্ঠ।

[গ]বিশারদের সমাধ্যায়ী — সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ। নীলাম্বর চক্রবর্তী তাঁর সঙ্গে একত্রে এক গুরুর নিকট এক শ্রেণীতে পড়েছিলেন।

[ঘ]দোঁহা—নীলাম্বর চক্রবর্তী ও মিশ্র পুরন্দর।

[ঙ]উপকর্তা—উপকারী ; বেদান্ত পড়িয়ে তুমি সন্ন্যাসীদের উপকার কর। এ সমস্ত কারণেই তুমি জগদ্গুরু।

[চ]মাতৃস্বসা-গৃহ—মাসির বাড়ি।

[ছ]শয্যোত্থান দরশন — শ্রীজগন্নাথদেবের শয্যা থেকে উত্থান কালে দর্শন।

[জ]কোন্ সম্প্রদায় — সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশটি সম্প্রদায় আছে — তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, পুরী, ভারতী ও সরস্বতী।

গোপীনাথ কহে—নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহাঁর কেশব ভারতী মহাধন্য॥ ৭০
সার্বভৌম কহে এই নাম সর্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় ইঁহো হয়েন মধ্যম[ক]॥ ৭১
গোপীনাথ কহে—ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা[খ]।
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা॥ ৭২
ভট্টাচার্য কহে—ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন[গ]।
কেমতে সন্ন্যাসধর্ম হইবে রক্ষণ॥ ৭৩
নিরন্তর ইহাঁরে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে[ঘ] প্রবেশ করাইব॥ ৭৪
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট[ঙ] দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥ ৭৫
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথ আচার্য কিছু কহিতে লাগিলা॥ ৭৬
ভট্টাচার্য তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের[চ] ইহাঁতেই সীমা॥ ৭৭
তাহাতে বিখ্যাত ইহোঁ পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে, বিজ্ঞের গোচর॥ ৭৮
শিষ্যগণ কহে—ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে।
আচার্য কহে—বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে[ছ]॥ ৭৯
শিষ্য কহে—ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে॥ ৮০
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাঁহারে।
সে-ই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥[জ] ৮১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২৯) শ্লোকঃ

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ২

অন্বয়—তথাপি (যদিও তোমার মহিমা স্বতই প্রকাশিত) ; দেব (হে দেব!) ; ভগবন্ (হে ভগবন্) ; তে পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ এব হি (তোমার পাদপদ্মদ্বয়ের কৃপাকণায় কৃতার্থ ব্যক্তিই) ; তে মহিম্নঃ তত্ত্বং (তোমার মাহাত্ম্যের স্বরূপ) ; জানাতি (অনুভব করিতে পারে) ; হি (ইহা নিশ্চিত) ; অন্যঃ একঃ অপি (কৃপাহীন ব্যক্তি একাকী সাধনা করিয়াও) ;- চিরং

[ক]ইঁহো হয়েন মধ্যম—ভারতী সম্প্রদায়টি মধ্যম সম্প্রদায়ের। কথিত আছে, শঙ্করাচার্য অপরাধ বিশেষে কয়েকজন শিষ্যের দণ্ড কেড়ে নেন, যাঁদের দণ্ড সম্পূর্ণ কেড়ে নেন, তাঁরা হীন-সম্প্রদায় ; যেমন গিরি প্রভৃতি সম্প্রদায়। আর যাঁদের অর্ধদণ্ড থাকে, তাঁরা মধ্যম সম্প্রদায় ; যেমন ভারতী সম্প্রদায়। যাঁদের কোনো অপরাধ না থাকায় দণ্ড বজায় থাকে, তাঁরা উত্তম সম্প্রদায় ; যেমন—তীর্থ, আশ্রম প্রভৃতি সম্প্রদায়।

[খ]নাহি বাহ্যাপেক্ষা—উত্তম সম্প্রদায় হেতু বাহ্যিক বা সামাজিক মর্যাদালাভের আশা।

[গ]প্রৌঢ় যৌবন—পূর্ণযৌবন।

[ঘ]বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গ—অদ্বৈতমার্গ শ্রীপাদ শংকরাচার্যের প্রচারিত সাধন-পন্থা। এর সাধনে জীবও ব্রহ্মে অভেদ মনে করা হয়। অদ্বৈতবাদীরা বলেন—ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা। অদ্বৈতমার্গে ভোগ-সুখাদি ত্যাগের প্রাধান্য আছে ; এইজন্য সার্বভৌম বলেছেন—আমি এঁকে বৈরাগ্য-প্রধান অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাব।

[ঙ]যোগপট্ট—সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায় অনুসারে চিহ্নস্বরূপ বস্ত্রবিশেষ। সন্ন্যাসীগণের যে বস্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানু বন্ধন এবং যেভাবে পরিবেষ্টন করে যে বস্ত্র উর্ধ্বে থাকে, তাকে যোগপট্ট বলে।

[চ]ভগবত্তা লক্ষণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং ভগবত্তার বিশেষ লক্ষণ তিনটি—(১) স্বয়ং ভগবানের বিগ্রহে অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থিতি (২) প্রেমদাতৃত্ব এবং (৩) মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে এই তিনটি লক্ষণই বর্তমান।

[ছ]বিজ্ঞমত ঈশ্বর লক্ষণে—ঈশ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুভবই একমাত্র প্রমাণ। কারণ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনুভবে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই চারটি দোষ থাকে না।

[জ]জগতের কর্তারূপে ঈশ্বর যে একজন আছেন, তা অনুমান দ্বারা অনুভব হতে পারে ; বস্তুত বিচার করে দেখলে বুঝা যায়, অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বমান ও অনুভব হতে পারে না। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের তত্ত্বও জানা যায় না। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেউই ঈশ্বরের তত্ত্ব অনুভব করতে পারে না।

বিচিন্বন্ ন চ (বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধান বা বিচার করিয়া জানিতে পারে না)।

অনুবাদ —(যদিও তোমার মহিমা স্বতই প্রকাশিত) তথাপি, হে দেব ! হে ভগবন্ ! তোমার পাদপদ্মের সামান্য কৃপায় কৃতার্থ ব্যক্তিই তোমার মাহাত্ম্যের তত্ত্ব বা স্বরূপ অনুভব করতে পারেন —এটা নিশ্চিত। কিন্তু কৃপাহীন ব্যক্তি একাকী সাধনা করেও বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধান বা বিচার করেও তা জানতে পারে না।

যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥ ৮২
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব না পার জানিতে॥ ৮৩
তোমার নাহিক দোষ—শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু জ্ঞাত নহে॥ ৮৪
সার্বভৌম কহে —আচার্য ! কহ সাবধানে।
তোমাতে তাঁহার কৃপা—ইথে কি প্রমাণে॥ ৮৫
আচার্য কহে—বস্তুবিষয়ে হয় 'বস্তু' জ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥[ক] ৮৬
ইহাঁর শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন॥ ৮৭
তবুত ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বর মায়ায় করে এই ব্যবহার॥ ৮৮
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্মুখ জন।
শুনি হাসি সার্বভৌম কহিল বচন॥ ৮৯
ইষ্ট গোষ্ঠী[খ] বিচার করি না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি কিছু না লইহ দোষ॥ ৯০
মহাভাগবত[গ] হয় চৈতন্য গোঁসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণু অবতার নাঞি॥ ৯১
অতএব 'ত্রিযুগ'[ঘ] করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান॥ ৯২
শুনিঞা আচার্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে।
'শাস্ত্রজ্ঞ' করিয়া তুমি কর অভিমানে॥ ৯৩
ভাগবত ভারত[ঙ] দুই শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান॥ ৯৪
সেই দুই কহে—কলিতে সাক্ষাৎ অবতার[চ]।
তুমি কহ—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥ ৯৫
কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি তাঁর নাম॥ ৯৬
প্রতিযুগে করে কৃষ্ণ যুগ অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥ ৯৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।১৩) শ্লোকে
নন্দং প্রতি গর্গবাক্যম্

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২)]

[ক]বস্তুবিষয়ে.......কৃপাতে প্রমাণ—কোনো বস্তুর যা যথার্থ স্বরূপ, তা-ই সেই বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন। বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান কারো কল্পনার অপেক্ষা রাখে না, বস্তুর যা যথার্থস্বরূপ, তারই অপেক্ষা রাখে। তেমনি ঈশ্বরবস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানও বস্তুতত্ত্ব ; কারণ, এই জ্ঞানের বিষয় যে ঈশ্বর, তা নিত্যসিদ্ধবস্তু ; তা কোনো কর্মদ্বারা উৎপন্ন নয় ; ফলে কারো বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না। ঈশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব যা, কেউ যদি নিজের বুদ্ধিতে তাকে অন্যরূপ বলে মনে করে, তাতে যথার্থতত্ত্বের পরিবর্তন হবে না।

ঈশ্বরের কৃপাছাড়া কেউই ভগবদ্‌তত্ত্ব অবগত হতে পারে না, ঈশ্বরকে সাক্ষাতে দেখলেও সে ঈশ্বরকে চিনতে পারে না। যদি কারো ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে থাকে, ঈশ্বরকে সাক্ষাতে দেখলে যদি কেউ তাঁকে ঈশ্বর বলে চিনতে পারেন, তাহলে বুঝতে হবে, তাঁর প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়েছে।

[খ]ইষ্ট গোষ্ঠী—তত্ত্ব নিশ্চয় করবার জন্য আলোচনা।

[গ]মহাভাগবত—পরম ভগবদ্ভক্ত।

[ঘ]ত্রিযুগ—বিষ্ণুর এক নাম। কলিতে বিষ্ণুর অবতার নেই বলে তাঁর এক নাম ত্রিযুগ।

[ঙ]ভাগবত ভারত—শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত।

[চ]কলিতে সাক্ষাৎ অবতার—কলিযুগে ভগবান স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হন। কলিযুগে যে অবতারের নিষেধ আছে, তা লীলাবতার সম্বন্ধে, অন্য অবতার সম্বন্ধে নয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যুগাবতার নন, তিনি স্বয়ং ভগবান।

তথাহি—তত্রৈব ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে ৩২ শ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যম্।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।। ৪

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩)]

তথাহি—মহাভারতে চ দানধর্মে বিষ্ণুসহস্র-নামস্তোত্রে (৮০।৬৩)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।। ৫

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩)]

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ।। ৯৮
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে।। ৯৯
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ।
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ।। ১০০

তথাহি-শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৪।৩১)

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে।। ৬

অন্বয়—যৎ-শক্তয়ঃ (যাঁহার শক্তিসমূহ) ; **বদতাং বাদিনাং** (তর্করত বাদী প্রতিবাদীর) ; **বিবাদসংবাদ ভুবঃ** (বিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তি হেতু) ; **বৈ ভবন্তি** (হয়) ; **এষাং** (এবং তাহাদের—বাদী-প্রতিবাদীদের) ; **আত্মমোহং চ মুহুঃ কুর্বন্তি** (আত্মমোহও বারংবার ঘটাইয়া থাকে) ; **তস্মৈ অনন্তগুণায় ভূম্নে নমঃ** (সেই অনন্তগুণসম্পন্ন অপরিচ্ছন্ন মহিমান্বিত ভগবানকে নমস্কার করি)।

অনুবাদ—যাঁর মায়াদি শক্তিসমূহ তর্কনিষ্ঠ বাদী-প্রতিবাদীর বিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তিহেতু হয় এবং বারবার তাদের আত্মমোহও জন্মিয়ে থাকে, সেই অনন্ত গুণসম্পন্ন অখণ্ড মহিমান্বিত ভগবানকে নমস্কার করি।

তথাহি—তত্রৈব (১১।২২।৪)

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং ন দুর্ঘটম্।। ৭

অন্বয়—ব্রাহ্মণাঃ যথা ভাষন্তে (ব্রাহ্মণগণ যেরূপ বলিতেছেন) ; [তৎ] (তাহা) ; **যুক্তম্** (যুক্তই) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; **সর্বত্র সন্তি** (সর্বত্রই সমস্ত তত্ত্ব অন্তর্ভূত আছে) ; **মদীয়াং মায়াং** (আমার মায়াকে) ; **উদ্‌গৃহ্য** (অবলম্বন করিয়া) ; **বদতাং** (বাদানুবাদ-কারীদের) ; **কিং ন দুর্ঘটম্** (কিই না ঘটিতে পারে) ?

অনুবাদ—উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বললেন-ব্রাহ্মণেরা (ঋষিগণ) যেসব কথা বলে থাকেন, তা সর্বদাই সত্য ; (যেহেতু) সর্বত্রই সমস্ত তত্ত্ব অন্তর্ভূত আছে। আমার মায়াকে অবলম্বন করে যাঁরা বাদানুবাদ করে, সেই তার্কিকদের দ্বারা কি না ঘটতে পারে ? অর্থাৎ এমন কোনো কাজ নেই, যা ঘটতে পারে না।

তবে ভট্টাচার্য কহে যাহ গোঁসাঞির স্থানে।
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে।। ১০১
প্রসাদ আনিঞা তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা।। ১০২
আচার্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য।
নিন্দা স্তুতি হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য।। ১০৩
আচার্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হইল সন্তোষ।
ভট্টাচার্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ।। ১০৪
গোঁসাঞির স্থানে আচার্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।। ১০৫
মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্যের কথা।
ভট্টাচার্যের নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা।। ১০৬
শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ[ক]।
আমা প্রতি ভট্টাচার্যের হয় অনুগ্রহ।। ১০৭
আমার সন্ন্যাসধর্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন কি দোষ ইহাতে।। ১০৮
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য সনে।

[ক]ঐছে মৎ কহ—ঐরূপ বোলো না অর্থাৎ নিন্দা করো না।

আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে॥ ১০৯
ভট্টাচার্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা॥ ১১০
বেদান্ত পঢ়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা॥ ১১১
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥ ১১২
প্রভু কহে—মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই ত কর্তব্য আমার তুমি যেই কহ॥ ১১৩
সাতদিন পর্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল মন্দ নাহি কহে, বসি মাত্র শুনে॥ ১১৪
অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্বভৌম।
সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥ ১১৫
ভালমন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি॥ ১১৬
প্রভু কহে—মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥ ১১৭
সন্ন্যাসীর ধর্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি॥ ১১৮
ভট্টাচার্য কহে 'না বুঝি' হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার॥ ১১৯
তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি॥ ১২০
প্রভু কহে—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥ ১২১
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥ ১২২
সূত্রের মুখ্য অর্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥ ১২৩
উপনিষদ্[ক]-শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কয়॥ ১২৪
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।

[ক]উপনিষদ্—শ্রুতি ; বেদের যে অংশে পরতত্ত্বের নির্ণয় করা হয়েছে, তাকে উপনিষদ্ বলে।

অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ 'লক্ষণা'[খ]॥ ১২৫
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে—সে-ই সে প্রমাণ॥ ১২৬
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ গোময়[ঘ]।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয়॥ ১২৭
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়ে॥ ১২৮
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥ ১২৯
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম[ঙ]— বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ॥ ১৩০
সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে 'নিরাকার' করি করহ ব্যাখ্যান॥ ১৩১
'নির্বিশেষ'[চ] তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।

[খ]মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, অভিধাবৃত্তি, লক্ষণা—আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে ১০৩-১০৪ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

[গ]প্রমাণের মধ্যে—যার দ্বারা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানা যায়, তাকে প্রমাণ বলে। প্রমাণ তিন রকম—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতিবাক্য। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানে ব্যভিচার দেখা যায়। যেমন—ভোজবাজীতে বাজীকর মস্তকছেদনাদি দেখায়, বাস্তবে কিন্তু মস্তকছেদন হয় না, এটা কেবল চোখের ধাঁধা মাত্র ; সুতরাং এখানে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ব্যভিচার হল। আবার সদ্য নিবানো আগুন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে ওইখানে আগুন আছে বলে আমরা অনুমান করি। বাস্তবে সেখানে আগুন নেই ; সুতরাং এখানে অনুমানের ব্যভিচার হল। কিন্তু শ্রুতিবাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকে না, কারণ তা ভগবদ্‌বাক্য—যা ঋষিদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং শ্রুতি-বাক্যের প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রুতির বা বেদের মুখ্যার্থ যা বলেন, তাই অভ্রান্ত প্রমাণ, তাকেই গ্রহণ করতে হবে।

[ঘ]শঙ্খ গোময়—শঙ্খ একজাতীয় প্রাণীর অস্থি, গোময় গোরুর বিষ্ঠা হলেও বেদ এগুলিকে মহাপবিত্র জিনিস বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং বেদবাক্যের প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

[ঙ]সেই ব্রহ্ম—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সবিশেষ সাকার স্বয়ং ভগবান।

[চ]নির্বিশেষ—চক্ষু-কর্ণাদি, দেহাদি, গুণাদি—কোনো রূপ বিশেষত্বসূচক বস্তুই যাঁর নেই। বস্তুত ব্রহ্মের প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণাদি, দেহাদি নেই ; কিন্তু অপ্রাকৃত গুণ ও অপ্রাকৃত দেহাদি আছে—শ্রুতিগণ তা-ই স্থাপন করেন।

'প্রাকৃত' নিষেধি 'অপ্রাকৃত' করয়ে স্থাপন॥ ১৩২

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬।৬৭) শ্লোকঃ

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥ ৮

অন্বয়—**যা যা শ্রুতিঃ** (যে যে বেদ) ; **নির্বিশেষং জল্পতি** (নির্বিশেষ বা নিরাকার বলিয়া নির্দেশ করে) ; **সা সা [শ্রুতিঃ]** (সেই সেই বেদ) ; **সবিশেষং এব অভিধত্তে** (সবিশেষ বা সাকার বলিয়াই নির্ধারণ করে) ; **তাসাং** (তাহাদের—সেই সমস্ত বেদের) ; **বিচারযোগে সতি** (বিচার করিলে দেখা যায়) ; **হন্ত** (আশ্চর্যের বিষয়) ; **প্রায়ঃ সবিশেষমেব বলীয়ঃ** (প্রায়শ সবিশেষ পক্ষই বলবৎ হইয়া থাকে)।

অনুবাদ—যে যে শ্রুতি (বেদ) ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বা নিরাকার বলে নির্দেশ করেন, সেই সেই শ্রুতি বা বেদই আবার তাঁকে সবিশেষ বা সাকার বলেই নির্ধারণ করেন ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যদি বিচার করে দেখা যায়, তবে সবিশেষের পক্ষই বলবান হয়ে ওঠে।

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥ ১৩৩
অপাদান করণাধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের 'সবিশেষ' এই তিন চিহ্ন॥[ক] ১৩৪
ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন॥ ১৩৫
সেকালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন॥ ১৩৬
ব্রহ্ম শব্দে কহে—পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ॥ ১৩৭
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥[খ] ১৩৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩২)

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৯

অন্বয়—**নন্দগোপব্রজৌকসাং** (নন্দগোপ ব্রজবাসীদের) ; **অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং** (কী আশ্চর্য ভাগ্য কী আশ্চর্য ভাগ্য!) ; **যৎ মিত্রং** (যাঁহাদের মিত্র) ; **পরমানন্দং** (সচ্চিদানন্দ) ; **পূর্ণং সনাতনং ব্রহ্ম** (পূর্ণ নিত্য ব্রহ্ম)।

অনুবাদ—নন্দগোপ-ব্রজবাসীগণের কী আশ্চর্য ভাগ্য! কী আশ্চর্য ভাগ্য! সচ্চিদানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁদের বন্ধু।

'অপাণি পাদ' শ্রুতি বর্জে—প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে করে সর্বগ্রহণ॥ ১৩৯

[ক] 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' (তৈত্তরীয় উপনিষদ্ ৩।১) শ্রুতির অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মই অপাদান, করণ ও অধিকারণ কারক। ব্রহ্ম থেকে বিশ্ব জন্মে—তাই ব্রহ্ম হলেন অপাদান কারক। ব্রহ্মের দ্বারা জীবগণ জীবনধারণ করে (অন্নাদির সংস্থান হয়) বলে ব্রহ্ম করণকারক। আবার ব্রহ্মেই সমস্ত অবস্থান করে এবং লয়প্রাপ্ত হয় বলে ব্রহ্ম হলেন অধিকরণ কারক। এই সকল শক্তিতে শক্তিমান বলে ব্রহ্ম সবিশেষ। এই তিনটি কারকই ভগবানের সবিশেষতত্ত্বের চিহ্ন বা প্রমাণ।

[খ] ব্রহ্মের যে মন এবং নয়ন আছে এবং সেগুলি যে প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত—তা-ই যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত, শ্রুতির বাক্যে 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়' (ছান্দোগ্য. ৬।২।৩)। সৃষ্টির পূর্বে ভগবান এক ছিলেন ; সৃষ্টির পরে অন্তর্যামীরূপে প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুতে প্রবেশ করেন। দৃষ্টি দ্বারা ভগবান মায়াতে সৃষ্টি করবার শক্তি সঞ্চারিত করেন ; তখনও প্রাকৃত-সৃষ্টি হয়নি ; সুতরাং তখনও প্রাকৃত-মন ও প্রাকৃত নয়নের জন্ম হয়নি। কারণ দৃষ্টির পরেই সেই মায়া বা প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হতে থাকে। অথচ তখনও ব্রহ্মের মন ও নয়ন ছিল। এর দ্বারাই বুঝা যায়, ব্রহ্মের মন ও নয়ন প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত। সুতরাং তিনি সাকার। আর সেই সাকার ব্রহ্মই হলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ; বেদও একথা বলেন। কিন্তু বেদের অর্থ অত্যন্ত গূঢ়, সহজে বুঝা যায় না। তাই ব্যাসদেব পুরাণে তা সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এই পুরাণ-সমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টরূপে বলেছেন, 'এতে চাংশকলাঃপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। ১।৩।২৮॥ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম 'সবিশেষ'।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে 'নির্বিশেষ'॥[ক] ১৪০
ষড়ৈশ্বর্য[খ] পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ 'নিরাকার'॥ ১৪১
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তি' করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥[গ] ১৪২

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১) শ্লোকঃ

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ১০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০৩)]

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভধৃত শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়
১ম অংশে ১২ অধ্যায়ে ৬৯ শ্লোকঃ

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥ ১১

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫৭)]

সৎ চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥ ১৪৩
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিত যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥ ১৪৪
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥[ঘ] ১৪৫
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান—পরম সাহস॥ ১৪৬
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ[ঙ]।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ॥ ১৪৭
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥ ১৪৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭ম অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকে
অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ১২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০৩)]

[ক]যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে 'অপাণিপাদ' অর্থাৎ ব্রহ্মের হাত নেই, পা নেই বলেন, সেই সব শ্রুতি ব্রহ্মের যে প্রাকৃত হাত-পা নেই, তা-ই বলেছেন। সেইসব শ্রুতিই আবার বলেন, 'জবনো গৃহীতা' অর্থাৎ ব্রহ্ম চলেন এবং গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রাকৃত হাত-পা নেই ; কিন্তু অপ্রাকৃত হাত-পা আছে। সুতরাং শ্রুতি ব্রহ্মকে সবিশেষ বা সাকারই বলছেন।

[খ]ষড়ৈশ্বর্য—ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য।

[গ]তিন শক্তি—পরা, অপরা ও মায়াশক্তি।

নিঃশক্তি—শক্তিশূন্য।

[ঘ]উপরোক্ত ১০ নং শ্লোকের 'বিষ্ণুশক্তিঃ.....' পরা (অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি), অপরা (তটস্থা জীবশক্তি) এবং অবিদ্যা (বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি)—ব্রহ্মের এই তিনটি শক্তি থাকলেও কেবলমাত্র পরা বা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিই হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপে বা বিগ্রহে অবস্থিত। অপরা বা তটস্থাখ্য-জীবশক্তি এবং অবিদ্যা বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত নয়। (তটস্থাখ্য জীবশক্তি সম্বন্ধে আদিলীলার ২য় পরিচ্ছেদে ৮৬ পয়ারের টীকা এবং মায়াশক্তি সম্বন্ধে আদিলীলার ৫ম পরিচ্ছেদে ৪৯ ও ৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

অন্তরঙ্গ-চিচ্ছক্তি মূর্ত ও অমূর্ত-শক্তিরূপে ভগবানের সেবা করে থাকেন। তটস্থা জীবশক্তি জীবরূপে (নিত্যসিদ্ধ ও সংসারাসক্ত) ভগবানের সেবা করেন। জীব সাধনার দ্বারা মায়ামুক্ত হয়ে সিদ্ধভক্তরূপে ভগবানের সেবা করেন। আর বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ভগবানের আদেশে সৃষ্টি-আদি কাজ করে এবং জীবকে তার অদৃষ্ট ভোগ করিয়ে আজ্ঞাপালনরূপ সেবা করছেন। এছাড়াও মায়াদেবী প্রকৃতির অষ্টম আবরণে সাক্ষাৎভাবে শ্রীভগবানের সেবা করে থাকেন। এইভাবে তিনশক্তিই সর্বদা ভগবানের সেবা করছেন।

[ঙ]ঈশ্বরে জীবে ভেদ—ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পার্থক্য এই যে—ঈশ্বর হলেন মায়ার অধীশ্বর বা নিয়ন্তা, আর জীব হলেন মায়ার অধীন, মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মায়ার বশ। কিন্তু শঙ্করাচার্য বলেছেন—ঈশ্বরে ও জীবে কোনো ভেদ নেই। কিন্তু মহাপ্রভু বলছেন— ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, জীব অনুচৈতন্য ; সুতরাং ঈশ্বর ও জীব কখনো এক হতে পারে না, মায়ামুক্ত জীবও ঈশ্বরের অধীন। শক্তি ও শক্তিমানে যে পার্থক্য, আশ্রিত ও আশ্রয়ে যে পার্থক্য, জীবে এবং ঈশ্বরেও সেই পার্থক্য।

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহে কহ সত্ত্ব গুণের বিকার॥ ১৪৯
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥[ক] ১৫০
বেদ না মানিঞা বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক-বাদ বৌদ্ধেতে অধিক॥[খ] ১৫১
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য[গ] শুনিলে হয় সর্বনাশ॥ ১৫২
'পরিণামবাদ' ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥[ঘ] ১৫৩
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥ ১৫৪
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥[ঙ] ১৫৫
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগত মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র হয়॥ ১৫৬
প্রণব যে 'মহাবাক্য' ঈশ্বরের মূর্তি।
প্রণব হইতে সর্ববেদ জগত উৎপত্তি॥ ১৫৭
'তত্ত্বমসি' জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥[চ] ১৫৮
এইমত কল্পনা ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য পূর্বপক্ষ অপার করিল॥ ১৫৯
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।[ছ]
সব খণ্ডি প্রভু নিজমত[জ] সে স্থাপিল॥ ১৬০
ভগবান্ 'সম্বন্ধ' ভক্তি 'অভিধেয়' হয়।
প্রেমা 'প্রয়োজন' বেদে তিন বস্তু কয়॥[ঝ] ১৬১
আর যে যে কহে কিছু—সকলি কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা॥[ঞ] ১৬২
আচার্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥ ১৬৩

তথাহি—পদ্মপুরাণে ৬২ অধ্যায়ে একত্রিংশ শ্লোকে
শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ ১৩

অন্বয়—ত্বং চ (তুমি —হে শিব !) ; কল্পিতৈঃ

[ক]অদ্বৈতবদীরা দুই রকম ব্রহ্ম স্বীকার করেছেন—সগুণ ও নির্গুণ। কিন্তু তাঁর প্রতিপাদিত ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্গুণ। আর বিষ্ণু-আদি সগুণস্বরূপকে তিনি সগুণ ব্রহ্ম বলেছেন। অদ্বৈতবদীরা সগুণ ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না ; তাঁদের মতে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম মায়ার বিজৃম্ভণমাত্র অর্থাৎ ঈশ্বর মায়িক বিগ্রহ ; অদ্বৈতবদীরা শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার বলে ভাবেন। কিন্তু মহাপ্রভু বলছেন, ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘন-মূর্তি, তা প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার নয়। অথচ অদ্বৈতবদীরা মনে করেন, সেই শ্রীবিগ্রহ দর্শনের ও স্পর্শের অযোগ্য, তাঁকে স্পর্শ করলেও অপবিত্র হতে হয়। যমের কাছে এঁদের অপরাধ শাস্তিযোগ্য।

[খ]বৌদ্ধগণ বেদকে মানে না বলে তারা নাস্তিক, কিন্তু তুমি বেদকে আশ্রয় করেও নাস্তিক ; অর্থাৎ তুমি বৌদ্ধ অপেক্ষাও ঘৃণিত, অধম।

[গ]মায়াবাদী ভাষ্য — শঙ্করাচার্যের মতকে মায়াবাদ বলে এবং তাঁর ভাষ্য বা মতবাদকে মায়াবাদী ভাষ্য বলে।

[ঘ]শংকরাচার্যের বিবর্তবাদ খণ্ডন করে মহাপ্রভু পরিণামবাদ স্থাপন করেছেন।

ঈশ্বরই জগদ্রূপে পরিণত হয়েছেন, এই মত হল পরিণামবাদ। ১।৭।১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

[ঙ]বিবর্তবাদ—১।৭।১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

[চ]এখানে 'তত্ত্বমসির' মহাবাক্যত্ব খণ্ডন করে প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন করছেন। ১।৭।১২১-২৩ পয়ারের টীকার ব্যাখ্যাদি দ্রষ্টব্য।

[ছ]পূর্বপক্ষ—প্রশ্ন , আপত্তি।

বিতণ্ডা — পরের মতে দোষারোপ। ছল — শাঠ্য অর্থাৎ বিচারকালে ন্যায়সংগত কথা না বলে শঠতা করা বা কল্পিত দোষারোপ করা। নিগ্রহ — নিরাকরণ। বিচারকালে প্রতিপক্ষকে ক্ষুব্ধ করবার জন্য অকারণ ভর্ৎসনা।

[জ]নিজমত—বেদমত।

[ঝ]সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন — এই তিনবস্তুই বেদের বর্ণনীয় বিষয়। ১।৭।১৩২-৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

[ঞ]আর যে যে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—এই তিন বস্তু ছাড়া শংকরাচার্য আর যে যে বস্তুর কথা নিজ ভাষ্যে বলেছেন, সে সব তাঁর কল্পিত কথা।

'স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য' — ১।৭।১২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

'লক্ষণা' — ১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

স্বাগমৈঃ (নিজের কল্পিত আগম শাস্ত্রদ্বারা) ; জনান্ (সকল লোককে) ; মদ্বিমুখান্ কুরু (আমা হইতে বিমুখ কর) ; মাঞ্চ গোপয় (আমাকেও গোপন কর) ; যেন এষা সৃষ্টিঃ (যাহার দ্বারা এই সৃষ্টি) ; উত্তরোত্তরা স্যাৎ (ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে)।

অনুবাদ —শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে শিব ! তুমি নিজের কল্পিত আগমশাস্ত্র দ্বারা—মনুষ্যসকলকে আমার থেকে বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর—যেন এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে।'

তথাহি—২৫ অধ্যায়ে ৭ম শ্লোকে দেবীং প্রতি শ্রীশিববাক্যম্

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা॥ ১৪

অন্বয়—দেবি (হে দেবি দুর্গা !) ; কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা (কলিকালে ব্রাহ্মণরূপে—শংকরাচার্য-রূপে) ; ময়া এব মায়াবাদম (আমার দ্বারাই মায়াবাদরূপ) ; অসচ্ছাস্ত্রং বিহিতং (অসৎ শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে) ; [যৎ] (যাহা) ; প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধং উচ্যতে (প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ—মহাদেব দুর্গাকে বললেন—'হে দেবি দুর্গে ! লোকে যাকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধশাস্ত্র বলে থাকে, সেই মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র কলিকালে ব্রাহ্মণরূপে (শংকরাচার্যরূপে) আমিই প্রচার করেছি।'

শুনি ভট্টাচার্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥ ১৬৪
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য ! না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয়॥ ১৬৫
আত্মারাম পর্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥[ক] ১৬৬

তথাহি-শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ১৫

অন্বয়—নির্গ্রন্থা অপি (অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য হইয়াও) ; আত্মারামাঃ চ মুনয়ঃ (আত্মারাম মুনিগণও) ; উরুক্রমে (শ্রীহরিতে) ; অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্বন্তি (অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন) ; ইত্থম্ভূতগুণঃ হরিঃ (শ্রীহরির এমনই চিত্তাকর্ষক গুণসমূহ)।

অনুবাদ—শ্রীহরি এমনই চিত্তাকর্ষক গুণসম্পন্ন যে, কামনাবাসনাহীন হয়েও আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিকে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন।

শুনি ভট্টাচার্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥ ১৬৭
প্রভু কহে—তুমি অর্থ কর তাহা আগে শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি॥ ১৬৮
শুনি ভট্টাচার্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র মত উঠায় বিবিধ বিধান॥ ১৬৯
নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র মত লৈয়া।
শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া॥ ১৭০
ভট্টাচার্য ! জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি॥ ১৭১
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায়॥ ১৭২
ভট্টাচার্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তাঁর নব-অর্থমধ্যে এক না ছুঁইল॥ ১৭৩
আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয়॥[খ] ১৭৪
তৎপদ প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা॥ ১৭৫

[ক]শংকরাচার্যের মতে — মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হলেই জীব আবার স্বরূপে (নিজে যে ব্রহ্ম) অবস্থিত হতে পারে অর্থাৎ দেহত্যাগের পরে ব্রহ্মের সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হতে পারে। মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত বলে আত্মারাম মুনিগণের কোনোরকম সংসার-বন্ধন নেই ; কিন্তু তাঁরাও ভগবানের চিত্তাকর্ষক অচিন্ত্য গুণসমূহে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ভজন করেন।

[খ]আত্মারামাদি শ্লোকে — পূর্বোক্ত 'আত্মারামাশ্চ মুনয়' শ্লোকে এগারোটি পদ আছে ; যথা—আত্মারামাঃ, চ, মুনয়ঃ, নির্গ্রন্থাঃ, অপি, উরুক্রমে, কুর্বন্তি, অহৈতুকীং, ভক্তিং, ইত্থম্ভূতগুণঃ, হরিঃ।

ভগবান, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না হয় কথন॥ ১৭৬
অন্য যত সাধ্য সাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিনে[ক] হরে সিদ্ধ সাধকের মন॥ ১৭৭
সনকাদি[খ] শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এই মত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান॥ ১৭৮
শুনি ভট্টাচার্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে 'কৃষ্ণ' জানি করে আপনা ধিক্কার॥ ১৭৯
ইঁহো ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈল গর্বিত হইয়া॥ ১৮০
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥ ১৮১
দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ॥ ১৮২
দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥ ১৮৩
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরে সব তত্ত্ব।
নাম প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥ ১৮৪
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে॥ ১৮৫
শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥ ১৮৬
অশ্রু স্তম্ভ পুলক কম্প স্বেদ থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥ ১৮৭
দেখি গোপীনাথাচার্য হরষিত মন।
ভট্টাচার্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুরগণ॥ ১৮৮
গোপীনাথাচার্য কহে মহাপ্রভু প্রতি।
সেই ভট্টাচার্যের প্রভু কৈলে এই গতি॥ ১৮৯
প্রভু কহে—তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইঁহার কৃপা কৈল ভালমতে॥ ১৯০
তবে ভট্টাচার্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য বহু স্তুতি কৈল॥ ১৯১
জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্প কার্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি—এ শক্তি আশ্চর্য॥ ১৯২
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥ ১৯৩
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা।
ভট্টাচার্য আচার্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা॥ ১৯৪
আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥ ১৯৫
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥ ১৯৬
সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥ ১৯৭
অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেই কালে ভট্টাচার্যের হৈল জাগরণ॥ ১৯৮
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্ফুট কহি ভট্টাচার্য জাগিলা।
কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা॥ ১৯৯
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন।
আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন॥ ২০০
বসিতে আসন দিয়া দোঁহে ত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাথে দিলা॥ ২০১
প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্যের আনন্দ হইল।
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥ ২০২
চৈতন্যপ্রসাদে মনের সব জাড্য[গ] গেল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল॥ ২০৩

তথাহি—পদ্মপুরাণম্।

শুষ্কং পর্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥ ১৬

অন্বয়—শুষ্কং বা পর্যুষিতং অপি (শুষ্কই হউক অথবা বাসিই হউক) ; বা দূরদেশতঃ নীতং (কিংবা দূর দেশ হইতে আনীতই হউক) ; [মহাপ্রসাদান্ন] (মহাপ্রসাদান্ন) ; প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং (প্রাপ্তিমাত্রই ভোজন করিতে হইবে) ; অত্র কালবিচারণা ন (এই বিষয়ে কোনোরূপ কালবিচার করিবে না)।

[ক]এই তিন—ভগবান, তাঁর শক্তি ও তাঁর গুণসমূহ।
[খ]সনকাদি—সনক, সনাতন, সনৎকুমার ও সনন্দন।
[গ]জাড্য—জড়তা ; ভক্তিতে অবিশ্বাস।

অনুবাদ—মহাপ্রসাদ শুষ্কই হোক, বাসিই হোক, কিংবা দূরদেশ থেকে আনাই হোক — যখনই পাওয়া যাবে, তখনই ভোজন করতে হবে ; এই বিষয়ে সময়ের কোনো বিচার করবে না।

তথাহি ।—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতঃ শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥ ১৭

অন্বয়—**তত্র** (সেই বিষয়ে—মহাপ্রসাদ ভোজনে) ; **দেশনিয়মঃ ন** (স্থানাস্থানের নিয়ম নাই) ; **তথা কালনিয়মঃ ন** (এবং সময় অসময়েরও কোনো নিয়ম নাই) ; **শিষ্টৈঃ প্রাপ্তং অন্নং** (সাধুব্যক্তিগণ প্রাপ্ত মহাপ্রসাদান্ন) ; **দ্রুতং ভোক্তব্যং** (শীঘ্রই ভোজন করিবে) ; **[ইতি]** (ইহাই) ; **হরিঃ অব্রবীৎ** (শ্রীহরি বলিয়াছেন)।

অনুবাদ— সে বিষয়ে (মহাপ্রসাদ ভোজনে) স্থানাস্থানের নিয়ম নেই এবং সময়-অসময়েরও কোনো নিয়ম নেই। স্বয়ং শ্রীহরি বলেছেন— সাধুব্যক্তিগণ মহাপ্রসাদ পাওয়া মাত্রই ভোজন করবেন।

দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন॥ ২০৪
দুই জন ধরি দোঁহে করেন নর্তন।
প্রভু-ভৃত্য দোঁহা স্পর্শে দোঁহার ফুলে মন॥ ২০৫
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥ ২০৬
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥ ২০৭
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব অভিলাষ।
সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥ ২০৮
আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হইলা তোমারে সদয়॥ ২০৯
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥ ২১০
আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম লঙ্ঘি[ক] কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥ ২১১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥ ১৮

অন্বয় —**স এব অনন্তঃ ভগবান** (সেই অনন্ত ভগবান) ; **যেষাং দয়য়েৎ** (যাঁহাদিগকে দয়া করেন) ; **তে চ যদি নির্বলীকং** (তাঁহারা যদি অকপটভাবে) ; **সর্বাত্মনাশ্রিতপদঃ** (সর্বতোভাবে কৃষ্ণচরণ আশ্রয় করেন) ; **তে** (তাঁহারা) ; **দুস্তরাং দেবমায়াং অতিতরন্তি** (দুস্তর দেবমায়াও অতিক্রম করতে পারেন) ; **শ্বশৃগালভক্ষ্যে** (কুক্কুর-শৃগালের ভক্ষণযোগ্য দেহে) ; **এষাং** (তাঁহাদের) ; **মম অহং ধীঃ ন** (আমার ও আমি— এই বুদ্ধি থাকে না)।

অনুবাদ —ব্রহ্মা নারদকে বলেছিলেন — সেই অনন্ত ভগবান যাঁদের দয়া করেন, তাঁরা যদি অকপট হৃদয়ে সর্বপ্রকারে তাঁর চরণ আশ্রয় করেন, তবেই তাঁরা অতি দুস্তর দৈবীমায়াও অতিক্রম করতে পারেন ; তখন আর শিয়াল কুকুরের ভক্ষণযোগ্য এই দেহে তাঁদের 'আমি' ও 'আমার'—এই আত্মবুদ্ধি থাকে না।

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজ স্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্যের খণ্ডিল অভিমানে॥ ২১২
চৈতন্য-চরণ বিনে নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান॥ ২১৩
গোপীনাথাচার্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
'হরি হরি' বলি নাচে করতালি দিয়া॥ ২১৪
আর দিন ভট্টাচার্য চলিলা দর্শনে।

[ক]বেদধর্ম লঙ্ঘি — স্নানসন্ধ্যা না করে ভোজন করা বেদধর্মে নিষিদ্ধ। সার্বভৌম সেই ধর্মকে লঙ্ঘন করে মহাপ্রসাদ ভোজন করেছেন ; এতেই শ্রীকৃষ্ণে তাঁর একনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়েছে।

জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভুস্থানে॥ ২১৫
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব দুর্মতি॥ ২১৬
ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ[ক] শুনিতে হৈলা মন।
প্রভু উপদেশ কৈল—নাম-সংকীর্তন॥ ২১৭

তথাহি—বৃহন্নারদীয়বচনম্ (৩৮।১২৬)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ১৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০০)।]

এই শ্লোকের অর্থ পাইল করিয়া বিস্তার।
শুনি ভট্টাচার্য মনে হৈল চমৎকার॥ ২১৮
গোপীনাথাচার্য বোলে—আমি পূর্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য ! তোমার সেই ত হইল॥ ২১৯
ভট্টাচার্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে॥ ২২০
তুমি মহাভাগবত, আমি তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে॥ ২২১
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল—যাঞা করহ জগন্নাথ দরশন॥ ২২২
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য জগন্নাথ দেখিয়া॥ ২২৩
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজ বিপ্র হাতে দুই জনা সঙ্গে দিলা॥ ২২৪
নিজ দুই শ্লোক লিখি এক তালপাতে।
'প্রভুকে দিহ' বলি দিল জগদানন্দ-হাথে॥ ২২৫
প্রভুস্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা।
মুকুন্দ-দত্ত পত্রী নিল তাঁর হাতে পাঞা॥ ২২৬
দুই শ্লোক বাহির-ভিতে[খ] লিখিয়া রাখিলা।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লঞা দিলা॥ ২২৭
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল।
ভিত্ত্যে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল॥ ২২৮

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে দ্বাত্রিং-শাঙ্কধৃতৌ সার্বভৌমভট্টাচার্যকৃতৌ শ্লোকৌ

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ ২০

অন্বয়—যঃ একঃ কৃপাম্বুধিঃ (যিনি এক কৃপা সমুদ্র) ; পুরাণঃ পুরুষঃ (আদিপুরুষ) ; বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তি-যোগশিক্ষার্থং (বৈরাগ্যবিদ্যা এবং নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত) ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ) ; তং অহং প্রপদ্যে (তাঁহার আমি শরণ গ্রহণ করি)।

অনুবাদ—বৈরাগ্যবিদ্যা (সর্বদা শ্রীকৃষ্ণভজনে আত্মনিয়োগ) এবং নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে করুণাসিন্ধু এক আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করি।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ ২১

অন্বয়—কালাৎ নষ্টং (কালপ্রভাবে নষ্ট প্রায়) ; নিজং ভক্তিযোগং (স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ) ; প্রাদুষ্কর্তুং (পুনরায় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত) ; কৃষ্ণচৈতন্যনামা যঃ আবির্ভূতঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন) ; তস্য পাদারবিন্দে (তাঁহার চরণকমলে) ; চিত্তভৃঙ্গঃ (চিত্তরূপ ভ্রমর) ; গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং (গাঢ়রূপে আসক্ত হউক)।

অনুবাদ—কালপ্রভাবে নষ্ট প্রায় নিজ-বিষয়ক ভক্তিযোগ পুনরায় প্রকাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামধারণ করে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর পাদপদ্মে আমার চিত্তরূপ ভ্রমর গাঢ়রূপে আসক্ত হোক।

[ক]ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ—সাধন-ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

[খ]বাহির-ভিতে—বাইরের দেওয়ালের গায়ে লিখে রাখলেন এবং তারপরে জগদানন্দের হাতে তালপত্রটি ফিরিয়ে দিলেন। জগদানন্দ তা প্রভুর হাতে দিলে নিজের স্তুতিসূচক শ্লোক বলে প্রভু তা চিরে ফেললেন।

এই দুই শ্লোক ভক্ত-কণ্ঠে রত্নহার।
সার্বভৌমের কীর্তি ঘোষে ঢক্কা বাদ্যাকার[ক]॥ ২২৯
সার্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান[খ]।
মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন্॥ ২৩০
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।'
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম॥ ২৩১
একদিন সার্বভৌম প্রভু স্থানে আইলা।
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ ২৩২
ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা।
শ্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা॥ ২৩৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৮ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ২২

অন্বয়—তৎ যঃ (অতএব যে ব্যক্তি) ; তে অনুকম্পাং (তোমার করুণা) ; সুসমীক্ষমাণঃ (দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া) ; আত্মকৃতং বিপাকং (নিজের উপার্জিত কর্মফল) ; ভুঞ্জান এব (ভোগ করিতে করিতে) ; হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভিঃ (কায়মনোবাক্য দ্বারা) ; তে নমঃ বিদধন্ জীবেত (তোমাকে নমস্কার করিয়া জীবিত থাকে) ; সঃ ভক্তিপদে দায়ভাক্ (সেই ব্যক্তি ভক্তিলাভের যোগ্য পাত্র)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—অতএব যে ব্যক্তি—কবে তোমার করুণা হবে—এরকম প্রতীক্ষা করে নিজের উপার্জিত কর্মফল ভোগ করতে করতে কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার (তোমার ভজনাদি) করে জীবন ধারণ করেন, সেই ব্যক্তিই তোমার ভক্তিলাভের যোগ্য পাত্র।

প্রভু কহে—'মুক্তিপদে' ইহা পাঠ হয়।
'ভক্তিপদে' কেনে পঢ় কি তোমার আশয়[গ]॥ ২৩৪

[ক]ঢক্কাবাদ্যাকার—ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করা।
[খ]ভক্ত একতান—একান্ত ভক্ত।
[গ]আশয়—অভিপ্রায়।

ভট্টাচার্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তি-ফল।
ভগবদ্‌বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥ ২৩৫
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥ ২৩৬
সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি[ঘ]।
তাঁর মুক্তি-ফল নহে যেই করে ভক্তি॥ ২৩৭
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর॥ ২৩৮
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥ ২৩৯
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥ ২৪০
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥[ঙ] ২৪১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১৩)

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ২৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭০)]

প্রভু কহে—মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
'মুক্তিপদ' শব্দে—সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥ ২৪২
মুক্তি পদে যাঁর সেই 'মুক্তিপদ' হয়।
নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়॥ ২৪৩[চ]

[ঘ]ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি—যে মুক্তিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়।

[ঙ]সাযুজ্য দুপ্রকার—ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর সাযুজ্য। ঈশ্বর-সাযুজ্যে জীব সাকার ভগবানে লীন হয়। ভক্তি-বাসনা থাকলে ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত জীবও পরে ভক্তিলাভ করতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত জীবের সে সম্ভাবনা না থাকায় ঈশ্বর-সাযুজ্যকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে।

[চ]মুক্তি যাঁর পদে অর্থাৎ যাঁর চরণ আশ্রয় করলে মুক্তি পাওয়া যায় ; অথবা, মুক্তি যাঁর পদকে আশ্রয় করেছে, তিনিই মুক্তিপদ। উভয় অর্থেই মুক্তিপদ-শব্দে সাক্ষাৎ-ঈশ্বরকে বুঝায়। আর একটি অর্থ হল — ভাগবতে উল্লিখিত দশটি পদার্থের মধ্যে নবমটি 'মুক্তি' এবং দশমটি 'আশ্রয়' ; সুতরাং মুক্তিপদ-শব্দের অর্থ হল 'মুক্তির আশ্রয় যিনি' অর্থাৎ ভগবান।

দুই অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কাহে পাঠ ফিরি।
সার্বভৌম কহে—ও শব্দ কহিতে না পারি॥ ২৪৪
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি আশ্লিষ্য দোষে[ক] কহনে না যায়॥ ২৪৫
যদ্যপিহ 'মুক্তি' শব্দের পঞ্চমুক্ত্যে বৃত্তি[খ]।
রূঢ়িবৃত্ত্যে[গ] করে তবু সাযুজ্য প্রতীতি॥ ২৪৬
মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তিশব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥ ২৪৭
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ২৪৮
যেই ভট্টাচার্য পঢ়ে পঢ়ায় মায়াবাদ।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদ॥ ২৪৯
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥ ২৫০
ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২৫১
কাশীমিশ্র আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সভে প্রভুপদে আসি॥ ২৫২
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন॥ ২৫৩
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা নির্বাহণ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন॥ ২৫৪
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্বভৌম-মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ॥ ২৫৫
জ্ঞান-কর্মপাশ[ঘ] হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥ ২৫৬
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৫৭

[ক]আশ্লিষ্য দোষ — যাতে একাধিক বিভিন্ন অর্থ বুঝায় এইরকম দোষ।

[খ]পঞ্চমুক্ত্যে বৃত্তি—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—মুক্তিশব্দের এই পাঁচপ্রকার বৃত্তি।

[গ]রূঢ়িবৃত্তি — প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির অপেক্ষা না করে কোনো শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, তাকে ওই শব্দের রূঢ়ি বৃত্তি বা রূঢ়ার্থ বলে। যেমন — 'মণ্ডপ' শব্দের আদি অর্থ 'যে মণ্ড পান করে', কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত অর্থ একরকম ঘর বা সাময়িক দেবালয়। এখানে মণ্ডপ-শব্দের যে প্রচলিত অর্থ হল, তা-ই মণ্ডপ শব্দের রূঢ়িবৃত্তি বা রূঢ়ার্থ। তেমনি মুক্তি শব্দ শুনলে সাধারণত সাযুজ্যমুক্তির কথাই মনে হয়—যদিও মুক্তিশব্দে পাঁচরকমের মুক্তিকেই বুঝায়। সে কারণে সাযুজ্যমুক্তি হল মুক্তিশব্দের রূঢ়ার্থ বা রূঢ়ি বৃত্তি। আবার 'পঙ্কজ' বলতে কেবল পদ্মকে বুঝায়, পঙ্কে জাত অন্য কিছুকে বুঝায় না। এই জাতীয় অর্থকে যোগরূঢ়ার্থ বলে, মুক্তি-শব্দের সাযুজ্যমুক্তি অর্থও এই জাতীয় যোগরূঢ়ার্থ—পাঁচরকমের মুক্তিকে না বুঝিয়ে কেবল এক রকমের মুক্তিকেই বোঝায়।

[ঘ]জ্ঞান-কর্মপাশ — জ্ঞান-কর্মরূপ বন্ধন।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসার্বভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥ ১

অন্বয়—যঃ দয়ার্দ্রধীঃ (যিনি করুণাপরবশ) ; [সন্] (হইয়া) ; ধন্যং বাসুদেবং নষ্টকুষ্ঠং (ধন্য বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণকে কুষ্ঠরোগমুক্ত) ; রূপপুষ্টং (সৌন্দর্যশালী) ; ভক্তিতুষ্টং চকার (প্রেমভক্তিযুক্ত করিয়াছিলেন) ; তং চৈতন্যং নৌমি (সেই শ্রীচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি)।

অনুবাদ—যিনি কৃপাপরবশ হয়ে বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণকে কুষ্ঠরোগমুক্ত করে সৌন্দর্যশালী ও প্রেমভক্তি দান করে ধন্য করেছিলেন — সেই দয়ালু শ্রীচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এইমত সার্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥ ২
মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥ ৩
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্য-গীত কৈল॥ ৪
চৈত্রে রহি কৈল সার্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥ ৫
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি সভারে শ্রীহস্তে ধরিয়া॥ ৬
তোমা সভা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সভা ছাড়িতে না পারি॥ ৭
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইঁহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে॥ ৮
এবে সভাস্থানে মুঞি মাগোঁ এক-দানে।
সভে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে॥ ৯
বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥ ১০
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবত।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবত॥ ১১
বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি[ক] জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল॥ ১২
শুনিয়া সভার মনে হৈল মহাদুঃখ।
বজ্র যেন মাথে পড়ে শুকাইল মুখ॥ ১৩
নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয়॥ ১৪
এক দুই সঙ্গে চলুক না কর হঠরঙ্গে[খ]।
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে॥ ১৫
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে চলি প্রভু ! আজ্ঞা দেহ তুমি॥ ১৬
প্রভু কহে—আমি নর্তক তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্তন আমার॥ ১৭
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ্‌ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া আইলা অদ্বৈতভবন॥ ১৮
নীলাচল আসিতে ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সভার গাঢ় স্নেহে আমা কার্য ভঙ্গ॥ ১৯
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে[গ]।
যেই কহে—সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে॥ ২০
কভু যদি ইহাঁর বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন আমায় নাহি কহে কথা॥ ২১
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধর্ম।
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন॥ ২২
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে মুখে।
ইহাঁর দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে॥ ২৩
আমি ত সন্ন্যাসী, দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥ ২৪
ইহাঁর অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার।

[ক]সিদ্ধিপ্রাপ্তি — সন্ন্যাসীগণের দেহত্যাগকে সিদ্ধিপ্রাপ্তি বলে।

[খ]না কর হঠরঙ্গে—জেদ কর না।

[গ]বিষয় ভুঞ্জাইতে—ভালো খাওয়াতে, ভালো পরাতে, সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে।

ইহাঁরে না ভায়[ক] স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥ ২৫
লোকাপেক্ষা নাহি[খ] ইহাঁর কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে॥ ২৬
অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিনকথো আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে॥ ২৭
ইহাঁ সভার বশ প্রভু হয়ে যে যে গুণে।
দোষারোপচ্ছলে করে গুণ-আস্বাদনে॥ ২৮
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্য কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন॥ ২৯
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায়॥ ৩০
গুণে দোষোদ্গার-ছলে[গ] সভা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া॥ ৩১
তবে চারিজন[ঘ] বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু— কভু না মানিল॥ ৩২
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ হউক সেই কর্তব্য আমার॥ ৩৩
কিন্তু এক নিবেদন করো আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥ ৩৪
কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এই মাত্র॥ ৩৫
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে॥ ৩৬
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ॥ ৩৭
কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইঁহা সঙ্গে করি লহ— ধর নিবেদন॥ ৩৮

[ক] ইঁহারে না ভায়—ইঁহার অর্থাৎ দামোদরের নিকট ভালো লাগে না।

[খ] লোকাপেক্ষা নাহি — লোকে কী বলবে — তার ধার ধারেন না।

[গ] গুণে দোষোদ্গার-ছলে — যে ভক্তের যেটা গুণ, সেটাকে দোষরূপে বর্ণনা করে।

[ঘ] চারিজন — শ্রীনিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ।

জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥ ৩৯
তবে তাঁর বাক্যে প্রভু করি অঙ্গীকারে।
তাঁহা সভা লৈয়া গেলা সার্বভৌম ঘরে॥ ৪০
নমস্করি সার্বভৌম আসন নিবেদিল।
সভাকারে মিলিয়া প্রভু আসনে বসাইল॥ ৪১
নানা কৃষ্ণবার্তা কহি কহিল তাঁহারে।
তোমার ঠাঁহি আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥ ৪২
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥ ৪৩
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব[ঙ]॥ ৪৪
শুনি সার্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর॥ ৪৫
বহুজন্ম-পুণ্যফলে পাইনু তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ॥ ৪৬
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥ ৪৭
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিনকথো রহ, দেখি তোমার চরণ॥ ৪৮
তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিলা দিবস কথো না কৈল গমন॥ ৪৯
ভট্টাচার্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করায় ভোজন॥ ৫০
তাঁহার ব্রাহ্মণী—তাঁর নাম ষাঠীর মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তেঁহো, আশ্চর্য তাঁর কথা॥ ৫১
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ যাত্রা সমাচার॥ ৫২
দিন চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য-স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আপনে॥ ৫৩
প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা॥ ৫৪
দর্শন করি ঠাকুর পাশে আজ্ঞা মাগিল।

[ঙ] লেউটি আসিব—ফিরে আসব।

পূজারী প্রভুরে মালা-প্রসাদ আনি দিল॥ ৫৫
আজ্ঞা-মালা[ক] পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণ-দেশে চলিলা গৌরহরি॥ ৫৬
ভট্টাচার্য সঙ্গে আর যত নিজগণ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন॥ ৫৭
সমুদ্রতীরে তীরে আলালনাথ পথে।
সার্বভৌম কহিলা আচার্য গোপীনাথে॥ ৫৮
চারি কৌপীন বহির্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লৈয়া আইস বিপ্রদ্বারে॥ ৫৯
তবে সার্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য করিবে মোর এই নিবেদনে॥ ৬০
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী[খ] হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে॥ ৬১
শূদ্র বিষয়ী-জ্ঞানে তাঁরে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥ ৬২
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥ ৬৩
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দোঁহার তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥ ৬৪
অলৌকিক বাক্য-চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি 'বৈষ্ণব' বলিয়া॥ ৬৫
তোমার প্রসাদে এবে জানি তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥ ৬৬
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥ ৬৭
'ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥' ৬৮
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্ছিত হইয়া তাঁহা পড়িলা সার্বভৌম॥ ৬৯
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন॥ ৭০

[ক]আজ্ঞা-মালা— শ্রীজগন্নাথের আদেশ-সূচক প্রসাদী-মালা।

[খ]অধিকারী—বিদ্যানগরে রাজপ্রতিনিধি।

মহানুভবের[গ] চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল—কঠিন বজ্রময়॥ ৭১
তথাহি—বীরচরিতস্যোত্তরচরিতে ২ অঙ্কে ৭ শ্লোকঃ
বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥ ২

অন্বয়—বজ্রাৎ অপি (বজ্র হইতেও) ; কঠোরাণি (কঠিন) ; কুসুমাৎ অপি মৃদূনি (পুষ্প হইতেও কোমল) ; লোকোত্তরাণাং চেতাংসি (অলৌকিক ব্যক্তিদের চিত্তসমূহ) ; কঃ হি বিজ্ঞাতুং ঈশ্বরঃ (কে জানিতে সমর্থ হয়) ?

অনুবাদ—অলৌকিক ব্যক্তিদের চিত্ত বজ্র থেকেও কঠোর এবং কুসুম অপেক্ষাও কোমল—তাঁদের হৃদ্গত ভাব কে জানতে পারে ?

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্যে উঠাইল।
তাঁর লোক-সঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল॥ ৭২
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্রপ্রসাদ লৈয়া তবে আইলা গোপীনাথ॥ ৭৩
সভা সঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা॥ ৭৪
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কথোক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যতজন॥ ৭৫
চতুর্দিকে লোক সব বোলে 'হরি হরি'।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥ ৭৬
কাঞ্চন সদৃশ দেহ অরুণ বসন।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ॥ ৭৭
দেখিয়া লোকের মন হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে কেহো নাহি যায় ঘর॥ ৭৮
কেহো নাচে কেহো গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপাল।
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী-বৃদ্ধ-যুবা-বাল॥ ৭৯
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে।
এইরূপে নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে॥ ৮০
অতিকাল হৈল—লোক ছাড়িয়া না যায়।

[গ]মহানুভবের—মহান অনুভব যাঁদের অর্থাৎ মহাপুরুষদের।

তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি সৃজিল উপায়॥ ৮১
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুরে লইয়া।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া॥ ৮২
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা-মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি কপাট দিল দ্বারে॥ ৮৩
তবে গোপীনাথ দুই প্রভুরে ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সভে বাঁটি খাইল॥ ৮৪
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে।
'হরি হরি' বলি লোক কোলাহল করে॥ ৮৫
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন॥ ৮৬
এইমত সন্ধ্যা পর্যন্ত লোক আইসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক সভে নাচে গায়॥ ৮৭
এইরূপে সেই ঠাঁই ভক্তগণ সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ৮৮
প্রাতঃকালে স্নান করি করিলা গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন॥ ৮৯
মূর্ছিত হইয়া সভে ভূমিতে পড়িলা।
তাঁহা সভাপানে প্রভু ফিরি না চাহিলা॥ ৯০
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হৈয়া।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্রবস্ত্র লৈয়া॥ ৯১
ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাই রহিলা।
আর দিন দুঃখী হৈয়া নীলাচলে আইলা॥ ৯২
মত্তসিংহ-প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সংকীর্তন॥ ৯৩

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যম্

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥[ক] ৩

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল 'হরি হরি'॥ ৯৪
সেই লোক প্রেমে মত্ত বোলে 'হরিকৃষ্ণ'।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥ ৯৫
কথোদূরে বহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥ ৯৬
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
'কৃষ্ণ' বোলে হাসে কাঁদে নাচে অনুক্ষণ॥ ৯৭
যারে দেখে তারে কহে— কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥ ৯৮
গ্রামান্তর হৈতে দেবে আইসে যতজন।
তাঁহার দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম॥ ৯৯
সেই যাই নিজ গ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়॥ ১০০
সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ॥ ১০১
এইমত পথে যাইতে শতশত জন।
বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন॥ ১০২
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥ ১০৩
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে সব আচার্য হইয়া তারিলা জগৎ॥ ১০৪
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব দেশ বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥ ১০৫
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সেশক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥ ১০৬
প্রভুরে যে ভজে তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয়॥ ১০৭
অলৌকিক লীলাতে যার না জন্মে বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥ ১০৮
প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ ভ্রমণ॥ ১০৯

[ক] কৃষ্ণ রক্ষ মাম্—কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করো।
কৃষ্ণ পাহি মাম্—কৃষ্ণ আমাকে পালন করো।

এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্মস্থানে[ক]।
কূর্ম দেখি তাঁরে কৈলা স্তবন প্রণামে॥ ১১০
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য-গীত কৈলা।
দেখি সর্বলোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা॥ ১১১
আশ্চর্য শুনি সবলোক আইলা দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে॥ ১১২
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বোলে 'কৃষ্ণ হরি'।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্ধ্ববাহু করি॥ ১১৩
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥ ১১৪
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল॥ ১১৫
কথোক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্মের সেবক বহু সম্মান করিলা॥ ১১৬
যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার।
এই ঠাঁই কহিল, না কহিব আরবার॥ ১১৭
কূর্ম নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ ১১৮
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সেই জল বংশ সহিত করিল ভক্ষণ॥ ১১৯
অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোঁসাঞির শেষ অন্ন[খ] সবংশে খাইল॥ ১২০
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥ ১২১
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য[গ] হৈল জন্ম-কুল-ধন॥ ১২২
কৃপা কর মোরে প্রভু ! যাই তোমার সঙ্গে।
সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়-তরঙ্গে॥ ১২৩

প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে বসি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥ ১২৪
যারে দেখ—তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার' এই দেশ॥ [ঘ] ১২৫
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁঞি পাবে মোর সঙ্গ॥ ১২৬
এইমত যার ঘরে প্রভু করে ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা॥ ১২৭
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে দুই চারি স্থানে॥ ১২৮
কূর্মে যৈছে রীতি তৈছে কৈল সর্ব ঠাঁঞি।
নীলাচল পুন যাবৎ না আইলা গোঁসাঞি॥ ১২৯
অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্বত্র ব্যবহার॥ ১৩০
এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা।
স্নান করি প্রভু প্রাতঃকালে ত চলিলা॥ ১৩১
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম[ঙ] বহুদূর গেলা।
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা॥ ১৩২
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ সেহো কীড়াময়[চ]॥ ১৩৩
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁয়॥ ১৩৪
রাত্রিতে শুনিলা তেঁহো গোঁসাঞির আগমন।
দেখিতে আইলা প্রাতে কূর্মের ভবন॥ ১৩৫
প্রভুর গমন কূর্ম-মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্ছিত হইয়া॥ ১৩৬
অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা॥ ১৩৭
প্রভুর স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।

[ক]কূর্মস্থানে—কূর্মক্ষেত্রে ; এই স্থানের বর্তমান নাম শ্রীকূর্মম্ ; গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত। এখানে ভগবানের কূর্মাবতারের মন্দির আছে।

[খ]শেষ অন্ন—উচ্ছিষ্ট অন্ন।

[গ]শ্লাঘ্য—প্রশংসনীয় ; ধন্য।

[ঘ]তার'—'তারণ' অর্থাৎ উদ্ধার করা।

[ঙ]প্রভু অনুব্রজি কূর্ম—কূর্ম নামক ব্রাহ্মণ প্রভুকে অনুসরণ করে।

[চ]কীড়াময়—কীটে বা পোকায় পরিপূর্ণ।

আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল॥ ১৩৮
প্রভুর কৃপা দেখে তাঁর বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন॥ ১৩৯
বহু স্তুতি করি কহে—শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয়॥ ১৪০
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ ১৪১
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥ ১৪২
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥ ১৪৩
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥ ১৪৪
এতেক কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তর্ধানে।
দুই বিপ্রে[ক] গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥ ১৪৫
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
'বাসুদেবামৃতপদ' হৈল প্রভুর নাম॥ ১৪৬
এই ত কহিল প্রভুর প্রথম গমন।
কূর্ম-দরশন বাসুদেব বিমোচন॥ ১৪৭
শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলা শ্রবণ।
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্যচরণ॥ ১৪৮
চৈতন্যলীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে[খ] শুনি॥ ১৪৯
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।
তোমা সভার চরণ মোর একান্ত শরণ॥ ১৫০
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৫১

[ক]দুই বিপ্রে—কূর্ম ও বাসুদেব।

[খ]মহান্তের মুখে—মহাপুরুষের মুখে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণ-গমনে বাসুদেবোদ্ধারো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সঞ্চার্য রামাভিধভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি॥ ১

অন্বয়—গৌরাব্ধিঃ (শ্রীগৌরাঙ্গসমুদ্র) ; রামাভিধ-ভক্তমেঘে (রায় রামানন্দ নামক ভক্তরূপ মেঘে) ; স্বভক্তি সিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি (স্বভক্তি সিদ্ধান্ত-সমূহরূপ অমৃত) ; সঞ্চার্য (সঞ্চার করিয়া) ; অমুনা বিতীর্ণৈঃ (তাঁহার অর্থাৎ সেই রায়রামানন্দের দ্বারা বর্ষিত) ; এতৈঃ (এই সমস্ত দ্বারা—সিদ্ধান্ত সমূহরূপ অমৃত দ্বারা) ; তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি (সিদ্ধান্তের অনুভবরূপ রত্নরাজির আকরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন)।

অনুবাদ— শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদ্র, আর ভক্ত রায় রামানন্দ যেন মেঘ। সমুদ্র থেকে যেমন মেঘে জল সঞ্চারিত হয়, তেমনি রায়রামানন্দরূপ মেঘে স্বভক্তি সিদ্ধান্তরূপ (কৃষ্ণভক্তি) অমৃত সঞ্চারিত হল। রামানন্দের মুখে সেই সিদ্ধান্তরূপ অমৃত বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে সমুদ্ররূপ মহাপ্রভুতেই আবার ফিরে এল। বৃষ্টির জল সমুদ্রে পড়লে রত্ন জন্মে, তখন সমুদ্রের নাম হয় রত্নাকর, তেমনি রামানন্দের মুখনিঃসৃত সিদ্ধান্তের উপলব্ধিগুলো কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সমুদ্র বা রত্নাকর।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
পূর্ব রীতে প্রভু আগে করিলা গমনে।
'জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে' গেলা কথো দিনে॥ ২
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি॥ ৩
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্ম-ভৃঙ্গ[ক]॥ ৪

[ক]পদ্মামুখপদ্ম-ভৃঙ্গ—পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মীর মুখরূপ পদ্মের মধুপানে লুব্ধ ভ্রমর ; শ্রীনৃসিংদেব সর্বদা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মুখপদ্মের মাধুর্য আস্বাদন করে থাকেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধ ৯ অ. ১ শ্লোকস্য শ্রীধরস্বামিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতাগমঃ

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥ ২

অন্বয়—অন্যেষাং উগ্রবিক্রমঃ (অন্যাদের নিকট উগ্রমূর্তি হইলেও) ; স্বপোতানাং (নিজ সন্তানগণের নিকট) ; [অনুগ্রঃ] (শান্ত) ; কেশরী ইব অয়ং নৃকেশরী (সিংহতুল্য এই নৃসিংহদেব) ; উগ্রঃ অপি (উগ্র হইলেও) ; স্বভক্তানাং অনুগ্রঃ এব (নিজের ভক্তদের নিকট শান্ত বা স্নেহপরায়ণই)।

অনুবাদ —সিংহ যেমন অন্যের কাছে উগ্র বা ভয়ংকর হয়েও নিজের শাবকের কাছে শান্ত, তেমনি নৃসিংহদেবও উগ্রমূর্তি (ভক্তদ্রোহীর প্রতি) হয়েও আপন ভক্তের কাছে স্নেহকোমল।

এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ-সেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল॥ ৫
পূর্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রে তাঁহা রহি করিলা গমন॥ ৬
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবসে॥ ৭
পূর্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্বলোকগণে।
গোদাবরী-তীরে চলি আইলা কথো দিনে॥ ৮
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥ ৯
সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্যগান।
গোদাবরী পার হৈয়া কৈল তাঁহা স্নান॥ ১০
ঘাট ছাড়ি কথোদূরে জল সন্নিধানে।
বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে॥ ১১
হেনকালে দোলায় চঢ়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥ ১২
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তেহোঁ স্নানাদি তর্পণ॥ ১৩
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল—রামানন্দ রায়।

তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥ ১৪
তথাপি ধৈর্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥ ১৫
সূর্যশতসম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥ ১৬
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥ ১৭
উঠি প্রভু কহে—উঠ, কহ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥ ১৮
তথাপি পুছিল —তুমি রায় রামানন্দ ?
তেঁহো কহে —সেই হও দাস শূদ্র মন্দ॥ ১৯
তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥ ২০
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥ ২১
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে—শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণ॥ ২২
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥ ২৩
এইত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন॥ ২৪
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥ ২৫
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক[ক] দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ॥ ২৬
সুস্থ হৈয়া দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা॥ ২৭
সার্বভৌম ভট্টাচার্য কহিল তোমার গুণ।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন॥ ২৮
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন॥ ২৯
রায় কহে—সার্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেহ[খ] মোর হিতে হয় সাবধান॥ ৩০
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দর্শন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য-জনম॥ ৩১
সার্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর কৃপাধীন॥ ৩২
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥ ৩৩
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোর দরশন তোমা— বেদে নিষেধয়॥ ৩৪
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম॥ ৩৫
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥ ৩৬
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে[গ] পামর।
নিজকার্য নাই তবু যান তার ঘর॥ ৩৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪) শ্লোকে
গর্গং প্রতি নন্দবাক্যম্

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥ ৩

অন্বয় —ভগবন্ (হে ভগবান !) ; গৃহিণাং দীনচেতসাং নৃণাং (গৃহস্থ দীনচিত্ত লোকগণের) ; নিঃশ্রেয়সায় (কল্যাণের নিমিত্তই) ; মহদ্বিচলনং (মহাপুরুষগণের আপন আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন) ; ক্বচিৎ অন্যথা ন কল্পতে (কোথাও অন্যরূপ ঘটে না)।

অনুবাদ— হে ভগবন্ ! দীনচিত্ত গৃহস্থদের কল্যাণের জন্যই মহদ্ব্যক্তিগণ তাঁদের আশ্রম ত্যাগ করে গৃহীদের ঘরে যান, অন্যকারণে কোথাও তাঁরা যান না।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন॥ ৩৮
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম শুনি সভার বদনে।
সভার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে॥ ৩৯

[ক]বিজাতীয় লোক— নিজ মত ও ভাবের বিরোধী লোক।

[খ]পরোক্ষেহ—অসাক্ষাতেও।

[গ]তারিতে—উদ্ধার করিতে।

আকৃত্যে-প্রকৃত্যে[ক] তোমার ঈশ্বর লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥ ৪০
প্রভু কহে—তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সভার দ্রব হৈল মন॥ ৪১
আনের কা কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী[খ]।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥ ৪২
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥ ৪৩
এইমত দোঁহে স্তুতি করে দোঁহার গুণ।
দোঁহে দোঁহার দরশনে আনন্দিত মন॥ ৪৪
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ ৪৫
নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে 'বৈষ্ণব' জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥ ৪৬
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন॥ ৪৭
রায় কহে আইলা যদি পামরে শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে॥ ৪৮
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥ ৪৯
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহনে না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রাম রায়॥ ৫০
প্রভু যাঞা সেই বিপ্র ঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুইজনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল॥ ৫১
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া॥ ৫২
নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুইজনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে[গ]॥ ৫৩
প্রভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।

[ক]আকৃত্যে-প্রকৃত্যে—আকৃতিতে-প্রকৃতিতে।

[খ]মায়াবাদী সন্ন্যাসী — শংকর-সম্প্রদায়ী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। এখানে প্রভু আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে নিজেকে মায়াবাদী বলে উল্লেখ করলেন।

[গ]রহঃস্থানে—নির্জন স্থানে।

রায় কহে—স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥[ঘ] ৫৪

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে (৩।৮।৯)—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥ ৪

অন্বয়—বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—এই বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি দ্বারাই) ; পরঃ পুমান্ বিষ্ণুঃ আরাধ্যতে (পরমপুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন) ; তত্তোষকারণং (তাঁহার—বিষ্ণুর প্রীতিজনক) ; অন্যঃ পন্থা ন (অন্য কোনো উপায় নাই)।

অনুবাদ—সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুকে বর্ণাশ্রমচারী (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) ব্যক্তিরা আরাধনা করে থাকেন। বস্তুত বর্ণাশ্রমের আচার ছাড়া বিষ্ণুপ্রীতি সাধনের অন্য কোনো উপায় নেই।

প্রভু কহে—এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে—কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার॥[ঙ] ৫৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াম্ (৯।২৭)

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।

[ঘ]সাধ্য — জীবের অভীষ্ট বা কাম্যবস্তুই হল সাধ্য। আর সাধ্যবস্তু পাওয়ার উপায় হল সাধন।

স্বধর্মাচরণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র — এই চারটি বর্ণাশ্রমের এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস — এই চারটি চতুরাশ্রমের জন্য শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্তব্য-কর্মের উপদেশ আছে, তার অনুষ্ঠান বা আচরণই হল তাঁর স্বধর্মাচরণ।

বিষ্ণুভক্তি—রায় রামানন্দের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে — বিষ্ণুভক্তিই পুরুষার্থ বা সাধ্যবস্তু ; ভগবান বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করাই হল বিষ্ণুভক্তি।

[ঙ]এহো বাহ্য আগে কহ আর—এ অত্যন্ত বাইরের কথা। এরপরে যদি কিছু থাকে, তা বল।

কৃষ্ণে কর্মার্পণ — শ্রীকৃষ্ণেতে সমস্ত কর্মের ফল অর্পণ। এখানে কর্ম বলতে বেদবিহিত সকাম কর্ম এবং শরীরের স্বাভাবিক ধর্মবশত যে সব কর্ম করা হয়, সেই সব কর্মের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য নয়, সাধন মাত্র ; এর সাধ্য হল কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি। নিজেকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করার ভাবনা যেখানে আছে সেখানে প্রেম থাকতে পারে না ; কাজেই তা বাহ্য।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৫

অন্বয়—হে কৌন্তেয় (হে অর্জুন!) ; **যৎ করোষি** (যাহা কর) ; **যৎ অশ্নাসি** (যাহা ভোজন কর) ; **যৎ জুহোষি** (যাহা হোম কর) ; **যৎ দদাসি** (যাহা দান কর) ; **যৎ তপস্যসি** (যাহা তপস্যা কর) ; **তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব** (তাহা আমাতে অর্পণ কর)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—হে অর্জুন! তুমি যা কিছু কাজ কর, যা কিছু ভোজন কর, যা কিছু যাগযজ্ঞ কর, যা কিছু দান কর এবং যা কিছু তপস্যা কর—সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

প্রভু কহে—এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে—স্বধর্মত্যাগ[ক] এই সাধ্য সার॥ ৫৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।৩২) উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্-
ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্
মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ৬

অন্বয় — গুণান্ দোষান্ (গুণ এবং দোষ) ; **আজ্ঞায়** (সম্যকরূপে অবগত হইয়া) ; **ময়া আদিষ্টান্ অপি** (আমাকর্তৃক—ভগবৎকর্তৃক আদিষ্ট হইলেও) ; **স্বকান্ সর্বান্ ধর্মান সংত্যজ্য** (আপনার সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া) ; **যঃ মাং ভজেৎ** (যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে) ; **স চ এবং সত্তমঃ** (সেই ব্যক্তিও এইরূপ সজ্জনগণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—হে উদ্ধব! বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে আমি যা আদেশ করেছি, তার দোষ-গুণ-সম্যকরূপে অবগত হয়ে নিজের সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে যে আমার ভজনা করে, সেই ব্যক্তিও সাধুশ্রেষ্ঠ।

[ক]**স্বধর্ম** ত্যাগ — নিজেকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করার ভাবনা যেখানে আছে — সেখানে প্রেম থাকতে পারে না ; কাজেই তা বাহ্য ; তখন রামানন্দ বললেন 'স্বধর্মত্যাগ' অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগই সাধ্যসার। কিন্তু স্বধর্মত্যাগও সাধন মাত্র, এটি সাধ্য নয়। প্রভু বললেন—এটাও নিতান্ত বাইরের কথা।

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৭

অন্বয়—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য (সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া) ; **একং মাং শরণং ব্রজ** (একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর) ; **অহং ত্বাং** (আমি তোমাকে) ; **সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি** (সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব) ; **মা শুচঃ** (শোক করিও না)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—হে অর্জুন! সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার করব—তুমি শোক করো না।

প্রভু কহে—এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি[খ] সাধ্য সার॥ ৫৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশত্তমশ্লোকে অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনম্

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৮

অন্বয়—ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত) ; **প্রসন্নাত্মা** (প্রসন্ন আত্মা) ; **ন শোচতি** (নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না) ; **ন কাঙ্ক্ষতি** (কোনো বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না) ; **সর্বেষু ভূতেষু সমঃ** (সর্বপ্রাণীতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন) ; [সন্] (হইয়া) ; **পরাং মদ্ ভক্তিং লভতে** (আমাতে পরাভক্তি লাভ করে)।

অনুবাদ—ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত প্রসন্ন আত্মা ব্যক্তি নষ্টবস্তুর জন্য শোক করেন না, কোনো বস্তুর জন্য

[খ]জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি — জ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিতা ভক্তি। জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে মিশ্রিতা যে ভক্তি, তা-ই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। আবার যাঁরা ভক্তিমার্গের সাধন করেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন তত্ত্বাদি বিষয়ক জ্ঞানলাভের চেষ্টাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাই এঁদের ভক্তিকেও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা যায়। তবে রামানন্দ জ্ঞান-শব্দে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানকেই বুঝিয়েছেন বলে মনে হয়। প্রভু বললেন—এটাও নিতান্ত বাইরের কথা।

আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সর্বপ্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে তিনি আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) পরমা ভক্তি লাভ করেন।

প্রভু কহে—এহো বাহ্য আগে কহ আর।

রায় কহে—জ্ঞানশূন্যা ভক্তি[ক] সাধ্য সার॥ ৫৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবচনম্

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ৯

অন্বয়—হে অজিত (হে অজেয়) ; **জ্ঞানে প্রয়াসং** (তোমার স্বরূপ বা ঐশ্বর্য বিচারাদির নিমিত্ত চেষ্টা) ; **উদপাস্য** (সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া) ; **স্থানে স্থিতাঃ** (সাধুগণের নিবাসস্থানে অবস্থান করিয়া) ; **সন্মুখরিতাং** (সাধুগণের মুখ নিঃসৃত) ; **শ্রুতিগতাং ভবদীয়বার্তাং** (সহজেই শ্রুতিপথগত, তোমার বা তোমাদের ভক্তদের চরিতকথা) ; **তনুবাঙ্মনোভিঃ** (কায়মনোবাক্যে) ; **নমন্ত এব যে জীবন্তি** (অভিনন্দিত করিয়া যাঁহারা জীবনধারণ করেন) ; **ত্রিলোক্যাং** (ত্রিলোকে) ; **তৈঃ প্রায়শঃ** (তাঁহাদের দ্বারা প্রায়ই) ; **জিতঃ অপি অসি** (বশীভূতও হও)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে অজেয়! তোমার স্বরূপ বা ঐশ্বর্যের মহিমা বিচারের কিছুমাত্র চেষ্টা না করে যাঁরা সাধুগণের কাছে থেকে তাঁদের মুখনিঃসৃত কথায় তোমার রূপ-গুণ-লীলাদি শোনে, বা তোমার ভক্তদের চরিত-কথায় কায়মনোবাক্যে সদাচারী হয়ে জীবন ধারণ করেন, ত্রিলোক মধ্যে তাঁদের দ্বারাই তুমি প্রায়ই বশীভূত হও।

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।

রায় কহে—প্রেমভক্তি[খ] সর্ব সাধ্য সার॥ ৫৯

তথাহি—পদ্যাবল্যাম্ একাদশাঙ্কধৃতঃ রামানন্দরায়কৃতঃ শ্লোকঃ (১৩)

নানোপচারকৃতপূজনমার্তবন্ধো
প্রেম্নৈ-ব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ!
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়॥ ১০

অন্বয়—ভক্ত (হে ভক্ত) ; **আর্তবন্ধোঃ হৃদয়ং** (দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়) ; **প্রেম্না নানোপচারকৃত পূজনং** (প্রেমের সহিত নানা উপচারের দ্বারা পূজিত) ; **[সন] এব** (হইলেই) ; **সুখবিদ্রুতং স্যাৎ** (সুখে দ্রবীভূত হয়) ; **যাবৎ জঠরে** (যে পর্যন্ত উদরে) ; **জরঠা ক্ষুৎ পিপাসা অস্তি** (বলবতী ক্ষুধা পিপাসা থাকে) ; **ননু তাবৎ** (সেই পর্যন্তই) ; **ভক্ষ্য পেয়ে সুখায় ভবতঃ** (অন্নজল সুখের হেতু হয়)।

অনুবাদ—হে ভক্ত! নানা উপচার-সহযোগে পূজা হলেও কেবল প্রেমের দ্বারাই দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হয়ে যায়—যেমন, যে পর্যন্ত উদরে অত্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, ততক্ষণই অন্নজল সুখপ্রদ হয়ে থাকে।

[ক]জ্ঞানশূন্যাভক্তি— জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ভক্তি। জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ—ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, জীবতত্ত্ব-জ্ঞান এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ক্ষেত্রে এই তিনটি অঙ্গের সঙ্গে মিশ্রিতা ভক্তির কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সঠিক নয় বলেই বলে প্রভু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে বাহ্য বলেছেন। তা শুনে রামানন্দ জ্ঞানের তিনটি অঙ্গের সংশ্রবশূন্যা বা জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা বললেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি থেকে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি উৎকর্ষ ; কারণ এই ভক্তিতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের মিশ্রণ নেই। রায়ের কথা শুনে প্রভু জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে—সেব্য-সেবকত্ব ভাব বা সেবাবাসনা থাকায় বললেন—'এহো হয়' ; তবু এর পরে কিছু থাকলে তা শুনতে চাইলেন।

[খ]'প্রেমভক্তি'— প্রেমলক্ষণা ভক্তি। প্রেম বলতে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাসনা' বুঝায়। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করতে করতে ভগবৎ-কৃপায় চিত্তের মলিনতা দূর হলে সেবা-সেবকত্ব জ্ঞানের উদয়ে ভক্তের সেবা-বাসনা প্রেমরূপে পরিণত হয়। এই প্রেমরূপা সেবা-বাসনার সঙ্গে যে কৃষ্ণসেবা, তা-ই প্রেমভক্তি। প্রভু বললেন — প্রেমভক্তি সাধ্যবস্তু ঠিকই, কিন্তু এর পরেও বলবার বা শুনবার বস্তু আছে।

তথাহি—তত্রৈব দ্বাদশাঙ্কধৃতস্তস্যৈব শ্লোকঃ (১৪)

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥ ১১

অন্বয়—**যদি কুতঃ অপি লভ্যতে** (যদি কোনো উপায়ে পাওয়া যায়) ; **[তদা]** (তাহা হইলে) ; **কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা** (কৃষ্ণ সেবারস ভাবনাময়ী) ; **মতিঃ ক্রীয়তাং** (বুদ্ধি ক্রয় কর) ; **তত্র লৌল্যং অপি** (সেই ক্রয় ব্যাপারে লালসাই) ; **একলং মূল্যং** (একমাত্র মূল্য) ; **[তত্তু]** (কিন্তু সেই লালসা) ; **জন্মকোটিসুকৃতৈঃ** (কোটি জন্মের পুণ্য দ্বারাও) ; **ন লভ্যতে** (পাওয়া যায় না)।

অনুবাদ—যদি কোনো উপায়ে কৃষ্ণ-ভক্তিরস-ভাবনাময়ী বুদ্ধি পাও, তো কিনে নাও ; তা কেনার ব্যাপারে নিজের লালসাই একমাত্র মূল্য ; কিন্তু কোটিজন্মের সুকৃতির ফলেও সেই লালসা পাওয়া যায় না।

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—দাস্যপ্রেম[ক] সর্ব সাধ্য সার॥ ৬০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অম্বরীষং প্রতি দুর্বাসাবচনম্ (৯।৫।১৬)

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥ ১২

অন্বয়—**যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ** (যাঁহার নাম শ্রবণ-মাত্রেই) ; **পুমান্ নির্মলঃ ভবতি** (জীব মায়া মুক্ত হয়) ; **তস্য তীর্থপদঃ দাসানাং** (সেই ভগবানের দাসদিগের) ; **কিংবা অবশিষ্যতে** (কীসেরই বা অভাব আছে) ?

অনুবাদ—দুর্বাসা ঋষি অম্বরীষ মহারাজকে বলেছিলেন—যাঁর নাম শোনামাত্র জীব মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি পায়, যাঁর চরণে রয়েছে সকল তীর্থ, সেই তীর্থপদ ভগবানের যাঁরা দাস, তাঁদের কিসেরই বা অভাব ?

তথাহি—যামুনমুনিবিরচিত স্তোত্ররত্নে (৪৬)

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্॥ ১৩

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৭২)]

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—সখ্যপ্রেম[খ] সর্বসাধ্য সার॥ ৬১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ১৪

অন্বয়—**ইত্থং সতাং** (এই প্রকারে জ্ঞানিগণের বিষয়ে) ; **ব্রহ্মসুখানুভূত্যা** (ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপ) ; **দাস্যং গতানাং** (দাস্যভাবে ভজন-পরায়ণগণের

[ক]দাস্যপ্রেম—'ভগবান সেব্য, আমি তাঁর সেবক ; ভগবান প্রভু, আমি তাঁর দাস'—এরূপ ভাবই দাস্যভাব। আর দাস্যভাবজাত যে সেবাবাসনা—তাই দাস্যপ্রেম। কিন্তু সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দাস হলেও সেবাবাসনা অনুযায়ী দাস্যপ্রেম বিকাশেরও তারতম্য আছে। শান্তভাবের ভক্ত যাঁরা তাঁদের কৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠা আছে, কিন্তু মমতা-বুদ্ধি নেই। তাই শান্তভাব থেকে দাস্যভাব উন্নত। তাই প্রভু বললেন—দাস্যপ্রেম সাধ্য ঠিকই। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধির আধিক্যহেতু আরও উৎকর্ষ সেবাবাসনার কথা শুনতে চাইলেন প্রভু।

[খ]সখ্যপ্রেম—প্রেমাধিক্যবশত যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান বলে মনে করেন, কোনো মতেই নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, তাঁদের প্রেমকে সখ্য প্রেম বলে। এই প্রেমে শান্তের একনিষ্ঠতা, দাস্যের সেবা আছে। কিন্তু দাস্যের ন্যায় গৌরববুদ্ধি, সম্ভ্রম ও সেবায় সঙ্কোচ নেই। এইজন্য এই প্রেম দাস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রভু সখ্যপ্রেমকে সাধ্য বলে উত্তম বললেন কিন্তু মমতাবুদ্ধির আধিক্য হেতু আরও প্রেমবৈচিত্রী ও উৎকর্ষময় সেবাবাসনার কথা শুনতে চাইলেন।

সম্বন্ধে) ; **পরদৈবতেন** (পরমারাধ্য দেবতাস্বরূপ) ; **মায়াশ্রিতানাং** (মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে) ; **নরদারকেণ সাকং** (মনুষ্যবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত) ; **কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ** (অতিশয় পুণ্যশীল গোপবালকগণ) ; **বিজহ্রুঃ** (বিহার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বললেন—জ্ঞানিগণের কাছে ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপ, দাস্য ভক্তের কাছে পরমারাধ্য দেবতাস্বরূপ, মায়ামুগ্ধ জীবের কাছে সামান্য মনুষ্যবালকস্বরূপ—সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অতিশয় সৌভাগ্যশালী গোপবালকগণ বিহার করেছিলেন—এমনই তাঁদের পুণ্য ছিল।

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে—বাৎসল্য প্রেম[ক] সর্বসাধ্য সার॥ ৬২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ষট্‌চত্বারিংশশ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যম্

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্
শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা
পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ১৫

অন্বয়—**ব্রহ্মন্** (হে মুনে!) ; **নন্দঃ মহোদয়ং** (নন্দ মহারাজ মহাপুণ্যজনক) ; **এবং কিং শ্রেয়ঃ অকরোৎ** (এমন কি মঙ্গলকার্য করিয়াছিলেন) ; **মহাভাগা যশোদা বা** (আর মহা ভাগ্যবতী যশোদাই বা) ; **[কিং শ্রেয়ঃ করোৎ]** (এমন কি মঙ্গলকার্য করিয়াছেন) ; **হরি যস্যাঃ স্তনং পপৌ** (শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন) ?

অনুবাদ—পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে বললেন—হে মুনে! নন্দমহারাজ মহাপুণ্যজনক এমন কি মঙ্গলকার্য করেছিলেন (যার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পুত্র রূপে পেলেন) ? আর মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা এমন কি মঙ্গল কার্য করেছিলেন, যাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্তন পান করেছিলেন ?

তথাহি—নবমাধ্যায়ে বিংশতিশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো
ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী
যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ ১৬

অন্বয়—**বিমুক্তিদাৎ** (বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে) ; **যৎ প্রসাদং** (যে অনুগ্রহ) ; **গোপী প্রাপ** (যশোদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ; **তং ইমং** (সেই প্রসাদ) ; **বিরিঞ্চঃ ন লেভিরে** (ব্রহ্মা লাভ করেন নাই) ; **ভব ন লেভিরে** (শিব লাভ করেন নাই) ; **অঙ্গসংশ্রয়া শ্রীঃ অপি ন লেভিরে** (বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নাই)।

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব বললেন—বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে যে প্রসাদ (অনুগ্রহ) গোপী যশোদা পেয়েছিলেন, সেই প্রসাদ ব্রহ্মা, শিব, এমনকি বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেননি।

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে—কান্তাপ্রেম[ক] সর্বসাধ্য সার॥ ৬৩

[ক]বাৎসল্য প্রেম—যাঁরা নিজেদেরকে শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয় বলে মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের অনুগ্রহের পাত্র বলে মনে করেন, তাঁদের রতিকে বাৎসল্য প্রেম বলে। এই রতিতে সখ্য অপেক্ষাও মমতাধিক্য আছে ; কারণ নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন, ভর্ৎসন, বন্ধনাদি করেছেন। এতে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিষ্ঠা, সেবা, সংকোচহীনতা ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য এবং নিজেকে পালক জ্ঞান আছে। এজন্য সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ। প্রভু বললেন—বাৎসল্য প্রেম উত্তম বস্তু, কিন্তু এর চেয়েও কিছু উত্তম থাকলে তা বল।

[ক]কান্তাপ্রেম—শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ, আর নিজেদেরকে তাঁর কান্তা মনে করে স্বসুখবাসনাশূন্য হয়ে কেবল কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময়ী সম্ভোগ-লালসাকে কান্তাপ্রেম বলে। এখানে কান্তা বলতে পরকীয়া ভাবাপন্ন ব্রজগোপীদের বুঝাচ্ছে। কান্তাপ্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসংকোচভাব, বাৎসল্যের লালন ও মমতাধিক্যের সঙ্গে কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজাঙ্গ দিয়ে সেবাও আছে ; এইজন্য কান্তাপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে গোপীং প্রতি উদ্ধববাক্যম্

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ১৭

অন্বয়—রাসোৎসবে (রাসোৎসব কালে) ; অস্য (এই শ্রীকৃষ্ণের) ; ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং (বাহুলতা দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়ায় পূর্ণমনোরথা) ; ব্রজসুন্দরীণাং যঃ উদগাৎ (ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ বা প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ; অয়ং প্রসাদঃ (তদ্রূপ প্রসাদ) ; অঙ্গে নিতান্তরতেঃ শ্রিয়ঃ উ ন (শ্রীকৃষ্ণের বামবক্ষস্থলে থাকিয়া পরম প্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবীও নিশ্চয় প্রাপ্ত হন নাই) ; নলিন গন্ধরুচাং (পদ্মের ন্যায় গন্ধ ও কান্তিযুক্তা) ; স্বর্যোষিতাং [ন] (স্বর্গরমণীগণেরও নাই) ; অন্যাঃ কুতঃ (অন্য রমণীগণ কোথা হইতে পাইবে) ?

অনুবাদ—রাসোৎসব কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাহুলতাদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়ায় পূর্ণ মনোরথা ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ বা প্রেম পেয়েছিলেন, সেই প্রসাদ—শ্রীকৃষ্ণের বাম বক্ষঃস্থলে থেকে পরম প্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবীও পাননি, এবং পদ্মের মতো গন্ধ ও কান্তিযুক্তা স্বর্গরমণীগণও পাননি ; অন্যান্য রমণীগণের তো কথাই নেই।

কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তের তারতম্য বহুত আছয়॥ ৬৪
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে(ক) আছে তরতম॥ ৬৫

তাছাড়া বাৎসল্য প্রেম বৃদ্ধি পেয়ে 'অনুরাগ' পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু কান্তাপ্রেম ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত বর্ধিত হয় ; এইজন্য এইপ্রেম বাৎসল্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই কান্তাপ্রেমেই সেবা-বাসনার সর্বাতিশায়ী উৎকর্ষতা।

(ক)তটস্থ হঞা বিচারিলে — নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে বিভিন্ন ভাবের মধ্যে যে তারতম্য আছে, তা বুঝা যায়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২) শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবচনম্

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ১৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮৭)]

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং (৫।২১) শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তম

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥ ১৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫৫)]

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য়॥ ৬৬
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যেরগুণমধুরেতে বৈসে॥ ৬৭
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ ৬৮
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥(গ) ৬৯

(খ)শান্তের গুণ দাস্যে, দাস্যের গুণ সখ্যে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে এবং বাৎসল্যের গুণ মধুরে বর্তমান। এইভাবে শান্তের একটি গুণ, দাস্যের দুটি, সখ্যের তিনটি, বাৎসল্যের চারটি এবং মধুরের পাঁচটি গুণ। অর্থাৎ গুণাধিক্যেও কান্তাপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ। যে রসে গুণ যত বেশি, সেই রসে স্বাদও তত বেশি ; তাই স্বাদাধিক্যেও কান্তাপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ।

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী — এই পাঁচকে পঞ্চভূত বলে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ — এই পাঁচটি পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ। এই পৃথিবীতে যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আকাশাদির সমস্ত গুণই আছে, উপরন্তু পৃথিবীর বিশেষ গুণ আছে তেমনি কান্তাপ্রেমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের গুণ তো আছেই, উপরন্তু নিজাঙ্গ দিয়ে সেবাও আছে, তাই কান্তাপ্রেমের সেবাতেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা এবং এই প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণ সম্যকরূপে বশীভূত।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৫) শ্লোকে
গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ২০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫২)]

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকাল আছে।
সে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ ৭০

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৪।১১)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বশঃ॥ ২১

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫২)]

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে॥[ক] ৭১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২২) শ্লোকে
গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ২২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৭)]

যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য মাধুর্যের ধুর্য[খ]।
ব্রজদেবী সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য॥ ৭২

তথাহি—তত্রৈব রাসে ৩৩ অঙ্ক ৭ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥ ২৩

অন্বয়—**তত্র** (সেইস্থানে—রাসমণ্ডলে) ; **হৈমানাং মণীনাং যথা** (স্বর্ণনির্মিত মণিসমূহের মধ্যে যেরূপ) ; **মহামারকত** (মহামরকত মণি) ; [শোভতে] (শোভা পায়) ; [তথা] (তদ্রূপ) ; **তাভিঃ** (তাঁহাদের দ্বারা স্বর্ণবর্ণা ব্রজগোপীগণের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া) ; **ভগবান্ দেবকীসুতঃ** (সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ও সর্বশোভাসম্পন্ন দেবকীনন্দন) ; **অতি শুশুভে** (অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন)।

অনুবাদ—সেই রাসমণ্ডলে, সোনা রঙের মণিসমূহের মধ্যে নীল রঙের মরকতমণি যেমন শোভা পায়, তেমনি সেই সোনারঙা ব্রজসুন্দরীদের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে ভগবান দেবকীনন্দন অত্যন্ত শোভা পেতে লাগলেন।

প্রভু কহে—এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥[গ] ৭৩
রায় কহে—ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥ ৭৪
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম[ঘ]—সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥ ৭৫

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ৪৫
পদ্মপুরাণবচনম্

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ২৪

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৪০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭১)]

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।২৮)

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥ ২৫

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬০)]

প্রভু কহে—আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে।

[ক]ব্রজগোপীগণের স্বসুখবাসনাহীন সেবা, তাঁদের বাসনা একমাত্র কৃষ্ণের সুখ। আবার কৃষ্ণের পক্ষে তাঁদের মতো সর্বস্ব ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। সে কারণে তিনি গোপীদের অনুরূপ ভজন করতে পারেন না। তাই ব্রজগোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ঋণী।

[খ]ধুর্য—পরাকাষ্ঠা ; শ্রেষ্ঠ।

[গ]সাধ্যাবধি—সাধ্যবস্তুর সীমা ; সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু।

আগে — এই কান্তাপ্রেমের মধ্যে যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে, তবে তা বল।

[ঘ]রাধার প্রেম — কান্তাপ্রেম শ্রীরাধার মধ্যে যতখানি বিকশিত হয়েছে, আর অন্য কোথাও এমন বিকশিত হয়নি।

অপূর্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে॥ ৭৬
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥ ৭৭
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥ ৭৮
রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা॥ ৭৯
গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥ ৮০

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে (৩।১।২) শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যম্

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥ ২৬

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৪২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭১)]

তত্রৈব—তৃতীয়সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যম্

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥ ২৭

অন্বয়—**অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ** (কন্দর্প শরাঘাতে বেদনাতুর) ; **সঃ মাধবঃ** (সেই শ্রীকৃষ্ণ) ; **ইতস্ততঃ তাং রাধিকাং** (চতুর্দিকে সেই রাধিকাকে) ; **অনুসৃত্য** (অন্বেষণ করিয়া) ; **কৃতানুতাপঃ** (অনুতপ্ত চিত্তে) ; **কলিন্দ-নন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে** (যমুনাতীরবর্তী কুঞ্জ-মধ্যে) ; **বিষসাদ** (বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন)।

অনুবাদ—কামদেবের বাণের আঘাতে বেদনাতুর সেই শ্রীকৃষ্ণ চারদিকে সেই রাধাকে খুঁজেও (কোথাও না পেয়ে) অনুতপ্ত মনে যমুনাতীরের কুঞ্জে বসে দুঃখ করতে লাগলেন।

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥ ৮১
শতকোটী গোপী সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্তি রহে রাধাপাশ॥ ৮২
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥[ক] ৮৩

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে (৪২)

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥ ২৮

অন্বয়—**অহেরিব** (সর্পের ন্যায়) ; **প্রেম্ণঃ গতিঃ** (প্রেমের গতি) ; **স্বভাবকুটিলা** (স্বভাবতই বক্র) ; **অতঃ হেতোঃ** (এই কারণে হেতু থাকিলে) ; **অহেতোঃ চ** (হেতু না থাকিলেও) ; **যূনোঃ মানঃ উদঞ্চতি** (যুবক-যুবতীর মান উদিত হয়)।

অনুবাদ—সাপের গতির মতোই প্রেমের গতিও স্বভাবতই বাঁকা ; তাই কারণ থাকলে এবং কারণ না থাকলেও পরস্পরের মধ্যে মানের উদয় হয়।

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥ ৮৪
সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥[খ] ৮৫
তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায়[গ] চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥ ৮৬
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে[ঘ] খিন্ন হৈয়া॥ ৮৭

[ক]সব গোপীর প্রতিই কৃষ্ণের যে ব্যবহার, রাধার প্রতিও সেই একই ব্যবহার দেখে রাধার মনে প্রেমের কুটিলতাবশত বাম্যভাব জন্মাল। রসপুষ্টির জন্যেই প্রেমের এই কুটিলতা।

[খ]শ্রীকৃষ্ণের যত বাসনা আছে, তাদের মধ্যে রাসলীলার বাসনাই সর্বাপেক্ষা প্রধান বাসনা। এই রাসলীলার শৃঙ্খল বা শিকলই হলেন শ্রীরাধা ; তাঁকে ছাড়া রাসলীলা অসম্ভব।

[গ]নাহি ভায়—প্রকাশ পায় না ; স্ফুরিত হয় না ; ভালো লাগে না।

[ঘ]কামবাণ — এই কাম প্রাকৃত কাম নয় ; এ প্রেমেরই বৈচিত্রী বিশেষ। শ্রীরাধার প্রতি প্রেমজনিত উৎকণ্ঠাকেই এখানে 'কামবাণ' বলা হয়েছে।

শতকোটী গোপীতে নহে কাম নির্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ।।[ক] ৮৮
প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙ তোমা স্থানে।
সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে।। ৮৯
এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের[খ] নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।। ৯০
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ—রাধিকা স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ।। ৯১
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে।। ৯২
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী।। ৯৩
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ[গ]।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট।। ৯৪
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি।। ৯৫
প্রভু কহে—মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি।। ৯৬
সার্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব কথা তাঁহারে পুছিল।। ৯৭
তেঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তেহোঁ নাহি এথা।। ৯৮
তোমার ঠাঁই আইলাঙ মহিমা শুনিঞা।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিঞা।। ৯৯
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—সেই গুরু হয়।।[ঘ] ১০০
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন।। ১০১
যদ্যপি রায়-প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণ-মায়া নারে আচ্ছাদিতে।। ১০২
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানি তেহো রায়ের মন হৈল টলমল।। ১০৩
রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার।। ১০৪
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি।। ১০৫
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব অবতারী সর্বকারণ প্রধান ।। ১০৬
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার ।। ১০৭
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ।। ১০৮

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।১)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।। ২৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৬)]

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
'কামগায়ত্রী' 'কামবীজে'[ঙ] যাঁর উপাসন।। ১০৯

[ক]শতকোটি ব্রজসুন্দরীর প্রেম একত্র করলে যা হয়, একা শ্রীরাধার প্রেম তার চেয়ে অনেক অধিক। তাই শ্রীরাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।

[খ]সেব্য-সাধ্য— সেব্য হল শ্রীকৃষ্ণ এবং সাধ্য হল রাধাপ্রেম।

[গ]শুকের পাঠ—শুক (টিয়া) পাখিকে যা পড়ানো যায়, তা-ই পড়ে ; অর্থাৎ রামানন্দকে প্রভু যা সিদ্ধান্তের জ্ঞান সঞ্চারিত করেছেন, প্রভুর কৃপাতে তা-ই তিনি প্রকাশ করছেন।

[ঘ]বিপ্র, সন্ন্যাসী বা শূদ্র—যে-ই হোন না কেন, তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হন, তবে তিনিই গুরু হতে পারেন। এখানে 'গুরু' শব্দে 'দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু' — দুই-ই বুঝায়।

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা কে ? যিনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন। তত্ত্বজ্ঞ দুই রকমের — পরোক্ষ জ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং অপরোক্ষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎ অনুভূতিসম্পন্ন। এই দুইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টাই শ্রেষ্ঠ—এটাই বিজ্ঞান। কারণ অপরোক্ষ জ্ঞান না জন্মালে পরোক্ষ জ্ঞানের মর্ম বুঝা যায় না।

[ঙ]কামবীজ — অপ্রাকৃত কামদেব-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার বীজ ; বীজমন্ত্র।

ক্লীঁ—হল কামবীজ।

পুরুষ যোষিৎ[ক] কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥ ১১০

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২) শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবচনম্

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ৩০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮৭)]

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয়[খ]॥ ১১১

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্বভাগে
সামান্যভক্তিলহর্যাং ১ শ্লোকঃ

অখিলরসামৃতমূর্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥ ৩১

অন্বয়—অখিল রসামৃতমূর্তিঃ (সমস্ত রসের আশ্রয় যাঁহার পরমানন্দময় মূর্তি) ; **প্রসৃমররুচিরুদ্ধ-তারকাপালি** (প্রসরণশীল কান্তির দ্বারা যিনি তারকা ও পালিকে বশীভূত করিয়াছেন) ; **কলিতশ্যামললিতঃ** (যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন) ; **রাধা-প্রেয়ান্ বিধুঃ জয়তি** (শ্রীরাধার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ—শাস্ত্রাদি সমস্ত রসের আশ্রয় যাঁর পরমানন্দময় মূর্তি, প্রসরণশীল কান্তির দ্বারা যিনি তারকা ও পালি নামক দুই গোপীকে বশীভূত করেছেন, যিনি শ্যামা ও ললিতা নামক দুই সখীকে বশীভূত করেছেন এবং যিনি শ্রীরাধার প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হোন।

শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্তিধর।
অতএব আত্ম[গ] পর্যন্ত সর্বচিত্তহর॥ ১১২

[ক]যোষিৎ—স্ত্রীলোক।

[খ]বিষয়-আশ্রয় — শ্রীকৃষ্ণ পাঁচটি মুখ্যরস ও সাতটি গৌণরস অর্থাৎ বারোটি রসেরই বিষয় এবং আশ্রয় উভয়ই। বিষয়রূপে তিনি আস্বাদক এবং আশ্রয়রূপে আস্বাদ্য।

[গ]আত্ম—নিজ, এখানে শ্রীকৃষ্ণ।

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে ১ম সর্গে ১১ শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যম্

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥ ৩২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৪৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭২)]

লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ।।[ঘ] ১১৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৯।৫৯) শ্লোকে

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥ ৩৩

অন্বয়—ধর্মগুপ্তয়ে (ধর্মরক্ষার নিমিত্ত) ; **কলাবতীর্ণৌ** (সর্বশক্তি সমন্বিত হইয়া অবতীর্ণ হে কৃষ্ণার্জুন !) ; **যুবয়োঃ দিদৃক্ষুণা** (তোমাদের উভয়ের দর্শনাভিলাষে) ; **ময়া মে ভুবি** (আমা-কর্তৃক আমার পুরে) ; **দ্বিজাত্মজাঃ উপনীতাঃ** (দ্বিজপুত্রগণ আনীত হইয়াছে) ; **ভূয়ঃ** (পুনর্বার) ; [**যুবাং**] (তোমরা) ; **অবনেঃ ভরাসুরান্ হত্বা** (পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরগণ হত্যা করিয়া) ; **মে অন্তি ত্বরয়েতং** (আমার নিকটে শীঘ্র প্রেরণ করো)।

অনুবাদ—ধর্মরক্ষার জন্য সর্বশক্তিমান হয়ে অবতীর্ণ হে কৃষ্ণার্জুন ! তোমাদের উভয়কে দেখার জন্য ব্রাহ্মণ বালকদের আমার পুরীতে এনেছি। পুনর্বার তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদের হত্যা করে শীঘ্র আমার কাছে পাঠাও।

তত্রৈব—দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকে

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব ! বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।

[ঘ]শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্য দ্বারা নারায়ণাদি এবং তাঁর বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী আদির মনকেও হরণ করেন।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ৩৪

অন্বয়—দেব (হে দেব !) ; শ্রীর্ললনা (পরম সুকোমলা লক্ষ্মীদেবী) ; যদ্বাঞ্ছয়া (যে বাসনায়) ; কামান্ বিহায় (সর্বকামনা ত্যাগ করিয়া) ; ধৃতব্রতা সুচিরং (নিয়মবদ্ধ হইয়া বহুকাল ব্যাপিয়া) ; তপঃ আচরৎ (তপস্যা করিয়াছিলেন) ; অস্য (ইঁহার—এই কালিয়নাগের) ; তব অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ (তোমার শ্রীচরণরেণুর স্পর্শাধিকার) ; কস্য অনুভাবঃ ন বিদ্মহে (কীসের ফল জানি না)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়নাগের পত্নী বলেছিলেন—'হে দেব ! যা পাওয়ার ইচ্ছায় লক্ষ্মীদেবী সব কামনা ত্যাগ করে নিয়মবদ্ধ হয়ে বহুকাল ধরে তপস্যা করেছিলেন, তোমার সেই চরণধূলিকে স্পর্শ করার অধিকার এই কালিয়নাগ যে কোন পুণ্যের ফলে পেল, তা আমরা জানি না।'

আপন মাধুর্য হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ ১১৪

তথাহি—ললিতমাধবে (৮।৩২)

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ৩৫

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৪)]

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ॥ ১১৫
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥ ১১৬
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥[ক] ১১৭

[ক]চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা শক্তি, মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা শক্তি এবং জীবশক্তির অপর নাম তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গা শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি এবং এই শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৩৬

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০৩)]

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥ ১১৮
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥ ১১৯

তথাহি—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে
১২ অধ্যায়ে ৬৯ শ্লোকঃ

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥ ৩৭

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫৭)]

কৃষ্ণকে আহ্লাদে—তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥ ১২০
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ ১২১
হ্লাদিনীর সার অংশ তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥ ১২২
প্রেমের পরম সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ ১২৩

তথাহি—শ্রীমদ্উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বরী-
প্রকরণে ২য় অঙ্কেঃ

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ ৩৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫৮)]

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত।[খ]
কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥ ১২৪

[খ]প্রেমবিভাবিত—প্রেমের দ্বারা গঠিত ; শ্রীরাধার দেহ প্রেমের দ্বারাই গঠিত।

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াম্ ৫ অং ৩৭ শ্লোক

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫৮)]

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য যার॥[ক] ১২৫
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥ ১২৬
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন[খ]।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥ ১২৭
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥ ১২৮
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান॥ ১২৯
কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন॥ ১৩০
সৌন্দর্য কুঙ্কুম সখী-প্রণয়-চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ-বিলেপন॥ ১৩১
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥[গ] ১৩২
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস॥[ঘ] ১৩৩
রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥[ঙ] ১৩৪
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী[চ]।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥ ১৩৫
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব[ছ]-বিংশতিভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্বাঙ্গে পূরিত॥ ১৩৬

[ক]চিন্তামণি যেমন বস্তুরূপে প্রার্থনাকারীর ইচ্ছানুযায়ী তার বাসনা পূর্ণ করেন, তেমনি মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা কায়-ব্যূহরূপ ললিতাদি বস্তুরূপেও শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

[খ]সুগন্ধি উদ্বর্তন— শরীরের মালিন্য দূর করার দ্রব্য বিশেষ ; এতে শরীর কোমল, উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ হয়।

[গ]শ্রীরাধা কারুণ্যরূপ অমৃতের স্রোতে প্রাতঃস্নান করেন, এই প্রাতঃস্নান অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি অবস্থাকে বুঝায়। শ্রীরাধার তারুণ্যামৃত ধারা মধ্যাহ্নস্নানের স্নিগ্ধতার সঙ্গে তুলনীয়।

আর লাবণ্যামৃত ধারা সায়াহ্নস্নানের সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ শ্রীরাধার যৌবনোদ্গমে সারা শরীরে লাবণ্যের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়. এই ত্রিকালীন স্নানে বুঝা যাচ্ছে শ্রীরাধার দেহ করুণা, নবযৌবন ও লাবণ্যের মূল আধার — সেখানে লজ্জাই যেন শাড়ির মতো সারা অঙ্গকে ঢেকে রেখেছে। আর কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ যেন তাঁর লাল বর্ণের ওড়না। প্রণয় ও মান তাঁর কাঁচুলী অর্থাৎ বক্ষঃআচ্ছাদন। সৌন্দর্যরূপ কুঙ্কুম, সখীগণের প্রণয়রূপ চন্দন এবং মৃদুহাস্যের কান্তিরূপ কর্পূর — এই তিন অঙ্গ বিলেপন শ্রীরাধার দেহকে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ও কমনীয় করে রাখে। মধুর রসরূপ কস্তুরী দ্বারা শ্রীরাধার দেহ বিচিত্রিত হয়েছে।

[ঘ]প্রচ্ছন্ন—গুপ্ত। মানবাম্য—মানের বক্রতা।

ধম্মিল্ল — পুষ্প-মুক্তাদি অলংকারে ভূষিত সুন্দর চুলের খোঁপা।

ধীরাধীরা—যে খণ্ডিতা নায়িকা অশ্রুমোচন পূর্বক প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাকে ধীরাধীরা বলে।

পটবাস—গন্ধচূর্ণ।

[ঙ]রাগরূপ তাম্বুলের রক্তবর্ণে শ্রীরাধার অধর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। এখানে প্রেমপরিণামবশত অতি দুঃখও সুখরূপে অনুভূত হচ্ছে— এটাই রাগের লক্ষণ। শ্রীরাধার প্রেমের কুটিলতায় তাঁর চোখের কাজল।

প্রেম —ধ্বংসের কারণ থাকলেও যুবক-যুবতীর সমস্ত রকম ধ্বংসরহিত যে ভাববন্ধন, তার নাম প্রেম। (উ.নী.ম)

[চ]সঞ্চারী—বাক্য, ভ্রূ-যুগল, চক্ষু এবং সত্ত্বভাব থেকে উৎপন্ন যে সব ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ব্যভিচারী ভাব বলে। এই ব্যভিচারী ভাবগুলি ভাবের গতিকে সঞ্চারণ করায় বলে তাদেরকে সঞ্চারী ভাবও বলে।

সঞ্চারীভাব তেত্রিশটি। যথা — নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ। এইসব সঞ্চারী ভাবরূপ ভূষণ শ্রীরাধার সর্বাঙ্গে পূর্ণ।

[ছ]কিলকিঞ্চিতাদি ভাব — শ্রীরাধার অঙ্গের অলংকার-

সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।

প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল।।[ক] **১৩৭**

মধ্য-বয়স্থিতি সখী স্কন্ধে কর ন্যাস।

কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ।।[খ] **১৩৮**

নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব পর্যঙ্ক।

তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ।।[গ] **১৩৯**

স্বরূপ এবং মাধুর্যাদি গুণগুলি তাঁর গলার পুষ্পমালা।

এই ভাব যথাক্রমে কুড়িটি — হাব, ভাব, হেলা — এই তিনটি অঙ্গজ ; শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য — এই সাতটি অযত্নসিদ্ধ এবং লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত — এই দশটি স্বভাবজাত।

হাব — যা গ্রীবাভঙ্গি ও ভ্রূ নেত্রাদির বিকাশকারী তাকে হাব বলে।

ভাব — শৃঙ্গাররসে নির্বিকারচিত্তে রতিনামক স্থায়ীভাবের আবির্ভাব হলে, চিত্তের যে প্রথম বিকার জন্মে, তাকে ভাব বলে।

হেলা — হাব যদি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তবে তাকে হেলা বলে।

শোভা — রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের যে সৌন্দর্য, তাকে বলে শোভা।

কান্তি — কন্দর্পের তৃপ্তিজনিত উজ্জ্বল শোভাকে কান্তি বলে।

দীপ্তি — বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি দ্বারা যে কান্তি অতিশয়রূপে প্রকাশ পায়, তাকে দীপ্তি বলে।

মাধুর্য — সর্বাবস্থায় চেষ্টার মনোহারিত্বকে মাধুর্য বলে।

প্রগল্‌ভতা — সম্ভোগবিষয়ে যে নিঃশঙ্কত্ব, তাকে প্রগল্‌ভতা বলে।

ঔদার্য — সর্বাবস্থাতে যে বিনয় প্রদর্শন, তাকে ঔদার্য বলে।

ধৈর্য — উন্নত অবস্থায় চিত্তের স্থিরতাকে ধৈর্য বলে।

লীলা — রমণীয় বেশ ও ক্রিয়া দ্বারা প্রিয়ের যে অনুকরণ, তার নাম লীলা।

বিলাস — গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদির প্রিয়-সঙ্গমের জন্য তৎকালীন যে বিশিষ্টতা, তাকে বিলাস বলে।

বিচ্ছিত্তি — যে বেশরচনা অল্প হয়েও দেহকান্তির পুষ্টি সাধন করে থাকে, তাকে বিচ্ছিত্তি বলে।

বিভ্রম — প্রাণবল্লভের কাছে অভিসারকালে প্রবল মদনাবেগবশত মাল্যাদির যে অযথাস্থানে ধৃতি, তাকে বিভ্রম বলে।

কিলকিঞ্চিত — হর্ষহেতুক গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ — এই সাতটির এককালীন উদয়কে কিলকিঞ্চিত বলে।

মোট্টায়িত — কান্তের স্মরণ ও বার্তাদি শ্রবণে সেই কান্তবিষয়ক স্থায়ীভাবের ভাবনাদ্বারা হৃদয়ে যে অভিলাষের জন্ম হয়, তাকে মোট্টায়িত বলে।

কুট্টমিত — অধরাদি গ্রহণ করলে হৃদয়ে আনন্দ হলেও সম্ভ্রমবশত ব্যথিতের মত যে বাহ্যিক ক্রোধ প্রকাশ, তাকে কুট্টমিত বলে।

বিব্বোক — গর্ব বা মানবশত কান্তের প্রতি বা কান্তদত্ত বস্তুর প্রতি যে অনাদর, তাকে বিব্বোক বলে।

ললিত — যাতে অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গী, সৌকুমার্য ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাকে ললিত বলে।

বিকৃত — লজ্জা, মান, ঈর্ষাদির দ্বারা যে স্থানে বিবক্ষিত বিষয় বলা হয় না, কিন্তু চেষ্টাদ্বারা প্রকাশিত হয়, তাকে বিকৃত বলে।

গুণশ্রেণী — শ্রীরাধার গুণ — মাধুর্য, নববয়স, অপাঙ্গের চঞ্চলতা, উজ্জ্বল-স্মিতত্ব, মনোহর-সৌভাগ্যরেখা-যুক্তত্ব, গন্ধোন্মাদিত-মাধবত্ব, সংগীত-প্রবরাভিজ্ঞত্ব, রম্যবচন, নর্মপাণ্ডিত্য, বিনীতত্ব, করুণাপূর্ণত্ব, বিদগ্ধতা, পটুতা, লজ্জাশীলতা, সুমর্যাদা, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, সুবিলাসতা, মহাভাব-পরমোৎকর্ষতৃষ্ণা-শালিত্ব, গোকুল প্রেম-বসতিত্ব, জগৎশ্রেষ্ঠ কীর্তিত্ব, গুরুজনে অর্পিত গুরুস্নেহত্ব, সখী-প্রণয়বশত্ব, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যত্ব, সর্বদাই বচনাধীন-কেশবত্ব। এর মধ্যে প্রথম ছয়টি গুণ কায়িক, পরের তিনটি গুণবাচক, তারপরের দশটি মানসিক, তার পরের ছয়টি গুণ পরসম্বন্ধগামী। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীরাধার আরও অনন্ত গুণ আছে।

[ক]সৌভাগ্যতিলক — স্বামীর কাছ থেকে অত্যধিকরূপে আদর পাওয়াকেই সুন্দরী স্ত্রীদের সৌভাগ্য বলে। অর্থাৎ শ্রীরাধার কপালে শ্রীকৃষ্ণের আদররূপ সৌভাগ্য প্রকাশ পেত।

প্রেমবৈচিত্ত্য — প্রিয়জনের নিকটে থেকেও প্রেমের উৎকর্ষতাবশত বিচ্ছেদবুদ্ধিতে যে পীড়া, তাকে প্রেম বৈচিত্ত্য বলে।

[খ]নিত্য কৈশোররূপা (বারো থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত) প্রিয় সখীর কাঁধে শ্রীরাধার নিজের হাত রেখে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মনোবৃত্তিতে মগ্ন।

[গ]নিজের অঙ্গসৌরভরূপ ঘরে গর্বরূপ পালঙ্কে সদা কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন।

কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কানে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে॥[ক] ১৪০
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু-পান[খ]।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম॥ ১৪১
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ পূর্ণ-কলেবর॥ ১৪২

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে একাদশসর্গে
দ্বাবিংশাধিকশততমঃ শ্লোকঃ

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ
বাঞ্ছাপূর্ত্যৈ প্রভবতি হরেঃ রাধিকৈকা ন চান্যাঃ॥ ৪০

অন্বয়—কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) ; **প্রণয়জনিভূঃ কা** (প্রণয়ের উদ্ভবভূমি কে ?) ; **একা শ্রীমতী রাধিকা** (একমাত্র শ্রীমতী রাধিকা) ; **অস্য প্রেয়সী কা** (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী কে ?) ; **অনুপমগুণা একা রাধিকা** (অতুলনীয়গুণা একমাত্র শ্রীরাধিকা) ; **ন চ অন্যা** (অন্য কেহ নহেন) ; **অস্যাঃ কেশে** (এই শ্রীরাধার কেশরাশিতে) ; **জৈহ্ম্যং** (কুটিলতা) ; **দৃশি তরলতা** (দৃষ্টিতে চঞ্চলতা) ; **কুচে নিষ্ঠুরত্বং** (স্তনে কঠিনতা) ; **একা রাধিকা** (একমাত্র শ্রীরাধাই) ; **হরেঃ বাঞ্ছাপূর্ত্যৈ প্রভবতি** (শ্রীকৃষ্ণের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থা হন) ; **ন চ অন্যা** (অন্য কেহ নহেন)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় উদ্ভবভূমি কে ?

—একমাত্র শ্রীমতী রাধিকা।

—কে এঁর প্রেয়সী ?

—অতুলনীয় গুণসম্পন্না একমাত্র শ্রীরাধিকা আর কেউ নন। এই শ্রীরাধার কেশে কুটিলতা, দৃষ্টিতে চঞ্চলতা ও স্তনে কঠিনতা ; একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সব বাসনা পূর্ণ করতে পারেন—অন্য কেউ নন।

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁঞি কলা[গ] বিলাস শিখে ব্রজরামা॥ ১৪৩
যাঁর সৌন্দর্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥ ১৪৪
যাঁর সদগুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥ ১৪৫
প্রভু কহে—জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহ দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব॥ ১৪৬
রায় কহে —কৃষ্ণ হয়েন ধীর-ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত॥ ১৪৭

[ক]অবতংস—কর্ণভূষণ।

প্রবাহ বচনে — শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের কথাই শ্রীরাধার বচনে প্রবাহিত হতে থাকে।

[খ]শ্যামরস-মধুপান — শৃঙ্গার-রসের অনুভব করান ; শৃঙ্গার রসের বর্ণ শ্যাম।

[গ]কলা—নৃত্য-গীতাদি চৌষট্টি বিদ্যা। যথা—(১) গীত (২) বাদ্য (৩) নৃত্য (৪) নাট্য (৫) আলেখ্য (৬) বিশেষকচ্ছেদ্য (৭) তণ্ডুল-কুসুম-বালি-বিকার (৮) পুষ্পাস্তরণ (৯) দশন-বসনাঙ্গরাগ (১০) মণিভূমিকা-কর্ম (১১) শয়ন-রচন (১২) উদক বাদ্য (১৩) চিত্রযোগ (১৪) মাল্যগ্রথনবিকল্প (১৫) শেখরাপীড়যোজন (১৬) নেপথ্যযোগ (১৭) কর্ণপত্রভঙ্গ (১৮) সুগন্ধযুক্তি (১৯) ভূষণযোজন (২০) ঐন্দ্রজাল (২১) কৌচুমারযোগ (২২) হস্তলাঘব (২৩) চিত্রশাকাপূপভক্ষ্য বিকারক্রিয়া (২৪) পানকরস-রাগাসব-যোজন (২৫) সূচবায়কর্ম (২৬) সূত্রক্রীড়া (২৭) বীণাডমরুবাদ্যাদি (২৮) প্রহেলিকা (২৯) প্রতিমালা (৩০) দুর্বচকযোগ (৩১) পুস্তকবাচন (৩২) নাটকাখ্যায়িকাদর্শন (৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণ (৩৪) পট্টিকা বেত্রবাণবিকল্প (৩৫) তর্ককর্মসমূহ (৩৬) তক্ষণ (৩৭) বাস্তুবিদ্যা (৩৮) রূপ্যরত্ন পরীক্ষা (৩৯) ধাতুবাদ (৪০) মণিরাগজ্ঞান (৪১) আকারজ্ঞান (৪২) বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ (৪৩) মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধবিধি (৪৪) শুক-সারিকা-প্রলাপন (৪৫) উৎসাদন (৪৬) কেশমার্জন কৌশল (৪৭) অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন (৪৮) ম্লেচ্ছিতকুতর্ক বিকল্প (৪৯) দেশভাষাজ্ঞান (৫০) পুষ্পশকটিকা-নির্মিতি জ্ঞান (৫১) যন্ত্রমাতৃকা ধারণমাতৃকা (৫২) সম্পাট্য (৫৩) মানসীকাব্য ক্রিয়া (৫৪) অভিধানকোষ (৫৫) ছন্দোজ্ঞান (৫৬) ক্রিয়াবিকল্প (৫৭) ছলিতকযোগ (৫৮) বস্ত্রগোপন (৫৯) দ্যূতবিশেষ (৬০) আকর্ষক্রীড়া (৬১) বালক্রীড়নক (৬২) বৈনায়িকী বিদ্যার জ্ঞান (৬৩) বৈজয়িকী বিদ্যার জ্ঞান এবং (৬৪) বৈতালিকী বিদ্যার জ্ঞান।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে, ১ম বিভাবলহর্য্যাং ১২৩ শ্লোকঃ

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস-বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ ৪১

অন্বয়—বিদগ্ধঃ (বিদগ্ধ) ; **নবতারুণ্য** (নবযৌবনশালী) ; **পরিহাসবিশারদঃ** (পরিহাসপটু) ; **নিশ্চিন্তঃ** (নিরুদ্বেগচিত্ত) ; **প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ** (প্রায়শ প্রেয়সীর বশীভূত) ; **ধীরললিতঃ স্যাৎ** (ধীরললিত হন)।

অনুবাদ—যিনি বিদগ্ধ, নবযৌবনশালী, পরিহাসপটু, যিনি নিরুদ্বেগচিত্ত এবং প্রায়শই প্রেয়সীর বশীভূত, তাঁকে ধীরললিত নায়ক বলে।

রাত্রি-দিন কুঞ্জ-ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥ ১৪৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্য্যাং (১২৪)

বাচা সূচিতশর্বরীরতিকলা-
প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়-
ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলি-মকরী
পাণ্ডিত্যপারংগতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্
কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥ ৪২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬২)]

প্রভু কহে—'এই হয় আগে কহ আর'।
রায় কহে—'ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর'॥ ১৪৯
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত(ঙ) **এক হয়।**
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়॥ ১৫০
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥ ১৫১

তথাহি—গীতম্।(খ)

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ ১৫২
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥ ১৫৩
এ সখি ! সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥ ১৫৪
না খোঁজলুঁ দূতী না খোঁজলুঁ আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥ ১৫৫
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেম কি ঐছন রীতি॥ ১৫৬
বর্ধনরুদ্র নরাধিপমান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥ ১৫৭

(ঙ)প্রেম-বিলাস-বিবর্ত— প্রেমজনিত বিলাসের বিবর্ত। 'বিবর্ত' শব্দের তিন রকম অর্থ পাওয়া যায় — বিপরীত বা বৈপরীত্য, পরিপাক বা পরিপক্কতা এবং ভ্রম বা ভ্রান্তি। অর্থাৎ এর অর্থ হল— প্রেমজনিত বিলাসের পরিপক্কতা বা চরমোৎকর্ষতা। এই চরমোৎকর্ষ অবস্থায় ভ্রান্তি এবং বৈপরীত্য—এই দুটি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুতরাং প্রেমবিলাস বিবর্তেই বিলাস-মহত্ত্বের চরমতম বিকাশ—প্রেমেরও চরমতম বিকাশ অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাবের চরমতম বিকাশ—রাধা প্রেম মহিমারও চরমতম বিকাশ।

(খ)শব্দার্থ—পহিলহি—প্রথমে। রাগ—পূর্বরাগ।
নয়নভঙ্গ ভেল—চোখের পলক পড়তে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যেই হল বা জন্মাল।
অনুদিন—প্রতিদিন। অবধি—সীমা।
না গেল— পেল না। সো— সে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ।
রমণ—রতিকর্তা নায়ক। হাম—আমি অর্থাৎ শ্রীরাধা।
রমণী—রতিসম্পাদিনী নায়িকা। দুহুঁ—দুই জনার।
মনোভব—বাসনা ; কাম। পরস্পরকে সুখী করার বাসনা।
পেষল— পেষণ করে একত্র করল।
প্রেমকাহিনী — প্রেমের কথা। কানুঠামে — শ্রীকৃষ্ণের নিকটে। কহবি —বলবে। বিছুরহ জানি —যেন বিস্মৃত হয়ো না। দুহুঁ কেরি মিলনে —আমাদের উভয়ের মিলন-ব্যাপারে। মধ্যত—মধ্যস্থ ছিলেন। পাঁচবাণ—পঞ্চশর বা কন্দর্প বা কাম। বিরাগ—অনুরাগশূন্য।
তুহুঁ ভেলি দূতী—তোমাকে দূতী হতে হল।
সুপুরুখ প্রেম কি—সুপুরুষের প্রেমের।
ঐছন রীতি—এইরূপ রীতি।

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাব প্রকরণে
১১০ শ্লোকঃ

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনীস্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রি-নিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥৪৩

অন্বয়—**অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে** (হে গোবর্ধন-নিকুঞ্জে স্বচ্ছন্দবিহারী !) ; **কৃতী শৃঙ্গারকারুঃ** (সুনিপুণ কামশিল্পী) ; **স্বেদৈঃ রাধায়াঃ ভবতশ্চ** (স্বেদদ্বারা শ্রীরাধার এবং তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) ; **চিত্তজতুনী** (চিত্তরূপ লাক্ষাকে) ; **ক্রমাৎ বিলাপ্য** (ক্রমে ক্রমে গলাইয়া) ; **নির্ধূতভেদ ভ্রমং যুঞ্জং** (উভয়ের ভেদভ্রম সম্যক্‌রূপে দূরীভূত করিয়া একীভূতভাবে মিলাইয়া) ; **ইহ ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্যোদরে** (এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাসাদমধ্যে) ; **চিত্রায়** (চিত্রিত করিবার নিমিত্ত) ; **ভূয়োভিঃ** (বহুল পরিমাণে) ; **নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ** (নবরাগরূপ হিঙ্গুল দ্বারা) ; **স্বয়ং অন্বরঞ্জয়ৎ** (স্বয়ং অনুরঞ্জিত করিয়াছেন)।

অনুবাদ—বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—হে গোবর্ধন গিরি-নিকুঞ্জবিহারী ! শ্রীরাধিকার ও তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদ (সাত্ত্বিক ভাবরূপ তাপ) দ্বারা ক্রমে ক্রমে গলিয়ে উভয়ের ভেদভ্রম দূরীভূত করে উভয়ের চিত্তকে একীভূত করে সুনিপুণ শৃঙ্গারশিল্পী এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাসাদের ভিতরভাগকে চিত্রিত করবার জন্য বহু পরিমাণ নবরাগ রূপ হিঙ্গুল (একরকম হলদে বস্তু) দিয়ে স্বয়ং তাকে অনুরঞ্জিত করেছেন।

প্রভু কহে—সাধ্যবস্তু-অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥ ১৫৮
সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহো নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥ ১৫৯
রায় কহে 'যে কহাও সেই কহি বাণী'।
কি কহয়ে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি॥ ১৬০
ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়া-নাটে হইবেক স্থির॥ ১৬১
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥ ১৬২
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥ ১৬৩
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥ ১৬৪
সখী-বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥ ১৬৫
সখীবিনু[ক] এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥ ১৬৬
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥ ১৬৭

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১০ সর্গে ১৭ শ্লোকঃ

বিভুরতি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥ ৪৪

অন্বয়—**ঈশঃ** (পরমেশ্বর) ; **চিদ্বিভূতীঃ ইব** (চিচ্ছক্তি ব্যতীত যেমন পুষ্টিলাভ করে না, তদ্রূপ) ; **রাধাকৃষ্ণয়োঃ ভাবঃ** (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব) ; **বিভুঃ সুখরূপঃ স্বপ্রকাশঃ** (মহান অতিশয় সুখরূপ স্বপ্রকাশ) ; **অপি** (হইয়াও) ; **স্বাঃ যাঃ ঋতে** (স্বীয় যে সখীগণ ব্যতীত) ; **ক্ষণং অপি রসপুষ্টিং ন প্রবহতি** (ক্ষণকালও রসপুষ্টি ধারণ করে না) ; **আসাং সখীনাং** (এই—সেই সখীগণের) ; **পদং** (চরণ) ; **কঃ রসজ্ঞঃ ন শ্রয়তি** (কোন রসিক ব্যক্তি আশ্রয় করেন না) ?

অনুবাদ—পরমেশ্বর মহান, সর্বব্যাপী মহিমময় হয়েও যেমন চিৎশক্তি ছাড়া পুষ্টিলাভ করেন না, তেমনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমভাব মহান, অতিশয় সুখরূপ এবং স্বপ্রকাশ হয়েও নিজ সখীছাড়া ক্ষণকালের জন্যও রসপুষ্টি লাভ করে না। অতএব, কোন রসিক ব্যক্তি

[ক]সখী ব্যতীত অন্য কারও রাধাকৃষ্ণের নিগূঢ়লীলায় প্রবেশাধিকার নেই। সুতরাং সখীদের আনুগত্য স্বীকার করে যিনি ভজন করেন, তিনিই সেবা-মধ্যে শ্রেষ্ঠবস্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার অধিকার পেতে পারেন। এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই।

এমন সখীদের চরণ আশ্রয় না করেন ?

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥ ১৬৮
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥ ১৬৯
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তাঁর পল্লব পুষ্প পাতা॥ ১৭০
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥[ক] ১৭১

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১০ সর্গে ১৬ শ্লোকঃ

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদ-
বিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়-
দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরস-
নিচয়ৈ-রুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণ-
মধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্॥ ৪৫

অন্বয়—ব্রজকুমুদবিধোঃ (ব্রজকুমুদচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের) ; **হ্লাদিনীনামশক্তেঃ** (হ্লাদিনীনাম্নী শক্তির) ; **সারাংশ প্রেমবল্ল্যাঃ** (সারাংশরূপ প্রেমলতা সদৃশী) ; **শ্রীরাধিকায়াঃ সখ্যঃ** (শ্রীরাধিকার সখীগণ) ; **কিশলয়-দল-পুষ্পাদিতুল্যাঃ** (নবপল্লব, পত্র ও পুষ্পাদির তুল্য) ; **স্বতুল্যাঃ** (এবং শ্রীরাধিকার নিজের তুল্য) ; [অতঃ] (অতএব) ; **কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈঃ** (শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতরূপ জলরাশি দ্বারা) ; **অমুষ্যাং** (ওই শ্রীরাধা) ; **সিক্তায়াং উল্লসন্ত্যাং** (সিক্তা এবং উল্লাসযুক্তা হইলে) ; **স্বসেকাৎ** (নিজ সেচন অপেক্ষা) ; **শতগুণম্ অধিকং** (শতগুণ অধিক) ; **জাতোল্লাসাঃ সন্তি** (উল্লাসিতা হন) ; **যৎ তৎ ন চিত্রং** (এই যাহা তাহা বিচিত্র নহে)।

অনুবাদ—ব্রজকুমুদগণের (ব্রজসুন্দরীগণের) পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীনাম্নী শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ লতা হলেন শ্রীরাধিকা ; আর তাঁর সখীরা হলেন সেই লতার পল্লব, পুষ্প, পাতা এবং তাঁরা রাধিকারই তুল্য। তাই কৃষ্ণলীলামৃতরূপ জলসেচে শ্রীরাধা সিক্ত এবং উল্লসিত হলে, তাঁদের নিজ সেকজনিত যে সুখ তারচেয়েও যে শতগুণ সুখ জন্মাবে, তা আর আশ্চর্য কি ?

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥ ১৭২
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥ ১৭৩
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রসপুষ্ট।
তাঁ-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥ ১৭৪
সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম॥[খ] ১৭৫

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং (২।১৪৩)

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ৪৬

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৬)]

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য গোপীভাব বর্য॥[গ] ১৭৬

[ক]শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-কল্পলতা-স্বরূপ। সখীগণ এই লতার পত্র ও পুষ্পস্বরূপ। লতার মূলে জলসেচন করলেই পত্র ও পুষ্প যেমন অধিক সতেজ হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের ক্রীড়ায় সখীদের যে সুখ হতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার ক্রীড়ায় তাঁদের তার চেয়ে অনেক বেশি সুখ হয়ে থাকে।

[খ]শ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গম করে শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য যে আনন্দ পান, সখীদের সঙ্গে সঙ্গম করিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুখ দেখে তার চেয়েও কোটিগুণ বেশি সুখ অনুভব করেন। শ্রীরাধা ও সখীদের শ্রীকৃষ্ণের সুখ উৎপাদনে এই পারস্পরিক স্বসুখ বাসনাহীন প্রেমই 'বিশুদ্ধপ্রেম'—এই প্রেমে কামের গন্ধমাত্রও নেই, এই প্রেম প্রাকৃতও নয়। তবে অপ্রাকৃত অলৌকিক হলেও প্রাকৃত বা লৌকিক কামক্রীড়ার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে গোপীপ্রেমকে কাম বলা হয় ; আসলে তা কাম নয়—বিশুদ্ধ প্রেম।

[গ]বর্য—শ্রেষ্ঠ।

নিজেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥ ১৭৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৪৭

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৭)]

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম লোক ত্যজি সেই কৃষ্ণে ভজয়॥ ১৭৮
রাগানুগা মার্গে[ক] তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১৭৯
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥ ১৮০
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ[খ]।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১৮১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ভগবন্তং প্রতি শ্রুতিবাক্যম্

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥ ৪৮

অন্বয়—**নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ** (প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া দৃঢ় যোগযুক্ত) ; **মুনয়ঃ হৃদি** (মুনিগণ হৃদয়ে) ; **যৎ উপাসতে** (যাহা—যে নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করে) ; **অরয়ঃ অপি** (শত্রুগণও) ; **তে স্মরণাৎ** (তোমার, ভগবদ্ বিগ্রহের স্মরণ প্রভাবে) ; **তৎ যযুঃ** (তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে) ; **উরগেন্দ্র ভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ** (নাগরাজের দেহতুল্য বাহু-দণ্ডে আসক্তবুদ্ধি) ; **স্ত্রিয়ঃ যৎ অঙ্ঘ্রিসরোজসুধা** (স্ত্রীগণ—তোমার নিত্যকান্তাগণ যে চরণকমলের অমৃত) ; **[হৃদি উপাসতে]** (বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন) ; **সমদৃশঃ** (তুল্যদৃষ্টি) ; **বয়ং অপি সমাঃ** (আমরাও—শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ, গোপী দেহপ্রাপ্তিবশত তাঁহাদের তুল্য)।

অনুবাদ—শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম করে কঠোর যোগসাধনা করে মুনিগণ হৃদয়-মধ্যে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করেন, কেবল শত্রুভাবে চিন্তা করেই তোমার শত্রুগণও সেই তত্ত্ব লাভ করেছে। আর সাপের মতো সুগঠিত তোমার প্রকাণ্ড বাহু দুটির আলিঙ্গন পাবার জন্য আকুল শ্রীরাধিকাদি তোমার নিত্যকান্তাগণ তোমার চরণকমলের অমৃত বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন, আমরা তাঁদের অনুগত হয়েই তা লাভ করেছি।

'সমদৃশ'-শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি।
'সমা'-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ প্রাপ্তি॥[গ] ১৮২
'অঙ্ঘ্রি-পদ্মসুধা' কহে কৃষ্ণ-সঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥[ঘ] ১৮৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২১)

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ৪৯

অন্বয়—**অয়ং ভগবান্ গোপিকাসুতঃ** (এই ভগবান যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ; **ভক্তিমতাং যথা সুখাপঃ** (ভক্তিমানদের পক্ষে যেমন সুখলভ্য) ; **দেহিনাং জ্ঞানিনাং** (দেহাভিমানীদের দেহাভিমানশূন্য

[ক]রাগানুগা মার্গ—রাগানুগা ভক্তি। অভিলষিত বস্তুতে স্বভাবসিদ্ধ যে পরম-আবিষ্টতা, তাকে রাগ বলে। সেই রাগময়ী যে ভক্তি, তাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। এই ভক্তি একমাত্র ব্রজবাসীজনেই বিরাজিত। এই ভক্তি নিত্য সিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে অনাদিসিদ্ধরূপে নিত্য বিরাজিত। এই ভক্তি সাধন দ্বারাও লাভ করা যায় না। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তার নাম রাগানুগা ভক্তি।

[খ]শ্রুতিগণ—শ্রুতি-অভিমানিনী দেবতাগণ।

[গ]সমদৃশ—গোপীদের ভাবের অনুগত ভাব নিয়ে ভজন করেন যাঁরা, তাঁরাই উক্ত শ্লোকে 'সমদৃশ' শব্দবাচ্য।

সমা—ভজনের দ্বারা গোপীত্ব প্রাপ্ত হয়ে ব্রজগোপীদের তুল্যরূপ পেয়েছেন যাঁরা, সেই শ্রুতিগণই গোপীদের সমাঃ।

[ঘ]অঙ্ঘ্রি পদ্মসুধা—চরণ-কমলের অমৃত।

বিধিমার্গ—বৈধিভক্তি।

জ্ঞানীদের) ; আত্মভূতানাং চ (এবং ব্রহ্মা-শিব-লক্ষ্মী-আদি শ্রীভগবানের আত্মভূত স্বরূপগণের পক্ষেও) ; ন তথা সুখাপঃ (তেমন সুখলভ্য নহেন)।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বললেন—এই যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমানদের পক্ষে যেমন সহজলভ্য, দেহাভিমানী, দেহাভিমানশূন্য জ্ঞানীদের পক্ষে, এমনকি ব্রহ্মা-শিব বা লক্ষ্মী আদি ভগবানের আত্মভূত স্বরূপগণের পক্ষেও তিনি তত সহজলভ্য নন।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার[ক]॥ ১৮৪
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ ১৮৫
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥ ১৮৬
তাহাতে দৃষ্টান্ত —লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১৮৭

তথাহি-শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে গোপীং প্রতি উদ্ধববাক্যম্

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৫০

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪১)]

এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥ ১৮৮
এই মত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্যে দোঁহে গেলা॥ ১৮৯
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিঞা।
রামানন্দ রায় কহে মিনতি করিঞা॥ ১৯০
মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহাঁ আগমন।
দিন দশ রহি শোধ[খ] মোর দুষ্ট মন॥ ১৯১
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে॥ ১৯২
প্রভু কহে—আইলাঙ শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥ ১৯৩
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস জ্ঞানের তুমি সীমা॥ ১৯৪
দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥ ১৯৫
নীলাচলে তুমি-আমি রহিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ১৯৬
এত বলি দোঁহে নিজ নিজ কার্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিঞা মিলিলা॥ ১৯৭
অন্যোন্যে মিলিয়া দোঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী[গ] করে আনন্দিত হঞা॥ ১৯৮
প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর।
এত মত সেই রাত্রি কথা পরস্পর॥ ১৯৯
প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা, বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥ ২০০
কীর্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥ ২০১
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যার সেই বড় ধনী॥ ২০২
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর॥ ২০৩
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যার—সেই মুক্ত-শিরোমণি॥ ২০৪
গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম॥ ২০৫
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিনা শ্রেয় নাহি আর॥ ২০৬
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ॥ ২০৭

[ক]রাধাকৃষ্ণের বিহার—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন-লীলা।
[খ]শোধ—সংশোধন কর।

[গ]প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী — তত্ত্বকথাদি সম্বন্ধে একজন প্রশ্ন করেন, আর একজন উত্তর দেন।

ধ্যেয়[ক]মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান॥ ২০৮
সর্ব ত্যজি জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন—যাঁহা লীলা রাস॥ ২০৯
শ্রবণ-মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন[খ]॥ ২১০
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য — যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম॥ ২১১
মুক্তি-ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি।
স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি॥[গ] ২১২
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥ ২১৩
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥ ২১৪
এই মত দুই জনের কৃষ্ণকথা-রসে।
নৃত্য গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে॥ ২১৫
দোঁহে নিজ নিজ কার্যে চলিলা বিহানে[ঘ]।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে॥ ২১৬

[ক]ধ্যেয় — ধ্যানের বস্তু। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ কমলের ধ্যানই জীবের শ্রেষ্ঠ ধ্যান।

[খ]কর্ণরসায়ন—কর্ণের তৃপ্তিদায়ক।

[গ]বৃক্ষ-পর্বতাদি স্থাবর দেহধারীরা প্রাকৃতিক নিয়মে সামান্য আনন্দ অনুভব করতে পারলেও যেমন আনন্দের বৈচিত্রী অনুভব করতে পারে না, ঠিক তেমন যাঁরা মুক্তি কামনা করেন অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁরা ব্রহ্মের আনন্দসত্তায় লীন হয়ে আনন্দমাত্র অনুভব করতে পারে বটে, কিন্তু ব্রহ্মে আনন্দ বৈচিত্রীর অভাববশত কোনো রকম আনন্দ বৈচিত্রীই অনুভব করতে পারে না। এদেরকে অরসজ্ঞ কাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

আর যাঁরা ভক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁরা নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থেকে সেবা করতে পারেন এবং বিবিধ বৈচিত্রীময় লীলারস আস্বাদন করে আনন্দ বৈচিত্রী অনুভব করতে পারেন। এঁদেরকে রসজ্ঞ কোকিলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

[ঘ]বিহানে—প্রাতঃকালে।

ইষ্ট-গোষ্ঠী কৃষ্ণ কথা কহি কথোক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন॥ ২১৭
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥ ২১৮
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পঢ়াইল নারায়ণ॥ ২১৯
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে॥[ঙ] ২২০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১)

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ ৫১

অন্বয়—**অর্থেষু** (সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই) ; **অন্বয়াৎ** (যাঁহার সম্বন্ধবশত অর্থাৎ যিনি সৎ-স্বরূপে আছেন বলিয়াই ওই সকল বস্তুর প্রতীতি জন্মিতেছে) ; **ইতরতঃ চ** (এবং অন্য প্রকারেও অকার্যসমূহে, অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তাহার উপলব্ধি হইতেছে না) ; **অস্য জন্মাদি** (ইহার—এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ) ; **যতঃ** (যাঁহা হইতে) ; [ভবতি] (হয়) ; [যঃ] (যিনি) ; **অভিজ্ঞঃ স্বরাট্** (সর্বজ্ঞ স্বতন্ত্র ঈশ্বর) ; **যৎ সূরয়ঃ মুহ্যন্তি** (যাহাতে বা যে বেদে জ্ঞানিগণ মুগ্ধ হন) ; **[তৎ] ব্রহ্ম** (সেই বেদ) **আদিকবয়ে হৃদা** (ব্রহ্মাকে হৃদয়ের দ্বারা) ; [যঃ] (যিনি) ; **তেনে** (প্রকাশিত করিয়াছেন) ; **যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ** (যেরূপ তেজ জল বা মৃত্তিকা-বিকার কাচের বিনিময়) ; **যত্র** (যাঁহাতে—যাঁহার সত্যতায়) ; **ত্রিসর্গঃ** (সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতাদি) ; **অমৃষা** (সত্য—বস্তুত মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে) ; **স্বেন ধাম্না** (স্বীয় তেজঃ প্রভাবে) ; **সদা নিরস্তকুহকং** (যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়াজনিত উপাধি-সম্বন্ধ সর্বদা নিরস্ত হইয়াছে, সেই) ; **সত্যং পরং ধীমহি** (সত্যস্বরূপ

[ঙ]শ্রীনারায়ণ অন্তর্যামী রূপে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করেন।

পরমেশ্বরকে ধ্যান করি)।

অনুবাদ—সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই যিনি সৎ-স্বরূপে বর্তমান আছেন বলে ওইসব বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে এবং অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যাবস্তুতে নেই বলে তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে না ; সুতরাং এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ যিনি ; যিনি সর্বজ্ঞ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর ; এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হন, সেই বেদ যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করেছেন ; এবং তেজ, জল বা মৃত্তিকাদির বিকার স্বরূপ কাচের জিনিসে ওই বস্তু সমূহের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রমস্বরূপ সত্য বলে মনে হয় (অর্থাৎ মরুভূমিতে দূরের বালিকে জল মনে হয়, অনেক সময় কাচকেও জল বলে মনে হয়।) তেমনি যাঁর সত্যতায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা বস্তুত মিথ্যা হয়েও সত্য স্বরূপে প্রতীত হচ্ছে এবং যিনি নিজ তেজপ্রভাবে মায়াকে দূরীভূত করে মায়াতীত হয়েছেন, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি।

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥ ২২১
পহিলে[ক] দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥ ২২২
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা[খ]।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব-অঙ্গ ঢাকা॥ ২২৩
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥ ২২৪
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥ ২২৫
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥ ২২৬
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥ ২২৭
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥ ২২৮

[ক]পহিলে—প্রথমে।
[খ]কাঞ্চন-পঞ্চালিকা—সোনার প্রতিমা।

তথাহি-শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫) শ্লোকঃ

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫২

অন্বয় —**যঃ সর্বভূতেষু আত্মনঃ** (যিনি সকল প্রাণীতে নিজের উপাস্য) ; **ভগবদ্ভাবং পশ্যেৎ** (শ্রীভগবানের বিদ্যমানতা দেখেন) ; **আত্মনি ভগবতি ভূতানি** (স্বীয় উপাস্য ভগবানে প্রাণীসকলকে) ; [**পশ্যেৎ**] (দর্শন করেন) ; **এষ ভাগবতোত্তমঃ** (তিনিই ভাগবতোত্তম)।

অনুবাদ—যিনি সকল জীবের মধ্যে নিজের উপাস্য শ্রীভগবানকে বিদ্যমান দেখেন এবং যিনি নিজের উপাস্য ভগবানেও সকল প্রাণীকে দেখতে পান, তিনিই ভাগবতোত্তম অর্থাৎ ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৫।৯) শ্লোকঃ

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥ ৫৩

অন্বয়—**পুষ্পফলাঢ্যাঃ** (পুষ্পফলপরিপূর্ণ) ; **প্রণতভারবিটপাঃ** (ভারাবনত বৃক্ষ) ; **প্রেমহৃষ্টতনবঃ** (প্রেমপুলকিত দেহ) ; **বনলতাঃ তরবঃ** (বনলতা এবং তরুসকল) ; **আত্মনি** (নিজেদের মধ্যে) ; **বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ ইব** (ভগবান বিষ্ণুকে অনুভব করিয়াই যেন) ; **মধুধারা ববৃষুঃ** (মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল) ; **স্ম** (কী আশ্চর্য)।

অনুবাদ—ফলফুল পরিপূর্ণ, ভারাবনত বৃক্ষ এবং প্রেমপুলকিত দেহ বনলতা ও তরুসকল নিজেদের মধ্যে ভগবান বিষ্ণু বিরাজ করছেন, যেন এই কথা প্রকাশ করেই আনন্দে মধুধারা বর্ষণ করছে—কী আশ্চর্য !

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥ ২২৯
রায় কহে—তুমি প্রভু ছাড় ভারিভূরি[গ]।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥ ২৩০

[গ]ভারিভূরি—কপটতা, চতুরালি।

রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥ ২৩১
নিজ গূঢ়কার্য তোমার প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥ ২৩২
আপনি আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর, তোমার কোন্ ব্যবহার॥ ২৩৩
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ[ক]॥ ২৩৪
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥ ২৩৫
প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি করাইলা চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥ ২৩৬
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন॥ ২৩৭
মোর তত্ত্বলীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে॥ ২৩৮
গৌর অঙ্গ নহে, মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥[খ] ২৩৯
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য-রস করি আস্বাদন॥ ২৪০
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্বকর্ম॥ ২৪১
গুপ্ত রাখিহ কাহাঁ না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল[গ]চেষ্টা—লোকে উপহাস॥ ২৪২
আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায়-আমায় হই সমতুল॥ ২৪৩
এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ২৪৪
নিগূঢ় ব্রজের রসলীলার বিচার।
অনেক কহিল তার না পাইল পার॥ ২৪৫
তামা কাঁসা রূপা সোনা রত্ন-চিন্তামণি[ঘ]।
কেহ যেন পোঁতা কাঁহা পায় এক খনি॥ ২৪৬
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায়॥ ২৪৭
আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা॥ ২৪৮
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে॥ ২৪৯
দুই জনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ২৫০
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিলা শয়ন॥ ২৫১
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্[ঙ]।
তাঁরে নমস্করি প্রভু করিলা প্রয়াণ[চ]॥ ২৫২
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত।
প্রভু দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজমত॥ ২৫৩
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল॥ ২৫৪
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন॥ ২৫৫
সহজে চৈতন্যচরিত ঘনদুগ্ধপুর।
রামানন্দ-চরিত তাহে খণ্ড[ছ] প্রচুর॥ ২৫৬
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাহে কর্পূর-মিলন।

[ক]রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ —'রসরাজ' অর্থাৎ অপ্রাকৃত-শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ এবং 'মহাভাব' অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা— এই দুয়ের মিলিত এক অপূর্বরূপ।

[খ]শ্রীরাধা নিজ অঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে ঢেকে আছেন বলে বর্তমানে তাঁর (শ্রীচৈতন্যের) গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তি ; বাস্তবিক তাঁর বর্ণ গৌর নয়, কৃষ্ণ বর্ণ। আর শ্রীরাধাও ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাউকেও স্পর্শ করেন না।

[গ]বাতুল—পাগল।

[ঘ]তামা কাঁসা রূপা ..... — তামা থেকে কাঁসা, কাঁসা থেকে রূপা...... যেমন উৎকর্ষ, তেমনি বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে মহাভাব পর্যন্ত সাধ্যবস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ।

[ঙ]হনুমান—শ্রীহনুমানের বিগ্রহ।

[চ]প্রয়াণ—গমন।

[ছ]খণ্ড—মিছরি বা রাঢ়দেশে প্রসিদ্ধ গুড় বিশেষ।

ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন॥ ২৫৭
যেই ইহা একবার পিয়ে[ক] কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে॥ ২৫৮
সর্বতত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে॥ ২৫৯
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হইতে।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিতে॥ ২৬০

[ক]পিয়ে—পান করে।

অলৌকিক-লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর॥ ২৬১
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচরণ।
যাহার সর্বস্ব—তারে মিলে এই ধন॥ ২৬২
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥ ২৬৩
দামোদর-স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন-লীলা করিল প্রচারে॥ ২৬৪
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৬৫

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দ-রায়সঙ্গোৎসবো নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নানামতগ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥ ১

অন্বয়—সঃ গৌরঃ (সেই শ্রীগৌরাঙ্গ) ; নানামত গ্রহগ্রস্তান্ (নানা মতবাদরূপ কুম্ভীর গ্রাসে কবলিত) ; দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ (দাক্ষিণাত্যবাসী জনগণরূপ হস্তিগণকে) ; কৃপারিণা বিমুচ্য (কৃপারূপ চক্রদ্বারা বিমুক্ত করিয়া) ; এতান্ বৈষ্ণবান্ চক্রে (তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—সেই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু নানা মতবাদরূপ কুমিরের গ্রাসে কবলিত দাক্ষিণাত্যবাসী জনগণরূপ হস্তিগণকে কৃপারূপ চক্রদ্বারা বিমুক্ত করে তাঁদের বৈষ্ণব করেছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
দক্ষিণ-গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ[ক]।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন॥ ২
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই-ছলে সেই-দেশের লোক নিস্তারিল॥ ৩
তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম করিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফেরি[খ]॥ ৪
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥ ৫
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দর্শন।
যে গ্রামে যায় সেই গ্রামের যতজন॥ ৬
সভেই বৈষ্ণব হয় কহে 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি॥ ৭
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহো জ্ঞানী কেহো কর্ম্মী পাষণ্ডী অপার॥ ৮
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে॥ ৯
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহো তত্ত্ববাদী কেহো হয় শ্রীবৈষ্ণব॥[গ] ১০
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল লয় কৃষ্ণ নামে॥ ১১

তথাহি—

রামরাঘব রামরাঘব রামরাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব রক্ষ মাম্॥ ২

এই শ্লোক পথে পঢ়ি করিলা প্রয়াণ[ঘ]।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই কৈল তাঁহা স্নান॥ ১২
মল্লিকার্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল॥ ১৩
দাসরাম মহাদেবে করিল দর্শন।
অহোবল নৃসিংহেরে করিলা গমন॥ ১৪
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি।
সিদ্ধিবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি॥ ১৫
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্তবন।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥ ১৬
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
রামনাম বিনা অন্য বাণী না কহয়॥ ১৭
সেই দিন তার ঘরে রহিলা ভিক্ষা করি।
তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি॥ ১৮
স্কন্দক্ষেত্রতীর্থে কৈল স্কন্দ দরশন।
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম॥[ঙ] ১৯
পুন সিদ্ধিবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে॥ ২০
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।

[ক]বিলক্ষণ—অদ্ভুত, অসাধারণ।

[খ]ফেরাফেরি—গমনাগমন।

[গ]তত্ত্ববাদী—সকল বস্তুই সত্য, কিছুই মিথ্যা নয়—এই তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের তত্ত্ববাদী বলা হত। এঁরা মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত ; এঁদের উপাস্য শ্রীনারায়ণ।

শ্রীবৈষ্ণব— শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ; এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা রামানুজ। এঁদের উপাস্য লক্ষ্মীনারায়ণ।

[ঘ]প্রয়াণ—গমন।

[ঙ]স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়।

ত্রিবিক্রম—বামনদেব।

কহ বিপ্র ! এই তোমার কোন দশা হৈল॥ ২১
পূর্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম।
এবে কেনে নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম॥ ২২
বিপ্র কহে—এই তোমার দর্শনপ্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব॥ ২৩
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥ ২৪
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল॥ ২৫
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়॥ ২৬

তথাহি—পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য
শতনামস্তোত্রে ৮ শ্লোকঃ

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥ ৩

অন্বয়—যোগিনঃ (যোগিগণ) ; **অনন্তে সত্যানন্দে** (অনন্ত মহিমময় সত্যানন্দস্বরূপ) ; **চিদাত্মনি রমন্তে** (আত্মা অন্তর্যামীতে রমণ করেন) ; **ইতি রামপদেন** (এইজন্য রাম এই শব্দ দ্বারা) ; **অসৌ পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে** (এই পরব্রহ্মই অভিহিত হন)।

অনুবাদ—যাঁর মহিমা অনন্ত, যিনি সত্যানন্দস্বরূপ, যিনি চৈতন্যময় পরমাত্মা, তাঁর ধ্যানেই যোগিগণ রমণ করেন অর্থাৎ আনন্দ পান বলে সেই পরম ব্রহ্মকেই 'রাম' নামে অভিহিত করা হয়।

তথাহি—মহাভারতে উদ্যোগপর্বণি ৭১ অধ্যায়ে
চতুর্থশ্লোকস্য শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায়াম্

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইতিভিধীয়তে॥ ৪

অন্বয় —কৃষিঃ শব্দঃ (কৃষিধাতু) ; **ভূবাচকঃ** (সত্তাবাচক) ; **ণঃ চ নির্বৃতিবাচকঃ** (এবং ণ-ও আনন্দবাচক) ; **তয়োঃ ঐক্যং** (এই কৃষিধাতুর এবং ণ-কারের মিলনই) ; **পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইতি অভিধীয়তে** (পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ এই নামে অভিহিত হন)।

অনুবাদ— 'কৃষি' সত্তাবাচক ধাতু ; আর ণ আনন্দ-বাচক —এই উভয়ের মিলনই পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ নামে অভিহিত হন।

পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।
পুন আর-শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল॥ ২৭

তথাহি—পদ্মপুরাণে, উত্তরখণ্ডে বৃহদ্বিষ্ণু-সহস্রনাম-
স্তোত্রে (৭২।৩৩৫)

রাম-রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ ৫

অন্বয়—হে বরাননে (হে পার্বতী) ; **সহস্র নামভিঃ তুল্যং রামনাম** (বিষ্ণুর সহস্রনামের সমান রাম নাম) ; **[অতঃ]** (অতএব) ; **রাম রাম ইতি রাম ইতি** (রাম রাম রাম এইরূপে) ; **[সঙ্কীর্ত্য]** (সংকীর্তন করিয়া) ; **মনোরমে রামে রমে** (মনোরম রামচন্দ্রে রমণ করি অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করি)।

অনুবাদ—মহাদেব পার্বতীকে বললেন—হে পার্বতী ! রামনাম বিষ্ণুর সহস্র নামের সমান ; আমি তাই সর্বদা 'রাম রাম রাম' এইরূপ সংকীর্তন করে মনোরম রামচন্দ্রে রমণ করি অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করি।

তথাহি—শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ২৫৮
শ্লোকধৃত-লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে ৫।৩৫৪
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ ৬

অন্বয়—পুণ্যানাং (পবিত্র) ; **সহস্রনাম্নাং** (বিষ্ণুসহস্রনামের) ; **ত্রিঃ আবৃত্ত্যাতু যৎ ফলং** (তিনবার আবৃত্তি দ্বারা যে ফল হয়) ; **এক আবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য** (একবার মাত্র আবৃত্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের) ; **একং নাম** (একটি নাম) ; **তৎ প্রযচ্ছতি** (সেই ফল দান করে)।

অনুবাদ— পবিত্র বিষ্ণুসহস্রনাম তিনবার পাঠ করলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম একবার মাত্র পাঠ করলেও সেই ফল হয়।

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার॥ ২৮
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি দিন গাই॥ ২৯

তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণ নাম আইল।
তাঁহার মহিমা এই মনেতে লাগিল॥ ৩০
'সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ' ইহা নির্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল॥ ৩১
তাঁরে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈল শিব-দরশনে॥ ৩২
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥ ৩৩
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে॥ ৩৪
গোঁসাঞির সৌন্দর্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সভে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সব দেশ॥ ৩৫
তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম[ক]॥ ৩৬
নিজ নিজ শাস্ত্রে সভে উদ্গ্রাহে[খ] প্রচণ্ড।
সর্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥ ৩৭
সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো না পারে খণ্ডিতে॥ ৩৮
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণ দেশ॥ ৩৯
পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা।
গর্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা॥ ৪০
বৌদ্ধাচার্য মহাপণ্ডিত নিজ নব মতে।
প্রভু-আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিল কহিতে॥ ৪১
যদ্যপি অসম্ভাষ্য[গ] বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব খণ্ডাইতে॥ ৪২
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে[ঘ]।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে॥ ৪৩
বৌদ্ধাচার্য নব প্রস্তাব সব উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥ ৪৪
দার্শনিক পণ্ডিত সভাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধের হৈল লজ্জাভয়॥ ৪৫
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেলা।
সর্ববৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা॥ ৪৬
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু-আগে আনিল 'বিষ্ণুপ্রসাদ' বলিয়া॥ ৪৭
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি অন্নসহ থালী লঞা গেল॥ ৪৮
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য[ঙ] হইয়া।
বৌদ্ধাচার্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া॥ ৪৯
তেরছে[চ] পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মূর্ছিত হইয়া আচার্য ভূমিতে পড়িল॥ ৫০
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সভে আসি প্রভুপদে লইল শরণ॥ ৫১
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু, করহ প্রসাদ॥ ৫২
প্রভু কহে—সভে কহ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি'।
গুরুকর্ণে কহ 'কৃষ্ণনাম উচ্চ করি'॥ ৫৩
তোমা সভার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ-সংকীর্তন॥ ৫৪
গুরু কর্ণে কহে, কহ 'কৃষ্ণ রাম হরি'।
চেতন পাইল আচার্য উঠে 'হরি' বলি॥ ৫৫
'কৃষ্ণ' বলি আচার্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥ ৫৬
এই মতে কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্ধান কৈল কেহো না পায় দর্শন॥ ৫৭
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী-ত্রিমল্লে।

[ক]পুরাণ আগম—শিবপুরাণাদি এবং তন্ত্র।

[খ]উদ্গ্রাহে—নিজ নিজ শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করে তর্ক করে।

[গ]অসম্ভাষ্য—আলাপের অযোগ্য ; কারণ এরা বেদবিরোধী ও ভক্তি বহির্মুখ।

[ঘ]নব মতে—বৌদ্ধদের নয়টি সিদ্ধান্ত ; যথা—১) বিশ্ব অনাদি সুতরাং ঈশ্বরবিহীন, ২) জগৎ মিথ্যা, ৩) অহংতত্ত্ব, ৪) জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, ৫) বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়, ৬) নির্বাণই পরমতত্ত্ব, ৭) বৌদ্ধদর্শনই দর্শন, ৮) বেদ মানব-চরিত এবং ৯) দয়াদি সদাচরণই বৌদ্ধজীবন।

[ঙ]অমেধ্য—অপবিত্র।

[চ]তেরছে—বক্রভাবে।

চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেঙ্কট-অচলে॥ ৫৮
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম-দর্শন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম-স্তবন॥ ৫৯
স্বপ্রভাবে লোক সব করিঞা বিস্ময়।
পানা-নরসিংহে[ক] আইলা প্রভু দয়াময়॥ ৬০
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥ ৬১
শিব-কাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ॥ ৬২
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন॥ ৬৩
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল॥ ৬৪
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল-হস্তিস্থান।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম॥ ৬৫
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন।
বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিল গমন॥ ৬৬
শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্কার করি।
পীতাম্বর শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি॥ ৬৭
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন॥ ৬৮
গো-সমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা বন্দন॥ ৬৯
'অমৃত-লিঙ্গ-শিব' আসি দর্শন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব 'বৈষ্ণব' করিল॥ ৭০
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন।
'শ্রীবৈষ্ণবগণ'[খ] সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ॥ ৭১
'কুম্ভকর্ণ কপালের' দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর॥ ৭২
পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন॥ ৭৩
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ॥ ৭৪
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান-নর্তন।
দেখি চমৎকার হইল সর্বলোক মন॥ ৭৫
শ্রীবৈষ্ণব এক—বেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥ ৭৬
নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ॥ ৭৭
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্মাস্য[গ] আসি প্রভু হৈল উপসন্ন॥ ৭৮
চাতুর্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে॥ ৭৯
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্ট-সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি-মাসে॥ ৮০
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্তন॥ ৮১
সৌন্দর্য প্রেমাবেশ দেখি সর্বলোক।
দেখিবারে আইসে সভার খণ্ডে দুঃখ শোক॥ ৮২
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে।
সভে কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুরে দেখিতে॥ ৮৩
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি বোলে আর।
সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার॥ ৮৪
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সভে কৈল নিমন্ত্রণ॥ ৮৫
এক এক দিনে চাতুর্মাস্য পূর্ণ হইল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল॥ ৮৬
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্তন[ঘ]॥ ৮৭
অষ্টাদশাধ্যায় পঢ়ে আনন্দ আবেশে।

[ক]পানা-নরসিংহ—এখানকার শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহের ভোগে কেবলই পানা অর্থাৎ সরবত দেওয়া হয় বলে তাঁকে পানা-নরসিংহ বলা হয়।

[খ]শ্রীবৈষ্ণব — শ্রীসম্প্রদায়ী অর্থাৎ রামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব।

[গ]চাতুর্মাস্য — শয়ন-একাদশী থেকে উত্থান-একাদশী পর্যন্ত চারমাস কাল চাতুর্মাস্য ব্রতের সময়।

[ঘ]গীতা-আবর্তন — শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আবৃত্তি।

অশুদ্ধ পড়েন, লোকে করে উপহাসে॥ ৮৮
কেহো হাসে কেহো নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হইয়া গীতা পড়ে আনন্দিত মনে॥ ৮৯
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন॥ ৯০
মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥ ৯১
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥ ৯২
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র(ক) শ্যামলসুন্দর॥ ৯৩
অর্জুনেরে কহিতেছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥ ৯৪
যাবৎ পঢ়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥ ৯৫
প্রভু কহে গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥ ৯৬
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন॥ ৯৭
তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
'সেই কৃষ্ণ তুমি' হেন মোর মনে লয়॥ ৯৮
কৃষ্ণ স্ফূর্তে তার মন হৈয়াছে নির্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥ ৯৯
তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত(খ) কাঁহা না করিবে প্রকাশন॥ ১০০
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল॥ ১০১
এইমতে ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্টসঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গ॥ ১০২
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন॥ ১০৩
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।

(ক)তোত্র—চাবুক।

(খ)এই বাত—এই কথা অর্থাৎ প্রভুর তত্ত্বকথা।

হাস্য-পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব॥ ১০৪
প্রভু কহে—ভট্ট ! তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি॥ ১০৫
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম॥ ১০৬
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি তপ করিলা অপার॥ ১০৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে
ষট্‌ত্রিংশশ্লোকে

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব ! বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪৬)]

ভট্ট কহে কৃষ্ণ-নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ॥ ১০৮
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥ ১০৯

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে,
সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৩২ শ্লোকঃ

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ৮

অন্বয়—সিদ্ধান্ততঃ তু (সিদ্ধান্ত অনুসারে) ; শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ (শ্রীনারায়ণ স্বরূপের এবং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের) ; অভেদে অপি (অভেদ থাকা সত্ত্বেও) ; রসেন কৃষ্ণরূপং উৎকৃষ্যতে (রসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়) ; এষা রসস্থিতিঃ (ইহাই রসের স্বভাব)।

অনুবাদ—সিদ্ধান্ত অনুসারে নারায়ণ ও কৃষ্ণস্বরূপে কোনো ভেদ নেই, তবু রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই শ্রেষ্ঠ—এটাই রসের স্বভাব বা ধর্ম।

কৃষ্ণ-সঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস॥ ১১০
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হল কৃষ্ণে অভিলাষ।

ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস॥ ১১১

প্রভু কহে দোষ নাহি, ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি॥ ১১২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে গোপীং প্রতি উদ্ধববাক্যম্

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৯

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪১)]

লক্ষ্মী কেনে না পাইলা কি ইহার কারণ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ॥ ১১৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ভগবন্তং প্রতি শ্রুতিবাক্যম্

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥ ১০

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৪৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৫৩)]

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন॥ ১১৪

আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা, কোটি সমুদ্রগম্ভীর॥ ১১৫

তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজকর্ম।
যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলা মর্ম॥ ১১৬

প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্যে[ক] করে সদা সর্ব-আকর্ষণ॥ ১১৭

ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে 'ঈশ্বর' করি নাহি জানে ব্রজজন॥ ১১৮

কেহো তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহো তাঁরে সখাজ্ঞানে জিনি[খ] চঢ়ে কান্ধে॥ ১১৯

ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্যজ্ঞান নাহি, নিজ সম্বন্ধমনন॥ ১২০

ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১২১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২১)

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ১১

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৫৩)]

শ্রুতিসব গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা॥ ১২২

ব্যূহান্তরে[গ] গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥ ১২৩

গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥ ১২৪

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥ ১২৫

অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব 'নায়ং' শ্লোক কহে বেদব্যাস॥ ১২৬

পূর্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান।
শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্॥ ১২৭

তাঁহার ভজন সর্বোপরি কক্ষা হয়[ঘ]।
শ্রীবৈষ্ণবভজন এই সর্বোপরি হয়॥ ১২৮

এই তাঁর গর্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাস দ্বারে উঠায় এতেক বচন॥ ১২৯

প্রভু কহে ভট্ট তুমি না কর সংশয়।

[ক]স্বমাধুর্যে—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের বৈশিষ্টই হল—অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপকে, তাঁদের কান্তাগণকে, ব্রজবাসীগণকে, স্থাবর-জঙ্গমকে, এমনকি নিজেকে সর্বদা আকর্ষণ করেন। কিন্তু নারায়ণ ব্রজগোপীদের চিত্তকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন না।

[খ]জিনি—খেলায় জিতে।

[গ]ব্যূহান্তরে—কায়ব্যূহে ; শ্রুত্যভিমানিনী দেবীদেহ ছাড়া অন্য এক গোপীদেহে।

[ঘ]সর্বোপরি কক্ষা হয় — অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ভজন অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের এই স্বভাব হয়॥ ১৩০
কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি—শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহো মন॥ ১৩১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩০)]

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ[ক]।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥ ১৩২
তুমি যে পঢ়িলে শ্লোক সেইত প্রমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥ ১৩৩

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে, ২লহর্যাং ৩২ শ্লোকঃ

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ১৩

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৬৩)]

স্বয়ং ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥ ১৩৪
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয়ে নারায়ণে[খ]॥ ১৩৫
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ-আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥ ১৩৬

তথাহি—ললিতমাধবে (৬।১৪)

সূর্যপত্নীং সুবর্ণাং প্রতি বিশাখাবাক্যম্
গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥ ১৪

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৫৯)]

এত কহি প্রভু তাঁর গর্ব চূর্ণ করিয়া।
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া॥ ১৩৭
দুঃখ না মানিহ ভট্ট ! কৈল পরিহাস।
শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস॥ ১৩৮
কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী-লক্ষ্মী ভেদ নাহি, হয় একরূপ॥ ১৩৯
গোপী দ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে[গ] হয় অপরাধ॥ ১৪০
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ॥ ১৪১

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পরাবস্থাপ্রকরণে ১৪৭ শ্লোকে নারদপঞ্চরাত্রবচনম্। (৩।৮৬)

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ ১৫

অন্বয়—যথা মণিঃ (যেমন বৈদূর্যমণি) ; বিভাগেন (বিভাগভেদে) ; নীলপীতাদিভিঃ যুতঃ (নীল-পীতাদি নানা বর্ণে যুক্ত হয়) ; তথা অচ্যুতঃ (তেমনই শ্রীকৃষ্ণ) ; ধ্যানভেদাৎ (ধ্যানভেদে) ; রূপভেদং অবাপ্নোতি (রূপভেদ প্রাপ্ত হন)।

অনুবাদ—বৈদূর্যমণি যেমন নীল-হলুদ ইত্যাদি নানা রঙে নানা রূপ ধারণ করে, তেমনই অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণও যে যেমন ধ্যান করেন, তাঁর কাছে তেমন রূপ ধারণ করেন।

ভট্ট কহে কাঁহা মুঞি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥ ১৪২
অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি॥ ১৪৩
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইল তোমার চরণদর্শন॥ ১৪৪
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্যের কেহো না পায় সীমা॥ ১৪৫

[ক]কৃষ্ণের অসাধারাণ গুণ—লীলামাধুর্য, প্রেমমাধুর্য, বেণুমাধুর্য ও রূপমাধুর্য—এই চারটি শ্রীকৃষ্ণের অসাধারন গুণ।

[খ]হয়ে নারায়ণে—নারায়ণরূপ হন।

[গ]ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে—ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ আছে বলে মনে করলে অপরাধ হয়।

এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহি কৃপা করি॥ ১৪৬
এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥ ১৪৭
চাতুর্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া॥ ১৪৮
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট—না যায় ভবনে।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে॥ ১৪৯
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন।
এই রঙ্গে লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥ ১৫০
ঋষভ-পর্বত চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখি তাঁহা স্তুতি-নতি করি॥ ১৫১
পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরীগোঁসাঞি পাশ॥ ১৫২
পুরীগোঁসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমে পুরীগোঁসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৫৩
তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সেই বিপ্র ঘরে দোঁহে রহে এক সঙ্গে॥ ১৫৪
পুরীগোঁসাঞি কহে আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে॥ ১৫৫
প্রভু কহে তুমি পুন আসিহ নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে॥ ১৫৬
'তোমার নিকট রহি' হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়॥ ১৫৭
এত বলি তাঁর ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা॥ ১৫৮
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে॥ ১৫৯
শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে॥ ১৬০
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্ত কথা কহে দুইজন॥ ১৬১
তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা পুরীকামকোষ্ঠী॥ ১৬২
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে॥ ১৬৩
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত[ক] মহাজন॥ ১৬৪
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তাঁর ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক ? বিপ্র পাক নাহি করে॥ ১৬৫
মহাপ্রভু কহে তাঁরে শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয়॥ ১৬৬
বিপ্র কহে—প্রভু ! মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥ ১৬৭
বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন॥ ১৬৮
তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা॥ ১৬৯
প্রভু ভিক্ষা কৈল—দিন তৃতীয় প্রহরে।
নির্বিণ্ণ[খ] সেই বিপ্র উপবাস করে॥ ১৭০
প্রভু কহে—বিপ্র ! কাঁহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ॥ ১৭১
বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥ ১৭২
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে[গ] স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি॥ ১৭৩
এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥ ১৭৪
প্রভু কহে—এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার॥ ১৭৫
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥ ১৭৬
স্পর্শিবার কার্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া[ঘ] হরিল রাবণ॥ ১৭৭

[ক]বিরক্ত—সংসার-আসক্তি শূন্য।

[খ]নির্বিণ্ণ—খিন্ন ; দুঃখিত।

[গ]রাক্ষসে—রাবণে।

[ঘ]আকৃতি মায়া—মায়া নির্মিতা আকৃতি ; মায়াসীতা।

রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥ ১৭৮
'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥ ১৭৯
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥ ১৮০
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ॥ ১৮১
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্বেশন॥ ১৮২
দুর্বেশনে রঘুনাথে করি দরশন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন॥ ১৮৩
সেতু-বন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥ ১৮৪
বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্মপুরাণ।
তাঁর মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান॥ ১৮৫
'মায়াসীতা নিল রাবণ' শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে॥ ১৮৬
পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগৃহিণী॥ ১৮৭
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা আবরণ॥ ১৮৮
সীতা লঞা রাখিলেন পার্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥ ১৮৯
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল॥ ১৯০
তবে মায়া-সীতা অগ্নি কৈল অন্তর্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান॥ ১৯১
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হৈল স্মরণ॥ ১৯২
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল॥ ১৯৩
নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল॥ ১৯৪
পত্র লঞা পুন দক্ষিণ মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা॥ ১৯৫

তথাহি—কূর্মপুরাণে

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥ ১৬
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥ ১৭

অন্বয়—সীতয়া আরাধিতঃ (সীতা-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া) ; বহ্নিঃ (অগ্নি) ; ছায়াসীতাং অজীজনৎ (মায়াসীতা উৎপন্ন করিয়াছিলেন) ; দশগ্রীবঃ (দশানন রাবণ) ; তাং জহার (তাহাকে—মায়াসীতাকে হরণ করিয়াছিল) ; সীতা বহ্নিপুরং গতা (সীতাদেবী অগ্নি-দেবের পুরীতে গমন করিয়াছিলেন) ; পরীক্ষা-সময়ে (অগ্নিপরীক্ষাকালে) ; সা ছায়াসীতা (সেই মায়াসীতা) ; বহ্নিং বিবেশ (অগ্নিতে প্রবেশ করেন) ; বহ্নিঃ স্বপুরাৎ (অগ্নিদেব নিজ পুরী হইতে) ; সীতাং মানীয় (স্বয়ংরূপা সীতাদেবীকে আনিয়া) ; উদনীনয়ৎ (শ্রীরামচন্দ্রকে দান করেন)।

অনুবাদ— সীতার আরাধনায় অগ্নিদেব এক মায়াসীতার সৃষ্টি করলেন ; এই মায়াসীতাকেই রাবণ হরণ করেছিল ; আর প্রকৃত সীতা অগ্নিদেবের পুরীতে গমন করেন। অগ্নিপরীক্ষাকালে মায়াসীতাই অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং অগ্নিদেব নিজ পুরী থেকে প্রকৃত সীতাকে এনে শ্রীরামচন্দ্রকে দান করেন।

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন॥ ১৯৬
বিপ্র কহে, তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥ ১৯৭
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলা নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার॥ ১৯৮
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে॥ ১৯৯
এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল॥ ২০০
সেই রাত্রি তাঁহা রহি তাঁরে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী আইল গৌরহরি॥ ২০১

তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী-তীরে।
নয়-ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে॥ ২০২
চিয়ড়তালা-তীর্থে দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন॥ ২০৩
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্তি।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি॥ ২০৪
চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন॥ ২০৫
মলয়-পর্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন।
কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন॥ ২০৬
আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি।
মল্লার-দেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারি[ক]॥ ২০৭
তমাল-কার্তিক দেখি আইলা বাতাপাণি।
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী॥ ২০৮
গোঁসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারি সহ তাঁর হইল দরশন॥ ২০৯
স্ত্রী-ধন দেখাঞা তাঁর লোভ জন্মাইল।
আর্য-সরল-বিপ্রের বুদ্ধি নাশ কৈল॥ ২১০
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে॥ ২১১
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে॥ ২১২
তুমিহ সন্ন্যাসী দেখ আমিহ সন্ন্যাসী।
আমায় দুঃখ দেহ তুমি ন্যায় নাহি বাসি॥ ২১৩
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা॥ ২১৪
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে॥ ২১৫
ভট্টমারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন॥ ২১৬
সেই দিনে চলি আইলা পয়স্বিনী-তীরে।
স্নান করি গেলা আদি-কেশব মন্দিরে॥ ২১৭
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি স্তুতি নৃত্যগীত বহুত করিলা॥ ২১৮
প্রেম দেখি লোকের হৈল মহাচমৎকার।
সর্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার[খ]॥ ২১৯
মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাঁহাই পাইল॥ ২২০
পুঁথি পাঞা প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার॥ ২২১
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সমান।
গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ॥ ২২২
অল্প-অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে অতি সার॥ ২২৩
বহু যত্নে সেই পুঁথি নিল লেখাইয়া।
অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা॥ ২২৪
দিন দুই পদ্মনাভের করি দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইল শ্রীজনার্দন॥ ২২৫
দিন দুই তাঁহা করি কীর্তন-নর্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ॥ ২২৬
সিংহারি-মঠ আইলা শঙ্করাচার্য-স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥ ২২৭
মধ্বাচার্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী[গ]।
উড়ুপ-কৃষ্ণ দেখি তাঁহা হইলা প্রেমোন্মাদী॥ ২২৮
নর্তক গোপাল-কৃষ্ণ পরমমোহনে।
মধ্বাচার্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥ ২২৯
গোপীচন্দন ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য সেই কৃষ্ণ পাইলা কোন মতে॥[ঘ] ২৩০

[ক]ভট্টমারি—বামাচারী-সন্ন্যাসীবিশেষ অর্থাৎ ভণ্ড সন্ন্যাসী।

[খ]প্রভুর পরম সৎকার—প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন।

[গ]তত্ত্ববাদী — শ্রীমধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তগণকে তত্ত্ববাদী বলা হয়। এঁরা দ্বৈতবাদী, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের ঘোরতর বিরোধী।

[ঘ]কথিত আছে — কোনো এক বণিক দ্বারকা থেকে নৌকা করে গোপীচন্দন আনছিলেন ; নৌকা মধ্বাচার্যের শ্রীপাটের কাছে এলে হঠাৎ জলে ডুবে যায়। নৌকায় গোপী-চন্দনের সঙ্গে নাড়ুগোপালের মূর্তিও ছিলেন। তিনি মধ্বাচার্যকে স্বপ্নাদেশ দিলেন — জলের ভিতর থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে। মধ্বাচার্য গোপালকে উদ্ধার করে তাঁর সেবা প্রতিষ্ঠিত করলেন।

মধ্বাচার্য আনি তাঁরে করিল স্থাপন।
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥ ২৩১
কৃষ্ণমূর্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্যগীত কৈল॥ ২৩২
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদী জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥ ২৩৩
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবজ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥ ২৩৪
তাঁ-সভার অন্তরে গর্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তাঁ-সভা সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ॥ ২৩৫
তত্ত্ববাদী আচার্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥ ২৩৬
সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥ ২৩৭
আচার্য কহে—বর্ণাশ্রম-ধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥ ২৩৮
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ॥ ২৩৯
প্রভু কহে—শাস্ত্রে কহে 'শ্রবণ-কীর্তন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবাফলের পরম সাধন'॥ ২৪০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধ ৫ অধ্যায় ২৩।২৪ শ্লোকঃ

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ১৮
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেহধীতমুত্তমম্॥ ১৯

অন্বয়—বিষ্ণোঃ (শ্রীবিষ্ণুর) ; শ্রবণং কীর্তনং স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনং (নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন বা পূজা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন) ; ইতি নবলক্ষণা ভক্তিঃ (এই নবলক্ষণা—নববিধা ভক্তি) ; ভগবতি বিষ্ণৌ (ভগবান বিষ্ণুতে) ; অদ্ধা অর্পিতা (সাক্ষাৎভাবে অর্পণ করিয়া) ; চেৎ পুংসা ক্রিয়েত (যদি কোনো ব্যক্তি অনুষ্ঠান করেন) ; তৎ উত্তমম্ অধীতং মন্যে (তাহাকে উত্তম অধ্যয়ন মনে করি)।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি ভগবান বিষ্ণুতে সাক্ষাৎভাবে অর্পণ করে যদি কোনো ব্যক্তি অনুষ্ঠান করেন, তাহলে তাকেই আমি উত্তম অধ্যয়ন বলে মনে করি।

শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ, পুরুষার্থ সীমা॥ ২৪১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪০)

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ২০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০১)]

কর্মত্যাগ কর্মনিন্দা— সর্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে॥ ২৪২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।৩২) উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্
ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্
মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ২১

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৩৭)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ২২

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৩৭)]

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২০ অং ৯ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ২৩

অন্বয়—যাবতা (যে পর্যন্ত) ; ন নির্বিদ্যেত (নির্বেদ

অবস্থা না জন্মে) ; **বা যাবৎ মৎকথা শ্রবণাদৌ** (অথবা যে পর্যন্ত আমার কথা শ্রবণাদিতে) ; **শ্রদ্ধা ন জায়তে** (শ্রদ্ধা না জন্মে) ; **তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত** (সে পর্যন্ত কর্ম অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করিবে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন—যে পর্যন্ত নির্বেদ অবস্থা না জন্মে, কিংবা যে পর্যন্ত আমার কথা (কৃষ্ণকথা) শুনতে বা কীর্তন করতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করবে।

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু[ক] করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥ ২৪৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১৩)

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ২৪

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭০)]

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪৪) শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥ ২৫

অন্বয়—**যঃ নৃপঃ** (যে রাজা—মহারাজ ভরত) ; **দুস্ত্যজান্** (দুস্ত্যজ্য) ; **ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্** (পৃথিবী বা পৃথিবীর রাজত্ব, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজনাদি) ; **সুরবরৈঃ প্রার্থ্যাং** (এবং সুরশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক প্রার্থনীয়া) ; **সদয়াবলোকান্** (সদয়দৃষ্টিযুক্তা) ; **শ্রিয়ং ন ঐচ্ছৎ** (লক্ষ্মীকেও ইচ্ছা করেন নাই) ; **তৎ** (তাহা—মহারাজ ভরতের এইরূপ আচরণ) ; **উচিতং** (উচিত কার্যই হইয়াছে ; যেহেতু) ; **মধুদ্বিট্ সেবানুরক্ত মনসাং** (মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুরক্তচিত্ত) ; **মহতাং** (মহাপুরুষগণের নিকটে) ; **অভবঃ অপি ফল্গুঃ** (মোক্ষও তুচ্ছ)।

অনুবাদ—লোকের পক্ষে সাধারণত যা ত্যাগ করা কঠিন এরকম পৃথিবীর রাজত্ব, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনাদি এবং দেবতাশ্রেষ্ঠগণেরও প্রার্থনীয় যে লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মীকেও ভরত মহারাজ চাননি—তা তাঁর মতো লোকের পক্ষে উচিত কাজই হয়েছে ; কারণ যে সমস্ত মহাপুরুষের মন মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত, তাঁদের কাছে মোক্ষও তুচ্ছ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৭।২৮) শ্লোকঃ দুর্গাং প্রতি শিববাক্যম্

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ২৬

অন্বয়—**নারায়ণপরাঃ সর্বে** (নারায়ণের ভক্ত সকল) ; **কুতশ্চন ন বিভ্যতি** (কোথাও হইতে ভয় পান না) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; [তে] (তাঁহারা) ; **স্বর্গাপবর্গ-নরকেষু** (স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে) ; **তুল্যার্থদর্শিনঃ** (তুল্য প্রয়োজন দর্শন করেন)।

অনুবাদ—শ্রীনারায়ণের ভক্তগণ কোনো কিছু থেকেই ভয় পান না ; যেহেতু, তাঁরা স্বর্গ, মুক্তি ও নরক—সব বস্তুকেই সমান চোখে দেখেন।

কর্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য-সাধন॥ ২৪৪
এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য-সাধন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন॥ ২৪৫
শুনি তত্ত্বাচার্য হইল অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত॥ ২৪৬
আচার্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥ ২৪৭
তথাপি মধ্বাচার্য যে করিয়াছে নির্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ॥ ২৪৮
প্রভু কহে—কর্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন॥ ২৪৯
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়॥[খ] ২৫০

[ক]ফল্গু—তুচ্ছ।

[খ]জ্ঞানী ও কর্মীদের মতো তোমরা ভক্তিহীন আচরণ করলেও একটি বিষয় তোমাদের প্রশংসার, সেটি হল—ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহকে তোমরা মায়িক বলে মনে কর না—সচ্চিদানন্দ বলেই মনে কর।

এই মত তাঁর ঘরে গর্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি॥ ২৫১
ত্রিতকূপ বিশালার করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থ আইলা শচীর নন্দন॥ ২৫২
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী।
শূর্পারক-তীর্থে আইলা ন্যাসি-শিরোমণি[ক]॥ ২৫৩
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর-ভগবতী।
লাঙ্গা গণেশ দেখি চোরা-ভগবতী॥ ২৫৪
তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ॥ ২৫৫
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্তন-কীর্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সভার চমৎকার মন॥ ২৫৬
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাঁহা এক শুভবার্তা পাইল॥ ২৫৭
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্র-গৃহে করেন বিশ্রাম॥ ২৫৮
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্র-গৃহে বসি আছেন দেখিল তাঁহারে॥ ২৫৯
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম।
পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম॥ ২৬০
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
'উঠ উঠ শ্রীপাদ !' বলি বলিল বচন॥ ২৬১
শ্রীপাদ ! ধরহ আমার গোঁসাঞির সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনু অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ॥ ২৬২
এত বলি প্রভুকে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দোঁহে করেন ক্রন্দন॥ ২৬৩
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দোঁহার ধৈর্য হৈল।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল॥ ২৬৪
দুই জনে কৃষ্ণ-কথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমত গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে॥ ২৬৫
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোঁসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ নাম॥ ২৬৬
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্বে আসিয়াছিলা নদীয়া-নগরী॥ ২৬৭
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল॥ ২৬৮
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহো যেন জগন্মাতা॥ ২৬৯
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসী-ভোজনে॥ ২৭০
তাঁর এক পুত্র যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্পবয়স॥ ২৭১
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি[খ] হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল॥ ২৭২
প্রভু কহে পূর্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্বাশ্রমে পিতা॥ ২৭৩
এই মত দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী॥ ২৭৪
দিন-চারি প্রভুকে তাঁহা রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী স্নান করে বিঠ্ঠল দর্শন॥ ২৭৫
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতামন্দিরে॥ ২৭৬
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত[গ]॥ ২৭৭
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল॥ ২৭৮
কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে॥ ২৭৯
সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥ ২৮০
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্নপ্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা॥ ২৮১
তাপী-স্নান করি আইলা মাহিষ্মতীপুরে।
নানা তীর্থ দেখে তাঁহা নর্মদার তীরে॥ ২৮২

[ক]ন্যাসি-শিরোমণি — সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহাপ্রভু।

[খ]সিদ্ধিপ্রাপ্তি—দেহত্যাগ।

[গ]কৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রণীত গ্রন্থ।

ধনুতীর্থ দেখি কৈলা নির্বিন্ধ্যাতে স্নানে।
ঋষ্যমূক-পর্বতে আইলা দণ্ডক-অরণ্যে॥ ২৮৩
সপ্ত তালবৃক্ষ তাঁহা কানন ভিতর।
অতিবৃদ্ধ অতিস্থূল অতি-উচ্চতর॥ ২৮৪
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল॥ ২৮৫
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার॥ ২৮৬
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম॥ ২৮৭
প্রভু আসি কৈল পম্পা-সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥ ২৮৮
নাসিকে ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী॥ ২৮৯
সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর॥ ২৯০
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন॥ ২৯১
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইয়া॥ ২৯২
দুইজন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দুজনার মন॥ ২৯৩
কথোক্ষণে দুইজন সুস্থির হইয়া।
নানা ইষ্ট-গোষ্ঠী করে একত্রে বসিয়া॥ ২৯৪
তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥ ২৯৫
প্রভু কহে—তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে॥ ২৯৬
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু সহ আস্বাদিয়া রাখিল লিখিয়া॥ ২৯৭
'গোসাঞি আইলা' গ্রামে হৈল কোলাহল।
গোঁসাঞি দেখিতে লোক আইল সকল॥ ২৯৮
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥ ২৯৯

রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।
দুই জন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ॥ ৩০০
দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রি-দিনে।
পরম আনন্দে গেল পাঁচ-সাত দিনে॥ ৩০১
রামানন্দ কহে গোঁসাঞি! তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিল আমি বিনতি করিঞা॥ ৩০২
রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে।
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে॥ ৩০৩
প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লইয়া নীলাচলে করিব গমন॥ ৩০৪
রায় কহে—প্রভু! আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য-কোলাহল॥ ৩০৫
দিন-দশে ইহাঁ সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ॥ ৩০৬
তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া॥ ৩০৭
যেই পথে পূর্বে প্রভু করিলা গমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ॥ ৩০৮
যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি॥ ৩০৯
আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইলা।
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইলা॥ ৩১০
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা প্রেমে থেহ[ক] নাহি পায়॥ ৩১১
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ॥ ৩১২
গোপীনাথাচার্য চলে আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সভে পথে লাগ পাঞা॥ ৩১৩
প্রভু প্রেমাবেশে সভা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সভে করে আনন্দে ক্রন্দন॥ ৩১৪
সার্বভৌম ভট্টাচার্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা॥ ৩১৫
সার্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।

[ক]থেহ—স্থিরতা ; স্থৈর্য।

প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে।। ৩১৬
প্রেমাবেশে সার্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সভা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে[ক]।। ৩১৭
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল।। ৩১৮
বহু নৃত্য কৈল প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
পাণ্ডাপাল সব আইলা প্রসাদ মালা লৈয়া।। ৩১৯
মালা-প্রসাদ পাইয়া প্রভু সুস্থির হৈলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা।। ৩২০
কাশীমিশ্র আসি পড়িলা প্রভুর চরণে।
মান্য করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।। ৩২১
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু লঞা সার্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।। ৩২২
'মোর ঘরে ভিক্ষা' বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্যদিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা।। ৩২৩
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ লৈয়া।
সার্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া।। ৩২৪
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্বভৌম করে পাদ-সম্বাহন।। ৩২৫
প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে।। ৩২৬

[ক]ঈশ্বর-দর্শনে—শ্রীজগন্নাথ দর্শনে।
[খ]ভট্ট—সার্বভৌম ভট্টাচার্য।

সার্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈলা জাগরণ।। ৩২৭
প্রভু কহে—এত তীর্থ কৈল পর্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন।। ৩২৮
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট[খ] কহে এই লাগি মিলিতে কহিল।। ৩২৯
তীর্থযাত্রা কথা এই হৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন।। ৩৩০
অনন্ত চৈতন্য-কথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি।। ৩৩১
প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেইজন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন।। ৩৩২
চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি।
মাৎসর্য[গ] ছাড়িয়া মুখে বোল 'হরি হরি'।। ৩৩৩
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম।। ৩৩৪
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর।। ৩৩৫
চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেইজন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন।। ৩৩৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। ৩৩৭

[গ]মাৎসর্য—পরশ্রীকাতরতা।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশ-তীর্থভ্রমণং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ॥ ১

অন্বয়—যঃ (যিনি) ; বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যানি (আপনার বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিতে শুষ্কপ্রায় ভক্তরূপ শস্যসকলকে) ; স্বস্য দর্শনামৃতৈঃ (নিজের দর্শনরূপ জলদ্বারা) ; অজীবয়ৎ (পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন) ; তং গৌরজলদং বন্দে (সেই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ—যিনি নিজ বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিতে শুষ্কপ্রায় ভক্তরূপ শস্যসকলকে, নিজের দর্শনরূপ জলদ্বারা পরিপুষ্ট করেছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
পূর্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র[ক] রাজা তবে বোলাইলা সার্বভৌমে॥ ২
বসিতে আসন দিলা করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্তা তবে পুছিল তাঁহারে॥ ৩
শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময়॥ ৪
তোমারে বহুকৃপা কৈলা কহে সর্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥ ৫
ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥ ৬
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তেঁহো রাজ-দরশনে॥ ৭
তথাপি কোনপ্রকারে তোমা করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ গমন॥ ৮
রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা।
ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা॥ ৯
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥ ১০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১৩।১০

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৭)]

বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহে—হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ ১১
রাজা কহে তাঁরে তুমি যাইতে কেন দিলে।
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেন না রাখিলে॥ ১২
ভট্টাচার্য কহে তেঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেঁহো—নহে পরতন্ত্র[খ]॥ ১৩
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল॥ ১৪
রাজা কহে— ভট্ট ! তুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি।
তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ তাতে সত্য মানি॥ ১৫
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি, করি সফল নয়ন॥ ১৬
ভট্টাচার্য কহে তেঁহো আসিব অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে একস্থান চাহিয়ে বিরলে॥ ১৭
ঠাকুরের নিকট[গ] আর হইবে নির্জনে।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ একস্থানে॥ ১৮
রাজা কহে—ঐছে কাশীমিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জন॥ ১৯
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
ভট্টাচার্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিয়া॥ ২০
কাশীমিশ্র কহে —আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥ ২১
এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুরে মিলিতে সভার উৎকণ্ঠিত মন॥ ২২
সব লোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িলা।

[ক]প্রতাপ রুদ্র—উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি ; পুরীধাম এঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[খ]নহে পরতন্ত্র—পরাধীন নন।

[গ]ঠাকুরের নিকট—শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের কাছাকাছি।

মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবহি আইলা॥ ২৩
শুনি আনন্দিত হৈল সভাকার মন।
সভে মেলি সার্বভৌমে কৈল নিবেদন॥ ২৪
প্রভু সহ আমা সভার করাহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্য-চরণ॥ ২৫
ভট্টাচার্য কহে কালি কাশীমিশ্রের ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাঁহা মিলাইব সভারে॥ ২৬
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে॥ ২৭
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিল সেবকগণ।
মহাপ্রভু সভাকারে কৈল আলিঙ্গন॥ ২৮
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে॥ ২৯
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥ ৩০
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল॥ ৩১
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥ ৩২
সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
সেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব সমাধান॥ ৩৩
সার্বভৌম কহে—প্রভু ! তোমার যোগ্য বাসা।
'তুমি অঙ্গীকার কর' এই মিশ্রের আশা॥ ৩৪
প্রভু কহে—এই দেহ তোমা সভাকার।
যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার॥ ৩৫
তবে সার্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী॥ ৩৬
এই সব লোক প্রভু ! বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞা আছে তোমা মিলিবারে॥ ৩৭
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘেরে হাঁকারে[ক]।
তৈছে এই সব, সভা কর অঙ্গীকারে॥ ৩৮
জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দন।
অনবসরে[খ] করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন॥ ৩৯
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী।
শিখি মাহিতী এই লিখন-অধিকারী[গ]॥ ৪০
প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইহোঁ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথ মহা সোয়ার[ঘ] ইহোঁ দাস নাম॥ ৪১
মুরারি মাহিতী শিখি মাহিতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনু অন্যগতি নাই॥ ৪২
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইহোঁ ধ্যায় তোমার চরণ॥ ৪৩
প্রহরাজ মহাপাত্র ইহোঁ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি॥ ৪৪
এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে ভজে সভে তোমার চরণ॥ ৪৫
তবে সভে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া।
সভে আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া॥ ৪৬
হেনকালে আইলা তাঁহা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥ ৪৭
সার্বভৌম কহে—এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ॥ ৪৮
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ-বিবরণ॥ ৪৯
রামানন্দ হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহনে না যায়॥ ৫০
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥ ৫১
রায় কহে —আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর-লক্ষণ॥ ৫২
নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র-সনে।
আত্মা সমর্পিল আমি তোমার চরণে॥ ৫৩

[ক]হাঁকারে—ডাকে।

[খ]অনবসরে—সাধারণ লোকের যখন দর্শন করবার সময় নয় তখন।

[গ]লিখন-অধিকারী—জগন্নাথদেবের আয়-ব্যয়ের হিসাব লেখেন যিনি।

[ঘ]মহাসোয়ার—প্রধান পাচক (উড়িয়া ভাষা)।

এই বাণীনাথ[ক] রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে॥ ৫৪
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যবে যেই ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে॥ ৫৫
প্রভু কহে—কি সঙ্কোচ, নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর॥ ৫৬
দিন-পাঁচ-সাত-ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ॥ ৫৭
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ॥ ৫৮
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ পট্টনায়ক[খ] নিকটে রাখিল॥ ৫৯
ভট্টাচার্য সব লোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাসে[গ] বোলাইল॥ ৬০
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য শুন ইহাঁর চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইহোঁ আমার সহিত॥ ৬১
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারি হৈতে ইহাঁয় আনিলুঁ উদ্ধারিয়া॥ ৬২
এবে আমি ইহাঁ আনি করিল বিদায়।
যাঁহা তাঁহা যাহ আমা সনে নাহি দায়॥ ৬৩
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা॥ ৬৪
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর॥ ৬৫
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে[ঘ] কহিবে যাই প্রভুর আগমন॥ ৬৬
অদ্বৈত শ্রীবাস-আদি যত ভক্তগণ।
সভেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন॥ ৬৭
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তাঁরে রাখিল আশ্বাস করিয়া॥ ৬৮
আর দিন প্রভু ঠাঁই কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশে পাঠাই একজন॥ ৬৯
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই॥ ৭০
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে—কর সেই যে ইচ্ছা তোমার॥ ৭১
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব সভারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥ ৭২
তবে গৌড়দেশে আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তিহোঁ শচী আই পাশ॥ ৭৩
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
'দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু' কহে সমাচার॥ ৭৪
শুনি আনন্দিত হৈল শচী-মাতার মন।
শ্রীনিবাস আদি আর যত ভক্তগণ॥ ৭৫
শুনিয়া সভার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত-আচার্য গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস॥ ৭৬
আচার্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার॥ ৭৭
শুনিয়া আচার্য গোঁসাঞি পরমানন্দ হৈলা।
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্যগীত কৈলা॥ ৭৮
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ॥ ৭৯
আচার্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥ ৮০
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥ ৮১
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্যনন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ॥ ৮২
শুনিয়া সভার হৈল পরম উল্লাস।
সভে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥ ৮৩
আচার্যের কৈল সভে চরণ-বন্দন।
আচার্য-গোঁসাঞি কৈলা সভা আলিঙ্গন॥ ৮৪
দুই তিন দিন আচার্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচলে যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল॥ ৮৫

[ক]বাণীনাথ—ভবানন্দরায়ের এক পুত্র।

[খ]পট্টনায়ক—রাজদত্ত উপাধি।

[গ]কালাকৃষ্ণদাস — দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন।

[ঘ]আইকে—শচীমাতাকে।

সভে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লৈয়া॥ ৮৬
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীন-গ্রামবাসী।
সত্যরাজ পরমানন্দ মিলিলা তাঁহা[ক] আসি॥ ৮৭
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে॥ ৮৮
সেই-কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দ-পুরী।
গঙ্গা-তীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী॥ ৮৯
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান॥ ৯০
প্রভু-আগমন তেঁহো তাঁহাই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল॥ ৯১
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিল প্রয়াণ॥ ৯২
সত্বরে আসিয়া তেঁহো মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে॥ ৯৩
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।
তেঁহো প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন॥ ৯৪
প্রভু কহে—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি-আশ্রয়॥ ৯৫
পুরী কহে তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি আইলা নীলাচল-পুরী॥ ৯৬
দক্ষিণ হৈতে তোমার শুনি আগমন।
শচীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ॥ ৯৭
সভেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তাঁ-সভার বিলম্ব দেখি আইলাঙ ত্বরিতে॥ ৯৮
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর॥ ৯৯
আর দিনে আইলা স্বরূপ-দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্মী রসের সাগর॥ ১০০
'পুরুষোত্তম আচার্য' তাঁর নাম পূর্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে॥ ১০১
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।

[ক]তাঁহা—শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে।

সন্ন্যাস-গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥ ১০২
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞা দিল তাঁরে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সকল লোকেরে॥ ১০৩
পরম বিরক্ত তেঁহো পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥ ১০৪
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব —এই ত কারণ।
উন্মাদে করিলা তেঁহো সন্ন্যাস-গ্রহণ॥ ১০৫
সন্ন্যাস করিল শিখা সূত্র-ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল 'স্বরূপ'॥[খ] ১০৬
গুরুঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রিদিন কৃষ্ণ প্রেম আনন্দ-বিহ্বলে॥ ১০৭
পাণ্ডিত্যের অবধি, কথা নাহি কারো সনে।
নির্জনে রহেন, সবলোক নাহি জানে॥ ১০৮
কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ[গ]॥ ১০৯
গ্রন্থ শ্লোকগীত কেহো প্রভুপাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে॥ ১১০
ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ যেই, আর রসাভাস[ঘ]।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥ ১১১
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভুকে শ্রবণ॥ ১১২
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥ ১১৩
সঙ্গীতে গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি॥ ১১৪

[খ]সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শিখা অর্থাৎ চুল ও সূত্র অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করতে হয়। যজ্ঞোপবীত ব্রহ্মচর্য ও গৃহস্থাশ্রমের চিহ্ন।

সন্ন্যাসীদের যে বিশেষ বস্ত্র সেই যোগপট্ট স্বরূপ দামোদর ধারণ করেননি, এমনকি গিরি, পুরী, বন প্রভৃতি উপাধিও তিনি গ্রহণ করেননি ; অর্থাৎ নিজরূপে থাকায় তাঁর নাম 'স্বরূপ' হয়েছে।

[গ]দ্বিতীয় স্বরূপ—দ্বিতীয় মূর্তি।

[ঘ]রসাভাস—ভক্তিরস বিরোধী।

অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥ ১১৫
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ ১১৬

তথাহি-শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে
১৪ শ্লোকঃ

হেলোদ্ধূনিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে ! তবে দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥ ৩

অন্বয়—শ্রীচৈতন্য (হে শ্রীচৈতন্য) ; দয়ানিধে (হে দয়ানিধি) ; হেলোদ্ধূনিতখেদয়া (যাঁহার দ্বারা অনায়াসে সমস্ত খেদ দূরীভূত হয়) ; বিশদয়া (যাহা অত্যন্ত নির্মল) ; প্রোন্মীলদামোদয়া (যাহার দ্বারা আনন্দ বর্ধিত হয়) ; শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া (যাহা দ্বারা শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হয়) ; রসদয়া (যাহা ভক্তিরস প্রদান করে) ; চিত্তার্পিতোন্মাদয়া (যাহা দ্বারা চিত্তে উন্মাদ-নামক সঞ্চারী ভাব অর্পিত হয়) ; শশ্বদ্ভক্তি-বিনোদয়া (যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তিসুখ লাভ হয়) ; সমদয়া (যাহা মদ-নামক ভাবযুক্ত) ; মাধুর্যমর্যাদয়া (যাহা মাধুর্যের সীমাস্বরূপ) ; অমন্দোদয়া (অধিক প্রকাশশীল) ; তব দয়া ভূয়াৎ (তোমার সেই দয়া আমার প্রতি হউক)।

অনুবাদ—হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য ! যাঁর দ্বারা অনায়াসে সব দুঃখ দূর হয়, যা অত্যন্ত নির্মল, যার দ্বারা আনন্দ বর্ধিত হয়, শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হয়, যা ভক্তিরস দান করে, যার দ্বারা চিত্তে উন্মাদনা জন্মে, নিরন্তর ভক্তিসুখ লাভ হয়, যার ভাব মত্ততা আনে, সেই মাধুর্যের সীমাস্বরূপ অধিকতর প্রকাশশীল তোমার সেই দয়া আমার প্রতি প্রকাশিত হোক।

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে হইলা অচেতন॥ ১১৭
কথোক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা॥ ১১৮
তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হইল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥ ১১৯
স্বরূপ কহে—প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু করিনু প্রমাদ॥ ১২০
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমালেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ॥ ১২১
মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥ ১২২
তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥ ১২৩
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্বভৌম।
সভা-সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন॥ ১২৪
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণ বন্দন।
পুরী-গোঁসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥ ১২৫
মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি-পরিচর্যা লাগি এক কিঙ্কর॥ ১২৬
আর দিন সার্বভৌমাদি ভক্তগণ-সঙ্গে।
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥ ১২৭
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন॥ ১২৮
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য—গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী-গোঁসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান॥ ১২৯
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোঁসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকট রহি সেবহ তাঁহারে॥ ১৩০
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইয়া॥ ১৩১
গোঁসাঞি কহে পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঁই পাঠাইলা তোমারে॥ ১৩২
এত শুনি সার্বভৌম প্রভুরে পুছিলা।
পুরী-গোঁসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহেতো রাখিলা॥ ১৩৩
প্রভু কহে—ঈশ্বর হন পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র[ক]॥ ১৩৪
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥ ১৩৫

[ক]বেদপরতন্ত্র — বেদের অধীন। ঈশ্বর বেদাদির বিচার করে কাউকে কৃপা করেন না।

স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥ ১৩৬
মর্যাদা হৈতে কোটিসুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥ ১৩৭
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ-বন্দন॥ ১৩৮
প্রভু কহে— ভট্টাচার্য করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার॥ ১৩৯
ইঁহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়[ক]।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায়॥ ১৪০
ভট্টাচার্য কহে— গুরু-আজ্ঞা বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—শাস্ত্র পরমাণ॥ ১৪১

তথাহি—রঘুবংশে ১৪ সর্গে সীতাবনবাসে
৪৬ শ্লোকঃ

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ
পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তৎ
আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥ ৪

অন্বয়—পিতুঃ নিয়োগাৎ (পিতার আদেশে) ; ভার্গবেণ (পরশুরাম কর্তৃক) ; মাতরি দ্বিষদ্বৎ (মাতার উপরে শত্রুর ন্যায়) ; প্রহৃতং (প্রহারের কথা) ; শুশ্রুবান্ সঃ (শ্রবণকারী সেইব্যক্তি — লক্ষ্মণ) ; তৎ অগ্রজশাসনং (সেই শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ) ; প্রত্যগ্রহীৎ (প্রতিপালন করিয়াছিলেন) ; হি গুরূণাং আজ্ঞা (যেহেতু গুরুজনের আদেশ) ; অবিচারণীয়া (বিচারের বিষয়ীভূত নহে)।

অনুবাদ—পিতার আদেশে পরশুরাম নিজের জননীকে শত্রুর ন্যায় প্রহার (শিরশ্ছেদন) করেছিলেন— এ কথা শুনে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের (সীতাকে বনে নিয়ে গিয়ে ত্যাগ করার) আদেশ পালন করেছিলেন, যেহেতু গুরুজনের আদেশ বিচারের বিষয়ীভূত হতে পারে না।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার॥ ১৪২

[ক]না জুয়ায়—উচিত হয় না।

'প্রভুর প্রিয় ভৃত্য' করি সভে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান[খ]॥ ১৪৩
ছোট বড় কীর্তনীয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ॥ ১৪৪
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন॥ ১৪৫
আর দিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুর স্থানে।
ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আইলা তোমার দর্শনে॥ ১৪৬
আজ্ঞা দেহ যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে—গুরু তেঁহো যাব তাঁর ঠাঞি॥ ১৪৭
এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত-সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে॥ ১৪৮
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্মাম্বর[গ]।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হৈল অন্তর॥ ১৪৯
দেখিয়াও ছল কৈল যেন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে—কোথা ভারতী গোঁসাঞি॥ ১৫০
মুকুন্দ কহে—এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে—তেহোঁ নহে, তুমি অগেয়ান॥ ১৫১
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী-গোঁসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥ ১৫২
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্মাম্বর এই না ভায়[ঘ] ইহাঁরে॥ ১৫৩
ভাল কহে— চর্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি॥ ১৫৪
আজি হৈতে না পরিব এই চর্মাম্বর।
প্রভু বহির্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর॥ ১৫৫
চর্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ-বন্দন॥ ১৫৬
ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুন না করিবে নতি, ভয় পাঙ চিতে॥ ১৫৭
সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহাঁ চলাচল।

[খ]সমাধান—সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজের দায়িত্ব পালন।

[গ]মৃগচর্মাম্বর—মৃগচর্মরূপ কাপড়।

[ঘ]না ভায়—ভালো লাগে না।

জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম তুমি ত সচল॥ ১৫৮
তুমি গৌরবর্ণ তেহোঁ শ্যামল-বরণ।
দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগৎ-তারণ॥ ১৫৯
প্রভু কহে সত্য কহ তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥ ১৬০
ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসি আছে অচল॥ ১৬১
ভারতী কহে—সার্বভৌম! মধ্যস্থ হইয়া।
ইঁহার সহ আমার ন্যায়[ক] বুঝ মন দিয়া॥ ১৬২
ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য[খ], ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি॥ ১৬৩
চর্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ॥ ১৬৪

তথাহি—মহাভারতে দানধর্মে
বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে (১২৭।৭৫)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ॥ ৫

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩)]

এই সব নামের ইহোঁ হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর শ্রীভুজে অঙ্গদ॥[ক] ১৬৫
ভট্টাচার্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয়॥ ১৬৬
গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে সত্য শিষ্য পরাজয়।
ভারতী কহে এহো নহে, অন্য হেতু হয়॥ ১৬৭
ভক্ত ঠাঁঞি তুমি হার এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥ ১৬৮
আজন্ম করিল আমি নিরাকার-ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈলা মোর বিদ্যমান॥ ১৬৯
কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে 'কৃষ্ণ'।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥ ১৭০
বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।
ইঁহা দেখি সেই দশা হইল আমার॥ ১৭১

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।২০)
বিল্বমঙ্গলবাক্যম্

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ৬

অন্বয়—অদ্বৈতবীথীপথিকৈঃ (অদ্বৈতপথাবলম্বী উপাসকগণ কর্তৃক) ; উপাস্যাঃ (পূজ্য) ; স্বানন্দ-সিংহাসনলব্ধ দীক্ষাঃ (নিজ আনন্দ সিংহাসনে আরাধিত) ; বয়ং কেন অপি (আমরা কোনো) ; গোপবধূবিটেন শঠেন (গোপবধূ লম্পট শঠ-কর্তৃক) ; হঠেন দাসীকৃতাঃ (বলপূর্বক দাসরূপে পরিণত হইলাম)।

অনুবাদ—বিল্বমঙ্গল তাঁর অবস্থার কথা নিজের ভাষাতে বলছেন—অদ্বৈত-পথের উপাসকদের আমরা পূজ্য ছিলাম, আমরা নিজের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে অনুভব করে যেন সেই আনন্দের সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছিলাম। কিন্তু গোপবধূ লম্পট কোনো শঠ জোর করে আমাদের দাসে পরিণত করল।

প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়॥ ১৭২
ভট্টাচার্য কহে দোঁহার সুসত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন॥ ১৭৩
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার॥ ১৭৪
প্রভু কহে—'বিষ্ণু বিষ্ণু' কি কহ সার্বভৌম।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥ ১৭৫

[ক]ন্যায়—বিচার।

[খ]ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে — ব্যাপ্য — যা অন্য বস্তু দ্বারা ব্যাপিত বা আচ্ছাদিত হয় ; অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তু।

ব্যাপক — যা অন্য বস্তুকে ব্যাপিয়া বা আচ্ছাদন করে থাকে ; অর্থাৎ বৃহৎ বস্তু।

[গ]নিজাস্পদ—নিজস্থান।

অঙ্গদ — মহাপ্রভু জগন্নাথের চন্দনলিপ্ত প্রসাদী ডোর অঙ্গদের মতো দুই বাহুতে ব্যবহার করেন।

এত বলি ভারতী লঞা নিজ বাসা আইলা।
ভারতী-গোঁসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা॥ ১৭৬
রামভদ্রাচার্য আর ভগবান্ আচার্য।
প্রভু পাশে রহিলা দোঁহে ছাড়ি অন্য কার্য॥ ১৭৭
কাশীশ্বর-গোঁসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিল নিজস্থানে॥ ১৭৮
প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বর দর্শন।
আগে লোকভীড় সব করে নিবারণ॥ ১৭৯
যত নদনদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয়॥ ১৮০
সভে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সভারে রাখিলা নিজস্থানে॥ ১৮১
এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন।
ইঁহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥ ১৮২
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৮৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নম্॥ ১

অন্বয়—নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ (নানা ভাবরূপ অলংকারে ভূষিত) ; গৌরচন্দ্রঃ ভক্তৈঃ (শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তগণের সহিত) ; শ্রীজগন্নাথগেহে (শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে) ; অত্যুদ্দণ্ডংতাণ্ডবং কুর্বন্ (অত্যন্ত উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করিয়া) ; স্বধাম্না বিশ্বং (আপন মাধুর্যে বিশ্ববাসীকে) ; প্রেমবন্যানিমগ্নং চক্রে (প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে ভক্তগণের সঙ্গে নানাভাবরূপ অলংকারে ভূষিত শ্রীগৌরচন্দ্র অতি উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে আপন মাধুর্যে বিশ্ববাসীকে প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করেছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
আর দিন সার্বভৌম কহে প্রভু-স্থানে।
অভয়দান দেহ, তবে করি নিবেদনে॥ ২
প্রভু কহে কহ তুমি, কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়॥ ৩
সার্বভৌম কহে— এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥ ৪
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ'।
সার্বভৌমে কহে—কহ কেন অযোগ্য বচন॥ ৫
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥[ক] ৬

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে
৮ অঙ্কে ২৭ শ্লোকঃ

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত ! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥ ২

অন্বয়—ভবসাগরস্য (সংসার-সমুদ্রের) ; পরং পারং জিগমিষোঃ (পরপারে যাইতে ইচ্ছুক) ; নিষ্কিঞ্চনস্য (ভোগবাসনাহীন) ; ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য (ভগবদ্‌ভজনে উন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে) ; বিষয়িণাং (বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের) ; অথ যোষিতাঞ্চ সন্দর্শনং (এবং স্ত্রীলোকদিগের সন্দর্শন) ; হা হন্ত হন্ত (হায় হায়) ; বিষভক্ষণতঃ অপি অসাধু (বিষ ভক্ষণ হইতেও অমঙ্গলজনক)।

অনুবাদ—সংসার-সমুদ্রের পরপারে যেতে ইচ্ছুক যে ব্যক্তি ভোগবাসনা ছেড়ে ভগবদ্‌ভজনে উন্মুখ হয়েছেন, তাঁর পক্ষে, বিষয়াসক্ত লোকের এবং স্ত্রীলোকের দর্শন—হায় ! হায় ! বিষ ভক্ষণের চেয়েও অমঙ্গলজনক।

সার্বভৌম কহে— সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ-সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম॥ ৭
প্রভু কহে, তথাপি রাজা কাল-সর্পাকার।
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥ ৮

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে
২৮ শ্লোকঃ

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥ ৩

অন্বয়—স্ত্রীণাং (রমণীগণের) ; বিষয়িণাং (বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের) ; আকারাৎ অপি ভেতব্যং (মৃত্তিকাদি নির্মিত মূর্তি হইতেও ভয় জন্মে) ; যথা অহেঃ (যেমন সর্প হইতে) ; মনসঃ ক্ষোভঃ (মনের ক্ষোভ জন্মে) ; তথা তস্য (তেমনই সেই সর্পের) ; আকৃতেঃ অপি (আকৃতি হইতেও)।

অনুবাদ —স্ত্রীলোক ও বিষয়ীলোকের মৃত্তিকাদি নির্মিত মূর্তি থেকেও (ভজনে উন্মুখ ব্যক্তির) ভয় জন্মে। যেমন, সাপ থেকে মনের ভয় জন্মে, তেমনি সাপের কৃত্রিম আকৃতি থেকেও মনে ভয় জন্মে।

[ক]সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রীদর্শন বিষ ভক্ষণের ন্যায় অনিষ্টজনক।

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥ ৯
ভয় পাঞা সার্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা॥ ১০
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সঙ্গে[ক]।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে॥ ১১
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন॥ ১২
রায়-সনে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার।
সব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎকার॥ ১৩
রায় কহে তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল॥ ১৪
আমি কহিল আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্য-চরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয়॥ ১৫
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈলা।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈলা॥ ১৬
তোমার নাম শুনি হৈল মহা-প্রেমাবেশে।
মোর হাথে ধরি কহে পিরীতি বিশেষে॥ ১৭
তোমার যে বর্তন তুমি খাহ সে বর্তন[খ]।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ॥ ১৮
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে॥ ১৯
পরম কৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন॥ ২০
যে তাঁহার প্রেম-আর্তি[গ] দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥ ২১
প্রভু কহেন—তুমি কৃষ্ণ-ভকত প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্॥ ২২
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার॥ ২৩

[ক]গজপতি সঙ্গে—রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে।

[খ]বর্তন — বেতন। তোমার যে বেতন, তুমি তা ভোগ কর।

[গ]প্রেম-আর্তি —প্রেমজনিত আর্তি।

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে (৬)
আদিপুরাণবচনম্

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ ৪

অন্বয় — হে পার্থ (হে অর্জুন !) ; যে মে ভক্তজনাঃ (যাঁহারা আমার ভক্তজন) ; তে চ জনাঃ (সে সকল ব্যক্তি) ; মে ভক্তাঃ ন (আমার ভক্ত নহেন) ; মে ভক্তস্য যে ভক্তাঃ (আমার ভক্তের যাঁহারা ভক্ত) ; তে মে ভক্ততমাঃ মতাঃ (তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া পরিগণিত)।

অনুবাদ —শ্রীকৃষ্ণ বললেন —হে অর্জুন ! যাঁরা কেবল আমারই ভক্ত, তাঁরা আমার (শ্রেষ্ঠ) ভক্ত নন ; কিন্তু যাঁরা আমার ভক্তের ভক্ত (যাঁরা আমার ভক্তকে ভালোবাসেন), তাঁরাই আমার শ্রেষ্ঠভক্ত।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৯ অং
২১।২২ শ্লোকঃ

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ ৫
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্॥ ৬

অন্বয়—পরিচর্যায়াং (পরিচর্যায়) ; আদরঃ (প্রীতি) ; সর্বাঙ্গৈঃ অভিবন্দনং (সর্ব অঙ্গ দিয়া আমাকে প্রণাম) ; অভ্যধিকা (আমার পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ) ; মদ্ভক্তপূজা (আমার ভক্তের পূজা) ; সর্বভূতেষু (সমস্ত প্রাণীতে) ; মন্মতিঃ (আমার অস্তিত্বের মনন) ; মদর্থেষু অঙ্গচেষ্টা (আমার জন্য কায়িক চেষ্টা) ; বচসা চ মদ্গুণেরণম্ (এবং বাক্যদ্বারা আমার গুণকীর্তন)।

অনুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন— আমার পরিচর্যায় আদর, সর্বাঙ্গ দিয়ে আমাকে প্রণাম, আমার পূজার চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য আমার ভক্তের পূজা, এবং সকল জীবে আমাকে দর্শন করা, আমার জন্য সমস্ত কায়িক চেষ্টা (শরীরের কাজ) করা ও আমার গুণকীর্তন করা— এ সমস্তই আমাতে প্রেমভক্তির কারণ।

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ধৃতঃ ৫
পদ্মপুরাণ-শ্লোকঃ

**আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি ! তদীয়ানাং সমর্চনম্॥ ৭**

অন্বয়—দেবি (হে দেবি) ; **সর্বেষাং আরাধনানাং** (সমস্ত দেবদেবীর আরাধনার মধ্যে) ; **বিষ্ণোঃ আরাধনং পরং** (বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ) ; **তস্মাৎ তদীয়ানাং** (বিষ্ণুর আরাধনা হইতে বিষ্ণুভক্তগণের) ; **সমর্চনং পরতরং** (আরাধনা অধিকতর শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ—মহাদেব পার্বতীকে বললেন—হে দেবি ! সমস্ত দেবদেবীর আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ ; আবার বিষ্ণুর আরাধনা থেকে তাঁর ভক্তগণের আরাধনা অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

তথাহি—ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকঃ

**দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ॥ ৮**

অন্বয়—বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু সেবা (বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির পথ-স্বরূপ ভক্তগণের সেবা) ; **অল্পতপসঃ হি দুরাপা** (অল্প পুণ্য ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ) ; **যত্র** (যে স্থলে—যে পথস্বরূপ ভক্তগণের মুখে) ; **দেবদেবঃ জনার্দনঃ** (দেবাদিদেব জনার্দন) ; **নিত্যং উপগীয়তে** (নিত্যই উপগীত হন)।

অনুবাদ—মৈত্রেয়ের প্রতি বিদুর বললেন—যাঁরা নিত্য দেবাদিদেব জনার্দনের গুণকীর্তন করেন, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির পথস্বরূপ সেই ভক্তদের সেবা করা অল্পপুণ্য ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ।

**পুরী ভারতীগোঁসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ।
চারি গোঁসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥ ২৪
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সব ভক্তে করিলা মিলন॥ ২৫
প্রভু কহে—রায় ! দেখিলে কমললোচন[ক]।
রায় কহে—এবে যাই পাব দরশন॥ ২৬
প্রভু কহে—রায় তুমি কি কর্ম করিলা।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলা॥ ২৭
রায় কহে—চরণ রথ, হৃদয়-সারথি।
যাহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব-রথী॥ ২৮
আমি কি করিব মন ইহাঁ লঞা আইল।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল॥ ২৯
প্রভু কহে—যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব-মিলন॥ ৩০
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে॥ ৩১
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্বভৌমে বোলাইলা।
সার্বভৌমে নমস্করি তাঁহারে পুছিলা॥ ৩২
মোর লাগি প্রভু-পদে কৈলে নিবেদন।
সার্বভৌম কহে—কৈল অনেক যতন॥ ৩৩
তোমার লাগি প্রভুপদে কৈল নিবেদন।
তথাপি না করে তেঁহো রাজ-দরশন॥ ৩৪
ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন।
কিরূপে কহিয়ে আর তোমার বচন॥ ৩৫
শুনিঞা রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥ ৩৬
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই-মাধাই তেহোঁ করিলা উদ্ধার॥ ৩৭
'প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগৎ উদ্ধার।'
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥ ৩৮**

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ম
স্কন্ধে ৩৪ শ্লোকঃ

**অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
স বীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ॥ ৯**

অন্বয়—সঃ (তিনি—শ্রীচৈতন্য) ; **অদর্শনীয়ান্** (দর্শনের অযোগ্য) ; **নীচজাতীন্ অপি বীক্ষতে** (নীচজাতীয় লোকদিগকেও দর্শন দেন) ; **হন্ত** (হায় !) ; **তথাপি মাং নো** (তথাপি আমাকে দর্শন দেন না) ; **মদেকবর্জং কৃপয়িষ্যতি** (একমাত্র আমাকে বর্জন করিয়া অপর সকলকে কৃপা করিবেন) ; **ইতি নির্ণীয়**

[ক] কমললোচন—শ্রীজগন্নাথ।

কিম্ (ইহা স্থির করিয়াই কি) ; সঃ দেবঃ অবততার (সেই শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন) ?

অনুবাদ—রাজা প্রতাপরুদ্র বললেন—সেই শ্রীচৈতন্যদেব দর্শনের অযোগ্য যারা তাদেরও দর্শন দিয়েছেন ; হায় ! তবু আমাকে দর্শন দেন না। একমাত্র আমাকে বর্জন করে অপর সকলকে কৃপা করবেন—এটা স্থির করেই কি তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন ?

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥ ৩৯
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥ ৪০
এত শুনি ভট্টাচার্য হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত॥ ৪১
ভট্টাচার্য কহে—দেব ! না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ॥ ৪২
তেঁহো প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর॥ ৪৩
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় কর—প্রভু দেখিবে যাহায়॥ ৪৪
রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা।
রথ আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ ৪৫
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেই কালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ॥ ৪৬
কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী[ক] করিতে পঠন।
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ॥ ৪৭
বাহ্যজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি॥ ৪৮
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম-গুণ।
প্রভু-আগে কহি প্রভুর ফিরাইয়াছে মন॥ ৪৯
শুনি গজপতি-মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল॥ ৫০
স্নানযাত্রা কবে হবে—পুছিল ভট্টেরে।

[ক]কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী—শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধীয় পাঁচটি অধ্যায়।

ভট্ট কহে—তিন দিন আছয়ে যাত্রারে॥ ৫১
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে[খ] পাইল মহাদুখ॥ ৫২
গোপীভাবে প্রভু বিরহে বিহ্বল হইয়া।
আলালনাথে গেলা প্রভু সভারে ছাড়িয়া॥ ৫৩
পাছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে।
'গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে' কৈল নিবেদনে॥ ৫৪
সার্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
'প্রভু আইলা'—রাজার ঠাঁঞি কহিলেন গিঞা॥ ৫৫
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য।
রাজারে আশীর্বাদ করি কহে—শুন ভট্টাচার্য॥ ৫৬
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুই শত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত॥ ৫৭
নরেন্দ্রে[গ] আসিয়া সভে হৈলা বিদ্যমান।
তাঁ-সভার চাহি বাসা-প্রসাদ-সমাধান॥ ৫৮
রাজা কহে—পড়িছাকে আজ্ঞা করিব।
বাসা-আদি যে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব॥ ৫৯
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য ! একে-একে দেখাহ আমাতে॥ ৬০
ভট্ট কহে—অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সভাকে করাবে দর্শন॥ ৬১
আমি কাঁহো নাহি চিনি চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য সভাকে করাবে পরিচয়॥ ৬২
এত কহি তিন জন[ঘ] অট্টালী চড়িলা।
হেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা॥ ৬৩
দামোদর স্বরূপ গোবিন্দ দুইজন।
মালা-প্রসাদ লঞা যায় যাঁহা বৈষ্ণবগণ॥ ৬৪
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দোঁহারে।
রাজা কহে—এই কোন্ চিনাহ আমারে॥ ৬৫

[খ]অনবসরে—স্নানযাত্রার চতুর্দশী পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথ-দেবের অঙ্গরাগ হয় বলে এই সময় অপর কেউ তাঁর দর্শন পায় না বলে এই সময়কে অনবসর বলে।

[গ]নরেন্দ্রে—নরেন্দ্র সরোবরের তীরে।

[ঘ]তিন জন—সার্বভৌম, গোপীনাথ ও রাজা।

ভট্টাচার্য কহে—এই স্বরূপ দামোদর।
মহাপ্রভুর ইহোঁ হয় দ্বিতীয় কলেবর।। ৬৬
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য ইহাঁ দোঁহা দিয়া।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিঞা।। ৬৭
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয়মালা তাঁরে দিল।। ৬৮
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্যেরে।
তারে না চিনেন আচার্য পুছিলা দামোদরে।। ৬৯
দামোদর কহেন—ইহাঁর গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বর-পুরীর সেবক অতি গুণবান্।। ৭০
প্রভুর সেবা করিতে ইহাঁরে পুরী আজ্ঞা দিল।
অতএব প্রভু ইহাঁকে নিকটে রাখিল।। ৭১
রাজা কহে—যাঁরে মালা দিলা দুইজন।
আচার্য তেজ এই বড় মহান্ত কোন্।। ৭২
আচার্য কহে—ইহার নাম অদ্বৈত-আচার্য।
মহাপ্রভুর মান্য পাত্র সর্বশিরোধার্য।। ৭৩
শ্রীবাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য ইহোঁ পণ্ডিত গদাধর।। ৭৪
আচার্য-রত্ন ইহোঁ আচার্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত শঙ্কর।। ৭৫
এই মুরারি গুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাস ঠাকুর এই ভুবনপাবন।। ৭৬
এই হরিভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত এই শিবানন্দ।। ৭৭
গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন-ভাই কীর্তনে করে প্রভুর সন্তোষ।। ৭৮
রাঘব-পণ্ডিত এই আচার্য-নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ।। ৭৯
শুক্লাম্বর এই, এই শ্রীধর বিজয়।
বল্লভ সেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।। ৮০
কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান্।
রামানন্দ-আদি এই দেখ বিদ্যমান।। ৮১
মুকুন্দ দাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন।। ৮২
কতেক কহিব এই দেখ যত জন।
শ্রীচৈতন্যগণ সব চৈতন্য-জীবন।। ৮৩
রাজা কহে— দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর।। ৮৪
কোটী-সূর্য-সম সভার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্তন।। ৮৫
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি।। ৮৬
ভট্টাচার্য কহে— তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম সঙ্কীর্তন।। ৮৭
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম 'কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন'।। ৮৮
সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেইত সুমেধা আর কলিহতজন।।[*] ৮৯

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।। ১০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩)]

রাজা কহে—শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হয় 'কৃষ্ণ'।
তব কেনে পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ।। ৯০
ভট্ট কহে—তাঁর কৃপালেশ হয় যাঁরে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি লৈতে পারে।। ৯১
তাঁর কৃপা নাহি যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে।। ৯২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২৯) শ্লোকঃ

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বম্।। ১১

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২১৫)]

রাজা কহে—সভে জগন্নাথ না দেখিঞা।

---

[*]সুমেধা—সুবুদ্ধি।
কলিহতজন—কলির কবলগত মানুষ।

চৈতন্যের বাসার আগে চলিলা ধাঞা॥ ৯৩
ভট্ট কহে—এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সভার উৎকণ্ঠিত চিত॥ ৯৪
আগে তাঁরে মিলি সভে তাঁরে আগে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবে আসিয়া॥ ৯৫
রাজা কহে—ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে জন পাঁচ-সাত॥ ৯৬
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ॥ ৯৭
ভট্ট কহে—ভক্তগণ আইলা জানিঞা।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাহাঁ লঞা॥ ৯৮
রাজা কহে—উপবাস-ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খান অন্ন-পান॥ ৯৯
ভট্ট কহে—তুমি কহ সেই বিধি-ধর্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম-মর্ম॥ ১০০
ঈশ্বরের পরোক্ষ-আজ্ঞা ক্ষৌর-উপোষণ[ক]।
প্রভুর সাক্ষাৎ-আজ্ঞা—প্রসাদ ভক্ষণ॥ ১০১
তাঁহা উপবাস—যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা প্রসাদত্যাগ হয় অপরাধ॥ ১০২
বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কোন করে উপোষণ॥ ১০৩
পূর্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥ ১০৪
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদ-লোকধর্ম॥ ১০৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কং ২৯ অং ৪৬ শ্লোকঃ

যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥ ১২

অন্বয়—আত্মভাবিতঃ (মনে চিন্তিত) ; [সন্] (হইয়া) ; ভগবান যদা যং অনুগৃহ্ণাতি (ভগবান যখন যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন) ; সঃ লোকে বেদে চ (তিনি তখন লোকধর্মে এবং বেদধর্মে) ; পরিনিষ্ঠিতাং মতিং জহাতি (নিষ্ঠাপ্রাপ্ত বুদ্ধিকে ত্যাগ করেন)।

অনুবাদ—নারদ প্রাচীনবর্হি রাজাকে বললেন – শ্রীভগবান যখন যাকে আত্মভাবে অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোকধর্ম ও বেদধর্মে আসক্ত বুদ্ধিকে ত্যাগ করেন।

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা।
কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র দোঁহে বোলাইলা॥ ১০৬
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।
প্রভু-স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে॥ ১০৭
সভারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দে প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাদ॥ ১০৮
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দোঁহে সাবধান হৈয়া।
আজ্ঞা নহে—তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া॥ ১০৯
এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে।
সার্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে॥ ১১০
গোপীনাথাচার্য ভট্টাচার্য সার্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন॥ ১১১
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্র গৃহপথে করিলা গমন॥ ১১২
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে॥ ১১৩
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
আচার্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥ ১১৪
প্রেমানন্দে হৈলা দোঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর॥ ১১৫
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥ ১১৬
একে একে সব ভক্তে কৈল সম্ভাষণ।
সভা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন॥ ১১৭
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমাণ॥ ১১৮
আপন নিকটে প্রভু সভারে বসাইল।
আপনে শ্রীহস্তে সভায় মালাচন্দন দিল॥ ১১৯
ভট্টাচার্য আচার্য আইলা প্রভু-স্থানে।

[ক] ক্ষৌর-উপোষণ—মস্তকমুণ্ডন ও উপবাস।

যথাযোগ্য মিলন করিল সভা-সনে॥ ১২০
অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয় বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাঙ তোমার আগমনে॥ ১২১
অদ্বৈত কহেন ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্যময়॥ ১২২
তথাপি ভক্তের সঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্ত-সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস॥ ১২৩
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়া।
তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া॥ ১২৪
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে॥ ১২৫
বাসু কহে—মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমা সঙ্গ।
তোমার চরণ-প্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম॥[ক] ১২৬
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্বগুণশ্রেষ্ঠ॥ ১২৭
পুন প্রভু কহে—আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক[খ] আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে॥ ১২৮
স্বরূপের ঠাঞি আছে—লহ লেখাইয়া।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া॥ ১২৯
প্রত্যেকে সকল বৈষ্ণব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল॥ ১৩০
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহা প্রীত।
তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্য ক্রীত॥ ১৩১
শ্রীবাস কহেন—কেনে কহ বিপরীত।
কৃপামূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত॥ ১৩২
শঙ্করে[গ] দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে॥ ১৩৩
শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর॥ ১৩৪
দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।

[ক]আদৌ—আগে।
পুনর্জন্ম—পুনরায় জন্ম অর্থাৎ ভাগবত জন্ম।
[খ]দুই পুস্তক—কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা।
[গ]শঙ্কর—দামোদরের ছোট ভাই।

এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥ ১৩৫
শিবানন্দে কহে প্রভু তোমার আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে॥ ১৩৬
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে, শ্লোক পড়িয়া॥ ১৩৭

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮মে অঙ্কে ৫৭ শ্লোকঃ

নিমজ্জতোঽনন্ত! ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥ ১৩

অন্বয়—অনন্ত (হে অনন্ত!); চিরায় ভবার্ণবান্তঃ (বহুকাল যাবৎ সংসার-সমুদ্রের মধ্যে); নিমজ্জিতঃ (পতিত); মে কূলং ইব (আমার তটসদৃশ); [ত্বং] (তুমি); লব্ধঃ অসি (প্রাপ্ত হইয়াছ); ভগবন্ (হে ভগবান); ত্বয়া অপি ইদানীং (তোমার দ্বারাও এক্ষণে); দয়ায়াঃ অনুত্তমং (দয়ার সর্বোত্তম); ইদং প্রাপ্তং লব্ধং (এই পাত্র লব্ধ হইল)।

অনুবাদ—হে অনন্ত! বহুকাল ধরে আমি এই সংসাররূপ সমুদ্রে ডুবে আছি; সংসার সমুদ্রে ডুবে যেতে যেতে কূল রূপে তোমাকে পেয়েছি। হে ভগবান! তুমিও এখন দয়ার সর্বোত্তম পাত্ররূপে আমাকে পেয়েছ।

প্রথমে মুরারি গুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া।
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হৈয়া॥ ১৩৮
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন॥ ১৩৯
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে[ঘ] ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দীন হীন হঞা॥ ১৪০
মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে।
পাছে পাছে ভাগে মুরারি, লাগিলা বলিতে॥ ১৪১
মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর॥ ১৪২

[ঘ]দশনে—দন্তে।

প্রভু কহে—মুরারি ! কর দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন॥ ১৪৩
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জন॥ ১৪৪
আচার্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর।
হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচার্য পুরন্দর॥ ১৪৫
প্রত্যেকে সভার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান॥ ১৪৬
সভারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাস না দেখিয়া কহে—কাঁহা হরিদাস॥ ১৪৭
দূরে হৈতে হরিদাস গোঁসাঞি দেখিয়া।
রাজপথ-প্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা॥ ১৪৮
মিলন-স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা॥ ১৪৯
ভক্তসব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে॥ ১৫০
হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥ ১৫১
নিভৃতে টোটা মধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ॥[ক] ১৫২
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ—মোর এই বাঞ্ছা হয়॥ ১৫৩
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল॥ ১৫৪
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুই জন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ-বন্দন॥ ১৫৫
সর্ব বৈষ্ণবেরে দেখি সুখী বড় হৈলা।
যথাযোগ্য সভা-সনে আনন্দে মিলিলা॥ ১৫৬
প্রভুপদে দুই জনে কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান॥ ১৫৭
সভার করিয়াছি বাসা গৃহ সংস্থান।
মহাপ্রসাদান্ন সভার করি সমাধান॥ ১৫৮

প্রভু কহে—গোপীনাথ ! যাহ সভা লঞা।
যাঁহা যাঁহা কহে তাঁহা বাসা দেহ যাঞা॥ ১৫৯
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ স্থানে।
সর্ব বৈষ্ণবের ইহোঁ করিবে সমাধানে॥ ১৬০
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে॥ ১৬১
সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ॥ ১৬২
মিশ্র কহে—সব তোমার মাগ কি কারণে।
আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থানে॥ ১৬৩
আমি দুই হই তোমার দাস-আজ্ঞাকারী।
যেই চাহি সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি॥ ১৬৪
এত কহি দুই জন বিদায় করিলা।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে দিলা॥ ১৬৫
গোপীনাথ দেখাইল সব বাসা ঘর।
বাণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর॥ ১৬৬
বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা পানা লৈয়া।
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিয়া॥ ১৬৭
মহাপ্রভু কহে —শুন সব বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সভে করহ গমন॥ ১৬৮
সমুদ্র-স্নান করি কর চূড়া-দরশন।
তবে এথা আসি আজি করিবে ভোজন॥ ১৬৯
প্রভু নমস্করি সভে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য সভায় বাসা স্থান দিলা॥ ১৭০
তবে প্রভু আইলা হরিদাস মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সংকীর্তনে॥ ১৭১
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হৈয়া।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া॥ ১৭২
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে॥ ১৭৩
হরিদাস কহে—প্রভু ! না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥ ১৭৪
প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥ ১৭৫

[ক] টোটা—উদ্যান, বাগান।
কাল গোয়াঙ—কাল যাপন করি, সময় কাটাই।

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥ ১৭৬
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥ ১৭৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং
৩৩ অং ৭ শ্লোকঃ

অহো বত ! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ১৪

অন্বয়—অহোবত (অহো কী আশ্চর্য !) ; যৎ জিহ্বাগ্রে (যাঁহার জিহ্বার অগ্রভাগে) ; তুভ্যম্ নাম বর্ততে (তোমার নাম বর্তমান থাকে) ; অতঃ (সেই হেতু) ; [সঃ] (সেই) ; শ্বপচঃ গরীয়ান্ (চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ) ; যে তে নাম গৃণন্তি (যাঁহারা তোমার নাম কীর্তন করেন) ; তে আর্যাঃ (তাঁহারা সদাচারসম্পন্ন) ; [তে] (তাঁহারা) ; তপঃ তেপুঃ (তপস্যা করিয়াছেন) ; জুহুবুঃ (হোম করিয়াছেন) ; সস্নুঃ (তীর্থস্নান করিয়াছেন) ; ব্রহ্ম অনূচুঃ (বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন)।

অনুবাদ—দেবহূতি শ্রীকপিলদেবকে বলেছিলেন—যাঁর জিহ্বাগ্রে তোমার নাম, তিনি চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ বা পূজ্য। যাঁরা তোমার নাম-কীর্তন করে থাকেন, তাঁরাই সদাচারসম্পন্ন, তাঁরাই তপস্যা করেছেন, হোম করেছেন, তীর্থস্নান করেছেন এবং তাঁরাই বেদ অধ্যয়ন করেছেন।

এত বলি তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসস্থানে॥ ১৭৮
এই স্থানে রহ, কর নাম সংকীর্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥ ১৭৯
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার-আসিবে প্রসাদান্ন॥ ১৮০
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি সভে পাইল আনন্দ॥ ১৮১
সমুদ্র-স্নান করি প্রভু আইলা নিজস্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে॥ ১৮২
আসি জগন্নাথের কৈলা চূড়া দরশন।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন॥ ১৮৩
সভারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি[ক]।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥ ১৮৪
অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাথে।
দুই তিন জনার ভক্ষ্য দেন একেক পাতে॥ ১৮৫
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
ঊর্ধ্বহস্তে বসিয়া রহিল ভক্তগণ॥ ১৮৬
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন॥ ১৮৭
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যতজন।
গোপীনাথাচার্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ॥ ১৮৮
আচার্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরী-ভারতী আছে অপেক্ষা করিয়া॥ ১৮৯
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি॥ ১৯০
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিল।
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইল॥ ১৯১
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লৈয়া।
পরিবেশন করে আচার্য হরষিত হঞা॥ ১৯২
স্বরূপ গোঁসাঞি দামোদর জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে তিনজন॥ ১৯৩
নানা পিঠা-পানা খায় আকণ্ঠ পূরিয়া।
মধ্যে ‘হরি’ কহে উচ্চ করিয়া॥ ১৯৪
ভোজন সমাপ্তি হৈল কৈল আচমন।
সভারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন॥ ১৯৫
বিশ্রাম করিতে সভে নিজ বাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে পুনঃ আসি প্রভুরে মিলিলা॥ ১৯৬
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণব-সনে॥ ১৯৭
সভা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্তন আরম্ভ তাঁহা কৈলা মহাশয়॥ ১৯৮

[ক] যোগ্যক্রম করি—যাঁকে যেখানে বসানো উচিত, তাঁকে সেখানে বসালেন।

সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সংকীর্তন।
পড়িছা আনি দিলেন সভায় মাল্য-চন্দন॥ ১৯৯
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সংকীর্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥ ২০০
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে 'ভাল ভাল'॥ ২০১
কীর্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥ ২০২
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইলা দেখিবারে।
কীর্তন দেখি উড়িয়া লোক হৈল চমৎকারে॥ ২০৩
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে[ক] নর্তন করিয়া॥ ২০৪
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে[খ] ধরে নিত্যানন্দ রায়॥ ২০৫
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার॥ ২০৬
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে॥ ২০৭
বেঢ়া নৃত্য[গ] মহাপ্রভু করি কথোক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্তন॥ ২০৮
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য করে গৌররায়॥ ২০৯
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥ ২১০
অদ্বৈত-আচার্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়॥ ২১১
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর॥ ২১২
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য তাঁর হৈল প্রকটন॥ ২১৩
চারিদিকে নৃত্য-গীত করে যত জন।
সভে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন॥ ২১৪
চারি-জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য প্রকাশ॥ ২১৫
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখিমাত্র জানে।
কেমতে চৌদিগে দেখে ইহা নাহি জানে॥ ২১৬
পুলিনভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে।
চৌদিগের সখা কহে—চাহে আমা পানে॥ ২১৭
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ২১৮
মহা-নৃত্য মহা-প্রেম মহা-সঙ্কীর্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন॥ ২১৯
গজপতি রাজা শুনি কীর্তন মহত্ত্বে।
অট্টালি চঢ়িয়া দেখে স্বগণ-সহিতে॥ ২২০
সঙ্কীর্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল অপার॥ ২২১
কীর্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি॥ ২২২
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সভারে বাঁটিয়া[ঘ] তাহা দিলেন ঈশ্বর॥ ২২৩
সভারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এই মত লীলা করে শচীর নন্দন॥ ২২৪
যাবৎ আছিলা সভে মহাপ্রভুর সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্তন রঙ্গে॥ ২২৫
এই মত কহিল প্রভুর কীর্তন-বিলাস।
যেন ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস॥ ২২৬
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২২৭

[ক] বুলে—ভ্রমণ করেন।
[খ] আছাড়ের কালে—ভূমিপতন সময়ে।
[গ] বেঢ়া নৃত্য—মন্দিরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্য।
[ঘ] বাঁটিয়া—বণ্টন বা ভাগ করে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেঢ়াসঙ্কীর্তন বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার॥ ১

অন্বয়—সঃ গৌরঃ (সেই গৌরচন্দ্র) ; আত্মবৃন্দৈঃ (নিজ ভক্তগণের সহিত) ; শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরং (শ্রীগুণ্ডিচামন্দির) ; সম্মার্জয়ন্ (সম্মার্জিত করিয়া) ; ক্ষালনতঃ (এবং প্রক্ষালিত করিয়া) ; স্বচিত্তবৎ (নিজের চিত্তের ন্যায়) ; শীতলং উজ্জ্বলং চ (শীতল এবং উজ্জ্বল) ; [কৃত্বা] (করিয়া) ; কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার (শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীজগন্নাথদেবের উপবেশনের উপযুক্ত করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—সেই শ্রীগৌরসুন্দর নিজ ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির পরিষ্কার করে ধৌত করে নিজের চিত্তের ন্যায় শীতল ও উজ্জ্বল করে শ্রীজগন্নাথদেবের উপবেশনের উপযুক্ত করেছিলেন।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ ! জয়াদ্বৈত ধন্য॥ ১
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন॥ ২
পূর্বে দক্ষিণ হৈতে যবে প্রভু আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা॥ ৩
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্বভৌম ঠাঞি।
প্রভু-আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই॥ ৪
ভট্টাচার্য লিখিলা প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল॥ ৫
প্রভুর নিকট আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁ-সভারে করিহ নিবেদন॥ ৬
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয়॥ ৭
তাঁ-সভার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভু-কৃপাবিনা মোরে রাজ্যে নাহি ভায়॥[ক] ৮
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী॥ ৯
ভট্টাচার্য পত্রী দেখি চিন্তিত হৈয়া।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সেই পত্রী লৈয়া॥ ১০
সভারে মিলিয়া কহিলা রাজ-বিবরণ।
পাছে সেই পত্রী সভারে করাইল দর্শন॥ ১১
পত্রী দেখি সভার মনে হইল বিস্ময়।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয়॥ ১২
সভে কহে—প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যবে দুঃখ সে মানিবে॥ ১৩
সার্বভৌম কহে—সভে চল একবার।
মিলিতে না কহিয়া কহিব রাজ-ব্যবহার॥ ১৪
এত বলি সভে গেলা মহাপ্রভু-স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সভে না কহে বচনে॥ ১৫
প্রভু কহে—কি কহিতে সভার আগমন।
দেখি যে কহিতে চাহ, না কহ কি কারণ॥ ১৬
নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিতে॥ ১৭
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহি যোগী হৈতে॥ ১৮
যদ্যপি শুনিঞা প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন॥ ১৯
তোমা সভার ইচ্ছা এই—আমাসভা লঞা।
রাজাকে মিলহ ইহোঁ কটক যাইঞা॥ ২০
পরমার্থ যাউক লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু, দামোদর করিবে ভর্ৎসন॥ ২১
তোমা সভার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি—তবে মিলি তারে॥ ২২
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

[ক]মিলোঁ—মিলব।
নাহি ভায়—ভালো লাগে না।

কর্তব্যাকর্তব্য সব তোমার গোচর॥ ২৩
আমি কোন ক্ষুদ্রজীব তোমারে বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তাঁরে তাহা যে দেখিব॥ ২৪
রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ॥ ২৫
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র[ক]॥ ২৬
নিত্যানন্দ কহে —ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমারে কহে—কর রাজারে মিলন॥ ২৭
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥ ২৮
যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ-লাগি পতি-আগে ছাড়িল পরাণ॥[খ] ২৯
তৈছে যুক্তি করি, যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে, রহে তার প্রাণ॥ ৩০
এক বহির্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি॥ ৩১
প্রভু কহে—তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান॥ ৩২
তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্বাস॥ ৩৩
সেই বহির্বাস সার্বভৌম-পাশ দিল।
সার্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল॥ ৩৪
বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥ ৩৫

রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজারে নিবেদিলা॥ ৩৬
তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা॥ ৩৭
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে॥ ৩৮
একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা॥ ৩৯
প্রভু-পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইঞা ঐছে কহে বারবার॥ ৪০
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায়[গ] মহাপ্রভুর মন॥ ৪১
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দে সাধিলেন প্রভু মিলিবারে॥ ৪২
রামানন্দ প্রভু-পদে কৈল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ॥ ৪৩
প্রভু কহে—রামানন্দ ! কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া ? ॥ ৪৪
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ।
পরলোক রহুঁ লোকে করে উপহাস॥ ৪৫
রামানন্দ কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র॥ ৪৬
প্রভু কহে, আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥ ৪৭
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু[ঘ] যৈছে না লুকায়॥ ৪৮
রায় কহে কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥ ৪৯
প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ॥ ৫০
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান্।
তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজা' নাম॥ ৫১

[ক]প্রেম-পরতন্ত্র— প্রেমের বশীভূত।

[খ]কোনো একদিন নিদাঘকালে শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে গোচারণ করার সময় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ক্ষুধার কথা শুনেও অন্ন দিলেন না ; কিন্তু তাঁদের পত্নীগণ সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে চর্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চাররকম ভক্ষ্য দ্রব্য অতি যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিয়ে এলেন। কিন্তু একজন ব্রাহ্মণীকে তাঁর স্বামী আসতে না দেওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন-ব্যাকুলতায় তাঁর স্বামীর সামনেই দেহত্যাগ করলেন।

[গ]দ্রবায়—গলায়, বিগলিত করে।

[ঘ]মসীবিন্দু—কালির বিন্দুপরিমাণ দাগ।

তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আমি মিলাহ মোরে তাঁহার তনয়॥ ৫২
'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥[ক] ৫৩
তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা॥ ৫৪
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল-বরণ।
কৈশোর বয়স দীর্ঘ চপল নয়ন॥ ৫৫
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ।
কৃষ্ণ-স্মরণের তেহোঁ হৈলা উদ্দীপন[খ]॥ ৫৬
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা॥ ৫৭
এই মহাভাগবত যাঁহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্বজনে॥ ৫৮
কৃতার্থ হইলাম আমি ইঁহার দর্শনে।
এত বলি পুন তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥ ৫৯
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ॥ ৬০
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে নাচে করয়ে রোদন।
তাঁর ভাগ্য দেখি শ্লাঘা[গ] করে ভক্তগণ॥ ৬১
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য করাইল।
'নিত্য আসি আমায় মিলিহ' এই আজ্ঞা দিল॥ ৬২
বিদায় লইয়া রায় আইলা রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা[ঘ] দেখিয়া॥ ৬৩
পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা॥ ৬৪
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন॥ ৬৫
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্তন রঙ্গে॥ ৬৬
আচার্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ॥ ৬৭
এইমত নানা-রঙ্গে দিনকথো গেল।
জগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥ ৬৮
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা-পাত্র সার্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥ ৬৯
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনসেবা মাগি নিল॥[ঙ] ৭০
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্তব্য আমার॥ ৭১
বিশেষ রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে।
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে॥ ৭২
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জন।
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন॥ ৭৩
কিন্তু ঘট-সম্মার্জন বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে॥ ৭৪
তবে একশত ঘট শত সম্মার্জনী[চ]।
নূতন প্রভুর আগে দিল পড়িছা আনি॥ ৭৫
আরদিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সভার সঙ্গে লেপিল চন্দন॥ ৭৬
শ্রীহস্তে সভারে দিল এক এক মার্জনী।
সব গণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি॥ ৭৭
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জন।
প্রথমে মার্জনী লঞা করিল শোধন॥ ৭৮
ভিতর মন্দির উপর সব সম্মার্জিল।
সিংহাসন মার্জি চারি ভিত সে শোধিল॥ ৭৯
ভিতর মন্দির কৈল মার্জন-শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন[ছ]॥ ৮০
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জনী-করে।
আপনে শোধয়ে প্রভু শিখায় সভারে॥ ৮১

[ক]অর্থাৎ জীব-আত্মা নিজেই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে।
[খ]উদ্দীপন — যা কোনো বস্তুর স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়, তাকে উদ্দীপন বলে।
[গ]শ্লাঘা—প্রশংসা।
[ঘ]চেষ্টা—ব্যবহার, প্রেমের বিকারাদি।
[ঙ]প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জনের কাজ চেয়ে নিলেন।
[চ]সম্মার্জনী—ঝাঁটা।
[ছ]শ্রীজগমোহন—ভিতর মন্দিরের অংশ ; নাটমন্দির।

প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে নিজ কাম॥ ৮২
ধূলিধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহো-কাঁহো অশ্রুজলে করে সম্মার্জন॥ ৮৩
ভোগ-মণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥ ৮৪
তৃণ ধূলা ঝিকর[ক] সব একত্র করিয়া।
বহির্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লৈয়া॥ ৮৫
এইমত ভক্তগণ করি নিজবাসে।
তৃণ ধূলি বাহিরে ফেলে পরম হরিষে॥ ৮৬
প্রভু কহে কে কত করিয়াছে মার্জন।
তৃণ ধূলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম॥ ৮৭
সভার ঝাঁটিনা বোঝা[খ] একত্র করিল।
সভা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥ ৮৮
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জন।
পুনঃ সভাকারে দিল করিয়া বণ্টন॥ ৮৯
সূক্ষ্ম ধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর॥ ৯০
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥ ৯১
আর শত জন শত ঘটে জল ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি॥ ৯২
'জল আন' বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল॥ ৯৩
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন।
উর্ধ্ব অধো ভিত্তি গৃহমধ্য সিংহাসন॥ ৯৪
খাপরা ভরিয়া জল উর্ধ্বে চালাইল।
সেই জলে উর্ধ্বে শোধি ভিত প্রক্ষালিল॥ ৯৫
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জন॥ ৯৬
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির-মার্জন॥ ৯৭

[ক]ঝিকর—মাটির পাত্রভাঙা খোলা।

[খ]ঝাঁটিনা বোঝা—ঝাঁট দেওয়া ধুলো-কাঁকরের বোঝা।

কেহ জলঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ ছলে জল দেয় চরণ উপরে॥ ৯৮
কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান।
কেহ মাগি লয় কেহ অন্যে করে দান॥ ৯৯
ঘর ধুই প্রণালিকায়[গ] জল ছাড়ি দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল॥ ১০০
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জন।
মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মার্জিলেন সিংহাসন॥ ১০১
শত ঘট জলে হৈল মন্দির-মার্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন[ঘ]॥ ১০২
নির্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥ ১০৩
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥ ১০৪
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শতজন॥ ১০৫
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইহাঁ বিনু আর সব আনে জল ভরি॥ ১০৬
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাঁহা লোকে লঞা আইল॥ ১০৭
জল ভরে ঘর ধোয় করে 'হরিধ্বনি'।
কৃষ্ণ-হরিধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি॥ ১০৮
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘট-সমর্পণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন॥ ১০৯
যেই যেই কহে সেই কহে 'কৃষ্ণনামে'।
'কৃষ্ণনাম' হৈল সঙ্কেত সর্বকামে॥ ১১০
প্রেমাবেশে কহে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম।
একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম॥ ১১১
শত হাতে করে যেন ক্ষালন-মার্জন।
প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ॥ ১১২
ভাল কর্ম দেখি তাঁরে করেন প্রশংসন।

[গ]প্রণালিকায়—নর্দমায়।

[ঘ]যেন নিজ মন—নিজের মনের মতো নির্মল, শীতল ও স্নিগ্ধ।

মন না মানিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন[ক]॥ ১১৩
তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।
এই মত ভালো কর্ম সেহো যেন করে॥ ১১৪
একথা শুনিয়া সভে সঙ্কুচিত হঞা।
ভালমতে করে কর্ম সভে মন দিয়া॥ ১১৫
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন॥ ১১৬
নাটশালা[খ] ধুই ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ।
পাকশালা-আদি সব কৈল প্রক্ষালন॥ ১১৭
মন্দিরের চতুর্দিক প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল॥ ১১৮
হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণ যুগে দিল ঘট জল॥ ১১৯
সেই জল লৈয়া আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল॥ ১২০
যদ্যপি গোঁসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ।
শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ॥ ১২১
স্বরূপ গোঁসাঞিরে আনি কহিল তাঁহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে॥ ১২২
ঈশ্বর মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল॥ ১২৩
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি[গ]॥ ১২৪
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া।
ঢেকা মারি[ঘ] পুরীর বাহিরে কৈল লৈয়া॥ ১২৫
পুন আসি প্রভুর পায় করিল বিনয়।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়॥ ১২৬
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা।
সারি করি দুই পাশে সভা বসাইলা॥ ১২৭
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাথে।

[ক]পবিত্র ভর্ৎসন—মিষ্টকথা ও প্রশংসার ছলে তিরস্কার।
[খ]নাটশালা—নাটমন্দির।
[গ]ফৈজতি—গোলমাল।
[ঘ]ঢেকা মারি—ধাক্কা মেরে।

তৃণ-কাঁটা-কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে॥ ১২৮
'কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপানা লব॥' ১২৯
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্মল কৈল যেন নিজ মন॥ ১৩০
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥ ১৩১
এইমত পুর-দ্বার অগ্রে পথ যত।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত॥ ১৩২
নৃসিংহ-মন্দির ভিতর-বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল॥ ১৩৩
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ সম॥ ১৩৪
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক হুঙ্কার।
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার॥ ১৩৫
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণ মাসে মেঘ যেন করে বরিষণ॥[ঙ] ১৩৬
মহা-উচ্চ সংকীর্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥ ১৩৭
স্বরূপের উচ্চগান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড-নৃত্য করে গৌররায়॥ ১৩৮
এইমতে কথোক্ষণ নৃত্য করিয়া।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া॥ ১৩৯
আচার্য গোঁসাঞির পুত্র শ্রীগোপালনাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা ভগবান॥ ১৪০
প্রেমাবেশে নৃত্যে তেঁহো হইলা মূর্ছিতে।
অচেতন হঞা তেঁহো পড়িলা ভূমিতে॥ ১৪১
আস্তে আচার্য গোঁসাঞি তাঁরে লইলা কোলে।
শ্বাসরহিত দেখি আচার্য হইলা বিকলে॥ ১৪২
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলঝাঁটি।
হুহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥ ১৪৩
অনেক করিল তবু না হয় চেতন।

[ঙ]মহাপ্রভুর প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হয়ে তাঁর অঙ্গ ধৌত করে ভক্তদের অঙ্গও ধৌত করল।

আচার্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ॥ ১৪৪
তবে মহাপ্রভু তাঁর বুকে হাত দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল॥ ১৪৫
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
'হরি' বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ॥ ১৪৬
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন॥ ১৪৭
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা॥ ১৪৮
তীরে উঠি পরি সভে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহদেব নমস্করি গেলা উপবন॥ ১৪৯
উদ্যানে বসিল প্রভু ভক্তগণে লঞা।
তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া॥ ১৫০
কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা দুই জন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ॥ ১৫১
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল॥ ১৫২
পুরী গোঁসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥ ১৫৩
আচার্যরত্ন আচার্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য রাঘব বক্রেশ্বর॥ ১৫৪
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্বভৌম।
পিণ্ডোপরি[ক] বৈসে প্রভু লঞা এতজন॥ ১৫৫
তার তলে, তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন॥ ১৫৬
হরিদাস ! বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন॥ ১৫৭
ভক্তসঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার॥ ১৫৮
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিলা তারে॥ ১৫৯
স্বরূপ গোঁসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর॥ ১৬০
পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ॥ ১৬১
পুলিনভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল॥ ১৬২
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈলা স্থির॥ ১৬৩
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে[খ]।
পিঠা পানা অমৃত-গুটিকা দেহ ভক্তগণে॥ ১৬৪
সর্বজ্ঞ প্রভু জানেন যারে যেই ভায়।
তবে তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপ দ্বারায়॥ ১৬৫
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে॥ ১৬৬
যদ্যপিহ দিলে প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে-ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ॥ ১৬৭
পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥ ১৬৮
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তাঁর আগে কিছু খান মনে এই ত্রাস॥ ১৬৯
স্বরূপ গোঁসাঞি ভাল মিষ্ট প্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া॥ ১৭০
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন॥ ১৭১
এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ।
তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥ ১৭২
এইমত দুইজন করে বারবার।
চিত্র[গ] এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার॥ ১৭৩
সার্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন নিজপাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্বভৌম হাসে॥ ১৭৪
সার্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বার বার করান ভোজন॥ ১৭৫
গোপীনাথাচার্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।

[ক]পিণ্ডোপরি—পিঁড়ার উপরে।

[খ]লাফরা-ব্যঞ্জনে—নানাবিধ সব্‌জি দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন বিশেষ।

[গ]চিত্র—বিচিত্র, অদ্ভুত।

সার্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী॥ ১৭৬
কাঁহা ভট্টাচার্যের পূর্ব জড় ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার॥ ১৭৭
সার্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ সিদ্ধি॥ ১৭৮
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয়॥ ১৭৯
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ হরি'॥ ১৮০
কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।
কাঁহা এই সাধুসঙ্গ সমুদ্র-তরঙ্গে॥ ১৮১
প্রভু কহে পূর্বসিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা সঙ্গে আমা সভার হৈল কৃষ্ণে মতি॥ ১৮২
ভক্তমহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু-সম আর নাহি ত্রিজগতে॥ ১৮৩
তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্ত-নাম লঞা।
পিঠা পানা দেওয়াইলা প্রসাদ করিয়া॥ ১৮৪
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই॥ ১৮৫
অদ্বৈত কহে—অবধূত সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি।
ভোজন করি, না জানিয়ে হবে কোন্ গতি॥ ১৮৬
প্রভু ত সন্ন্যাসী ; উঁহার নাহি অপচয়।
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়॥ ১৮৭
'নান্নদোষেণ মস্করী'[ক] এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান॥ ১৮৮
জন্ম-কুল-শীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি বড় অনাচার॥ ১৮৯
নিত্যানন্দ কহে— তুমি অদ্বৈত আচার্য।
অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধ ভক্তিকার্য॥ ১৯০
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
একবস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে॥ ১৯১
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন॥ ১৯২

[ক]নান্নদোষেণ মস্করী—অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ হয় না।

হেনমতে দুইজনে করে বোলাবুলি।
ব্যাজস্তুতি করে দোঁহে যৈছে গালাগালি॥ ১৯৩
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেয়ান কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া॥ ১৯৪
ভোজন করি উঠে সভে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গমর্ত ভরি॥ ১৯৫
তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে।
সভাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্য-চন্দনে॥ ১৯৬
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন।
গৃহ ভিতর বসি কৈল প্রসাদ ভোজন॥ ১৯৭
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লঞা॥ ১৯৮
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি নিল।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাছে পাইল॥ ১৯৯
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
'ধোয়া পাখালা' নাম কৈলা এই এক লীলা॥ ২০০
আর দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব[খ] নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান॥ ২০১
পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভু-অদর্শনে।
আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ-দরশনে॥ ২০২
মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন॥ ২০৩
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জল করঙ্গ লঞা॥ ২০৪
প্রভু-আগে পুরী ভারতী দোঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জন॥ ২০৫
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন॥ ২০৬
দরশন-লোভে করি মর্যাদা-লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখদর্শন॥ ২০৭

[খ]নেত্রোৎসব—স্নানযাত্রার পর থেকে রথযাত্রার আগের দিন পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পাওয়া যায় না ; এই সময় অঙ্গরাগ (নূতন রং দেওয়া) হয়। রথযাত্রার আগের দিন শ্রীবিগ্রহের নেত্র বা চক্ষু দান করা হয় বলে এই দিনকে নেত্রোৎসব বলে।

তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল।
গাঢ়াসক্তে[ক] পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল॥ ২০৮
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়নযুগল।
নীলমণি দর্পণ কান্তি গণ্ড ঝলমল॥ ২০৯
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত-তরঙ্গ॥[খ] ২১০
শ্রীমুখ সৌন্দর্য মধু বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে॥ ২১১
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর॥ ২১২

[ক]গাঢ়াসক্তে—অত্যন্ত অনুরাগের সঙ্গে।

[খ]বান্ধুলীর ফুল—সুন্দর লালবর্ণের ফুল বিশেষ।

অধর সুরঙ্গ—শ্রীজগন্নাথের অধর বান্ধুলী ফুলের চেয়েও লাল এবং সুন্দর।

এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখদর্শন॥ ২১৩
স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ॥ ২১৪
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করে সংকীর্তন॥ ২১৫
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞা গেলা॥ ২১৬
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া।
সেবকে লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া॥ ২১৭
গুণ্ডিচা-মার্জন-লীলা সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল॥ ২১৮
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২১৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচাগৃহমার্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥ ১

অন্বয়—যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত (যিনি শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন) ; যেন (যে নৃত্য দ্বারা) ; জগতাং চিত্রং (জগতবাসী আশ্চর্য) ; [আসীৎ] (হইয়াছিল) ; [যেন] (যাহার দ্বারা) ; জগন্নাথঃ অপি বিস্মিতঃ আসীৎ (শ্রীজগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন) ; সঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ জীয়াৎ (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ—যিনি শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সামনে নৃত্য করেছিলেন এবং যাঁর নৃত্যে সকল জগতবাসী এবং স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবও বিস্মিত হয়েছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হোন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন॥ ২
আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি গণসঙ্গে কৈলা কৃত্য-স্নান[ক]॥ ৩
পাণ্ডু-বিজয়[খ] দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন॥ ৪
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন[গ]॥ ৫
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন॥ ৬
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ[ঘ] যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি॥ ৭
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ॥ ৮
কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি[ঙ]।
দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥ ৯
উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তুলী হৈতে আর তুলী[চ] করায় গমনে॥ ১০
প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড॥ ১১
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার।
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার॥ ১২
মহাপ্রভু 'মণিমা'[ছ] বলি করে উচ্চধ্বনি।
নানাবাদ্য-কোলাহল কিছুই না শুনি॥ ১৩
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণমার্জনী লঞা করে পথ-সম্মার্জন॥ ১৪
চন্দন-জলেতে করেন পথ নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজ-সিংহাসনে॥ ১৫
উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ-সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥ ১৬
মহাপ্রভু পাইল সুখ সে-সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে॥ ১৭
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
নব হেমময় রথ সুমেরু-আকার॥ ১৮
শত শত শুক্ষ চামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্মল॥ ১৯
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত[জ]।
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত॥ ২০
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর॥ ২১
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লৈয়া।

[ক]কৃত্য-স্নান—প্রাতঃকৃত্যাদি ও প্রাতঃস্নান।

[খ]পাণ্ডু-বিজয়— শ্রীজগন্নাথদেবকে রথযাত্রার সময় শ্রীমন্দির থেকে ধরাধরি করে রথের উপর নিয়ে যাওয়াকে পাণ্ডুবিজয় বলে।

[গ]বিজয়-দর্শন—পাণ্ডুবিজয় দর্শন।

[ঘ]দয়িতাগণ—শ্রীজগন্নাথের বক্ষক পাণ্ডাগণ।

[ঙ]পট্টডোরি—রেশমের দড়ি।

[চ]তুলী—তুলার গদি বা বালিশ।

[ছ]মণিমা—সর্বেশ্বর (সম্মানসূচক উড়িয়া ভাষা)।

[জ]ক্বণিত—শব্দ।

তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া॥ ২২
তাঁহার সম্মতি লৈয়া ভক্তে সুখ দিতে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে॥ ২৩
সূক্ষ্ম শ্বেত বালু-পথ পুলিনের সম।
দুই দিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন॥ ২৪
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন॥ ২৫
গৌড়সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ॥ ২৬
ক্ষণে স্থির হৈয়া রহে টানিলে না চলে।
ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে॥ ২৭
তবে মহাপ্রভু সব লৈয়া নিজগণ।
স্বহস্তে পরাইলা সভারে মাল্যচন্দন॥ ২৮
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ॥ ২৯
অদ্বৈত-আচার্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দোঁহে হইলা আনন্দ॥ ৩০
কীর্তনীয়াগণে দিলা মাল্য-চন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুই জন॥ ৩১
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই-দুই মার্দঙ্গিক[ক] হৈল অষ্টজন॥ ৩২
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিয়া॥ ৩৩
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥ ৩৪
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালি[খ] গান॥ ৩৫
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥ ৩৬
অদ্বৈত-আচার্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥ ৩৭
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ।

[ক] মার্দঙ্গিক—মৃদঙ্গবাদক।

[খ] পালি—দোহার।

শ্রীরাম-পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥ ৩৮
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥ ৩৯
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুই জন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্তন॥ ৪০
গোবিন্দ-ঘোষ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥ ৪১
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥ ৪২
কুলীন গ্রামের এক কীর্তনীয়া-সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥ ৪৩
শান্তিপুর-আচার্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নামে তাঁহা আর সব গায়॥ ৪৪
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥ ৪৫
জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়॥ ৪৬
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ-মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥ ৪৭
শ্রীবৈষ্ণব ঘটামেঘে[গ] হইল বাদল।
সংকীর্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্র-জল॥ ৪৮
ত্রিভুবন ভরি উঠে সংকীর্তন-ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥ ৪৯
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি হরি' বলি।
'জয় জয় জগন্নাথ' কহে হস্ত তুলি॥ ৫০
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥ ৫১
সভে কহে—প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমারে দয়ায়॥ ৫২
কেহো লখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শক্তি।
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধ ভক্তি॥ ৫৩
কীর্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
কীর্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত॥ ৫৪

[গ] ঘটামেঘে—বৈষ্ণবরূপ মেঘে।

প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈল প্রেমময়॥ ৫৫
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা॥ ৫৬
সার্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি॥ ৫৭
যারে তাঁর কৃপা, সেই জানিবারে পারে।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে॥ ৫৮
রাজার তুচ্ছসেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন।
সে-প্রসাদে পাইল এই রহস্য-দর্শন॥ ৫৯
সাক্ষাতে না দেখা যেন পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া॥ ৬০
সার্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হইলা বিস্ময়॥ ৬১
এই মত লীলা প্রভু করি কথোক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচে নিজ ভক্তগণ॥ ৬২
কভু এক মূর্তি হয় কভু বহুমূর্তি।
কার্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥ ৬৩
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলা শক্তি করে সমাধান॥ ৬৪
পূর্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে॥ ৬৫
ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥ ৬৬
এই মত মহাপ্রভু করি নৃত্যরঙ্গে।
ভাসাইল সর্বলোক প্রেমের তরঙ্গে॥ ৬৭
এই মত হইল কৃষ্ণের রথ-আরোহণ।
তাঁর আগে নাচাইল প্রভু নিজগণ॥ ৬৮
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্তন॥ ৬৯
এইমত কীর্তন প্রভু করিল কথোক্ষণ।
আপন উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ॥ ৭০
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥ ৭১
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ॥ ৭২
উদ্দণ্ড-নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন॥ ৭৩
প্রভুর সঙ্গে গায় ধায় এই দশজন।
আনন্দে উদ্দণ্ড হই করেন কীর্তন॥ ৭৪
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায়॥ ৭৫
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাথ।
ঊর্ধ্বমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥ ৭৬

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৬৫) মহাভারতে শান্তিপর্বণি (৪৭।৯৪)

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ২

অন্বয়—ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রহ্মজ্ঞগণের পূজনীয়) ; গোব্রাহ্মণহিতায় (গো এবং ব্রাহ্মণগণের হিতকারী) ; চ জগদ্ধিতায় (এবং জগতের হিতকারী) ; গোবিন্দায় কৃষ্ণায় নমঃ নমঃ (গোপালনকারী কৃষ্ণকে পুনঃপুন নমস্কার)।

অনুবাদ—যিনি বেদজ্ঞগণের পূজনীয়, যিনি গো-ব্রাহ্মণগণের হিতকারী এবং জগতের হিতকারী, যিনি গোপালক, সেই কৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করি।

তথাহি—মুকুন্দমালায়াম্ (৩) পদ্যাবল্যাং (১০৮)

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥ ৩

অন্বয়—অসৌ দেবকীনন্দনঃ (এই দেবকী-নন্দন) ; দেবঃ জয়তি জয়তি (দেব জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন) ; বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি (যদুবংশপ্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন) ; মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গঃ (মেঘবৎ শীতল ও শ্যামবর্ণ কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ) ; জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন) ; পৃথ্বীভারনাশঃ মুকুন্দঃ (পৃথিবীর ভারনাশকারী মুকুন্দ) ; জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন,

জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ—এই দেবকীনন্দন দেব জয়যুক্ত হোন। যদুকুল প্রদীপ এই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন। মেঘের মতো শীতল-শ্যামবর্ণ কোমলাঙ্গ এই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন। পৃথিবীর ভারনাশকারী এই মুকুন্দ জয়যুক্ত হোন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।৪৮) শ্লোকঃ

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্ কামদেবম্॥ ৪

অন্বয়—**জননিবাসঃ** (জনগণের আশ্রয়স্বরূপ যিনি); **দেবকীজন্মবাদঃ** (দেবকী গর্ভজাত বলিয়া যাঁহার সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে); **যদুবরপরিষৎ** (যাদবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সভাসদ্); **স্বৈঃ দোর্ভিঃ** (স্বীয় বাহুদ্বারা); **অধর্মং অস্যন্** (অধর্মকে দূরীভূত করিয়া); **স্থিরচরবৃ জনঘ্নঃ** (যিনি স্থাবর-জঙ্গমাদির দুঃখ হরণ করেন সেই শ্রীকৃষ্ণ); **সুস্মিত শ্রীমুখেন** (মধুরহাস্যযুক্ত শ্রীমুখপদ্ম দ্বারা); **ব্রজপুরবনিতানাং** (ব্রজ এবং মথুরার বনিতাগণের); **কামদেবং বর্ধয়ন্ জয়তি** (পরম প্রেম উদ্দীপিত করিয়া সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত রহিয়াছেন)।

অনুবাদ—যিনি জীবগণের আশ্রয়স্বরূপ, দেবকী গর্ভজাত বলে খ্যাত, শ্রেষ্ঠ যদুবংশীয়েরা যাঁর সভাসদ্—নিজের বাহুবলে যিনি অধর্মকে দূরীভূত করে স্থাবর-জঙ্গমাদির দুঃখ হরণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাস্যযুক্ত মুখপদ্ম দ্বারা ব্রজগোপী ও মথুরাসুন্দরীদের পরমপ্রেম উদ্দীপিত করে সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত আছেন।

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৭২ শ্লোকঃ

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ ৫

অন্বয়—**অহং ন বিপ্রঃ** (আমি ব্রাহ্মণ নহি); **নরপতিঃ ন চ** (ক্ষত্রিয়ও নহি); **ন অপি বৈশ্যঃ** (বৈশ্যও নহি); **ন শূদ্রঃ** (শূদ্রও নহি); **অহং ন বর্ণী** (আমি ব্রহ্মচারী নহি); **গৃহপতিঃ ন চ** (গৃহস্থও নহি); **নো বনস্থঃ ন যতিঃ বা** (আমি বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নহি); **কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধেঃ** (কিন্তু পূর্ণরূপে প্রকাশিত নিখিল পরমানন্দের অমৃত সমুদ্র তুল্য); **গোপীভর্ত্তুঃ** (গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের); **পদকমলয়োঃ** (চরণপদ্মের); **দাসদাসানুদাসঃ** (দাসদাসানুদাস হই)।

অনুবাদ—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্রও নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বাণপ্রস্থী নই, সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু পূর্ণরূপে প্রকাশিত পরম আনন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রতুল্য যিনি—সেই গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাসের দাসেরও অনুদাস আমি।

এত পড়ি পুনরপি করিলা প্রণাম।
যোড়হাথে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্॥ ৭৭
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্রভ্রমি[ক] ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার॥ ৭৮
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা-যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগরা মহী শৈল করে টলমল॥ ৭৯
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানাভাবে বিবশতা গর্ব হর্ষ দৈন্য॥ ৮০
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণ-পর্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥ ৮১
নিত্যানন্দ প্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা॥ ৮২
প্রভুপাছে বুলে আচার্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস 'হরিবোল' বলে বারবার॥ ৮৩
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল॥ ৮৪
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়-আবরণ॥ ৮৫

[ক] চক্রভ্রমি—চাকার মতো ঘুরিয়া।

অলাত-আকার—জ্বলন্ত কাঠকে দ্রুতবেগে ঘুরালে তার আগুন যেমন চক্রাকারে সকল দিকেই দৃষ্ট হয়, তেমনি মহাপ্রভুও অতিদ্রুতবেগে চক্রাকারে ঘুরেছিলেন বলে তাঁকেও যেন একটি স্বর্ণবৃত্ত বলেই মনে হচ্ছিল।

বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোক-নিবারণ॥ ৮৬
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্তাবলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥[ক] ৮৭
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্তন॥ ৮৮
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও একপাশ॥ ৮৯
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বারবার ঠেলে তাঁর ক্রোধ হইল মনে॥ ৯০
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন॥ ৯১
ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে॥ ৯২
ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্ত স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥ ৯৩
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার॥ ৯৪
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্যদরশন॥ ৯৫
সুভদ্রা-বলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখে হৈল হাস॥ ৯৬
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল[খ]॥ ৯৭
মাংস-ব্রণসম[গ] রোম-বৃন্দ পুলকিত।
শিমূলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥ ৯৮
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥ ৯৯
সর্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
'জজ গগ জজ গগ'[ঘ] গদ্‌গদ বচন॥ ১০০
জলযন্ত্র[ঙ]-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥ ১০১
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প-সম॥ ১০২
কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ক কাষ্ঠসম হস্ত পদ না চলয়॥ ১০৩
কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥ ১০৪
কভু নেত্র নাসা জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে পড়ে যেন॥ ১০৫
সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো বড় ভাগ্যবান্॥ ১০৬
এইমত তাণ্ডব-নৃত্য করি কথোক্ষণ।
ভাববিশেষে[চ] প্রভুর প্রবেশিল মন॥ ১০৭
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাহিতে লাগিল॥ ১০৮

তথাহি—পদম্

'সেইত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ॥ ধ্রু'॥[ছ] ১০৯
এই ধুয়া উচ্চস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥ ১১০
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিল গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥ ১১১
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সভে গায় নাচে।
কীর্তনীয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে॥ ১১২
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়।

[ক]হরিচন্দন—রাজা প্রতাপরুদ্রের জনৈক পার্ষদ।
হস্তাবলম্বিয়া—হাত রাখিয়া।

[খ]সমকাল—একই সময়ে।

[গ]মাংস-ব্রণসম—অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবের ফলে মহাপ্রভুর দেহ কাঁটাযুক্ত শিমূল বৃক্ষের মতো হয়েছিল। তখন প্রভুর লোমকূপ মাংসের ব্রণের মতো দেখা যেতে লাগল।

[ঘ]জজ গগ জজ গগ—অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবের এক ভাব স্বরভঙ্গ। প্রেমে প্রভুর স্বরভঙ্গ হওয়ায় 'জগন্নাথ' উচ্চারণ করতে না পেরে, কেবল জজ গগ জজ গগ বলছেন।

[ঙ]জলযন্ত্র—পিচকারী বা ফোয়ারা।

[চ]ভাববিশেষে—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার যে ভাব হয়েছিল, প্রভুর মনে সেই ভাবের উদয় হল।

[ছ]সেই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে পেলাম ; যাঁর জন্য কামাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিলাম।

শ্রীহস্তযুগলে করে গীত-অভিনয়॥ ১১৩
গৌর যদি পাছে যায়, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥ ১১৪
এইমত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥[ক] ১১৫
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পঢ়ে করি উচ্চ স্বর॥ ১১৬

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে (১।৪) সাহিত্য দর্পণে (১।১০) পদ্যাবল্যাং (৩৮৬)

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বনীলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ ৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৬৫)]

এই শ্লোক মহাপ্রভু পঢ়ে বারবার।
স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না জানে ইহার॥ ১১৭
এই শ্লোকের অর্থ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান॥ ১১৮
পূর্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন॥ ১১৯
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল॥ ১২০
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈলা নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সে নব-সঙ্গম॥ ১২১
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥ ১২২
ইহাঁ লোকারণ্য হাতি-ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥ ১২৩
ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলী-বদন॥ ১২৪
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই-সুখ সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ॥ ১২৫
আমা লৈয়া পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে॥ ১২৬
ভাগবতে আছে এই রাধিকা বচন।
পূর্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন॥ ১২৭
সেই ভাবাবেশে প্রভু পঢ়ে এই শ্লোক।
শ্লোকের যে অর্থ কেহো নাহি জানে লোক॥ ১২৮
স্বরূপ গোঁসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি কৈল সে অর্থ-প্রচার॥ ১২৯
স্বরূপ-সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন॥ ১৩০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৯) শ্লোকে

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৬৭)]

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।—

অন্যের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।[খ]
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ-কৃপা মানি॥ ১৩১
প্রাণনাথ ! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন॥ ধ্রু ॥ ১৩২

[ক]মহাপ্রভু যদি রথের পশ্চাতে থাকেন, তাহলে রথ আর চলে না। মহাপ্রভুই যেন রথসহ জগন্নাথকে পিছনের দিকে আকর্ষণ করে রাখেন। এতে মহাপ্রভু অর্থাৎ গৌরসুন্দরের অপূর্ব শক্তির বা মহাবলের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে — এটাই মহাপ্রভুর অপূর্ব মাধুর্য শক্তি।

[খ]মনে বনে এক করি জানি—শ্রীরাধা বলছেন—অন্যের পক্ষে হৃদয়ই মন ; কারণ, তারা মনকে হৃদয় থেকে পৃথক করতে পারে না। কিন্তু যে বৃন্দাবন আমার প্রাণবল্লভের ক্রীড়াস্থল, যেখানে রসিক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে কত রসকেলি করেছেন, সেই বৃন্দাবনেই আমার মন একান্তভাবে নিবিষ্ট। কারণ, আমি বৃন্দাবন থেকে আমার মনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না।

পূর্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ[ক] কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না জুয়ায়॥ ১৩৩
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥ ১৩৪
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটি[খ],
শুনি গোপীর বাড়ে আর রোষ॥ ১৩৫
দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিলে[গ] গিলে,
গোপীগণে লহ তার পার॥ ১৩৬
বৃন্দাবন গোবর্ধন, যমুনা-পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতা পিতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা॥ ১৩৭
বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দৈব-বিলাস॥[ঘ] ১৩৮
না গণি আপন দুখ, দেখি ব্রজেশ্বরী[ঙ] মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে॥ ১৩৯
তোমার যে অন্য-বেশ, অন্য-সঙ্গ অন্য-দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়[চ]।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥ ১৪০
তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ॥ ১৪১

পুনর্যথা রাগঃ।—

শুনিয়া রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুলিত হৈল মন।
ব্রজলোকের প্রেমগুনি, আপনাকে ঋণী মানি,
করেন কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন॥ ১৪২
প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর এ সত্য বচন।
তোমা সভার স্মরণে, ঝুরোঁ[ছ] মুঞি রাত্রিদিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন॥ ১৪৩
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সভে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন॥ ১৪৪
তোমা সভার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সভা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল॥ ১৪৫
প্রিয়া প্রিয়সঙ্গ-হীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ-বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ॥ ১৪৬
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগ যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে।

[ক]বিদগ্ধ—রসিক; নৃত্যগীতাদি ৬৪ বিদ্যায় নিপুণ।
[খ]কুটিনাটি—কুটিলতা।
[গ]তিমিঙ্গিল—বৃহৎ তিমিকে পর্যন্ত গ্রাস করতে পারে, এমন অতি ভীষণকায় এক প্রকার সামুদ্রিক জীব।
[ঘ]দোষাভাস—দোষের আভাস, যা বাস্তবিক দোষ নয়, অথচ আপাতদৃষ্টিতে দোষ বলে মনে হয়।
দুর্দৈব বিলাস—দুর্ভাগ্যের খেলা।
[ঙ]ব্রজেশ্বরী—যশোদা।
[চ]নাহি ভায়—ভালো লাগে না।
[ছ]ঝুরোঁ—রোদন করি।

না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥ ১৪৭
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতিনিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিত্য যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মান 'আমা স্ফূর্তি'॥ ১৪৮
মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেমহয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা-সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর॥[ক] ১৪৯
যাদবের প্রতিপক্ষ,[খ] দুষ্ট যত কংস-পক্ষ,
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়।
আছে দুই চারিজন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাঙ জানিহ নিশ্চয়॥ ১৫০
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজনে রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।
যে বা স্ত্রী পুত্রধন, করি বাহ্য আবরণ,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া॥ ১৫১
তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে,
আনিবে আমা দিন-দশ-বিশে।
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা-সনে,
বিলসিব রাত্রি দিবসে॥ ১৫২
এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল॥ ১৫৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৫)

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫২)]

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রি-দিন ঘরে বসি করে আস্বাদনে॥ ১৫৪
নৃত্যকালে এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ-বদন চাঞা॥ ১৫৫
স্বরূপ-গোঁসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়-বাক্য-মন॥ ১৫৬
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন॥ ১৫৭
ভাবাবেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়া॥ ১৫৮
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজকরে নিবারয়ে প্রভুকর॥ ১৫৯
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস তাহা করে মূর্তিমান্॥ ১৬০
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখ-কমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥ ১৬১
সূর্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥ ১৬২
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥ ১৬৩
আনন্দ-উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ।
নানাভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥ ১৬৪
ভাবোদয় ভাব-শান্তি সন্ধি-শাবল্য।
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী সভার প্রাবল্য[গ]॥ ১৬৫
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাব-পুষ্পদ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল॥ ১৬৬
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন।
প্রেমামৃত-বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্বজন॥ ১৬৭
জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক-লোক নীলাচলবাসী যতজন॥ ১৬৮
প্রভুর নৃত্য-প্রেম দেখি হয় চমৎকার।

[ক]মো-বিষয়ে—আমার বিষয়ে ; আমার প্রতি।
প্রকটেহ—প্রকাশ্যভাবে ; সাক্ষাতে।
[খ]প্রতিপক্ষ—বিপক্ষ, শত্রুপক্ষ।

[গ]সভার প্রাবল্য— সঞ্চারীভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং স্থায়ীভাব—সকল ভাবই প্রভুর দেহে অত্যধিকরূপে প্রকটিত হল।

কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সভার॥ ১৬৯
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥ ১৭০
অন্যের কা কথা জগন্নাথ হলধর(ক)।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর॥ ১৭১
কভু সুখে নৃত্য-রঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী॥ ১৭২
এইমত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে॥ ১৭৩
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হৈল॥ ১৭৪
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়ি-স্পর্শ হইল আমার॥ ১৭৫
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্য স্থানে॥ ১৭৬
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন(খ)।
প্রসন্ন হৈয়াছে তাঁরে মিলিবারে মন॥ ১৭৭
তথাপি আপনগণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান॥ ১৭৮
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্বভৌম কহে—তুমি না কর সংশয়॥ ১৭৯
তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজ-গণ॥ ১৮০
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥ ১৮১
তবে মহাপ্রভু রথ-প্রদক্ষিণ হৈয়া।
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া॥ ১৮২
ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।
চৌদিকের লোক উঠে বলি **'হরি হরি'**॥ ১৮৩
তবে প্রভু নিজভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলভদ্র সুভদ্রা আগে নৃত্য করে রঙ্গে॥ ১৮৪
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথ আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা॥ ১৮৫
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডি-স্থানে(গ)।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে॥ ১৮৬
বামে বিপ্রশাসন(ঘ) নারিকেল বন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন॥ ১৮৭
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন॥ ১৮৮
সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন॥ ১৮৯
জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ।
নিজ-নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ॥ ১৯০
রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন॥ ১৯১
নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ॥ ১৯২
আগে পাছে দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান-বনে।
যে যাঁহা পায় লাগায়(ঙ) নাহিক নিয়মে॥ ১৯৩
ভোগের সময় লোকের মহাভিড় হৈলা।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা॥ ১৯৪
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন যাঞা।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায়(চ) রহিলা পড়িয়া॥ ১৯৫
নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহ ঘর্ম ঘন।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন॥ ১৯৬
যত ভক্ত কীর্তনীয়া আসিয়া আরামে(ছ)।
প্রতি বৃক্ষতলে সভে করিলা বিশ্রামে॥ ১৯৭
এই ত কহিল প্রভুর মহাসংকীর্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্তন॥ ১৯৮

(ক)হলধর—বলরাম।
(খ)হাড়ির সেবন—ঝাড়ুদারের কার্য।
(গ)বলগণ্ডি-স্থানে—জগন্নাথ মন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে জগন্নাথদেবের মাসির আলয়ে।
(ঘ)বিপ্রশাসন—একটি নারিকেল বাগানের নাম।
(ঙ)লাগায়—ভোগ দেয়।
(চ)গৃহপিণ্ডায়—ঘরের দাওয়ায়।
(ছ)আরামে—পুষ্পোদ্যানে।

রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য-বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপ-গোঁসাঞি করিয়াছেন বর্ণন॥ ১৯৯

তদুক্তঃ শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং প্রথমস্তবে সপ্তমশ্লোকঃ

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৯

অন্বয়—**রথারূঢ়স্য নীলাচলপতেঃ** (রথস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবের) ; **আরাৎ** (নিকটে) ; **অধিপদবি** (পথিমধ্যে) ; **অদভ্রপ্রেমোর্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ** (অত্যধিক প্রেমোল্লাসজনিত নর্তনানন্দবিবশ) ; **সহর্ষং গায়দ্ভিঃ** (আনন্দের সহিত কীর্তনকারী) ; **বৈষ্ণবজনৈঃ পরিবৃততনু** (বৈষ্ণবমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত দেহ) ; **সঃ চৈতন্যঃ** (সেই শ্রীচৈতন্যদেব) ; **পুনরপি কিং মে** (পুনরায় কি আমার) ; **দৃশোঃ পদং যাস্যতি** (নয়নদ্বয়ের গোচরে আসিবেন)।

অনুবাদ—যিনি রথযাত্রায় জগন্নাথ দেবের সামনে পথের মধ্যে প্রেমতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে নৃত্যের আনন্দে বিবশ হয়ে পড়তেন, আনন্দের সঙ্গে কীর্তনরত বৈষ্ণবমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে আসবেন ?

ইহা যেই শুনে, সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস-সহ প্রেমভক্তি হয়॥ ২০০
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২০১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্তনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত সঃ॥ ১

অন্বয়—সঃ গৌরঃ (সেই গৌরচন্দ্র) ; আত্মবৃন্দৈঃ (ভক্তগণ সঙ্গে) ; শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং পশ্যন্ (শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিজয় উৎসব দর্শন করিয়া) ; গোপীরসোল্লাসং (এবং ব্রজগোপীদের রসোল্লাসের কথা) ; শ্রুত্বা হৃষ্টঃ [সন্] (শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া) ; প্রেম্না ননর্ত (প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—সেই গৌরচন্দ্র নিজ ভক্তগণের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করে এবং ব্রজগোপীদের রসোল্লাসের কথা শ্রবণ করে আনন্দিত হয়ে প্রেমাবেশে নৃত্য করেছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥ ১
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন॥ ২
এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে॥ ৩
সার্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ॥ ৪
সব ভক্তের আজ্ঞা নৈল যোড়হাথ হৈয়া।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া॥ ৫
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সম্বাহন॥ ৬
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
'জয়তি তেঽধিকং'[ক] অধ্যায় করেন পঠন॥ ৭
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বোল-বোল' বুলি উচ্চ বোলে বারবার॥ ৮
'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥ ৯
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্যরতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥ ১০
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার।
দুইজনের অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার॥ ১১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।৯)

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ২

অন্বয়—তপ্তজীবনং (তাপিত জনের জীবনপ্রদ) ; কবিভি রীড়িতং (ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি আত্মারাম কবিগণকর্তৃক প্রশংসিত) ; কল্মষাপহং (পাপনাশন) ; শ্রবণমঙ্গলং (শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ) ; শ্রীমৎ আততং (সর্বোৎকর্ষযুক্ত এবং সর্বব্যাপক) ; তব কথামৃতং (তোমার কথামৃত) ; [যে জনাঃ] (যাঁহারা) ; ভুবি গৃণন্তি (জগতে কীর্তন করেন) ; [তে] ভূরিদাঃ (তাঁহারা দাতা শিরোমণি)।

অনুবাদ—গোপীগণ বললেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার যে কথামৃত তাপিতজনের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি আত্মারাম কবিগণেরও প্রশংসিত, যা সর্ব পাপনাশক ও শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ এবং যা সর্ব-উৎকর্ষযুক্ত ও সর্বব্যাপক, সেই কথামৃত যাঁরা জগতে কীর্তন করেন, তাঁরাই 'ভূরিদা' অর্থাৎ দাতা শিরোমণি।

'ভূরিদা ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে—এহ হয় কোন্ জন॥ ১২
পূর্বসেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল॥ ১৩
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥ ১৪
প্রভু কহে—কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥ ১৫
রাজা কহে—আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ॥ ১৬
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য দেখাইল।

[ক] জয়তি তেঽধিকং—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের (রাস পঞ্চাধ্যায়ীর) ৩১ শ অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

'কাঁহা না কহিও ইহা' —নিষেধ করিল।। ১৭
'রাজা' হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস।। ১৮
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত মন।। ১৯
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাথ করি সব ভক্তেরে বন্দিলা।। ২০
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন।। ২১
সার্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিঞা।। ২২
বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত।।[ক] ২৩
ছেনা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল।।[খ] ২৪
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপূর[গ]।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ড-খর্জুর।। ২৫
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার।। ২৬
অমৃতমণ্ডা ছানাবড়া আর কর্পূর কুলি।
সরামৃত সরভাজা আর সরপুলী।। ২৭
হরিবল্লভ সেবতি কর্পূরমালতী।
ডালিমা মরিচা নাড়ু নবাত অমৃতি।। ২৮
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ী কদমা তিলাখাজার প্রকার।। ২৯
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল-ফুল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার।। ৩০
দধি দুগ্ধ দধি-তক্র[ঘ] রসালা শিখরিণী।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি।। ৩১
নেবু কোলি[ঙ] আদি নানা-প্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার।। ৩২
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন।। ৩৩
এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন।। ৩৪
কেয়াপত্রদ্রোণী[চ] আইল বোঝা পাঁচ সাত।
একেক জনে দশদোনা দিল একেক-পাত।। ৩৫
কীর্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌর রায়।
তা-সভাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়।। ৩৬
পাঁতি পাঁতি[ছ] করি ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা।। ৩৭
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে কৈলা নিবেদন।। ৩৮
আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে।। ৩৯
তবে মহাপ্রভু বৈসেন নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সভারে আকণ্ঠ পূরিয়া।। ৪০
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিল[জ] খায় সহস্রেক জন।। ৪১
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত-কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে।। ৪২
কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌর হরি।
'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি।। ৪৩
'হরি হরি' বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌর রায়।। ৪৪

[ক]বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ—বলগণ্ডি স্থানে শ্রীজগন্নাথের যে ভোগ লেগেছে, সেই ভোগের প্রসাদ।
নিসকড়ি—ডাল, ভাত, রুটি-তরকারি ছাড়া অন্য ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি ও ফলমূল মিষ্টান্নাদি।

[খ]পৈড়—পেঁড়া।
বীজতাল—কচি তালের শাঁস।

[গ]বীজপূর—দাড়িম।

[ঘ]তক্র—ঘোল।

[ঙ]কোলি—কুল।

[চ]কেয়াপত্রদ্রোণী—কেয়াপাতার দোনা বা ঠোঙা।

[ছ]পাঁতি পাঁতি—পঙক্তি বা সারি সারি।

[জ]উবরিল—উদ্বৃত্ত হইল, বেশি হইল।

ইহাঁ জগন্নাথের রথ-চলন-সময়।
গৌড়সব রথ টানে আগে না চলয়॥ ৪৫
টানিতে না পারি গৌড়সব ছাড়ি দিলা।
পাত্র-মিত্র লৈয়া রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা॥ ৪৬
মহামল্লগণ লৈয়া রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা, রথ না পারে টানিতে॥ ৪৭
ব্যগ্র হৈয়া রাজা আনি মত্তহস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা যোটন॥ ৪৮
মত্ত হস্তিগণ টানে যার যত বল।
এক পদ না চলে রথ হইল অচল॥ ৪৯
শুনি মহাপ্রভু আইল নিজগণ লৈয়া।
মত্তহস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইয়া॥ ৫০
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চিৎকার।
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার॥ ৫১
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথের কাছি[ক] টানিবারে দিল॥ ৫২
আপনি রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া॥ ৫৩
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায়॥ ৫৪
মহানন্দে লোক সব করে জয়ধ্বনি।
'জয় জগন্নাথ' বহি আর নাহি শুনি॥ ৫৫
নিমিষেকে রথ গেল গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার॥ ৫৬
'জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।'
এই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য॥ ৫৭
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥ ৫৮
পাণ্ডু-বিজয়[খ] তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিলা আসি নিজ সিংহাসনে॥ ৫৯
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা॥ ৬০

[ক]কাছি—দড়ি।

[খ]পাণ্ডু-বিজয়—শ্রীজগন্নাথদেবকে রথ থেকে গুণ্ডিচা-মন্দিরে নিয়ে যাওয়া।

অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিল প্রভু নর্তন কীর্তন॥ ৬১
আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
দেখি সব লোক প্রেম-সমুদ্রে ভাসিল॥ ৬২
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা[গ] আসি প্রভু বিশ্রাম করিল॥ ৬৩
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্যমুখ্য নব-জন নব-দিন[ঘ] পাইল॥ ৬৪
আর ভক্তগণ চাতুর্মাস্য যত দিন।
এক এক দিন করি পড়িল বণ্টন॥ ৬৫
চারি মাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল॥ ৬৬
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি[ঙ]।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি॥ ৬৭
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সংকীর্তন-নৃত্য করে ভক্তগণ-সাথ॥ ৬৮
কভু অদ্বৈত নাচে কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচে কভু অচ্যুতানন্দ॥ ৬৯
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে।
ত্রিসন্ধ্যা-কীর্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে॥ ৭০
'বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ' এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্তি হৈল অবসান॥ ৭১
'রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ লীলা' এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে॥ ৭২
নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন লীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে করে জলখেলা॥ ৭৩
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিগে বেড়িয়া॥ ৭৪
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডলে।
জলমণ্ডুক-বাদ্য[চ] বাজায় সভে করতলে॥ ৭৫

[গ]আইটোটা—আই নামক উদ্যান ; জুঁই ফুলের বাগান।

[ঘ]নবদিন—রথযাত্রার পরে নয় দিন।

[ঙ]দুই তিন মেলি—দুই তিনজন ভক্ত একত্রে মিলিত হয়ে একদিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন।

[চ]জলমণ্ডুক-বাদ্য—জলের উপরে হাতের দ্বারা আঘাত করে এক রকম বাদ্য করা।

দুই দুই জল মেলি করে জল-রণ।
কেহ হারে জিনে, প্রভু করে দরশন॥ ৭৬
অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল ফেলাফেলি।
আচার্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি॥ ৭৭
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্ত দত্ত[ক] জলযুদ্ধ করে দুই জনে॥ ৭৮
শ্রীবাস-সহিতে জল খেলে গদাধর।
রাঘবপতি-সনে খেলে বক্রেশ্বর॥ ৭৯
সার্বভৌম-সহ খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য গেল দোঁহার হৈলা শিশুপ্রায়॥ ৮০
মহাপ্রভু তাঁহা দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্যে কিছু কহেন হাসিয়া॥ ৮১
পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্য চাঞ্চল্য করে করহ বর্জন॥[খ] ৮২
গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত কর যবে তার একবিন্দু॥ ৮৩
মেরু-মন্দরপর্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ডশৈল[গ] ইহার কা কথা॥ ৮৪
শুষ্কতর্ক-খলি[ঘ] খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার॥ ৮৫
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষ[ঙ] শয্যা কৈল॥ ৮৬
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ী লীলা প্রভু কৈল প্রকটন॥ ৮৭
শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া॥ ৮৮
এই মত জলক্রীড়া করি কথোক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লৈঞা ভক্তগণ॥ ৮৯
পুরী ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন॥ ৯০
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥ ৯১
অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন-নর্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥ ৯২
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর-দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত করিলা কথোক্ষণ॥ ৯৩
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লৈয়া॥ ৯৪
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে॥ ৯৫
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন॥ ৯৬
এক-এক বৃক্ষতলে এক-এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌর রায়॥ ৯৭
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাহিতে॥ ৯৮
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্তনীয়া গায়।
দিগ্বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়॥ ৯৯
এইমত কথোক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা॥ ১০০
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইলা উদ্যানে।
ভোজন-লীলা কৈল তবে লঞা ভক্তগণে॥ ১০১
নবদিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত-সাথ॥ ১০২
'জগন্নাথবল্লভ' নাম বড় পুষ্পারাম[চ]।
নবদিন করে প্রভু তথাই বিশ্রাম॥ ১০৩
হোরা-পঞ্চমীর[ছ] দিন আইলা জানিয়া।

[ক]গুপ্ত-দত্ত—মুরারি গুপ্ত ও বাসুদেব দত্ত।

[খ]প্রামাণিক জন — রামানন্দ ও সার্বভৌম পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্যে অধ্যক্ষ বা প্রমাণস্থানীয়।

করহ বর্জন—নিষেধ করো।

[গ]গণ্ডশৈল—ক্ষুদ্র পাহাড়।

[ঘ]শুষ্কতর্ক-খলি—ভক্তি বিরুদ্ধ নীরস তর্করূপ খইল।

[ঙ]শেষ—অনন্ত।

[চ]পুষ্পারাম—পুষ্প-উদ্যান।

[ছ]হোরা-পঞ্চমী—রথযাত্রার ঠিক পরের পঞ্চমী তিথি। এই পঞ্চমীতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীমন্দির থেকে বাইরে গমন করেন বলে একে হোরা-পঞ্চমী বলে। 'হোরা' অর্থ গমন করা।

কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া॥ ১০৪
কালি হোরাপঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়॥ ১০৫
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার॥ ১০৬
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্র-বস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে॥ ১০৭
ধ্বজ পতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডলী[ক]।
নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজনী॥ ১০৮
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥ ১০৯
সেই ত করিহ প্রভু লঞা নিজগণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন॥ ১১০
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ-দর্শন কৈল সুন্দরাচল[খ] যাঞা॥ ১১১
নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ-সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরা-পঞ্চমীর রঙ্গে॥ ১১২
কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া।
সগণসহ ভাল স্থানে বসাইল লৈয়া॥ ১১৩
রস-বিশেষ[গ] প্রভুর শুনিতে মন হৈল।
ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপে পুছিল॥ ১১৪
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥ ১১৫
তথাপি বৎসর-মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥ ১১৬
বৃন্দাবন-সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥ ১১৭
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥ ১১৮
নানা পুষ্পোদ্যানে তাঁহা খেলে রাত্রি-দিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি-কারণে॥ ১১৯
স্বরূপ কহে—শুন প্রভু ! কারণ ইহার।
বৃন্দাবন-ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥ ১২০
বৃন্দাবন ক্রীড়ায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥ ১২১
প্রভু কহে 'যাত্রা ছলে'[ঘ] কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন॥ ১২২
গোপীসঙ্গে লীলা যত করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে॥ ১২৩
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ।
তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ॥ ১২৪
স্বরূপ কহে—প্রেমবতীর এইত স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্য লেশে[ঙ] হয় ক্রোধ-ভাব॥ ১২৫
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চতুর্দোলে করি আরোহণ॥ ১২৬
ছত্র-চামর ধ্বজ পতাকার গণ।
নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ[চ]॥ ১২৭
তাম্বূলসম্পুট ঝারি ব্যজন চামর।
হাথে যার দাসী শত দিব্য ভূষাম্বর॥[ছ] ১২৮
অনেক ঐশ্বর্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার॥ ১২৯
শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন॥ ১৩০
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে যেন দণ্ড করি লয় নানা ধনে॥ ১৩১
অচেতন রথ তার করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ডের বচনে[জ]॥ ১৩২

[ক]মণ্ডলী—সজ্জা।

[খ]সুন্দরাচল — যে স্থানে গুণ্ডিচামন্দির অবস্থিত, তাকে সুন্দরাচল বলে।

[গ]রস-বিশেষ—ব্রজরস, যাতে লক্ষ্মীদেবী থেকে ব্রজগোপীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

[ঘ]যাত্রাছলে—রথযাত্রার ছলে।

[ঙ]ঔদাস্য লেশে—সামান্য উদাসীনতাতেই।

[চ]দেব-দাসীগণ—শ্রীজগন্নাথের নর্তকীগণ।

[ছ]তাম্বুলসম্পুট — পানের কৌটা। ঝারি — জলপাত্র বিশেষ। দিব্য ভূষাম্বর—সুন্দর পোশাকে ভূষিত।

[জ]ভণ্ডের বচনে—কৌতুক বাক্যে।

লক্ষ্মীসঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য[ক] দেখিয়া।
হাসে মহাপ্রভু সব নিজগণ লঞা॥ ১৩৩
দামোদর[খ] কহে ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাঁহা নাহি দেখি শুনি আর॥ ১৩৪
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লিখে মলিন-বসন॥ ১৩৫
পূর্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিধান[গ]॥ ১৩৬
ইহোঁ[ঘ] সর্ব সম্পত্তি নিজ প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইয়া॥ ১৩৭
প্রভু কহে, কহ ব্রজের মানের প্রকার।
স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার[ঙ]॥ ১৩৮
নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহুভেদ।
সেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ॥ ১৩৯
সম্যক্ গোপীর মান না যায় কথন।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্‌দরশন॥ ১৪০
মানে কেহ হয় 'ধীরা' কেহ ত 'অধীরা'।
এই তিন ভেদ কেহ হয় ধীরাধীরা॥ ১৪১
ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান[চ]।
নিকটে আসিলে করে আসন প্রদান॥ ১৪২
হৃদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁর করে আলিঙ্গন॥ ১৪৩
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ[ছ] বাক্যে করে প্রিয় নিরসন॥ ১৪৪
অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে[জ] করে মালায় বন্ধন॥ ১৪৫
ধীরাধীরা বক্র-বাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস॥ ১৪৬
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা—তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য বিভেদ॥[ঝ] ১৪৭
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয়বাক্যে হয় পরসন্ন॥ ১৪৮
মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ।
তার মধ্যে সভার স্বভাব তিন ভেদ॥[ঞ] ১৪৯
কেহ মুখরা কেহ মৃদ্বী কেহ হয় সমা।
স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় রসসীমা॥[ট] ১৫০
প্রাখর্য মার্দব সাম্য স্বভাব নির্দোষ।

[ক]প্রাগল্‌ভ্য—ঔদ্ধত্য।

[খ]দামোদর—স্বরূপ দামোদর।

[গ]রসের নিধান—মধুর রসের আধার।

[ঘ]ইহোঁ—লক্ষ্মী।

[ঙ]গোপীমান নদী শতধার — গোপীদের মনে শতধারা বিশিষ্ট নদীর মতো অর্থাৎ একই মান গোপীদের ভাবাদিভেদে শত শত ভাবে বিকশিত।

[চ]প্রত্যুত্থান—উঠিয়া অভ্যর্থনা করে।

[ছ]সোল্লুণ্ঠ—পরিহাসযুক্ত।

[জ]তাড়ে—তাড়না করে।

[ঝ]প্রগল্‌ভা— যিনি পূর্ণযৌবনা, মদান্ধা, অত্যন্ত সম্ভোগেচ্ছাশালিনী, প্রচুর ভাবোদ্‌গমে অভিজ্ঞা, রসদ্বারা কান্তকে আয়ত্ত করতে সমর্থা, যাঁর বচন ও চেষ্টা অতি প্রৌঢ়ভাবাপন্ন এবং যিনি মানে অত্যন্ত কঠিনা, তাঁকে প্রগল্‌ভা নায়িকা বলে। (উ.নী.ম.)

মুগ্ধা—মুগ্ধা নায়িকা নবীনযৌবনা, ঈষৎ কামবতী, রতি বিষয়ে বামা, সখীগণের অধীনা, রতি বিষয়ে লজ্জাশীলা অথচ গোপনে যত্নবতী, অপরাধী প্রিয়তমের প্রতি সলজ্জদৃষ্টি সঞ্চারিণী, প্রিয় ও অপ্রিয় বচনে অশক্তা এবং মান বিষয়ে সর্বদা পরাঙ্মুখী। (উ.নী.ম.)

মধ্যা—যিনি নবযৌবনা, যাঁর কাম ও লজ্জা সমান, কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভবচনা, যিনি মোহপর্যন্ত সুরতক্ষমা, মানে কখনো কোমলা কখনো বা কর্কশা তিনিই মধ্য নায়িকা। (উ.নী.ম.)

বৈদগ্ধ্য—চতুরতা বা পাণ্ডিত্য।

[ঞ]মধ্যা ও প্রগল্‌ভা আবার ধীরাদি ভেদে হয়—ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরমধ্যা, ধীর-প্রগল্‌ভা, অধীর-প্রগল্‌ভা ও ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা।

সভার স্বভাব তিনভেদ— গোকুল-নায়িকা তিন প্রকার— অধিকা, সমা ও লঘ্বী।

[ট]উক্ত নায়িকা গণের প্রত্যেকের আবার প্রখরা, সমা (মধ্যা) ও মৃদ্বী (মৃদু) এই তিন প্রকার ভেদ।

প্রখরা— যিনি সদম্ভবাক্য প্রয়োগ করেন এবং যাঁর বাক্য কেউ খণ্ডন করতে পারে না, তাঁকে প্রখরা বলে। এর কম হলে মৃদ্বী, সমতা হলে সমা বা মধ্যা।

সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ।।[ক] ১৫১
একথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
'কহ কহ দামোদর' কহে বার বার।। ১৫২
দামোদর কহে—কৃষ্ণ রসিক-শেখর।
রস আস্বাদক, রসময় কলেবর।। ১৫৩
প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেম-রসগুণে গোপিকা প্রবীণ।। ১৫৪
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস[খ] দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ।। ১৫৫

তথাহি—(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩৩।২৬)

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ।। ৩

অন্বয়—সত্যকামঃ (যিনি সত্যকাম) ; অনুরতাবলাগণঃ (অনুরক্তা অবলাগণ) ; আত্মনি অবরুদ্ধসৌরতঃ সঃ (আপনাতে অবরুদ্ধ সুরত ব্যাপার সেই শ্রীকৃষ্ণ) ; শশাঙ্কাংশু বিরাজিতাঃ (চন্দ্রকিরণ শোভিতা) ; শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়া (শরৎকালের কাব্যকথারসাশ্রয়ভূতা) ; সর্বাঃ নিশাঃ এবং সিষেব (রাত্রি সকলের এইভাবে সেবা করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—যিনি সত্যকাম, অবলা গোপীগণ যাঁর প্রতি নিরন্তর অনুরক্ত, যিনি নিজের মনের মধ্যে সুরতকেলি ব্যাপার অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ—শরৎকালের কাব্যকথারস সমৃদ্ধ চন্দ্রকিরণ শোভিতা রাত্রিগুলোকে এইভাবে সেবা অর্থাৎ উপভোগ করেছিলেন।

'বামা' এক গোপীগণ 'দক্ষিণা' একগণ।
নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন।।[গ] ১৫৬
গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধাঠাকুরাণী।
নির্মল উজ্জ্বলরস প্রেমরত্ন-খনি।। ১৫৭
বয়সে 'মধ্যমা'[ঘ] তেঁহো স্বভাবেতে 'সমা'।
গাঢ় প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা'।। ১৫৮
বাম্য স্বভাবে উঠে 'মান' নিরন্তর।
তাঁর বাম্যে বাড়ে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর।। ১৫৯

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে
৪৩ শ্লোকঃ

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি।। ৪

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ২৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪৩)]

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর।
'কহ কহ' কহে কভু, বলে দামোদর।। ১৬০
'অধিরূঢ় মহাভাব' সদা রাধার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্মল যেন দশবাণ হেম[ঙ]।। ১৬১
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা ভাব বিভূষণে[চ] হয় বিভূষিতে।। ১৬২
অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার।। ১৬৩
কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত বিলাস ললিত।
বিব্বোক মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ্য, চকিত।।[ছ] ১৬৪

[ক]প্রাখর্য্য—প্রখরতা ; প্রখরা নায়িকার ভাব।
মার্দব—মৃদুতা ; মৃদ্বী নায়িকার ভাব।
সাম্য—সমতা ; সমা বা মধ্যা নায়িকার ভাব।

[খ]রসাভাস—অনৌচিত্যবিশিষ্ট রস ; রসরূপে আপাতত প্রতীয়মান হলেও রসলক্ষণবিহীন রসকে রসাভাস বলে।

[গ]বামা—যে নায়িকা মান গ্রহণে সর্বদা উদ্যোগী এবং সেই মানের শৈথিল্যে যিনি কোপনা হন, নায়ক যাঁর মান ভাঙাতে অসমর্থ এবং যিনি নায়কের প্রতি প্রায়ই কঠিনার ন্যায় প্রতীয়মানা, তাঁকে বামা বলে। যেমন—শ্রীরাধিকাদি।

দক্ষিণা—যে নায়িকা মান গ্রহণে অসমর্থা, যিনি নায়কের প্রতি যুক্তবাদিনী এবং যিনি নায়কের স্তববাক্যে দ্রুত প্রসন্না হন, তাঁকে দক্ষিণা বলে। যেমন—শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি।

[ঘ]বয়সে মধ্যমা—কৈশোর মধ্যমা।

[ঙ]দশবাণ হেম—দশবার আগুনে পোড়ানো হয়েছে যে সোনা, সেই সোনা যেমন বিশুদ্ধ নির্মল, শ্রীরাধার অধিরূঢ়-মহাভাবও তেমনি বিশুদ্ধ নির্মল — তাতে স্বসুখ বাসনার লেশমাত্রও নেই।

[চ]বিভূষণে—অলংকারে।

[ছ]মৌগ্ধ্য—প্রিয়তমের অগ্রভাগে জ্ঞাত-বস্তুসম্বন্ধেও অজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসাকে মৌগ্ধ্য বলে।

এত ভাব ভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ।
দেখিয়া উছলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি তরঙ্গ॥ ১৬৫
কিলকিঞ্চিত ভাব ভূষার শুন বিবরণ।
যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন॥ ১৬৬
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দান ঘাটী পথে যবে বর্জ্জেন গমন[ক]॥ ১৬৭
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে॥ ১৬৮
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম।
প্রথমেই হর্ষ-সঞ্চারী মূল কারণ॥ ১৬৯

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে ৭১ শ্লোকঃ

গর্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥ ৫

অন্বয়—হর্ষাৎ (হর্ষবশত) ; গর্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং (গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ-হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ— এই সাতটির) সঙ্করীকরণং (একত্রীকরণ) ; কিলকিঞ্চিতং উচ্যতে (কিলকিঞ্চিত নামে কথিত হয়)।

অনুবাদ—হর্ষবশত গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ-হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটির একই সময়ে উদয়কে কিলকিঞ্চিত বলে।

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।
অষ্টভাব সংমিলনে 'মহাভাব'[খ] হয়॥ ১৭০
গর্ব অভিলাষ ভয় শুষ্ক রুদিত[গ]।
ক্রোধ অসূয়া সহ আর মন্দ স্মিত॥ ১৭১
নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন॥ ১৭২
দধি খণ্ড ঘৃত মধু মরিচ কর্পূর।
এলাচি মিলনে যৈছে 'রসালা' মধুর॥ ১৭৩[ঘ]

এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন[ঙ]।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি গুণ॥ ১৭৪

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাব-প্রকরণে ৭৩ শ্লোকঃ

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণ-
ব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎ-
সিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুর-
ব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী
দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥ ৬

অন্বয়—পথি মাধবেন (দানঘাট পথে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক) ; রুদ্ধায়াঃ রাধায়াঃ (অবরুদ্ধা শ্রীরাধার) ; অন্তঃস্মেরতরা (অন্তরে আনন্দজনিত মৃদুহাস্য বশত) ; উজ্জ্বলা (দীপ্তিযুক্তা) ; জলকণব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা (অশ্রুকণাযুক্তা চক্ষু) ; কিঞ্চিৎপাটলি-তাঞ্চলা (যাহার প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ অরুণবর্ণ হইয়াছিল) ; রসিক তোৎসিক্তা (রসিকতায় উৎসিক্ত) ; পুরঃ কুঞ্চতী (অগ্রে কুঞ্চিত) ; মধুরব্যাভুগ্ন—তারোত্তরা (মধুরভাগে বক্র উত্তমতা ধারণপ্রাপ্ত তারকাদ্বয়) ; কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী (কিলকিঞ্চিত-ভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছযুক্তা) ; দৃষ্টিঃ বঃ শ্রিয়ং ক্রিয়াৎ (সেই দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গলবিধান করুক)।

অনুবাদ—দানঘাটের পথে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পথ রোধ করে দাঁড়ালে, শ্রীরাধার যে দৃষ্টি তাঁর অন্তরের আনন্দজনিত ঈষৎ-হাস্যে উজ্জ্বল হয়েছিল, চোখের পলক অশ্রুতে সজল হয়েছিল, চোখের কোণ ঈষৎ অরুণবর্ণ ধারণ করেছিল, আবার যে দৃষ্টি রসিকতায় আপ্লুত হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণের সামনে কুঞ্চিত হয়েছিল, যে দৃষ্টির তারকা দুটি মধুরভাবে বক্র হয়ে অতি অপূর্ব সৌন্দর্য ধারণ করেছিল, কিলকিঞ্চিত ভাবরূপ

চকিত — প্রিয়তমের অগ্রভাগে ভয়ের অস্থানেও যে গুরুতর ভয়, তাকে চকিত বলে।

[ক]বর্জ্জেন গমন—শ্রীরাধার গমন নিষেধ করেন।

[খ]মহাভাব—এখানে কিলকিঞ্চিত ভাব।

[গ]শুষ্ক রুদিত—কপট ক্রন্দন।

[ঘ]খণ্ড—খাঁড়, মিষ্টদ্রব্যবিশেষ, মিছরি।

রসালা — দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, গোলমরিচ, কর্পূর ও এলাচ মিশ্রিত অতি সুস্বাদু দ্রব্যবিশেষ।

[ঙ]রাধাস্য-নয়ন—রাধার আস্য অর্থাৎ মুখ ও চোখ।

পুষ্পগুচ্ছযুক্তা শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক।

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে ১৮ শ্লোকঃ

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচল-
নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিত-
ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াঃকিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ
বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং
যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ॥ ৭

অন্বয়—**অসৌ** রাধায়াঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার) ; **বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং** (যাহা অশ্রুবাষ্প-পূর্ণ, যাহার প্রান্তভাগ-অরুণবর্ণ এবং চঞ্চল, এইরূপ নেত্র) ; **রসোল্লাসিতং** (রসে উল্লসিত) ; **হেলোল্লাসচলাধরং** ('হেলা' নামক ভাবের উল্লাসে চপল অধর) ; **কুটিলিতভ্রূযুগ্মং** (কুটিল ভ্রূযুগলযুক্ত) ; **উদ্যৎস্মিতং** (ঈষৎ হাস্যের উদয় যুক্ত) ; **কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতং** (কিলকিঞ্চিতভাব ভূষিত) ; **আননং** (সেই আনন) ; **বীক্ষ্য** (দর্শন করিয়া) ; **সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং** (সঙ্গম হইতে কোটিগুণ) ; **তং আনন্দং অবাপ** (সেই আনন্দ পাইয়াছিলেন) ; **যঃ গীর্গোচরঃ ন অভূৎ** (যে আনন্দ বাক্যের বিষয়ীভূত হয় নাই)।

অনুবাদ—যে মুখে গর্বে উল্লসিত মৃদু হাসি, কুটিল ভ্রূযুগল, হেলায় চপল অধর, চোখ অশ্রুসজল, ভয়ে ব্যাকুল আর লজ্জায় রাঙা—শ্রীরাধার এরূপ কিলকিঞ্চিত ভাব ভূষিত সুন্দর মুখ দেখে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ লাভ করেন, তা সঙ্গমের চেয়েও কোটিগুণ বেশি এবং তা বাক্যের অগোচর।

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হৈয়া স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৭৫
বিলাসাদি ভাবভূষার কহত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন॥ ১৭৬
তবে ত স্বরূপ গোঁসাঞি কহিতে লাগিলা।
শুনি প্রভু ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা॥ ১৭৭
রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়।
তাঁহা যদি আচম্বিতে কৃষ্ণ দর্শন পায়॥ ১৭৮
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম 'বিলাস'-ভূষণ॥ ১৭৯

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণে ৬৭ শ্লোকঃ

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥ ৮

অন্বয়—**গতিস্থানাসনাদীনাং** (গমন, অবস্থান, উপবেশনাদির) ; **মুখনেত্রাদিকর্মণাং** (মুখনেত্রাদির কর্ম সকলের) ; **প্রিয়সঙ্গজং** (প্রিয়সঙ্গজনিত) ; **তাৎকালিকং** (সেই কালের) ; **বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ** (বৈশিষ্ট্যই বিলাস)।

অনুবাদ—চলায় থাকায় বসায় এবং চোখ মুখ ইত্যাদিতে প্রিয়মিলনে যে বিশেষ মাধুর্য সাময়িকভাবে ফুটে ওঠে, তাকে বিলাস বলে।

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সম্ভ্রম বাম্য ভয়।
এই ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয়॥ ১৮০

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে ১১ শ্লোকঃ

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে॥ ৯

অন্বয়—**পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ** (সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া) ; **অস্যাঃ গতিঃ** (ইঁহার—শ্রীরাধার গমন) ; **স্থগিতকুটিলা অভূৎ** (স্থগিত ও কুটিল হইয়াছিল) ; **শ্রীমুখং অপি তিরশ্চীনং** (তাঁহার মুখও বক্র) ; **কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং** (এবং নীলবসনে ঈষৎ আবৃত) ; **[অভূৎ]** (হইয়াছিল) ; **নয়নযুগং চলত্তারং** (তাঁহার নেত্রদ্বয় চঞ্চল তারকাযুক্ত) ; **স্ফারং আভুগ্নং** (বিস্তৃত এবং বক্র) ; [অভূৎ] (হইয়াছিল) ; **ইতি সা প্রিয়মুদে** (এইরূপে সেই শ্রীরাধা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য) ; **বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতা আসীৎ** (বিলাস নামক স্বীয় অলংকারে ভূষিতা হইলেন)।

অনুবাদ—সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে প্রথমে থেমে গেলেন, তারপর কুটিল (বক্র) হলেন, তাঁর মুখখানি আড়াল করে নীল বসনে সামান্য ঢেকে দিলেন ; বিশাল ও চঞ্চল চোখ দুটিতে ঈষৎ কটাক্ষ ভক্তি করে শ্রীরাধা নিজ বিলাস-নামক অলংকারে সজ্জিত হয়ে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে পরম আনন্দ দান করলেন।

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন অঙ্গ ভঙ্গে[ক] রহে ভ্রূ নাচাইয়া॥ ১৮১
মুখে নেত্রে করে নানা ভাবের উদ্গার।
এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালঙ্কার[খ]॥ ১৮২

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবকথনে
৭৫ শ্লোকঃ

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্॥ ১০

অন্বয় —যত্র অঙ্গানাং (যাহাতে অঙ্গসমূহের) ; **বিন্যাসভঙ্গিঃ** (অবস্থানভঙ্গি) ; **ভ্রূবিলাসমনোহরা ভবেৎ** (ভ্রূবিলাসদ্বারা মনোহরা এবং সুকুমার হয়) ; **তৎ ললিতং উদাহৃতং** (তাহা ললিত-নামক ভাব বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ—অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গি যাতে ভ্রূবিলাস দ্বারা মনোহর এবং সুকুমার হয়ে ওঠে, তখন তাকে ললিত-নামক ভাব বলে।

ললিত ভূষিত রাধা যদি দেখে কৃষ্ণ।
দোঁহে দোঁহা মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ॥ ১৮৩

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে ১৪ শ্লোকঃ

হ্রিয়া তির্যগ্-গ্রীবা চরণ-কটিভঙ্গীসুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জিতধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীতুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা॥ ১১

অন্বয়—**হ্রিয়া** (লজ্জাবশত) ; **তির্যগ্‌গ্রীবা** (বক্রগ্রীবা) ; **চরণকটিভঙ্গীসুমধুরা** (যাঁহার চরণভঙ্গী ও কটিভঙ্গী বড়ই মধুর) ; **চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জিতধনুঃ** (চঞ্চল ভ্রূলতা দ্বারা যিনি কন্দর্পের প্রভাবশালী ধনুকেও পরাজিত করিয়াছেন) ; **প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ** (শ্রীকৃষ্ণ প্রেমোল্লাসে উল্লসিতা ললিতা দ্বারা লালিততনু) ; **সা প্রিয়প্রীত্যৈ** (সেই শ্রীরাধা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য) ; **উদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা আসীৎ** (প্রকাশিত ললিত অলংকারে ভূষিতা হইলেন)।

অনুবাদ—ললিত অলংকারে অলংকৃতা হয়ে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দদান করলেন ; লজ্জায় তাঁর গ্রীবা, চরণ ও কটি বঙ্কিম ভঙ্গিতে সুমধুর হয়ে উঠল ; ভুরুর কাজলে মদনের ধনুও হার মানল, কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাসে উল্লসিত হয়ে উঠল তাঁর ললিত তনু।

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ[গ]।
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ॥ ১৮৪
বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন।
'কুট্টমিত' নাম এই ভাব-বিভূষণ॥ ১৮৫

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবকথনে ৭৩ শ্লোকঃ

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃতপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥ ১২

অন্বয়—**স্তনাধরাদিগ্রহণে** (নায়িকার স্তন ধৃত হইলে ও অধরাদি চুম্বিত হইলে) ; **হৃৎপ্রীতৌ অপি** (নায়িকার হৃদয়ে আনন্দ হইলেও) ; **সম্ভ্রমাৎ** (লজ্জাবশত) ; **ব্যথিতবৎ** (ব্যথিতের ন্যায়) ; **বহিঃ ক্রোধঃ** (বাহিরের ক্রোধ) ; **বুধৈঃ কুট্টমিতং প্রোক্তম্** (পণ্ডিতগণ কর্তৃক কুট্টমিত নামে কথিত হয়)।

অনুবাদ—(নায়ক যদি নায়িকার) স্তন ধারণ বা অধরাদি চুম্বন করেন, তাহলে চিত্তে আনন্দ হওয়া সত্ত্বেও নায়িকা যদি লজ্জাবশত ব্যথিতের মতো নায়কের প্রতি বাইরে ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাহলে সেই ক্রোধকে পণ্ডিতগণ 'কুট্টমিত' বলেন।

[ক]তিন অঙ্গ ভঙ্গে—গ্রীবা (ঘাড়), চরণ ও কটি (কোমর) বেঁকিয়ে অর্থাৎ ত্রিভঙ্গ হয়ে।

[খ]ললিতালঙ্কার—ললিত নামক ভাবরূপ অলংকার।

[গ]কঞ্চুকাকর্ষণ—কাঁচুলি বা স্তনাবরণ টানা ; শ্রীরাধার সঙ্গ লোভে শ্রীকৃষ্ণ কাঁচুলি ধরে টান দেন এবং রাধার মধ্যে কুট্টমিত ভাবের উদয় হয়।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ[ক]।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ॥ ১৮৬
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণকে করেন ভর্ৎসন॥ ১৮৭

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং
ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরু-
র্হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি॥ ১৩

অন্বয়—করভোরুঃ (হস্তিশুণ্ডতুল্য উরুযুক্তা শ্রীরাধা) ; অবিরোধিতবাঞ্ছং (কৃষ্ণের ইচ্ছার অবিরোধী ভাবে) ; মাধবস্য পাণিরোধং কুরুতে (শ্রীকৃষ্ণের হস্তরোধ করেন) ; মধুরস্মিতগর্ভাঃ (অন্তর্নিহিত মধুর হাস্যযুক্ত) ; ভর্ৎসনাশ্চ (তিরস্কারও) ; [কুরুতে] (করেন) ; মুখেঽপি হারি শুষ্ক রোদিতং (মুখেও শ্রীকৃষ্ণমনোহারি কপটরোদন) ; [কুরুতে] (করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—হাতির শুঁড়ের মতো উরুযুক্তা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার অবিরোধীভাবে শ্রীকৃষ্ণের হাতকে বাধাদান করেন, মন্দ-মধুরহাসিকে অন্তরে গোপন করে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কারও করেন এবং মুখেও শ্রীকৃষ্ণের মনোহারযোগ্য কপট-কান্না করতে থাকেন।

এই মত আর সব ভাব বিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন॥ ১৮৮
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।
আপনি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন॥ ১৮৯
শ্রীবাস হাসিয়া কহে শুন দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ্ বিস্তর॥ ১৯০
বৃন্দাবন সম্পদ্ কেবল ফুল কিসলয়।
গিরিধাতু শিখিপিঞ্ছ গুঞ্জাফলময়॥[খ] ১৯১
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবী মনে হৈল অসোয়াথ[গ]॥ ১৯২
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেনে গেলা বৃন্দাবন।
তাঁরে হাস্য করিতে[ঘ] লক্ষ্মী করিলা সাজন॥ ১৯৩
তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি।
পত্র-ফুল-ফল লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী[ঙ]॥ ১৯৪
এই কর্ম করি কহায় বিদগ্ধ শিরোমণি[চ]।
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু-দেহ আনি॥ ১৯৫
এত বলি মহালক্ষ্মীর সব দাসীগণ।
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন॥ ১৯৬
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধন দণ্ড লয়[ছ] আর করায় মিনতি॥ ১৯৭
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোরপ্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণ॥ ১৯৮
সব ভৃত্যগণ কহে করি জোড়হাত।
কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ॥ ১৯৯
তবে লক্ষ্মী শান্ত হঞা যান নিজঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য অগোচর॥ ২০০
দুগ্ধ আউটে দধি মথে[জ] তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্ন সিংহাসনে॥ ২০১
নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজদাস॥ ২০২
প্রভু কহে—শ্রীবাস! তোমার নারদ স্বভাব।
ঐশ্বর্য ভায় তোমার ঈশ্বর প্রভাব॥[ঝ] ২০৩

[ক]করে পাণিরোধ — শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হাতকে রোধ করেন অর্থাৎ বাধাপ্রদান করেন।

[খ]গিরিধাতু—গিরিমাটি।
শিখিপিঞ্ছ—ময়ূরপুচ্ছ।
গুঞ্জাফল—কুঁচ।

[গ]অসোয়াথ—অস্বাস্থ্য, অস্বস্তি, দুঃখ।

[ঘ]তাঁরে হাস্য করিতে— শ্রীজগন্নাথকে উপহাস করবার জন্য।

[ঙ]পুষ্পবাড়ী—ফুলের বাগিচায়।

[চ]বিদগ্ধ শিরোমণি—রসিক চূড়ামণি।

[ছ]ধন দণ্ড লয় — দণ্ড বা জরিমানা রূপে টাকা-পয়সা আদায় করে।

[জ]দুগ্ধ আউটে দধি মথে — দুধ জ্বাল দেয় দধি মন্থন করে।

[ঝ]মহাপ্রভু বললেন — শ্রীবাস তোমার নারদস্বভাব! (লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি নারদ বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন)। তাই ঐশ্বর্য এবং ঈশ্বর-প্রভাবই তোমার বেশি ভালো লাগে।

দামোদর-স্বরূপ ইহোঁ শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য না জানে ইহোঁ শুদ্ধপ্রেমে ভাসি॥ ২০৪
স্বরূপ কহেন—শ্রীবাস ! শুন সাবধানে।
বৃন্দাবন-সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে॥ ২০৫
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ্ সিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ সম্পদ্ তার এক বিন্দু॥ ২০৬
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন-ধাম॥ ২০৭
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ-ভূষণ॥ ২০৮
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্য ধন॥ ২০৯
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন কেহো না মাগে অন্য ধনে॥ ২১০
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত।
সহজগমন করে নৃত্য পরতীত[ক]॥ ২১১
সর্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃস্বাদ্য যাঁহা মূর্তিমান্॥ ২১২
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী কাজ॥[খ] ২১৩

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অং ৫৬ শ্লোকঃ

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥ ১৪

অন্বয়—[বৃন্দাবনে] (বৃন্দাবনে) ; **কান্তাঃ শ্রিয়ঃ** (কৃষ্ণ কান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মীস্বরূপা) ; **কান্তঃ পরমপুরুষঃ** (কান্ত পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ; **দ্রুমাঃ কল্পতরবঃ** (বৃক্ষসকল কল্পতরু) ; **ভূমিঃ চিন্তামণি-গণময়ী** (ভূমি চিন্তামণিগণময়ী) ; **তোয়ং অমৃতং** (জল অমৃত) ; **কথা গানং** (স্বাভাবিক কথা গান) ; **গমনং অপি নাট্যং** (সহজ গমনও নৃত্য) ; **বংশী প্রিয়সখী** (শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি প্রিয়সখী) ; **চিদানন্দং অপি পরং জ্যোতিঃ** (চিদানন্দই তথায় পরম জ্যোতি–চন্দ্রসূর্য) ; **তৎ অপি আস্বাদ্যং** (সেই বৃন্দাবন পরম আস্বাদ্য)।

অনুবাদ—বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মী, কান্ত পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিতে পূর্ণ, জল অমৃত, সহজ কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য, বাঁশি প্রিয়সখী, পরম জ্যোতিস্বরূপ চন্দ্রসূর্য—সেই চিদানন্দময় বৃন্দাবন পরম আস্বাদ্য।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে (২।১।৮৪) বিভাবলহর্যাং ধৃতঃ বিল্বমঙ্গল-বাক্যম্

চিন্তামণিশ্চরণ-ভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতিসুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥ ১৫

অন্বয়—**বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং** (বৃন্দাবনে গোপাঙ্গনাদের) ; **চরণভূষণং চিন্তামণিঃ** (চিন্তামণিই চরণের অলংকার) ; **শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ** (ভূষণসাধক পুষ্পবৃক্ষগুলিও) ; **সুরাণাং তরবঃ** (কল্পতরু) ; **ননু ব্রজধনং চ** (ব্রজের ধনও) ; **কামধেনুবৃন্দানি** (কামধেনুবৃন্দ) ; **ইতি সুখসিন্ধুঃ অহো বিভূতিঃ** (এই সমস্ত কারণে সুখসমুদ্রতুল্য বৃন্দাবনের বিভূতি–আশ্চর্য)।

অনুবাদ—বৃন্দাবনে গোপীগণের পায়ের নূপুর চিন্তামণি, সাজসজ্জার সাধক পুষ্পবৃক্ষগুলি কল্পতরু, ব্রজের সম্পদও কামধেনুগুলি ; কী আশ্চর্য ! এ সমস্ত কারণে বৃন্দাবনের বিভূতি (মহাঐশ্বর্য) পরম-সুখের সাগর।

[ক] পরতীত—প্রতীত, বিশ্বাস অর্থাৎ ব্রজবাসীদের স্বাভাবিক গমনাগমনই নৃত্যের মতো মধুর।

[খ] বৃন্দাবনের প্রত্যেক গোপীই লক্ষ্মী অপেক্ষা অনেক বেশি গুণবতী। তাই গুণের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বৈকুণ্ঠে এক লক্ষ্মী, আর বৃন্দাবনে অনেক লক্ষ্মী। (শ্রীরাধা হলেন লক্ষ্মীগণের অংশিনী ; আর গোপীগণ হলেন শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। সুতরাং গোপীগণ স্বরূপত লক্ষ্মীর অংশিনীরূপ—সুতরাং স্বরূপতঃ লক্ষ্মী। তাই বৃন্দাবনের রমণীসমাজকে লক্ষ্মীর সমাজ বলা হয়েছে।)

প্রিয়সখী কাজ—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি প্রিয়সখীর কাজ করে।

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট অট্ট হাস॥ ২১৪
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল॥ ২১৫
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান।
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজ কান॥ ২১৬
ব্রজরস গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম গ্রাম[ক] প্রভু প্রেমে ভাসাইল॥ ২১৭
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর।
প্রভু নৃত্য করে হৈল তৃতীয় প্রহর॥ ২১৮
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল॥ ২১৯
রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি॥ ২২০
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে রহে কিছু দূরদেশ॥ ২২১
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্তন॥ ২২২
ভঙ্গী করি স্বরূপ সভার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল॥ ২২৩
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মাধ্যাহ্নিক স্নানে॥ ২২৪
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার॥ ২২৫
সভা লঞা নানারঙ্গে করিলা ভোজন।
সন্ধ্যাস্নান করি কৈল জগন্নাথ দর্শন॥ ২২৬
জগন্নাথ দেখি করে নর্তন কীর্তন।
নরেন্দ্রে[খ] জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ॥ ২২৭
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন্যভোজনে।

এইমত ক্রীড়া প্রভু করে অষ্টদিনে॥ ২২৮
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয়॥ ২২৯
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্তন-কীর্তন॥ ২৩০
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডুবিজয় হইল।
এক গুটি[গ] পট্ট-ডোরী তাহাঁ টুটি গেল॥ ২৩১
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায়॥ ২৩২
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান॥ ২৩৩
এই পট্ট-ডোরীর তুমি হও যজমান[ঘ]।
প্রতি বর্ষে আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ॥ ২৩৪
এত বলি দিলা তাঁরে ছিঁড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি॥ ২৩৫
এই পট্ট ডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান[ঙ]।
দশমূর্তি ধরি যিহোঁ সেবে ভগবান্॥ ২৩৬
ভাগ্যবান সত্যরাজ, বসু রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ॥ ২৩৭
প্রতি বর্ষ গুণ্ডিচাতে সব ভক্ত সঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে॥ ২৩৮
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লৈয়া ভক্তগণে॥ ২৩৯
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন কেলি কৈল॥ ২৪০
চৈতন্যপ্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সহস্র বদনে যার নাহি পায় পার॥ ২৪১
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৪২

[ক]পুরুষোত্তম গ্রাম—পুরী, শ্রীক্ষেত্র।

[খ]নরেন্দ্রে—নরেন্দ্র সরোবরে।

[গ]এক গুটি — একগাছি পট্ট-ডোরী পাণ্ডুবিজয়ের কালে ছিঁড়ে গেল।

[ঘ]যজমান—ব্রতী।

[ঙ]শেষের অধিষ্ঠান—অনন্তদেবের অধিষ্ঠান।

দশমূর্তি — ছত্র, চামর, পাদুকা, আসন, শয্যা, গৃহ, উপাধান (বালিশ), বসন, যজ্ঞসূত্র ও আরাম বা নিবাসস্থান—এই দশরূপে অনন্ত দেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরাপঞ্চমীযাত্রাদর্শনং নাম চতুর্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সার্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্॥ ১

অন্বয়—গৌরঃ (শ্রীগৌরচন্দ্র) ; সার্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ (সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে ভোজন করিয়া) ; স্বনিন্দকং (নিজের নিন্দাকারী) ; অমোঘকং (অমোঘ নামা সার্বভৌমের জামাতাকে) ; অঙ্গীকুর্বন্ (অঙ্গীকার করিয়া) ; স্বাং ভক্তবশ্যতাং (নিজ ভক্তবশ্যতাকে) ; স্ফুটাং চক্রে (স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—শ্রীগৌরচন্দ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে যখন ভোজন করছিলেন তখন সার্বভৌমের জামাতা অমোঘ তাঁর নিন্দা করেছিলেন। নিজের নিন্দাকারী সেই অমোঘকেও তিনি নিজ ভক্তদের মধ্যে অঙ্গীকার করে নিয়ে নিজ ভক্তবশ্যতাকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
জয় শ্রীচৈতন্যচরিত শ্রোতাভক্তগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যাঁর প্রাণধন॥ ২
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে॥ ৩
প্রথমাবসরে[ক] জগন্নাথ দরশন।
নৃত্যগীত দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবন॥ ৪
উপল[খ] লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাসে মিলি আইসে আপন আলয়॥ ৫
ঘরে আসি করে প্রভু নাম সংকীর্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন॥ ৬
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন।
সর্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন॥ ৭
গলে মালা দেয় মাথায় তুলসী মঞ্জরী।
যোড়হস্তে স্তুতি করে পদে নমস্করি॥ ৮
পূজা-পাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যে আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্যে পূজিল॥ ৯
'যোঽসি সোঽসি[গ]নমোঽস্তুতে' এই মন্ত্র পড়ে।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্যেরে॥ ১০
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য করে বার বার॥ ১১
আচার্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য কথন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥ ১২
পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ॥ ১৩
একেক দিন একেক ভক্তঘরে মহোৎসব।
প্রভু সঙ্গে তাহাঁ ভোজন করে ভক্ত সব॥ ১৪
কেহো ঘরভাত করে[ঘ] কেহো প্রসাদান্ন।
এই মত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ॥ ১৫
চারি মাস রহিলা সভে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
জগন্নাথের নানাযাত্রা দেখে মহারঙ্গে॥ ১৬
এইমত নানারঙ্গে চাতুর্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা॥ ১৭
কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাদিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব॥ ১৮
দধি দুগ্ধ ভার সভে নিজস্কন্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি হরিহরি॥ ১৯
কানাঞি খুঁটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতি হৈয়াছেন ব্রজেশ্বরী॥[ঙ] ২০

[ক]প্রথমাবসরে—মঙ্গল-আরাত্রিক সময়ে।

[খ]উপল—শ্রীজগন্নাথের প্রাতঃকালীন ভোগ।

[গ]'যোঽসি সোঽসি.....'—যে হও সে হও অর্থাৎ তুমি যা হও না কেন, তোমাকে নমস্কার—এটি শিবমন্ত্রের অংশবিশেষ ; অদ্বৈত আচার্য সদাশিব তত্ত্ব বলে প্রভু শিবমন্ত্রে তাঁর পূজা করলেন। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হল—'রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব। যাসি সাসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে।'

[ঘ]ঘর ভাত করে—নিজের ঘরেই অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করেন।

[ঙ]কানাঞি খুঁটিয়া সেজেছেন পিতা নন্দ মহারাজ ; আর জগন্নাথ মাহিতি সেজেছেন মাতা যশোদা।

আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী॥ ২১
ইহ সভা লৈয়া প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সভার অঙ্গ॥ ২২
অদ্বৈত কহে—সত্য কহি না করহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ॥ ২৩
তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥ ২৪
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে॥ ২৫
অলাতচক্রের[ক] প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥ ২৬
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে বুঝিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়॥ ২৭
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র এক লঞা আসি॥ ২৮
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল॥ ২৯
কানাঞি-খুঁটিয়া জগন্নাথ দুইজন।
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন॥ ৩০
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতামাতা-জ্ঞানে দোঁহার নমস্কার কৈল॥ ৩১
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥ ৩২
বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে॥ ৩৩
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥ ৩৪
'কাঁহা রে রাবণা!' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা[খ] হরে পাপী মারিমু সবংশে॥ ৩৫
গোঁসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্বলোক 'জয় জয়' বোলে বার বার॥ ৩৬
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থান দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি॥ ৩৭
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লৈয়া।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥ ৩৮
কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥ ৩৯
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল।
'গৌড়দেশে যাহ সভে' বিদায় করিল॥ ৪০
সভারে কহিল প্রভু, প্রত্যব্দ[গ] আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া॥ ৪১
আচার্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান॥ ৪২
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল—যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥ ৪৩
রামদাস গদাধর আদি কথো জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমা সনে॥ ৪৪
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥ ৪৫
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন॥ ৪৬
তোমার গৃহে কীর্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে আর কেহো না দেখিব॥ ৪৭
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এসব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ॥ ৪৮
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম নহে, কৈল আমি নিজধর্ম নাশ॥ ৪৯
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের[ঘ] কর্ম॥ ৫০
বাতুল-বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥ ৫১
কি কার্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।

[ক]অলাতচক্র — জ্বলন্ত কাঠকে চক্রাকারে দ্রুতবেগে ঘুরালে যা হয়, তাকে অলাতচক্র বলে।

[খ]জগন্মাতা—সীতাদেবী।

[গ]প্রত্যব্দ—প্রতি বৎসর।

[ঘ]বাতুল—পাগল।

যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥ ৫২
নীলাচলে আছোঁ মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে॥ ৫৩
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্তিজ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে॥ ৫৪
একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত[ক]॥ ৫৫
লেম্বু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপহার॥ ৫৬
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাঞির প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন॥ ৫৭
নিমাঞি নাহিক ঘরে কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥ ৫৮
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভোজন।
শূন্যপাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জন॥ ৫৯
কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেনে পাত।
হেন বুঝি বালগোপাল খাইল সব ভাত॥ ৬০
কিবা মোর মনঃ কথায় ভ্রম হৈয়া গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল॥ ৬১
কিবা আমি ভ্রমে পাতে অন্ন না বাড়িল।
এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল॥ ৬২
অন্ন ব্যঞ্জন-পূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন॥ ৬৩
ঈশান[খ] দ্বারায় পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল॥ ৬৪
এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকণ্ঠা ক্রন্দন॥ ৬৫
তাঁর প্রেমে আনি মোরে করায় ভোজনে।
অন্তরে মানয়ে সুখ বাহ্যে নাহি মানে॥ ৬৬
এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁরে করাইহ প্রতীতি॥ ৬৭

এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য করিলা॥ ৬৮
রাঘব পণ্ডিতে কহে বচন সরস।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে আমি হই তোমার বশ॥ ৬৯
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্বজন।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্বোত্তম॥ ৭০
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচ গণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথাতথা॥ ৭১
বাড়িতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল॥ ৭২
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পণ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন॥ ৭৩
প্রতিদিন পাঁচ ছয় ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া॥ ৭৪
ভোগের সময়ে পুনঃ ছোলি শঙ্খ করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি॥ ৭৫
কৃষ্ণে সেই নারিকেল-জল পান করি।
কভু শূন্য ফল রাখে কভু জল ভরি॥ ৭৬
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সৎ-পাত্রপূরিত॥ ৭৭
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করেন শূন্য ভাজন॥ ৭৮
কভু শস্য খাঞা পুন পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে॥ ৭৯
একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া॥ ৮০
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বারেতে রহিল॥ ৮১
দ্বারের উপর ভিত্তো তেঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল॥ ৮২
পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে যাতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে॥ ৮৩
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা॥ ৮৪

[ক]ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত—পটোল ভাজা ও নিমপাতা ভাজা।

[গ]ঈশান—শচীমাতার গৃহের ভৃত্য।

এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগৎ জিনিয়া॥ ৮৫
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল॥ ৮৬
এইমত কলা আম্র নারঙ্গ কাঁঠাল।
যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে শুনে আছে ভাল॥ ৮৭
বহু মূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন॥ ৮৮
এই মত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এই মতে চিঁড়া হুডুম সন্দেশ সকল॥ ৮৯
এইমতে পিঠা পানা ক্ষীর ওদন[ক]।
পরম পবিত্র সেবা করে সর্বোত্তম॥ ৯০
কাসন্দি আচার আদি অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দ্রব্য সার॥ ৯১
এইমত প্রেমে সেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্বলোকের জুড়ায় নয়ন॥ ৯২
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ॥ ৯৩
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥ ৯৪
পরম উদার ইঁহো যে দিনে যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে॥ ৯৫
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয় ॥ ৯৬
ইঁহার ঘরের আয় ব্যয় সব তোমা স্থানে।
সরখেল[খ] হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥ ৯৭
প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণে লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সভায় পালন করিয়া॥ ৯৮
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যাব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া॥ ৯৯
গুণরাজ খান[গ] কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥ ১০০
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥ ১০১
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥ ১০২
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান্।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥ ১০৩
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু ! নিবেদি চরণে॥ ১০৪
প্রভু কহে—কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন॥ ১০৫
সত্যরাজ কহে—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে॥ ১০৬
প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার॥ ১০৭
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ ১০৮
দীক্ষা পুরশ্চর্যা[ঘ] বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে॥ ১০৯
আনুষঙ্গফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয়॥ ১১০

তথাহি—পদ্যাবল্যাম্ (২৯)

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতা-
মুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো
বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুর-
শ্চর্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি
শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ২

অন্বয় —কৃতচেতসাং আকৃষ্টিঃ (পুণ্যাত্মাদিগের আকর্ষণকারী) ; সুমহতাং (অতি মহৎ) ; অংহসাং

(ক)ক্ষীর ওদন—দুগ্ধ ও অন্ন।

(খ)সরখেল—সরকার, তত্ত্বাবধায়ক।

(গ)গুণরাজ খান—এঁর নাম শ্রীমালাধর বসু। এঁর এক পুত্রের নাম সত্যরাজ খান, তাঁর পুত্রের নাম রামানন্দ বসু।

(ঘ)পুরশ্চর্যা—শ্রীগুরুদেবের কাছে প্রাপ্ত মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য যে পঞ্চাঙ্গ উপাসনা, তাকে পুরশ্চরণ বলে।

উচ্চাটনং (পাপসমূহের দূরীকরণশীল) ; **আচণ্ডালম্ অমুকলোকানাং সুলভঃ** (চণ্ডালাদি সাধারণ লোক সকলের অথবা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীবগণের সহজ প্রাপ্য) ; চ (এবং) ; **মুক্তিশ্রিয়ঃ বশ্যঃ** (মুক্তিরূপ সম্পদের বশীকারক) ; **অয়ং শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্রঃ** (এই শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্র) ; **নো দীক্ষাং** (না দীক্ষাতে) ; **ন চ সৎক্রিয়াং** (না সৎক্রিয়া বা সদাচারকে) ; **ন চ পুরশ্চর্যাং** (না পুরশ্চরণ ক্রিয়াকে) ; **মনাক্ ঈক্ষতে** (অল্পমাত্রও অপেক্ষা করে) ; [সঃ মন্ত্রঃ] (সেই মন্ত্র) ; **রসনাস্পৃক্ এব** (রসনা স্পর্শমাত্রেই) ; **ফলতি** (ফল প্রদান করে)।

অনুবাদ—এই কৃষ্ণনাম কোনোরকম দীক্ষার অপেক্ষা করে না, সদাচারের অপেক্ষা করে না, কিংবা বিন্দুমাত্র পুরশ্চরণেরও অপেক্ষা করে না ; কেবলমাত্র জিহ্বাস্পর্শমাত্রেই এই নাম ফল প্রদান করে। এই কৃষ্ণ-নাম পুণ্যবান লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করে এবং অনেক বড় পাপকেও নাশ করে ; এমনকি যে কথা বলতে পারে, যে অতি সাধারণ অর্থাৎ যদি চণ্ডালও হয় তবু তার কাছেও এই নাম সুলভ এবং এই নাম মুক্তিরূপ সম্পদ দান করে।

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান॥ ১১১
খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি এই মুখ্য তিন জন॥ ১১২
মুকুন্দ দাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন।
তুমি পিতা, পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন॥ ১১৩
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাঁর তনয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥ ১১৪
মুকুন্দ কহে—রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তাঁর পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥ ১১৫
আমা সভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে॥ ১১৬
শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়॥ ১১৭
ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ॥ ১১৮
ভক্তগণে কহে—শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্মল প্রেম যেন শুদ্ধ হেম॥ ১১৯
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণ প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা॥ ১২০
একদিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টুঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥[ক] ১২১
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি[খ]।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি॥ ১২২
ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥ ১২৩
রাজার জ্ঞান—রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন॥ ১২৪
রাজা কহে—ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঁঞি।
মুকুন্দ কহে অতি বড় ব্যথা নাহি পাই॥ ১২৫
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী॥ ১২৬
মহাবিদগ্ধ[গ] রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ-জ্ঞানে॥ ১২৭
রঘুনন্দন-সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট তীরে॥ ১২৮
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বার মাসে।
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ অবতংসে॥[ঘ] ১২৯
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
তোমার যে কার্য—ধর্মে ধন উপার্জন॥ ১৩০
রঘুনন্দনের কার্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্যত্র নাহি মন॥ ১৩১
নরহরি ! রহ আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য সদা কর তিন জনে॥ ১৩২

[ক]টুঙ্গি—বায়ু সেবন করবার জন্য উচ্চ মঞ্চবিশেষ।
বাত—বাক্য, কথা।
[খ]আড়ানি—বড় পাখা।
[গ]মহাবিদগ্ধ—মহাপণ্ডিত।
[ঘ]ফুটে—ফুল ফুটে।
অবতংস—কর্ণভূষণ।

সার্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোঁসাঞি॥ ১৩৩
দারু-জলরূপে[ক] কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি॥ ১৩৪
দারু-ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জলব্রহ্ম সম॥ ১৩৫
সার্বভৌম ! কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি ! কর জলব্রহ্মের সেবন॥ ১৩৬
মুরারি গুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে শুনে ভক্তগণ॥ ১৩৭
পূর্বে[খ] আমি ইঁহারে লোভাইল বারবার।
পরম মধুর গুপ্ত 'ব্রজেন্দ্রকুমার'॥ ১৩৮
স্বয়ং ভগবান্ সর্ব-অংশী সর্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম সর্ব-রসময়॥ ১৩৯
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিক-শেখর।
সকল সদ্গুণবৃন্দ রত্ন রত্নাকর॥ ১৪০
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য বৈদগ্ধে করে যেঁহো লীলা রাস॥ ১৪১
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥ ১৪২
এইমত বারবার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥ ১৪৩
আমারে কহেন আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর॥ ১৪৪
এত বলি ঘরে গেলা চিন্তে রাত্রিকালে।
রঘুনাথত্যাগ চিন্তি হইলা বিহ্বলে॥ ১৪৫
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে রাম মোর করাহ মরণ॥ ১৪৬
এইমত সর্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি করে জাগরণ॥ ১৪৭
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু কৈল নিবেদন॥ ১৪৮

[ক]দারু-জলরূপে—দারুরূপে অর্থাৎ দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ রূপে এবং জলরূপে অর্থাৎ গঙ্গারূপে।
[খ]পূর্বে—গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে।

রঘুনাথ পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা মনে পাও ব্যথা॥ ১৪৯
শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়ান না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করোঁ উপায়॥ ১৫০
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়॥ ১৫১
এত শুনি মনে আমি বড় সুখ পাইল।
ইঁহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন কৈল॥ ১৫২
'সাধু সাধু' গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥ ১৫৩
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ান না যায়॥ ১৫৪
এই তোমার ভাব নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমার আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥ ১৫৫
সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরাম কিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল॥ ১৫৬
সেই মুরারি গুপ্ত এই মোর প্রাণ সম।
ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন॥ ১৫৭
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার গুণ কহে হৈয়া সহস্র-বদন॥ ১৫৮
নিজগুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া॥ ১৫৯
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥ ১৬০
করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়াময়।
তুমি মন কর যবে অনায়াসে হয়॥ ১৬১
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সবজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥ ১৬২
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥ ১৬৩
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিল।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিল॥ ১৬৪
তোমার এই চিত্র[গ] নহে তুমি ত প্রহ্লাদ।

[গ]চিত্র—বিচিত্র ; অর্থাৎ তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়।

তোমর উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥ ১৬৫
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্তি বিনু নাহি অন্য কৃত্য॥ ১৬৬
ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ ভোগে হবে সভার উদ্ধার॥ ১৬৭
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ববল।
তোমারে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল॥ ১৬৮
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥ ১৬৯

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অং ৫৪ শ্লোকঃ

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩

অন্বয়—**অহো যঃ** (যিনি) ; **ইন্দ্রগোপং** (ইন্দ্র গোপনামক রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীটকে) ; **অথবা ইন্দ্রং** (অথবা দেবরাজ ইন্দ্রকে) ; **স্বকর্মবন্ধানুরূপফল-ভাজনং** (নিজ কর্মানুরূপ ফলভোগের পাত্র) ; **আতনোতি** (করিয়া থাকেন) ; **কিন্তু চ** (কিন্তু যিনি) ; **ভক্তিভাজাং কর্মাণি** (ভক্তগণের সকল কর্মকে) ; **নির্দহতি** (নিঃশেষরূপে দগ্ধ করেন বা বিনাশ করেন) ; **তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি** (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি)।

অনুবাদ—যিনি ইন্দ্রগোপ-নামক লাল রঙের ছোট্ট কীট থেকে আরম্ভ করে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত সকলকে আপন আপন কর্মের অনুরূপ ফল দান করেন, কিন্তু যিনি ভক্তগণের সকল প্রকার কর্ম নিঃশেষরূপে বিনাশ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম॥ ১৭০
এক উডুম্বর বৃক্ষে[ক] লাগে কোটি ফলে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে॥ ১৭১
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ না মানে নিজ অপচয়॥ ১৭২
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্পহানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়॥ ১৭৩
অনন্ত ঐশ্বর্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
তার গড়খাই[খ] কারণাব্ধি যার নাম॥ ১৭৪
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড[গ]॥ ১৭৫
তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ডনাশে[ঘ] কৃষ্ণের নাহি হানি॥ ১৭৬
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়॥ ১৭৭
কোটি-কামধেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য-পতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥ ১৭৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৪) শ্লোকঃ

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ৪

অন্বয়—**অজিত** (হে অজিত!) ; **জয় জয়** (তোমার জয় জয়) ; **অগজগদোকসাং** (স্থাবর জঙ্গম দেহধারী জীবের) ; **দোষগৃভীতগুণাং** (আনন্দাদির আবরক-গুণবিশিষ্টা) ; **অজাং জহি** (অবিদ্যাকে বিনাশ কর) ; **যৎ ত্বং আত্মনা** (যেহেতু তুমি স্বরূপ ভূতা চিৎশক্তির দ্বারা) ; **সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ অসি** (সমস্ত ঐশ্বর্যকে সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ) ; **অখিলশক্ত্যববোধক** (হে জীবগণের অখিল শক্তির প্রকাশক !) ; **ক্বচিৎ অজয়া** (কোনো সময়ে মায়ার সহিত) ; **চরতঃ**

[ক]উডুম্বর বৃক্ষ—ডুমুর গাছ।

[খ]গড়খাই—পরিখা, কোনো বাড়ি বা স্থানের চারদিকে খালের মতো জলপূর্ণ গর্তকে গড়খাই বলে।

[গ]রাইপূর্ণ ভাণ্ড — রাই অর্থাৎ সরিষা পূর্ণ ভাণ্ড ; এখানে সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড মায়ার বিকার বলে মায়াকে রাইপূর্ণ ভাণ্ড বলা হয়েছে।

[ঘ]এক অণ্ড নাশে—একটি ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হলে।

(ক্রীড়াপরায়ণ) ; আত্মনা চ (এবং স্ব স্বরূপের সহিতও) ; [চরতঃ] (বিদ্যমান) ; তে নিগমঃ অনুচরেৎ (তোমাকে বেদ প্রতিপাদন করেন)।

অনুবাদ—হে অজিত! জয়, তোমার জয়! গুণকে আশ্রয় করে যে মায়ারূপ অবিদ্যা স্থাবর দেহধারী ও জঙ্গমদেহধারী জীবগণের আনন্দাদির কারণ সেই মায়াকে তুমি নাশ কর ; যেহেতু স্বরূপভূতা চিৎশক্তির দ্বারা তুমি সমস্ত ঐশ্বর্যকে সম্যকরূপে পেয়েছ। হে জীবগণের অখিল শক্তির উদ্বোধক! সৃষ্টি সময়ে তুমি যখন মায়ার সঙ্গে খেলা কর এবং স্ব স্বরূপে বিদ্যমান থেকে নিজ নিত্যলীলাদি সম্পাদন কর, তখন বেদগুলিই তোমার স্বরূপ প্রতিপাদন করেন।

এইমত সব ভক্তের কহি সে সে গুণ।
সবারে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন॥ ১৭৯
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন॥ ১৮০
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভু পাশে।
যমেশ্বরে[ক] প্রভু তাঁর করাইলা আবাসে॥ ১৮১
পুরী গোঁসাঞি জগদানন্দ স্বরূপ দামোদর।
দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর॥ ১৮২
এইসব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে॥ ১৮৩
একদিন প্রভু পাশে আসি সার্বভৌম।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন॥ ১৮৪
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেলা।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণের অবসর হৈলা॥ ১৮৫
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।
প্রভু কহে—ধর্ম নহে, করিতে না পারি॥ ১৮৬
সার্বভৌম কহে ভিক্ষা কর বিশ দিন।
প্রভু কহে এহো নহে যতি ধর্ম চিহ্ন॥ ১৮৭
সার্বভৌম কহে কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা এক দিবস॥ ১৮৮
তবে সার্বভৌম প্রভু চরণে ধরিয়া।
'দশদিন কর', কহে মিনতি করিয়া॥ ১৮৯
প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চদিন ঘাটাইল।
পঞ্চদিন তাঁর ভিক্ষা নিয়ম করিল॥ ১৯০
তবে সার্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন॥ ১৯১
পুরী গোঁসাঞির পঞ্চদিন ভিক্ষা মোর ঘরে।
পূর্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে॥ ১৯২
দামোদরস্বরূপ হয় বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর[খ]॥ ১৯৩
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর দুই দুই দিবসে।
একেক দিন একেক জন পূর্ণ হইল মাসে॥[গ] ১৯৪
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঁঞি।
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই॥ ১৯৫
তুমি নিজ ছায়া-সঙ্গে[ঘ] আসিবে মোর ঘর।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদর॥ ১৯৬
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥ ১৯৭
ষাঠি[ঙ]র মাতা নাম ভট্টাচার্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো স্নেহেতে জননী॥ ১৯৮
ঘরে আসি ভট্টাচার্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠির মাতা পাক চড়াইল॥ ১৯৯
ভট্টাচার্য-গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যে বা শাক ফলাদিক আনাইল আহরি॥ ২০০
আপনে ভট্টাচার্য করে পাকের সর্ব কর্ম।
ষাঠির মাতা বিচক্ষণা জানে পাক মর্ম॥ ২০১
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয়॥ ২০২

[ক]যমেশ্বরে—যমেশ্বরটোটা নামক স্থানে।

[খ]একেশ্বর—একাকী।

[গ]মাসের ত্রিশ দিনের মধ্যে মহাপ্রভুর পাঁচ দিন, পুরী গোস্বামীর পাঁচ দিন, আটজন সন্ন্যাসীর দুই দিন করে ষোলো দিন—এই হল ছাব্বিশ দিন ; বাকি চারদিনের মধ্যে দুদিন একাদশী বাদ ; বাকি দিন স্বরূপ দামোদরের দিন—এইভাবে একমাস সন্ন্যাসী ভিক্ষা পূর্ণ হবে।

[ঘ]নিজ ছায়া সঙ্গে—একাকী।

[ঙ]ষাঠি—সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কন্যা।

আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া॥ ২০৩
বাহ্যে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার এক দ্বার অন্ন পরিবেশিতে॥ ২০৪
বত্রিশা-কলার এক আঙ্গটিয়া পাত।
তিন মান তণ্ডুলের তাতে ধরে ভাত॥[ক] ২০৫
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল॥ ২০৬
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারিসারি।
চারিদিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥ ২০৭
দশপ্রকার শাক নিম্ব শুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়ীঘোল॥ ২০৮
দুগ্ধতুম্বি[খ], দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাকরা॥ ২০৯
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফল-মূলে বিবিধ প্রকার॥ ২১০
নব নিম্বপত্র সহ ভৃষ্ট বার্তাকী।
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥ ২১১
ভৃষ্ট মাষ মুদ্গসূপ[গ] অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥ ২১২
মুদ্গবড়া মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলি আর যত পিষ্ট॥ ২১৩
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি[ঘ]॥ ২১৪
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহা ধরি॥ ২১৫

রসালা, মথিত দধি, সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥ ২১৬
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য সব করাইল।
শুভ্র পীঠোপরে শুভ্র বসন পাতিল॥ ২১৭
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল ঝারি।
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দেন তুলসী মঞ্জরী॥ ২১৮
অমৃত-গুটিকা পিঠাপানা আনাইল।
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক ধরিল॥ ২১৯
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইলা তার হৃদয় জানিয়া॥ ২২০
ভট্টাচার্য কৈল তবে পাদ-প্রক্ষালন।
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন॥ ২২১
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া।
ভট্টাচার্যে কহেন কিছু ভঙ্গী করিয়া॥ ২২২
অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হৈল রন্ধন॥ ২২৩
শত চুলায় যদি শত জন পাক করে।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে॥ ২২৪
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী॥ ২২৫
ভাগ্যবান্ তুমি সফল তোমার উদ্যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাইয়াছ এতাদৃশ ভোগ॥ ২২৬
অন্নের সৌরভ বর্ণ পরম মোহন।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন॥ ২২৭
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব॥ ২২৮
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া॥ ২২৯
ভট্টাচার্য কহে প্রভু না কর বিস্ময়।
যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয়॥ ২৩০
না মোর উদ্যোগে না গৃহিণী রন্ধনে।
যার শক্ত্যে ভোগসিদ্ধ সে-ই তাহা জানে॥ ২৩১
এই ত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন॥ ২৩২

[ক]বত্রিশাকলা—খুব বড় পাতাবিশিষ্ট কলাগাছ।
আঙ্গটিয়া—কলাপাতার অখণ্ড অগ্রভাগ।
তিন মান তণ্ডুল — ১৯২ তোলা অর্থাৎ প্রায় আড়াইসের চাউল।

[খ]দুগ্ধতুম্বি—দুধে পাক করা লাউ।

[গ]ভৃষ্ট মাষ মুদ্গসূপ—ভাজা মাষকলাই, মুগের ডালের ঝোল।

[ঘ]শকি—পারি।

ভট্ট কহে অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে, পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ॥ ২৩৩
প্রভু কহে ভাল কহিলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়॥ ২৩৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৬।৪৬) শ্লোকঃ

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনোদাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥ ৫

অন্বয়—ত্বয়া উপভুক্ত স্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চিতাঃ (তোমা কর্তৃক উপভুক্ত মালা, চন্দনাদি, গন্ধ দ্রব্য, বস্ত্র ও অলংকারাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া) ; উচ্ছিষ্টভোজিনঃ দাসাঃ (তোমার উচ্ছিষ্টভোগী দাস আমরা) ; তব মায়াং হি জয়েম (তোমার মায়াকে নিশ্চয়ই জয় করিতে সমর্থ হইব)।

অনুবাদ—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—তোমার উপভুক্ত মালা, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, বস্ত্র ও অলংকারাদি দ্বারা সজ্জিত হয়ে এবং তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করে আমরা তোমার দাস, তোমার মায়াকে নিশ্চয়ই আমরা জয় করতে পারব।

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।
ভট্ট কহে জানি খাও যতেক যুয়ায়॥ ২৩৫
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার॥ ২৩৬
দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষী মন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা[ক] আর যাদবের ঘরে॥ ২৩৭
ব্রজে জ্যেঠা খুড়া মামা পিসাদি গোপগণ।
সখীবৃন্দ সভার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন॥ ২৩৮
গোবর্ধন-যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি রাশি।
তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী॥ ২৩৯
তুমিত ঈশ্বর, মুঞি ক্ষুদ্র কোন্ ছার।
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার॥[খ] ২৪০
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথ-প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ মনে॥ ২৪১

[ক]অষ্টাদশ মাতা—বসুদেবের পত্নীগণ ; দেবকী প্রমুখ আঠারো জন মা।

হেনকালে অমোঘ নামে ভট্টের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তেঁহো ষাঠি-কন্যার ভর্তা॥ ২৪২
ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য আছেন দুয়ারে॥ ২৪৩
তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈল আনমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন॥ ২৪৪
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ-বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥ ২৪৫
শুনিতেই ভট্টাচার্য উলটি চাহিলা।
তাঁর অবধান[গ] দেখি অমোঘ পলাইলা॥ ২৪৬
ভট্টাচার্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইলা।
পলাইল অমোঘ তার লাগ না পাইলা॥ ২৪৭
তারে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য আইলা।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা॥ ২৪৮
শুনি ষাঠির মাতা বুকে শিরে ঘাত মারে।
'ষাঠি রাণ্ডি[ঘ] হউক' ইহা বোলে বারেবারে॥ ২৪৯
দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহে প্রবোধিয়া।
দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হইয়া॥ ২৫০
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখ বাস।
তুলসী-মঞ্জরী লঙ্গ এলাচি রসবাস॥ ২৫১
সর্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্য চন্দন।
দণ্ডবৎ হৈয়া বলে দৈন্য বচন॥ ২৫২
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে।
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে॥ ২৫৩
প্রভু কহে নিন্দা নহে সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল॥ ২৫৪
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে॥ ২৫৫
প্রভুপদে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল॥ ২৫৬

[খ]মধুকর অর্থাৎ ভ্রমর যেমন ফুলের মধ্যে যেটুকু মধু পায়, সেটুকুই গ্রহণ করে, তেমনি তুমিও এই অল্প অন্ন গ্রহণ করো।

[গ]অবধান—মনোযোগ।

[ঘ]রাণ্ডি—বিধবা।

ঘরে আসি ভট্টাচার্য ষাঠির মাতা সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে॥ ২৫৭
চৈতন্য গোঁসাঞির নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥ ২৫৮
কিবা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই[ক] নহে যোগ্য, দুই শরীর ব্রাহ্মণ॥ ২৫৯
পুন সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব॥ ২৬০
ষাঠিকে কহ—তারে ছাড়ুক সে হৈল পতিত।
পতিত হইলে ভর্তা ত্যজিতে উচিত॥ ২৬১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১১।২৮) শ্লোকঃ

সন্তুষ্টাঽলোলুপা দক্ষা ধর্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ॥ ৬

অন্বয়—**সন্তুষ্টা** (যথালাভে সন্তুষ্টা) ; **অলোলুপা** (লোভহীনা) ; **দক্ষা** (আলস্যহীনা) ; **ধর্মজ্ঞা** (ধর্মজ্ঞা) ; **প্রিয়সত্যবাক্** (প্রিয়বাদিনী ও সত্যবাদিনী) ; **অপ্রমত্তা** (সকল বিষয়ে অবহিতা) ; **শুচিঃ স্নিগ্ধা** (শুচি স্নিগ্ধা হইয়া) ; **অপতিতং পতিং ভজেৎ** (অপতিত-মহাপাতকশূন্য বা পুণ্যবান পতিকেই ভজনা করিবে)।

অনুবাদ—সাধ্বীনারী বিষয়ে শ্রীনারদ বলেছেন—যার অল্পতেই সন্তোষ, যার লোভ নেই, আলস্য নেই, যিনি ধর্মজ্ঞা, যিনি সত্যকথা বলেন, মধুর কথা বলেন, যিনি সকল বিষয়ে সতর্কা, স্থির-বুদ্ধিসম্পন্না এবং সর্বদা শুচি ও স্নিগ্ধা তিনি অপতিত (মহাপাতকশূন্য) বা পুণ্যবান পতিকেই ভজনা করবেন।

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাইয়া গেল।
প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা[খ] ব্যাধি হইল॥ ২৬২
'অমোঘ মরেন' শুনি কহে ভট্টাচার্য।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য॥ ২৬৩
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।
এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন॥ ২৬৪

[ক]দুই—আত্মহত্যা ও অমোঘের হত্যা।

[খ]বিসূচিকা—ওলাউঠা।

তথাহি—মহাভারতে বনপর্বণি ২৪১ অং ১৫ শ্লোকঃ

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্॥ ৭

অন্বয়—**হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ** (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক দ্বারা) ; **হি মহতা প্রযত্নেন** (অনেক যত্নে) ; **অস্মাভিঃ যৎ অনুষ্ঠেয়ং** (আমাদের দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে) ; **গন্ধর্বৈঃ তৎ অনুষ্ঠিতং** (গন্ধর্বগণ কর্তৃক তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে)।

অনুবাদ—ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক দ্বারা অনেক যত্নে (যুদ্ধাদি করে) আমাদের যা করতে হত, গন্ধর্বগণই তা করেছে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪।৪৬) শ্লোকঃ

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ৮

অন্বয়—**মহদতিক্রমঃ** (মহৎ লোকের অবমাননা) ; **পুংসঃ** (লোকের) ; **আয়ুঃ শ্রিয়ং যশঃ ধর্মং** (আয়ু শ্রী যশ ধর্ম) ; **লোকান্** (পুণ্যসাধ্য স্বর্গাদিলোক) ; **আশিষঃ** (নিজ বাঞ্ছিত বিষয়) ; **এব চ সর্বাণি শ্রেয়াংসি হন্তি** (এবং সমস্ত মঙ্গলকে বিনষ্ট করে)।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বললেন—মহৎ ব্যক্তির অবমাননা বা অমর্যাদা করে যে লোক তার আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম, স্বর্গাদিলোক, সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

গোপীনাথাচার্য গেলা প্রভুর দর্শনে।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য বিবরণে॥ ২৬৫
আচার্য কহে উপবাস কৈল দুই জনে।
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে॥ ২৬৬
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাত দিয়া॥ ২৬৭
সহজে নির্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণেরে বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥ ২৬৮

মাৎসর্য[ক] চণ্ডাল কেন ইঁহা বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥ ২৬৯
সার্বভৌম-সঙ্গে তোমার কল্মষ[খ] হৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥ ২৭০
উঠহ অমোঘ ! তুমি কহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান॥ ২৭১
শুনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা॥ ২৭২
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥ ২৭৩
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়॥ ২৭৪
এই ছারমুখে তোমার করিনু নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে॥ ২৭৫
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য নিষেধিল॥ ২৭৬
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র॥ ২৭৭
সার্বভৌম-গৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন্য রহু দূর॥ ২৭৮
অপরাধ নাহি, তব লহ 'কৃষ্ণনাম'।
এত বলি প্রভু আইলা সার্বভৌম-স্থান॥ ২৭৯
প্রভু দেখি সার্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে॥ ২৮০
প্রভু কহে—অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ।
কেনে উপবাস কর কেনে তারে রোষ॥ ২৮১
উঠ স্নান করি দেখ জগন্নাথ মুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ॥ ২৮২

[ক]মাৎসর্য—পরের গুণে দোষারোপ, অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব।

[খ]কল্মষ—পাপ।

তাবৎ রহিব আমি এথাই বসিয়া।
যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া॥ ২৮৩
প্রভুপাদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা॥ ২৮৪
প্রভু কহেন অমোঘ হয় তোমার বালক।
বালক দোষ না লয় পিতা যাহাতে পালক॥ ২৮৫
এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ[গ]॥ ২৮৬
ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে।
স্নান করি তাহা মুঞি আসিছোঁ এখনে॥ ২৮৭
প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাই রহিবা।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে বার্তা আমারে কহিবা॥ ২৮৮
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর-দর্শনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি করিল ভোজনে॥ ২৮৯
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে মত্ত 'কৃষ্ণনাম' লয় মহাশান্ত॥ ২৯০
ঐছে চিত্রলীলা[ঘ] করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন॥ ২৯১
ঐছে ভট্টগৃহে করে ভোজন বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ॥ ২৯২
সার্বভৌম গৃহে এই ভোজনচরিত।
সার্বভৌম প্রেমে যাঁহা হইল বিদিত॥ ২৯৩
ষাঠির মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্তসম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিল অপরাধ॥ ২৯৪
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য-চরণ॥ ২৯৫
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৯৬

[গ]প্রসাদ—অনুগ্রহ, কৃপা।

[ঘ]চিত্রলীলা—বিচিত্র লীলা।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গৌড়ারামং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ সমজীবয়ৎ॥ ১

অন্বয় —গৌরমেঘঃ (শ্রীগৌরচন্দ্ররূপ মেঘ) ; স্বালোকনামৃতৈঃ (নিজ দর্শনরূপ সুধাবারি দ্বারা) ; গৌড়ারামং সিঞ্চন্ (গৌড়দেশরূপ উদ্যানকে সিঞ্চিত করিয়া) ; ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ (সংসাররূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ জীবরূপা লতাকে) ; সমজীবয়ৎ (সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—মেঘ যেমন উদ্যানে জলবর্ষণ ক'রে দগ্ধ লতাকে বাঁচিয়ে তোলে, শ্রীগৌরচন্দ্রও তেমনি গৌড়দেশে নিজের দর্শনরূপ সুধাদ্বারা সংসাররূপ অগ্নিতে দগ্ধ জীবসকলকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন॥ ২
সার্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয় বচন॥ ৩
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে॥ ৪
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়[ক]।
গোঁসাঞি রাখিতে করিহ অনেক উপায়॥ ৫
এই ত কহিলা রাজা দুইজন স্থানে।
প্রভু বোলাইল রামানন্দ সার্বভৌমে॥ ৬
রামানন্দ সার্বভৌম দুই জন সনে।
যবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে॥ ৭
দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন।
কার্তিক আইলে তবে করিহ গমন॥ ৮
কার্তিক আইলে কহে এবে মহা শীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইহ এই ভাল রীত॥ ৯
'আজি কালি' করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়॥ ১০
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন॥ ১১
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সভার হৈল মন॥ ১২
সভে মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য চলিলা উল্লাসে॥ ১৩
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে॥ ১৪
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম চেষ্টা কে পারে বুঝিতে॥ ১৫
আচার্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রামাই।
বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই॥ ১৬
রাঘব পণ্ডিত নিজ ঝালি[খ] সাজাইয়া।
কুলীন-গ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা॥ ১৭
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব ভক্ত চলে তার কে করে গণন॥ ১৮
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান[গ]।
সভাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥ ১৯
সভার সর্ব কার্য করেন দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান॥ ২০
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী[ঘ]॥ ২১
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী[ঙ]।
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী॥ ২২
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্যদাস।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস॥ ২৩
আচার্য-রত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।

[ক]মোরে নাহি ভায়—আমার ভালো লাগে না।

[খ]ঝালি—পেটিকা, পেটরা।

[গ]ঘাটি সমাধান—সকলের দেয় পথকর মেটান।

[ঘ]অচ্যুত-জননী—সীতা ঠাকুরানী।

[ঙ]মালিনী—শ্রীবাসের গৃহিণী।

তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥ ২৪
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে[ক]।
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য নিল ঘর হৈতে॥ ২৫
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধানে।
ঘাটিয়াল[খ] প্রবোধি দেন সভারে বাসস্থানে॥ ২৬
ভক্ষ্য দিয়া করেন সভার সর্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে॥ ২৭
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ দর্শন।
আচার্য করিল তাঁহা কীর্তন নর্তন॥ ২৮
নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে।
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে॥ ২৯
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাঁহাই রহিলা।
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা॥ ৩০
ক্ষীর বাঁটি সভারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
প্রসাদ পাইয়া সভার বাঢ়িল আনন্দ॥ ৩১
মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন॥ ৩২
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল॥ ৩৩
সেই কথা সভার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া আচার্য-মনে বাঢ়িল আনন্দ॥ ৩৪
এইমত চলি চলি কটক আইলা।
সাক্ষীগোপাল দেখি সে দিন রহিলা॥ ৩৫
সাক্ষীগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিঞা বৈষ্ণব-মনে বাঢ়িল আনন্দ॥ ৩৬
প্রভুকে মিলিতে সভার উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শীঘ্র করি আইলা শ্রীনীলাচলে॥ ৩৭
আঠার নালাকে আইলা গোঁসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাথে দিয়া॥ ৩৮
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত অবধূত গোঁসাঞি বড় সুখ পাইল॥ ৩৯
তাঁহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন॥ ৪০
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগু-বাঢ়ি[গ] পাঠাইল শচীর নন্দন॥ ৪১
নরেন্দ্রে আসিয়া তাঁহা সভারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত-মালা সভারে পরাইলা॥ ৪২
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায়।
আপনি আসিয়া প্রভু মিলিলা সভায়॥ ৪৩
সভা লৈয়া কৈল জগন্নাথ দরশন।
সব লৈঞা আইলা পুন আপন ভবন॥ ৪৪
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সভারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল॥ ৪৫
পূর্ব বৎসরের যার যেই বাসাস্থান।
তাঁহা সভা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম॥ ৪৬
এই মত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস।
প্রভুর সহিতে করে কীর্তন বিলাস॥ ৪৭
পূর্ববৎ রথযাত্রা-কাল যবে আইল।
সভা লঞা গুণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল॥ ৪৮
কুলীন-গ্রামীর পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ববৎ রথ অগ্রে নর্তন করিল॥ ৪৯
বহু নৃত্য করি পুন চলিলা উদ্যানে।
বাপী তীরে[ঘ] তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে॥ ৫০
রাঢ়ী এক বিপ্র তেঁহো নিত্যানন্দ দাস।
মহাভাগ্যবান্ তেঁহো নাম কৃষ্ণদাস॥ ৫১
ঘট ভরি মহাপ্রভুর অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল॥ ৫২
বলগণ্ডি ভোগের[ঙ] বহু প্রসাদ আইল।
সভা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল॥ ৫৩
পূর্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখেন লঞা ভক্তগণ॥ ৫৪
আচার্য গোঁসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।

[ক]ভিক্ষা দিতে—ভোজন করাইতে।
[খ]ঘাটিয়াল—পথকর আদায়কারী।
[গ]আগু-বাঢ়ি—অগ্রসর করে।
[ঘ]বাপী তীরে—বড় পুকুরের তীরে।
[ঙ]বলগণ্ডি ভোগের — রথযাত্রায় বলগণ্ডি স্থানে রথ দাঁড়ালে সেখানে শ্রীজগন্নাথের যে ভোগ, তার।

তার মধ্যে হৈল যৈছে ঝড় বরিষণ॥ ৫৫
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ॥ ৫৬
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান বাৎসল্যে জননী॥ ৫৭
আচার্য-রত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ॥ ৫৮
চাতুর্মাস্য অন্তে পুন নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া॥ ৫৯
আচার্য গোঁসাঞিকে প্রভু কহে ঠারে ঠোরে।
আচার্য তর্জা[ক] পঢ়ে কেহো বুঝিতে না পারে॥ ৬০
তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য করেন নর্তন॥ ৬১
কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহো না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল॥ ৬২
নিত্যানন্দে কহে প্রভু—শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ[খ]॥ ৬৩
প্রতি বর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥ ৬৪
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম তোমা হৈতে হয়ে॥ ৬৫
নিত্যানন্দ কহে, আমি দেহ তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ॥ ৬৬
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম॥ ৬৭
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ॥ ৬৮
কুলীনগ্রামী পূর্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু ! আজ্ঞা কর আমার কর্তব্য সাধন॥ ৬৯
প্রভু কহে বৈষ্ণবসেবা, নামসংকীর্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ ৭০
তেঁহো কহে—কে বৈষ্ণব কি তাঁর লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন॥ ৭১
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥ ৭২
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥ ৭৩
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥ ৭৪
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥ ৭৫
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা॥ ৭৬
স্বরূপ সহিতে তাঁর হয় সখ্য প্রীতি।
দুই জনায় কৃষ্ণকথা একত্রই স্থিতি॥ ৭৭
গদাধর পণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়নি ষষ্ঠীর[গ] দিনে যাত্রা যে দেখিল॥ ৭৮
জগন্নাথ পরেন তথা মাড়ুয়া বসন[ঘ]।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন॥ ৭৯
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া।
দুই ভাই চড়ান তারে হাসিয়া হাসিয়া॥ ৮০
গাল ফুলিল, আচার্যের অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥ ৮১
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন॥ ৮২
তার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া আগে তাঁহা কহিব বিশেষ॥ ৮৩
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল॥ ৮৪
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে[ঙ] প্রভু না পারে চলিতে॥ ৮৫

[ক]তর্জা—হেঁয়ালি।
[খ]করহ প্রসাদ—প্রসন্ন হও, কৃপা কর।
[গ]ওড়নি ষষ্ঠী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী ; এই দিনে জগন্নাথকে নতুন শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।
[ঘ]মাড়ুয়া বসন—মাড়সহ নতুন বস্ত্র।
বিদ্যানিধি—শ্রীগদাধর গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।
[ঙ]হঠে—জোর করে।

পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা॥ ৮৬
তবে প্রভু সার্বভৌম রামানন্দ স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥ ৮৭
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন॥ ৮৮
অবশ্য চলিব, দোঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্যগতি॥ ৮৯
গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়[ক]।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥ ৯০
গৌড়দেশ দিয়া যাব তাঁ' সভা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥ ৯১
শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয়।
প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥ ৯২
দোঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা॥ ৯৩
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া দশমী দিনে[খ] করিলা পয়ান॥ ৯৪
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাঞাছিলা।
কড়ার চন্দন ডোর[গ] সব অঙ্গে লৈলা॥ ৯৫
জগন্নাথ আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া ভক্তগণ পাছে চলিয়া আইলা॥ ৯৬
উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজভক্তগণ সঙ্গে ভবানীপুর[ঘ] আইলা॥ ৯৭
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিলা পাঠাইয়া॥ ৯৮
প্রসাদ ভোজন করি তাঁহাই রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বরে আইলা॥ ৯৯

[ক]সমাশ্রয়—মুখ্য আশ্রয়।

[খ]বিজয়া দশমী দিনে—১৪৩৬ শকাব্দের বিজয়াদশমী দিনে।

[গ]কড়ার চন্দন ডোর—জগন্নাথের অঙ্গের শুষ্ক প্রসাদী চন্দন এবং পট্টডোরী।

[ঘ]ভবানীপুর—পুরীর নিকটবর্তী স্থানবিশেষ।

কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ ১০০
রামানন্দ রায় সব-গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল॥ ১০১
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিলা বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র ঠাঞি রায় করিল পয়ান॥ ১০২
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা॥ ১০৩
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয়ে বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল॥ ১০৪
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন॥ ১০৫
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান॥ ১০৬
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল॥ ১০৭
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌরধাম।
'প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা'[ঙ] যাতে হৈল নাম॥ ১০৮
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥ ১০৯
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লেখাইল।
নিজরাজ্যে যত বিষয়ী[চ] তাহারে পাঠাইল॥ ১১০
নিজ নিজ গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নব্য গৃহে সামগ্রী ভরিবা॥ ১১১
আপনি প্রভুকে লঞা তাহাঁ উত্তরিবা।
রাত্রি দিবা বেত্র হস্তে সেবায় রহিবা॥ ১১২
দুই মহাপাত্র—হরিচন্দন মর্দরাজ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা কর সর্ব কাজ॥ ১১৩
এক নব্য নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
মহাপ্রভু স্নান করি যাবেন নদী-পারে॥ ১১৪
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ[ছ] করি।

[ঙ]প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা—প্রতাপরুদ্রের রক্ষাকর্তা।

[চ]বিষয়ী—রাজকর্মচারী।

[ছ]মহাতীর্থ—বৃহৎ ঘাট।

নিত্য স্নান করিব তাহাঁ, তাঁহা যেন মরি॥ ১১৫
চতুর্দ্বারে[ক] করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ ! যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ॥ ১১৬
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বু-গৃহে স্ত্রীগণ চঢ়াইল॥ ১১৭
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যায় চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা॥ ১১৮
চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম॥ ১১৯
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়॥ ১২০
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে॥ ১২১
নৌকাতে চঢ়িয়া প্রভু নদী হৈল পার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইল চতুর্দ্বার॥ ১২২
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥ ১২৩
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে॥ ১২৪
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥ ১২৫
রামানন্দ, মর্দরাজ, শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিনজন॥ ১২৬
প্রভুসঙ্গে পুরী গোঁসাঞি স্বরূপ দামোদর।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর॥ ১২৭
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য আর পণ্ডিত দামোদর॥ ১২৮
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল সভার কে করে গণন॥ ১২৯
গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা।
'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস[খ] না ছাড়ি' প্রভু নিষেধিলা॥ ১৩০
পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥ ১৩১
প্রভু কহে ইহঁা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপাদ দর্শন॥ ১৩২
প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ।
ইঁহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥ ১৩৩
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর॥ ১৩৪
আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞা-সেবা[গ] ত্যাগ-দোষ তার আমি ভাগী॥ ১৩৫
এত বলি পণ্ডিত গোঁসাঞি পৃথক চলিলা।
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা॥ ১৩৬
পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা-শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়॥ ১৩৭
তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ।
তাঁহার হাথে ধরি কহে করি প্রণয়রোষ॥ ১৩৮
'প্রতিজ্ঞা-সেবা ছাড়িবে' এই তোমার উদ্দেশ।
সেই সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলে দূরদেশ॥ ১৩৯
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজসুখ।
তোমার দুই ধর্ম যায় আমার হয় দুখ॥ ১৪০
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বোল॥ ১৪১
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চঢ়িলা।
মূর্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথায় পড়িলা॥ ১৪২
পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা॥ ১৪৩
তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্ত-কৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা॥ ১৪৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।৩৭)

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যগাচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥ ২

[ক]চতুর্দ্বার—চৌদার নামক স্থান।

[খ]ক্ষেত্র-সন্ন্যাস—শ্রীক্ষেত্রে বাসের সংকল্প।

[গ]প্রতিজ্ঞাসেবা — শ্রীক্ষেত্রে বাস এবং গোপীনাথের সেবা।

অন্বয়—রথস্থঃ (রথস্থিত শ্রীকৃষ্ণ) ; স্বনিগমং (নিজ প্রতিজ্ঞা) ; অপহায় (পরিত্যাগ করিয়া) ; মৎপ্রতিজ্ঞাং (আমার প্রতিজ্ঞাকে) ; ঋতং অধিকর্তুং (সত্য প্রতিপন্ন করিতে) ; অবপ্লুতঃ (সহসা অবতরণ পূর্বক) ; ধৃতরথচরণঃ (রথচক্র ধারণপূর্বক) ; ইভং হন্তুং হরিঃ ইব (হস্তিকে বধ করিবার জন্য সিংহ যেমন ধাবিত হয়, তদ্রূপ) ; অভ্যগাৎ (আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন) ; [তদা] (তৎকালে) ; চলদ্গুঃ (পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল) ; গতোত্তরীয়ঃ (এবং তাঁহার অঙ্গ হইতে উত্তরীয় বস্ত্র স্খলিত হইয়াছিল) ; [মুকুন্দঃ মে গতিঃ ভবতু] (সেই মুকুন্দ আমার গতি হউক)।

অনুবাদ—যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বললেন—যিনি নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করে আমার প্রতিজ্ঞা সত্য করবার জন্য, সহসা অর্জুনের রথ থেকে নেমে সুদর্শনের মতো রথচক্র ধারণ করে, হাতিকে বধ করার জন্য সিংহ যেমন ধাবিত হয়, তেমনি আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন ; তখন তাঁর পদভরে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল এবং তাঁর অঙ্গ থেকে উত্তরীয় বসন উড়ে গিয়েছিল, সেই মুকুন্দ আমার গতি হোন।

এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যতন করিয়া॥ ১৪৫
এই মত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা।
দুই জনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা॥ ১৪৬
প্রভু লাগি ধর্মকর্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন॥ ১৪৭
প্রেমের বিবর্ত[ক] ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ॥ ১৪৮
দুই রাজ-পাত্র[খ] যেই প্রভুসঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তাঁরে দিলেন বিদায়॥ ১৪৯
প্রভু বিদায় দিল রায় যান তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রিদিনে॥ ১৫০
প্রতি গ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্যগৃহে নানাদ্রব্যে করয়ে সেবন॥ ১৫১
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা॥ ১৫২
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন॥ ১৫৩
রায়ের বিদায় কথা না যায় কথন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥ ১৫৪
তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥ ১৫৫
দিন দুই চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ॥ ১৫৬
মদ্যপ যবন-রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥ ১৫৭
পিছলদা পর্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥ ১৫৮
দিন কথো রহ সন্ধি[গ] করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥ ১৫৯
সেই কালে সেই যবনের এক চর।
উড়িয়া-কটক আইল করি বেশান্তর[ঘ]॥ ১৬০
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দুচর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া॥ ১৬১
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধপুরুষ হয় তাঁর সহিতে॥ ১৬২
নিরন্তর করে সভে কৃষ্ণ সংকীর্তন।
সভে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন॥ ১৬৩
লক্ষ লক্ষ লোক আসে তাঁহা দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে॥ ১৬৪
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়॥ ১৬৫
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি।
তাঁহার স্বভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি॥ ১৬৬
এত কহি সেই চর 'হরি কৃষ্ণ' গায়।

[ক]প্রেমের বিবর্ত— প্রেমের বিশেষ অবস্থা বা লক্ষণ।
[খ]দুই রাজ-পাত্র—হরিচন্দন ও মর্দরাজ।
[গ]সন্ধি—শত্রুতাত্যাগপূর্বক মিলন।
[ঘ]বেশান্তর—অন্যবেশ ; গুপ্তবেশ।

হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায়॥ ১৬৭
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস[ক] প্রভু-স্থানে পাঠাইল॥ ১৬৮
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি প্রেমে বিহ্বল হইল॥ ১৬৯
ধৈর্য ধরি উড়িয়াকে কহে নমস্করি।
তোমা স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ-অধিকারী॥ ১৭০
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া।
যবন-অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া॥ ১৭১
বহুত উৎকণ্ঠা তার, করিয়াছে বিনয়।
তোমা সনে সেই সন্ধি নাহি যুদ্ধভয়॥ ১৭২
শুনি মহাপাত্র[খ] কহে হইয়া বিস্ময়।
মদ্যপ যবনের চিত্তে ঐছে কে করয়॥ ১৭৩
আপনি মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শনে শ্রবণে যাঁর জগৎ তারিল॥ ১৭৪
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
ভাগ্য তাঁর আসি করুক প্রভুর দর্শন॥ ১৭৫
প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া॥ ১৭৬
বিশ্বাস যাইয়া তাঁরে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল॥ ১৭৭
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া॥ ১৭৮
মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম॥ ১৭৯
'অধম যবন কুলে কেনে জন্ম হৈল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না সৃজিল॥ ১৮০
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ॥' ১৮১
এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া॥ ১৮২
চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম শ্রবণে।

[ক]বিশ্বাস—বিশ্বস্ত কর্মচারী।
[খ]মহাপাত্র—রাজ-অধিকারী।

হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥ ১৮৩
ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন-প্রভাব এই মত হয়॥ ১৮৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৬)

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ৩

অন্বয়—ক্বচিৎ অপি (কোনো সময়েও); যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাৎ (যাঁহার নাম শ্রবণ-কীর্তনবশত); যৎ প্রহ্বণাৎ (যাঁহার নমস্কারবশত); যৎস্মরণাৎ (যাঁহার স্মরণবশত); শ্বাদঃ অপি (কুকুর মাংসভোজীও); সদ্যঃ সবনায় কল্পতে (তৎক্ষণাৎই সোমযাগের যোগ্য হয়); নু ভগবন্ (হে ভগবন্); তে দর্শনাৎ কুতঃ পুনঃ (তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবে, তাহাতে আবার বক্তব্য কী?)

অনুবাদ—দেবহূতি কপিলকে বললেন—'হে ভগবন্! কখনো তোমার নাম শ্রবণ বা কীর্তন করলে কিংবা তোমাকে নমস্কার করলে, কী স্মরণ করলে কুকুরমাংসভোজীও তৎক্ষণাৎ সোমযাগের যোগ্য হয়; সুতরাং তোমার দর্শনে যে লোক পবিত্র হবে, তাতে আবার বক্তব্য কী আছে।

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে—'তুমি কহ কৃষ্ণ হরি'॥ ১৮৫
সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার॥ ১৮৬
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-হিংসা করেছি অপার।
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার॥ ১৮৭
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়॥ ১৮৮
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা—এই বড় উপকার॥ ১৮৯
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সভার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হৈয়া॥ ১৯০
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি।

অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি॥ ১৯১
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া॥ ১৯২
মহাপাত্র চলি আইল মহাপ্রভু-সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ-বন্দনে॥ ১৯৩
এক নবীন নৌকা তার মধ্যে একঘর।
স্বগণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর॥ ১৯৪
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায়॥ ১৯৫
জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল॥ ১৯৬
মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদে পার করাইল।
পিছলদা পর্যন্ত সেই যবন আইল॥ ১৯৭
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সেকালে তার প্রেমচেষ্টা না পারি বর্ণিতে॥ ১৯৮
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য॥ ১৯৯
সে নৌকায় চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপা-শাটী[ক]॥ ২০০
'প্রভু আইলা' বলি লোকের হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল॥ ২০১
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যেতে লোকভিড় কষ্টেসৃষ্টে আইলা॥ ২০২
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস[খ]॥ ২০৩
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥ ২০৪
বাচস্পতি-গৃহে[গ] প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥ ২০৫
মাধবদাস গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ-কোটি-লোক তথা পাইল দর্শন॥ ২০৬
সাতদিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধী গণে প্রকারে তারিলা॥ ২০৭
শান্তিপুরাচার্য-গৃহে যৈছে আইলা।
শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা॥ ২০৮
তথা হৈতে প্রভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা।
তবে রামকেলি গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা॥ ২০৯
তাঁহা যৈছে রূপ-সনাতনেরে মিলিলা।
নৃসিংহানন্দ যৈছে পথ সাজাইলা॥ ২১০
সূত্রমধ্যে আমি তাহা করিল বর্ণন।
নাটশালা হৈতে যৈছে ফিরি আগমন॥ ২১১
নাটশালা হৈতে প্রভু পুন ফিরি আইলা।
লোকভিড় ভয়ে বৃন্দাবন নাহি গেলা॥ ২১২
শান্তিপুরে পুন কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥ ২১৩
অতএব ইঁহা তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥ ২১৪
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা॥ ২১৫
হিরণ্য গোবর্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥ ২১৬
মহৈশ্বর্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য[ঘ]।
সদাচার সৎকুলীন ধার্মিক অগ্রগণ্য॥ ২১৭
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়[ঙ]।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥ ২১৮
নীলাম্বর চক্রবর্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্তী করে দোঁহায় ভ্রাতৃব্যবহার॥ ২১৯
মিশ্র পুরন্দরের পূর্বে করিয়াছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানেন দুই জনে॥ ২২০
সেই গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস॥ ২২১
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।

[ক]কৃপা-শাটী—কৃপারূপ শাড়ি।

[খ]শ্রীনিবাস—কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে।

[গ]বাচস্পতি গৃহে—সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভাই বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে।

[ঘ]বদান্য ব্রহ্মণ্য—দানশীল ও ব্রাহ্মণের প্রতিপালক।

[ঙ]উপজীব্যপ্রায়—আশ্রয়তুল্য।

তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥ ২২২
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈঞা।
প্রভু পাদ-স্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥ ২২৩
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য সেবন।
অতএব আচার্য[ক] তাঁরে হইলা প্রসন্ন॥ ২২৪
আচার্য-প্রসাদে পাইলা প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত॥ ২২৫
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তেঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল॥ ২২৬
বার বার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥ ২২৭
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি দিনে।
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে॥ ২২৮
এই একাদশ জন রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥ ২২৯
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা॥ ২৩০
আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥ ২৩১
শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইলা তাঁরে 'শীঘ্র আসিহ' কহিয়া॥ ২৩২
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভুসঙ্গে রহে।
রাত্রি দিবসে এই মনঃকথা কহে॥ ২৩৩
রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব॥ ২৩৪
সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তাঁর মন।
শিক্ষারূপে কহে তাঁরে আশ্বাস বচন॥ ২৩৫
স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥ ২৩৬
মর্কট-বৈরাগ্য[খ] না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥ ২৩৭
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥ ২৩৮
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসি কোন ছলে॥ ২৩৯
সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে॥ ২৪০
এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি তেঁহো প্রভুর শিক্ষা আচরিল॥ ২৪১
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য করে অনাসক্ত হঞা॥ ২৪২
দেখি তাঁর পিতা মাতা বড় সুখ পাইল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল॥ ২৪৩
ইহাঁ প্রভু একত্র করি সর্ব ভক্তগণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তজন॥ ২৪৪
সভা আলিঙ্গন করি কহেন গোঁসাঞি।
সভে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই॥ ২৪৫
সভার সহিত ইহাঁ হইল মিলন।
এ বর্ষে নীলাদ্রি কেহ না কর গমন॥ ২৪৬
ইহা হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব।
সভে আজ্ঞা দেহ তবে নির্বিঘ্নে আসিব॥ ২৪৭
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা মাগি লৈল॥ ২৪৮
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া॥ ২৪৯
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচলে আইল শচীর নন্দন॥ ২৫০
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল।
'মহাপ্রভু আইলা' গ্রামে কোলাহল হৈল॥ ২৫১
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিল।
প্রেম আলিঙ্গন প্রভু সভারে করিল॥ ২৫২
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্বভৌম।
বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ॥ ২৫৩
গদাধর পণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা।
সভার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা॥ ২৫৪

[ক]আচার্য—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য।

[খ]মর্কট বৈরাগ্য—মর্কট অর্থ বানর; বানরের মতো অন্তরে ভোগবাসনা, বাইরে লোক দেখানো বৈরাগ্য।

বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া॥ ২৫৫
এত মনে করি কৈল গৌড়েতে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ॥ ২৫৬
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সঙ্ঘট্টে পথে না পারি চলিতে॥ ২৫৭
যথা রহি, তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ॥ ২৫৮
কষ্টসৃষ্ট করি গেলাম রামকেলি গ্রাম।
আমার ঠাঁই আইলা রূপ-সনাতন নাম॥ ২৫৯
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥ ২৬০
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন॥ ২৬১
তাঁর দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দোঁহারে॥ ২৬২
উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমারে উদ্ধারে॥ ২৬৩
এত কহি আমি যবে বিদায় দোঁহে দিল।
গমন-কালে সনাতন প্রহেলী[ক] কহিল॥ ২৬৪
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥ ২৬৫
তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাঙ কানাইর নাটশালা গ্রাম॥ ২৬৬
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল॥ ২৬৭
ভালত কহিল, মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে 'এই এক ঢঙ্গে'॥ ২৬৮
দুর্লভ দুর্গম সেই নির্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন॥ ২৬৯
মাধবেন্দ্র-পুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
দুগ্ধদানছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দিল তাঁরে॥ ২৭০
বাদিয়ার বাজি[খ] পাতি চলিলাম তথারে।

[ক]প্রহেলী—হেঁয়ালি।

বহুসঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে॥ ২৭১
বৃন্দাবন যাব কাঁহা একাকী হইয়া।
সৈন্যসঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া॥ ২৭২
'ধিক্ ধিক্ আপনাকে' বলি হলাঙ অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া[গ] পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর॥ ২৭৩
ভক্তগণে রাখি আইনু নিজ নিজ স্থানে।
আমা সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ ছয় জনে॥ ২৭৪
নির্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবনে।
সভে মিলি যুক্তি দেহ হৈয়া পরসন্নে[ঘ]॥ ২৭৫
গদাধরে ছাড়ি গেনু ইহোঁ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥ ২৭৬
তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভুপদে ধরি কহে বিনয় করিয়া॥ ২৭৭
তুমি যাঁহা যাঁহা রহ তাঁহা বৃন্দাবন।
তাঁহা যমুনা গঙ্গা তাঁহা সর্ব তীর্থগণ॥ ২৭৮
তভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিখাইতে[ঙ]।
সেইত করিবে তোমার যেই লয় চিতে॥ ২৭৯
এই আগে আইলা প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস॥ ২৮০
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল রহ, কে করে বারণ॥ ২৮১
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
সভাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে॥ ২৮২
সভার ইচ্ছায় প্রভু চারিমাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা॥ ২৮৩
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ॥ ২৮৪

[খ]বাদিয়ার বাজি—বাজীকর যেমন হৈ চৈ করে নিজের আগমন প্রচার করে তেমনি।

[গ]নিবৃত্ত হইয়া—ফিরিয়া আসিয়া।

[ঘ]পরসন্নে—প্রসন্ন বা খুশি হয়ে।

[ঙ]লোক-শিখাইতে—তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা সবাইকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রভু নিজে আচরণ করেছেন।

ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন॥ ২৮৫
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার॥ ২৮৬

সহস্র বদনে কহে আপনি অনন্ত।
তবু এক দিনের লীলার নাহি পায় অন্ত॥ ২৮৭
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৮৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গৌড়গমনবিলাসো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো
ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্মৃত্যান্
বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ॥ ১

অন্বয়—গৌরঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) ; বৃন্দাবনং গচ্ছন্ (বৃন্দাবনে গমন করিতে করিতে) ; বনে ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ (বনমধ্যে ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ ও পক্ষী প্রভৃতিকে) ; প্রেমোন্মত্তান্ (প্রেমোন্মত্ত) ; সহোন্মৃত্যান্ (একসঙ্গে একই সময়ে নৃত্যপরায়ণ) ; কৃষ্ণজল্পিনঃ বিদধে (এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইয়াছিলেন)।

অনুবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন যাওয়ার পথে বনমধ্যে বাঘ, হাতি, হরিণ, পাখি—এদের সবাইকে প্রেমে উন্মত্ত করে একসঙ্গে একই সময়ে নৃত্য করিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়েছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
শরৎকাল[ক] হইল প্রভু চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ-স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি॥ ২
মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন॥ ৩
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া-যাব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥ ৪
কেহ যদি সঙ্গে মেলে পাছে উঠি ধায়।
সভাকে রাখিবে, যেন কেহ নাহি যায়॥ ৫
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা না মানিবা দুঃখ।
তোমা সভার সুখে পথে হবে মোর সুখ॥ ৬
দুই জন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা সেই করিবা নহ পরতন্ত্র॥ ৭
কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদন।
'তোমার সুখে আমার সুখ' কহিলে এখন॥ ৮
আমা সভার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর মহাশয়॥ ৯

[ক]শরৎকাল—১৪৩৭ শকাব্দের শরৎকাল।

উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি॥[খ] ১০
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন[গ] ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলু বিপ্র একজন॥ ১১
প্রভু কহে নিজ সঙ্গে কাহো না লইব।
একজনে নিলে আনের মনে দুঃখ হব॥ ১২
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ[ঘ] যার মন।
ঐছে যবে পাই তবে লই একজন॥ ১৩
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু-আর্য॥ ১৪
প্রথমে তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব তীর্থ করিতে॥ ১৫
ইহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাকৃত্য॥ ১৬
ইঁহা সঙ্গে লহ যদি হয় সভার সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নহিবে কোন দুঃখ॥ ১৭
এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বু-ভাজন[ঙ]।
ভট্টাচার্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন॥ ১৮
তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্যে সঙ্গে করি নিল॥ ১৯
পূর্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া। ২০
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া॥ ২১

[খ]গৃহস্থের বাড়ি থেকে তণ্ডুলাদি ভিক্ষা করে এনে পাক করে প্রভুকে খাওয়ানোর জন্য এবং জলপাত্রাদি বওয়ার জন্য একজন সৎ স্বভাবের ব্রাহ্মণ পাঠানোর অনুরোধ করা হল।

[গ]ভোজ্যান্ন—যার হাতে পাক করা রান্নাদি ভোজন করা যায়।

[ঘ]স্নিগ্ধ—স্নেহযুক্ত ; কোমল।

[ঙ]বস্ত্রাম্বু-ভাজন—বস্ত্র ও জলপাত্র।

স্বরূপ গোঁসাঞি সভায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হই রহে সভে জানি প্রভুর মন॥ ২২
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥ ২৩
নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥ ২৪
পালে পালে ব্যাঘ্রহস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥ ২৫
দেখিয়া ভট্টাচার্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়॥ ২৬
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥ ২৭
প্রভু কহে 'কহ কৃষ্ণ' ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥ ২৮
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান।
মত্ত হস্তি-যূথ আইল করিতে জলপান॥ ২৯
প্রভু জল-কৃত্য[ক] করে, আগে হস্তী আইলা।
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা॥ ৩০
সেই জল বিন্দু-কণা লাগে যার গায়।
সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে প্রেমে নাচে গায়॥ ৩১
কেহ ভূমি পড়ে কেহ করয়ে চিৎকার।
দেখি ভট্টাচার্যের মনে হয় চমৎকার॥ ৩২
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ॥ ৩৩
ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভুসঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥ ৩৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১১)

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ২

[ক]জলকৃত্য—স্নানাদি।
মাইলা—মারিলেন বা ছিটাইলেন।

অন্বয়—মূঢ়মতয়ঃ অপি (বিবেকশূন্য মতিও); এতাঃ হরিণ্যঃ (এইসকল হরিণীগণ); ধন্যাঃ (কৃতার্থা); স্ম যাঃ (অহো যাহারা); বেণুরণিতং আকর্ণ্য (বেণুনাদ শুনিয়া); সহকৃষ্ণসারাঃ (কৃষ্ণসারগণের সহিত); উপাত্তবিচিত্রবেশং (বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাদি দ্বারা বিচিত্র বেশধারী); নন্দনন্দনং (নন্দনন্দনের প্রতি); প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা); বিরচিতাং পূজাং দধুঃ (বিরচিতা পূজা করিতেছে)।

অনুবাদ—(বেণুগীত শুনে গোপীদের বাক্য)—এই হরিণীগণ বিবেকশূন্যমতি হলেও ধন্য; কারণ, এরা বেণুশব্দ শুনে নিজ নিজ পতি কৃষ্ণসারগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা—বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাদিদ্বারা রচিত বিচিত্র বেশধারী নন্দনন্দনের পূজা করছে; অহো! আমাদের এমন ভাগ্য হল না!

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইলা পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ॥ ৩৫
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন গুণবর্ণন শ্লোক পড়িল॥ ৩৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।৬০)

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকম্॥ ৩

অন্বয়—অজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকম্ (অজিত শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থল বলিয়া যে স্থান হইতে ক্রোধ-লোভাদি পলায়ন করিয়াছে); যত্র (যে বৃন্দাবনে); নৈসর্গদুর্বৈরাঃ (স্বভাবতই শত্রুভাবাপন্ন); নৃমৃগাদয়ঃ (মনুষ্য ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুগণ); মিত্রাণি ইব (মিত্রের ন্যায়); সহ আসন্ (একই সঙ্গে বাস করিয়াছিল)।

অনুবাদ—অজিত শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান বলে যে স্থান থেকে ক্রোধ-লোভাদি পলায়ন করেছে, সেই বৃন্দাবনে স্বভাবতই শত্রুভাবাপন্ন মানুষ ও সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশুগণ বন্ধুর মতো একইসঙ্গে বাস করেছিল।

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ' করি প্রভু যবে বৈল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল॥ ৩৭

নাচে কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য দেখে অপূর্ব রঙ্গে॥ ৩৮
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন॥ ৩৯
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা সভাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা॥ ৪০
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে 'কৃষ্ণ' বোলে নাচে মত্ত হঞা॥ ৪১
'হরিবোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥ ৪২
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥ ৪৩
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেম ভক্তি॥ ৪৪
কেহো যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন[ক]॥ ৪৫
সভে 'কৃষ্ণ হরি' বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্বদেশে॥ ৪৬
যদ্যপি প্রভু লোক-সঙ্ঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে॥ ৪৭
তথাপি তাঁর দর্শন শ্রবণ প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে॥ ৪৮
গৌড় বঙ্গ উৎকলাদি দক্ষিণ দেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈলা আপনে ভ্রমিয়া॥ ৪৯
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্ল[খ] প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥ ৫০
নাম প্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝে শক্তি কার॥ ৫১
বন দেখি হয় ভ্রম এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্ধন॥ ৫২

[ক]আন—অন্যজন।

[খ]ভিল্ল—ভীল ; অসভ্য পার্বত্যজাতিবিশেষ।

যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী[গ]।
তাঁহা প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি॥ ৫৩
পথে যাইতে ভট্টাচার্য শাক-মূল-ফল।
যাঁহা যেই পায়েন তাঁহা লয়েন সকল॥ ৫৪
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করেন নিমন্ত্রণ॥ ৫৫
কেহো অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য স্থানে।
কেহো দুগ্ধ দধি, কেহো ঘৃত খণ্ড আনে॥ ৫৬
যাঁহা বিপ্র নাহি তাঁহা শূদ্র মহাজন[ঘ]।
আসি সভে ভট্টাচার্যে করে নিমন্ত্রণ॥ ৫৭
ভট্টাচার্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥ ৫৮
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি[ঙ]।
যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি॥ ৫৯
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য করেন পাক।
ফল-মূলে ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক॥ ৬০
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে।
মহাসুখ পান যে দিন রহেন নির্জনে॥ ৬১
ভট্টাচার্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্বাস॥ ৬২
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিন বার।
দুই সন্ধ্যা অগ্নি তাপে কাষ্ঠ অপার॥ ৬৩
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন॥ ৬৪
শুন ভট্টাচার্য ! আমি গেলাম বহুদেশ।
বনপথের সুখের কাঁহা নাহি পাই লেশ॥ ৬৫
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বড় সুখ দিল॥ ৬৬
পূর্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার।

[গ]কালিন্দী—যমুনা।

[ঘ]শূদ্র মহাজন—কৃষ্ণভক্ত শূদ্র হলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণতুল্য, তাই তাঁর অন্নগ্রহণে দোষ হয় না।

[ঙ]সংহতি—সঞ্চিত করিয়া।

মাতা-গঙ্গা-ভক্তগণ দেখিব একবার॥ ৬৭
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন॥ ৬৮
এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।
মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি সুখী হৈল মন॥ ৬৯
ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষকোটী লোক তাঁহা হৈল আমা সঙ্গে॥ ৭০
সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাঁহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা॥ ৭১
কৃপার সমুদ্র দীনহীনে দয়াময়।
কৃষ্ণ-কৃপা বিনে কোন সুখ নাহি হয়॥ ৭২
ভট্টাচার্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥ ৭৩
তেঁহো কহেন তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয়॥ ৭৪
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাথে ভিক্ষা যে করিলা॥ ৭৫
অধম কাকেরে কৈলা গরুড় সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান॥ ৭৬

তথাহি—ভাবার্থদীপিকায়াং ষষ্ঠ শ্লোকে
শ্রীধরস্বামিবাক্যম্

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়েতে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥ ৪

অন্বয়—যৎকৃপা (যাঁহার কৃপা) ; মূকং (বাক্‌শক্তিহীন বোবাকে) ; বাচালং করোতি (বাক্‌পটু করে) ; পঙ্গুং গিরিং লঙ্ঘয়তে (পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়) ; তৎ পরামনন্দং (সেই পরমানন্দস্বরূপ) ; মাধবং অহং বন্দে (মাধবকে আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ—যাঁর কৃপা বোবাকে বাক্‌পটু করে, পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে আমি বন্দনা করি।

এই মত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন॥ ৭৭
এই মত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্ন স্নান কৈলা মণিকর্ণিকায়[ক] আসি॥ ৭৮
সেই কালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি তাঁর কিছু হৈল বিস্ময় জ্ঞান॥ ৭৯
পূর্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিল, হৈল হৃদয়ে উল্লাস॥ ৮০
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন॥ ৮১
প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব চরণে॥ ৮২
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া॥ ৮৩
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান॥ ৮৪
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্যে পাক করাইল॥ ৮৫
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন॥ ৮৬
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইল।
'প্রভু আইলা' শুনি চন্দ্রশেখর আইল॥ ৮৭
মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব দাস।
বৈদ্যজাতি লিখন-বৃত্তি বারাণসী-বাস॥ ৮৮
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন॥ ৮৯
চন্দ্রশেখর কহে—প্রভু! বড় কৃপা কৈলা।
আপনি আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা॥ ৯০
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে।
'মায়া ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কানে॥ ৯১
ষড়্‌দর্শন[খ] ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা॥ ৯২
নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার চরণ।

[ক]মণিকর্ণিকায়—কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে।

[খ]ষড়্‌দর্শন — ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত।

সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন॥ ৯৩
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিন কথো রহি তার[গ] ভৃত্য দুই জন॥[ঘ] ৯৪
মিশ্র কহে—প্রভু! যাবৎ কাশীতে রহিবা।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা॥ ৯৫
এই মত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে॥ ৯৬
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে॥ ৯৭
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণে॥ ৯৮
এই মত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ॥ ৯৯
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পঢ়ান বহু শিষ্যগণ লৈয়া॥ ১০০
এক বিপ্র দেখি আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার॥ ১০১
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে॥ ১০২
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন॥ ১০৩
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব-সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত কথন॥ ১০৪
তাঁরে দেখি জ্ঞান হয় — এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণ সংকীর্তন॥ ১০৫
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥ ১০৬
নিরন্তর 'কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায়॥ ১০৭
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জন॥ ১০৮

[গ]তার'—ত্রাণ কর ; উদ্ধার কর।

[ঘ]দুই জন—চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রকে।

জগৎমঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপাম[ঙ]॥ ১০৯
দেখিয়া সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুন কে করে প্রতীতি॥ ১১০
শুনিঞা প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা॥ ১১১
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক[চ]।
কেশবভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥[ছ] ১১২
'চৈতন্য' নাম তাঁর ভাবকগণ লৈয়া।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥ ১১৩
যেই তাঁরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন-বিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥ ১১৪
সার্বভৌম ভট্টাচার্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি—চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥ ১১৫
সন্ন্যাসী নামমাত্র—মহা ইন্দ্রজালী[জ]।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী॥[ঝ] ১১৬
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুইলোক নাশ॥ ১১৭
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি তথা হৈতে উঠি গেল॥ ১১৮
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হৈয়াছে তার মন।
প্রভু আগে দুঃখী হৈয়া কহে বিবরণ॥ ১১৯
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা॥ ১২০
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লৈল।
সেহো তোমার নাম জানে আপনি কহিল॥ ১২১

[ঙ]অনুপাম—অতুলনীয়।

[চ]ভাবক—ভাবপ্রবণ ; যাঁরা সহজেই সামান্য কারণেই বিচলিত হয়ে পড়েন।

[ছ]লোক-প্রতারক—লোককে প্রতারিত করে যে।

[জ]মহা ইন্দ্রজালী—মায়াবী ; ভেল্কিওয়ালা।

[ঝ]ভাবকালী—ভাবুক স্বভাব ; কাশীপুর অর্থাৎ বারাণসীতে তার বুজরুকি চলবে না।

তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য চৈতন্য' করি কহে তিনবার॥ ১২২
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে॥ ১২৩
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি মুখ মোর বোলে 'কৃষ্ণ হরি'॥ ১২৪
প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥ ১২৫
অতএব তাঁর মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ— দুইত সমান॥ ১২৬
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দস্বরূপ॥[ক] ১২৭
দেহ দেহী নাম নামীর[খ] কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম —নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ॥ ১২৮

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ২৬৯

অঙ্কধৃতবিষ্ণুধর্মোত্তরবচনম্

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১০৮)

পদ্মপুরাণবচনম্

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ ৫

অন্বয়—নামনামিনোঃ (নাম ও নামীর) ; **অভিন্নত্বাৎ** (অভিন্নতাবশত) ; **নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ** (নাম চিন্তামণিতুল্য শ্রীকৃষ্ণ) ; **স এব কৃষ্ণ** (সেই কৃষ্ণ) ; **চৈতন্যরসবিগ্রহ** (চৈতন্যরসমূর্তি) ; **পূর্ণঃ শুদ্ধ নিত্যমুক্তঃ** (পূর্ণ, মায়াগন্ধশূন্য, নিত্যমুক্ত)।

অনুবাদ—নাম ও নামীর ভেদ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণেরই মতো চৈতন্যরসবিগ্রহ ; দুইই চিন্তামণির মতো—সকল অভীষ্ট পূরণকারী দুইই সর্বশক্তিপূর্ণ, মায়াগন্ধশূন্য, নিত্যমুক্ত।

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ-বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ[গ]॥ ১২৯
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥ ১৩০

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে

সাধনভক্তিলহর্যাং ১০৯ শ্লোকঃ

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ৬

অন্বয়—অতঃ (এই হেতু —নাম-নামীতে অভেদ বলিয়া) ; **শ্রীকৃষ্ণনামাদি** (শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, গুণ) ; **ইন্দ্রিয়ৈঃ গ্রাহ্যং ন ভবেৎ** (প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয় না) ; **অদঃ** (ইহা —শ্রীকৃষ্ণনামাদি) ; **সেবোন্মুখে** (নামাদি গ্রহণ রূপ সেবার নিমিত্ত উন্মুখ) ; **জিহ্বাদৌ** (জিহ্বাদিতে) ; **স্বয়মেব স্ফুরিত** (আপনা-আপনিই স্ফুরিত হয়)।

অনুবাদ— (নাম ও নামীর ভেদ না থাকায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ) শ্রীকৃষ্ণের নাম, লীলা, রূপ, গুণাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। তাই জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি গ্রহণ রূপ সেবার জন্য উন্মুখ হলে তা আগ্রহীগণের জিহ্বায় আপনা থেকেই ফুটে ওঠে।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥ ১৩১

[ক]মায়াবাদীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধী ; কারণ তারা জীব ও ব্রহ্মকে অভেদ মনে করে। তাঁরা ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানকে নিরাকার ও নিঃশক্তিক বলে থাকে ; তাছাড়া তারা শ্রীভগবানের বিগ্রহকে সত্ত্বগুণের বিকার বলে মনে করে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে তারা প্রাকৃত ও জড় বলে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ ও স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—এই তিনই এক—এতে কোনো ভেদ নেই—এই তিনই চিন্ময় ও আনন্দময়।

[খ]নাম নামী — শ্রীকৃষ্ণের নাম ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-এ কোনো ভেদ নেই ; কিন্তু জীবের ক্ষেত্রে একথা খাটে না ; কারণ জীবের নাম ও দেহ প্রাকৃত ; কিন্তু জীবের স্বরূপ অপ্রাকৃত, চিন্ময় — জীব স্বরূপত ভগবানের চিৎকণ অংশ। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।

[গ]স্বপ্রকাশ — যাকে অন্যে প্রকাশ করতে পারে না, বরং যা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, গুণাদিও তেমনি স্বপ্রকাশ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১২।৬৮) শ্লোকঃ

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥ ৭

অন্বয়—স্বসুখনিভৃতচেতাঃ (ব্রহ্মানন্দ পরিবৃত্ত চিত্ত) ; **তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ** (এবং তাহার জন্য অন্যভাববর্জিত) ; **অপি** (ও) **যঃ** (যিনি—যে শ্রীশুকদেব) ; **অজিত রুচির লীলাকৃষ্টসারঃ** (অজিত শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলায় মুগ্ধচিত্ত) ; [সন্] (হইয়া) ; **কৃপয়া** (কৃপাপূর্বক) ; **তদীয়ং** (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক) ; **তত্ত্বদীপং** (তত্ত্ব প্রকাশক প্রদীপের মতো) ; **পুরাণং ব্যতনুত** (শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন) ; **তং অখিলবৃজিনঘ্নং** (সেই অখিল পাপনাশক) ; **ব্যাসসূনুং নতঃ অস্মি** (ব্যাসপুত্র শুকদেবকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ—যাঁর চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ ছিল এবং সেজন্য অন্য সমস্ত বিষয় থেকে যিনি তাঁর মনকে দূরে রাখতে পেরেছিলেন ; তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলা শুনতে উৎসুক হয়েছিলেন ; তাই কৃপাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বপ্রকাশক শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শ্রীমদ্ভাগবত সাধারণের মধ্যে যিনি প্রচার করেছেন, জগতের পাপনাশক সেই ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে আমি প্রণাম করি।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥ ১৩২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ৮

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২২২)]

ইহো সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥ ১৩৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৯

অন্বয়—অরবিন্দনয়নস্য (কমললোচন) ; **তস্য** (তাঁহার—শ্রীভগবানের) ; **পদারবিন্দ কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসীমকরন্দবায়ুঃ** (পদকমলের কেশরের সহিত তুলসীর সুগন্ধবাহী বায়ু) ; **স্ববিবরেণ** (নাসারন্ধ্র দ্বারা) ; **অন্তর্গতঃ** (ভিতরে প্রবেশ করিয়া) ; **অক্ষরজুষাং তেষাং অপি** (ব্রহ্মানন্দসেবী সেই সনকাদিরও) ; **চিত্ততন্বোঃ** (চিত্ত ও দেহের) ; **সংক্ষোভং চকার** (সম্যক ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল)।

অনুবাদ—সেই কমললোচন ভগবানের পদকমলের রেণুর সঙ্গে মিশ্রিত তুলসীর সুগন্ধবাহী বায়ু নাসারন্ধ্র দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে ব্রহ্মানন্দে বিভোর সেই সনকাদির দেহ-মনে সম্যক ক্ষোভ জন্মিয়েছিল। (অর্থাৎ তাঁদের দেহে রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাবের এবং হর্ষাদি সঞ্চারিভাবের উদয় হয়েছিল)।

অতএব 'কৃষ্ণনাম' না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহাবহির্মুখে॥ ১৩৪
ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞা যাব ঘরে॥ ১৩৫
ভারি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব॥ ১৩৬
এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাথ করি[ক]।
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি॥ ১৩৭
সেই তিন[খ] সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল।
দূরে হৈতে তিন জনে ঘরে পাঠাইল॥ ১৩৮
প্রভুর বিরহে তিনে একত্রে বসিয়া।
প্রভু-গুণগান করে প্রেমে মত্ত হঞা॥ ১৩৯

[ক]আত্মসাথ করি—নিজ সেবকরূপে অঙ্গীকার করে।

[খ]সেই তিন—চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈলা বেণীস্নান[গ]।
মাধবে দেখিয়া প্রেমে কৈলা নৃত্য গান॥ ১৪০
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য উঠায় ধরিয়া॥ ১৪১
এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥ ১৪২
মথুরা চলিতে যাঁহা প্রেমে রহি যায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়॥ ১৪৩
পূর্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিল।
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিল॥ ১৪৪
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন॥ ১৪৫
মথুরা নিকটে আইলা মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ১৪৬
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রান্তিতীর্থে[ঘ] স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম॥ ১৪৭
প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার॥ ১৪৮
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ১৪৯
দোঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
'হরি কৃষ্ণ কহ' দোঁহে বোলে বাহু তুলি॥ ১৫০
লোক 'হরি হরি' বোলে কোলাহল হৈল।
কেশব সেবক প্রভুকে মালা পরাইল॥ ১৫১
প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময়।
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়॥ ১৫২
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণ নাম লৈয়া॥ ১৫৩
সর্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার॥ ১৫৪

[গ]বেণীস্নান—ত্রিবেণীতে স্নান।

[ঘ]বিশ্রান্তিতীর্থ — যমুনার বিশ্রামঘাট ; কংসবধ করে এই ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করেছিলেন।

তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লইয়া।
তাঁহারে পুছিল কিছু নিভৃতে বসিয়া॥ ১৫৫
আর্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন॥ ১৫৬
বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী॥ ১৫৭
কৃপা করি তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা॥ ১৫৮
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিহ তাঁর সেবা গোবর্ধনে হয়॥ ১৫৯
শুনি প্রভু কৈলা তাঁর চরণ বন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ॥ ১৬০
প্রভু কহে—তুমি গুরু আমি শিষ্যপ্রায়।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়॥ ১৬১
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা।
ঐছে বাত কহ কেনে সন্ন্যাসী হইয়া॥ ১৬২
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র-পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি॥ ১৬৩
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥ ১৬৪
তবে ভট্টাচার্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল॥ ১৬৫
তবে বিপ্র প্রভু লৈয়া আইল নিজ ঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥ ১৬৬
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু আসি বলিলা বচন॥ ১৬৭
পুরী গোঁসাই তোমার ঠাঞি করিয়াছে ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ এই মোর শিক্ষা॥ ১৬৮

তত্রৈব (৩।২১)

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ ১০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪০)]

যদ্যপি সনোড়িয়া[ক] হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥ ১৬৯
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার॥ ১৭০
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল॥ ১৭১
তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার॥ ১৭২
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন॥ ১৭৩
প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম॥ ১৭৪
ধর্ম-স্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার[খ]।
পুরী গোঁসাঞির আচরণ সেই ধর্মসার॥ ১৭৫

তথাহি—মহাভারতে বনপর্বণি (৩।১৩।১১৭)

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ১১

অন্বয়—তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ (তর্ক প্রতিষ্ঠাহীন) ; শ্রুতয়ঃ বিভিন্নাঃ (শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন) ; অসৌ ঋষিঃ ন (তিনি ঋষি নহেন) ; যস্য মতং ভিন্নং ন (যাঁহার মত ভিন্ন নহে) ; ধর্মস্য তত্ত্বং গুহায়াং নিহিতং (ধর্মের তত্ত্ব গুহায় অর্থাৎ নিভৃতস্থানে নিহিত) ; মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ (মহাজনব্যক্তি যে পথে গিয়াছেন তাহাই পথ)।

অনুবাদ—তর্কদ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয় হয় না ; শ্রুতি-গুলির মতও ভিন্ন ভিন্ন ; যাঁর মত ভিন্ন নয়, তিনি ঋষিই নন (অর্থাৎ এমন কোনো ঋষি নেই যাঁর মত অন্যের থেকে ভিন্ন নয়), ধর্মতত্ত্ব অতি নিভৃতস্থানে আছে (অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব অতি দুরধিগম্য) ; অতএব মহাজনগণ (সাধুব্যক্তি) যে পথে গিয়েছেন—সেই পথই অবলম্বন করতে হবে।

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল॥ ১৭৬
লক্ষসংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিলা দরশন॥ ১৭৭
বাহু তুলি বোলে প্রভু 'বোল হরি হরি'।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি॥ ১৭৮
যমুনার চব্বিশ-ঘাটে[গ] প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥ ১৭৯
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল সকল॥[ঘ] ১৮০
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মনে হৈল।
সেই ত ব্রাহ্মণ নিজ সঙ্গ করি লৈল॥ ১৮১
মধুবন, তাল, কুমুদ, বহুলা বন গেলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥ ১৮২
পথে গাভীঘটা[ঙ] চরে প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেঢ়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া॥ ১৮৩
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে॥ ১৮৪
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডুয়ন[চ]।

[ক]সনোড়িয়া — মথুরার এক শ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ। কালপ্রভাবে এঁরা ক্রিয়াহীন হয়ে অভোজ্যান্ন হয়ে পড়েন। পরে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী পাদের কৃপালাভে পুনরায় পূজ্য হয়েছেন।

[খ]সাধু ব্যবহার—ভক্তিমার্গের সাধু অর্থাৎ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর আচরণই অনুসরণ যোগ্যের কথা বলেছেন মহাপ্রভু।

[গ]চব্বিশ-ঘাট — চব্বিশতীর্থ — অবিমুক্ত, বিশ্রান্তি, গুহ্য বা সংসারমোচন, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য, বটস্বামী, ধ্রুব, ঋষি, মোক্ষ, বোধি, নব, ধারাপতন, সংযমন, নাগ, ঘটাভরণ, ব্রহ্ম, সোম, সরস্বতীপতন, চক্র, দশাশ্বমেধ, বিঘ্—রাজ ও কোটি।

[ঘ]স্বয়ম্ভু ইত্যাদি—শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ।
মহাবিদ্যা—দেবীমূর্তি।

[ঙ]গাভীঘটা—গাভীসকল।

[চ]কণ্ডুয়ন—চুলকে দিলেন।

প্রভুসঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥ ১৮৫
কষ্টে সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল॥ ১৮৬
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে সঙ্গে যায় বাটে[ক] বাটে॥ ১৮৭
অঙ্গের সৌরভে মৃগ মৃগী শৃঙ্গ উঠে।
কৃপা করি প্রভু হস্ত দিলা তার পিঠে॥ ১৮৮
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায়॥ ১৮৯
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ॥ ১৯০
ফুল-ফলে ভরি ডাল পড়ে প্রভুপায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লয়ে যায়॥ ১৯১
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম।
আনন্দিত —বন্ধু যেন দেখি বন্ধুগণ॥ ১৯২
তা সভার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সভা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥ ১৯৩
প্রতি বৃক্ষলতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥ ১৯৪
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
'কৃষ্ণবোল কৃষ্ণবোল' বোলে উচ্চৈঃস্বরে॥ ১৯৫
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥ ১৯৬
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন।
মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন॥ ১৯৭
বৃক্ষডালে শুক শারী দিল দরশন।
তা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥ ১৯৮
শুক শারিকা প্রভুর হাথে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণশ্লোক পড়ে॥ ১৯৯

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১৩ সর্গে ২৯ শ্লোকঃ

সৌন্দর্যং ললনালিধৈর্যদলনং
লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্যমমলাঃ
পারে-পরার্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্বজনানুরঞ্জনমহো
যস্যায়মস্মৎ প্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্তিরবতাৎ
কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥ ১২

অন্বয়—অহো (অহো!) ; যস্য সৌন্দর্যং (যাঁহার সৌন্দর্য) ; ললনালিধৈর্যদলনং (ললনাগণের ধৈর্যকে বিদলিত করে) ; লীলা রমাস্তম্ভিনী (যাঁহার লীলা লক্ষ্মীকেও স্তম্ভিত করে) ; বীর্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্যং (যাঁহার বীর্যবল গিরি-গোবর্ধনকে কন্দুকতুল্য করিয়াছে) ; গুণাঃ পারে পরার্ধং অমলাঃ (যাঁহার গুণসমূহ অনন্ত এবং অমল) ; শীলং সর্বজনানুরঞ্জনং (যাঁহার স্বভাব সকলকে সুখী করে) ; অয়ং অস্মৎ প্রভু (সেই আমাদের প্রভু) ; বিশ্বজনীনকীর্তিঃ (বিশ্বমঙ্গলসাধক যশঃশালী) ; জগন্মোহনঃ কৃষ্ণঃ (ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণ) ; বিশ্বং অবতাৎ (বিশ্বকে রক্ষা করুন)।

অনুবাদ—আহা! যাঁর সৌন্দর্য রমণীগণের ধৈর্যকে দলন করে, যাঁর লীলা লক্ষ্মীকেও স্তম্ভিত করে, যাঁর বল পর্বতরাজ গোবর্ধনকেও কন্দুকতুল্য (গেঁড়ুর মতো) করেছে, যাঁর গুণরাশি অনন্ত ও অমল, যাঁর স্বভাব সকলকেই সুখী করে এবং যাঁর কীর্তি বিশ্বজনের মঙ্গলকারী, সেই আমাদের প্রভু ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকে রক্ষা করুন।

শুক-মুখে শুনি তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা বর্ণন॥ ২০০

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১৩ সর্গে ৩০ শ্লোকে
শুকং প্রতি শারিকাবাক্যম্

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা
সুশীলতা নর্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী॥ ১৩

অন্বয়—শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতাঃ (শ্রীরাধার প্রেম, সৌন্দর্য) ; সুশীলতা (সৎস্বভাব) ; নর্তনগানচাতুরী (নৃত্যগীতনৈপুণ্য) ; গুণালিসম্পৎ

[ক]বাটে—পথে।

কবিতা চ (গুণরাশিরূপ সম্পদ এবং পাণ্ডিত্য) ; **জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী** (জগন্মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে মোহিত করিয়া) ; **রাজতে** (বিরাজ করিতেছেন)।

অনুবাদ—হে শুক ! আমাদের শ্রীরাধার প্রেম, সৌন্দর্য, সৎস্বভাব, নৃত্যগীতনৈপুণ্য, গুণরাশি এবং পাণ্ডিত্য জগতের মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকেও মোহিত করেছে।

পুনঃ শুক কহে—কৃষ্ণ মদনমোহন।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন॥ ২০১

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারস্য শ্লোকদ্বয়ম্

বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥ ১৪

অন্বয়—**শারিকে** (হে শারিকে) ; **বংশীধারী** (বংশীধারী) ; **জগন্নারী চিত্তহারী** (জগতের রমণীগণের চিত্তহারী) ; **গোপনারীভিঃ বিহারী** (গোপনারীগণের সহিত বিহারকারী) ; **সঃ মদনমোহনঃ জীয়াৎ** (সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ—হে শারিকে ! জগতের রমণীগণের চিত্তহরণকারী, বংশীধারী, গোপনারীগণের সঙ্গে বিহারকরী সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক।

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস।
এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস॥ ২০২

তথাহি—তত্রৈব (৮।৩২)

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ংমদনমোহিতঃ॥ ১৫

অন্বয়—**শ্রীকৃষ্ণঃ** (শ্রীকৃষ্ণ) ; **যদা রাধাসঙ্গে ভাতি** (যখন শ্রীরাধার সঙ্গে বিরাজ করেন) ; **তদা মদনমোহনঃ** (তখনই তিনি মদনমোহন) ; **অন্যথা** (অন্য সময়ে) ; **বিশ্বমোহঃ অপি** (বিশ্বমোহন হইলেও) ; **স্বয়ং মদনমোহিতঃ** (নিজেই মদনকর্তৃক মোহিত হয়েন)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সঙ্গে থাকেন, তখনই তিনি মদনমোহন ; কিন্তু শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকলে বিশ্বকে মোহিত করলেও শ্রীকৃষ্ণ মদনের দ্বারা নিজেই মোহিত হয়ে পড়েন।

শুক শারী উড়ি পুন গেল বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥ ২০৩
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা॥ ২০৪
প্রভুকে মূর্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য সঙ্গে করে প্রভু-সন্তর্পণ॥[ক] ২০৫
আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥ ২০৬
প্রভু-কর্ণে 'কৃষ্ণনাম' কহে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি॥ ২০৭
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল॥ ২০৮
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল বোল' করি উঠি করেন নর্তন॥ ২০৯
ভট্টাচার্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায়॥ ২১০
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভু-রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত॥ ২১১
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবনে যাইতে পথে হৈল শতগুণ॥ ২১২
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে॥ ২১৩
অন্যদেশে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন' নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥ ২১৪
প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্বাহ করেন অভ্যাসে॥ ২১৫
এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার বন।
একত্র লিখিল, সর্বত্র না যায় বর্ণন॥ ২১৬

[ক] সেইত ব্রাহ্মণ—সেই সনোড়িয়া মথুরার ব্রাহ্মণ। সন্তর্পণ—সেবা-শুশ্রূষা।

বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক বিকার।
কোটিগ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার।। ২১৭
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌-দরশন।। ২১৮
জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে[ক] সাঁতারে।। ২১৯
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। ২২০

[ক] পাথারে—সমুদ্রে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্ গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১

অন্বয়—গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) ; স্বাবলোকনৈঃ (স্বীয় দর্শনদানে) ; বৃন্দাবনে (শ্রীবৃন্দাবনে) ; স্থিরচরান্ নন্দয়ন্ (স্থাবরজঙ্গমাদিকে আনন্দিত করিয়া) ; তদালোকাৎ চ (এবং তাহাদের দর্শনে) ; আত্মানং (নিজেকে) ; আনন্দয়ন্ (আনন্দিত করিয়া) ; পরিতঃ অভ্রমৎ (ইতস্তত ভ্রমণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ —শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজেকে দর্শন দিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে স্থাবরজঙ্গমাদিকে আনন্দিত করেছিলেন এবং নিজেও স্থাবর জঙ্গমাদির দর্শনে আনন্দিত হয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করেছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিট গ্রামে[ক] আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥ ২
আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্তা পুছে লোকস্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥ ৩
তীর্থ লুপ্ত[খ] জানি প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান॥ ৪
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥ ৫
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী[গ]॥ ৬

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে
৪৫ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণ-শ্লোকঃ

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৪০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭১)]

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে॥ ৭
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥ ৮
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা-মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥ ৯

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৭ সর্গে ১০২ শ্লোকে
গ্রন্থকারবাক্যম্

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী
প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং
প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে
যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা
কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥ ৩

অন্বয়—স্বৈঃ অদ্ভুতৈঃ গুণৈঃ (স্বীয় অদ্ভুত গুণদ্বারা) ; তদীয়সরসী (তাঁহার সরসী—শ্রীরাধা-কুণ্ড) ; শ্রীরাধা ইব (শ্রীরাধারই ন্যায়) ; হরেঃ প্রেষ্ঠা (শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়) ; শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ (ব্রজের পূর্ণচন্দ্র মাধব) ; অনিশং যস্যাং (প্রত্যহ যাহাতে) ; তয়া প্রীত্যা (তাঁহার প্রীতিতে) ; ক্রীড়তি (ক্রীড়া করেন) ; যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ (যাহাতে একবার স্নানকারী ব্যক্তি) ; বত অস্মিন্ (এই শ্রীকৃষ্ণে) ; রাধিকা ইব প্রেম লভতে (শ্রীরাধিকার মতো প্রেমলাভ করেন) ; তস্যাঃ মহিমা তথা মধুরিমা (তাঁহার মহিমা এবং মাধুর্য) ; বৈ ক্ষিতৌ (জগতে) ; কেন বর্ণ্যঃ অস্তু (কে বর্ণনা করিতে পারে) ?

অনুবাদ — নিজের অসাধারণ গুণের দ্বারা শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধার মতোই শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয় ; ব্রজের পূর্ণচন্দ্র মাধব প্রিয়তমা শ্রীরাধার সঙ্গে এই কুণ্ডে প্রেমভরে নিত্য ক্রীড়া করেন ; এই কুণ্ডে যিনি একবার

[ক]আরিট গ্রাম—রাধাকুণ্ডের নিকট আরিটগ্রাম। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপী অরিষ্টাসুরকে বধ করেছিলেন।
[খ]তীর্থ লুপ্ত—রাধাকুণ্ডের তীর্থের চিহ্ন নাই।
[গ]সরসী—সরোবর ; কুণ্ড।

মাত্র স্নান করেন, তিনিই শ্রীরাধার মতো শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেম লাভ করেন। অতএব শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও মাধুর্য জগতে কে বর্ণনা করতে পারে ?

এই মত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মঙরিয়া॥ ১০
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈল॥ ১১
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃ-সরোবর[ক]।
তাহাঁ গোবর্ধন দেখি হইল বিহ্বল॥ ১২
গোবর্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥ ১৩
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্ধন গ্রাম।
হরিদেব[খ] দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম॥ ১৪
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥ ১৫
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হৈয়া।
লোক সব দেখিতে আইসে আশ্চর্য শুনিয়া॥ ১৬
প্রভুর প্রেমসৌন্দর্য দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥ ১৭
ভট্টাচার্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাইঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা লৈল॥ ১৮
সে রাত্রে রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে॥ ১৯
গোবর্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল রায়ের দরশন কেমনে পাইব॥ ২০
এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা।
জানিঞা গোপাল কিছু ভঙ্গী[গ] উঠাইলা॥ ২১

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গ্রন্থকারস্য বাক্যম্

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় সমদর্শয়ৎ॥ ৪

অন্বয়—কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ; গিরেঃ অবরুহ্য (গোবর্ধন পর্বত হইতে অবরোহণ করিয়া) ; শৈলং অনারুরুক্ষবে (পর্বতে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক) ; স্বস্মৈ (আপন স্বরূপ) ; ভক্তাভিমানিনে (ভক্ত অভিমানী) ; গৌরায় সমদর্শয়ৎ (শ্রীগৌরচন্দ্রকে দর্শন দিয়াছেন)।

অনুবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয়েও নিজেকে শ্রীকৃষ্ণভক্ত বলে মনে করতেন, তাই তিনি গিরি গোবর্ধনে আরোহণ করতে চাইলেন না ; তাই শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত থেকে নেমে এসে শ্রীগৌরচন্দ্রকে দর্শন দিয়েছেন।

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥ ২২
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল[ঘ]॥ ২৩
আজি রাত্রে পলাহ গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল যবন॥ ২৪
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলী গ্রামে থুইল॥ ২৫
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্বজন॥ ২৬
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে॥ ২৭
প্রাতঃকালে প্রভু মানস-গঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ॥ ২৮
গোবর্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া॥ ২৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮) শ্লোকঃ

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো
যদ্ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দর-কন্দমূলৈঃ॥ ৫

অন্বয় — হন্ত অবলাঃ (হে সখিগণ !) ; অয়ং

[ক]সুমনঃ সরোবর—এর অন্য নাম কুসুমসরোবর।

[খ]হরিদেব—নারায়ণ মূর্তি।

[গ]ভঙ্গী—কৌশল।

[ঘ]গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল—গ্রাম লুঠ করতে যবনযোদ্ধা প্রস্তুত হয়েছে।

অদ্রিঃ (এই গোবর্ধন) ; **হরিদাসবর্য্যঃ** (হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ; **যৎ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ** (যেহেতু রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া) ; **পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ** (পানীয়, শোভন তৃণ, কন্দর, কন্দ ও মূল দ্বারা) ; **সহগোগণয়োঃ** (গো ও গোপগণের সহিত) ; **তয়োঃ মানং তনোতি** (তাঁহাদের পূজাকে বিস্তার করিতেছে)।

অনুবাদ—হে সখিগণ ! কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে এই গোবর্ধন পর্বতই শ্রেষ্ঠ ভক্ত, কারণ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শের আনন্দ সে পেয়েছে, তাছাড়া পানীয় জল, কোমল তৃণ, ফলমূল ও গুহা দিয়ে সে গাভী ও গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণবলরামের সেবা করেছে।

গোবিন্দকুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান।
তাঁহাই শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলি গ্রাম॥ ৩০
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্তন নর্তন॥ ৩১
গোপালের সৌন্দর্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে হৈল দিন শেষ॥ ৩২

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং (২।১।২৬) শ্লোকঃ

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্ধনো গিরিঃ॥ ৬

অন্বয়—যেন ভুজদণ্ডেন (যে ভুজদণ্ড দ্বারা) ; **গোবর্ধনঃ গিরিঃ** (গোবর্ধন পর্বত) ; **ক্রীড়াকন্দুকতাং নীতঃ** (ক্রীড়াকন্দুকতা প্রাপ্ত হইয়াছিল) ; **তামরসাক্ষস্য** (কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের) ; **সঃ বামঃ ভুজদণ্ডঃ** (সেই বাম বাহুদণ্ড) ; **বঃ পাতু** (তোমাদিগকে রক্ষা করুন)।

অনুবাদ—কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের বামবাহু—যা গোবর্ধন পর্বতকে ক্রীড়া-কন্দুকের (খেলার লাটিমের) মতো অনায়াসে ঊর্ধ্বে ধারণ করেছিল, সেই বামবাহু তোমাদের রক্ষা করুক।

এইমত তিন দিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা॥ ৩৩
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে 'হরি হরি'॥ ৩৪
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে॥ ৩৫
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব।
যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব॥ ৩৬
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চঢ়ে গোবর্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি উতরে[ক] আপনে॥ ৩৭
কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে॥ ৩৮
পর্বতে না চঢ়ে দুই রূপ সনাতন।
এইরূপে তাঁ-সভারে দিয়াছেন দর্শন॥ ৩৯
বৃদ্ধকালে রূপ গোঁসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য দেখিতে॥ ৪০
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
এক মাস রহিল বিঠলেশ্বর[খ] ঘরে॥ ৪১
তবে রূপ গোঁসাঞি সব নিজগণ লঞা।
এক মাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা॥ ৪২
সঙ্গে গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্ট গোঁসাঞি আর লোকনাথ॥ ৪৩
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর শ্রীজীব গোঁসাঞি।
শ্রীযাদব আচার্য আর গোবিন্দ গোঁসাঞি॥ ৪৪
শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব দুই জন।
শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ॥ ৪৫
গোবিন্দ ভক্ত আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান আর লঘু হরিদাস॥ ৪৬
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে॥ ৪৭
একমাস রহি গোপাল গেলা নিজ স্থানে।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে॥ ৪৮
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপার আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে॥ ৪৯
প্রভুর-গমনরীতি পূর্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল॥ ৫০

[ক]উতরে—নেমে আসেন।

[খ]বিঠলেশ্বর—বল্লভ ভট্টের পুত্র।

তাঁহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥ ৫১
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্বত উপরে যাইয়া॥ ৫২
কিছু দেব-মূর্তি হয় পর্বত উপরে ?
লোক কহে—মূর্তি হয় গোফার ভিতরে॥ ৫৩
দুই দিকে মাতা পিতা[ক] পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥ ৫৪
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া[খ]॥ ৫৫
ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্বাঙ্গ স্পর্শন॥ ৫৬
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈলা।
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু খদির-বন আইলা॥ ৫৭
লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোঁসাঞি॥ ৫৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯) শ্লোকঃ

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৭

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৭)]

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীর বন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা॥ ৫৯
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লৌহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন॥[গ] ৬০
যমলার্জুন ভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥ ৬১

গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে॥ ৬২
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিল আসিয়া॥ ৬৩
আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালিয়-হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন[ঘ]॥ ৬৪
দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কেশিতীর্থে আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্ছিত হইলা॥ ৬৫
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায়॥ ৬৬
এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্বাহিলা॥ ৬৭
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলী-তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥ ৬৮
কৃষ্ণলীলা কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিড়িঁ বাঁধা পরম চিক্কণ॥ ৬৯
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর॥ ৭০
তেঁতুল-তলে বসি করে নামসংকীর্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন॥ ৭১
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে।
লোকভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্তন করিতে॥ ৭২
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নামসংকীর্তন করে মধ্যাহ্ন পর্যন্তে॥ ৭৩
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সভারে উপদেশ করে 'নামসংকীর্তন'॥ ৭৪
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনাপারে গ্রাম॥ ৭৫
কেশি স্নান করি সেই কালিদহে যাইতে।
আমলি তলায়[ঙ] গোঁসাই দেখে আচম্বিতে॥ ৭৬
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার॥ ৭৭

[ক]মাতা পিতা—যশোদা-নন্দ।

[খ]উঘাড়িয়া—দরজা খুলিয়া।

[গ]শ্রীবন—বেলবন। লৌহবন—লৌহজঙ্ঘবন।
মহাবন—গোকুল। এই গোকুলেই যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল।

[ঘ]প্রস্কন্দন—যমুনার একটি ঘাট।

[ঙ]আমলি তলায়—তেঁতুল তলায়।

প্রভু কহে—কে তুমি, কাঁহা তোমার ঘর।
কৃষ্ণদাস কহে—মুঞি গৃহস্থ পামর॥ ৭৮
রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয়—হঙ বৈষ্ণব-কিঙ্কর॥ ৭৯
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেখ[ক] তোমা আসি পাইনু॥ ৮০
প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে বোলে হরি॥ ৮১
প্রভুসঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থ আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা॥ ৮২
প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥ ৮৩
'বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল।'
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল॥ ৮৪
একদিন মথুরায় লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আসে করি কোলাহলে॥ ৮৫
প্রভু দেখি করে লোক চরণ বন্দন।
প্রভু কহে—কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন॥ ৮৬
লোক কহে—কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালিয় শিরে নৃত্য করে ফণিরত্ন জ্বলে॥ ৮৭
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য হয়॥ ৮৮
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সভে আসি কহে—'কৃষ্ণ পাইল দর্শন'॥ ৮৯
প্রভু আগে লোক কহে— শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল॥ ৯০
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজাজ্ঞানে[খ] সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম॥ ৯১
ভট্টাচার্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ-দরশনে॥ ৯২
তবে তাঁরে কহেন প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া॥ ৯৩
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে।
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥ ৯৪
বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণ দর্শন করিহ কালি-রাত্রে যাইঞা॥ ৯৫
প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভু স্থানে আইলা।
'কৃষ্ণ দেখি আইলা ?' প্রভু তাঁহারে পুছিলা॥ ৯৬
লোক কহে—রাত্রে কৈবর্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি[গ] জ্বালিয়া॥ ৯৭
দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্তন॥ ৯৮
নৌকাতে কালিয়-জ্ঞান দীপে রত্ন-জ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে॥ ৯৯
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয়॥ ১০০
কিন্তু কাঁহো কৃষ্ণ দেখে কাঁহো ভ্রমে মানে।
স্থাণু পুরুষ[ঘ] যৈছে বিপরীত জ্ঞানে॥ ১০১
প্রভু কহে—কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ দরশন।
লোক কহে—সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ॥ ১০২
বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সর্বলোক হইল নিস্তার॥ ১০৩
প্রভু কহে 'বিষ্ণু বিষ্ণু' ইহা না কহিও।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিও॥ ১০৪
সন্ন্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্যোপম॥ ১০৫
জীব আর ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নি রাশি[ঙ] যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥ ১০৬

[ক]পরতেখ—প্রত্যক্ষ ; সাক্ষাতে।

[খ]নিজাজ্ঞানে—নিজের অজ্ঞানবশত ; স্বয়ং প্রভুই যে শ্রীকৃষ্ণ তা না জেনে সত্য-কৃষ্ণকে ছেড়ে কালিদহে মশাল জ্বেলে ধীবরদের মাছ ধরতে দেখে মূর্খলোক দূর থেকে নৌকাকে কালিয়নাগ, মশালকে তার ফণার মণি এবং ধীবরকে কৃষ্ণ বলে মনে করত।

[গ]দেউটি—মশাল।

[ঘ]স্থাণু পুরুষ — শাখাপল্লবশূন্য বৃক্ষ অর্থাৎ মুড়োগাছকে যেমন মানুষ বলে ভ্রম হয়, তেমনি জালিয়াতে কৃষ্ণজ্ঞান।

[ঙ]জ্বলদগ্নি রাশি—জ্বলন্ত অগ্নি রাশি।

তথাহি—ভাবার্থদীপিকাধৃতং বিষ্ণু-
স্বামিবচনং (১।৭।৬)

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ ৮

অন্বয়—সচ্চিদানন্দঃ (সচ্চিদানন্দ) ; **ঈশ্বরঃ হ্লাদিন্যা** (ভগবান হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা) ; **সংবিদা আশ্লিষ্টঃ** (এবং সংবিৎ-শক্তিদ্বারা সংযুক্ত) ; **সংক্লেশ-নিকরাকরঃ** (দুঃখসমূহের নিবাস) ; **জীবঃ স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ** (জীব নিজ মায়াদ্বারা আবৃত)।

অনুবাদ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বর হ্লাদিনী ও সংবিৎ শক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত ; আর জীব নিজ মায়া বা অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়ে বহুবিধ দুঃখের আলয় হয়ে আছে।

যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বরের সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥ ১০৭

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসে ১।৭৩

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৯

অন্বয়—যঃ তুঃ (যে ব্যক্তি) ; **ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ** (ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত) ; **নারায়ণং দেবং সমত্বেন এব বীক্ষেত** (নারায়ণদেবকে সমানরূপেই দেখে) ; **সঃ ধ্রুবং পাষণ্ডী ভবেৎ** (সে ব্যক্তি নিশ্চিতই পাষণ্ডী হয়)।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতাগণের সঙ্গে শ্রীনারায়ণদেবকে সমান দেখে, সে ব্যক্তি নিশ্চিতই পাষণ্ডী হয়।

লোক কহে তোমাতে কভু নহে জীবমতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি॥ ১০৮
আকৃত্যে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন॥ ১০৯
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি কভু না লুকায়।
ঈশ্বরস্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়॥ ১১০
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল॥ ১১১
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ আর চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন॥ ১১২
কৃষ্ণনাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য হইল সেই তারিল জগৎ॥ ১১৩
দর্শনের আছুক কার্য যে তোমার নাম শুনে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত—তারে[ক] ত্রিভুবনে॥ ১১৪
তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন[খ]।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥ ১১৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩।৭৬) শ্লোকঃ

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাৎ
যৎপ্রহ্বনাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ১০

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ষোড়শ পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৪১)]

এই ত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ।
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১১৬
সেই সবে লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
প্রেমনামে মত্ত লোক নিজঘরে গেল॥ ১১৭
এইমত কতদিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥ ১১৮
মাধব-পুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ।
মথুরাতে ঘরে ঘরে করান নিমন্ত্রণ॥ ১১৯
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ॥ ১২০
একদিন দশ বিশ আইসে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য একমাত্র করেন গ্রহণ॥ ১২১
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে॥ ১২২
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ॥ ১২৩
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া॥ ১২৪

[ক]তারে—নিস্তার করে, উদ্ধার করে।

[খ]শ্বপচ পাবন—কুক্কুরভোজী নীচজাতি বিশেষ ব্যক্তিও পবিত্র হয়।

একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥ ১২৫
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল॥ ১২৬
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে॥ ১২৭
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার[ক] করিল।
ভট্টাচার্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥ ১২৮
তবে ভট্টাচার্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিল কিছু নিভৃতে বসিয়া॥ ১২৯
আজি আমি আছিলাম উঠাইলুঁ প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি কে উঠাবে তাঁরে॥ ১৩০
লোকের সংঘট্ট আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল॥ ১৩১
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে॥ ১৩২
বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভুরে লয়ে যাই।
গঙ্গাতীর পথে যাই তবে সুখ পাই॥ ১৩৩
সোরাক্ষেত্রে[খ] আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ॥ ১৩৪
মাঘমাস লাগিল[গ] এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগ স্নান কথো দিনে পাইয়ে॥ ১৩৫
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
'মকর পঁচসি[ঘ] প্রয়াগে' করিহ সূচন॥ ১৩৬
গঙ্গাতীর-পথের সুখ জানাইহ তাঁরে।
ভট্টাচার্য আসি তবে কহিল প্রভুরে॥ ১৩৭
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি[ঙ]।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি॥ ১৩৮
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমারে না পায়।
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায়॥ ১৩৯

[ক]ফুকার—চিৎকার।

[খ]সোরাক্ষেত্রে—বৃন্দাবনের পূর্বে বাদাও জেলায়।

[গ]লাগিল—আরম্ভ হইল।

[ঘ]মকর পঁচসি—মাঘী পূর্ণিমা বা মাঘী পৌর্ণমাসী।

[ঙ]গড়বড়ি—ভিড়, গণ্ডগোল।

তবে সুখ হয়—যদি গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকর স্নান পাই॥ ১৪০
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি॥ ১৪১
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন॥ ১৪২
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন॥ ১৪৩
যে তোমার ইচ্ছা আমি সেইত করিব।
যাহা লঞা যাহ তুমি তাহাঁই যাইব॥ ১৪৪
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
'বৃন্দাবন ছাড়িব' জানি প্রেমাবেশ হৈল॥ ১৪৫
বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য কহে চল যাই মহাবন॥ ১৪৬
এত বলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া।
পার করি ভট্টাচার্য চলিল লইয়া॥ ১৪৭
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুই জন॥ ১৪৮
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সভা লঞা।
বসিলা সভার পথশ্রান্তি দেখিয়া॥ ১৪৯
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি মহাপ্রভু উল্লাসিত মন॥ ১৫০
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল॥ ১৫১
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িল।
মুখে ফেনা পড়ে নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হইল॥ ১৫২
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার[চ] দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা॥ ১৫৩
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতিপাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥ ১৫৪
এই চারি বাটোয়ার[ছ] ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লৈয়া॥ ১৫৫
তবে সেই পাঠান চারি জনেরে বান্ধিলা।

[চ]আসোয়ার—অশ্বারোহী।

[ছ]বাটোয়ার—দস্যু।

কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিলা॥ ১৫৬
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়॥ ১৫৭
বিপ্র কহে পাঠান! তোমার পাৎশার দোহাই।
চল তুমি আমি সিকদার[ক] পাশ যাই॥ ১৫৮
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাৎশার আগে আছে মোর শতজন॥ ১৫৯
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়ে ত মূর্ছিত।
অবহি[খ] চেতন পাব হইব সংবিত॥ ১৬০
ক্ষণেক ইঁহা বৈস বান্ধি রাখহ সভারে।
ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিহ সভারে॥ ১৬১
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা সাধু দুই জন।
গৌড়িয়া ঠগ এই কাঁপে দুই জন॥ ১৬২
কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুরুকী[গ] আছে দুই শত কামানে॥ ১৬৩
এখনি আসিবে সবে আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সভা মারি॥ ১৬৪
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড়।
'তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার'॥ ১৬৫
শুনিয়া পাঠান-মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥ ১৬৬
হুঙ্কার করিয়া উঠে বোলে 'হরি হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্ধ্ববাহু করি॥ ১৬৭
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চিৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেল ধার॥ ১৬৮
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল চারিজন।
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন॥ ১৬৯
ভট্টাচার্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রভুর বাহ্য হইল॥ ১৭০
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু আগে কহে, এই ঠগ্ চারিজন॥ ১৭১
এই চারি মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।

তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া॥ ১৭২
প্রভু কহেন—ঠগ্ নহে মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন॥ ১৭৩
মৃগী ব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই চারি দয়া করি করেন পালন॥ ১৭৪
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল বস্ত্র পরে সেই লোকে কহে পীর[ঘ]॥ ১৭৫
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
'নির্বিশেষ ব্রহ্ম'[ঙ] স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া॥ ১৭৬
'অদ্বয়বাদ'[চ] সেই করিল স্থাপন।
তারই শাস্ত্র যুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন॥ ১৭৭
যেই যেই কহে প্রভু সকলই খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তব্ধ হৈল॥ ১৭৮
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে স্থাপি নির্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥ ১৭৯
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ তেঁহো শ্যাম-কলেবর॥ ১৮০
সচ্চিদানন্দ দেহ পূর্ণব্রহ্ম রূপ।
সর্বাত্মা সর্বজ্ঞ নিত্য সর্বাদি স্বরূপ॥ ১৮১
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তেঁহো সমাশ্রয়॥ ১৮২
সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ॥ ১৮৩
তাঁর সেবা বিনে জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার॥ ১৮৪
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন॥ ১৮৫
কর্ম জ্ঞান যোগ আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি স্থাপে শেষে ঈশ্বর সেবন॥ ১৮৬
তোমার পণ্ডিত-সভের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব-পর-বিধি মধ্যে পর বলবান্॥ ১৮৭
নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।

[ক]সিকদার—প্রজারক্ষক রাজকর্মচারী বিশেষ।
[খ]অবহি—এখনই; সম্বিত—জ্ঞান।
[গ]তুরুকী—(তুর্কী) মুসলমান সৈন্য।
[ঘ]পীর—সিদ্ধপুরুষ।
[ঙ]নির্বিশেষ ব্রহ্ম—নিঃশক্তিক, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম।
[চ]অদ্বয়বাদ—জীবে ও ঈশ্বরে অভেদবাদ।

কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া॥ ১৮৮
ম্লেচ্ছ কহে—যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহো লইতে না পারয়॥ ১৮৯
নির্বিশেষ গোঁসাঞি লঞা করেন ব্যাখ্যান।
'সাকার গোঁসাঞি সেব্য' কারো নাহি জ্ঞান॥ ১৯০
সেইত গোঁসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুঞি অযোগ্য পামর॥ ১৯১
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য-সাধন বস্তু নারি নির্ধারিতে॥ ১৯২
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
'আমি বড় জ্ঞানী' এই গেল অভিমান॥ ১৯৩
কৃপা করি বোল মোরে সাধ্য সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥ ১৯৪
প্রভু কহে, উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে॥ ১৯৫
'কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ' কৈল উপদেশ।
সভে 'কৃষ্ণ' কহে সভার হৈল প্রেমাবেশ॥ ১৯৬
'রামদাস' বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলী খান॥ ১৯৭
অল্প বয়স তাহার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥ ১৯৮
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥ ১৯৯
তা-সভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥ ২০০
'পাঠান বৈষ্ণব' বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্তি॥ ২০১
সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব॥ ২০২
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য॥ ২০৩
সোরাক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রয়াগে প্রয়াণ॥ ২০৪
সেই বিপ্রে কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা॥ ২০৫
প্রয়াগ পর্যন্ত দোঁহে তোমা সঙ্গে যাব।
তোমার চরণ সঙ্গ পুন কাঁহা পাব॥ ২০৬
ম্লেচ্ছদেশে কেহো কাঁহা করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত॥ ২০৭
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুই জন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা॥ ২০৮
যেই যেই জন প্রভুর পায় দরশন।
সেই প্রেমে মত্ত, করে কৃষ্ণ সংকীর্তন॥ ২০৯
তার সঙ্গে অন্যান্য তার সঙ্গে আন্[ক]।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম॥ ২১০
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেইমত পশ্চিম দেশ প্রেমে ভাসাইল॥ ২১১
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা॥ ২১২
বৃন্দাবন গমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্রবদন যাঁর নাহি পায় অন্ত॥ ২১৩
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা।
দিগ্‌দরশন কৈল সূত্র করিয়া॥ ২১৪
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥ ২১৫
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জ্ঞান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥ ২১৬
যেই তর্ক করে ইহা সেই মূর্খরাজ[খ]।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ॥ ২১৭
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু॥ ২১৮
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২১৯

[ক]আন্—অন্যজন।
[খ]মূর্খরাজ—মূর্খের রাজা ; বড় মূর্খ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনদর্শনবিলাসো নামঃ অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ সঃ
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্॥ ১

অন্বয়—প্রাক্ বিধৌ (সৃষ্টির প্রারম্ভে বিধাতার মধ্যে); লোকসৃষ্টিং ইব (লোকসৃষ্টির ন্যায়); সঃ প্রভুঃ (সেই শ্রীচৈতন্য); উৎকঃ (উৎকণ্ঠিত হইয়া); রূপে নিজশক্তিং সঞ্চার্য (শ্রীরূপগোস্বামীতে নিজ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া); কালেন লুপ্তাং (কালপ্রভাবে বিলুপ্তা); বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্তাং (শ্রীবৃন্দাবনের রসলীলার কথা); পুনঃ ব্যতনোৎ (পুনরায় বিস্তার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—ঈশ্বর যেমন সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা বা বিধাতার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করে লোকসৃষ্টি বিস্তার করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও উৎকণ্ঠিত হয়ে শ্রীরূপগোস্বামীতে শক্তিসঞ্চার করে কালপ্রভাবে বিলুপ্ত বৃন্দাবনের রাসলীলার কথা পুনরায় সর্বত্র বিস্তার করেছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
শ্রীরূপ সনাতন রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে॥ ২
দুই ভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥ ৩
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ[ক]।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ॥ ৪
শ্রীরূপ গোঁসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা॥ ৫
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিল তার অর্ধ ধনে।
এক চৌঠি[খ] ধন দিল কুটুম্ব-ভরণে॥ ৬
দণ্ড-বন্ধ[গ] লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিল॥ ৭
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদি-ঘরে॥ ৮
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥ ৯
রূপ গোঁসাঞি নীলাচলে পাঠাইল দুই জন।
'প্রভু যবে বৃন্দাবনে করেন গমন॥ ১০
শীঘ্র আসি মোরে তাঁর দিবে সমাচার।
শুনিঞা তদনুরূপ করিব ব্যবহার॥' ১১
এথা সনাতন গোঁসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥ ১২
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥ ১৩
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম[ঘ] করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥ ১৪
লেভ[ঙ] কায়স্থগণ রাজকার্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥ ১৫
ভট্টাচার্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া॥ ১৬
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোঁসাঞি সভাতে কৈল আগমন॥ ১৭
পাতশা দেখিয়া সভে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা॥ ১৮
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ সে দেখিল॥ ১৯
আমার যে কিছু কার্য সব তোমা লঞা।
কার্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥ ২০

[ক]পুরশ্চরণ — ইষ্টমন্ত্রের সিদ্ধির জন্য সর্বপ্রথমে যে অনুষ্ঠান প্রয়োজন।

[খ]এক চৌঠি—এক চতুর্থাংশ।

[গ]দণ্ড-বন্ধ—শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ।

[ঘ]অস্বাস্থ্যের ছদ্ম—অসুস্থতার ছল।

[ঙ]লেভ—ন্যায়সংগতভাবে কাজ করে এমন রাজকর্মচারী কায়স্থগণ।

মোর যত কাজ কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥ ২১
সনাতন কহে, নহে আমা হৈতে কাম।
আর এক জন দিয়া কর সমাধান॥ ২২
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর-বার।
তোমার বড় ভাই[ক] করে দস্যু-ব্যবহার॥ ২৩
জীব বহু মারি সব বাকলা কৈল খাস।
এথা তুমি কৈলে মোর সব কার্য নাশ॥[খ] ২৪
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল॥ ২৫
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা॥ ২৬
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে[গ]।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥ ২৭
তেঁহো কহে যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে[ঘ]।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥ ২৮
তবে তাঁরে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন॥ ২৯
তবে সেই দুই চর শ্রীরূপ ঠাঁই আইলা।
'বৃন্দাবন চলিলা প্রভু' আসিয়া কহিলা॥ ৩০
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঞি।
বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচৈতন্য গোঁসাঞি॥ ৩১
আমি দুইভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে॥ ৩২

[ক]বড় ভাই—সনাতন গোস্বামীর বড় ভাই শ্রীরঘুনন্দন। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার মাড়গ্রামে পৈত্রিক গৃহে বাস করতেন। রঘুনন্দন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অনেকবার বাদশাহের শাসন অমান্য করেছেন বলে বোধহয় গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ তাঁকে দস্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

[খ]প্রজার প্রতি উৎপীড়ন করে বাকলা পরগণা নিজের অধিকারে নিয়েছে।

[গ]উড়িয়া মারিতে—উড়িষ্যাদেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

[ঘ]দেবতায় দুঃখ দিতে—যবনরাজ উড়িষ্যা জয় করতে গিয়ে অত্যাচার করলে দেবতাগণ দুঃখ পাবেন।

দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে॥ ৩৩
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন॥ ৩৪
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোঁসাঞির ছোট ভাই পরমবৈষ্ণব॥ ৩৫
তাঁরে লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁহা শুনি আনন্দিত হৈলা॥ ৩৬
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥ ৩৭
কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহোনাচেগায়।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি কেহো গড়াগড়ি যায়॥ ৩৮
গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইলে কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥ ৩৯
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জনে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দর্শনে॥ ৪০
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি।
উর্দ্ধবাহু করি বোলে 'বোল হরি হরি'॥ ৪১
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার॥ ৪২
দাক্ষিণাত্য বিপ্র-সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়॥ ৪৩
বিপ্র-গৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা॥ ৪৪
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া[ঙ]।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ ৪৫
নানা শ্লোক পড়ি উঠে-পড়ে বারবার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার॥ ৪৬
শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
'উঠ উঠ রূপ ! আইস' বলিলা বচন॥ ৪৭
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হইতে কাড়িল তোমা দুইজন॥ ৪৮

[ঙ]দশনে ধরিয়া—দন্তে ধারণ ; দন্তে তৃণ ধারণ দৈন্যসূচক ব্যবহার।

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী
মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥ ২

অন্বয়—**অভক্তঃ চতুর্বেদী** (আমাতে ভক্তিহীন চতুর্বেদ পাঠক ব্রাহ্মণও); **মে ন প্রিয়ঃ** (আমার প্রিয় নহে); **মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ** (আমার ভক্ত চণ্ডালও আমার প্রিয়); **তস্মৈ দেয়ং** (তাঁহাকে দান করিবে); **ততঃ গ্রাহ্যং** (তাহা হইতেই গ্রহণীয় বস্তু গ্রহণ করিবে); **যথাহি অহং** (যেমন আমি); **স চ পূজ্যঃ** (তেমনি সেই চণ্ডালও পূজনীয়)।

অনুবাদ—চতুর্বেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণও যদি ভক্তিহীন হয়, তবে সে আমার প্রিয় নয়। আমার ভক্ত যদি চণ্ডালও হয়, তবে সেই আমার প্রিয়। তাঁকে দান করবে এবং তাঁর কাছ থেকেই দান গ্রহণ করবে। আমি যেমন পূজনীয়—সেও তেমনি পূজনীয়।

এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দোঁহার মাথায় ধরিল চরণ॥ ৪৯
প্রভুকৃপা পাঞা দোঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি॥ ৫০

তথাহি—শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যম্

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥ ৩

অন্বয়—**মহাবদান্যায়** (মহানদাতা); **কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়** (কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা); **কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে**—(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক); **গৌরত্বিষে কৃষ্ণায়** (গৌরকান্তি কৃষ্ণ); **তে নমঃ নমঃ** (তোমাকে বারবার নমস্কার)।

অনুবাদ—কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক গৌরকান্তি কৃষ্ণ তোমাকে বারবার প্রণাম।

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১ সর্গে
২ শ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যম্

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥ ৪

অন্বয়—**দয়ালুঃ যঃ** (দয়ালু যিনি—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য); **অজ্ঞানমত্তং** (অজ্ঞানমত্ত); **ভুবনং** (জগদ্বাসীকে); **স্ব প্রেমসম্পৎসুধয়া** (নিজ প্রেমরূপ সম্পদ সুধাদ্বারা); **উল্লাঘয়ন্** (সংসার-ব্যাধি হইতে মুক্তি দিয়া); **অপি** (ও); **প্রমত্তং অকরোৎ** (প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন); **অমুং অদ্ভুতেহং** (সেই অদ্ভুত লীলাকারী); **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে** (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আশ্রয় করি)।

অনুবাদ—পরম দয়াবশত যিনি অজ্ঞানমত্ত জগদ্বাসীকে নিজ প্রেমসম্পত্তিরূপ অমৃতদ্বারা সংসার ব্যাধি থেকে মুক্ত করে তাদের প্রেমে উন্মত্ত করেছেন, সেই অদ্ভুত লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হলাম।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
সনাতনের বার্তা কহ, তাঁহারে পুছিলা॥ ৫১
শ্রীরূপ কহেন তেঁহো বন্দী হয় রাজঘরে।
'তুমি যদি উদ্ধার' তবে হইবে উদ্ধারে॥ ৫২
প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সভে হইবে মিলন॥ ৫৩
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা।
রূপ গোসাঞি সে দিবস তথাই রহিলা॥ ৫৪
ভট্টাচার্য দুই ভাইর নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ প্রসাদ-পাত্র দুই ভাই পাইল॥ ৫৫
ত্রিবেণী উপরে প্রভুর বাসাঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান॥ ৫৬
সেকালে বল্লভ ভট্ট রহে আড়ৈল গ্রামে।
'মহাপ্রভু আইলা' শুনি আইল তাঁর স্থানে॥ ৫৭
তেঁহো দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল কথোক্ষণ॥ ৫৮
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল॥ ৫৯
অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ ভট্টের মন॥ ৬০

তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁহারে মিলাইল॥ ৬১
দূর হৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হৈয়া॥ ৬২
ভট্ট মিলিবারে যায় দোঁহে পলায় দূরে।
'অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে॥' ৬৩
ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ॥ ৬৪
'ইহাঁ না স্পর্শিও ইঁহো জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥' ৬৫
দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি॥ ৬৬
দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্তন।
এ দুই অধম নহে হয় সর্বোত্তম॥ ৬৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৭) শ্লোকে
কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যম্

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ৫

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় একাদশ পরিচ্ছেদের ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৯০)]

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥ ৬৮

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে
দ্বাদশং শ্লোকঃ

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি
দগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো
ন বেদাঢ্যোঽপি নাস্তিকঃ॥ ৬

অন্বয়—সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধ-দুর্জাতি-কল্মষঃ (যাহার নীচকুলে জন্মহেতু পাপসমূহ সদ্ভক্তি বা উত্তমা ভক্তিরূপ জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে এতাদৃশ) ; শুচিঃ (পবিত্র) ; শ্বপাকঃ অপি (চণ্ডালও) ; বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) ; শ্লাঘ্যঃ (প্রশংসনীয়-বরণীয়) ; নাস্তিকঃ বেদাঢ্যঃ অপি (নাস্তিক—ভক্তিহীন বেদজ্ঞ হইলেও) ; ন (নহে—পূজনীয় নহে)।

অনুবাদ—যে চণ্ডাল হয়েও সদাচারী, উত্তমা ভক্তি বা অনন্যা ভক্তির জ্বলন্ত অগ্নিতে যার নীচকুলে জন্মহেতু পাপসমূহ ভস্মীভূত হয়েছে, সে চণ্ডাল হলেও পণ্ডিতগণের বরণীয়। অথচ সর্ব-বেদজ্ঞ হয়েও ভগবদ্ভক্তিহীন হলে তিনি আদরণীয় বা পূজনীয় নন।

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে
একাদশঃ শ্লোকঃ

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥ ৭

অন্বয়—ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ (ভগবানে যাঁহার ভক্তি নাই, এমন ব্রাহ্মণাদি উত্তম জাতি) ; শাস্ত্রং (বেদাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন) ; জপঃ তপঃ (মন্ত্রাদিজপ তপস্যা) ; অপ্রাণস্য দেহস্য মণ্ডনং ইব লোকরঞ্জনম্ (প্রাণহীন দেহের ভূষণের ন্যায় লোকরঞ্জন মাত্র)।

অনুবাদ —ভগবানে ভক্তিহীন জনের ব্রাহ্মণাদি উত্তমজাতি, বেদাদিশাস্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, তপস্যা—এসবই মৃতদেহের অলংকারের মতো লোকরঞ্জন মাত্র অর্থাৎ মৃতদেহ অলংকার দিয়ে সাজানোর মতোই নিরর্থক।

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তিসার।
সৌন্দর্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার॥ ৬৯
স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চঢ়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া॥ ৭০
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥ ৭১
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সভার মনে হৈল ভয় কাঁপ॥ ৭২
আস্তে ব্যস্তে সভে ধরি প্রভুরে উঠাইলা।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥ ৭৩
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকা ঝলকে ভরে জল॥ ৭৪
যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য হৈল মন।
দুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ॥ ৭৫

দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ধৈর্য হৈল।
আড়েলের ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল॥ ৭৬
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া॥ ৭৭
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনি করিল প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন॥ ৭৮
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্বাস পরাইল॥ ৭৯
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্যে মান্য করি পাক করাইল॥ ৮০
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপ গোঁসাঞি দুই ভাইর করাইল ভোজনে॥ ৮১
ভট্টাচার্য শ্রীরূপে দেয়াইলা অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ॥ ৮২
মুখবাস[ক] দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন॥ ৮৩
প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে॥ ৮৪
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা[খ] পণ্ডিত বড় বৈষ্ণবমহাশয়॥ ৮৫
আসি তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বোলে প্রভুর বচন॥ ৮৬
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কৈল, কহ কৃষ্ণের বর্ণন॥ ৮৭
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল॥ ৮৮

তথাহি—পদ্যাবল্যাম্ (১২৭)

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দনং বন্দে
যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥ ৮

অন্বয়—ভবভীতাঃ (সংসার ভয় কাতর) ; অপরে শ্রুতিং (কেহ শ্রুতিকে) ; ইতরে স্মৃতিং (অন্য কেহ স্মৃতিকে) ; অন্যে ভারতং ভজন্তু (কেহবা মহাভারতকে ভজন করুক) ; অহং ইহ (আমি এই ভবভয় হরণে) ; নন্দং বন্দে (নন্দকে প্রণাম করি) ; যস্য অলিন্দে পরং ব্রহ্ম (যাঁহার অঙ্গনে পরম ব্রহ্ম বিরাজিত)।

অনুবাদ—সংসার ভয়ে ভীত হয়ে কেউ শ্রুতিকে, কেউ স্মৃতিকে, কেউ বা মহাভারতকে ভজনা করে চলেন। এই ভবভয়হরণে আমি কিন্তু সেই শ্রীনন্দ মহারাজকে বন্দনা করি, যাঁর আঙিনায় পরব্রহ্ম বিরাজিত।

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
'আগে কহ' প্রভুবাক্যে উপাধ্যায় কহিল॥ ৮৯

তথাহি—পদ্যাবল্যাম্ (৯৯)

কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি
কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে
গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম॥ ৯

অন্বয়—কং প্রতি (কাহার নিকটে) ; কথয়িতুং ঈশে (বলিতে সমর্থ হইব) ; সম্প্রতি কো বা প্রতীতিং আয়াতু (এক্ষণে কে-ই বা বিশ্বাস করিবে ?) ; গোপতিতনয়াকুঞ্জে (যমুনাতীরস্থ কুঞ্জমধ্যে) ; গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম (গোপবধূগণের উপপতি পরব্রহ্ম বিরাজিত)।

অনুবাদ—কার কাছে বা একথা বলব, কে-ই বা আমার কথা বিশ্বাস করবে যে যমুনার তীরে নিকুঞ্জবনে অল্পবয়স্কা গোপবধূ সঙ্গে স্বয়ং ভগবান বিহার করছেন।

প্রভু কহে 'কহ', তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ মন আলুইলা[গ]॥ ৯০
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
'মনুষ্য নহে ইঁহো কৃষ্ণ' করিল নির্ধার॥ ৯১
প্রভু কহে, উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কা'য়।
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায়॥ ৯২

[ক]মুখবাস—এলাচাদি মুখশুদ্ধি।
[খ]তিরোহিতা—ত্রিহুত দেশীয় ; মৈথিল।
[গ]আলুইলা—অবশের মতো হল।

শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কা'য়[ক]।
'পুরী মধুপুরী বরা'[খ] কহে উপাধ্যায়॥ ৯৩
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর[গ] শ্রেষ্ঠ মান কা'য়।
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়॥ ৯৪
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কা'য়।
'আদ্য এব পরো রসঃ' [ঘ]কহে উপাধ্যায়॥ ৯৫
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদগদ স্বরে॥ ৯৬

তথাহি—পদ্যাবল্যাং (৮৩)

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥ ১০

অন্বয়—শ্যামং এব পরং রূপং (শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠরূপ) ; পুরী মধুপুরী বরা (ধামের মধ্যে মথুরাপুরীই শ্রেষ্ঠ) ; বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং (কৈশোর বয়সই ধ্যেয় অর্থাৎ আরাধ্য) ; আদ্যঃ রসঃ এব পরঃ (আদি অর্থাৎ মধুর রসই শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের নানারূপের মধ্যে শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ, নানা ধামের মধ্যে ব্রজধামই শ্রেষ্ঠধাম, নানান বয়সের মধ্যে কৈশোরই শ্রেষ্ঠ বয়স এবং নানান রসের মধ্যে শৃঙ্গার অর্থাৎ মধুর রসই শ্রেষ্ঠ রস।

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্তন॥ ৯৭
দেখি বল্লভ ভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল॥ ৯৮
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভুর দর্শনে সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল॥ ৯৯
ব্রাহ্মণ সকলে করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ ভট্ট তা-সভারে করেন নিবারণ॥ ১০০
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোঁসাঞি মধ্য যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাব ইহাঁ না দিব রহিতে॥ ১০১
যার ইচ্ছা প্রয়াগে যাই কর নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন॥ ১০২
গঙ্গাপথে মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোঁসাঞি লইয়া॥ ১০৩
লোক ভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপ গোঁসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥ ১০৪
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥ ১০৫
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥ ১০৬
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব তত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিলা॥ ১০৭
শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল।
প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সব আচরিল॥ ১০৮
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥ ১০৯

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৯ অঙ্কে ৪৮ শ্লোকে

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥ ১১

অন্বয়—কালেন (কালপ্রভাবে) ; বৃন্দাবনকেলি-বার্তা (বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা কথা) ; লুপ্তা (বিলুপ্ত-অপ্রচলিত) ; ইতি তাং (এজন্য তাহাকে—সেই লীলাকথাকে) ; বিশিষ্য খ্যাপয়িতুং (বিশেষ করিয়া জগতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত) ; দেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব) ; তত্রৈব রূপং চ সনাতনং চ (সেই বিষয়ে শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে) ; কৃপামৃতেন (কৃপারূপ অমৃতদ্বারা) ; অভিষিষেচ (অভিষিক্ত করিয়াছিলেন)।

[ক]কাঁয় — কাহাকে। শ্যামমেব পরং রূপং — অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপকেই শ্রেষ্ঠ মানি।

[খ]পুরী মধুপুরী বরা — পুরীর মধ্যে মধুপুরী অর্থাৎ মথুরামণ্ডলের মধ্যে বৃন্দাবনকে শ্রেষ্ঠ বলে মানি।

[গ]বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই তিন বয়সের মধ্যে কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ।

[ঘ]আদ্য এব পরো রসঃ — আদিরস অর্থাৎ মধুর রসই শ্রেষ্ঠরস।

অনুবাদ—কালপ্রভাবে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা কথা বিলুপ্ত হলে আবার তা বিশেষ করে জগতে প্রকাশ করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে কৃপারূপ অমৃতদ্বারা অভিষিক্ত করেছিলেন।

তথাহি—তত্রৈব ৯ অঙ্কে ৪২ শ্লোকে

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত এবাপ্যমূর্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমে নানুজগ্রাহ দেবঃ॥ ১২

অন্বয়—**যঃ** (যিনি—সে শ্রীরূপ) ; **প্রাক্ এব** (পূর্বেই সংসারাশ্রমে থাকিয়াই) ; **প্রিয়গুণগণৈঃ** (প্রিয় শ্রীচৈতন্যের গুণের দ্বারা) ; **গাঢ়বদ্ধ অপি** (সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াও) ; **গেহাধ্যাসাৎ মুক্তঃ** (গৃহাসক্তি হইতে মুক্ত) ; **[যস্মিন্]** (যাঁহাতে—যে শ্রীরূপ) ; **অমূর্তঃ এব অপি** (স্বরূপে অমূর্ত হইয়াও) ; **পরঃ রসঃ মূর্তঃ** (শ্রেষ্ঠরস -শৃঙ্গাররস মূর্ত) ; **[বভূব]** (হইয়াছিল) ; **অনুপমেন সমং** (অনুপমের সহিত) ; **তং শ্রীরূপং** (সেই শ্রীরূপকে) ; **দেবঃ** (শ্রীচৈতন্যদেব) ; **প্রেমালাপৈঃ** (প্রেমালাপ দ্বারা) ; **দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ** (দৃঢ়তর আলিঙ্গন রঙ্গে) ; **প্রয়াগে অনুজগ্রাহ** (প্রয়াগে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—যিনি আগে থেকেই অর্থাৎ সংসার-আশ্রমে থেকেই শ্রীচৈতন্যের গুণে বাঁধা পড়েছিলেন বলে সংসারে বাঁধা পড়েননি, শৃঙ্গার রস রূপহীন হয়েও যাঁর মধ্যে রূপলাভ করেছিল (অর্থাৎ শ্রীরূপ গোস্বামীর বর্ণনায় শৃঙ্গাররস যেন একেবারে মূর্তিধারণ করেছিল), সেই শ্রীরূপগোস্বামীকে ও সেই সঙ্গে অনুপমকে (শ্রীবল্লভ) শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগে প্রেমালাপ ও দৃঢ় আলিঙ্গনের আনন্দ দিয়ে অনুগ্রহ করেছিলেন।

তথাহি—তত্রৈব ৯ অঙ্কে ৪৩ শ্লোকে

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥ ১৩

অন্বয়—**প্রিয়স্বরূপে** (স্বরূপ গোস্বামী যাঁহার প্রিয়) ; **দয়িতস্বরূপে** (যিনি প্রভুর দয়িতের স্বরূপ-তুল্য) ; **স্বরূপে** (যিনি প্রভুর সহিত অভিন্নরূপ) ; **সহজাভিরূপে** (যিনি স্বভাবতই সুন্দর) ; **নিজানুরূপে** (প্রেমপ্রচারে যিনি প্রভুর সদৃশ) ; **একরূপে** (যাঁহার রূপ প্রভুর রূপের তুল্য) ; **স্ববিলাসরূপে** (যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব নিরূপণ করেন) ; **রূপে** (সেই শ্রীরূপ গোস্বামীতে) ; **প্রভুঃ প্রেম ততান** (শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—স্বরূপ গোস্বামী যাঁর প্রিয়পাত্র (অথবা যিনি প্রভুর প্রিয়ের স্বরূপতুল্য), যিনি প্রভুর দয়িতের স্বরূপতুল্য অর্থাৎ অভিন্ন, যিনি স্বভাবতই সুন্দর, প্রেম প্রচারে যিনি প্রভুর সমান, যাঁর রূপ প্রভুর রূপেরই তুল্য, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ অর্থাৎ প্রভুর সঙ্গে একাত্ম সেই শ্রীরূপগোস্বামীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেম বিতরণ করেছিলেন।

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ-সনাতনে॥ ১১০
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সভার কৃপা গৌরবপাত্র॥ ১১১
কেহো যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥ ১১২
'কহ—তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন।
কৈছে রহে বৈরাগ্য, কৈছে বা ভোজন॥ ১১৩
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।'
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥ ১১৪
অনিকেতন[ক] দোঁহে রহে, যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥ ১১৫
বিপ্র-গৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী[খ]।
শুষ্ক রুটী চানা চাবায় ভোগ পরিহরি॥ ১১৬

[ক]অনিকেতন—নির্দিষ্ট বাসস্থানহীন।

[খ]মাধুকরী — মধুকর বা ভ্রমরের বৃত্তি। ভ্রমর যেমন পুষ্পকে পীড়ন না করে বিভিন্ন পুষ্প থেকে বিন্দু বিন্দু মধু সংগ্রহ করে, তেমনি বৈরাগীও গৃহস্থকে পীড়ন না করে সন্তুষ্ট চিত্তে দ্রব্য গ্রহণ করেন ; এই বৃত্তিকে বলে মাধুকরী।

করোয়া মাত্র হাথে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্তন উল্লাস॥ ১১৭
অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ-ভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-সংকীর্তনে সেহো নহে কোন দিনে॥ ১১৮
কভু ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন॥ ১১৯
এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময়॥ ১২০
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে।
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে॥ ১২১

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং ২ শ্লোকে

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং
বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে
চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৪

অন্বয়—বরাকরূপঃ অপি (ক্ষুদ্ররূপ হইয়াও) ; অহং (আমি—শ্রীরূপ) ; হৃদি যস্য প্রেরণয়া (হৃদয়ে যে শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায়) ; প্রবর্তিতঃ (গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবর্তিত হইয়াছি) ; তস্য হরেঃ চৈতন্যদেবস্য (সেই হরি শ্রীচৈতন্যদেবের) ; পদকমলং বন্দে (চরণ-কমলকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ—আমি অতি ক্ষুদ্র হয়েও হৃদয়ে যাঁর প্রেরণা পেয়ে গ্রন্থ রচনায় (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক গ্রন্থ) প্রবৃত্ত হয়েছি, সেই হরি শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমলকে আমি বন্দনা করি।

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥ ১২২
প্রভু কহে শুন রূপ! ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥ ১২৩
পারাবার শূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥ ১২৪
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥ ১২৫
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥ ১২৬

তথাহি—শ্রুতিব্যাখ্যা-ধৃতঃ শ্লোকঃ
(ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

কেশাগ্রশতভাগস্য
শতাংশএসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং
সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥ ১৫

অন্বয়—অয়ং জীবঃ (এই জীব) ; কেশাগ্র শতভাগস্য চ (কেশাগ্রের শত ভাগের) ; শতাংসস-দৃশাত্মকঃ (শতাংশতুল্য) ; সূক্ষ্মস্বরূপঃ (সূক্ষ্মস্বরূপ বিশিষ্ট) ; সংখ্যাতীত হি চিৎকণঃ (অসংখ্য চিৎকণিকাতুল্য)।

অনুবাদ—একটি চুলের আগাকে একশ ভাগ করে তার এক ভাগকে আবার একশ ভাগ করলে যে অতি ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায়—তা-ই জীবের স্বরূপ ; যা চৈতন্যস্বরূপের কণাতুল্য এবং সংখ্যায় অনন্ত।

তথাহি—পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে (৮১)

বালাগ্র-শতভাগস্য
শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়
ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ॥ ১৬

অন্বয়—স জীবঃ (সেই জীব) ; বালাগ্র শতভাগস্য চ (কেশাগ্রের শত ভাগের) ; শতধা কল্পিতস্য ভাগঃ (শতাংশের একভাগ) ; বিজ্ঞেয় (জানিবে) ; ইতি চ পরা শ্রুতিঃ আহ (ইহাই পরাশ্রুতি বলেন)।

অনুবাদ—একটি চুলের আগাকে শত ভাগ করে তার এক ভাগকে আবার শত ভাগ করলে যে একটি ভাগ পাওয়া যায়, জীব তারই মতো ক্ষুদ্র—পরাশ্রুতি এ কথা বলেন।

তথাহি-শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৬।১১) শ্লোকঃ

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ॥ ১৭

অন্বয়—অহং (আমি) ; সূক্ষ্মাণাং অপি (সূক্ষ্মবস্তু সমূহের মধ্যেও) ; জীবঃ (জীব)।

অনুবাদ—শ্রীভগবান বলছেন—সূক্ষ্মবস্তু-সমূহের মধ্যে আমি জীব।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩০)

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব ! নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥ ১৮

অন্বয়—ধ্রুব (হে নিত্য) ; অপরিমিতাঃ ধ্রুবাঃ (অসংখ্য এবং নিত্য) ; তনুভৃতাঃ (জীবগণ) ; যদি সর্বগতাঃ (যদি সর্বগত বা ব্যাপক হয়) ; তর্হি (তাহা হইলে) ; শাস্যতা (ঈশ্বরের শাসনাধীনত্ব) ; ইতি নিয়মঃ ন (এই নিয়ম থাকে না) ; ইতরথা ন (অন্যথায় জীব যদি সর্বগত না হয়, তাহা হইলে শস্য তার অধীন হয় না) ; চ যন্ময়ং অজনি (অধিকন্তু যাহার বিকাররূপে জীব উৎপন্ন হয়) ; তৎ অবিমুচ্য (তাহা কারণত্ব হেতু পরিত্যাগ না করিয়া) ; নিয়ন্তৃ ভবেৎ (নিয়ামক হয়) ; সমং অনুজানতাং (যাহারা জীবকে তোমার সমান বলিয়া জানে বা মনে করে, তাহাদের) ; যৎ মতং (এই যে মত) ; তৎ মতদুষ্টতয়া অমতং (তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া দোষযুক্ত)।

অনুবাদ—শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন— হে নিত্য ! জীবগণ যদি ঈশ্বরের মতোই অপরিমিত, নিত্য এবং সর্বব্যাপক হয়, তাহলে তারা আর ঈশ্বরের শাসনাধীন নয়, একথা ঠিক। কিন্তু অন্যরূপ হলে অর্থাৎ জীব ব্যাপক না হয়ে সূক্ষ্ম হলে জীব ঈশ্বরের শাসনাধীন, এই নিয়মের ব্যাঘাত হয় না ; অধিকন্তু যার বিকাররূপে জীব বা কার্য জন্মায়, কারণত্ব ত্যাগ না করেও তা সেই জীবের বা কার্যের নিয়ামক হয় ; (সুতরাং ঈশ্বর থেকে জীবের উৎপত্তি বলে ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব নিয়মের অধীন)। যারা জীবকে তোমার সমান বলে জানে বা মনে করে তাদের এই যে মত তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে দোষযুক্ত।

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্যক জলস্থলচর বিভেদ॥ ১২৭
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥ ১২৮
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম নাহি গণে॥ ১২৯
ধর্মাচারিগণ মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥ ১৩০
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত॥ ১৩১
কৃষ্ণ-ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি[ক]-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥ ১৩২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৫) শ্লোকঃ

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ১৯

অন্বয়—মহামুনে (হে মহামুনে !) ; মুক্তানাং (জীবন্মুক্তগণের) ; সিদ্ধানাং (সিদ্ধিপ্রাপ্ত) ; অপি কোটিষু (কোটি জন মধ্যে) ; অপি প্রশান্তাত্মা (ও প্রশান্তচিত্ত) ; নারায়ণপরায়ণঃ (নারায়ণ সেবাপরায়ণ) ; সুদুর্লভঃ (সুদুর্লভ)।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেবের প্রতি পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—'হে মহামুনি ! যাঁরা জীবন্মুক্ত ও সিদ্ধপুরুষ, কোটি কোটি সেইসব জীবন্মুক্ত বা সিদ্ধ ব্যক্তি থেকেও নারায়ণের সেবাপরায়ণ একজন ভক্ত সুদুর্লভ।'

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে[খ] পায় ভক্তিলতা বীজ॥ ১৩৩
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন জলে করয়ে সেচন॥ ১৩৪
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥[গ] ১৩৫

[ক]ভুক্তি—পরকালের স্বর্গাদি ভোগ বা ইহকালের সুখভোগ।

[খ]গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে—গুরুকৃপায় বা কৃষ্ণকৃপায়।

[গ]বিরজা—কারণসমুদ্র ;

ব্রহ্মলোক—বিরজা ও পরব্যোমের মধ্যবর্তী জ্যোতির্ময় ধামকে ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক বলে।

পরব্যোম— ব্রহ্মলোক ও কৃষ্ণলোকের মধ্যবর্তী

তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ ১৩৬
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল॥ ১৩৭
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥[ক] ১৩৮
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হস্তী[খ] যৈছে না হয় উদ্গম॥ ১৩৯
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥[গ] ১৪০
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি[ঘ] জীব-হিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥ ১৪১
সেক জল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাঢ়িতে না পায়॥ ১৪২
প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন॥ ১৪৩
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥ ১৪৪
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥ ১৪৫
এইত পরম ফল—পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ[ঙ]॥ ১৪৬

ভগবদ্ধাম। বৈকুণ্ঠ, শিবলোক প্রভৃতি সকল ভগবদ্ধাম এই পরব্যোমে অবস্থিত। এই পরব্যোমের অধিপতি হলেন নারায়ণ।

[ক]বৈষ্ণব অপরাধ—ছয় প্রকার বৈষ্ণব অপরাধ আছে যথা—বৈষ্ণবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অনাদর করা, ক্রোধ করা কিংবা বৈষ্ণবকে দেখে হর্ষ প্রকাশ না করা।

হাতী মাতা—মাতা অর্থাৎ মত্ত হস্তী। বৈষ্ণব অপরাধকে মত্ত হাতীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

[খ]অপরাধ হস্তী—অপরাধ রূপ হাতি যেন না জন্ম নেয়।

[গ]ভুক্তি-মুক্তি-বাসনারূপ পরগাছা ভক্তিকে পুষ্ট হতে দেয় না।

[ঘ]কুটিনাটি—সকল বিষয়েই কুতর্ক ; কুটিলতা।

[ঙ]চারি পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

তথাহি—ললিতমাধবে (৫।৬)

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাম্
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি॥ ২০

অন্বয়—মধুরিপুবশীকার সিদ্ধৌষধীনাং (শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণে সিদ্ধৌষধিতুল্য) ; প্রেম্ণাং গন্ধ অপি (প্রেমের লেশমাত্রও) ; যাবৎ (যে পর্যন্ত) ; অন্তঃকরণ সরণী পান্থতাং (চিত্তপথের পথিকত্ব) ; ন প্রয়াতি (প্রাপ্ত না হয়) ; তাবৎ এব ঋদ্ধা (সে পর্যন্তই সমৃদ্ধিশালিনী) ; সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা (অণিমাদি সিদ্ধি সমূহের উৎকৃষ্টতা) ; সত্যধর্মা (সত্য ধর্ম হইতে জাত) ; সমাধিঃ (চিত্তের একাগ্রতা) ; গুরুরপি ব্রহ্মানন্দঃ চমৎকারয়তি (মহা ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ চমৎকারিতা সম্পাদন করে)।

অনুবাদ— শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণ বিষয়ে অব্যর্থ ওষধিস্বরূপ প্রেমভক্তি সামান্য মাত্রও যে পর্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হয়, সে পর্যন্তই সমৃদ্ধিশালিনী অণিমাদি সিদ্ধিসমূহের উৎকৃষ্টতা, সত্যধর্মজাত অর্থাৎ সত্য, শৌচ, দান ও তপস্যাদি থেকে উৎপন্ন সেই যোগজনিত সমাধি এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভবজনিত মহানন্দ ও চমৎকারিতা সম্পাদন করতে পারে।

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥ ১৪৭
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥[চ] ১৪৮
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে[ছ] ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥ ১৪৯

[চ]অন্য বাঞ্ছা—শ্রীকৃষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য বাসনা।

অন্য পূজা—শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতাদির পূজা।

ছাড়ি জ্ঞানকর্ম — নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান এবং স্বর্গাদি সুখভোগের জন্য কর্ম করা।

আনুকূল্যে — সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলভাবে সেবা-অনুশীলন।

[ছ]পঞ্চরাত্রি—নারদ-পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থ।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে ভক্তি-সামান্যলহর্য্যাং (১।১।১০) নারদপঞ্চরাত্রবচনম্

সর্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ ২১

অন্বয়—হৃষীকেণ (ইন্দ্রিয়দ্বারা) ; **সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং** (সর্বপ্রকার উপাধিশূন্য) ; **তৎপরত্বেন** (একনিষ্ঠতার সঙ্গে) ; **নির্মলং** (নির্মল) ; **হৃষীকেশ-সেবনং** (ইন্দ্রিয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে) ; **ভক্তি উচ্যতে** (ভক্তি বলে)।

অনুবাদ—একনিষ্ঠতার সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা—যা সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত ও নির্মল, সেই সেবাকে ভক্তি বলে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে (১১-১৪)

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ২২
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ২৩
সালোক্য সার্ষ্টি-সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনংজনাঃ॥ ২৪

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩৪-৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭০)]

তথাহি—তত্রৈব দ্বাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যম্

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ২৫

অন্বয়—যেন (যাহার দ্বারা) ; **ত্রিগুণাং** (ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে) ; **অতিব্রজ্য** (অতিক্রম করিয়া) ; **মদ্ভাবায় উপপদ্যতে** (আমার প্রেম লাভের যোগ্য হয়) ; **সঃ এব** (তাহাই) ; **আত্যন্তিকঃ ভক্তিযোগাখ্যঃ উদাহৃতঃ** (আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে কথিত হয়)।

অনুবাদ—দেবহূতিকে কপিলদেব বললেন—মা ! যার দ্বারা ত্রিগুণাত্মক মায়াকে অতিক্রম করে (সাধক) ভগবানে প্রেমলাভের যোগ্য হয় —তাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলে।

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ ১৫০

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (১৫)—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ২৬

অন্বয়—ভক্তিমুক্তিস্পৃহা পিশাচী (ভুক্তি-মুক্তি-বাসনারূপা পিশাচী) ; **যাবৎ হৃদি বর্ততে** (যে পর্যন্ত হৃদয়ে বাস করে) ; **তাবৎ অত্র** (সেই পর্যন্ত হৃদয়ে) ; **ভক্তিসুখস্য** (ভক্তিসুখের) ; **কথং অভ্যুদয়ঃ ভবেৎ** (কীরূপে আবির্ভাব হইতে পারে) ?

অনুবাদ—যে পর্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি বাসনারূপা পিশাচী হৃদয়ে বাস করে, সে পর্যন্ত কীভাবে ভক্তিসুখের আবির্ভাব হবে ?

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥[ক] ১৫১
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম—স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব[খ] হয়॥ ১৫২
যৈছে বীজ, ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ডসার।
শর্করা-সিতা-মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর॥[গ] ১৫৩

[ক]সাধনভক্তি হল শ্রবণ-কীর্তনাদি, এর দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে প্রেম আত্মপ্রকাশ করে থাকে ; এই আত্মপ্রকাশের প্রথম অবস্থাই রতি বা ভাব। রতির গাঢ় অবস্থার নাম প্রেম।

[খ]রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব—প্রণয়ের উৎকর্ষবশত শ্রীকৃষ্ণলাভের সম্ভাবনায় যখন অতি দুঃখও চিত্তমধ্যে সুখ বলে অনুভূত হয়, তখন ওই প্রণয়কে রাগ বলে।

যে রাগ নূতন নূতন হয়ে গাঢ়তাবশত প্রিয়কে নব নব করে, কিংবা প্রিয়তম সর্বদা অনুভূত হলেও নবনবায়মানরূপে অনুভব করায়, তাকে অনুরাগ বলে।

অনুরাগ যদি যাবৎ-আশ্রয়বৃত্তি (নিজ আশ্রয়ের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত) হয়ে স্বসংবেদ্য (অনুভবযোগ্য) দশাকে প্রাপ্ত হয়ে যদি সুদীপ্ত সাত্ত্বিকাদি দ্বারা প্রকাশমান হয়, তবে সেই অনুরাগকে ভাব বলে।

ভাবের চরম সীমার নাম মহাভাব।

[গ]বীজ—ইক্ষুবীজ।

এই সব কৃষ্ণভক্তি রসের স্থায়ী ভাব।
স্থায়ী ভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥[ক] ১৫৪
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবে[খ]র মিলনে।
কৃষ্ণ-ভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে॥ ১৫৫
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত মধুর॥ ১৫৬
ভক্তভেদে[গ] রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥ ১৫৭
বাৎসল্যরতি মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি-রস পঞ্চ ভেদ॥ ১৫৮
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুররস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥ ১৫৯
হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয়॥ ১৬০
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্ত মনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক[ঘ] পাইয়ে কারণে॥ ১৬১
শান্তভক্ত নব-যোগেন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্যভাব ভক্ত সর্বত্র সেবক অপার॥[ঙ] ১৬২
সখ্য ভক্ত[চ] শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত পিতা মাতা যত গুরুজন॥ ১৬৩
মধুররস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥ ১৬৪
পুন কৃষ্ণ রতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য-জ্ঞান-মিশ্রা, কেবলা[ছ] ভেদ আর॥ ১৬৫
গোকুলে কেবলারতি ঐশ্বর্য-জ্ঞান-হীন।
পুরীদ্বয়ে[জ] বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য-প্রবীণ॥ ১৬৬
ঐশ্বর্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য কেবলার রীতি॥ ১৬৭
শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্য সখ্য মধুরে ত করে সঙ্কোচন॥[ঝ] ১৬৮

খণ্ডসার — গুড় জ্বাল দিয়ে যে খণ্ড তৈরি হয়, তাকে খণ্ডসার বলে।

সিতা — সাদা চিনি।

[ক]স্থায়ীভাব — হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাবরাশিকে বশীভূত করে যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাকে স্থায়ীভাব বলে।

বিভাব — যাতে এবং যা দ্বারা রত্যাদি-ভাবের আস্বাদন করা যায়, তাকে বিভাব বলে। বিভাব দুপ্রকার — আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দুপ্রকার — বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির বিষয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলে বিষয়ালম্বন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন।

অনুভাব — যে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা চিত্তের ভাব বাইরে প্রকাশ পায়, তাদের অনুভাব বলে। নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, চিৎকার, গাত্রমোটন (গা মোড়ামুড়ি), হুঙ্কার, জৃম্ভণ (হাই), দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা প্রভৃতি অনুভব দ্বারাই চিত্তের সমস্ত ভাবরাশি বাইরে প্রকাশ পায়।

[খ]ব্যভিচারী ভাব — যে সকল ভাব বিশেষরূপে স্থায়ীভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, তাকে ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব বলে।

[গ]ভক্তভেদে — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর — এই পাঁচ ভাবের ভক্তের পাঁচরকম রতি।

[ঘ]সপ্ত গৌণ আগন্তুক — সাতটি গৌণভক্তিরস। শান্তাদি পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস আর হাস্যাদি সাতটি গৌণভক্তিরস ; এই বারোটি ভক্তিরসের আশ্রয় শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্ত।

[ঙ]নব যোগেন্দ্র — কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমশ ও করভাজন — এই নয় জনকে নবযোগেন্দ্র বলে। এঁরা শান্তরসের ভক্ত।

সনকাদি — সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার — এই চারজন ব্রহ্মার মানসপুত্র।

[চ]সখ্যভক্ত — ব্রজলীলায় শ্রীদাম, সুবল, মধুমঙ্গলাদি শুদ্ধ মাধুর্যময় সখ্যভক্ত আর দ্বারকালীলায় ভীম, অর্জুনাদি ঐশ্বর্যমিশ্রিত সখ্য ভক্ত।

[ছ]কেবলা — যে রতিতে কোনো প্রকার ঐশ্বর্যজ্ঞানের গন্ধ নেই, যা শুদ্ধ মাধুর্যময়ী, তার নাম কেবলা রতি। গোকুল অর্থাৎ ব্রজে এই রতি বিদ্যমান।

[জ]পুরীদ্বয় — মথুরা ও দ্বারকায়।

[ঝ]কোনো কোনো স্থানে শান্তরস বা দাস্যরসের ভক্ত যদি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখেন, তবে তাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভাব উদ্দীপন হয় ; কিন্তু ঐশ্বর্য দেখলে সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর রসের ভক্তের প্রীতি সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য জ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল॥ ১৬৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১৪।৪৪।৫১) শ্লোকঃ

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতেন শঙ্কিতৌ॥ ২৭

অন্বয়—দেবকী বসুদেবশ্চ (দেবকী এবং বসুদেব) ; **কৃতসংবন্দনৌ** (প্রণিপাতকারী) ; **পুত্রৌ** (পুত্রদ্বয়—শ্রীকৃষ্ণবলদেবকে) ; **জগদীশ্বরৌ বিজ্ঞায়** (জগদীশ্বর জানিয়া) ; **শঙ্কিতৌ** (ভীত হইয়া) ; **ন সস্বজাতে** (আলিঙ্গন করেন নাই)।

অনুবাদ—দেবকী এবং বসুদেব দুইপুত্র শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে জগদীশ্বর বলে জানতে পেরেছিলেন ; তাই তাঁরা বন্দনা করলেও শঙ্কিত হয়ে তাঁদেরকে আলিঙ্গন করতে পারলেন না।

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য[ক] ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥ ১৭০

তথাহি—শ্রীভগবদগীতায়াম্ একাদশাধ্যায়ে
একচত্বারিংশদ্দ্বাচত্বারিংশৌ শ্লোকৌ

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ২৮
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ২৯

অন্বয়—**তব মহিমানং** (তোমার মহিমা — এই বিশ্বরূপ মহিমা) ; **অজানতা-প্রমাদাৎ** (জানিতাম না বলিয়া প্রমাদবশত) ; **প্রণয়েন বা অপি** (অথবা প্রণয়বশত ও) ; **সখা ইতি মত্বা** (তুমি আমার সখা ইহা মনে করিয়া) ; **হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখে ইতি ময়া প্রসভং যৎ উক্তং** (হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা ইত্যাদি রূপে তিরস্কারের সঙ্গে যাহা বলিয়াছি) ; **বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু** (বিহার, শয়ন, উপবেশন, ভোজনাদি সময়ে) ; **একঃ অথবা তৎসমক্ষং** (একাকি অথবা অন্য সখাদির সাক্ষাতে) ; **অবহাসার্থং** (পরিহাসচ্ছলে) ; **যৎ অসৎকৃতঃ অসি** (যে অনাদৃত হইয়াছ) ; **তৎ অহং** (তাহা আমি) ; **অপ্রমেয়ং ত্বাং** (অচিন্ত্য প্রভাবসম্পন্ন তোমাকে) ; **ক্ষাময়ে** (ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি)।

অনুবাদ—তোমার এই মহিমা (বিশ্বরূপ মহিমা) না জেনে প্রমাদবশত অথবা প্রণয়বশত সখাবোধে প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের ভাবে—হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে প্রভৃতি যে সকল সম্বোধন করেছি, বিহার, শয়ন, উপবেশন, ভোজনাদির সময় একাকি অথবা অন্য সখাদির সামনে যে কিছু অনাদর করেছি, অচিন্ত্য প্রভাবসম্পন্ন তোমাকে তা ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করছি।

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈল পরিহাস।
'কৃষ্ণ ছাড়িবেন' জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥ ১৭১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬০।২৪) শ্লোকঃ

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য কেশান্॥ ৩০

অন্বয়—**সুদুঃখ-ভয়-শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ** (অত্যন্ত দুঃখ, ভয় ও শোকে হতবুদ্ধি) ; **তস্যাঃ** (তাঁহার-রুক্মিণীর) ; **শ্লথদ্বলয়তঃ হস্তাৎ** (শিথিল কঙ্কণ হস্ত হইতে) ; **ব্যজনং পপাত** (ব্যজন পড়িয়া গেল) ; **বিক্লবধিয়ঃ** (হতজ্ঞান) ; [**তস্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ**] (সেই রুক্মিণীর) ; **দেহঃ চ সহসা এব মুহ্যন্** (দেহও তৎক্ষণাৎই মোহপ্রাপ্ত হইয়া) ; **কেশান্ প্রবিকীর্য** (আলুথালু কেশে) ; **বাতবিহতা রম্ভা ইব** (বায়ুতাড়িতা কদলীবৃক্ষের ন্যায়) ; **পপাত** (ভূপতিত হইল)।

অনুবাদ—অত্যন্ত দুঃখ, ভয় ও শোকে হতবুদ্ধি রুক্মিণীর হাতের বালা শিথিল হয়ে গেল এবং তাঁর হাত থেকে চামর মাটিতে পড়ে গেল। বোধশক্তি অবশ হওয়ায় দেহও হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে আলুথালু চুলে

[ক]ধার্ষ্ট্য—ধৃষ্টতা।

ঝড়ের আঘাতে কলাগাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কেবলার শুদ্ধপ্রেমা ঐশ্বর্য না জানে।
ঐশ্বর্য দেখিলেও নিজসম্বন্ধ সে মানে।।[ক] **১৭২**

তথাহি-শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪৫) শ্লোকঃ

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ
সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং
হরিং সামন্যতাত্মজম্।। ৩১

অন্বয়—ত্রয্যা (বেদত্রয়ের কর্মকাণ্ডে— ইন্দ্রাদি দেবতারূপে) ; **উপনিষদ্ভিঃ** (বেদের জ্ঞানকাণ্ডে— ব্রহ্মরূপে) ; **সাংখ্যযোগৈঃ** (সাংখ্যে এবং যোগে — পুরুষ ও পরমাত্মারূপে) ; **সাত্বতৈঃ** (নারদ পঞ্চরাত্রাদিতে—ভগবানরূপে) ; **উপগীয়তমানমাহাত্ম্যং হরিং** (যাঁহার মাহাত্ম্য গীত হয়, সেই হরিকে) ; **সা** (যশোদা) ; **আত্মজং অমন্যত** (স্বীয় গর্ভজ পুত্র মনে করিতেন)।

অনুবাদ —বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগ ও সাত্বতশাস্ত্রগুলিতে যাঁর মাহাত্ম্য গীত হয়, সেই হরিকে যশোদা আপন পুত্র বলে মনে করতেন।

(নারদ-পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রকে সাত্বত-শাস্ত্র বলে।)

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।১৪) শ্লোকঃ

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং
মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না
ববন্ধ প্রাকৃতং যথা।। ৩২

অন্বয়—গোপিকা (যশোদা) ; **অব্যক্তং** (অব্যক্ত) ; **মর্ত্যলিঙ্গং** (নরদেহধারী) ; **অধোক্ষজং তং** (অধোক্ষজ তাঁহাকে—সেই কৃষ্ণকে) ; **আত্মজং মত্বা** (স্বীয় গর্ভজাত পুত্র মনে করিয়া) ; **প্রাকৃতং যথা** (প্রাকৃত বালকের ন্যায়) ; **দাম্না উলূখলে ববন্ধ** (রজ্জু দ্বারা উদূখলে বাঁধিয়াছিলেন)।

ব্যাখ্যা—যাঁকে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদির দ্বারা জানা যায় না, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান যাঁর কাছে পৌঁছাতে পারে না, নরদেহধারী ভগবান সেই শ্রীকৃষ্ণকে আপন পুত্র মনে করে গোপিকা যশোদা প্রাকৃত বালকের মতো উদূখলে দড়ি দ্বারা বেঁধেছিলেন।

তথাহি—তত্রৈব ১৮ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকঃ

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্
শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ
প্রলম্বো রোহিণীসুতম্।। ৩৩

অন্বয় —ভগবান্ কৃষ্ণঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ; **পরাজিতঃ সন্** (খেলায় পরাজিত হইয়া) ; **শ্রীদামানাং** (শ্রীদামকে) ; **ভদ্রসেনঃ চ বৃষভং** (এবং ভদ্রসেন বৃষভকে) ; **প্রলম্ব রোহিণীসুতং** (প্রলম্ব রোহিণীসুত বলদেবকে) ; **উবাহ** (স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—খেলায় পরাজিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্ব বলদেবকে কাঁধে বহন করেছিলেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৩৮-৩৯)
পূর্বার্দ্ধ শ্লোকঃ

ততো গত্বা বনোদ্দেশং
দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং
নয় মাং যত্র তে মনঃ।।
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ
স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।। ৩৪

অন্বয়—ততঃ বনোদ্দেশং গত্বা (তারপর বনপ্রদেশে গমন করিয়া) ; **দৃপ্তা** (গর্বিতা রাধিকা) ; **কেশবং অব্রবীৎ** (কেশবকে বলিলেন) ; **অহং চলিতুং ন পারয়ে** (আমি চলিতে পারি না) ; **যত্র তে মনঃ মাং নয়** (যেখানে তোমার ইচ্ছা আমাকে লইয়া যাও) ; **এবং উক্তঃ** (এইরূপ কথিত হইয়া) ; **স্কন্ধ আরুহ্যতাং** (আমার স্কন্ধে আরোহণ কর) ; **ইতি প্রিয়াং আহ** (ইহা প্রিয়াকে বলিলেন)।

অনুবাদ—এই রকম অভিমানের পর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বনপ্রদেশে গিয়ে গর্বিতা হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে

[ক]শুদ্ধ মাধুর্যময় ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখলেও তা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলে মনে করেন না ; বরং তাঁরা পুত্র, সখা, প্রাণবল্লভ বলেই ভাবেন।

বললেন—আমি আর চলতে পারি না। যেখানে তোমার ইচ্ছা আমাকে সেখানে নিয়ে চল, প্রিয়ার এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তবে তুমি আমার কাঁধে চড়।

তথাহি—তত্রৈব (১০।৩১।১৬) শ্লোকঃ

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্ গীতমোহিতাঃ
কিতব ! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥ ৩৫

অন্বয়—অচ্যুত (হে অচ্যুত !) ; **গতিবিদঃ** (গতিবিৎ) ; **তব উদ্গীতমোহিতাঃ** (তোমার উচ্চ বেণুগীতে মোহিতা) ; **বয়ং** (আমরা) ; **পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্** (পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধবাদিকে) ; **অতিবিলঙ্ঘ্য** (অবহেলা করিয়া) ; **তে অন্তি আগতাঃ** (তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি) ; **কিতব** (শঠ !) ; **নিশি কঃ যোষিতঃ ত্যজেৎ** (রাত্রিতে কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীলোককে পরিত্যাগ করে) ?

অনুবাদ —হে অচ্যুত ! আমাদের আসার কারণ তুমি ভালো করেই জান। আমরা তোমার বেণুগীতে মোহিত হয়ে পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভাই, বন্ধু—সবাইকে উপেক্ষা করে তোমার কাছেই এসেছি। হে শঠ ! রাত্রিকালে কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীলোককে পরিত্যাগ করে ?

শান্তরসে স্বরূপ বুদ্ধ্যে[ক] কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা।
'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি শ্রীমুখ-গাথা॥ ১৭৩

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তিরসলহর্যাম্ (৩।১।২২)

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে-
রিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধে-
রেতাং শান্তরতিং বিনা॥ ৩৬

অন্বয়—**বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা** (বুদ্ধির আমাতে নিষ্ঠতাই) ; **শমঃ** (শম) ; **ইতি শ্রীভগবদ্বচঃ** (ইহা শ্রীভগবানের বাক্য) ; **এতাং শান্তরতিং বিনা** (এইরূপ শান্তরতি ব্যতীত) ; **বুদ্ধেঃ তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা** (বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা অসম্ভব)।

অনুবাদ —বুদ্ধির আমাতে নিষ্ঠাকে শম বলে—এটাই শ্রীভগবানের বাক্য। অতএব শান্তরতি না জন্মালে বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা অর্থাৎ ভগবানে স্থির মতি অসম্ভব।

তথাহি-ভাঃ (১১।১৯।৩৬)

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসম্মর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥ ৩৭

অন্বয়—**বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা** (বুদ্ধির আমাতে নিষ্ঠতাই) ; **শমঃ** (শম) ; **ইন্দ্রিয়সংযমঃ দমঃ** (ইন্দ্রিয় সংযমই দম) ; **দুঃখসম্মর্ষঃ** (দুঃখসহনই) ; **তিতিক্ষা** (তিতিক্ষা) ; **জিহ্বোপস্থজয়ঃ ধৃতিঃ** (জিহ্বা ও উপস্থের জয়ই ধৃতি)।

অনুবাদ—উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবান বললেন—আমাতে বুদ্ধিবৃত্তির নিষ্ঠার নাম শম, ইন্দ্রিয়সংযমের নাম দম, দুঃখ-সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও জননেন্দ্রিয়ের সংযমকে ধৃতি বলে।

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য মানি।
অতএব শান্ত, 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি॥ ১৭৪
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি মানে।
'কৃষ্ণনিষ্ঠা' তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥[খ] ১৭৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৭।২৮) শ্লোকঃ

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ৩৮

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় নবম পরিচ্ছেদের ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৭০)]

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে[গ]॥ ১৭৬
শান্তের স্বভাব[ঘ] কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।

[ক]স্বরূপ বুদ্ধ্যে—শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা এইরকম বুদ্ধিতে যে কৃষ্ণনিষ্ঠা, তাই শান্তরসের স্বরূপ। চতুর্ভুজনারায়ণ শান্ত রসে উপাস্য।

[খ]শান্তরসের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকামনা ছাড়া অন্য কোনো কামনা করেন না, শান্তভক্তের দুটি গুণ হল — কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণবিনা অন্য তৃষ্ণা ত্যাগ।

[গ]ভূতগণে—বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীতে।

[ঘ]শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণ আমারই, এই জ্ঞান শান্তভক্তের নেই। শান্তভক্তের কেবলমাত্র কৃষ্ণের স্বরূপ-জ্ঞান হয়, কিন্তু তার সেবাকার্য নেই।

পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥ ১৭৭
কেবল স্বরূপ-জ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥[ক] ১৭৮
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥ ১৭৯
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ॥ ১৮০
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥ ১৮১
কান্ধে চঢ়ে কান্ধে চঢ়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥ ১৮২
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন॥[খ] ১৮৩
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥ ১৮৪
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম 'পালন'॥ ১৮৫
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥ ১৮৬
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য-জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥ ১৮৭
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্যজ্ঞানিগণে॥ ১৮৮

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১৬ বিলাসে
৯৯ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণবচনম্

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে॥ ৩৯

অন্বয়—ইতি ঈদৃক্ স্বলীলাভিঃ (এবংবিধ স্বীয় লীলাদ্বারা) ; স্বঘোষং (আপন ব্রজবাসী সকলকে) ; আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং (আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জনকারী) ; তদীয়েশিতজ্ঞেষু (নিজ ঐশ্বর্যপরায়ণ জ্ঞানিগণকে) ; ভক্তৈঃ জিতত্বং (ভক্তগণ-কর্তৃক নিজ পরাভূততা) ; আখ্যাপয়ন্তং (খ্যাপনকারী) ; ত্বাং প্রেমতঃ (সেই তোমাকে প্রেমবশত) ; শতাবৃত্তি পুনঃ বন্দে (শত শত বার পুনঃপুন বন্দনা করি) ।

অনুবাদ—তুমি এবংবিধ (দামোদর লীলা ও অন্যান্য বাল্য লীলাদি) লীলাদ্বারা আপন ব্রজবাসী সকলকে আনন্দ সরোবরে ডুবিয়ে রেখেছ এবং যাঁরা তোমায় ঈশ্বর বলে জানে ও উপাসনা করে তাঁদেরও দেখিয়েছ যে তুমি কতখানি ভক্তের অধীন ! ভক্তাধীন সেই তোমাকে প্রেমবশত আমি শত শতবার বন্দনা করি।

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥ ১৮৯
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে[গ] হয় পঞ্চ গুণ॥ ১৯০
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ ১৯১
এই মত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥ ১৯২
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন[ঘ]।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥ ১৯৩
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে॥ ১৯৪
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥ ১৯৫
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।

[ক]দাস্যে, শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠতা তো আছেই, উপরন্তু আছে প্রভুজ্ঞানে সেবা।

[খ]বিশ্রম্ভ-প্রধান—বিশ্বাসপ্রধান ; সখ্যভাবে বিশ্রম্ভময় ভাব অর্থাৎ সর্বপ্রকার সংকোচহীন ভাব এবং পরস্পর সমান জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে থাকে।

চিন—চিহ্ন।

[গ]মধুর রসে—শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসংকোচ, বাৎসল্যের লালন-পালন ; অধিকন্তু মমতাধিক্যবশত নিজাঙ্গ দ্বারা সেবা মধুর রসের এই পাঁচটি গুণ।

[ঘ]দিগ্‌দরশন—সংক্ষিপ্ত বা সূত্রাকারের বর্ণন।

তবে তাঁর পদে রূপ কৈল নিবেদন।। ১৯৬
আজ্ঞা হয় আইসোঁ মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে।। ১৯৭
প্রভু কহে তোমার কর্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন।। ১৯৮
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া।। ১৯৯
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্ছিত হইয়া তেঁহো তাহাঞি পড়িলা।। ২০০
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লৈয়া গেলা।
তবে দুই ভাই[ক] বৃন্দাবনেতে চলিলা।। ২০১
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি।। ২০২
রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখে প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে।। ২০৩
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজগৃহে লঞা গেলা।। ২০৪
তপন মিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।। ২০৫
নিজঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল।। ২০৬

[ক]দুই ভাই—শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম।

ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায়ে ধরি।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি।। ২০৭
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি।। ২০৮
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহো না করিব।। ২০৯
এত জানি তার ভিক্ষা করিল অঙ্গীকার।
বাসা নিষ্ঠা[খ] কৈল চন্দ্রশেখরের ঘর।। ২১০
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা।। ২১১
'মহাপ্রভু আইলা' শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন[গ]।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন।। ২১২
শ্রীরূপ উপরে প্রভুর যৈছে কৃপা হৈল।
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল।। ২১৩
শ্রদ্ধা করি এই কথা যেই জন শুনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্যচরণে।। ২১৪
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। ২১৫

[খ]বাসা নিষ্ঠা — বাসার স্থিতি। প্রভু চন্দ্রশেখরের বাড়িতে থাকতেন, আর তপন মিশ্রের বাড়িতে আহার করতেন।

[গ]শিষ্ট শিষ্ট জন—ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্
ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ॥ ১

অন্বয়—যৎ প্রসাদাৎ (যাঁহার অনুগ্রহে) ; নীচঃ অপি (নীচ ব্যক্তিও) ; ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ স্যাৎ (ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্তক হইয়া থাকে) ; অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং (অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্যশালী) ; [তং] (সেই) ; শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং বন্দে (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ—যাঁর কৃপায় নীচ ব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্তক হয়ে থাকে, অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্যশালী সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এথা গৌড়ে আছে সনাতন বন্দিশালে।
শ্রীরূপ গোঁসাঞির পত্রী আইল হেনকালে ॥ ২
পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা ॥ ৩
তুমি এক জিন্দাপীর[ক] মহাভাগ্যবান্।
কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে তোমার জ্ঞান ॥ ৪
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ ধন দিয়া।
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোঁসাঞা ॥ ৫
পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার ॥ ৬
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার ॥ ৭
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িয়ে কিন্তু করি রাজভয় ॥ ৮
সনাতন কহে তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি লেউটি আইসয়[খ] ॥ ৯
তাঁহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল ॥ ১০
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল।
দাঁড়ুকা[গ] সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল ॥ ১১
কিছু ভয় নাহি আমি এ দেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব ॥ ১২
তথাপি যবনমন প্রসন্ন না দেখিল।
সাতহাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল ॥ ১৩
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া ॥ ১৪
গড়িদ্বার[ঘ] পথ ছাড়িল নারে তাহা যাইতে।
রাত্রিদিনে চলি আইল পাতড়া পর্বতে ॥ ১৫
তথায় এক ভূমিক[ঙ] হয় তার ঠাঞি গেলা।
'পর্বত পার কর আমা' মিনতি করিলা ॥ ১৬
সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাতগণিতা[চ]।
ভূঞা কানে কহে সেই জানি এক কথা ॥ ১৭
ইহার ঠাঁঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয় ॥ ১৮
রাত্রে পর্বত পার করিব নিজলোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥ ১৯
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদী-স্নান ॥ ২০
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে ॥ ২১
এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল ॥ ২২

[ক]জিন্দাপীর—জীবিত পীর বা সিদ্ধ মহাপুরুষ।

[খ]লেউটি আইসয়—ফিরে আসে।

[গ]দাঁড়ুকা—হাতের বেড়ি বা শৃঙ্খল।

[ঘ]গড়িদ্বার — গড়ের বা পরিখার দ্বার, সেখানে রাজপ্রহরী থাকায় ধরা পড়ার ভয়ে সনাতন সে পথে না গিয়ে অপ্রসিদ্ধ পথে পাতড়া-নামক পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন।

[ঙ]ভূমিক—ভূমির মালিক বা জমিদার।

[চ]হাতগণিতা — যে ব্যক্তি হাত দেখে ভাগ্য গণনা করে।

তোমার ঠাঁঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে মোর ঠাঁঞি সাত মোহর হয়॥ ২৩
শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন।
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম॥ ২৪
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঞা কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া॥ ২৫
এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম দেখি কর মোরে পার॥ ২৬
রাজবন্দী আমি গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে, পর্বত আমা দেহ পার করি॥ ২৭
ভূঞা হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে॥ ২৮
তোমা মারি মোহরই আজি লৈতাম রাত্রে।
ভালই হৈল কহিলা তুমি, ছুটি পাপ হৈতে॥ ২৯
সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি পর্বত তোমা পার করি দিব॥ ৩০
গোঁসাঞি কহে কেহো দ্রব্য লইবে আমা মারি।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥ ৩১
তবে গোসাঞি সঙ্গে ভূঁঞা চারি পাইক দিল।
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্বত পার কৈল॥ ৩২
পার হঞা গোঁসাঞি তবে পুছিল ঈশানে।
জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে॥ ৩৩
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ।
গোঁসাঞি কহে মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ॥ ৩৪
তারে বিদায় দিয়া গোঁসাঞি চলিলা একলা।
হাতে করোয়া[ক] ছিঁড়া কন্থা নির্ভয় হইলা॥ ৩৫
চলি চলি গোঁসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে॥ ৩৬
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তার নাম।
গোঁসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম॥ ৩৭
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তাঁর সনে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎশার স্থানে॥ ৩৮
টুঙ্গি[খ]র উপর বসি সেই গোঁসাঞিকে দেখিল।
রাত্রে একজন সঙ্গে গোঁসাঞি পাশ আইল॥ ৩৯
দুই জন মিলি তথা ইষ্ট-গোষ্ঠী কৈল।
ছুটিবার বাত গোঁসাঞি সকলই কহিল॥ ৪০
তেঁহো কহে দিন দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র কর, ছাড় এই মলিন বসনে॥ ৪১
গোঁসাঞি কহে একক্ষণ ইহা না রহিব।
গঙ্গা পার করি দেহ এখনি চলিব॥ ৪২
যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকম্বল[গ] দিল।
গঙ্গা পার করি দিল গোঁসাঞি চলিলা॥ ৪৩
তবে বারাণসী গোঁসাঞি আইলা কথো দিনে।
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে॥ ৪৪
চন্দ্রশেখর ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা॥ ৪৫
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয়, বোলাহ তাঁহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে॥ ৪৬
'দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি' প্রভুরে কহিল।
'কেহ হয় ?' করি প্রভু তাঁহারে পুছিল॥ ৪৭
তেঁহো কহে এক দরবেশ[ঘ] আছে দ্বারে।
'তাঁরে আন,' প্রভুবাক্যে কহিল তাঁহারে॥ ৪৮
প্রভু তোমায় বোলায়, আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ॥ ৪৯
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥ ৫০
প্রভু স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
'মোরে না ছুঁইহ' কহে গদগদ বচন॥ ৫১
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥ ৫২
তবে প্রভু তাঁরে হাথ ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা॥ ৫৩
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ-সম্মার্জন।
তেঁহো কহে—মোরে প্রভু! না কর স্পর্শন॥ ৫৪
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।

[ক]করোয়া—জলপাত্রবিশেষ।

[খ]টুঙ্গি—উচ্চস্থানবিশেষ।

[গ]ভোটকম্বল—ভোট দেশীয় কম্বল।

[ঘ]দরবেশ—মুসলমান ফকির।

ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥ ৫৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।১০) শ্লোকঃ

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৭)]

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১০ বিলাসে ৯১ অঙ্কধৃতম্ ইতিহাস-সমুচ্চয়োক্তভগবদ্বাক্যম্

ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী
মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথ হ্যহম্॥ ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের ২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৬৯)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০) শ্লোকঃ

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৪

অন্বয়—**অরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ** (অরবিন্দ-নাভ শ্রীকৃষ্ণের পদকমল হইতে বিমুখ) ; **দ্বিষড়্ গুণযুতাৎ** (দ্বাদশগুণযুক্ত) ; **বিপ্রাৎ** (ব্রাহ্মণ হইতে) ; **তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং** (যিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে মন-প্রাণ-বাক্য-চেষ্টা-অর্থ অর্পণ করিয়াছেন, এইরূপ) ; **শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে** (চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ মনে করি) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; **সঃ কুলং পুনাতি** (তিনি কুলকে পবিত্র করেন) ; **তু ভূরিমানঃ ন** (কিন্তু অতিশয় গর্বযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ পারেন না)।

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রহ্লাদ বললেন —শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিহীন দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণচরণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ সমর্পণকারী চণ্ডালকেই আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি ; যেহেতু সেই চণ্ডালই বংশকে পবিত্র করে, কিন্তু অতিশয় গর্বযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ তা পারেন না।

তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।
সর্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ॥ ৫৬

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকঃ

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে॥ ৫

অন্বয়—**ত্বাদৃশদর্শনং হি** (তোমার মতো লোকের দর্শনই) ; **অক্ষ্ণোঃ ফলং** (চক্ষুর ফল) ; **ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ** (তোমার মতো লোকের দেহের স্পর্শ) ; **তন্বাঃ ফলং** (দেহের ফল) ; **ত্বাদৃশকীর্তনং হি** (তোমার মতো লোকের গুণাদিকীর্তনই) ; **জিহ্বাফলং** (জিহ্বার ফল) ; **হি লোকে** (যেহেতু লোকমধ্যে) ; **ভাগবতাঃ সুদুর্লভাঃ** (ভগবানের ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ)।

অনুবাদ—পৃথিবী প্রহ্লাদকে বললেন—হে প্রহ্লাদ ! তোমার মতো লোককে (ভক্তকে) দেখেই চোখ সার্থক হয়, তোমার মতো ভক্তের দেহের স্পর্শেই দেহ সার্থক হয়, তোমার মতো ভক্তের গুণাদি কীর্তনই জিহ্বার সার্থকতা ; যেহেতু জগতে ভগবানের ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ।

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন॥ ৫৭
মহারৌরব[ক] হৈতে তোমা করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥ ৫৮
সনাতন কহে—কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥ ৫৯
'কেমনে ছুটিলা ?' বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইল॥ ৬০
প্রভু কহে তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দোঁহে বৃন্দাবন গেলা॥ ৬১
তপন মিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে॥ ৬২
তপন মিশ্র তবে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন॥ ৬৩

[ক]মহারৌরব — রৌরব এক রকম নরক ; সংসার যন্ত্রণাকে মহারৌরবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর, যাহ ইহা লঞা॥ ৬৪
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিঞা তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল॥ ৬৫
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার॥ ৬৬
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতন লঞা গেলা তপন মিশ্র ঘরে॥ ৬৭
পাদ-প্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ মিশ্রেরে কহিলা॥ ৬৮
মিশ্র কহে সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে॥ ৬৯
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
মিশ্র, প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল॥ ৭০
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তেঁহো কৈল নিবেদন॥ ৭১
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন॥ ৭২
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তেঁহো দুই বহির্বাস কৌপীন করিল॥ ৭৩
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণে॥ ৭৪
সনাতন ! তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে॥ ৭৫
সনাতন কহে —আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা নিব॥ ৭৬
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোট-কম্বল পানে প্রভু চাহে বারেবার॥ ৭৭
সনাতন জানিল—এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥ ৭৮
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া কান্থা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে॥ ৭৯
তারে কহে আরে ভাই ! কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কান্থা দেহ মোরে॥ ৮০

সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক[ক] হঞা।
বহু মূল্য ভোট কেনে দিবে কান্থা লঞা॥ ৮১
তেঁহো কহে হাস্য নহে কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ তুমি মোরে দেহ কান্থা খানি॥ ৮২
এত বলি কান্থা লৈল ভোট তারে দিয়া।
গোঁসাঞির ঠাঁঞি আইলা কান্থা গলে দিয়া॥ ৮৩
প্রভু কহে তোমার ভোট-কম্বল কোথা গেল।
প্রভুপদে সব কথা গোঁসাঞি কহিল॥ ৮৪
প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥ ৮৫
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥ ৮৬
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্মহানি হয় লোকে করে উপহাস॥ ৮৭
গোঁসাঞি কহে যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ॥ ৮৮
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল॥ ৮৯
পূর্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তাঁরে উত্তর দিল॥ ৯০
ইঁহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ॥ ৯১

তথাহি—চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থকারস্য বাক্যম্

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্যৈশ্বর্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃকৃপয়োপদিদেশ সঃ॥ ৬

অন্বয়—সঃ ঈশঃ (সেই ঈশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য) ; কৃপয়া সনাতনায় (কৃপা করিয়া সনাতনকে) ; কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্যৈশ্বর্যভক্তিরসাশ্রয়ং (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও ভক্তিরসের আশ্রয় স্বরূপ) ; তত্ত্বং উপদিদেশ (তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ —সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপা করে শ্রীপাদ সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও ভক্তিরস—এ সমস্ত বিষয়ক তত্ত্ব উপদেশ করেছিলেন।

[ক]প্রামাণিক—গণ্যমান্য ব্যক্তি।

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥ ৯২
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥ ৯৩
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য-ব্যবহারে[ক] পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥ ৯৪
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ 'কর্তব্য আমার॥ ৯৫
কে আমি, কেনে আমারে জারে তাপত্রয়[খ]।
ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয়'॥ ৯৬
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥ ৯৭
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়॥ ৯৮
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি[গ] পুছে সাধুর স্বভাব॥ ৯৯

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্যাং ৪৭ অঙ্কে

সদ্ধর্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥ ৭

অন্বয়—**সদ্ধর্মস্য** (ভাগবতধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের) ; **অববোধায়** (জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) ; **যেষাং মতিঃ নির্বন্ধিনী** (যাঁহাদের বুদ্ধি আগ্রহশীল) ; **তেষাং অভীপ্সিতঃ** (তাঁহাদের বাঞ্ছিত) ; **সর্বার্থঃ** (সকল বিষয়) ; **অচিরাৎ এব সিদ্ধ্যতি** (অবিলম্বেই সিদ্ধ হয়)।

অনুবাদ—ভাগবত ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানবার জন্য যাঁদের মতি অতিশয় আগ্রহশীল, তাঁদের বাঞ্ছিত সকল বিষয়ই অবিলম্বে সিদ্ধ হয়।

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে॥ ১০০
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ ১০১
সূর্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক-কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥ ১০২

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৪)

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥ ৮

অন্বয়—**একদেশস্থিতস্য** (একস্থানে অবস্থিত) ; **অগ্নেঃ জ্যোৎস্না যথা** (অগ্নির কিরণ যেমন) ; **বিস্তারিণী** (সর্বদিকে বিস্তারিত হইয়া থাকে) ; **তথা পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ** (সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তি) ; **ইদং অখিলং জগৎ** (এই সমগ্র জগৎ)।

অনুবাদ—এক জায়গায় অবস্থিত আগুনের আলো যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তিও সমগ্র জগতের সর্বত্র ছড়ানো।

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥ ১০৩

তথাহি—তত্রৈব ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ৬ অংশে
৭ম অধ্যায়ে ৬১ শ্লোকঃ

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০৩)]

তথাহি—শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকঃ

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং
প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো !
যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ১০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০৩)]

[ক]গ্রাম্য ব্যবহারে—বৈষয়িক ব্যাপারে।

[খ]জারে তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিন রকম তাপ জর্জরিত করে কেন ?

শারীরিক ও মানসিক (কামক্রোধাদি) তাপকে আধ্যাত্মিক তাপ বলে। মানুষ, পশু, পাখি, পিশাচাদি ও সরীসৃপাদি থেকে যে তাপ বা দুঃখ তাকে আধিভৌতিক তাপ বলে। আর শীত-উষ্ণ, ঝড়-বৃষ্টি, ভূমিকম্প, অগ্নি, বজ্র, দুর্ঘটনা ইত্যাদি থেকে হওয়া দুঃখকে আধিদৈবিক তাপ বলে।

[গ]দার্ঢ্য লাগি—দৃঢ়তার জন্য।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ ১০৪
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥[ক] ১০৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৩৭ শ্লোকঃ

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ১১

অন্বয়—ঈশাৎ অপেতস্য (ভগবদ্‌বিমুখের) ; **তন্মায়য়া** (ভগবানের মায়ার প্রভাবে) ; **অস্মৃতিঃ** (স্বরূপের বিস্মরণ জন্মে) ; **ততঃ বিপর্যয়ঃ** (তাহা হইতে বিপরীত বুদ্ধি) ; **ততঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ** (তাহা হইতে অন্য বিষয়ে দৃঢ় মনোযোগবশত) ; **ভয়ং স্যাৎ** (সংসারভয় জন্মে) ; **অতঃ বুধঃ** (সেইজন্য পণ্ডিতগণ) ; **গুরুদেবতাত্মা** (গুরুই দেবতা—এইরূপ মনে করিয়া) ; **একয়া ভক্ত্যা** (অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা) ; **ঈশং তং আভজেৎ** (সেই ভগবানকে সম্যকরূপে ভজনা করেন)।

অনুবাদ—ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তি ভগবানের মায়ার প্রভাবে নিজের স্বরূপ ভুলে যায় এবং দেহে আত্মাভিমান জন্মে। ফলে ভগবান ছাড়া অন্যবস্তুতে অভিলাষ জন্মে, তা থেকেই জন্মে সংসার ভয় বা ত্রিতাপ জ্বালা। অতএব জ্ঞানীব্যক্তি গুরুতে দেবতা বুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন করে অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে পরমেশ্বরের ভজন করেন।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায়[খ] যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ ১০৬

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দশশ্লোকঃ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১২

অন্বয়—মম এষা দৈবী গুণময়ী (আমার এই অলৌকিক, অত্যদ্ভুতা ত্রিগুণাত্মিকা) ; **মায়া দুরত্যয়া হি** (মায়া দুরতিক্রমণীয়া নিশ্চিত) ; **যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে** (যাঁহারা আমাতেই শরণাপন্ন হন) ; **তে এতাং মায়াং তরন্তি** (তাঁহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন)।

অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমার এই অলৌকিক ও অতি-অদ্ভুতা গুণময়ী মায়া অতিক্রম করা বড়ই কঠিন ; যাঁরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ শরণাপন্ন হয়, কেবল তাঁরাই এই মায়ার কবল থেকে উদ্ধার হতে পারে।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবের কৃপায়[গ] কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥ ১০৭
শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান॥[ঘ] ১০৮
বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্ত্যের সাধন॥ ১০৯

[ক]অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সকল সময়ই জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব হল শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ; এই জীবশক্তি হল শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, এই শক্তি চিদ্রূপা ; তটস্থা শব্দের অর্থ মধ্যবর্তিনী। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান তিন শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তির মধ্যে জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি অপর দুই শক্তির মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে। এরমধ্যে মায়াশক্তি (বহিরঙ্গা) হল জড়। কিন্তু জীবশক্তি চিদ্রূপা হওয়ায় মায়াশক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ। আবার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ শক্তি (অন্তরঙ্গা) পরম শ্রেষ্ঠা। কারণ, স্বরূপ শক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্য অবস্থান করে, জীবশক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে থাকে না। অর্থাৎ জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলে এবং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলে, জীবকে শ্রীকৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ বলা হয়েছে। সুতরাং নিত্যদাস জীবের শ্রীকৃষ্ণসেবাই স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য। জীব সেই কর্তব্য ভুলে যাওয়ায় মায়ার দাসত্ব করে এবং ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করে।

[খ]সাধু-শাস্ত্র কৃপায়—সাধুর কৃপায় ও শাস্ত্রের কৃপায়।

[গ]জীবের কৃপায়—জীবের প্রতি কৃপাবশত।

[ঘ]পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে এবং পরমাত্মারূপে জীবের হৃদয়ে নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তখন জীব বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণই জীবের উদ্ধারকর্তা, জীব শ্রীকৃষ্ণের দাস।

অভিধেয়-নাম—ভক্তি[ক], প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥ ১১০
কৃষ্ণমাধুর্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে আর কৃষ্ণরস আস্বাদন॥ ১১১
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্বজ্ঞ আসি দুঃখী দেখি পুছয়ে তাহারে॥ ১১২
তুমি কেন দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোহে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥ ১১৩
সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ণ-উপদেশে॥ ১১৪
সর্বজ্ঞের বাক্যে—মূল ধন অনুবন্ধ[খ]।
সর্বশাস্ত্রে উপদেশে—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥ ১১৫
'বাপের ধন আছে' জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তের উপায়॥ ১১৬
এই স্থানে আছে ধন, যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী[গ] উঠিবে ধন না পাইবে॥ ১১৭
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ[ঘ] এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥ ১১৮
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-অজাগরে[ঙ]।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সভারে॥ ১১৯
পূর্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি[চ] পড়িবে তোমার হাতেতে॥ ১২০

[ক]অভিধেয়-নাম ভক্তি—অভিধেয়ের নাম অর্থাৎ জীবের কর্তব্যের নামই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির জন্য জীবের কর্তব্য হল ভক্তির সাধন।

[খ]অনুবন্ধ—সম্বন্ধ, প্রাপ্যবস্তু। সর্বজ্ঞের বাক্যে ধনই যেমন প্রাপ্যবস্তু, তেমনি শাস্ত্রবাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাই সম্বন্ধ বা প্রাপ্যবস্তু।

[গ]বরুলী—বোল্‌তা। (কর্মমার্গের সাধন)

[ঘ]যক্ষ—উপদেবতাবিশেষ (জ্ঞানমার্গের সাধন)

[ঙ]কৃষ্ণ-অজাগর—কৃষ্ণবর্ণের অজগর সাপ। (যোগমার্গের সাধন)।

[চ]ধনের জাড়ি—ধনের জালা বা পাত্র। (ভক্তিমার্গের সাধন)

ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥[ছ] ১২১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০) শ্লোকঃ

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥ ১৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৫২)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে একবিংশঃ শ্লোকঃ

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ
শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ১৪

অন্বয়—**সতাং আত্মা প্রিয়ঃ অহং** (সাধুদিগের আত্মা এবং প্রিয় আমি) ; **শ্রদ্ধয়া একয়া ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ** (শ্রদ্ধার সহিত একমাত্র ভক্তির দ্বারা বশীভূত হই) ; **মন্নিষ্ঠা ভক্তিঃ** (আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ভক্তি) ; **শ্বপাকান্ অপি** (চণ্ডালদিগকেও) ; **সম্ভবাৎ পুনাতি** (জন্মদোষ হইতে পবিত্র করে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—সাধুগণের আত্মা এবং প্রিয় আমি কেবলমাত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠিত ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হই। আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ভক্তি চণ্ডালদেরও জন্মদোষ থেকে মুক্ত করে পবিত্র করে।

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥ ১২২
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥ ১২৩
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণপ্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥ ১২৪

[ছ]উপরোক্ত উদাহরণে বলা হল দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক ত্যাগ করে পূর্ব দিকে খনন করলে ধন মিলবে। শাস্ত্রও বলছেন—কর্ম, জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করে ভক্তির সাধন করলেই সহজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যাবে।

'দারিদ্র্যনাশ ভব-ক্ষয়' প্রেমের ফল নয়।
'ভোগ প্রেমসুখ' মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥[ক] ১২৫
বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন ॥ ১২৬
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥ ১২৭

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
ব্যভিচারিলহর্যাং (৪।৭৩)
হরিভক্তিবিলাসে (১।৬৮)

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত-
স্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং
জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং
নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ১৫

অন্বয়—**তে তে পুরাণাগমাঃ** (সেই সেই পুরাণ ও আগমশাস্ত্রসমূহ) ; **চরাচরস্য জগতঃ** (চরাচর জগতের) ; **ব্যামোহায়** (অজ্ঞানতা বৃদ্ধির জন্য) ; **কল্পাবধি** তাং তাং দেবতাং **এবহি** (কল্পকাল পর্যন্ত সেই সেই দেবতাকেই) ; **পরমিকাং জল্পন্তু** (শ্রেষ্ঠ বলিয়া জল্পনা করুক) ; **পুনঃ সমস্তাগম ব্যাপারেষু** (আবার কিন্তু সমস্ত আগমের ব্যাপারসমূহ) ; **বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু** (বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিলে) ; **সিদ্ধান্তে** (সিদ্ধান্ত অনুসারে) ; **একঃ এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ নিশ্চীয়তে** (একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই নিশ্চিত হয়েন)।

অনুবাদ—যারা পুরাণাদির সম্যক বিচার করতে সমর্থ নয়, তারা এক এক পুরাণ ও আগম (তন্ত্র) শাস্ত্রে এক এক দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন। কল্পলোক পর্যন্ত অর্থাৎ জগতের শেষদিন পর্যন্ত সেই সেই দেবতার শ্রেষ্ঠত্বের জল্পনা চলতে থাকুক—তা আসলে চরাচর জগতের সবাইকে মোহিত করবার বা ভুলিয়ে রাখবার জন্যই। কিন্তু সমস্ত আগমাদি শাস্ত্রে রূঢ়ি প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা সম্যক বিচার করলে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে, সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই এক ভগবান বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়ে থাকেন।

গৌণ মুখ্য বৃত্তি, কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।[খ] ১২৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২১।৪২-৪৩) শ্লোকঃ

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে
কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে
নান্যো মদ্ বেদ কশ্চন ॥ ১৬
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং
বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্ ॥ ১৭

অন্বয়—**কিং বিধত্তে** (কী বিধান করিয়া ?) ; **কিং আচষ্টে** (কী প্রকাশ করিয়া ?) ; **কিং অনূদ্য বিকল্পয়েৎ** (যাহাকে অবলম্বনপূর্বক তর্ক-বিতর্ক করিয়া) ; **ইতি অস্যাঃ হৃদয়ং** (এ সমস্ত বিষয়ে বৃহতী নামক বেদের ছন্দ বিশেষের তাৎপর্য) ; **মৎ** (আমা হইতে) ; **অন্যঃ কশ্চন ন বেদ** (অপর কেহ জানে না) ; **মাং বিধত্তে** (আমাকে বিধান করে) ; **মাং অভিধত্তে** (আমাকে প্রকাশ করে) ; **অহং হি বিকল্প** (আমিই তর্কবিতর্ক করিয়া) ; **অপোহ্যতে** (নির্ণীত হই)।

অনুবাদ—উদ্ধবের প্রতি বেদাদি সম্বন্ধে

[ক]দারিদ্র্যনাশ ধনপ্রাপ্তির মুখ্য ফল নয়—ধনলাভের মুখ্য ফল ভোগ, সুখভোগ। তেমনি ভব ক্ষয় বা সংসারের দুঃখমোচন প্রেমলাভের মুখ্য ফল নয়—আনুষাঙ্গিক ফলমাত্র। প্রেমলাভের মুখ্য ফল হল প্রেমসুখ অর্থাৎ প্রেমময় সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন-সুখ। তাই জীবের পক্ষে প্রেমই মুখ্য প্রয়োজন।

[খ]গৌণবৃত্তি—তাৎপর্যবৃত্তি ; মুখ্যবৃত্তি—অভিধাবৃত্তি, সাক্ষাৎরূপে বেদ বলছেন—গৌণবৃত্তি ও মুখ্যবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণই প্রাপ্যবস্তু।

অন্বয়— বিধিবাক্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎভাবে আদেশই হল অন্বয়-বিধান। ব্যতিরেক— নিষেধবাক্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভজন না করাটা নিষেধ করছেন।

প্রতিজ্ঞা — সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বস্তু বা প্রাপ্যবস্তু, ফলে বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কেবল শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন —বেদের কর্মকাণ্ডে কী বিধান করা হয়েছে, দেবতাকাণ্ডে কী প্রকাশ করা হয়েছে, জ্ঞান কাণ্ডে কী নিয়ে তর্ক করা হয়েছে—এই সবের তাৎপর্য আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আমিই বিহিত হয়েছি, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্ররূপে আমিই প্রকাশিত হয়েছি এবং জ্ঞানকাণ্ডে তর্ক-বিতর্ক দ্বারা আমিই নির্ণীত হয়েছি।

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার[ক]।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥ ১২৯
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য হয়।
স্বরূপশক্তি, শক্তিকার্যের, কৃষ্ণ সমাশ্রয়॥[খ] ১৩০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতস্য (১০।১।১) শ্লোকে
শ্রীধরস্বামিবচনম্

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তম্॥ ১৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৩)]

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১৩১
সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর॥ ১৩২

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।১) শ্লোকঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥ ১৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৬)]

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দাপর নাম।
সর্বৈশ্বর্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্য ধাম॥ ১৩৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮) শ্লোকঃ

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ২০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩০)]

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥ ১৩৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১) শ্লোকঃ

বদন্তি তত্ত্বত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২১

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা)]

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে॥[গ] ১৩৫

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকঃ

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ !
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ২২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা)]

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব অবতংস॥[ঘ] ১৩৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৫৫) শ্লোকঃ

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্ব-
মাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র
দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ২৩

অন্বয়—ত্বং এনং কৃষ্ণং (তুমি এই কৃষ্ণকে) ; **অখিলাত্মনাং আত্মানং অবেহি** (অখিল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে) ; **সঃ অপি জগদ্ধিতায়** (সেই শ্রীকৃষ্ণ

[ক]বৈভব অপার—ঐশ্বর্য অসীম।

[খ]শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের শক্তির কার্য—সবকিছুরই একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়তত্ত্ব।

[গ]ব্রহ্ম হলেন শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ প্রকাশ, নির্বিশেষ স্বরূপ ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিতুল্য অর্থাৎ অঙ্গের জ্যোতি।

[ঘ]যোগিগণের ধ্যেয় পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশমাত্র।

সর্ব-অবতংস—সর্বশ্রেষ্ঠ।

জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত) ; **অত্র মায়য়া দেহী ইব আভাতি** (এই জগতে যোগমায়ার সাহায্যে দেহধারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন)।

অনুবাদ — শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত আত্মার আত্মা বলে জানবে। সেই শ্রীকৃষ্ণই জগতের মঙ্গলের জন্য যোগমায়ার সাহায্যে এই জগতে এখন সাধারণ মানুষের মতো প্রকাশিত হয়েছেন।

তথাহি—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াং (১০।৪১) শ্লোকঃ

অথবা বহুনৈতেন
কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-
মেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ২৪

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৬)]

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥[ক] ১৩৭
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্॥[খ] ১৩৮
স্বয়ংরূপে স্বয়ংপ্রকাশ, দুইরূপে স্ফূর্তি[গ]।
স্বয়ংরূপ এক— কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি॥ ১৩৯
প্রাভব, বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে॥ ১৪০
মহিষী-বিবাহে হৈলা মূর্তি বহুবিধ।
'প্রাভব প্রকাশ' এই শাস্ত্র পরসিদ্ধ॥ ১৪১
সৌভর্যাদি[ঘ] প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয়॥ ১৪২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৯।২) শ্লোকঃ

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥ ২৫

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৩২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৮)]

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশ ভেদে নাম 'বৈভব প্রকাশে'[ঙ]॥ ১৪৩
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্তিভেদ।
আকার, বর্ণ, অস্ত্রভেদে নাম বিভেদ॥ ১৪৪

[ক]ভক্ত্যে—ভক্তিদ্বারা।

একই বিগ্রহ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপ একটিই ; সেটি হল—গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর, নটবর, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, ব্রজেন্দ্রনন্দন।

[খ]স্বয়ংরূপ—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ং-রূপ।

তদেকাত্মরূপ—স্বয়ং রূপের সঙ্গে যে রূপের স্বরূপত কোনো ভেদ নেই, কিন্তু আকার, বেশ এবং চরিত্রাদিতে কিছু পার্থক্য আছে, তাঁকে তদেকাত্মরূপ বলে।

আবেশ—ভগবানের নিজ জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির অংশদ্বারা যে সকল মহত্তম জীব আবিষ্ট হন, তাঁদের আবেশ-অবতার বলে।

প্রথমেই তিনরূপে — স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ—এই তিনরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন।

[গ]দুইরূপে স্ফূর্তি— স্বয়ং রূপ দুইরূপে স্ফূর্তি বা আবির্ভাব প্রাপ্ত হন। সেই দুই রূপের এক রূপ হচ্ছেন স্বয়ংরূপ এবং অন্যরূপ হচ্ছেন প্রকাশরূপ। স্বয়ংরূপ একটিই —ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

প্রকাশ আবার দু-প্রকার — প্রাভব-প্রকাশ ও বৈভব-প্রকাশ।

একই দেহ যদি সর্বতোভাবে সমান বহু দেহরূপে আবির্ভূত হয়, তবে প্রত্যেক দেহকে মূলদেহের প্রাভব-প্রকাশ বলে। যেমন রাসলীলায় এক শ্রীকৃষ্ণ বহু হয়েছিলেন। আবার দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ ষোলো হাজার গৃহে ষোলো হাজার মহিষীকে ষোলো হাজার দেহ প্রকাশ করে, একই সময়ে বিবাহ করেছিলেন। এইরকম প্রকাশকে প্রাভব-প্রকাশ বলে। এই প্রাভব-প্রকাশকেই 'মুখ্যপ্রকাশ' বলা হয়।

[ঘ]সৌভর্যাদি—সৌভরী প্রমুখ ঋষিগণ। সৌভরী যোগ প্রভাবে নিজে পঞ্চাশটি দেহ ধারণ করে পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, এই পঞ্চাশটি দেহ সৌভরীর কায়ব্যূহ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাসে বা দ্বারকায় যে বহু রূপ প্রকট করেছিলেন, তা সৌভরীর কায়ব্যূহের মতো নয়। শ্রীকৃষ্ণের বহু রূপ দেখে নারদ বিস্মিত হয়েছিলেন।

[ঙ]বৈভব-প্রকাশ — স্বয়ং রূপের দেহে যদি অন্যরূপ অঙ্গ সন্নিবেশ (চতুর্ভুজাদি) অথবা অন্যরূপ বর্ণ (শ্বেতাদি), ভাব ও আবেশ ভেদে প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে বৈভব-প্রকাশ বলে। শ্রীবলরাম হলেন শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪০।৭) শ্লোকঃ

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো
বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ
বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্।। ২৬

অন্বয়—অন্যে চ (সাংখ্য-যোগ-বেদমার্গাবলম্বিগণ ব্যতীতও অন্যেরা—শৈব-বৈষ্ণবমার্গ-বলম্বিরা) ; **সংস্কৃতাত্মানঃ** (দীক্ষাদি গ্রহণে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া) ; **ত্বন্ময়াঃ** (ঐকান্তিকভাবে তোমাকে চিন্তা করিয়া) ; **তে অভিহিতেন** (তোমা কর্তৃক উপদিষ্ট) ; **বিধিনা** (বিধি অনুসারে) ; **বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকং** (বহু স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও স্বরূপত একই মূর্তিবিশিষ্ট) ; **ত্বাং যজন্তি** (তোমাকে উপাসনা করিয়া থাকে)।

অনুবাদ—শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—সাংখ্যযোগ বেদমার্গাবলম্বী ছাড়াও শৈব-বৈষ্ণব-মার্গাবলম্বী অন্য ব্যক্তিগণ দীক্ষাদি গ্রহণ করে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে ঐকান্তিকভাবে তোমাকে চিন্তা করে তোমারই উপদেশ বিধি অনুসারে বহুরূপ হয়েও স্বরূপত একরূপ যে তুমি, সেই তোমাকে উপাসনা করে থাকেন।

বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান।। ১৪৫
বৈভব প্রকাশ যৈছে—দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজস্বরূপ, কভু হয় চতুর্ভুজ।। ১৪৬
যে কালে দ্বিভুজ—নাম 'প্রাভবপ্রকাশ'।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম 'বৈভব বিলাস' ।।[ক] **১৪৭**
স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ—'আমি ক্ষত্রিয়' জ্ঞান।। ১৪৮
সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, বৈদগ্ধ্য[খ]**, বিলাস।**
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহাঁ অধিক উল্লাস।। ১৪৯
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজায় লোভ।। ১৫০

তথাহি—ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে ঊনবিংশঃ শ্লোকঃ

উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমল-
স্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমীক্ষয়ন্ মুহুরসৌ
চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং
সত্যং সখে ! মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূ-
সারূপ্যমন্বিচ্ছতি।। ২৭

অন্বয়—সখে (হে সখে !) ; **হন্ত অসৌ চারণঃ** (অহো এই নন্দনন্দন বেশধারী নট) ; **উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী পরিমলস্য** (অদ্ভুত মাধুর্যপরিমল প্রকাশক) ; **আভীরলীলস্য** (গোপলীলাকারী) ; **মে দ্বৈতং সমীক্ষয়ন্** (আমার দ্বিতীয়রূপ প্রদর্শন করাইয়া) ; **মুহুঃ চিত্রীয়তে** (পুনঃপুন চমৎকৃত করিতেছে) ; **যস্য স্বরূপতাং প্রেক্ষ্য** (যে নটের আমার সদৃশ মূর্তি দেখিয়া) ; **কেলিকুতূহলোত্তরলিতং** (কেলিকৌতূহলে অতিশয় উদ্বেলিত) ; **মামকং চেতঃ** (আমার চিত্ত) ; **ব্রজবধূসারূপ্যং** (ব্রজবধূ শ্রীরাধার সারূপ্য) ; **অন্বিচ্ছতি** (ইচ্ছা করিতেছে) ; **[ইতি]** (ইহা) ; **সত্যং** (সত্য)।

অনুবাদ—মথুরায় গন্ধর্ব-নৃত্যকালে গোপবেশ-নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের বেশধারী গন্ধর্বকে দেখে বাসুদেব উদ্ধবকে বললেন —হে সখে ! অহো ! নন্দ-নন্দন-বেশধারী এই নটের দ্বারা আমার অদ্ভুত মাধুর্যের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং গোপলীলাকারী আমার দ্বিতীয়রূপ (কৃত্রিমরূপ) ধরে এমন অভিনয় করছে যে বারবার আমাকে চমৎকৃত করে দিচ্ছে। এই নটের আমারই মতো মূর্তি দেখে মন আমার ক্রীড়া কৌতুকে অতিশয় উদ্বেলিত হয়ে ব্রজবধূ শ্রীরাধার রূপ ধারণ করবার জন্য ইচ্ছা করছে—এ আমি সত্য বলছি, সখা।

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব নৃত্য দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে।। ১৫১

তথাহি—ললিতমাধবে ৮ অঙ্কে ৩২ শ্লোকঃ

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী

[ক]দ্বিভুজ স্বরূপে স্বয়ং রূপের সঙ্গে একরূপ আকারই থাকে, এজন্য দ্বিভুজস্বরূপ প্রাভব প্রকাশ। আর চতুর্ভুজরূপে দ্বিভুজ স্বয়ংরূপ থেকে আকার বা অঙ্গ সন্নিবেশের পার্থক্য থাকে বলে চতুর্ভুজরূপ বৈভব-বিলাস।

[খ]বৈদগ্ধ্য—শিল্পাদি চৌষট্টি বিদ্যায় নিপুণতা।

স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।। ২৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৪)]

সেই বপু[ক] ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্মরূপ' নাম তার।। ১৫২
তদেকাত্ম-রূপের 'বিলাস' 'স্বাংশ' দুই ভেদ।
বিলাস-স্বাংশের ভেদ—বিবিধ বিভেদ।। ১৫৩
প্রাভব বৈভব ভেদে 'বিলাস' দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস-ভেদে অনন্ত প্রকার।। ১৫৪
প্রাভব-বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—মুখ্য চারিজন।। ১৫৫
ব্রজে গোপভাব রামের—পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন।
বর্ণ বেশ ভেদ তাতে 'বিলাস' তার নাম।।[খ] ১৫৬
বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে।
এক মূর্তে বলদেব ভাবভেদে ভাসে।। ১৫৭
আদি চতুর্ব্যূহ[গ] —ইঁহার কেহ নাহি সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ।। ১৫৮
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস।
দ্বারকা-মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস।। ১৫৯
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্তি[ঘ] পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ বৈভব-বিলাস।। ১৬০
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্বরূপে।
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণ-রূপে।। ১৬১
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণ-রূপে চারিদিকে যার বাসে।। ১৬২
চারি জনে পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্তি।
কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসের পূর্তি।।[ঙ] ১৬৩
চক্রাদি ধারণ ভেদে নাম ভেদ সব।
বাসুদেব মূর্তি[চ]—কেশব, নারায়ণ, মাধব।। ১৬৪
সঙ্কর্ষণ মূর্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ, নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন।। ১৬৫
প্রদ্যুম্ন মূর্তি—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর।
অনিরুদ্ধ মূর্তি—হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর।। ১৬৬
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বার জন।
মার্গশীর্ষে[ছ] কেশব, পৌষে নারায়ণ।। ১৬৭
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে।। ১৬৮
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ।। ১৬৯
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্তিকে দামোদর।
'রাধাদামোদর' অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর।।[জ] ১৭০

[ক] সেই বপু—স্বয়ংরূপের দেহ।

[খ] ব্রজের বলরাম এবং দ্বারকার বলরামের মধ্যে পার্থক্য ; উভয়ধামে একই দেহ হলেও ব্রজে গোপভাব ও গোপবেশ আর দ্বারকায় ক্ষত্রিয়ভাব ও ক্ষত্রিয়বেশ।

বলদেব যখন ব্রজের ভাবে ও ব্রজের বেশে থাকেন, তখন তিনি বৈভব-প্রকাশ, আর যখন দ্বারকার ভাবে ও দ্বারকার বেশে থাকেন তখন তিনি প্রাভব-বিলাস।

[গ] আদি চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চার মূর্তি প্রথম চতুর্ব্যূহ। মথুরা ও দ্বারকা এই চতুর্ব্যূহের নিত্যধাম।

[ঘ] চব্বিশ মূর্তি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন , অনিরুদ্ধ, কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম, উপেন্দ্র, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দন, হরি ও কৃষ্ণ।

[ঙ] চারিজনের — বাসুদেবাদি চারিজনের প্রত্যেকেরই আবার তিন তিনটি করে বিলাসমূর্তি আছেন, তাঁরা সকলেই চতুর্ভুজ অস্ত্রাদি-ধারণের প্রকার ভেদে তাঁদের নামভেদ আছে।

পূর্তি—পূরণ।

[চ] বাসুদেব মূর্তি — কেশব, নারায়ণ ও মাধব — এই তিনজন বাসুদেবের বিলাস।

[ছ] মার্গশীর্ষে—অগ্রহায়ণে ; কেশব অগ্রহায়ণের দেবতা।

[জ] কার্তিকের দেবতা যে দামোদর, তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন দামোদর নন। ব্রজেন্দ্রনন্দন-দামোদর শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলে তাঁকে 'রাধা-দামোদর' বলে।

দ্বাদশ তিলকমন্ত্র-নাম[ক] আচমনে।
এই দ্বাদশ নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থানে॥ ১৭১
এই চারি জনের বিলাস অষ্ট জন।
তাঁ'সভার নাম কহি শুন সনাতন॥ ১৭২
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দন।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র—অষ্ট জন॥ ১৭৩
বাসুদেবের বিলাস—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত দুই জন॥ ১৭৪
প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ দুই জন॥ ১৭৫
এই চব্বিশ মূর্তি প্রাভব-বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥ ১৭৬
ইহার মধ্যে যাহার হয় আকার-বেশ-ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব বিভেদ॥ ১৭৭
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ॥ ১৭৮
কৃষ্ণের প্রাভববিলাস—বাসুদেবাদি চারিজন।
সেই চারিজনার বিলাস বিংশতি গণন॥ ১৭৯
ইহাঁ সভার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে।
পূর্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে॥ ১৮০
যদ্যপি পরব্যোমে সভার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহা সন্নিধান[খ]॥ ১৮১
পরব্যোম মধ্যে নারায়ণের নিত্য স্থিতি[গ]।
পরব্যোম উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি॥ ১৮২
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর॥ ১৮৩
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম॥ ১৮৪
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে—বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দন॥ ১৮৫
বিষ্ণুকাঞ্চীতে—বিষ্ণু, হরি রহে—মায়াপুরে[ঘ]।
ঐছে আর নানা মূর্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥ ১৮৬
এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সভার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস॥[ঙ] ১৮৭
সর্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম নাশি ধর্ম স্থাপিতে॥ ১৮৮
ইহার মধ্যে কারো অবতারে গণন।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন॥ ১৮৯
অস্ত্রধৃতি-ভেদ নাম ভেদের কারণ।
চক্রাদি ধারণভেদ শুন সনাতন॥ ১৯০
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধো পর্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্র ধারণের গণনার অন্ত॥ ১৯১
সিদ্ধান্তসংহিতা[চ] করে চব্বিশ মূর্তি গণন।
তার মতে আগে করি চক্রাদি ধারণ॥ ১৯২
বাসুদেব—গদা শঙ্খ চক্র পদ্ম কর।
সঙ্কর্ষণ—গদা শঙ্খ পদ্ম চক্র ধর॥ ১৯৩
প্রদ্যুম্ন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।
অনিরুদ্ধ—চক্র গদা শঙ্খ পদ্ম কর॥ ১৯৪
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ নিজ অস্ত্রধর।
শ্রীকেশব—পদ্ম শঙ্খ চক্র গদা কর॥ ১৯৫
নারায়ণ—শঙ্খ পদ্ম গদা চক্র ধর।
শ্রীমাধব—গদা চক্র শঙ্খ পদ্ম কর॥ ১৯৬

[ক]দ্বাদশ তিলকমন্ত্র-নাম — শরীরের দ্বাদশ স্থানে তিলক স্পর্শ করে কেশবাদি মূর্তির ধ্যান করতে হয়—ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বাম কুক্ষিতে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বামস্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিতে দামোদর।

[খ]সন্নিধান—স্থান।

[গ]নিত্যস্থিতি — নারায়ণ নিত্যই পরব্যোমে থাকেন, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর আবির্ভাব হয় না।

[ঘ]মায়াপুরে—হরিদ্বারে।

[ঙ]সপ্তদ্বীপে—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, কুশ, শাক ও পুষ্কর।

নবখণ্ড — ভারতবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, উত্তর কুরুবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, হরিবর্ষ এবং কিংপুরুষবর্ষ।

[চ]সিদ্ধান্তসংহিতা—একটি গ্রন্থের নাম।

শ্রীগোবিন্দ—চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ ধর।
বিষ্ণুমূর্তি —শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র কর॥ ১৯৭
মধুসূদন— চক্র শঙ্খ গদা পদ্ম ধর।
ত্রিবিক্রম—পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ কর॥ ১৯৮
শ্রীবামন—শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।
শ্রীধর—পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ কর॥ ১৯৯
হৃষীকেশ—গদা চক্র পদ্ম শঙ্খ ধর।
পদ্মনাভ—শঙ্খ পদ্ম চক্র গদা কর॥ ২০০
দামোদর—পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ ধর।
পুরুষোত্তম—চক্র পদ্ম শঙ্খ গদা কর॥ ২০১
অচ্যুত—গদা পদ্ম চক্র শঙ্খ ধর।
নৃসিংহ— চক্র পদ্ম গদা শঙ্খ কর॥ ২০২
জনার্দন—পদ্ম চক্র শঙ্খ গদা ধর।
শ্রীহরি—শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা কর॥ ২০৩
শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র ধর।
অধোক্ষজ—পদ্ম গদা শঙ্খ চক্র কর॥ ২০৪
শ্রীউপেন্দ্র—শঙ্খ গদা চক্র পদ্ম ধর।
এই চব্বিশ মূর্তি শঙ্খ চক্রাদিক কর॥ ২০৫
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে[ক] কহে ষোল জন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি ধারণ॥ ২০৬
কেশব ভেদ পদ্ম শঙ্খ গদা চক্র ধর।
মাধবভেদ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ কর॥ ২০৭
নারায়ণভেদ নানা ভেদ অস্ত্র ধর।
ইত্যাদিক ভেদ এইসব অস্ত্রকর॥ ২০৮
'স্বয়ং ভগবান্' আর 'লীলা-পুরুষোত্তম'।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২০৯
পুরীর আবরণ রূপে পুরীর নব দিশে।
নবব্যূহ রূপে নব মূর্তি পরকাশে॥[খ] ২১০

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে (৫।১৭৫)

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা
নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো
ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ॥ ২৯

অন্বয়—বাসুদেবাদ্যাঃ চত্বারঃ (বাসুদেবাদি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারিজন) ; নারায়ণ নৃসিংহকৌ (নারায়ণ ও নৃসিংহদেব—এই দুইজন) ; হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ঃ ব্রহ্মা চ (হয়গ্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা—হরি) ; ইতি নব উদিতাঃ (এই নবব্যূহ কথিত হয়)।

অনুবাদ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা (হরি) – এই নয় মূর্তিকে নবব্যূহ বলে।

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের[গ] ভেদ এবে শুন সনাতন॥ ২১১
সঙ্কর্ষণ-মৎস্যাদিক দুই ভেদ তার।
পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ, লীলা অবতার আর॥ ২১২
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥ ২১৩
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার॥ ২১৪
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের[ঘ] ধর্ম।
এতরূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২১৫
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্রন্যায়[ঙ] করি দিগ্‌দরশন॥ ২১৬

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৬ শ্লোকঃ

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া
হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।

[ক]হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র—কোনো গ্রন্থের নাম।

[খ]পুরীর—মথুরাদির।

নবদিশে — নয় দিকে ; পূর্বাদি চারিদিক, অগ্ন্যাদি চারিকোণ এবং ঊর্ধ্ব—এই নয় দিক।

[গ]স্বাংশ—স্বাংশ দু-প্রকার ; পুরুষাবতার ও লীলাবতার। সংকর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎসকূর্মাদি লীলাবতার।

[ঘ]বিগ্রহের—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের দেহের।

[ঙ]শাখাচন্দ্রন্যায় — শাখাপল্লবের ভিতর দিয়ে একই চন্দ্র যেমন অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে দৃশ্যমান হয়, তেমনি এক কৃষ্ণই অনন্তলীলা নিমিত্ত অনন্ত অবতার রূপে প্রকাশ পান।

যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ
সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ৩০

অন্বয়—দ্বিজাঃ (হে দ্বিজগণ !) ; অবিদাসিনঃ সরসঃ (উপক্ষয়শূন্য সরোবর হইতে) ; যথা সহস্রশঃ কুল্যাঃ (যেমন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলধারা) ; [তথা] হি (সেইরূপই) ; সত্ত্বনিধেঃ হরেঃ (সত্ত্বনিধি হরি হইতে) ; অসংখ্যেয়াঃ অবতারাঃ স্যুঃ (অসংখ্য অবতার প্রকাশ প্রাপ্ত হন)।

অনুবাদ—শ্রীসূত মুনি শৌনকাদিকে বললেন—হে দ্বিজগণ ! অক্ষয় সরোবর থেকে যেমন হাজার হাজার ক্ষুদ্র জলধারার উদ্ভব হয়, তেমনি সত্ত্বনিধি হরি থেকেও অসংখ্য অবতারের প্রকাশ হয়।

প্রথমে করেন কৃষ্ণ পুরুষাবতার[ক]।
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার॥ ২১৭

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে (২।৯)

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥ ৩১

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮১)]

অনন্ত শক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম॥ ২১৮
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্বকর্তা।
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥ ২১৯
ইচ্ছা জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন॥ ২২০
ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি[খ] করেন নির্মাণ॥ ২২১
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা[গ] কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥ ২২২
যদ্যপি অসৃজ্য[ঘ] নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥ ২২৩

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকঃ

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥ ৩২

অন্বয়—সহস্রপত্রং কমলং (সহস্রদল পদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট) ; গোকুলাখ্যঃ (গোকুল নামক) ; [যৎ] (যে) ; মহৎপদং (মহৎ ভগদ্ধাম) ; [যৎ] (যে) ; তৎকর্ণিকারং (সেই পদ্মের মধ্যভাগ) ; তদ্ধাম (শ্রীকৃষ্ণের ধাম) ; তৎ অনন্তাংশসম্ভবম্ (তাহা অনন্ত যাঁহার অংশ, সেই শ্রীসংকর্ষণ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে)।

অনুবাদ—সহস্রদল পদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট গোকুল নামক যে মহা ভগবদ্ধাম এবং সেই পদ্মের মধ্যস্থল-সদৃশ যে শ্রীকৃষ্ণের ধাম, তা অনন্ত যাঁর অংশ—সেই সংকর্ষণ থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

মায়াদ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ॥ ২২৪
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে॥ ২২৫
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নি শক্ত্যে হয় দাহশক্তি॥ ২২৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৬।৩১) শ্লোকঃ

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥ ৩৩

অন্বয়—রামঃ মুকুন্দঃ চ (বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ) ;

[ক]পুরুষাবতার—যিনি পরমেশ্বরের অংশরূপ, যিনি প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণাবলীর মত হয়ে সেই প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ, নিয়মন ও প্রবর্তনাদি করেন এবং যাঁর থেকে নানা অবতারের আবির্ভাব হয়, তাঁকে পুরুষ বলে। শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রথম অবতার হলেন পুরুষ।

[খ]প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি—প্রাকৃত সৃষ্টি হল অনন্ত কোটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। অপ্রাকৃত সৃষ্টি হল গোলোক বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ধামসমূহ।

[গ]অহংকারের অধিষ্ঠাতা—সংকর্ষণ।

[ঘ]অসৃজ্য—সৃষ্টির অযোগ্য, যা নতুন করে সৃষ্টি করা যায় না, যেহেতু তা নিত্য।

এতৌ হি (এই দুই জনই) ; বিশ্বস্য চ বীজযোনী (বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ) ; পুরুষঃ প্রধানং চ (পুরুষ এবং প্রকৃতি) ; পুরাণৌ ইমৌ (অনাদি সিদ্ধ এই দুইজন) ; ভূতেষু অন্বীয় (ভূতসমূহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া) ; বিলক্ষণস্য (নানাভেদ বিশিষ্ট) ; জ্ঞানস্য ঈশাতে (জীবের নিয়ন্তা হয়েন)।

অনুবাদ— উদ্ধব নন্দ মহারাজকে বললেন— বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজনই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ—পুরুষ ও প্রকৃতি। অনাদিসিদ্ধ এই দুইজন (অন্তর্যামীরূপে) সমস্ত বিশ্বে বা জীবে অনুপ্রবেশ করে নানাভেদ বিশিষ্ট জীবের নিয়ন্তা হন।

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বর মূর্তি 'অবতার'[ক] নাম ধরে।। ২২৭
মায়াতীত পরব্যোমে সভার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে 'অবতার' নাম।। ২২৮
মায়া অবলোকিতে হয় শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম।।[খ] ২২৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।১) শ্লোকঃ

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।। ৩৪

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮১)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৪১) শ্লোকঃ

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ।। ৩৫

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮১)]

সেই পুরুষ বিরজাতে[গ] করিল শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগৎ-কারণ।। ২৩০
কারণাব্ধি-পারে হয় মায়ার নিত্য স্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি।।[ঘ] ২৩১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।১০) শ্লোকঃ

প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ।। ৩৬

অন্বয়—যত্র (যেখানে—যে বৈকুণ্ঠে) ; রজঃ তমঃ তয়োঃ মিশ্রং (রজো, তমো ও রজো-তমো গুণের সহচর) ; সত্ত্বং (প্রাকৃত সত্ত্বগুণ) ; কালবিক্রমঃ চ (এবং কালের প্রভাবও) ; ন প্রবর্ততে (বর্তমান নাই) ; যত্র মায়া ন (যেস্থানে মায়াই নাই) ; কিমুত অপরে (মায়ার কার্য রাগলোভাদির কথা আর কী বলিব) ; যত্র সুরাসুরার্চিতঃ (যেখানে দেবদানব পূজিত) ; হরেঃ অনুব্রতাঃ (শ্রীহরির পার্ষদগণ) ; [সন্তি] (আছেন)।

অনুবাদ—শ্রীনারদের প্রতি ব্রহ্মা বললেন— যে বৈকুণ্ঠে রজোগুণ নেই, তমোগুণ নেই, রজো-তমো মিশ্রিত প্রাকৃত সত্ত্বগুণ নেই এবং কালের প্রভাবও নেই—যেখানে মায়াই নেই, মায়াজনিত রাগলোভাদির কথা আর কী বলব ? সেই বৈকুণ্ঠধামে দেবতা ও অসুরদের দ্বারা পূজিত হয়ে আছেন শ্রীহরির পার্ষদগণ।

মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া আর প্রধান'।
'মায়া' নিমিত্ত হেতু বিশ্বের 'প্রধান' উপাদান।।[ঙ] ২৩২

[ক]অবতার — সৃষ্টি আদি বিশ্বের কার্যের জন্য, স্বয়ং রূপাদি, স্বয়ং অথবা অন্য কোনো স্বরূপে, নূতনের মতো জগতে আবির্ভূত হলে, ওই আবির্ভূত স্বরূপকে অবতার বলে।

[খ]সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চার করবার উদ্দেশ্যে মায়া বা প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি দানের জন্য শ্রীসংকর্ষণ সর্বপ্রথমে কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন। ইনিই প্রথম অবতার এবং সমস্ত অবতারের বীজ ; ইনিই প্রথম পুরুষ।

[গ]বিরজাতে—কারণ সমুদ্রে।

[ঘ]বিরজার একদিকে চিন্ময় ধাম, আর এক দিকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের দিকেই প্রকৃতির বা মায়ার নিত্য অবস্থান।

[ঙ]মায়ার দুটি বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া ; এখানে মায়া বলতে জীবমায়া এবং প্রধান বলতে গুণমায়ার কথা বলা

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্যাধান॥ ২৩৩
স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥[ক] ২৩৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৬।১৯) শ্লোকঃ

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং
স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্যং সাঽসূত
মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥ ৩৭

অন্বয়— দৈবাৎ (কালবশে) ; ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং (সত্ত্বাদি গুণ যাহার ক্ষুভিত হইয়াছে, সেই) ; স্বস্যাং যোনৌ (স্বীয় প্রকৃতিতে) ; পরঃ পুমান্ (পরমপুরুষ) ; বীর্যং আধত্ত (জীবশক্তি স্থাপন করেন) ; সা (সেই প্রকৃতি) ; হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহুল) ; মহত্তত্ত্বং অসূত (মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন)।

অনুবাদ—কালবশে প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ ক্ষুভিত (অশান্ত) হলে পরমপুরুষ সেই প্রকৃতিতে আপন জীবশক্তি স্থাপন করেন ; তখন সেই প্রকৃতি প্রকাশশীল মহৎ-তত্ত্বকে প্রসব করেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৫।২৬) শ্লোকঃ

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্যমাধত্ত বীর্যবান্॥ ৩৮

অন্বয়—কালবৃত্ত্যা (কালশক্তির দ্বারা) ; গুণময্যাং (গুণময়ী—ক্ষুভিতগুণা) ; মায়ায়াং (প্রকৃতিতে) ; তু বীর্যবান্ অধোক্ষজঃ (সেই মহাশক্তিশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ; আত্মভূতেন (স্বীয় অংশভূত) ; পুরুষেণ বীর্যং আধত্ত (প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে জীবরূপ বীর্য স্থাপন করেন)।

অনুবাদ—কালশক্তি-প্রভাবে প্রকৃতির গুণ ক্ষুভিত হলে মহাশক্তিশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ অংশভূত (প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা) পুরুষের দ্বারা সেই প্রকৃতিতে জীবরূপ বীর্য স্থাপন করেন।

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার॥[খ] ২৩৫
সর্ব তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন॥ ২৩৬
এহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে ধাম॥ ২৩৭
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়॥ ২৩৮
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য তাঁর—সব মায়াপার[গ]॥ ২৩৯

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকঃ

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮০)]

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী॥ ২৪০
এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব॥ ২৪১
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্তি হৈয়া॥ ২৪২
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।

হয়েছে। জীবমায়া হল জগতের গৌণ নিমিত্ত কারণ এবং গুণমায়া হল গৌণ উপাদান কারণ।

[ক]প্রকৃতিতে জীবরূপ বীর্য সঞ্চার করার সময়ে পুরুষ প্রকৃতিকে সাক্ষাৎভাবে স্পর্শ করেন না ; নিজের অঙ্গ বিশেষের জ্যোতিঃ বা আভাস দ্বারা মাত্র স্পর্শ করেন। এই জ্যোতিঃ স্পর্শেই (দৃষ্টি দ্বারা) প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয়।

[খ]পুরুষ দৃষ্টি দ্বারা প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করায় প্রকৃতি ক্ষুভিত হয় ; প্রকৃতির প্রথম সেই বিকারকে মহত্তত্ত্ব বলে। এই মহত্তত্ত্ব থেকে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক— এই ত্রিবিধ অহংকার জন্মে, সাত্ত্বিক অহংকার থেকে অন্তঃকরণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, রাজসিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিক অহংকার থেকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়াদির বিষয় ও পঞ্চ মহাভূতের জন্ম হয়।

[গ]মায়াপার—মায়াতীত ; অপ্রাকৃত।

রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার॥ ২৪৩
নিজাঙ্গ স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল॥ ২৪৪
তার নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম[ক]॥ ২৪৫
সেই পদ্মনালে হইল চৌদ্দ ভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥ ২৪৬
বিষ্ণুরূপ হঞা করেন জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়াসনে॥ ২৪৭
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার॥ ২৪৮
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ অবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার॥ ২৪৯
হিরণ্যগর্ভ[খ]-অন্তর্যামী, গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যাঁরে গাই॥ ২৫০
এইত দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপর॥ ২৫১
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু, গুণ অবতার।
দুই অবতার[গ] ভিতর গণনা তাঁহার॥ ২৫২
বিরাট ব্যষ্টি জীবের তেঁহো অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্তা স্বামী॥[ঘ] ২৫৩
পুরুষাবতারের এই কৈল নিরূপণ।
লীলাবতারের এবে শুন সনাতন॥ ২৫৪

[ক]জন্ম-সদ্ম—জন্মস্থান।

[খ]হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মা। হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী অর্থাৎ ব্রহ্মার অন্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী। এই দ্বিতীয় পুরুষ নিজ অংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন বলে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।

[গ]দুই অবতার—পুরুষাবতার ও গুণাবতার।

[ঘ]তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী (বিরাট রূপে কল্পনা করা হয়) ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী। পৃথিবীর অন্তর্গত ক্ষীরোদ সমুদ্রে এঁর ধাম, ইনি পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যেও আছেন, আবার জগতের পালনকর্তা রূপে এক স্বরূপে ক্ষীরোদ সমুদ্রেও আছেন।

লীলাবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥ ২৫৫
মৎস্য কূর্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না যায় গণন॥ ২৫৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৪০) শ্লোকঃ

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু-কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥ ৪০

অন্বয়—ঈশ (হে ঈশ !) ; **মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু** (মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, শ্রীরামচন্দ্র, পরশুরাম ও বামন প্রমুখতে) ; **কৃতাবতারঃ** (আবির্ভূত হইয়া) ; **ত্বং নঃ** (তুমি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে) ; **ত্রিভুবনং ন পাসি** (এবং ত্রিভুবনকেও পালন কর) ; **তথা অধুনা** (সেইরূপ এখন) ; **ভুবঃ ভারং হর** (পৃথিবীর ভার হরণ কর) ; **যদুত্তম তে বন্দনং** (হে যদুত্তম, তোমাকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ—দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে বললেন—হে ঈশ্বর ! মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রামচন্দ্র, পরশুরাম এবং বামন প্রমুখরূপে আবির্ভূত হয়ে যেমন আমাদেরকে এবং ত্রিভুবনকেও পালন করেছ, তেমনি এখন এই পৃথিবীর ভার হরণ কর অর্থাৎ অসুরগণকে সংহার করে পৃথিবীকে রক্ষা কর। হে যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ! তোমাকে আমরা বন্দনা করি।

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ॥ ২৫৭
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—তিন গুণ অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার॥ ২৫৮
ভক্তিমিশ্র কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥ ২৫৯
গর্ভোদকশায়ী দ্বারে শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি॥[ঙ] ২৬০

[ঙ]সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দু'রকম—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। এখানে জীবকোটি ব্রহ্মার কথা বলা হয়েছে। যিনি ভক্তির

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকঃ

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪১

অন্বয়—ভাস্বান্ যথা (সূর্য যেমন) ; নিজেষু অশ্মসকলেষু (নিজস্ব মণি অর্থাৎ সূর্যকান্তমণিসমূহে) ; স্বীয়ং কিয়ৎ তেজঃ প্রকটয়তি (নিজের কিঞ্চিৎ জ্যোতি বিকিরণ করে) ; তদ্বদত্র অপি যঃ এব ব্রহ্মা (সেইরূপ যে কৃষ্ণ জীববিশেষে শক্তি সঞ্চার পূর্বক তাঁহাকে ব্রহ্মা করিয়া) ; জগদণ্ড বিধানকর্তা (ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্তা) ; [ভবতি] (হয়েন) ; তং আদিপুরুষং গোবিন্দং (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে) ; অহং ভজামি (আমি ভজন করি)।

অনুবাদ—সূর্য যেমন সূর্যকান্তমণিগুলিতে নিজের কিছু তেজ প্রকাশ করে, তেমনি যিনি ব্রহ্মা হয়ে (শ্রীকৃষ্ণ জীববিশেষে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করে তাঁকে ব্রহ্মা করেন) ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্তা হয়ে থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥[ক] **২৬১**

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৮।৩৭) শ্লোকঃ

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥ ৪২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮৪)]

নিজাংশ কলায়[খ] **কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।**
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি॥ ২৬২
মায়া-সঙ্গে বিকারি রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ[গ]**।**
জীবতত্ত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥ ২৬৩
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥ ২৬৪

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৬ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকঃ

ক্ষীরং যথা দধি-বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৩

অন্বয়—ক্ষীরং যথা (দুগ্ধ যেমন) ; বিকার বিশেষযোগাৎ (বিকারবিশেষ অর্থাৎ অম্লযোগে) ; দধি সঞ্জায়তে (দধিতে রূপান্তরিত হয়) ; তু হেতোঃ ততঃ (কিন্তু কারণরূপ সেই দুগ্ধ হইতে) ; পৃথক্ ন অস্তি (দধি ভিন্ন নহে) ; তথা যঃ কার্যাৎ (সেইরূপ যিনি কার্যানুরোধে—সৃষ্টিসংহার কার্যের নিমিত্ত) ; শম্ভুতাং অপি সমুপৈতি (শিবত্বও প্রাপ্ত হন) ; তং আদি পুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি)।

অনুবাদ—দুধ অম্লযোগে দইতে রূপান্তরিত হয় ; দুধ হল দই-এর হেতু বা কারণ। কারণরূপ সেই দুধ থেকে দই আলাদা নয়, প্রকৃতপক্ষে দুধ আর দই একই। তেমনি সংহারাদি কাজের জন্য যিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

সঙ্গে কোনো পুণ্যকর্ম করেছেন, সেই ভক্তিমিশ্রকৃত পুণ্য জীবের চিত্তকে শ্রীভগবান রজোগুণে বিভাবিত করে এবং গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ দ্বারা শক্তি সঞ্চার করিয়ে তাঁকেই ব্রহ্মা করেন। এইভাবে যে জীব ব্রহ্মা হন, তাঁকে জীবকোটি ব্রহ্মা বলে।

[ক]যে কল্পে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করার জন্য যোগ্য জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে ভগবান নিজেই ব্রহ্মা হয়ে ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি করেন। ভগবানের অংশ এই ব্রহ্মাকে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা বলে।

[খ]নিজাংশ কলায়—দ্বিতীয় পুরুষের অংশরূপে।

[গ]ভিন্নাভিন্নরূপ—শ্রীকৃষ্ণ থেকে শিবের ভেদও আছে, অভেদও আছে। শিব শ্রীকৃষ্ণের অংশকলা ; সুতরাং অংশ ও অংশীর স্বরূপত ভেদ না থাকায়, কৃষ্ণের সঙ্গে শিবের স্বরূপত ভেদ নেই। কিন্তু মায়াকে অঙ্গীকার করে শিব বিকারী হয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণ বিকারহীন। এখানে শিব ও কৃষ্ণের ভেদ আছে। তবে জীবতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব কখনো এক নয়।

শিব মায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত কৃষ্ণ পরমেশ॥ ২৬৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৮।৩) শ্লোকঃ

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥ ৪৪

অন্বয়—**শিবঃ শশ্বৎ** (শিব সর্বদা) ; **শক্তিযুতঃ ত্রিলিঙ্গঃ** (শক্তিযুক্ত এবং গুণত্রয়ের উপাধিযুক্ত) ; **গুণসংবৃতঃ** (ওই গুণত্রয় প্রকট হইলে তাহাদের দ্বারা সংবৃত) ; **বৈকারিকঃ তৈজসঃ তামসঃ চ** (সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক) ; **ইতি ত্রিধা অহং** (এই তিনপ্রকার অহংকার)।

অনুবাদ—শিব সর্বদাই শক্তিযুক্ত এবং গুণত্রয়ের উপাধিযুক্ত। যেহেতু সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিনপ্রকার অহংকার ; এই ত্রিবিধ অহংকারেরই অধিষ্ঠাতা রূপে শিবও ত্রিলিঙ্গ অর্থাৎ তিন গুণবিশিষ্ট।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৮।৫) শ্লোকঃ

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥ ৪৫

অন্বয়—**হরিঃ হি নির্গুণঃ** (শ্রীহরি নিশ্চিত প্রকৃতির গুণস্পর্শশূন্য) ; **প্রকৃতেঃ পর** (প্রকৃতির—মায়ার অতীত) ; **সাক্ষাৎ পুরুষঃ** (সাক্ষাৎ ঈশ্বর) ; **সর্বদৃক্** (সর্বদ্রষ্টা) ; **উপদ্রষ্টা** (সর্বসাক্ষী) ; **তং ভজন্** (তাঁহাকে ভজন করিলে) ; **নির্গুণঃ ভবেৎ** (নির্গুণ—গুণাতীত হয়)।

অনুবাদ—শ্রীহরি নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের অতীত ; তিনি মায়াতীত, সাক্ষাৎ-ঈশ্বর, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বসাক্ষী। সুতরাং তাঁর ভজন করলে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের প্রভাবকে জয় করা যায়।

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ-দ্রষ্টা, তাতে গুণ-মায়া পার॥[ক] **২৬৬**
স্বরূপ-ঐশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়।
'কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ', বেদে হেন গায়॥ ২৬৭

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকঃ

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৬

অন্বয়—**দীপার্চিঃ** (দীপশিখা) ; **দশান্তরং অভ্যুপেত্য** (অন্য সলিতা প্রাপ্ত হইয়া) ; **বিবৃত হেতুসমানধর্মা** (মূলদীপের সমানধর্ম প্রকাশ করিয়া) ; **দীপায়তে** (অপর একটি দীপ হয়) ; **তাদৃক্ এব হি** (প্রকৃতপক্ষে সেইরূপেই) ; **যঃ বিষ্ণুতয়া বিভাতি** (যিনি বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন) ; **তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি** (সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ—একটি দীপশিখা থেকে অন্য দীপের সলিতা জ্বালিয়ে নিলে, যেমন মূল দীপের মতোই উজ্জ্বল হয়ে আর একটি দীপ হয়, তেমনি বিষ্ণু রূপেই যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্ম, শিব, আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার॥ ২৬৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩১) শ্লোকঃ

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ৪৭

অন্বয়—**অহং তন্নিযুক্তঃ** (আমি ব্রহ্মা তাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া) ; **সৃজামি** (বিশ্বের সৃষ্টি করি) ; **হরঃ তদ্বশঃ হরতি** (শিবও তাঁহারই বশীভূত হইয়া জগতের সংহার করেন) ; **ত্রিশক্তিধৃক্** (তিনশক্তি ধারণকারী) ; [সঃ] (তিনি—সেই ভগবান) ; **পুরুষরূপেণ বিশ্বং পরিপাতি** (বিষ্ণুরূপে বিশ্বের প্রতিপালন করেন)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা নারদকে বললেন—তাঁর দ্বারা অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিযুক্ত হয়েই আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি, শিবও তাঁর অধীন হয়েই বিশ্বের সংহার করেন এবং সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারযুক্ত

[ক]শ্রীকৃষ্ণে যে নিজাংশ স্বতন্ত্র মূর্তি ধারণ করে সত্ত্বগুণের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে জগৎ-পালন করেন, তিনিই বিষ্ণু ; কিন্তু তিনি সত্ত্বগুণকে স্পর্শ করেন না। এইজন্য তিনি গুণাতীত ও মায়াতীত।

ত্রিশক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালন করেন।

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।
অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ॥ ২৬৯
ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ অবতার তাহাঁ করেন ঈশ্বর॥ ২৭০
এ চৌদ্দ একদিনে, মাসে চারিশত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ॥ ২৭১
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ চল্লিশ হাজার মন্বন্তরাবতার॥ ২৭২
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন॥ ২৭৩
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত॥ ২৭৪
স্বায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ', স্বারোচিষে 'বিভু' নাম।
ঔত্তমে 'সত্যসেন', তামসে 'হরি' অভিধান॥ ২৭৫
রৈবতে 'বৈকুণ্ঠ', চাক্ষুষে 'অজিত', বৈবস্বতে 'বামন'।
সাবর্ণে 'সার্বভৌম', দক্ষসাবর্ণে 'ঋষভ' গণন॥ ২৭৬
ব্রহ্মসাবর্ণে 'বিশ্বক্সেন', 'ধর্মসেতু' ধর্মসাবর্ণে।
রুদ্রসাবর্ণে 'সুধাম', 'যোগেশ্বর' দেবসাবর্ণে॥ ২৭৭
ইন্দ্রসাবর্ণে 'বৃহদ্ভানু' অভিধান।
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম॥ ২৭৮
যুগাবতার কহি এবে শুন সনাতন।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের গণন॥ ২৭৯
শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগধর্ম॥ ২৮০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩) শ্লোকঃ

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৪৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২)]

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলু॥ ৪৯
ত্রেতায়াংরক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥ ৫০

অন্বয়— **কৃতে শুক্লঃ** (সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ) ; **চতুর্বাহুঃ জটিলঃ** (চতুর্ভুজ জটাধারী) ; **বল্কলাম্বরঃ** (বল্কল পরিধানকারী) ; **কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্** (কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, উপবীত ও অক্ষমালা) ; **দণ্ডকমণ্ডলু বিভ্রৎ** (এবং দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণকারী) ; **ত্রেতায়াং** (ত্রেতাযুগে) ; **অসৌ রক্তবর্ণঃ** (ইনি রক্তবর্ণ) ; **চতুর্বাহুঃ ত্রিমেখলঃ** (চতুর্ভুজ, ত্রিমেখলাধারী) ; **হিরণ্যকেশঃ** (পিঙ্গলবর্ণ কেশযুক্ত) ; **ত্রয্যাত্মা** (বেদময় দেহ) ; **স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ** (স্রুক্-স্রুবাদি চিহ্নে চিহ্নিত)।

অনুবাদ—সত্যযুগে ভগবান যখন্ অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর বর্ণ সাদা, চার হাত, মাথায় জটা, পরণে গাছের ছাল, আর তিনি ধারণ করেন কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া, পৈতা, রুদ্রাক্ষের মালা, দণ্ড ও কমণ্ডলু অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বেশ। যখন ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর বর্ণ লাল, হাত চারটি, চুল পিঙ্গলবর্ণ, কোমরে তিনটি মেখলা অর্থাৎ বেষ্টনী, দেহ তাঁর বেদময় এবং স্রুক্ অর্থাৎ মালা এবং স্রুব অর্থাৎ যজ্ঞের হাতাও চিহ্নরূপে তিনি ধারণ করেছেন।

সত্যযুগে[ক] ধর্ম ধ্যান করায় শুক্লমূর্তি ধরি।
কর্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি॥ ২৮১
কৃষ্ণধ্যান করে লোক 'জ্ঞান অধিকারী'।
ত্রেতায় ধর্ম যজ্ঞ করায় রক্ত বর্ণ ধরি॥ ২৮২
কৃষ্ণপদার্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চন কর্ম॥ ২৮৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৭) শ্লোকঃ

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৫১

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২)]

[ক]সত্যযুগের ধর্ম ধ্যান। এই যুগে কর্দমমুনির তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান শুক্লমূর্তিতে তাঁকে দর্শন দিয়ে বরদান করে বললেন—স্বায়ম্ভুব মনু নিজ কন্যা দেবহূতিকে তোমায় সম্প্রদান করবেন। এই দেবহূতির গর্ভে তোমার নয় কন্যা জন্মাবে এবং আমিও তোমার পুত্র (কপিল) রূপে অবতীর্ণ হয়ে সাংখ্যদর্শন প্রচার করব।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৯) শ্লোকঃ

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ৫২

অন্বয়—বাসুদেবায় তে নমঃ (ভগবান বাসুদেবকে নমস্কার) ; **সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ** (এবং সংকর্ষণকে নমস্কার) ; **ভগবতে প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় তুভ্যং নমঃ** (ভগবান প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ উভয়কে নমস্কার)।

অনুবাদ—ভগবান বাসুদেবকে নমস্কার, সংকর্ষণকে নমস্কার, ভগবান প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার।

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চন।
কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন— কলিযুগের ধর্ম॥ ২৮৪
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ॥ ২৮৫
ধর্ম প্রবর্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোকে করে সংকীর্তন॥ ২৮৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২) শ্লোকঃ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ৫৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩)]

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥ ২৮৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫১, ৫২) শ্লোকঃ

কলের্দোষনিধে রাজ-
ন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য
মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥ ৫৪
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং
ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং
কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥ ৫৫

অন্বয়—রাজন্ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ) ; **দোষনিধেঃ** (বহুদোষের আকর) ; **কলেঃ একঃ মহান্ গুণঃ অস্তি** (কলির একটি মহাগুণ আছে) ; **কৃষ্ণস্য কীর্তনাৎ এব** (শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন হইতেই) ; **[জীবঃ]** (জীব) ; **মুক্তবন্ধঃ** (মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) ; **পরং ব্রজেৎ** (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে) ; **কৃতে বিষ্ণুং** (সত্যযুগে বিষ্ণুকে) ; **ধ্যায়তঃ যৎ** (ধ্যান করিয়া যাহা পাওয়া যায়) ; **ত্রেতায়াং মখৈঃ** (ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা) ; **যজতঃ** (বিষ্ণুর যজন করিয়া যাহা পাওয়া যায়) ; **দ্বাপরে পরিচর্যায়াং** (দ্বাপরে পরিচর্যা বা অর্চন করিয়া যাহা পাওয়া যায়) ; **কলৌ হরিকীর্তনাৎ তৎ** (কলিযুগে শ্রীহরিকীর্তন হইতেই তাহা পাওয়া যায়)।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বললেন—রাজন্! কলিযুগের অশেষ দোষ থাকলেও, তার একটি মহাগুণ আছে ; কলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনেই জীব মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারে। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞ করে এবং দ্বাপর যুগে পরিচর্যা বা অর্চনা করে যা পাওয়া যেত, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করেই তা পাওয়া যায়।

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসে (১১।২৩৯)

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্॥ ৫৬

অন্বয়—কৃতে ধ্যায়ন্ (সত্যযুগে ধ্যান করিয়া) ; **ত্রেতায়াং যজ্ঞৈ যজন্** (ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া) ; **দ্বাপরে অর্চয়ন্** (দ্বাপরযুগে অর্চনা করিয়া) ; **যৎ আপ্নোতি** (যাহা জীব পায়) ; **কলৌ** (কলিযুগে) ; **কেশবম্ কীর্তয়ন্ তৎ আপ্নোতি** (কেশব—শ্রীকৃষ্ণকে কীর্তন করিয়াই তাহা পাইয়া থাকে)।

অনুবাদ—সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চন করে যা পাওয়া যায়, কলিতে কেশবের (শ্রীকৃষ্ণ) কীর্তন করলেই তা পাওয়া যায়।

পূর্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ।
অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন॥ ২৮৮
চারি যুগের অবতারের এইত গণন।
শুনি ভঙ্গি করি তাঁরে পুছে সনাতন॥ ২৮৯

রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি॥ ২৯০
অতিক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার॥ ২৯১
প্রভু কহে অন্যাবতার শাস্ত্র-দ্বারে জানি।
কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি॥ ২৯২
সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র পরমাণ।
আমা সভা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান॥ ২৯৩
অবতার নাহি কহে 'আমি অবতার'।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥ ২৯৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৬) শ্লোকঃ
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্ব স্বার্থোহপিলভ্যতে॥ ৫৭

অন্বয়—গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ আর্যাঃ (গুণজ্ঞ সারমাত্রগ্রাহী আর্যগণ—পণ্ডিতগণ); কলিং সভাজয়ন্তি (কলিযুগকে সম্মান করেন); যত্র সঙ্কীর্তনেন এব (যে কলিযুগে সংকীর্তন দ্বারাই); সর্বস্বার্থঃ অপি লভ্যতে (সমস্ত পুরুষার্থও লাভ করা যায়)।

অনুবাদ—হে রাজন্! গুণজ্ঞ, সারগ্রাহী পণ্ডিতেরা কলিযুগকে সম্মান করেন, আদর করেন; কারণ এই কলিযুগে কেবল সংকীর্তন করেই সমস্ত পুরুষার্থ লাভ করা যায়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১০।৩৪) শ্লোকঃ
যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥ ৫৮

অন্বয়—তৈঃ তৈঃ (যে সমস্ত); অতুল্যাতিশয়ৈঃ (যাহার সমান অথবা অধিকও নাই); দেহিষু (এবং দেহীদিগের মধ্যে); অসঙ্গতৈঃ (যাহা অসম্ভব); বীর্যৈঃ শরীরিষু (বীর্যদ্বারা দেহীদিগের মধ্যে); অশরীরিণঃ (অপ্রাকৃত শরীরধারী); যস্য (যে ভগবানের); অবতারাঃ (অবতারসমূহ); জ্ঞায়ন্তে (জানা যায়)।

অনুবাদ—যমলার্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—যার সমান বা অধিকও নেই এবং দেহধারীদের মধ্যে বা একান্ত দুর্লভ অর্থাৎ দেহধারী জীবদের মধ্যে থেকেও যাঁর শরীর অপ্রাকৃত, বীর্যবান ও পরাক্রমশালী; তোমার যাঁরা অবতার তাঁদের চেনা যায় এই দেখে-সাধারণ জীবের মধ্যে যা অসম্ভব, সেই অসম্ভব ক্ষমতা তাঁদেরও মধ্যে থাকে।

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণের বস্তু জানে মুনিগণ॥ ২৯৫
আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ।
কার্য দ্বারায় জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ॥ ২৯৬
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে॥ ২৯৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১-২) শ্লোকঃ
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ ৫৯

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৫৫)]

এই শ্লোকে 'পর'-শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ।
'সত্য' শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ॥ ২৯৮
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পঢ়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল॥ ২৯৯
এই সব কার্য তাঁর তটস্থ লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ॥ ৩০০
অবতারকালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহো জানয়ে ঈশ্বর॥ ৩০১
সনাতন কহে— যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য প্রেমদান সংকীর্তন॥ ৩০২
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥ ৩০৩
প্রভু কহে— চতুরালী ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ॥ ৩০৪
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশনে কহি মুখ্য মুখ্য জন॥ ৩০৫
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার', আভাসে 'বিভূতি' লিখি॥ ৩০৬

সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার 'আবেশাবতার' নাম॥ ৩০৭
বৈকুণ্ঠে শেষ—ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত॥ ৩০৮
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তি শক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি, অনন্তে ভূধারণ-শক্তি॥ ৩০৯
শেষে স্ব-সেবন শক্তি[ক], পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশক বীর্যসঞ্চারণ॥ ৩১০

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে (১।১৮)

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ ৬০

অন্বয়—জনার্দনঃ (জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ) ; জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া (জ্ঞানশক্ত্যাদির অংশদ্বারা) ; যত্র আবিষ্টঃ (যে মহত্তম জীবে আবিষ্ট হন) ; তে মহত্তমা জীবাঃ এব (সেই সমস্ত মহত্তম জীবসকলই) ; আবেশাঃ নিগদ্যন্তে (আবেশাবতার কথিত হন)।

অনুবাদ—জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানশক্ত্যাদির অংশ দ্বারা যে সব জীবে আবিষ্ট হন, সেই সকল মহত্তম জীবকে আবেশ-অবতার বলে।

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্ত্যাভাবাবেশে॥ ৩১১

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং (১০। ৪১) শ্লোকঃ

যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৬১

অন্বয়—বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্যযুক্ত) ; শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্ত) ; ঊর্জিতং এব বা (অথবা বলপ্রতাপাদিযুক্ত) ; যৎ যৎ সত্ত্বং (যে যে বস্তু আছে) ; তৎ তৎ এব ত্বং (তৎসমস্ত বস্তুই তুমি) ; মম তেজোঽংশসম্ভবং (আমার শক্তির অংশসম্ভূত) ; অবগচ্ছ (জানিবে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—হে অর্জুন! এই সংসারে ঐশ্বর্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত অথবা বল-প্রতাপাদিযুক্ত যে সব বস্তু আছে, সে সবকে তুমি আমার শক্তির অংশ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে।

এইত কহিল শক্ত্যাবেশ-অবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্মের শুনহ বিচার॥ ৩১২
কিশোর-শেখর ধর্মী[খ] ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন॥ ৩১৩
আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে॥ ৩১৪

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং (১০। ৪২) শ্লোকঃ

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৬২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৬)]

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং (১।২৭)

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্॥ ৬৩

অন্বয়—বয়সঃ বিবিধত্বে অপি (বয়সের বিভিন্নতা থাকিলেও) ; সর্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ (সর্বভক্তিরসের আশ্রয়) ; নিত্যলীলাবিলাসবান্ ধর্মী (নিত্য লীলাবিলাসবিশিষ্ট সর্বগুণান্বিত) ; কিশোরঃ এব অত্র (কিশোর বয়সই এ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়)।

অনুবাদ—কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর ইত্যাদি বয়সের নানা ভেদ থাকলেও সমস্ত ভক্তি-রসের আশ্রয়, সমস্ত গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ কিশোররূপেই বৃন্দাবনে নিত্য-নূতন লীলায় বিভোর থাকেন।

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥ ৩১৫
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥ ৩১৬
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ৩১৭

[ক]শেষে স্ব-সেবন শক্তি— শেষে ভগবানকে সেবা করার শক্তি।

[খ]কিশোর শেখর ধর্মী—নিত্যকিশোরই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপ।

ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি।
রাস আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিতি॥ ৩১৮
নিত্যলীলা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি লীলা কেমতে নিত্য হয়॥ ৩১৯
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র(ক) প্রমাণে॥ ৩২০
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য যেন ভ্রমে রাত্রিদিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥ ৩২১
রাত্রি দিনে ষাটিদণ্ড হয় পরিমাণ।
তিন সহস্র ছয় শত পল তার মান॥ ৩২২
সূর্যোদয় হৈতে ষাটি পল ক্রমোদয়।
সেই 'একদণ্ড', অষ্ট দণ্ডে 'প্রহর' হয়॥ ৩২৩
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুন সূর্যোদয়॥ ৩২৪
ঐছে কৃষ্ণ লীলামণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে(খ)।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥ ৩২৫
সওয়া শত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাঁহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥ ৩২৬
অলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥ ৩২৭
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনা-বধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস(গ)॥ ৩২৮
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে 'নিত্যলীলা' কহে আগম পুরাণ॥ ৩২৯
গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম(ঘ)॥ ৩৩০
অতএব গোলোক স্থানে নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে ক্রমে প্রাকট্য তাহার॥ ৩৩১
ব্রজে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ(ঙ)॥ ৩৩২

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং (১—১১৮।১১৯।১২০) শ্লোকাঃ

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিপঠ্যতে॥ ৬৪
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥ ৬৫
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥ ৬৬

অন্বয়—যঃ হরি (যে শ্রীহরি) ; নাট্যে শ্রেষ্ঠ মধ্যাদিভিঃ শব্দৈঃ (নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ মধ্য আদি শব্দ দ্বারা) ; পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ত্রিধা পরিকীর্তিতঃ (পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণ এই তিনরূপে পরিকীর্তিত হন) ; বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) ; প্রকাশিতাখিলগুণঃ পূর্ণতমঃ (যে স্বরূপে সমস্তগুণ প্রকাশিত, সেই স্বরূপ পূর্ণতম বলিয়া) ; অসর্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ (যাহাতে সকল গুণের প্রকাশ নাই, তাহা পূর্ণতর বলিয়া) ; অল্পদর্শকঃ পূর্ণঃ স্মৃতঃ (পূর্ণতরের ন্যূন গুণবিশিষ্ট যাহা, তাহা পূর্ণ বলিয়া কথিত হন) ; কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা গোকুলান্তরে (শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা বৃন্দাবনে) ; পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু (পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা দ্বারকা ও মথুরাদিতে) ; ব্যক্তা অভূৎ (অভিব্যক্ত হইয়াছে)।

অনুবাদ—নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ মধ্য আদি ভেদে শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ—এই তিনরকম বলে কীর্তিত হয়েছেন। পণ্ডিতগণ বলেন—শ্রীকৃষ্ণ যেখানে তাঁর সমস্ত গুণকে প্রকাশ করেছেন, সেখানে তিনি পূর্ণতম ; যেখানে তার চেয়ে অল্পগুণের প্রকাশ করেছেন, সেখানে তিনি পূর্ণতর এবং যেখানে তার চেয়েও

(ক)জ্যোতিশ্চক্র— সূর্যাদি গ্রহগণ এবং অশ্বিনাদি নক্ষত্রগণ যে চক্রে অবস্থান করে, তাকে জ্যোতিশ্চক্র বলে।

(খ)চৌদ্দ মন্বন্তরে—ব্রহ্মার একদিনে।

(গ)শ্রীকৃষ্ণের প্রথম লীলা নন্দালয়ে পূতনাবধ, আর সর্বশেষ লীলা হল দ্বারকায় মৌষললীলা।

(ঘ)শ্রীকৃষ্ণ গোলোক ছেড়ে কোনো ব্রহ্মাণ্ডে আসেন না, তিনি নিত্য গোলোকেই আছেন।

(ঙ)শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-মাধুর্যাদি বৃন্দাবনে পূর্ণতমরূপে, মথুরায় পূর্ণতররূপে এবং দ্বারকায় ও পরব্যোমে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

অল্পগুণ প্রকাশ করেছেন, সেখানে তিনি পূর্ণ। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকাদিতে (দ্বারকা ও পরব্যোমে) পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

এক কৃষ্ণ[ক] ব্রজে—পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ-নাম॥ ৩৩৩

সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার॥ ৩৩৪

অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥ ৩৩৫

ইহা যেই শুনে পঢ়ে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান॥ ৩৩৬

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩৩৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্বনিরূপণে শ্রীভগবৎ-স্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশ পরিচ্ছেদঃ।

[ক]এক কৃষ্ণ — কৃষ্ণ একজনই, তিনজন নন — তিনিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ রূপে প্রকাশিত।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্যৈশ্বর্যশীকরম্॥ ১

অন্বয়—**অগত্যেকগতিং** (অগতির একমাত্র গতি) ; **হীনার্থাধিকসাধকং** (হীনজনের অধিক সিদ্ধিপ্রদাতা) ; **শ্রীচৈতন্যং নত্বা** (শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করিয়া) ; **অস্য** (ইঁহার— শ্রীকৃষ্ণের) ; **মাধুর্যৈশ্বর্যশীকরং** (মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের কণামাত্র) ; **লিখামি** (লিখিতেছি)।

অনুবাদ—অগতির একমাত্র গতি, পতিত জনের প্রতি অত্যধিক দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করে তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের কণামাত্র লিখছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
সর্ব স্বরূপের ধাম পরব্যোম ধামে।
পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ সব নাহিক গণনে॥ ২
শত সহস্রাযুত লক্ষ কোটি যোজন।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন॥ ৩
সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়।
পারিষদ ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ সব হয়॥ ৪
অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক-এক দেশে যার।
সেই পরব্যোমের কে করু বিস্তার॥ ৫
অনন্তবৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার 'দলশ্রেণী'[(ক)]**।**
সর্বোপরি কৃষ্ণলোক 'কর্ণিকার' গণি॥ ৬
এইমত ষড়ৈশ্বর্য স্থান, অবতার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার॥ ৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২১) শ্লোকঃ

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ২

অন্বয়—**ভূমন্** (হে বিশ্বব্যাপক !) ; **ভগবন্** (হে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান) ; **পরাত্মন্** (হে সর্বান্তর্যামী) ; **যোগেশ্বর** (হে যোগেশ্বর !) ; **অহো** (কী আশ্চর্য !) ; **যোগমায়াং বিস্তারয়ন্** (যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া) ; [যদা] (যখন) ; **ক্রীড়সি** (তুমি ক্রীড়া কর) ; [তদা] (তখন) ; **ভবতঃ ঊতীঃ** (তোমার লীলা সকল) ; **ক্ব কথং বা কতি বা কদা** (কোথায়, কীরূপ, কতসংখ্যক, কখন সম্পাদিত হইতেছে) ; **ত্রিলোক্যাং কঃ বেত্তি** (ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ ব্যক্তি জানে)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে বিশ্বব্যাপক, হে ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান ! হে সর্বান্তর্যামী ! হে যোগেশ্বর ! কী আশ্চর্য ! যোগমায়াকে বিস্তার করে যখন তুমি ক্রীড়া কর, তখন তোমার লীলা কোথায়, কীরূপে, কত সংখ্যায় এবং কখন যে সম্পাদিত হচ্ছে—তা ত্রিভুবনমধ্যে কোন্ ব্যক্তি জানতে পারে ?

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত॥ ৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৭) শ্লোকঃ

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংসবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ ৩

অন্বয়—**অস্য হিতাবতীর্ণস্য** (এই বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত অবতীর্ণ) ; **গুণাত্মনঃ** (সকল গুণের আকর) ; **তে গুণান্ বিমাতুং** (তোমার গুণগণকে গণনা করিতে) ; **কে বা ঈশিরে** (কাহারাই বা সমর্থ হয় ?) ; **সুকল্পৈঃ যৈঃ** (যে সকল সুনিপুণ ব্যক্তির দ্বারা) ; **কালেন** (যথাসময়ে) ; **ভূপাংসবঃ** (পৃথিবীর পরমাণুসমূহ) ; **খে মিহিকাঃ** (আকাশে শিশির-কণাগুলি) ; **দ্যুভাসঃ** (কিরণকণাসমূহ) ; **বিমিতাঃ** (গণিত হইতে পারে)।

(ক) দলশ্রেণী—অনন্ত বৈকুণ্ঠময় পরব্যোম ও কৃষ্ণলোক—এর মিলিত আকার একটি পদ্মের মতো ; কৃষ্ণলোক এই পদ্মের মধ্যস্থানীয় এবং পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠ সমূহ তার দলশ্রেণী।

অনুবাদ—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—এই বিশ্বের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ সকল গুণের আকর যে তুমি, সেই তোমার গুণসমূহকে কে-ই বা গণনা করতে পারে ? অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ, যাঁরা যথাসময়ে বহুচেষ্টায় পৃথিবীর পরমাণুকণা, আকাশের শিশিরকণা এবং কিরণকণাসমূহ বা তারাগুলি গণনা করেছেন—তাঁরাও পারেন না।

ব্রহ্মাদিক রহু, অনন্ত সহস্র বদন।
নিরন্তর গায়, গুণের অন্ত নাহি পান॥ ৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪২) শ্লোকঃ

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥ ৪

অন্বয়— তে অগ্রজাঃ অমী মুনয়ঃ (তোমার—নারদের অগ্রজ এই সমস্ত সনকাদি মুনিগণ) ; **অহং অপি** (আমি—ব্রহ্মাও) ; **পুরুষস্য মায়াবলস্য** (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াবলের) ; **অন্তং ন বিদামি** (অন্ত জানি না) ; **যে অবরাঃ কুতঃ** (যাহারা অন্য তাহাদের কথা আর কী বলা যাইবে) ; **দশশতাননঃ আদিদেবঃ শেষঃ** (সহস্রবদন আদিদেব অনন্ত) ; **অস্য গুণান্ গায়ন্** (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিয়া) ; **অধুনা অপি পারং ন সমবস্যতি** (এখনও শেষ করিতে পারেন নাই)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা বললেন—হে নারদ ! তোমার অগ্রজ সনকাদি মুনিগণও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াবলের অন্ত পাননি ; এমনকি আমিও পাইনি ; অন্যের কথা আর কী বলব ? সহস্রবদন অনন্তদেব তাঁর গুণকীর্তন করেও এখনও শেষ করতে পারেননি।

সেহো রহু, সর্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজগুণের অন্ত না পায়, হয়ে ত সতৃষ্ণ॥ ১০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৪১) শ্লোকঃ

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥ ৫

অন্বয়— ননু (হে ভগবান) ; **দ্যুপতয়ঃ এব** (স্বর্গাদির অধিপতি শ্রীব্রহ্মাদিও) ; **তে অন্তং ন যযুঃ** (তোমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্ত পান না) ; **ত্বং অপি অনন্ততয়া** (তুমিও অন্তহীন বলিয়া) ; **যদন্তরা সাবরণাঃ** (যে তোমার মধ্যে সপ্তআবরণযুক্ত) ; **অণ্ডনিচয়াঃ** (ব্রহ্মাণ্ডসমূহ) ; **সহ বয়সা** (একইসঙ্গে কালচক্রের দ্বারা) ; **খে রজাংসি ইব** (আকাশে রজঃ কণার ন্যায়) ; **বান্তি হি** (পরিভ্রমণ করিতেছে) ; **ভবন্নিধনাঃ শ্রুতয়ঃ** (তোমাতেই পর্যবসিত হয় তেমন শ্রুতি-সকল) ; **অতন্নিরসনেন** (যাহা তৎ-পদার্থ নহে, তাহা নিরসন পূর্বক) ; **ত্বয়ি** (তোমাকে বিষয়ীভূত করিয়াই) ; **ফলন্তি** (সফলতা—সার্থকতা লাভ করে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে শ্রুতিগণ বললেন—হে ভগবান ! স্বর্গাদির অধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার অন্ত পান না ; এমনকি নিজে অনন্ত বলে তুমি নিজেও নিজের অন্ত পাও না। আকাশে যেমন ধূলিকণা ঘুরে বেড়ায়, তেমনি তোমার মধ্যেও কালের আবরণে ঢাকা ব্রহ্মাণ্ডগুলি একইসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই শ্রুতিগণ শেষ পর্যন্ত তোমাতেই এসে পর্যবসিত হয় ; সমস্ত বিষয় নিরসন বা খণ্ডন করে তোমাকে বিষয়ীভূত করেই সফলতা লাভ করে থাকে।

সেহো রহু, ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারেতে মন না পায় পার॥ ১১
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি কৈল একক্ষণে।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাজাণ্ড[ক] স্ব স্ব নাথ সনে॥ ১২
এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত[খ]॥ ১৩
'কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ'[গ]—শুকদেব বাণী।
কৃষ্ণসঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি॥ ১৪

[ক]বৈকুণ্ঠাজাণ্ড — বৈকুণ্ঠ অজাণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) অর্থাৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত কোটি বৈকুণ্ঠ।

[খ]অবধূত — উদাসীন যোগীবিশেষ ; এখানে অর্থ বিক্ষিপ্ত বা স্তম্ভিত অর্থাৎ পাগল।

[গ]কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ—কৃষ্ণের অসংখ্য গোবৎস (বাছুর) দ্বারা।

এক এক গোপ করে যে বৎসচারণ।
কোটি অর্বুদ পদ্ম শঙ্খ তাহার গণন॥ ১৫
বেত্র বেণুদল শৃঙ্গ[ক] বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত তার নাহি লেখা পার॥ ১৬
সভে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক পৃথক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি॥ ১৭
এক কৃষ্ণদেহ হইতে সভার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সভার সেই শরীরে প্রবেশে॥ ১৮
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি এই পাছে করিলা নিশ্চিত॥ ১৯
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ।
সে জানুক কায়মনে, মুঞি এই মানোঁ॥ ২০
এই তোমার অনন্ত বৈভবামৃত-সিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে এক বিন্দু॥ ২১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩৮) শ্লোকঃ

জানন্ত এব জানন্তু
কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো
বৈভবং তব গোচরঃ॥ ৬

অন্বয়—প্রভো (হে প্রভো !) ; **জানন্তঃ এব** (আমরা ভগবদ্ তত্ত্ব জানি—এরূপ অভিমানী যাঁহারা, তাঁহারাই) ; **জানন্তু** (জানুক) ; **বহূক্ত্যা কিং** (বেশি কথা বলিয়া কী হইবে) ; **তব বৈভবং** (তোমার মহিমা) ; **মে মনসঃ** (আমার মনের) ; **বপুষঃ বাচঃ ন গোচরঃ** (দেহের বাক্যের বিষয় নহে)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন —যাঁরা বলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানি, তাঁরা জানুক। বেশি কথা বলে কী হবে ? হে প্রভু ! দেহ, মন, বাক্য দিয়েও আমি তোমার মহিমা জানতে পারিনি।

কৃষ্ণের মহিমা রহু, কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবন স্থানের দেখ আশ্চর্য বিভুতা[খ]॥ ২২
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে পরকাশে।
তার এক দেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে[গ]॥ ২৩
অপার ঐশ্বর্য কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥ ২৪
ঐশ্বর্য কহিতে স্ফুরিল কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিল প্রভুর, হইলা ফাঁফর॥ ২৫
ভাগবতের এই শ্লোক পঢ়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে॥ ২৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২১) শ্লোকঃ

স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥ ৭

অন্বয়—স্বয়ং তু (স্বয়ং ভগবান) ; **অসাম্যাতিশয়ঃ** (অসমোর্ধ—যাঁহার সমান কেহ নাই, অধিকও নাই) ; **ত্র্যধীশঃ** (ত্রিলোক বা ত্রিগুণাদির ঈশ্বর) ; **স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ** (পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন যিনি) ; **বলিং** (পূজাদ্রব্য) ; **হরদ্ভিঃ** (সমর্পণকারী) ; **চিরলোকপালৈঃ** (ব্রহ্মাদি চিরকালীন লোকপালগণ কর্তৃক) ; **কিরীটকোটীড়িত পাদপীঠঃ** (কোটি কোটি শিরোমুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা পূজিত পাদপীঠ যাঁহার) ; [তস্য কৈঙ্কর্যং অস্মাং অত্যন্তং বিগ্লাপয়তি] (উগ্রসেনাদির নিকটে তাঁহার [শ্রীকৃষ্ণের] অধীনত্ব, আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়)।

অনুবাদ—বিদুরের নিকট উদ্ধব বলেছিলেন—যিনি নিজে স্বয়ং ভগবান, যাঁর সমান বা অধিক কেউ নেই, যিনি ত্রিলোকের (অথবা তিনগুণের বা তিন পুরুষের) অধীশ্বর, পরমানন্দস্বরূপ সম্পদ থাকাতে যাঁর সবকিছুই পাওয়া হয়ে গেছে, যাঁর পাদপীঠে মাথার মুকুটের অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়ে ব্রহ্মা প্রমুখ চিরকালীন লোকপালেরা পূজা করে এসেছেন [সেই শ্রীকৃষ্ণ যে উগ্রসেনের অনুবর্তী অর্থাৎ অধীন হয়ে চলবেন—এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।]

[ক]শৃঙ্গ—শিঙ্গা, মহিষের শিং-এ প্রস্তুত।
[খ]বিভুতা—সর্বব্যাপকত্ব।
[গ]ভাসে—প্রকাশে।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহো নাহি আন॥ ২৭

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।১) শ্লোকঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥ ৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৬)]

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥ ২৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩১) শ্লোকঃ

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং
হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ
পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ৯

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ৪৭শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪০৩)]

এ সামান্য 'ত্র্যধীশ্বরের' অর্থ শুন আর।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার॥ ২৯
মহাবিষ্ণু পদ্মনাভ ক্ষীরোদক-স্বামী।
এই তিন—স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব অন্তর্যামী॥ ৩০
এই তিন—সর্বাশ্রয় জগৎ-ঈশ্বর।
এহো সব কলা-অংশ, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥ ৩১

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৪) শ্লোকঃ

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮০)]

এহো অর্থ মধ্যম্, আর অর্থ শুন সার।
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার॥[ক] ৩২

অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ॥ ৩৩
মধুরৈশ্বর্য মাধুর্য কৃপাদি ভাণ্ডার।
যোগমায়া[খ] দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা সার॥ ৩৪

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

করুণানিকুরম্বকোমলে
মধুরৈশ্বর্যবিশেষশালিনী।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে
ন হি চিন্তা-কণিকাভ্যুদেতি নঃ॥ ১১

অন্বয়—করুণানিকুরম্বকোমলে (করুণাসমূহে কোমল); মধুরৈশ্বর্য বিশেষশালিনি (মাধুর্য ও ঐশ্বর্যশালী); ব্রজরাজনন্দনে জয়তি (ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইলে); হি নঃ চিন্তাকণিকা (আমাদের চিন্তার লেশমাত্রও); ন অভ্যুদেতি (উপস্থিত হয় না)।

অনুবাদ—যিনি নিজ করুণারাশির দ্বারা কোমল, মাধুর্য ও ঐশ্বর্য বিশেষযুক্ত, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হলে আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকে না।

তার তলে পরব্যোম—বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ আদি অনন্ত-স্বরূপের ধাম॥ ৩৫
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য ভাণ্ডার।
অনন্ত-স্বরূপ যাঁহা করেন বিহার॥ ৩৬
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাহাঁ ভাণ্ডার কোঠরী।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্যে আছে ভরি॥ ৩৭

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৩) শ্লোকঃ

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।

[ক]শ্রীকৃষ্ণ তিন লোকের অধীশ্বর বলে তিনি ত্র্যধীশ। এই তিনলোকের মধ্যে প্রথম শ্রীকৃষ্ণলোক, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মাতাপিতা-কান্তাদি অন্তরঙ্গ পরিকরদের সঙ্গে দেবী যোগমায়ার সাহায্যে নানাবিধ লীলারস আস্বাদন করছেন—এটি শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর—এটাই গোলোক বৃন্দাবন অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তম বাসস্থান। দ্বিতীয়স্থান — পরব্যোম বা বিষ্ণুলোক ; এই ধামে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের অবস্থিতি—এটি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম আবাস, এখানে ঐশ্বর্যের প্রাধান্য। তৃতীয় স্থান—দেবীধাম বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড—এখানে শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার অবস্থান— এটি শ্রীকৃষ্ণের বাহ্য আবাসস্থল—প্রাকৃত জীব এইস্থানের অধিবাসী।

[খ]যোগমায়া—শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি।

তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১২

অন্বয় —**গোলোকনাম্নি নিজ ধাম্নি** (গোলোক নামক নিজ ধামে) ; **তস্য তলে চ** (এবং তাহার নীচে) ; **তেষু তেষু দেবীমহেশহরিধামসু** (সেই সেই দেবীধাম, মহেশধাম এবং হরিধামে) ; **তে তে প্রভাবনিচয়াঃ** (সেই সেই প্রভাবসমূহ) ; **যেন বিহিতাঃ** (যাঁহার দ্বারা বিহিত হইয়াছে) ; **তং আদিপুরুষং** (সেই আদি-পুরুষ) ; **গোবিন্দং অহং ভজামি** (গোবিন্দকে আমি ভজন করি) ।

অনুবাদ—ব্রহ্মা বললেন—শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম গোলোকে (অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে) এবং সেই গোলোকের নীচে আছে তিনটি ধাম— দেবীধাম, মহেশধাম এবং হরিধাম। এইসব ধামে যিনি যথাযোগ্যভাবে নিজ প্রভাব বিস্তার করেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে (৫।২৪৭।২৪৮)
পদ্মপুরাণবচনে—

প্রধানপরমব্যোম্নো-
রন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈ-
স্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥ ১৩
তস্যাঃ পারে পরব্যোম
ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্য-
মনন্তং পরমং পদম্॥ ১৪

অন্বয়—**বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈঃ** (বেদাঙ্গ-শ্রীভগবানের অঙ্গ নিঃসৃত ঘর্ম হইতে জাত) ; **তোয়ৈঃ** (জলরাশির দ্বারা) ; **প্রস্রাবিতা শুভা বিরজা নদী** (প্রবাহিতা পবিত্রা বিরজানদী—কারণার্ণব) ; **প্রধান-পরব্যোম্নোঃ অন্তরে [স্থিতা]** (প্রধান এবং পরব্যোমের মধ্যে অবস্থিতা) ; **তস্যাঃ পারে** (সেই বিরজার তীরে) ; **ত্রিপাদভূতং** (ত্রিপাদ-বিভূতিযুক্ত) ; **সনাতনং অমৃতং** (সনাতন অতি-মধুর) ; **শাশ্বতং** (নবায়মান) ; **নিত্যং** (অনাদিকাল হইতে অবস্থিত) ; **অনন্তং পরমং পদং পরব্যোম** (অনন্ত পরমস্থান পরব্যোম)।

অনুবাদ—প্রধান (প্রকৃতি) ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজা নামে নদী আছে—এই পবিত্র নদী বেদাঙ্গ-শ্রীভগবানের শরীরের ঘাম থেকে উৎপন্ন হয়ে সকলের মঙ্গল সাধন করে বয়ে চলেছে। সেই বিরজার তীরে ত্রিপাদ বিভূতিযুক্ত সনাতন, অতি মধুর, শাশ্বত, অনাদিকাল থেকে বর্তমান, অনন্ত পরমধাম পরব্যোম বিরাজিত।

তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা কোঠরী অপার॥ ৩৮
'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী[ক] রাখি, যাঁহা রহে মায়াদাসী॥ ৩৯
এই তিন ধামের হয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর॥ ৪০
চিচ্ছক্তি বিভূতিধাম 'ত্রিপাদৈশ্বর্য' নাম।
মায়িক বিভূতি 'একপাদ' অভিধান॥ ৪১

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে (৫।২৮৬)

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ
ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্বা
প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥ ১৫

অন্বয়—**ত্রিপাদ্বিভূতেঃ ধামত্বাৎ** (ত্রিপাদ ঐশ্বর্যের ধাম বলিয়া) ; **তৎপদং** (সেই ধাম —পরব্যোম) ; **ত্রিপাদ্ভূতং হি** (ত্রিপাদভূত) ; **যতঃ সর্বা মায়িকী** (যেহেতু সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধিনী) ; **বিভূতিঃ** (ঐশ্বর্য) ; **পাদাত্মিকা** (একপাদমাত্র) ; **প্রোক্তা** (কথিত হয়)।

অনুবাদ —ত্রিপাদ ঐশ্বর্যের ধাম বলে সেই ধাম অর্থাৎ পরব্যোম ত্রিপাদভূত ; যেহেতু সমস্ত মায়িক ঐশ্বর্যকে একপাদ (চারভাগের এক ভাগ) বলে। (এই মায়িক ঐশ্বর্য পরব্যোমাদি ভগবদ্ধামে নেই বলেই ভগবদ্ধামকে ত্রিপাদ বিভূতি বলে)।

[ক] জগল্লক্ষ্মী—মায়ারূপ জগৎ সম্পত্তি।

ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য-অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার॥ ৪২
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
'চিরলোকপাল' শব্দে তাহার গণন॥ ৪৩
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা, দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে॥ ৪৪
কৃষ্ণ বোলেন কোন্ ব্রহ্মা কি নাম তাহার।
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছিল আরবার॥ ৪৫
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
কহ গিয়া সনকপিতা চতুর্মুখ আইলা॥ ৪৬
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ হৈলা॥ ৪৭
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
কি লাগি তোমার ইঁহা আগমন হৈল॥ ৪৮
ব্রহ্মা কহে, তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে তাহা করহ ছেদন॥ ৪৯
'কোন্ ব্রহ্মা' পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে।
আমা বহি জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে॥ ৫০
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল তৎক্ষণে॥ ৫১
শত বিশ সহস্রাযুত লক্ষ বদন।
কোট্যর্বুদ মুখ কারো নাহিক গণন॥ ৫২
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন॥ ৫৩
দেখি চতুর্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।
হস্তিগণ মধ্যে যেন শশক রহিলা॥ ৫৪
আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণপাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদ-পীঠে লাগে॥ ৫৫
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লখিতে কেহো নারে।
যত ব্রহ্মা তত মূর্তি একই শরীরে॥ ৫৬
পাদপীঠ মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠকে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি॥ ৫৭
যোড়হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করেন স্তবন।
বড় কৃপা কৈলে প্রভু ! দেখাইলে চরণ॥ ৫৮
ভাগ্য আমার বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয় তাহা করি শিরে ধরি॥ ৫৯
কৃষ্ণ কহে তোমা সভা দেখিতে ইচ্ছা হৈল।
তাহা লাগি একত্র সভারে বোলাইল॥ ৬০
সুখী হও সভে, কিছু নাহি দৈত্যভয় ?
তাঁরা কহে তোমার প্রসাদে সর্বত্র জয়॥ ৬১
সম্প্রতি যেবা হৈত পৃথিবীতে ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার॥ ৬২
দ্বারকাদি বিভু তার এইত প্রমাণ।
'আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ' সভার হৈল জ্ঞান॥ ৬৩
কৃষ্ণসহ দ্বারকা বৈভব অনুভব হৈল।
একত্র মিলনে কেহ কাহো না দেখিল॥ ৬৪
তবে কৃষ্ণ সর্ব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবৎ হঞা সভে নিজ ঘরে গেলা॥ ৬৫
দেখি চতুর্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার॥ ৬৬
ব্রহ্মা বোলে পূর্বে আমি যে নিশ্চয় কৈল।
তাহার উদাহরণ আমি আজি সে দেখিল॥ ৬৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩৮) শ্লোকঃ

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ ১৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪১২)]

কৃষ্ণ কহে এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন।
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন॥ ৬৮
কোন ব্রহ্মাণ্ড শত কোটি, কোন লক্ষ কোটি।
কোন নিযুত কোটি, কোন কোটি কোটি॥ ৬৯
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥ ৭০
'এক পাদ বিভূতি' ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ বিভূতি-পরব্যোমের কে করে পরিমাণ॥ ৭১

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে
পদ্মপুরাণবচনম্ (৫।২৪৮)

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥ ১৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪১৪)]

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানন না যায়॥ ৭২
'ত্র্যধীশ্বর' শব্দের অর্থ গূঢ় আরো হয়।
'ত্রি' শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কহয়॥ ৭৩
গোলোকাখ্য-গোকুল[ক] মথুরা দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি॥ ৭৪
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য পূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥ ৭৫
পূর্ব উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত 'বৈকুণ্ঠাবরণ'[খ] চির-লোকপাল॥ ৭৬
তা সভার মুকুট কৃষ্ণ পাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ-কালে তাঁর মণি পীঠে লাগে॥ ৭৭
মণিপীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝনঝনি।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন অনুমানি॥ ৭৮
নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি সম্পত্তের 'ষড়ৈশ্বর্য' নাম॥ ৭৯
সেই 'স্বারাজ্যলক্ষ্মী'[গ] করে নিত্য পূর্ণকাম।
অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্॥ ৮০
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য অপার অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারিল, তার ছুঁইল এক বিন্দু॥ ৮১
ঐশ্বর্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হৈল।
মাধুর্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল॥ ৮২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২।১২ শ্লোকঃ

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ১৮

অন্বয়—স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা (স্বীয় যোগমায়ার শক্তি দেখাইতে উৎসুক) ; মর্ত্যলীলৌপয়িকং (মর্তলীলার উপযোগী) ; স্বস্য চ বিস্মাপনং (এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়জনক) ; সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং (সৌভাগ্যলক্ষ্মীর পরাকাষ্ঠা) ; ভূষণ-ভূষণাঙ্গং (ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ অঙ্গবিশিষ্ট) ; যৎ [রূপং] (যে রূপ) ; গৃহীতং (প্রকট করিয়াছেন)।

অনুবাদ — উদ্ধব বিদুরকে বললেন — শ্রীকৃষ্ণ আপন যোগমায়ার শক্তি দেখাবার জন্য মর্তলীলার উপযোগী রূপ গ্রহণ করলেন। সে রূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বিস্মিত হলেন ; সে রূপ পরম সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা, অলংকারেরও অলংকার—যা তাঁর অঙ্গে শোভা পেয়ে পরম মনোহর হয়ে উঠেছে।

যথারাগঃ—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥ ৮৩
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥ ধ্রু ॥ ৮৪
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥ ৮৫
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
'স্বসৌভাগ্য' যার নাম, সৌন্দর্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ তাঁর নিত্যধাম॥ ৮৬
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্তন।
তেরছ-নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,

[ক]গোলোকাখ্য-গোকুল—গোকুলের প্রকাশই গোলোক ; এজন্য গোলোকাখ্য-গোকুল বলা হয়েছে। গোকুল (বৃন্দাবন) মথুরা ও দ্বারকা—এই তিনলোকে কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি।

[খ]বৈকুণ্ঠাবরণ—পরব্যোমের বা মহাবৈকুণ্ঠের সাতটি আবরণ ও চুয়াত্তরটি আবরণ-দেবতা।

[গ]স্বারাজ্যলক্ষ্মী — শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্যরূপ স্বারাজ্য-লক্ষ্মীই তাঁর সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন।

বিন্ধে রাধা-গোপীগণের মন॥[ক] ৮৭

কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা সে স্বরূপগণ,
তা সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ৮৮

চটি গোপী মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর[খ] দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ॥ ৮৯

নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যাঁর বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥ ৯০

মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ[গ] তথি,
পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥ ৯১

মাধুর্য ভগবত্তা সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ॥ ৯২

কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতনের হাথে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানাগরী॥ ৯৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।১৪) শ্লোকঃ

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য॥ ১৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৫)]

যথারাগঃ—

তারুণ্যামৃতপারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত[ঘ], নারীর মন তৃণপাত,
তাহাঁ ডুবায় না হয় উদ্গম॥ ৯৪

সখি হে ! কোন্ তপ কৈল গোপীগণ ?
কৃষ্ণরূপ মাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥ ধ্রু ॥ ৯৫[ঙ]

যে মাধুরী উর্ধ্ব আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেঁহো সব অবতারী[চ], পরব্যোমে অধিকারী,
এ মাধুর্য নাহি নারায়ণে॥ ৯৬

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তেঁহো যে মাধুর্য লোভে, ছাড়িসব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা॥ ৯৭

সেই ত মাধুর্যসার, অন্যে সিদ্ধি নাহি তার[ছ],

[ক]ত্রিভঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের কটী, গ্রীবা ও চরণ—এই তিন অঙ্গে সামান্য বক্র করে দাঁড়ান বলে তিনি ত্রিভঙ্গ।

তেরছ-নেত্রান্ত বাণ—আড় নয়নের কটাক্ষ।

[খ]পঞ্চশর— কামদেব বা মদনের পাঁচটি শর—সম্মোহন, মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন।

[গ]পিঞ্ছ—ময়ূরপুচ্ছ।

[ঘ]চক্রবাত — শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি চক্রাকার বায়ু বা ঘূর্ণীবায়ুর মতো ; তাতে তৃণখণ্ড পড়লে যে অবস্থা, নারীর মনও তেমনি।

[ঙ]পিবি পিবি—পান করে করে ;

শ্লাঘ্য—প্রশংসনীয়।

[চ]যেঁহো সব অবতারী — যিনি সকল অবতারের মূল অনন্ত বৈকুণ্ঠ ধামের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি শ্রীনারায়ণ।

[ছ]অন্যে সিদ্ধি নাহি তার — শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যই সকল মাধুর্যের সার। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে তাঁর অন্যস্বরূপে, এমনকি শ্রীনারায়ণাদিতেও তা সিদ্ধ হয় না ; তাই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য অনন্যসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য স্বরূপে যে সৌন্দর্য মাধুর্যাদি দেখা যায় তা তাঁদের স্বয়ংসিদ্ধ সৌন্দর্য-মাধুর্য নয়, শ্রীকৃষ্ণ থেকেই তাঁরা ওই সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি লাভ করেছেন।

তেঁহো মাধুর্যাদি গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য জানি॥ ৯৮
গোপীভাবদর্পণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাঢ়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য॥[ক] ৯৯
কর্ম জপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি তপধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য সুলভ॥ ১০০
সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য মাধুর্যময়,
দিব্য গুণগণ রত্নালয়।
আনের বৈভব সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব-অংশী সর্বাশ্রয়॥ ১০১
শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্তি, ধৈর্য, বৈশারদী মতি,
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণসম নাহি অন্য,
করে কৃষ্ণ জগতের হিত॥[খ] ১০২
কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পঢ়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখে মাধুর্য করে আস্বাদন॥[গ] ১০৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।২৪।৬৫) শ্লোকঃ

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥ ২০

অন্বয়—নার্যঃ নরাঃ চ (নারীগণ এবং নরগণ) ; মকর-কুণ্ডল-চারুকর্ণ-ভ্রাজৎ-কপোল-সুভগং (মকর-কুণ্ডল সুশোভিত কর্ণ ও উজ্জ্বল গণ্ডে দীপ্তিযুক্ত) ; সুবিলাসহাসং (বিলাসময় হাস্যমণ্ডিত) ; নিত্যোৎসবং যস্য আননং (নিত্য-উৎসবময় যাঁহার মুখমণ্ডল) ; দৃশিভিঃ পিবন্ত্যঃ (দৃষ্টিদ্বারা পান করিয়া) ; মুদিতাঃ ন ততৃপুঃ (আনন্দিত হইয়াও তৃপ্ত হন নাই) ; নিমেঃ চ কুপিতাঃ (এবং নিমেষ-নির্মাতা-নিমির প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন)।

অনুবাদ—মকর কুণ্ডলে সুশোভিত কান ও গালদুটি উজ্জ্বল হয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। বিলাসময় হাসি যাতে বিরাজিত এবং নিত্য উৎসবময়—শ্রীকৃষ্ণের সেই বদন দৃষ্টি দিয়ে পান করে (শ্রীরাধিকাদি) নারীগণ এবং (সুবলাদি) নরগণ আনন্দিত হয়েও তৃপ্তিলাভ করতে পারেননি ; বরং নিমেষ সৃষ্টিকারী নিমির (বিধাতা) প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন।

তথাহি—তত্রৈব (১০।৩১।১৫) শ্লোকঃ

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্॥ ২১

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৪)]

যথারাগঃ—

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ,
সার্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়,
ত্রিজগৎ করিল কামময়॥[ঘ] ১০৪

[ক]গোপিগণের প্রেমরূপ আয়নার স্বচ্ছতা, নির্মলতা ও মধুরতা পূর্ণ হলেও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যকে নবনবায়মান করে ক্ষণে ক্ষণে বাড়তে থাকে। আবার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যও ক্রমবর্ধমান — কেউ-ই হার মানতে চায় না।

[খ]বৈশারদী মতি—নিপুণা বুদ্ধি।

বদান্য—দাতা।

[গ]নিমিষ—চক্ষুর পলক।

ব্রজে বিধি নিন্দে গোপিগণ—ব্রজে গোপিগণ চক্ষুর পলক সৃষ্টির জন্য বিধাতাকে নিন্দা করেছেন।

[ঘ]কামগায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ; কামগায়ত্রীতে সাড়ে চব্বিশটি অক্ষর ; প্রত্যেক অক্ষরই এক একটি চন্দ্রস্বরূপ ; শ্রীকৃষ্ণের দেহে এই চন্দ্র উদয়ের ফলে তিনি ত্রিজগতের কামনার বস্তু হন।

সখি হে ! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ[ক]।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
করি সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥ ধ্রু ॥ ১০৫
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণিদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু,
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥ ১০৬
কর নখ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখচন্দ্রগণ, তলে করে নর্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥ ১০৭
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নাসা-বাণ, ধনুর্গুণ দুই কান,
নারীগণ লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥ ১০৮
এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাঁহাকে অধরামৃতে,
সব লোকে করে আপ্যায়িত॥ ১০৯
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন।
লাবণ্য-কেলি সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন॥[খ]১১০
যার পুণ্য-পুঞ্জ ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই অক্ষ্যে কি করিবে পানে ?
দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণালোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে॥ ১১১
না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটি,
তাহে দিল নিমিষ আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন॥ ১১২
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার ?
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥ ১১৩
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য-সিন্ধু, মুখ সুমধুর-ইন্দু,
অতি মধুরস্মিত সুকিরণে।
এতিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালনে॥ [গ]১১৪

তথাহি—কর্ণামৃতে দ্বিনবতিতমশ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যম্

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
মর্ধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ ২২

অন্বয়—অস্য বিভোঃ (এই বিভু—শ্রীকৃষ্ণের) ; বপু মধুরং মধুরং (দেহ মধুর, অতি সুমধুর) ; বদনং মধুরং মধুরং (বদন মধুর, মধুর, অতিতর সুমধুর) ; অহো (অহো !) ; মধুগন্ধি এতৎ মৃদুস্মিতং (মধুগন্ধি এই মন্দহাসি) ; মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম (মধুর, মধুর, মধুর—অতিতম সুমধুর)।

অনুবাদ—অহো ! এই বিভু শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি মধুর, অতি সুমধুর, তাঁর বদন মধুর, মধুর, অতিতর সুমধুর ; তাঁর মধুগন্ধি মন্দহাসি তার চেয়েও মধুর, সুমধুর—মধুরতম।

যথারাগঃ—

সনাতন ! কৃষ্ণমাধুর্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি[ঘ], সব পিতে করে মতি,

[ক]কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ — শ্রীকৃষ্ণের দেহে সাড়ে ত্রিশ চন্দ্রের মধ্যে মুখমণ্ডলই হল শ্রেষ্ঠ ; (দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এখানে শ্রেষ্ঠচন্দ্র অর্থাৎ মুখমণ্ডল)। গালদুটি তাঁর দুই পূর্ণ চন্দ্র। ললাট বা কপালটি অর্ধচন্দ্র সদৃশ।

[খ]শ্রীকৃষ্ণের চোখদুটি তাঁর মন্ত্রী। যে চোখ মদন-মদে ঘূর্ণিত হচ্ছে, যার দিকেই দৃষ্টি দেন, সে-ই কৃপালাভ করে।

[গ]এতিনে লাগিল মন — শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের মাধুর্য, মুখের মাধুর্য ও মন্দহাস্যের মাধুর্য—এই তিন মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য মন লুব্ধ হয়ে উঠল।

স্বহস্ত চালনে—নিজের হাত চালনা করতে করতে বা হাতের ভঙ্গি দ্বারা অভিনয় করতে করতে।

[ঘ]সান্নিপাতি—বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনের একত্রে প্রকোপকে সান্নিপাতি রোগ বলে। এই রোগের লক্ষণ—প্রবল পিপাসা।

দুর্দৈব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥ ধ্রু ॥ ১১৫

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর[ক], মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥ ১১৬

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিকে বহে যার পূর॥ ১১৭

স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী-ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে॥[খ] ১১৮

সেধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
জগতের বলে পৈশে কানে।
সভা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥[গ] ১১৯

ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে কাঢ়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ? ১২০

নীবী[ঘ] খসায় পতি আগে, গৃহকর্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোক-ধর্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥ ১২১

কানের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কান, আনবুলিতে বোলায় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥ ১২২

পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহি আনে,
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্তভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে॥ ১২৩

আমি ত বাউল[ঙ], আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্যামৃত স্রোতে যাই বহি॥ ১২৪

তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য করি পুন সনাতনে কহে॥ ১২৫

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে॥ ১২৬

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১২৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য মাধুর্য-বর্ণনং নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

[ক]কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর — শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ লাবণ্যের সমুদ্রতুল্য।

[খ]স্মিত কিরণ সুকর্পূরে—স্মিত কিরণরূপ সুকর্পূরে অর্থাৎ মুখচন্দ্রের কিরণ উত্তম কর্পূরতুল্য।

বংশী ছিদ্র আকাশে— শ্রীকৃষ্ণের বাঁশিতে যে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের ফাঁকা স্থানকে আকাশ বলা হয়েছে।

[গ]অণ্ড ভেদি — ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে বৈকুণ্ঠে যায়, সে সময় জোর করে সে ধ্বনি জগদ্বাসীর কানে প্রবেশ করে।

বলাৎকারে আনে ধরি—জোর করে ধরে আনে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে না এসে থাকতে পারে না।

[ঘ]নীবী— কোমরের বস্ত্রগ্রন্থি।

[ঙ]বাউল—বাতুল ; পাগল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥ ১

অন্বয়—**যেন** (যাহা কর্তৃক) ; **অতিগূঢ়া অপি** (অত্যন্ত গোপনীয় অতি গূঢ়ও) ; **ইয়ং ভক্তিঃ** (এই ভক্তি) ; **কলৌ প্রকাশিতা** (কলিকালে প্রকাশিত হইয়াছে) ; **তং করুণার্ণবং** (সেই দয়ার সাগর) ; **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে** (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ—অত্যন্ত গোপনীয় অর্থাৎ অতি নিগূঢ় হলেও এই ভক্তি কলিকালে যিনি প্রকাশ করেছেন, দয়ার সাগর সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এই তো কহিল সম্বন্ধ তত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার॥ ২
এবে কহি শুন অভিধেয়ের লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ৩
'কৃষ্ণভক্তি' অভিধেয় সর্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥ ৪

তথাহি—মুনিবাক্যম্

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা
দিশতি ভবদারাধন-বিধিং
যথা মাতুর্বাণী
স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা
সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং
মুরহর ভবানেব শরণম্॥ ২

অন্বয়—**মাতা শ্রুতি** (মাতৃস্বরূপা শ্রুতি বা উপনিষদ্) ; **পৃষ্টা** (জিজ্ঞাসিত হইলে) ; **ভবদারাধনবিধিং** (তোমার—শ্রীভগবানের আরাধনা বিধি) ; **দিশতি** (উপদেশ করেন) ; **মাতুঃ যথা বাণী** (মাতার যেরূপ কথা) ; **ভগিনী স্মৃতিঃ অপি তথা বক্তি** (ভগিনীস্বরূপা স্মৃতিশাস্ত্রও সেইরূপই বলেন) ; **পুরাণাদ্যাঃ যে সহজনিবহাঃ** (পুরাণশাস্ত্রাদিরূপ যে সকল সহোদরগণ) ; **তে তদনুগাঃ** (তাহারা ও মাতা আদির অনুগামী) ; **মুরহর** (হে মুরারি শ্রীকৃষ্ণ) ; **অতঃ ভবান্ এব শরণং** (অতএব তুমিই একমাত্র আশ্রয়) ; **[এতৎ]** (ইহা) ; **সত্যং জ্ঞাতং** (সত্য জানা গেল)।

অনুবাদ—মাতৃস্বরূপা শ্রুতি বা বেদ-উপনিষদকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তোমাকে আরাধনা করার উপদেশ দেন। ভগিনী স্বরূপা স্মৃতিশাস্ত্রও মায়ের মত একই কথা বলেন। পুরাণাদি সহোদরগণ তাঁরাও মাতা ও ভগিনীর অনুগত। অতএব হে মুরারি শ্রীকৃষ্ণ ! তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়—এই সারসত্য জেনেছি।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥ ৫
স্বাংশ বিভিন্নাংশ-রূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥ ৬
স্বাংশ বিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ—জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥[ক] ৭
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য সংসার॥ ৮
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ॥ ৯
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্মুখ।
নিত্য সংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥ ১০
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়[খ] জারি তারে মারে॥ ১১

[ক]চতুর্ব্যূহ অবতারগণ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং মৎস্যাদি অবতারগণ—এঁরা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ।

বিভিন্নাংশ জীব —জীব হল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ বা তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি।

[খ]তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক— এই ত্রিতাপ জ্বালা।

কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে[ক] যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥ ১২
তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥ ১৩

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।২।৬)

কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা
ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে
সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং
মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥ ৩

অন্বয়—কামাদীনাং কতি (কামাদির কত কত প্রকার) ; দুর্নিদেশাঃ (অন্যায় আদেশ) ; কতিধা ন পালিতাঃ (কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি) ; ময়ি তেষাং ন করুণা (আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল না) ; ন ত্রপা (তাহাদের সেজন্য লজ্জাও হইল না) ; উপশান্তিঃ ন জাতা (উপশান্তি হইল না) ; অথ যদুপতে (অনন্তর হে যদুনাথ) ; সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিঃ (সম্প্রতি জ্ঞানলাভ করিয়াছি) ; এতান্ উৎসৃজ্য (এই সমস্তকে ত্যাগ করিয়া) ; অভয়ং শরণং (অভয় আশ্রয়স্বরূপ) ; ত্বাং আয়াতিঃ (তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি) ; মাং আত্মদাস্যে নিযুঙ্ক্ষ (আমাকে তোমার নিজ দাসত্বে নিযুক্ত কর)।

অনুবাদ—কাম-ক্রোধাদির কত না দুষ্ট আদেশ কতভাবেই না পালন করেছি, তবু আমার প্রতি তাদের দয়া হল না। তারা লজ্জিতও হল না, তাদের দাসত্ব থেকে আমাকে নিষ্কৃতিও দিল না। হে যদুপতি! তোমার কৃপায় এখন আমার জ্ঞান লাভ হয়েছে, আমি তাদের ত্যাগ করে অভয় আশ্রয়স্বরূপ তোমাকে পেয়েছি—এখন আমাকে তোমার নিজ দাস করে নাও।

কৃষ্ণভক্তি হয়—অভিধেয়প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক[খ] কর্ম যোগ জ্ঞান॥ ১৪
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥ ১৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১২) শ্লোকঃ

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥ ৪

অন্বয়—নিরঞ্জনং (নিরুপাধি) ; নৈষ্কর্ম্যং অপি (ব্রহ্মবিষয়কও) ; জ্ঞানং (জ্ঞানমার্গের সাধন) ; অচ্যুতভাববর্জিতং (হরিভক্তিহীন হইলে) ; অলং ন শোভতে (সম্যকরূপে শোভা পায় না) ; [তদা] (তখন) ; শশ্বৎ অভদ্রং যৎ কর্ম (সর্বদা অশুভ যে কর্ম) ; যৎ চ অকারণং কর্ম (এবং যে অকাম্য কর্ম) ; অপি (ও) ; ঈশ্বরে ন অর্পিতং (শ্রীভগবানে অর্পিত না হইলে) ; কুতঃ পুনঃ (কীরূপেই বা আবার) ; [শোভতে] (শোভা পায়)।

অনুবাদ—নিরুপাধি (ইহকাল ও পরকালের সুখবাসনাহীন) ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানমার্গের সাধন হরিভক্তিহীন হলে ফলদায়ক হয় না। ফলের আশায় যে সকল কর্ম করা হয় অর্থাৎ কাম্য কর্ম—যা দুঃখদায়ক এবং যে নিষ্কাম কর্ম—তাও শ্রীভগবানে অর্পিত না হলে যে ফলদায়ক হবে না—এ আর বলার কী আছে?

তথাহি—তত্রৈব (২।৪।১৭) শ্লোকঃ

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ৫

অন্বয়—তপস্বিনঃ (জ্ঞানিগণ) ; দানপরাঃ (দানশীল কর্মিগণ) ; যশস্বিনঃ (যশস্বিগণ—অশ্বমেধাদি যজ্ঞকর্তাগণ) ; মনস্বিনঃ (যোগিগণ) ; মন্ত্রবিদঃ

[ক]ভ্রমিতে ভ্রমিতে—অর্থাৎ কোনো এক জন্মে।

[খ]ভক্তিমুখনিরীক্ষক—ভক্তির মুখের দিকে (কাতর দৃষ্টিতে) চেয়ে থাকে যে অর্থাৎ ভক্তির অধীন হল কর্ম, যোগ, জ্ঞান ; ভক্তি ব্যতীত এরা নিজ নিজ ফল দান করতেও সমর্থ নয়।

(আগমবেত্তাগণ) ; **সুমঙ্গলাঃ** (সদাচার পরায়ণগণ) ; **যদর্পণং বিনা** (যাহাতে অর্পণ না করিলে) ; **ক্ষেমং ন বিন্দন্তি** (মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না) ; **তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে** (সেই সুমঙ্গল যশস্বী) ; **[ভগবতে]** (ভগবানকে) ; **নমঃ নমঃ** (নমস্কার, নমস্কার)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—তপস্বিগণ অর্থাৎ জ্ঞানিগণ, দানশীল কর্মিগণ, যশস্বিগণ, যোগিগণ, মন্ত্রবিদগণ (আগমবেত্তাগণ) এবং সদাচারিগণ—যে ভগবানে আত্মসমর্পণ না করে মঙ্গললাভ করতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল যশস্বী শ্রীভগবানকে বারবার নমস্কার করি।

কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥ ১৬

তথাহি—তত্রৈব (১০।১৪।৪) শ্লোকঃ

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ৬

অন্বয়—**বিভো** (হে বিভু !) ; **শ্রেয়ঃসৃতিং** (মঙ্গললাভের উপায়স্বরূপ) ; **তে ভক্তিং উদস্য** (তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া) ; **যে কেবলবোধলব্ধয়ে** (যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) ; **ক্লিশ্যন্তি** (পরিশ্রম করেন) ; **স্থূলতুষাবঘাতিনাং** (অন্তঃসারশূন্য স্থূল তুষ হইতে চাউল বাহির করিবার জন্য আঘাতকারীর) ; **যথা** (ন্যায়) ; **তেষাং ক্লেশলঃ এব** (তাহাদের ক্লেশই) ; **শিষ্যতে** (অবশিষ্ট থাকে) ; **ন অন্যৎ** (অন্য কিছু থাকে না)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে বিভু ! তোমাতে ভক্তিই কেবল মঙ্গললাভের উপায়। সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করে যারা শুধু জ্ঞানলাভের জন্য কষ্ট করে, তাদের ভাগ্যে কেবল পরিশ্রমই জোটে। ফাঁপা তুষকে আঘাত করে যারা চাল পেতে চায়, তাদের ব্যর্থ শ্রমের মতোই এদের শ্রম।

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥ ১৭
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ ১৮
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণে নাহি ভজে।
স্বধর্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে॥[ক] **১৯**

তথাহি—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াং (৭।১৪) শ্লোকঃ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৮৯)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২) শ্লোকঃ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ ৮

অন্বয়—**গুণৈঃ পৃথক্** (গুণদ্বারা পৃথক) ; **বিপ্রাদয়ঃ** (ব্রাহ্মণাদি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই) ; **চত্বারঃ বর্ণাঃ** (চারিটি বর্ণ) ; **পুরুষস্য** (শ্রীভগবানের) ; **মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ** (যথাক্রমে মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে) ; **আশ্রমৈঃ** (আশ্রমসমূহের—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রমের) ; **সহ জজ্ঞিরে** (সহিত জন্মিয়াছে)।

অনুবাদ—সত্ত্বাদি গুণের পার্থক্য অনুসারেই শ্রীভগবানের মুখ, বাহু, উরু এবং পদ থেকে ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) এবং ব্রহ্মচর্যাদি (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) চার আশ্রমের উৎপত্তি হয়েছে।

তথাহি—৩ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যম্

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ৯

অন্বয়—**এষাং য** (ইহাদের মধ্যে যাহারা) ; **সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবং** (সাক্ষাৎ নিজ পিতা) ; **ঈশ্বরং**

[ক]ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমে থেকে যদি শ্রীকৃষ্ণ ভজন না করে তবে জীব মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না ; বরং রৌরব নামক নরকে পড়ে মজতে থাকে। অতএব ভক্তিই অভিধেয়।

পুরুষং (ঈশ্বর পরমপুরুষকে) ; **ন ভজন্তি** (ভজন করে না) ; **অবজানন্তি** (অবজ্ঞা করে) ; **[তে]** (তাহারা) ; **স্থানাৎ ভ্রষ্টাঃ অধঃ পতন্তি** (স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম হইতে নিম্নে-পতিত হয়)।

অনুবাদ—এদের মধ্যে যারা সাক্ষাৎ জনক পরমপুরুষ ঈশ্বরকে ভজনা করে না, বরং অবজ্ঞা করে, তারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম থেকে বিচ্যুত ও অধঃপতিত হয়।

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ ২০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২) শ্লোকঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ১০

অন্বয়—**অরবিন্দাক্ষ** (হে পদ্মপলাশলোচন) ; **ত্বয়ি অস্তভাবাৎ** (তোমাতে ভক্তিহীনতাবশত) ; **অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ** (অবিশুদ্ধবুদ্ধি) ; **অন্যে যে বিমুক্তমানিনঃ** (অন্য যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে) ; **কৃচ্ছ্রেণ** (অতিকষ্টে) ; **পরং পদং আরুহ্য** (পরমপদ আরোহণ করিয়া) ; **অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ** (তোমার চরণের অনাদর করায়) ; **ততঃ অধঃ পতন্তি** (সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হয়)।

অনুবাদ—দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে পদ্মপলাশলোচন! যারা তোমার প্রতি বিমুখ, তোমাতে ভক্তিহীনতাবশত তাদের বুদ্ধি অশুদ্ধ থাকে ; অথচ তারা নিজেদেরকে মুক্ত বলে অহংকার করে। অনেক কষ্টে (কঠোর তপস্যাদি দ্বারা) পরম পদ (সৎকুলাদি) পেয়েও তোমার চরণের অনাদর করার ফলে সেই স্থান থেকে তারা অধঃপতিত হয়।

কৃষ্ণ সূর্য সম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥ ২১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৫।১৩) শ্লোকঃ

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ ১১

অন্বয়—**যস্য ঈক্ষাপথে** (যাঁহার দৃষ্টিপথে) ; **স্থাতুং** (অবস্থান করিতে) ; **বিলজ্জমানয়া অমুয়া** (লজ্জিতা ওই মায়া দ্বারা) ; **বিমোহিতাঃ** (বিমুগ্ধ হইয়া) ; **দুর্ধিয়ঃ** (মন্দবুদ্ধি লোকগণ) ; **মমাহমিতি** (আমি-আমার এইরূপ) ; **বিকত্থন্তে** (শ্লাঘা করে)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা নারদকে বললেন—যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকতে লজ্জা পায়—সেই মায়ায় মোহিত হয়ে মন্দবুদ্ধি লোকেরা 'আমি' ও 'আমার' বলে অহংকার করে থাকে।

'কৃষ্ণ! তোমার হঙ' যদি বোলে একবার।
মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥ ২২

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে
৩৯৭ অঙ্কধৃতরামায়ণ বচনম্

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥ ১২

অন্বয়—**যঃ প্রপন্নঃ** (যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া) ; **তব অস্মি** (হে ভগবান! তোমার হই) ; **ইতি চ সকৃৎ এব যাচতে** (ইহাও একবার মাত্র প্রার্থনা করে) ; **তস্মৈ সর্বদা অভয়ং দদামি** (তাহাকে সর্বদা অভয় দান করি) ; **এতৎ মম ব্রতম্** (ইহা আমার ব্রত)।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি শরণাগত হয়ে একবার মাত্র বলে—'হে কৃষ্ণ, আমি তোমারই', তাহলে তাকে আমি অভয়দান করি, এই আমার ব্রত।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ২৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০) শ্লোকঃ

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ১৩

অন্বয়—**অকামঃ** (কামনাশূন্য ভক্ত) ; **সর্বকামঃ** (ধনাদি বিষয়ের কামনাকারী ব্যক্তি) ; **মোক্ষকামঃ বা** (অথবা মোক্ষকামী) ; **উদারধীঃ** (সুবুদ্ধি হইলে) ; **তীব্রেণ ভক্তিযোগেন** (ঐকান্তিক ভক্তিযোগের সহিত) ; **পরং পুরুষং যজেত** (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে)।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—কামনাশূন্য ভক্ত, ধনাদি কামনাকারী কর্মী অথবা মোক্ষকামী জ্ঞানী যিনিই হোন না কেন, তিনি যদি সুবুদ্ধিসম্পন্ন হন, তাহলে ঐকান্তিক ভক্তির সঙ্গে তিনি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করবেন।

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥ ২৪

কৃষ্ণ কহে—'আমা ভজে মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥ ২৫

আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥' ২৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৭) শ্লোকঃ

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ১৪

অন্বয়—**অর্থিত** (প্রার্থিত হইয়া) ; **নৃণাং অর্থিতং** (মনুষ্যগণের প্রার্থিত বস্তু) ; **দিশতি** (দান করেন) ; **সত্যম্** (ইহা সত্যই) ; **[তথাপি] ন এব অর্থদঃ** (তথাপি তিনি পরমার্থপ্রদ হয়েন না) ; **যৎ** (যেহেতু) ; **যতঃ পুনরর্থিতা** (যাহার পরেও পুনরায় সেই ব্যক্তি প্রার্থনাকারী হইয়া থাকে) ; **অনিচ্ছতাং [অপি]** (কামনাহীন হইলেও) ; **ভজতাং** (ভজনাকারীর) ; **ইচ্ছাপিধানং** (সর্ব কামনার আচ্ছাদক) ; **নিজপাদপল্লবং** (আপন চরণপল্লব) ; **স্বয়ং বিধত্তে** (ভগবান স্বয়ং দান করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে দেবগণ বললেন—যারা ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তাদের তিনি প্রার্থিত বস্তু সত্যিই দান করেন, কিন্তু তাদের তিনি পরমবস্তু দান করেন না। কারণ তাদের প্রার্থনা বা কামনার শেষ নেই। ভক্ত শ্রীভগবানের কাছে কিছুই চান না, তথাপি তিনি নিজে থেকেই তাকে নিজ চরণপল্লব দান করেন। ভগবানের চরণপল্লব ভক্তের অন্য সব কামনাকে ঢেকে দেয় অর্থাৎ ভগবানের চরণপল্লব পেলে ভক্তের আর কোনো কামনা থাকে না।

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ ২৭

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭ অধ্যায়ে ধ্রুবচরিতে ২৮ শ্লোকঃ

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ ! কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥ ১৫

অন্বয়—**অহং স্থানাভিলাষী** (আমি রাজসিংহাসনের অভিলাষী হইয়া) ; **তপসি স্থিতঃ** (তপস্যা করিয়া) ; **কাচং বিচিন্বন্** (কাচ অনুসন্ধান করিতে করিতে) ; **দিব্যরত্নং ইব** (দিব্যরত্নের ন্যায়) ; **দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং** (দেবমুনিগণের অপ্রাপ্য) ; **ত্বাং প্রাপ্তবান্** (তোমাকে পাইয়াছি) ; **স্বামিন্** (হে প্রভো !) ; **কৃতার্থঃ অস্মি** (আমি কৃতার্থ হইয়াছি) ; **বরং ন যাচে** (বর প্রার্থনা করি না)।

অনুবাদ—ধ্রুব ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে বললেন—হে প্রভো ! কাচ খুঁজতে খুঁজতে লোকে যেমন দিব্যরত্ন পায়, আমিও তেমনি পিতৃসিংহাসন লাভ করার জন্য তপস্যা করতে করতে তোমার শ্রীচরণ পেয়েছি—যা দেবতা ও মুনিগণের পক্ষেও দুর্লভ। হে প্রভু ! এতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, আমার অন্য কোনো বরের আর প্রয়োজন নেই।

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥ ২৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৮।৫) শ্লোকঃ

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন॥ ১৬

অন্বয়—**মবং ন** (না, এইরূপ নহে) ; **অধমস্য অপি মম** (আমার ন্যায় অধমেরও) ; **অচ্যুতদর্শনং স্যাৎ এব** (ভগবান অচ্যুতের দর্শন হইতে পারে) ; **[যতঃ]** (যেহেতু) ; **কালনদ্যা হ্রিয়মাণঃ** (কালপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া) ; **কশ্চনঃ ক্বচিৎ তরতি** (কেহ কেহ কখনো কখনো উদ্ধারলাভ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ—অক্রূর বললেন—না, তা নয়। আমার

মতো অধমেরও অচ্যুত বা কৃষ্ণদর্শন হতে পারে। কারণ, কালনদীতে ভেসে যেতে যেতেও কেউ কেউ কখনো কখনো তীরকে পেয়ে যায় অর্থাৎ সংসার থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ ২৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫১।৫৪) শ্লোকঃ

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ১৭

অন্বয়—অচ্যুত (হে অচ্যুত !) ; **ভ্রমতঃ জনস্য** (নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে) ; **যদা** [জীবস্য] **ভবাপবর্গঃ ভবেৎ** (যখন জীবের সংসারবন্ধন মোচন হয়) ; **তর্হি সৎসমাগমঃ** (তখন সাধুসঙ্গ লাভ হয়) ; **যর্হি সৎসঙ্গমঃ** (যখন সাধুসঙ্গ লাভ হয়) ; **তদা এব সদ্গতৌ** (তখনই সাধুদিগের একমাত্র গতি) ; **পরাবরেশে** (আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত সকলের অধীশ্বর) ; **ত্বয়ি রতিঃ জায়তে** (তোমাতে রতি বা ভক্তি জন্মে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে মুচুকুন্দ বলেছেন —হে অচ্যুত ! সংসারে নানা যোনিতে জন্ম নিতে নিতে যখন জীবের সংসার-বন্ধন অর্থাৎ মায়া থেকে মুক্তি পাবার সময় হয়, তখনই তার সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সেই সাধুসঙ্গের ফলে তার অন্তরে ভক্তি জন্মে—সেই সাধুগণের একমাত্র গতি এবং সকলের অধীশ্বর হলে তুমি।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী রূপে[ক] শিখায় আপনে॥ ৩০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৬) শ্লোকঃ

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ১৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১১)]

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥ ৩১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৮) শ্লোকঃ

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ
জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো
ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ১৯

অন্বয়— যঃ পুমান্ (যে ব্যক্তি) ; **যদৃচ্ছয়া** (কোনওভাগ্যে) ; **মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ** (আমার কথাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হন) ; **তু ন নির্ব্বিণ্ণঃ** (কিন্তু সংসারে অত্যন্ত বিরক্তও নহেন) ; **ন অতিসক্তঃ** (অতীব আসক্তও নহেন) ; **অস্য ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ** (তাহার ভক্তিযোগ যশপ্রদ হইয়া থাকে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—হে উদ্ধব ! ভাগ্যক্রমে আমার কথা ও কীর্তনাদিতে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা জন্মে এবং যিনি সংসারে একেবারে বিরক্তও নন, আবার খুব আসক্তও নন, তিনি যদি ভক্তি দিয়ে আমাকে পেতে চান, তবে তাঁর সেই ভক্তিযোগ ফলপ্রদ হয়ে থাকে অর্থাৎ সেই ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম দান করে থাকে।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥ ৩২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।১২) শ্লোকঃ

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ ২০

অন্বয়— রহূগণ (হে রহূগণ !) ; **মহৎপাদ-রাজোভিষেকং বিনা** (মহৎ ভক্তের পাদরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে) ; **ন তপসা** (তপস্যা দ্বারাও নয়) ; **ন চ ইজায়া** (বৈদিক কর্ম দ্বারাও নয়) ; **নির্বপণাৎ**

[ক]গুরু অন্তর্যামীরূপে —অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই গুরু এবং অন্তর্যামী (পরমাত্মা) রূপে স্বয়ং শিক্ষা দেন।

(অন্নাদি দান দ্বারা) ; **গৃহাৎ** (গৃহনিমিত্ত পরোপকার দ্বারা) ; **ন বা ছন্দসা** (বেদাভ্যাস দ্বারাও না) ; **ন এব জলাগ্নিসূর্যৈঃ** (জল, অগ্নি বা সূর্যের উপাসনার দ্বারাও নয়) ; **এতৎ যাতি** (ইঁহাকে—এই তত্ত্বজ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ—শ্রীভরত বললেন—হে মহারাজ রহূগণ! মহৎ ব্যক্তির (অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের) চরণাশ্রয় বিনা বা কৃপাব্যতীত তপস্যা, বৈদিক কর্ম, অন্নাদিদান, গৃহাদি নির্মাণের জন্য পরোপকার, বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্নি বা সূর্যের উপাসনা—এ সমস্ত দ্বারাও ভগবদ্-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।

তথাহি—তত্রৈব (৭।৫।৩২) শ্লোকঃ

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ২১

অন্বয়—**যাবৎ নিষ্কিঞ্চনানাং** (যে পর্যন্ত বিষয়াভিমানশূন্য) ; **মহীয়সাং** (মহৎ ভক্তের) ; **পাদরজোঽভিষেকং ন বৃণীত** (চরণ-রজোদ্বারা অভিষেক বরণ না করে) ; **তাবৎ এষাং মতিঃ** (সে পর্যন্ত ইঁহাদের মতি) ; **উরুক্রমাঙ্ঘ্রিং** (ভগবদ্-চরণকে) ; **ন স্পৃশতি** (স্পর্শ করিতে পারে না) ; **যদর্থঃ অনর্থাপগমঃ** (যে মতির উদ্দেশ্য অনর্থ-নিবৃত্তি)।

অনুবাদ—প্রহ্লাদ তাঁর গুরুপুত্রকে বললেন—যে পর্যন্ত বিষয়ভোগশূন্য মহৎ ভক্তের ধূলিদ্বারা অভিষেক না হয়, সে পর্যন্ত সাধারণ লোকের মতি ভগবদ্-চরণকে স্পর্শ করতে পারে না অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে তাদের মতি হয় না—শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে মতি জন্মালেই সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয়।

'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ' সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র[ক] সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥ ৩৩

[ক]লবমাত্র—অতি অল্প সময়ে জন্যও।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৮।১৩) শ্লোকঃ

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ২২

অন্বয়—**ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য** (ভগবদ্-ভক্ত-সঙ্গের) ; **লবেণ অপি** (অতি অল্পকালের সঙ্গেও) ; **স্বর্গং ন তুলয়াম** (স্বর্গকে তুলনা করি না) ; **অপুনর্ভবং ন তুলয়াম** (মুক্তিকেও তুলনা করি না) ; **মর্ত্যানাং আশিষঃ কিমুত** (মানুষের রাজ্যধনাদি আশীর্বাদের কথা আর কী বলব)।

অনুবাদ—শৌনকাদির প্রতি শ্রীসুত বললেন—অতি অল্প সময়ের জন্যও ভগবানের ভক্তসঙ্গের সাথে স্বর্গকে তুলনা করি না, মোক্ষ বা মুক্তিকেও তুলনা করি না। অতএব এ সংসারের রাজ্যধনাদি সুখ আশীর্বাদ ভক্তসঙ্গ-সুখের কাছে যে তুচ্ছ—এ কথা আর কী বলব।

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥ ৩৪

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং (১৮।৬৪) শ্লোকঃ

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ
শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি
ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ২৩

অন্বয়—**সর্বগুহ্যতমং** (সর্বাপেক্ষা গোপনীয়) ; **ভূয়ঃ** (পুনরায়) ; **পরমং মে বচঃ শৃণু** (আমার সর্বোত্তম কথা শ্রবণ কর) ; **মে দৃঢ়ং ইষ্ট অসি** (আমার অত্যন্ত প্রিয় হও) ; **ইতি ততঃ** (সেইজন্য) ; **তে হিতং বক্ষ্যামি** (তোমার হিত বলিতেছি)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—আমার সবচেয়ে গোপনতম যে পরমতত্ত্ব, তা পুনরায় তোমাকে বলছি—তুমি শোন। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার কল্যাণের জন্যই বলছি।

তত্রৈব ১৮ অং ৬৫ শ্লোকঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো
মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে

প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ২৪

অন্বয়—মন্মনাঃ ভব (আমাতে মন অর্পণ করো) ; **মদ্ভক্তঃ ভব** (আমার ভক্ত হও) ; **মদ্যাজী ভব** (আমার অর্চনা করো) ; **মাং নমস্কুরু** (আমাকে নমস্কার করো) ; **মাম্ এব এষ্যসি** (আমাকেই পাইবে) ; **মে প্রিয়ঃ অসি** (আমার প্রিয় হও) ; **তে সত্যং প্রতিজানে** (তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি)।

অনুবাদ—আমাতে মন অর্পণ করো, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো, আমাকেই নমস্কার করো ; তুমি আমার প্রিয় হও—আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তুমি আমাকেই পাবে।

পূর্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম কর্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্॥ ৩৫
এই আজ্ঞাবলে যদি ভক্তের শ্রদ্ধা হয়।
সর্বকর্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥ ৩৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৯) শ্লোকঃ

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ২৫

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় নবম পরিচ্ছেদের ২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৬৯)]

'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়॥ ৩৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৩১।১৪) শ্লোকঃ

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ ২৬

অন্বয়—তরোঃ মূলনিষেচনেন (বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচনের দ্বারা) ; **যথা** (যেরূপ) ; **তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ তৃপ্যন্তি** (সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত হয়) ; **প্রাণোপহারাৎ চ** (এবং প্রাণের উপহার অর্থাৎ আহারের দ্বারা) ; **যথা ইন্দ্রিয়াণাং** (যেমন ইন্দ্রিয়সমূহের) ; [তৃপ্তিঃ] (তৃপ্তি হয়) ; **তথা এব অচ্যুতেজ্যা** (সেইরূপই অচ্যুতের আরাধনাই) ; **সর্বার্হণং** (সকল দেবতার পূজা)।

অনুবাদ—যেমন গাছের গোড়ায় জলসেচন করলে তার কাণ্ড, ডালপালা সবই তৃপ্ত (পুষ্ট) হয়, যেমন প্রাণরক্ষার জন্য আহার করলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও তৃপ্ত হয়—তেমনি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেই সকল দেবতার পূজা হয়ে থাকে।

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী॥ ৩৮
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
'উত্তম অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার॥ ৩৯

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্বখণ্ডে দ্বিতীয় লহর্য্যাম্ (১।২।১১)

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী স ভক্তাবুত্তমোমতঃ॥ ২৭

অন্বয়—যঃ শাস্ত্রে (যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে) ; **যুক্তৌ চ** (এবং শাস্ত্র অনুগত যুক্তিতে) ; **নিপুণঃ** (দক্ষ) ; **সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়** (সর্বপ্রকারে সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ) ; **প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ** (এবং যাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত গাঢ়) ; **ভক্তৌ** (ভক্তিবিষয়) ; **সঃ উত্তমঃ অধিকারী মতঃ** (তিনি উত্তম অধিকারী কথিত হন)।

অনুবাদ—যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে এবং শাস্ত্র-অনুগত যুক্তিতে দক্ষ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য এবং প্রীতির বিষয়—এরকম সিদ্ধান্তে যিনি নিঃসন্দেহ, এবং যাঁর শ্রদ্ধাও অত্যন্ত গাঢ়, ভক্তিধর্মের আচরণকারীদের মধ্যে তাঁকে উত্তম অধিকারী বলা হয়।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্॥ ৪০

তথাহি—তত্রৈব (১।২।১২)

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ॥ ২৮

অন্বয়—যঃ শাস্ত্রাদিষু (যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে ও যুক্তিতে) ; **অনিপুণঃ** (অভিজ্ঞ নহেন) ; **তু শ্রদ্ধাবান** (কিন্তু শ্রদ্ধাবান) ; **সঃ মধ্যমঃ** (তিনি মধ্যম অধিকারী)।

অনুবাদ—যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে ও শাস্ত্রসম্মত যুক্তিতে অভিজ্ঞ নন, অথচ যিনি গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি ভক্তিবিষয়ে মধ্যম অধিকারী।

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে 'কনিষ্ঠ জন'।

ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম।। ৪১

তথাহি—তত্রৈব (১।২।১৩)

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ।
স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।। ২৯

অন্বয়—যঃ কোমলশ্রদ্ধঃ (যিনি তেমন শ্রদ্ধাশীল নহেন) ; **সঃ কনিষ্ঠঃ নিগদ্যতে** (তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী কথিত হন)।

অনুবাদ—যাঁর শ্রদ্ধা খুব দৃঢ় নয় অর্থাৎ যাঁর শ্রদ্ধা অনায়াসে টলে যায়—তিনি ভক্তিবিষয়ে কনিষ্ঠ অধিকারী।

রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত তরতম।
একাদশস্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ।। ৪২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৪৫-৪৭) শ্লোকঃ

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।। ৩০

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৫৬)]

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।। ৩১

অন্বয়—যঃ ঈশ্বরে (যিনি ঈশ্বরে) ; **তদধীনেষু** (ঈশ্বরের অধীন অর্থাৎ ঈশ্বরের ভক্ত) ; **বালিশেষু** (অজ্ঞজনে) ; **দ্বিষৎসু** (ভগবদ্-বহির্মুখজনে) ; **প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা করোতি** (যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপাও উপেক্ষা করেন) ; **সঃ মধ্যমঃ** (তিনি মধ্যম ভক্ত)।

অনুবাদ—যিনি ঈশ্বরে প্রেম নিবেদন করেন, ঈশ্বর-ভক্তকে বন্ধুরূপে দেখেন, অজ্ঞজনকে কৃপা করেন এবং ভগবদ্-বহির্মুখীকে উপেক্ষা করেন—তিনি মধ্যম ভক্ত।

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।। ৩২

অন্বয়—যঃ শ্রদ্ধয়া অর্চায়াং এব (যিনি শ্রদ্ধার সহিত প্রতিমাতেই) ; **হরয়ে পূজাং ঈহতে** (শ্রীহরিকে পূজা করেন) ; **ভক্তেষু অন্যেষু চ ন** (ভক্তের এবং অন্যেরও পূজা করেন না) ; **সঃ প্রাকৃতঃ ভক্তঃ স্মৃতঃ** (তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ ভক্ত কথিত হন)।

অনুবাদ—যিনি বিষ্ণু-প্রতিমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করেন কিন্তু বিষ্ণুভক্ত বা অন্যকে পূজা করেন না বা প্রীতি দেখান না, তিনি প্রাকৃত (কনিষ্ঠ) বা সাধারণ ভক্ত।

সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ[ক] সকল সঞ্চারে।। ৪৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮।১২) শ্লোকঃ

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।। ৩৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১১০)]

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন।। ৪৪
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।। ৪৫
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ।। ৪৬
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।। ৪৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২১) শ্লোকঃ

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্।

[ক]কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে চৌষট্টিটি প্রধান। এই ৬৪টি গুণের সবগুলিই কৃষ্ণভক্তে সঞ্চারিত হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মতে ৬৪ গুণের মধ্যে মাত্র ২৯টি গুণ কৃষ্ণভক্তে লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল—সত্যবাক্য, প্রিয়ম্বদ, বাবদূক (মধুর বাক্যপ্রয়োগে পটু), সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষু, শুচি, বশী (জিতেন্দ্রিয়), স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান, সম, বদান্য (দাতা), ধার্মিক, শূর (অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষ), করুণ, মান্যমানকৃৎ (গুরুব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা), দক্ষিণ (সংস্বভাবগুণে কোমল চরিত্র), বিনয়ী এবং হ্রীমান (লজ্জাযুক্ত)।

অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥ ৩৪

অন্বয়—সাধবঃ (সাধুগণ) ; **তিতিক্ষবঃ** (ক্ষমাশীল) ; **কারুণিকা** (দয়ালু) ; **সর্বদেহিনাং সুহৃদঃ** (প্রাণীমাত্রের বন্ধু) ; **অজাতশত্রবঃ** (যাহার কোনো শত্রু নাই) ; **শান্তাঃ** (শান্ত) ; **সাধুভূষণাঃ** (সাধুদিগের সম্মানকর্তা)।

অনুবাদ—যাঁরা ক্ষমাশীল, দয়ালু, সমস্ত প্রাণীর বন্ধু, শত্রুহীন, শান্ত এবং সাধুদের সম্মান করেন—তাঁরাই প্রকৃত সাধু।

তথাহি—তত্রৈব (৫।৫।২) শ্লোকঃ

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ ৩৫

অন্বয়—মহৎসেবাং (মহদ্ ব্যক্তিদের অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের সেবাকে) ; **বিমুক্তেঃ দ্বারং আহুঃ** (মায়াবন্ধন হইতে মুক্তির দ্বার বলে) ; **যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং** (স্ত্রীলোকগণের সঙ্গীর সঙ্গকে) ; **তমোদ্বারং [আহুঃ]** (মায়াবন্ধনের দ্বার বলে) ; **যে সমচিত্তাঃ** (যাঁহারা সমদর্শী) ; **প্রশান্তাঃ** (কামনাশূন্য) ; **বিমন্যব** (ক্রোধহীন) ; **সুহৃদঃ** (সকলের বন্ধু) ; **সাধবঃ** (সদাচারপরায়ণ) ; **তে মহান্তঃ** (তাঁহারা মহদ্ব্যক্তি—ভগবদ্ভক্ত)।

অনুবাদ—(ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের বললেন)—মহদ্ ব্যক্তিদের অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তদের সেবাকেই মুক্তির দ্বার (ভগবৎ প্রাপ্তি) বলে ; আর স্ত্রীলোকের সঙ্গ যে করে, তার সঙ্গকে সংসারের বা মায়াবন্ধনের দ্বার বলে। যাঁরা সমদর্শী, কামনাশূন্য, ক্রোধহীন, সকলের বন্ধু এবং সদাচারপরায়ণ— তাঁরাই মহান অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত।

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ[ক] ॥ ৪৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৫১।৫২ শ্লোকঃ

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদ্-
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ৩৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৬)]

তথাহি—তত্রৈব (১১।২।৩০) শ্লোকঃ

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং
পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি
সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥ ৩৭

অন্বয়—অতঃ অনঘাঃ (অতএব হে নিষ্পাপ ঋষিগণ) ; **ভবতঃ আত্যন্তিকং** (আপনাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ) ; **ক্ষেমং পৃচ্ছামঃ** (কল্যাণ জিজ্ঞাস করি) ; **অস্মিন সংসারে** (এই সংসারে) ; **ক্ষণার্ধঃ অপি সৎসঙ্গঃ** (ক্ষণার্ধকালও সাধুসঙ্গ) ; **নৃণাং সেবধিঃ** (মনুষ্যগণের পক্ষে সর্বাভীষ্টপ্রদ)।

অনুবাদ—নিমি মহারাজ নবযোগেন্দ্রকে বললেন—অতএব হে নিষ্পাপ ঋষিগণ ! আপনাদের নিকট জিজ্ঞাসা করি—পরম কল্যাণ কীসে হয়। যেহেতু এই সংসারে ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গ মানুষদের সকল অভীষ্ট প্রদান করে।

তথাহি—তত্রৈব (৩।২৫।২৫) শ্লোকঃ

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৩৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৬)]

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার[খ]।

[ক]মুখ্যঅঙ্গ—সাধনের প্রধান অঙ্গ।

[খ]স্ত্রীলোকের সঙ্গ যে করে তার সঙ্গ এবং কৃষ্ণাভক্ত (কৃষ্ণ-অভক্ত) অর্থাৎ কৃষ্ণ-বহির্মুখ লোকের সঙ্গ 'অসৎসঙ্গ' বলে ত্যাগ করা বৈষ্ণবের আচার।

স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥ ৪৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩১।৩৫) শ্লোকঃ

ন তথাস্য ভবেন্মোহো
বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো
যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ৩৯

অন্বয়—**যোষিৎসঙ্গাৎ** (স্ত্রীলোকের সাহচর্য হইতে) ; **যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ** (এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গীর সঙ্গ হইতে যেরূপ) ; **পুংসঃ মোহঃ ভবেৎ** (লোকের মোহ হয়) ; **বন্ধঃ চ [ভবেৎ]** (এবং বন্ধন হয়) ; **অন্যপ্রসঙ্গতঃ** (অন্য লোকের সঙ্গ হইতে) ; **অস্য তথা ন** (লোকের সেইরূপ মোহ ও বন্ধন হয় না)।

অনুবাদ — স্ত্রীলোকের সঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গীর সঙ্গ থেকে পুরুষের যেমন মোহ ও সংসারবন্ধন হয়, অন্য লোকের সঙ্গ থেকে তেমন মোহ ও বন্ধন হয় না।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩১।৩৩-৩৪) শ্লোকঃ

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং
বুদ্ধিঃ শ্রীর্হ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি
যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্॥ ৪০

অন্বয় —**যৎসঙ্গাৎ** (যাহাদের সঙ্গের প্রভাবে) ; **সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিঃ হ্রীঃ শ্রীঃ যশঃ ক্ষমা শমঃ দমঃ ভগঃ** (সত্য, পবিত্রতা, দয়া, মৌন, সদ্বুদ্ধি, লজ্জা, সৌন্দর্য, যশ, ক্ষমা, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, মনের নিগ্রহ, উন্নতি) ; **সংক্ষয়ং যাতি** (সম্যকরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ — কপিলদেব দেবহূতিকে বললেন—সত্য, পবিত্রতা, দয়া, মৌন, সদ্বুদ্ধি, লজ্জা, সৌন্দর্য, যশ, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়ের ও মনের সংযম এবং ঐশ্বর্য বা উন্নতি—এ সমস্তই অসৎসঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়।

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু
খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু
যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥ ৪১

অন্বয়—**তেষু অশান্তেষু** (সেই সমস্ত চঞ্চল চিত্ত) ; **মূঢ়েষু** (মূর্খ) ; **শোচ্যেষু** (শোচনীয় অবস্থাপন্ন) ; **খণ্ডিতাত্মসু** (দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট) ; **যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু চ** (এবং স্ত্রীলোকের ক্রীড়ামৃগ-তুল্য) ; **অসাধুষু সঙ্গং ন কুর্যাৎ** (অসাধুর সঙ্গ করিবে না)।

অনুবাদ—যারা চপলমতি, মূর্খ, শোচনীয় দশাগ্রস্ত, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং স্ত্রীলোকের হাতের পুতুল—সেসব অসাধুদের সঙ্গ করবে না।

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য (১০।২২৪) অঙ্কধৃত কাত্যায়নসংহিতাবচনম্

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥ ৪২

অন্বয়—**হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তঃ** (অগ্নিশিখাময় পিঞ্জরমধ্যে) ; **ব্যবস্থিতিঃ বরং** (অবস্থান শ্রেষ্ঠ) ; **শৌরচিন্তাবিমুখজন-সংবাসবৈশসং ন** (শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখজনের সঙ্গে সহবাসরূপ পীড়া শ্রেয় নহে)।

অনুবাদ—আগুনের শিখাময় পিঞ্জরের মধ্যে বাস করা বরং ভালো ; তবুও কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস করা ভালো নয়।

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তং শ্লোকপাদম্

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি।
ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্॥ ৪৩

অন্বয় —**ভগবদ্ভক্তিহীনান্** (ভগবদ্ভক্তিহীন) ; **ক্ষীণপুণ্যান্ মনুষ্যান্** (ক্ষীণপুণ্য অসাধু লোকদিগকে) ; **ক্বচিদপি মা দ্রাক্ষীঃ** (কখনো দর্শন করিবে না)।

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তিহীন ক্ষীণপুণ্য অসাধু লোকদের কখনো দেখবে না।

এ সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥ ৫০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৪৪

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৩৭)]

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥ ৫১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৮।২৬) শ্লোকঃ

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ-
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥ ৪৫

অন্বয়—**কঃ পণ্ডিতঃ** (কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি) ; **ভক্তপ্রিয়াৎ** (ভক্তবৎসল) ; **ঋতগিরঃ** (সত্যবাক্) ; **সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ** (হিতকারী কৃতজ্ঞ) ; **ত্বৎ অপরং শরণং গচ্ছেৎ** (তোমা হইতে অন্য কাহারও শরণ গ্রহণ করে) ; **যস্য উপচয়াপচয়ৌ ন** (যে তোমার হ্রাসবৃদ্ধি নাই) ; [যঃ] (যে তুমি) ; **ভজতঃ সুহৃদঃ** (ভজনকারী সুহৃদকে) ; **সর্বান অভিকামান্** (সমস্ত অভিলষিত বস্তু) ; **আত্মানং অপি দদাতি** (এমনকি নিজেকে পর্যন্ত দান করো)।

অনুবাদ—অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—যিনি ভজনকারী সুহৃদকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু দান করেন, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত দান করে থাকেন, যাঁর ক্ষয় নেই, বৃদ্ধি নেই — সেই ভক্তবৎসল, সত্যবাক্, হিতকারী এবং কৃতজ্ঞ তোমাকে ছেড়ে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি অন্য কারও শরণাপন্ন হবে ?

বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে তাতে—উদ্ধব প্রমাণ॥ ৫২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২৩) শ্লোকঃ

অহো ! বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ৪৬

অন্বয়—**অহো** (অহো ! কী আশ্চর্য !) ; **অসাধ্বী বকী** (দুষ্টা পূতনা) ; **জিঘাংসয়া** (প্রাণবিনাশের ইচ্ছায়) ; **যং স্তনকালকূটং** (যাঁহাকে—যে শ্রীকৃষ্ণকে স্তনলিপ্ত কালকূট—তীব্র বিষ) ; **অপায়য়ৎ অপি** (পান করাইয়াও) ; **ধাত্র্যুচিতাং গতিং লেভে** (ধাত্রীর উপযুক্তা গতি লাভ করিয়াছে) ; **ততঃ অন্যং কং বা দয়ালুং** (তাঁহা ব্যতীত অন্য কোন্ দয়ালুরই বা) ; **শরণং ব্রজেম** (শরণ গ্রহণ করিব) ?

অনুবাদ—বিদুরের নিকট উদ্ধব বললেন—অহো ! কী আশ্চর্য ! প্রাণনাশের ইচ্ছায় যে দুষ্টা পুতনা শ্রীকৃষ্ণকে কালকূট বিষ-মাখানো স্তন্য পান করিয়েছিল, সেও ধাত্রীর যোগ্য (জননীর যোগ্য) গতি লাভ করেছে ; সেই শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া এমন আর কে আছে যে, তাঁর ভজন করব ?

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥ ৫৩

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে
৪১৭ অঙ্কধৃতং বৈষ্ণবতন্ত্রম্

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ
প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো
গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে
ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥ ৪৭

অন্বয়—**আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ** (ভজনের অনুকূল বিষয়ের কর্তব্যরূপে নিয়মগ্রহণ) ; **প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্** (ভজনের প্রতিকূল বিষয় বর্জন) ; **রক্ষিষ্যতি** (শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করিবেন) ; **ইতি বিশ্বাসঃ** (এইরূপ বিশ্বাস) ; **তথা গোপ্তৃত্বে** (এবং রক্ষাকর্তারূপে) ; **বরণং** (বরণ) ; **আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে** (আত্মসমর্পণ এবং ভগবন্ ! রক্ষা করো রক্ষা করো এইরূপ আর্তি) ; [ইতি] (এই) ; **ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ** (ছয়প্রকার শরণাগতের লক্ষণ) ;

অনুবাদ—ভগবদ্‌ভজনের ভজনের অনুকূল বিষয়ের কর্তব্যরূপে নিয়মগ্রহণ এবং তার প্রতিকূল বিষয়ের বর্জন, ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্তারূপে তাঁকে বরণ করা, শ্রীকৃষ্ণে

আত্মসমর্পণ এবং রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে আর্তি জানানো—এই ছয়প্রকার শরণাগতের লক্ষণ।

তথাহি—তত্রৈব ৪।১৮ অঙ্কধৃতবৈষ্ণবতন্ত্রম্

তবাস্মীতি বদন্ বাচা
তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা
মোদতে শরণাগতঃ॥ ৪৮

অন্বয়—**তব অস্মি ইতি বাচা বদন্** (হে ভগবন্! আমি তোমারই—এইরূপ বাক্য বলিয়া) ; **মনসা তথা এব বিদন্** (মনের দ্বারাও সেইরূপই জানিয়া) ; **তন্বা** (দেহের দ্বারা) ; **তৎস্থানং আশ্রিতঃ** (ভগবানের লীলাস্থানাদি আশ্রয় করিয়া) ; **শরণাগতঃ মোদতে** (শরণাগত ব্যক্তি আনন্দানুভব করে)।

অনুবাদ—হে ভগবন্! 'আমি তোমারই'—মুখে একথা বলে, মনেও সেকথা জেনে এবং ভগবানের লীলাস্থানাদি আশ্রয় করে কায়মনোবাক্যে তাঁরই শরণ নিয়ে ভক্তজন আনন্দ অনুভব করে।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥ ৫৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৩৪) শ্লোকঃ

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ৪৯

অন্বয়—**মর্ত্যঃ যদা** (মানুষ যখন) ; **ত্যক্তসমস্তকর্মা** (অন্য সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া) ; **মে নিবেদিতাত্মা** (আমাতে আত্মসমর্পণ করে) ; **তদা** (তখন) ; **[অসৌ]** (সেই মানুষ) ; **মে বিচিকীর্ষিত** (আমার বিশেষ কিছু করার জন্য অভিলষিত) ; **[ভবতি]** (হয়) ; **[ততশ্চ]** (তাহার ফলে) ; **অমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানঃ** (অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া) ; **ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে** (আমার সমান ঐশ্বর্যভোগের যোগ্য হয়)।

অনুবাদ—উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মানুষ যখন অন্য সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন তার জন্য আমার বিশেষ কিছু করার ইচ্ছা হয় ; তার ফলে সেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ সংসারমুক্ত হয়ে আমার ঐশ্বর্য ভোগের যোগ্য হয়।

এবে সাধন ভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥ ৫৫

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্যাং দ্বিতীয়শ্লোকঃ

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য-
ভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য
প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥ ৫০

অন্বয়—**সা** (সেই উত্তমা ভক্তি) ; **কৃতিসাধ্যা** (ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধনীয় হইলে) ; **চ সাধ্যভাবা** (এবং প্রেমই যদি তাহার সাধ্য হয়, তাহা হইলে) ; **সাধনাভিধা [স্যাৎ]** (সাধনভক্তি নামে অভিহিতা হয়) ; **নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য** (নিত্যসিদ্ধ ভাবের) ; **হৃদি** (হৃদয়ে) ; **প্রাকট্যং সাধ্যতা** (প্রাকট্যই সাধ্যতা)।

অনুবাদ—সেই উত্তমা ভক্তি যদি চোখ-কান-জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধিত হয় এবং তার সাধ্য বা লক্ষ্য যদি হয় প্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ, তাহলেই তাকে সাধনভক্তি বলে। সাধ্যতা—কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ, সেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের হৃদয়ে প্রকাশ বা আবির্ভাবই হল সাধ্যতা ; এরই নাম কৃষ্ণপ্রেমের সাধ্যতা।

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার 'স্বরূপ-লক্ষণ'।
'তটস্থ লক্ষণে' উপজায় প্রেমধন॥[ক] ৫৬
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥[খ] ৫৭
এই ত সাধন ভক্তি দুই ত প্রকার।

[ক]শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তি, সাধনভক্তির অঙ্গ ; এটাই হল সাধনভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ, সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম জেগে উঠে, তাই সাধনভক্তির তটস্থ লক্ষণ হল কৃষ্ণপ্রেম।

[খ]অনাদিকাল থেকেই কৃষ্ণপ্রেম গোলোকে বিদ্যমান—তাই তা নিত্যসিদ্ধ, শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করতে করতে চিত্ত বিশুদ্ধ হলে, নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়।

এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর।। ৫৮
রাগহীন-জন[ক] ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধীভক্তি' বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়।। ৫৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৫) শ্লোকঃ

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা
ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ
স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্।। ৫১

অন্বয়—তস্মাৎ (এইজন্য) ; **ভারত** (হে ভরত-বংশোদ্ভব!) ; **অভয়ং ইচ্ছতা** (মোক্ষ ইচ্ছুক) ; **সর্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ ঈশ্বরঃ** (সকলের আত্মা ভগবান হরি ঈশ্বর) ; **শ্রোতব্যঃ** (শ্রবণীয়) ; **কীর্তিতব্যঃ চ স্মর্তব্যঃ চ** (কীর্তনীয় এবং স্মরণীয়)।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বললেন —হে ভরতবংশোদ্ভব পরীক্ষিৎ ! (গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণের মায়াবন্ধন ক্রমশ দৃঢ় হয় বলে তাদের মধ্যে) যে ব্যক্তি মোক্ষ অর্থাৎ মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হতে ইচ্ছুক, সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর শ্রীহরির গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্তন এবং স্মরণই তাঁর একমাত্র কর্তব্য।

তত্রৈব—১১ স্কন্ধে ৫ অং ২।৩ শ্লোকৌ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ
পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা
গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।। ৫২
য এষাং পুরুষং সাক্ষা-
দাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি
স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।। ৫৩

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ৮ ও ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৩)]

তত্রৈব—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধন-ভক্তিলহর্যাং ১।২।৫ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণম্

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণু-
র্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু
রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।। ৫৪

অন্বয় —বিষ্ণুঃ সততং স্মর্তব্যঃ (বিষ্ণু সর্বদাই স্মরণীয়) ; **জাতুচিৎ ন বিস্মর্তব্যঃ** (কখনই বিস্মরণীয় নহেন) ; **সর্বে বিধিনিষেধাঃ** (সমস্ত বিধিনিষেধ) ; **এতয়োঃ এব কিঙ্করাঃ স্যুঃ** (এই দুইয়েরই অধীন হয়)।

অনুবাদ —বিষ্ণুকে সর্বদাই স্মরণ করা কর্তব্য, কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যত বিধি ও নিষেধ আছে, সে সমস্তই এই দুই বিধিনিষেধের অধীন।

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার।। ৬০
গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্মশিক্ষা, পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন।।[খ] ৬১
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্বাহ-প্রতিগ্রহ[গ], একাদশ্যুপবাস।। ৬২
ধাত্র্যশ্বত্থ[ঘ], গো, বিপ্র, বৈষ্ণব-পূজন।
সেবানামাপরাধাদি বিদূরে বর্জন।। ৬৩

[ক]রাগহীন-জন—শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগবিহীন ব্যক্তি।

[খ]পৃচ্ছা—জিজ্ঞাসা।

সাধুমার্গানুগমন— সাধুমহাজনগণের আচরিত পথ অনুসরণ করা।

[গ]যাবৎ নির্বাহ-প্রতিগ্রহ —যে পরিমিত দ্রব্যে জীবিকা নির্বাহ হয়, সেই পরিমিত দ্রব্য গ্রহণ।

[ঘ]ধাত্র্যশ্বত্থ—ধাত্রী অর্থাৎ আমলকী ও অশ্বত্থবৃক্ষ।

সেবানামাপরাধাদি—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।

আগম-শাস্ত্রে ৩২ প্রকার সেবাপরাধের উল্লেখ আছে—

(১) যানে আরোহণ করে অথবা পাদুকা পায়ে শ্রীমন্দিরে গমন (২) ভগবদ্ যাত্রা উৎসবাদির সেবা না করা অর্থাৎ তাতে যোগ না দেওয়া (৩) শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে প্রণাম না করা (৪) উচ্ছিষ্ট বা অশুচি অবস্থায় ভগবদ্‌বন্দনাদি (৫) একহস্তে প্রণাম (৬) ভগবদগ্রে প্রদক্ষিণ অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহকে পিঠ দেখিয়ে প্রদক্ষিণ করা (৭) শ্রীবিগ্রহের সামনে পাদ-প্রসারণ (৮) শ্রীবিগ্রহের সামনে হাতদ্বারা হাঁটু দুটি বেঁধে বসা বা পর্যঙ্কবন্ধন (৯) শ্রীবিগ্রহের সামনে শয়ন (১০) শ্রীবিগ্রহের সামনে ভোজন (১১) শ্রীবিগ্রহের সামনে মিথ্যাকথা বলা (১২) উচ্চস্বরে কথা বলা (১৩) পরস্পর কথোপকথন (১৪) রোদন করা (১৫) কলহ

(১৬) শ্রীবিগ্রহের সামনে কার প্রতি অনুগ্রহ বা (১৭) নিগ্রহ (১৮) কার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ (১৯) কম্বল গায়ে দিয়ে সেবাদির কাজ করা (২০) শ্রীবিগ্রহের সামনে পরনিন্দা (২১) পরের স্তুতি (২২) অশ্লীল কথা বলা (২৩) অধোবায়ু পরিত্যাগ (২৪) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুখ্য উপচার না দিয়ে গৌণ উপচারে পূজাদি করা (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ (২৬) যে কালে যে ফলাদি জন্মে, সেই কালে শ্রীভগবানকে তা না দেওয়া (২৭) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়ে অবশিষ্টাংশ ভগবানের জন্য ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার (২৮) শ্রীবিগ্রহকে পিছনে রেখে বসা (২৯) শ্রীমূর্তির সামনে অন্যকে প্রণাম করা (৩০) গুরুদেব কোনো প্রশ্ন করলে চুপ করে থাকা (৩১) নিজের প্রশংসা করা (৩২) দেবতা-নিন্দা।

এছাড়া বরাহপুরাণে আরও কতকগুলি সেবা-অপরাধের উল্লেখ আছে —(১) রাজ-অন্ন ভক্ষণ (২) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্তি স্পর্শ (৩) অনিয়মে শ্রীবিগ্রহের নিকট গমন (৪) বাদ্য ব্যতীত মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন (৫) কুক্কুরাদি দ্বারা দূষিত ভক্ষ্যবস্তুর সংগ্রহ (৬) পূজাকালে মৌনভঙ্গ (৭) পূজাকালে মলমূত্রাদি ত্যাগের জন্য গমন (৮) অবৈধ পুষ্পে পূজন (৯) গন্ধমাল্যাদি না দিয়ে আগে ধূপদান (১০) দন্তধাবন না করে (১১) স্ত্রীসম্ভোগের পর শুচি না হয়ে (১২) রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করে (১৩) দীপ স্পর্শ করে (১৪) শব স্পর্শ করে (১৫) রক্তবর্ণ, অধৌত, পরের ও মলিন বস্ত্র পরিধান করে (১৬) মৃত দর্শন করে (১৭) অপানবায়ু ত্যাগ করে (১৮) ক্রুদ্ধ হয়ে (১৯) শ্মশানে গমন করে (২০) ভুক্তান্নের পরিপাক না হতে (২১) কুসুম্ভ অর্থাৎ গাঁজা খেয়ে (২২) পিন্যাক অর্থাৎ আফিং খেয়ে (২৩) তৈল মর্দন করে শ্রীহরির স্পর্শ ও সেবা করা অপরাধ।

অন্যত্রও কতকগুলি সেবাপরাধের উল্লেখ আছে। যেমন—(১) ভগবৎশাস্ত্রের অনাদর করে অন্য শাস্ত্র প্রবর্তন (২) শ্রীমূর্তির সামনে তাম্বুলচর্বণ (৩) এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্পদ্বারা অর্চন (৪) আসুরকালে পূজা (৫) কাঠের আসনে বা মাটিতে বসে পূজা (৬) স্নান করাবার সময় বাম হাতে শ্রীমূর্তির স্পর্শ (৭) শুকনো বা যাচিত পুষ্পদ্বারা অর্চন (৮) পূজাকালে থু থু ফেলা (৯) পূজাবিষয়ে বা পূজাকালে গর্বকরা (১০) উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণের স্থানে বক্রভাবে তিলক ধারণ (১১) পা না ধুয়ে শ্রীমন্দিরে গমন (১২) অবৈষ্ণব-পক্ব বস্তুর নিবেদন (১৩) অবৈষ্ণবের সামনে পূজা (১৪) নখস্পৃষ্ট জলদ্বারা স্নান করানো (১৫) ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে পূজা করা (১৬)

অবৈষ্ণব-সঙ্গ বহুশিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিব॥[ক] ৬৪
হানি লাভ সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব॥ ৬৫
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্তা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥ ৬৬
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥ ৬৭
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থ-গৃহে গতি॥[খ] ৬৮
পরিক্রমা[গ], স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥ ৬৯
আরাত্রিক[ঘ]-মহোৎসব, শ্রীমূর্তি-দর্শন।

নির্মাল্যলঙ্ঘন ও ভগবানের নাম নিয়ে শপথাদি করা এছাড়াও আরও অনেক অপরাধ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

নামাপরাধ দশ প্রকার ; যথা—(১) সাধুনিন্দা (২) বিষ্ণু থেকে শিবের গুণনামাদিকে ভিন্ন করে মানা (৩) গুরুতে অবজ্ঞা (৪) বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ-মনন (৬) প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থকল্পনা (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি (৮) অন্য শুভক্রিয়াদির সঙ্গে নামের তুলনা করা (৯) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ এবং (১০) নাম-মাহাত্ম্য শুনেও নামে অশ্রদ্ধা।

এই সেবাপরাধ ও নামাপরাধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

[ক]বহুগ্রন্থ—ভক্তিবিরোধী গ্রন্থ।

কলাভ্যাস—৬৪ কলা শিক্ষা—যাতে ভগবদ্‌সম্বন্ধ নেই—তা বর্জনীয়।

[খ]বিজ্ঞপ্তি — শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজের মনোগতভাব নিবেদন করা।

অভ্যুত্থান—ভগবদ্দর্শনে গাত্রোত্থান করে করজোড়ে শ্রীমূর্তির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি দেখানো।

অনুব্রজ্যা —শ্রীমূর্তি কোনো স্থানে যাত্রা করছেন দেখলে, তাঁর পশ্চাদ্‌গমন করা।

[গ]পরিক্রমা—প্রদক্ষিণ, শ্রীভগবানের মূর্তিকে ডাইনে রেখে করজোড়ে তাঁর চারদিকে ভ্রমণ, শ্রীমূর্তিকে চারবার প্রদক্ষিণ করা বিধেয়।

[ঘ]আরাত্রিক—আরতি।

নিজপ্রিয় দান, ধ্যান, তদীয় সেবন॥ ৭০
তদীয়—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা[ক], ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥ ৭১
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥ ৭২
সর্বথা শরণাপত্তি কার্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥ ৭৩
'সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥' ৭৪
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥ ৭৫

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৪৩)

শ্রদ্ধাবিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্তেরঙ্‌ঘ্রিসেবনে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥ ৫৫
স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
নামসংকীর্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥ ৫৬

অন্বয়—**শ্রদ্ধাবিশেষতঃ** (প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত) ; **শ্রীমূর্তেঃ অঙ্‌ঘ্রিসেবনে প্রীতিঃ** (শ্রীমূর্তির চরণসেবায় প্রীতি) ; **নামসঙ্কীর্তনং** (নামসংকীর্তন) ; **শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ** (শ্রীব্রজধামে বাস) ; **স্বজাতীয়াশয়ে** (নিজের সমান অন্তঃকরণবিশিষ্ট) ; **স্নিগ্ধে** (স্নিগ্ধস্বভাব) ; **স্বতঃ বরে** (নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) ; **সাধৌ সঙ্গঃ** (সাধুর সঙ্গ) ; **রসিকৈঃ সহ** (রসিক ভক্তের সহিত) ; **শ্রীমদ্‌ভাগবতার্থানাং আস্বাদঃ** (শ্রীমদ্‌ভাগবতের অর্থের আস্বাদন)।

অনুবাদ—বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীমূর্তির প্রীতিপূর্ণ চরণসেবা, নামসংকীর্তন ও শ্রীবৃন্দাবনে বাস করবে। সমভাবাপন্ন ও নিজ থেকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সহৃদয়, সদাচারী ও শান্ত—এইরূপ স্নিগ্ধস্বভাব সাধুর সঙ্গ করবে এবং রসিক ভক্তের সঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্মার্থ আস্বাদন করবে।

তথাহি—তত্রৈব (১।২।১১০)

দুরূহাদ্ভুতবীর্যেঽস্মিন্
শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ
সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥ ৫৭

অন্বয়— **দুরূহাদ্ভুতবীর্যে** (দুর্জ্ঞেয় এবং অদ্ভুত প্রভাবশালী) ; **অস্মিন্ পঞ্চকে** (এই পাঁচটি ভজনাঙ্গে) ; **শ্রদ্ধা দূরে অস্তু** (শ্রদ্ধা দূরে থাকুক) ; **যত্র স্বল্পঃ অপি** (যাহাতে অতি অল্পও) ; **সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং** (সম্বন্ধ নিরপরাধ চিত্ত ব্যক্তিদের) ; **ভাবজন্মনে** (ভাবের—কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়)।

অনুবাদ—(সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তির সেবন) এই পাঁচটি ভজনাঙ্গ অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ও আশ্চর্য প্রভাবশালী। শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, এদের সঙ্গে অতি অল্পমাত্র সম্বন্ধ থাকলেও নিরপরাধ ব্যক্তিদের চিত্তে অচিরাৎ ভাবের (কৃষ্ণপ্রেমের) উদয় হয়ে থাকে।

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥ ৭৬
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥ ৭৭

তথাহি—পদ্যাবল্যাং (৫৩)

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভব-
বৈয়াসকিঃ কীর্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্‌ঘ্রিভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি-
র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা॥ ৫৮

অন্বয়—**শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে** (শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণে) ; **পরীক্ষিৎ** (মহারাজ পরীক্ষিৎ) ; **কীর্তনে বৈয়াসকিঃ** (কীর্তনে ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব) ; **স্মরণে প্রহ্লাদঃ** (স্মরণে প্রহ্লাদ) ; **তদঙ্‌ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ** (তাঁহার চরণসেবায় লক্ষ্মী) ; **পূজনে পৃথুঃ** (পূজায় মহারাজ পৃথু) ; **অভিবন্দনে অক্রূরঃ** (বন্দনে অক্রূর) ;

[ক]মথুরা—মথুরা শব্দে ব্রজমণ্ডলকেই বুঝায়।

দাস্যে কপিপতিঃ (দাস্যে হনুমান) ; সখ্যে অর্জুনঃ (সখ্যে অর্জুন) ; সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিঃ (সর্বস্বের সহিত আত্মনিবেদনে দৈত্যরাজ বলি) ; অভূৎ (কৃতার্থ হইয়াছিলেন) ; এষাং পরা (ইহাদের সর্বোত্তম) ; কৃষ্ণাপ্তিঃ অভবৎ (কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল)।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর নামগুণলীলাদির শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ, কীর্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, পূজায় মহারাজ পৃথু, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন এবং সর্বতোভাবে আত্মনিবেদনে বলিরাজা—ভগবৎপ্রেম লাভ করে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।১৮-২০)

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥ ৫৯
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গম।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥ ৬০
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ ৬১

অন্বয়—সঃ (তিনি—অম্বরীষ মহারাজ) ; কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ মনঃ (শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয়ে মনকে) ; বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বচাংসি (কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে বাক্যসমূহকে) ; হরেঃ মন্দির মার্জনাদিষু করৌ (শ্রীহরির শ্রীমন্দির মার্জনাদিতে হস্তদ্বয়কে) ; অচ্যুত সৎকথোদয়ে শ্রুতিং (অচ্যুত ভগবানের পবিত্র কথায় কর্ণকে) ; মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ (শ্রীমুকুন্দের বিগ্রহ ও মন্দিরাদি দর্শনে চক্ষুদ্বয়কে) ; তদ্‌ভৃত্য-গাত্রস্পর্শে অঙ্গসঙ্গং (ভগবদ্ভক্তের গাত্রস্পর্শে অঙ্গসঙ্গকে) ; শ্রীমত্তুলস্যাঃ তৎপাদসরোজসৌরভে ঘ্রাণং (শ্রীতুলসীর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের স্পর্শজনিত সৌরভে নাসিকাকে) ; তদর্পিতে রসনাং (শ্রীভগবানে নিবেদিত অন্নাদিতে জিহ্বাকে) ; হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে পাদৌ (শ্রীভগবানের ধামাদিতে গমনে পদদ্বয়কে) ; হৃষীকেশপদাভিবন্দনে শিরঃ (হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দনে মস্তককে) ; দাস্যে চ (এবং শ্রীভগবানের দাসত্বে) ; ন তু কাম কাম্যয়া (কিন্তু বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে নহে) ; কামং চকার (মাল্য, চন্দনাদি উপভোগ্য বস্তুর ভোগকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন) ; যথা (যাহাতে) ; উত্তমঃ শ্লোকজনাশ্রয়া (ভগবদ্ভক্তের আশ্রয়) ; রতিঃ (রতি) ; [ভবেৎ] (জন্মিতে পারে)।

অনুবাদ—অম্বরীষ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে মনকে নিবিষ্ট রেখেছিলেন। তিনি কৃষ্ণ গুণবর্ণনায় বাক্যসমূহকে, শ্রীকৃষ্ণের মন্দির মার্জনায় হাতদুটিকে, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রকথায় কানকে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ও মন্দিরাদি দর্শনে চোখকে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তুলসীর স্পর্শজনিত সৌরভে নাসিকাকে, শ্রীভগবানে নিবেদিত অন্নাদি গ্রহণে জিহ্বাকে, শ্রীভগবানের ধামে গমন করার জন্য পা দুটিকে, হৃষীকেশ-শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনার জন্য মাথাকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেবা অর্থাৎ শ্রীভগবানের দাসত্বেই ছিল তাঁর অনুরাগ, কিন্তু বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে তিনি কখনো মালা-চন্দনাদি গ্রহণ করেননি ; উত্তম ভক্তের শ্রীভগবানের চরণে যে ভক্তি থাকে, সেই ভক্তি পাওয়ার জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ জ্ঞানে মালা-চন্দনাদি গ্রহণ করেছিলেন — এই ভাবে তাঁর কাম অর্থাৎ ভোগবাসনাও শ্রীভগবানের দাসেই নিয়োজিত হয়েছিল।

কামত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥ ৭৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৪১) শ্লোকঃ

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্॥ ৬২

অন্বয়—**রাজন্** (হে রাজন্!) ; **যঃ কর্তম্** (যে ব্যক্তি কৃতকর্ম) ; **পরিহৃত্য** (পরিত্যাগ করিয়া) ; **শরণ্যং মুকুন্দং সর্বাত্মনা শরণং গতঃ** (সর্বভাবে একমাত্র শরণ মুকুন্দকে আশ্রয় করিয়াছে) ; **অয়ং** (সেই ব্যক্তি) ; **দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং** (দেবতা, ঋষি, ভূত ও পোষ্য লোকদিগের এবং পিতৃলোকেরও) ; **ন কিঙ্করঃ ন চ ঋণী** (ঋণীও নহে, ভৃত্যও নহে)।

অনুবাদ—শ্রীকরভাজন নিমি মহারাজকে বললেন—হে রাজন্! যে ব্যক্তি কৃতকর্ম বা বিধিধর্ম (কাম্যকর্ম বা বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী ধর্ম) পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে শরণাগতপালক শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র আশ্রয় করেছেন, তিনি আর দেবতা, ঋষি, প্রাণিগণ, পোষ্যকুটুম্বাদি বা পিতৃপুরুষগণের কাছে ঋণী থাকেন না ; এমনকি তিনি তাদের কারও ভৃত্যও নন।

বিধিধর্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ ৭৯
অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত॥ ৮০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৪২) শ্লোকঃ

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ৬৩

অন্বয়—**ত্যক্তান্যভাবস্য** (অন্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া) ; **স্বপাদমূলং ভজতঃ** (শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ ভজনাকারী) ; **প্রিয়স্য** (প্রিয়ভক্তের) ; **যৎ চ কথঞ্চিৎ বিকর্ম** (যাহা কিছু নিষিদ্ধ কর্ম) ; **উৎপতিতং** (উপস্থিত হয়) ; **হৃদি সন্নিবিষ্টঃ** (হৃদয়ে প্রবিষ্ট) ; **পরেশঃ হরিঃ** (পরমেশ্বর শ্রীহরি) ; **সর্বং ধুনোতি** (সমস্ত বিনষ্ট করেন)।

অনুবাদ—শ্রীকরভাজন নিমি মহারাজকে বললেন—যিনি অন্য সকলের ভজনা বা অন্যভাব ত্যাগ করে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই চরণ ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রিয়ভক্ত যদি কোনো নিষিদ্ধ কর্মও করে ফেলে, তাহলেও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তার হৃদয় থেকে সমস্ত পাপ বিনষ্ট করে দেন।

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
যম-নিয়মাদি[ক] বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ॥ ৮১

তথাহি—তত্রৈব (১১।২০।৩১)

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য
যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং
প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ ৬৪

অন্বয়—**তস্মাৎ** (সেই হেতু) ; **মদাত্মনঃ** (আমাতে অর্পিত চিত্ত) ; **মদ্ভক্তিযুক্তস্য** (আমাতে ভক্তিযুক্ত) ; **যোগিনঃ ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং** (যোগীর জ্ঞানও না এবং বৈরাগ্যও না) ; **প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ ভবেৎ** (প্রায়ই মঙ্গলজনক হয়)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—হে উদ্ধব! যিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করেছেন এবং যিনি আমাতে ভক্তিযুক্ত—এমন যোগীর (ভক্তিযোগীর) পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়শই কল্যাণজনক হয় না।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৮)

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ!
তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে
ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ ৬৫

অন্বয়—**ব্যাধ** (হে ব্যাধ!) ; **তব এতে** (তোমার এইসকল) ; **অহিংসাদয়ঃ গুণাঃ** (অহিংসাদি গুণসকল) ; **ন হি অদ্ভুতাঃ** (আশ্চর্য নহে) ; [**যতঃ**] (যেহেতু) ; **যে হরিভক্তৌ প্রবৃত্তাঃ** (যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন) ; **তে পরতাপিনঃ ন স্যুঃ** (তাঁহারা পরপীড়ক হন না)।

অনুবাদ — শ্রীনারদ শিষ্য ব্যাধকে বললেন —হে ব্যাধ। তোমার এই অহিংসাদি গুণগুলি কিছুই আশ্চর্যের

[ক]যম-নিয়মাদি—যম-নিয়মাদি যোগমার্গের সাধনাঙ্গ। কৃষ্ণভক্তকে এগুলি আলাদাভাবে অনুষ্ঠান করতে হয় না। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গেই এসবের সাধনের ফল এসে উপস্থিত হয়।

নয়। কারণ, যাঁরা শ্রীহরিতে ভক্তিমান হয়েছেন, তাঁরা কখনো অন্যকে দুঃখ দিতে পারেন না অর্থাৎ পরপীড়ক হন না।

বৈধীভক্তি সাধনের কৈল বিবরণ।
'রাগানুগা' ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন।। ৮২
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তি 'রাগানুগা' নামে।। ৮৩

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩১)

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ
পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ
সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।। ৬৬

অন্বয়—ইষ্টে স্বারসিকী (অভীষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী) ; **পরমাবিষ্টতা রাগঃ ভবেৎ** (অত্যন্ত আবিষ্টতাই রাগ হয়) ; **তন্ময়ী যা ভক্তিঃ ভবেৎ** (সেই রাগময়ী যে ভক্তি হয়) ; **সা অত্র রাগাত্মিকা উদিতা** (তাহাই এস্থলে রাগাত্মিকা নামে অভিহিত হয়)।

অনুবাদ—অভীষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী একটা প্রেমময়ী তৃষ্ণা থাকে, তার ফলে ইষ্ট বস্তুতে একটা অত্যন্ত আবেশ জন্মে থাকে। যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা থেকে এই অত্যন্ত আবিষ্টতা জন্মায়, সেই প্রেমময়ী তৃষ্ণার নাম রাগ, এই রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি।

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা 'রাগ' স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা এই তটস্থ-লক্ষণ।। ৮৪
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা'[ক] নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।। ৮৫
লোভে ব্রজবাসীভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।। ৮৬

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩১)

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং
ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা
যা সা রাগানুগোচ্যতে।। ৬৭

অন্বয়—ব্রজবাসিজনাদিষু (ব্রজবাসিগণে) ; **অভিব্যক্তং বিরাজন্তীং** (সুস্পষ্টভাবে বিরাজিত) ; **রাগাত্মিকাং অনুসৃতা** (রাগাত্মিকাভক্তির অনুগতা) ; **যা** (যে ভক্তি) ; **সা রাগানুগা উচ্যতে** (রাগানুগা বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ—ব্রজবাসিগণে যা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত, সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকে রাগানুগা বলে।

তথাহি—তত্রৈব (১।২।১৪৮)

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে
শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ
তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্।। ৬৮

অন্বয়—তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে (ব্রজবাসিগণের দাস্য সখ্যাদি ভাবমাধুর্য) ; **শ্রুতে** (শুনিয়া) ; **অত্র ধীঃ** (এই ভাবমাধুর্যবিষয়ে বুদ্ধি) ; **ন শাস্ত্রং ন যুক্তিং চ** (না শাস্ত্রকে, না যুক্তিকে) ; **যৎ অপেক্ষতে** (যে অপেক্ষা করে) ; **তৎ লোভোৎপত্তিলক্ষণম্** (তাহাই লোভের অর্থাৎ রাগের উৎপত্তির লক্ষণ)।

অনুবাদ— ব্রজবাসিগণের দাস্য-সখ্যাদি ভাব-মাধুর্যের কথা শুনলেই সেই ভাবমাধুর্যের প্রতি লোকের বুদ্ধি এতই উন্মুখী হয় যে, তখন আর শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না ; এটাই লোভের বা রাগের উৎপত্তির লক্ষণ অর্থাৎ তখনই লোকের রাগানুগা ভক্তির উদয় হয়েছে বুঝতে হবে।

'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য —সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্তন।। ৮৭
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।। ৮৮

তথাহি—তত্রৈব (১।২।১৫১)

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।। ৬৯

অন্বয়—তদ্ভাবলিপ্সুনা (ব্রজবাসিজনের ভাব-

[ক]রাগাত্মিকা — রাগাত্মিকা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য প্রেমময়ী তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

লুব্ধ) ; **অত্রহি** (রাগানুগা ভক্তিসাধনে) ; **সাধকরূপেন** (যথাবস্থিত দেহদ্বারা) ; **সিদ্ধরূপেণ চ** (এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহদ্বারা) ; **ব্রজলোকানুসারতঃ** (ব্রজলোকের অনুগত হইয়া) ; **সেবা কার্যা** (শ্রীকৃষ্ণসেবা করণীয়া)।

অনুবাদ—ব্রজবাসীদের ভাবে যাঁরা লুব্ধ হতে চায় তাঁরা রাগানুগা ভক্তিসাধনে সাধকরূপে (যথাবস্থিত দেহদ্বারা) এবং সিদ্ধরূপে (অন্তশ্চিন্তিত দেহ বা মনে মনে সিদ্ধদেহদ্বারা) ব্রজবাসীজনের অনুগত হয়ে (অর্থাৎ নন্দ-যশোদা, শ্রীদামাদি, শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পরিকরবর্গের ভাবের অনুগত হয়ে) শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হবেন।

নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ[ক] পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥ ৮৯

তথাহি—তত্রৈব (১।২।১৫০)

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চোসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ৭০

অন্বয়—**অসৌ** (ইনি—রাগানুগাভক্তির সাধক) ; **কৃষ্ণং স্মরন্** (শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া) ; **নিজসমীহিতং** (নিজাভীষ্ট) ; **অস্য প্রেষ্ঠং জনং চ** (শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম এবং পরিকরকেও) ; **[স্মরণ]** (স্মরণ করিয়া) ; **তত্তৎকথারতঃ চ** (কৃষ্ণের সেই সেই লীলাকথায় রত হইয়া) ; **সদা ব্রজে বাসং কুর্যাৎ** (সর্বদা ব্রজে বাস করিবে)।

অনুবাদ—রাগানুগা ভক্তির ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে এবং তাঁর প্রিয়তম পরিকরবর্গের মধ্যে যিনি নিজের অভীষ্ট, তাঁকে স্মরণ করে শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই লীলাকথায় রত হয়ে (সমর্থ হলে যথাবস্থিত দেহে আর অসমর্থ হলে অন্তশ্চিন্তিতদেহে অর্থাৎ মানসে) সর্বদাই ব্রজে বাস করবে।

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে এই সব ভাবের গণন॥ ৯০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।৩৮) শ্লোকঃ

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥ ৭১

অন্বয়—**অহং যেষাং প্রিয়ঃ** (আমি —শ্রীভগবান কপিলদেব যাঁহাদের প্রিয়) ; **আত্মা সুতঃ সখা গুরুঃ সুহৃদঃ** (আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, বন্ধু) ; **ইষ্টং দৈবং চ** (এবং অভীষ্টদেব) ; **[তে]** (সে সমস্ত) ; **মৎপরা** (আমাপরায়ণ —আমার ধামগত আমার ভক্তগণ) ; **শান্তরূপে কর্হিচিৎ** (বৈকুণ্ঠে কখনো) ; **ন নঙ্ক্ষ্যন্তি** (ভোগবিহীন হয় না) ; **মে অনিমিষঃ হেতিঃ** (আমার কালচক্র) ; **ন লেঢি** (গ্রাস করে না)।

অনুবাদ — কপিলদেব বলেছেন — হে জননী ! আমি যাদের পতি, পুত্র, আত্মা, সখা, গুরু, বন্ধু এবং অভীষ্টদেব, সেই আমার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠবাসী একান্ত ভক্তগণের ভোগ্যবস্তু কখনো নষ্ট হয় না অর্থাৎ তাঁরা কখনো আনন্দহীন হয়ে থাকে না এবং আমার কালচক্রও তাঁদের কখনো গ্রাস করে না।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৬২)

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥ ৭২

অন্বয়-**সদোদ্যুক্তাঃ যে** (সর্বদা উৎসাহযুক্ত হইয়া যাঁহারা) ; **পতি-পুত্র-সুহৃদ্-ভ্রাতৃ-পিতৃবৎ** (পতি-পুত্র-সুহৃদ, ভ্রাতা বা পিতার ন্যায় মনে করিয়া) ; **মিত্রবৎ** (কিংবা মিত্রের ন্যায় মনে করিয়া) ; **হরিং ধ্যায়ন্তি** (শ্রীহরিকে ধ্যান করেন) ; **তেভ্যঃ অপি নমঃ নমঃ** (তাঁহাদিগকেও নমস্কার, নমস্কার)।

অনুবাদ—যাঁরা সর্বদা উৎসাহযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে —পতি, পুত্র, সুহৃদ, ভ্রাতা, পিতা বা মিত্রের মতো মনে করে ধ্যান বা চিন্তা করেন, তাঁদের বার বার প্রণাম করি।

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥ ৯১

[ক]নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ —নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণ, তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় যিনি, তাঁর অনুগত হয়ে অন্তর্মনা হয়ে নিরন্তর সেবা করবে।

প্রীত্যঙ্কুরে[ক] রতি, ভাব, হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্॥ ৯২
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেম-সেবন।
এই ত কহিল 'অভিধেয়' বিবরণ॥ ৯৩
অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ৯৪
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৯৫

[ক]প্রীত্যঙ্কুরে..... —প্রীতির অঙ্কুর ; প্রেমবিকাশের সর্বপ্রথম অবস্থা। প্রীত্যঙ্কুরের দুটি নাম—রতি ও ভাব।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়-ভক্তিতত্ত্ব-বিচারোনাম দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ ১

অন্বয়—অত্যুদারে যঃ গৌরঃকৃষ্ণঃ (পরমদয়াল যে গৌরাঙ্গ রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ) ; চিরাৎ অদত্তং (বহুকাল বা চিরকাল যাবৎ যাহা দেওয়া হয় নাই) ; **নিজগুপ্তবিত্তং** (স্বীয় গোপনীয় সম্পদ) ; **স্বপ্রেম-নামামৃতং** (নিজ প্রেমযুক্ত নামরূপ অমৃত) ; **আপামরং জনেভ্যঃ বিততার** (অতি নীচ পর্যন্ত জনগণকে বিতরণ করিয়াছেন) ; **অহং তং প্রপদ্যে** (আমি তাঁহাকে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণ গ্রহণ করি)।

অনুবাদ—যা বহু বহুকাল যাবৎ বিতরিত হয়নি নিজ প্রেমযুক্ত নামরূপ অমৃততুল্য সেই গোপন সম্পদ যিনি আচণ্ডাল সকলকে বিলিয়েছেন, আমি সেই পরমদয়াল গৌরাঙ্গ-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এবে শুন ভক্তিফল প্রেম 'প্রয়োজন'।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান॥ ২
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি-রসের এই 'স্থায়িভাব' নাম॥ ৩

তথাহি-ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১)

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ২

অন্বয়—**শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা** (শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ স্বরূপ) ; **প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্** (প্রেমরূপ সূর্যের কিরণতুল্য) ; **রুচিভিঃ** (রুচিদ্বারা) ; **চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ** (চিত্তের স্নিগ্ধতাজনক) ; **অসৌ ভাব উচ্যতে** (এই যে ভক্তি-ভাব বা রতি বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ—শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিস্বরূপ যে হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি তার সার হল ভাব—যা প্রেমাঙ্কুরের স্বরূপ। এ যেন প্রেমরূপ সূর্যের কিরণতুল্য রুচি অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ দ্বারা যা চিত্তকে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল করে তোলে।

এই দুই ভাবের[ক] স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন॥ ৪

তথাহি—তত্রৈব (১।৪।১)

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ৩

অন্বয়—**সঃ ভাবঃ এব** (সেই ভাবই) ; **সান্দ্রাত্মা** (গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া) ; **সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তঃ** (সম্যক্‌রূপে চিত্তকে আর্দ্র করিলে) ; **মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ** (এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতাযুক্ত হইলে) ; **বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে** (পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রেম বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ—সেই ভাব অত্যন্ত গাঢ়তাপ্রাপ্ত হয়ে যখন সম্যকরূপে চিত্তকে সরস করে এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতাযুক্ত হয়, তখন তাকে প্রেম বলে।

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্যৈ একাদশ বিলাসে
দ্ব্যশীত্যধিকত্রিশততমাঙ্কধৃত
নারদপঞ্চরাত্রবচনম্

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতেভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥ ৪

অন্বয়—**বিষ্ণৌ প্রেমসঙ্গতা** (শ্রীকৃষ্ণে প্রেমরসে পরিপ্লুত) ; **অনন্যমমতা** (অন্য বিষয়ে মমত্ববর্জিত হইলে) ; **ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ** (ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ কর্তৃক) ; **ভক্তিঃ ইতি উচ্যতে** (প্রেমভক্তি বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ—যে মমতা অন্য বিষয়ে মমত্বশূন্য এবং যে মমতা প্রেমরসে পরিপ্লুত—ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, নারদ এবং উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণে সেই মমতাকেই প্রেমভক্তি বলেন।

[ক]এই দুই ভাবের—'শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা'—এ হল ভাবের বা রতির স্বরূপ-লক্ষণ ; এবং 'চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ'—এ হল রতির তটস্থ লক্ষণ।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥ ৫
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন॥ ৬
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥ ৭
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণেপ্রীত্যঙ্কুর॥ ৮
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্বানন্দ ধাম॥ ৯

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৪।১১)

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-
সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ
ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ ৫
অথাসক্তিস্ততো ভাব-
স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ
প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ৬

অন্বয়—**আদৌ শ্রদ্ধা** (প্রথমে শ্রদ্ধা—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস) ; **ততঃ সাধুসঙ্গঃ** (তাহার পরে সাধুসঙ্গ) ; **অথ ভজনক্রিয়া** (তৎপরে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান) ; **ততঃ অনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ** (তাহার পর অনর্থ নিবৃত্তি—সকল প্রকার বিঘ্ন নাশ হয়) ; **ততঃ নিষ্ঠা** (তাহার পরে নিষ্ঠা) ; **ততঃ রুচি** (নিষ্ঠার পরে রুচি) ; **অথ আসক্তিঃ** (রুচির পরে আসক্তি) ; **ততঃ ভাব** (আসক্তির পরে ভাব—কৃষ্ণরতি) ; **ততঃ প্রেমা অভ্যুদঞ্চতি** (ভাব বা রতি হইতেই প্রেম উদিত হয়) ; **প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে** (প্রেমের উদয়ে) ; **সাধকানাং অয়ং ক্রমঃ ভবেৎ** (সাধকদিগের এইরূপই ক্রম হয়)।

অনুবাদ—প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপরে সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া, তারপর অনর্থ নিবৃত্তি, তারপর নিষ্ঠা, তারপর রুচি, তারপর আসক্তি, তারপর ভাব এবং তারপর প্রেমের উদয় হয়। সাধকগণের প্রেমের উদয়ে এটাই ক্রম বা প্রণালী।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২৫)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৭

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৬)]

যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্বশাস্ত্রে কয়॥ ১০

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১১)

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং
বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা
নামগানে সদা রুচিঃ॥ ৮
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে
প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যু-
র্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥ ৯

অন্বয়—**ক্ষান্তিঃ** (ক্ষোভশূন্যতা) ; **অব্যর্থকালত্বং** (অব্যর্থকালতা) ; **বিরক্তিঃ** (বিরাগ) ; **মানশূন্যতা** (মানশূন্যতা) ; **আশাবন্ধঃ** (আশাবন্ধ) ; **সমুৎকণ্ঠা** (সমুৎকণ্ঠা) ; **নামগানে সদারুচিঃ** (সর্বদা নামকীর্তনে রুচি) ; **তদ্গুণাখ্যানে আসক্তিঃ** (ভগবদ্গুণ বর্ণনে আসক্তি) ; **তদ্বসতিস্থলে প্রীতিঃ** (তীর্থস্থানাদিতে প্রীতি) ; **ইতি আদয়ঃ অনুভাবাঃ** (এই সমস্ত অনুভাব) ; **জাতভাবাঙ্কুরে জনে স্যুঃ** (জাতরতিভক্তে জন্মিয়া থাকে)।

অনুবাদ—যাঁদের চিত্তে প্রেমাঙ্কুর জন্মেছে, সেই সমস্ত ভক্তে ক্ষোভশূন্যতা, অব্যর্থকালতা, বিরাগ, মানশূন্যতা, কৃষ্ণ পাবার আশা, কৃষ্ণকে পাবার জন্য উৎকণ্ঠা, কৃষ্ণের নামগানে সদারুচি, কৃষ্ণের রূপগুণাদি বর্ণনে আসক্তি, কৃষ্ণের বসতিস্থানে (তীর্থক্ষেত্রে) প্রীতি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে[ক] তার ক্ষোভ নাহি হয়॥ ১১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।১৫) শ্লোকঃ

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥ ১০

অন্বয়—বিপ্রাঃ (হে বিপ্রগণ !) ; **দেবী গঙ্গা চ** (এবং দেবী গঙ্গা) ; **ঈশে ধৃতচিত্তং** (পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত চিত্ত) ; **উপযাতং মা প্রতিযন্তু** (শরণাগত আমাকে অঙ্গীকার করুন) ; **দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকঃ** (দ্বিজপ্রেরিত মায়া) ; **তক্ষকঃ বা অলং দশতু** (অথবা তক্ষকই দংশন করুক) ; **বিষ্ণুগাথাঃ গায়ত** (কৃষ্ণকথা গান করুন)।

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে বিপ্রগণ ! আমি আপনাদের এবং দেবী গঙ্গার শরণাগত ; পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে আমার চিত্ত অর্পণ করেছি, শরণাগত আমাকে আপনারা অঙ্গীকার করুন। ব্রাহ্মণের প্রেরিত বস্তুটি মায়াই হোক বা তক্ষকই হোক—সে আমাকে দংশন করুক। আপনারা কৃষ্ণগাথা গান করুন।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১২)

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥ ১১

অন্বয়—**অনিশং বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্তঃ** (নিরন্তর বাক্য দ্বারা স্তব করিয়া) ; **মনসা স্মরন্তঃ** (মনের দ্বারা স্মরণ করিয়া) ; **তন্বা নমন্তঃ অপি** (দেহের দ্বারা নমস্কার করিয়াও) ; **ন তৃপ্তাঃ** (তৃপ্ত না হইয়া) ; **স্রবন্নেত্রজলাঃ ভক্তাঃ** (অশ্রুপূর্ণলোচনে ভক্তগণ) ; **সমগ্রং আয়ুঃ** (সমস্ত পরমায়ু) ; **হরেঃ এব সমর্পয়ন্তি** (শ্রীহরির সেবায় সমর্পণ করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—নিরন্তর বাক্যদ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ এবং দেহের দ্বারা প্রণাম করেও পরিতৃপ্ত না হয়ে ভক্তগণ চোখের জলে অভিষিক্ত হয়ে সমস্ত পরমায়ু-স্কাল অর্থাৎ সারাজীবন শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিজেদের সমর্পণ করেন।

কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥[খ] ১২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪৩) শ্লোকঃ

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্
সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলব-
দুত্তমশ্লোকলালসঃ॥ ১২

অন্বয়—**যঃ উত্তমঃশ্লোকলালসঃ** (যিনি—ভরত-মহারাজ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণে লালসাযুক্ত হইয়া) ; **যুবা এব** (যুবা হইয়াও) ; **দুস্ত্যজান্** (দুস্ত্যজ্য) ; **হৃদিস্পৃশঃ** (মনোজ্ঞ) ; **দারসুতান্** (স্ত্রীপুত্রকে) ; **সুহৃদ্রাজ্যং চ** (এবং সুহৃদ ও রাজ্যকেও) ; **মলবৎ জহৌ** (মলের ন্যায় অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব বললেন—ভরতমহারাজ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণকে পাবার আশায় যৌবনকালেই দুস্ত্যজ্য মনোহর স্ত্রী-পুত্রকে এবং সুহৃদ ও রাজ্যকেও মলবৎ ত্যাগ করেছিলেন।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১৫)

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥ ১৩

অন্বয়—**নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ** (নৃপকুল চূড়ামণি) ; **এষঃ** (এই ভরত) ; **হরৌ রতিং বহন্** (শ্রীহরিতে রতি ধারণ করিয়া) ; **অরিপুরে** (শত্রুর গৃহে) ; **ভিক্ষাং অটন্** (ভিক্ষার নিমিত্ত গমন

[ক]প্রাকৃত ক্ষোভ —বৈষয়িক বা সাংসারিক দুঃখ-কষ্টাদি।

[খ]ভুক্তি —স্বর্গাদি ভোগ ; সিদ্ধি —অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অলৌকিক ক্ষমতার যোগসিদ্ধি ; ইন্দ্রিয়ার্থ—বৈষয়িক সুখ ; নাহি ভায়—ভালো লাগে না।

করিয়া) ; **শ্বপাকং অপি বন্দতে** (চণ্ডালকেও বন্দনা করেন)।

অনুবাদ—নৃপকুল চূড়ামণি মহারাজ ভরত ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরাগী হয়ে ভিক্ষার জন্য শত্রুগৃহেও গমন করতেন এবং চণ্ডালাদি নীচজাতিকেও প্রণাম করতেন।

সর্বোত্তম আপনাকে 'হীন' করি মানে।
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন' দৃঢ় করি জানে॥ ১৩

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১৬)

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা
যোগোঽথ বা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম বা কিয়দহো
সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথা-
প্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ! ব্যথয়তে
হা হা মদাশৈব মাম্॥ ১৪

অন্বয়—প্রেমা (প্রেম) ; **শ্রবণাদি-ভক্তিঃ অপি বা** (অথবা শ্রবণাদি সাধনভক্তিও) ; অথবা **বৈষ্ণবঃ যোগঃ** (অথবা বৈষ্ণবযোগ) ; **বা জ্ঞানং** (অথবা জ্ঞান) ; **বা কিয়ৎ শুভকর্ম** (অথবা কিছু শুভকর্ম) ; **অহো বা সজ্জাতিঃ অপি ন অস্তি** (কিংবা উত্তম জাতিও নাই) ; **তথাপি** (তথাপি) ; **হে গোপীজনবল্লভ** (হে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ !) ; **হীনার্থাধিক-সাধকে** (হীন অভিলাষও অধিকরূপে পূরণ করিতে উৎসুক) ; **ত্বয়ি মদাশা** (তোমাতে আমার আশা) ; **অচ্ছেদ্যমূলা সতী** (অচ্ছেদ্যমূল হইয়া) ; **মাং ব্যথয়তে** (আমাকে ব্যথিত করিতেছে)।

অনুবাদ—আমার প্রেমভক্তি নেই ; প্রেমের কারণ যে শ্রবণাদি সাধনভক্তি, তাও আমার নেই ; বৈষ্ণব যোগের সাধনও আমি করিনি ; এবং জ্ঞান বা কোনো শুভকর্মের অনুষ্ঠানও আমি করিনি। বেশি আর কী বলব, সাধনের মূলে যে উচ্চ জাতি, তাও আমার নেই। তথাপি হে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, হীন আশা অধিকরূপে পূরণে উৎসুক তোমাতে, আমার আশা আজও সমূলে নষ্ট হয়নি ; সেই আশাই আমাকে ব্যথিত করছে।

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৩২ শ্লোকঃ

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসী
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥ ১৫

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নবম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৮২)]

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম॥ ১৪

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
রতিভক্তিলহর্য্যাং (১।৩।১৬)

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দি-
দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি
নামাবলীং বালা॥ ১৬

অন্বয়—গোবিন্দ (হে গোবিন্দ !) ; **রোদনবিন্দু-মকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরা** (অশ্রুবিন্দুরূপ সুধাবর্ষী নয়ন কমলা) ; **মধুরস্বরকণ্ঠী-বালা** (মধুরস্বরকণ্ঠী চন্দ্রাবলী) ; **অদ্য তব নামাবলীং গায়তি** (আজ তোমার নামসমূহ কীর্তন করিতেছে)।

অনুবাদ—হে গোবিন্দ ! মধুরস্বরকণ্ঠী চন্দ্রাবলী আজ তোমার নামসমূহ কীর্তন করছেন, তাঁর নয়নকমল থেকে অশ্রুবিন্দুরূপ মকরন্দ (সুধা) ঝরে পড়ছে।

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৯২ শ্লোকঃ

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ ১৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় একবিংশ পরিচ্ছেদের ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪১৯)]

কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্বদা বসতি॥ ১৫

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং (১।২।৬৫) শ্লোকঃ

কদাহং যমুনাতীরে
নামানি তব কীর্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ-
রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥ ১৮

অন্বয়—পুণ্ডরীকাক্ষ (হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ !) ; তব নামানি কীর্তয়ন্ (তোমার নামসমূহ কীর্তন করিতে করিতে) ; উদ্বাষ্পঃ (গলদশ্রু হইয়া) ; অহং কদা যমুনাতীরে (আমি কখন যমুনাতীরে) ; তাণ্ডবং রচয়িষ্যামি (তাণ্ডব নৃত্য করিব)।

অনুবাদ—হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ! কবে আমি যমুনাতীরে সজলনয়নে তোমার নামগান কীর্তন করতে করতে নৃত্য করব।

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥ ১৬
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা(ক) বিজ্ঞে না বুঝয়॥ ১৭

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
প্রেমভক্তিলহর্য্যাং (১।৪।১২) শ্লোকঃ

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ১৯

অন্বয়—অয়ং নবপ্রেমা (এই নূতন প্রেম) ; ধন্যস্য (সৌভাগ্যশালী) ; যস্য চেতসি উন্মীলতি (যাঁহার চিত্তে উদিত হয়) ; অস্য মুদ্রা (তাঁহার কার্যকৌশল) ; অন্তর্বাণীভিঃ অপি (পণ্ডিতগণ কর্তৃকও) ; সুষ্ঠু সুদুর্গমা (সম্যকরূপে দুর্বোধ্য)।

অনুবাদ—যাঁর চিত্তে এই নূতন প্রেম উদিত হয়, তিনি ধন্য, সৌভাগ্যশালী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরাও তাঁর চলন-বলনের তাৎপর্য বুঝতে পারেন না।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৪০ শ্লোকঃ

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ২০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০১)]

প্রেম ক্রমে বাঢ়ে হয়—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥ ১৮
বীজ ইক্ষু রস গুড় তবে খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥ ১৯
ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল, ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিতে তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ॥ ২০
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতি আর॥ ২১
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ॥ ২২
প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ পায় পরিণামে॥ ২৩
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ী ভাব 'রস' হয় মিলে এই চারি॥ ২৪
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্বাস্বাদনে॥ ২৫
দ্বিবিধ বিভাব—আলম্বন উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি 'উদ্দীপন', কৃষ্ণাদি 'আলম্বন'॥ ২৬
'অনুভাব'—স্মিত, নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর॥ ২৭
নির্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ 'ব্যভিচারী'।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী॥ ২৮
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সভাতে প্রাবল্য॥ ২৯
শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্যন্ত ক্রমে ত বাঢ়য়॥ ৩০
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্যন্ত প্রেমের মহিমা॥ ৩১

(ক) ক্রিয়ামুদ্রা—কার্যকলাপ ও আচরণ এবং কার্য-কৌশল বা চেষ্টা।

শান্তাদি রসের 'যোগ' 'বিয়োগ'[ক] দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ॥ ৩২
রূঢ়-অধিরূঢ়-ভাব কেবল মধুরে[খ]।
মহিষীগণের 'রূঢ়' 'অধিরূঢ়' গোপিকা-নিকরে॥ ৩৩
অধিরূঢ় মহাভাব—দুই ত প্রকার।
সম্ভোগে 'মাদন' বিরহে 'মোহন' নাম তার॥[গ] ৩৪
মাদনের চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প[ঘ] মোহনের দুই ভেদ॥ ৩৫
চিত্রজল্প, দশ অঙ্গ—প্রজল্পাদি নাম।

[ক]যোগ-বিয়োগ —শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনকে যোগ বলে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করার পরে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে, সেই বিচ্ছেদকে বিয়োগ বলে।

[খ]কেবল মধুরে—মধুরা রতি তিন প্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জাতে সাধারণী রতি, শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণে সমঞ্জসা রতি ও ব্রজসুন্দরীগণে সমর্থা রতি বিদ্যমান।

[গ]অধিরূঢ় মহাভাব দু-প্রকার—মোদন ও মাদন ;

যে অধিরূঢ় মহাভাবে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের দেহেই সাত্ত্বিকভাবাদি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে মোদন বলে। মোদনের দুটি লক্ষণ—(১) শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে শ্রীরাধিকাদির চিত্তে যখন মোদনাখ্য মহাভাবের উদয় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে তো ক্ষোভ জন্মেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী আদি কান্তাগণের চিত্তেও ক্ষোভের উদয় হয়। (২) সত্যভামা চন্দ্রাবলী আদিকে ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট থাকতে উৎসুক হন।

মোহন—বিরহ অবস্থাতে এই মোদনকে মোহন বলে। এই সময় সাত্ত্বিক ভাবগুলি সুদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। কেবলমাত্র শ্রীরাধিকাতেই এই মোদন ভাব প্রকাশ পায়।

[ঘ]চিত্রজল্প—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কোনো সুহৃদের সঙ্গে দেখা হলে গূঢ় রোষবশত যে ভাবময় বাক্যাবলী তা-ই চিত্রজল্প। এতে অসংখ্য ভাববৈচিত্রী ও অনির্বচনীয় চমৎকারিতা থাকে। এর উপসংহারে বহুতর ভাবসূচক ও তীব্র উৎকণ্ঠা দেখা যায়।

চিত্রজল্পের দশটি অঙ্গ—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। ভ্রমরগীতায় এই দশটি অঙ্গের বিবরণ দেওয়া আছে।

ভ্রমরগীতা[ঙ]-দশশ্লোক তাহার প্রমাণ॥ ৩৬
উদ্‌ঘূর্ণা-বিবশচেষ্টা-দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি, আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান॥ ৩৭
সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
'সম্ভোগ' অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার॥[চ] ৩৮
বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ—পূর্বরাগ, মান।
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য আখ্যান॥[ছ] ৩৯
রাধিকাদ্যে 'পূর্বরাগ' প্রসিদ্ধ 'প্রবাস' মানে।
প্রেমবৈচিত্ত্য শ্রীদশমে মহিষীগণে॥ ৪০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।১৫) শ্লোকঃ

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্ গাঢ়নির্বিদ্ধচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন॥ ২১

[ঙ]ভ্রমরগীতা— শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ের ১২-২১ শ্লোকগুলিকে ভ্রমরগীতা বলে।

[চ]সম্ভোগ—আনুকূল্যময় দর্শনাদি নিষেবণ দ্বারা নায়ক-নায়িকার উল্লাসবর্ধনকারী ভাবকে সম্ভোগ বলে।

বিপ্রলম্ভ—প্রথম মিলনের পূর্বে অযুক্ত অবস্থায়, কিংবা মিলনের পরে নায়ক-নায়িকার যুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায়, পরস্পরের অভীষ্ট অপ্রাপ্তিতে প্রবল উৎকণ্ঠাবশত যে ভাব প্রকাশ পায়, তাকে বিপ্রলম্ভ বলে।

[ছ]পূর্বরাগ—নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্বে দর্শন বা শ্রবণাদি জনিত পরস্পরের প্রতি যে রতি জন্মে, সেই রতি বিভাবাদির সঙ্গে মিলিত হয়ে আস্বাদনীয় হলে, তাকে পূর্বরাগ বলে। 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে শ্রীরূপগোস্বামী পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিয়েছেন—'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥'

মান— পরস্পর অনুরক্ত নায়ক-নায়িকা একস্থানে বিদ্যমান থাকলেও তাদের পরস্পর আলিঙ্গন বা দর্শনাদির বিরোধী যে ভাব, তাকে মান বলে।

প্রবাস—মিলনের পর নায়ক-নায়িকার দেশান্তরাদি গমন জনিত যে ব্যবধান, তাকে প্রবাস বলে।

প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রেমের উৎকর্ষতাবশত প্রিয়তমের নিকটে থেকেও তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের ভয়ে যে পীড়ার অনুভব, তার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।

অন্বয়—**কুররি** (হে কুররি !) ; **ঈশ্বরঃ** (দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ) ; **জগতি গুপ্তবোধঃ** (জগতে গুপ্তভাবে) ; **রাত্র্যাং স্বপিতি** (রাত্রিকালে ঘুমাইতেছেন) ; **ত্বং বীতনিদ্রা বিলপসি** (তুমি নিদ্রাহীন হইয়া বিলাপ করিতেছ) ; **ন শেষে** (শয়ন করিতেছ না) ; **সখি** (হে সখি) ; **বয়ম ইব** (আমাদেরই ন্যায়) ; **কচ্চিৎ** (কখনো কী) ; **নলিননয়ন হাসোদারলীলেক্ষিতেন** (কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যযুক্ত উদার লীলাকটাক্ষ দ্বারা) ; **গাঢ়নির্বিদ্ধচেতাঃ** (গাঢ়ভাবে বিদ্ধচিত্ত হইয়াছে) ?

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জলকেলি করতে করতে তদ্‌গতচিত্তা হয়ে প্রেমবিবশতা হেতু কুররিকে লক্ষ্য করে মহিষীগণ বলছেন—'হে কুররি ! আমাদের পতি দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ জগতের কোনো নির্জনস্থানে গুপ্তভাবে নিদ্রা যাচ্ছেন ; আর তুমি নিদ্রাহীন হয়ে বিলাপ করছ—শয়ন করছ না। হে সখি ! আমাদের মতো তোমারও মন কী কখনো কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের সহাস সুন্দর, উদার লীলায়িত বাঁকা চাউনি দ্বারা গাঢ়ভাবে বিদ্ধ হয়েছে ?'

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥ ৪১

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ২।১।৭ শ্লোকঃ

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ॥ ২২

অন্বয়—**স্বয়ং ভগবান্** (স্বয়ং ভগবান) ; **কৃষ্ণ তু** (শ্রীকৃষ্ণই) ; **নায়কানাং শিরোরত্নং** (নায়কদিগের শিরোরত্নতুল্য) ; **যত্র সর্বে মহাগুণাঃ** (যাঁহাতে সমস্ত মহাগুণরাশি) ; **নিত্যতয়া বিরাজন্তে** (নিত্যরূপে বিরাজিত আছে)।

অনুবাদ—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নায়কদের মধ্যে শিরোরত্ন তুল্য অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ; যেহেতু তাঁর মধ্যেই সমস্ত মহৎ গুণরাশি নিত্যরূপে বিরাজিত।

তথাহি—গৌতমীয়তন্ত্রে

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ২৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫৯)]

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তপ্রাণ॥ ৪২

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং (২।১।১১) শ্লোকঃ

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ
সর্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো
বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥ ২৪
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ
সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো
বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥ ২৫
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ
কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ
শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥ ২৬
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো
গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ
করুণো মান্যমানকৃৎ॥ ২৭
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্
শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেম-
বশ্যঃ সর্বশুভঙ্করঃ॥ ২৮
প্রতাপী কীর্তিমান্ রক্ত-
লোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী
সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥ ২৯
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি
গুণাস্তস্যানুকীর্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ
দুর্বিগাহা হরেরমী॥ ৩০

অন্বয়—শ্লোকগুলির অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ — এই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ —(১) সুরম্যাঙ্গ অর্থাৎ তাঁর অঙ্গসমূহ অত্যন্ত রমণীয় ; (২) সমস্ত সদ্‌লক্ষণযুক্ত (শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক সদ্‌লক্ষণ দুপ্রকার গুণোত্থ ও অঙ্কোত্থ। তার মধ্যে রক্ততা এবং তুঙ্গতাদি গুণযোগে গুণোত্থ সল্লক্ষণ হয়। তারমধ্যে নেত্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ—এই সাত স্থানে রক্তিমা ; বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি এবং বদন —এই ছয় স্থানে তুঙ্গতা (উচ্চতা) ; কটি, ললাট এবং বক্ষঃস্থল —এই তিন স্থানে বিশালতা। গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন (পুরুষাঙ্গ) —এই তিন স্থানে খর্বতা। নাভি, স্বর ও বুদ্ধি—এই তিন স্থানে গভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু (চোয়াল) এবং জানু—এই পাঁচ স্থানে দীর্ঘতা। ত্বক, কেশ, লোম, দন্ত এবং অঙ্গুলিপর্ব—এই পাঁচ স্থানে সূক্ষ্মতা। এইরূপ গুণোত্থ সল্লক্ষণ বত্রিশ প্রকার ; এসব মহাপুরুষের লক্ষণ। আর করতলাদিতে রেখাময় চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্কোত্থ সল্লক্ষণ বলে। তারমধ্যে করতলে চক্র-কমলাদি এবং পদতলে অর্ধ-চন্দ্রাদি চিহ্ন। শ্রীকৃষ্ণের বাম চরণে অর্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ইন্দ্রধনু, অম্বর, গোষ্পদ, মৎস্য এবং শঙ্খ—এই অষ্টচিহ্ন ; এবং দক্ষিণচরণে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, উর্ধ্বরেখা, অষ্টকোণ, জম্বুফল, চক্র এবং ছত্র—এই এগারোটি চিহ্ন। (৩) সুন্দর (৪) তেজস্বী (৫) বলবান (৬) নবকিশোর (৭) বিবিধ ভাষাবিদ্‌ (৮) সত্যবাক্‌ (৯) প্রিয়ংবদ (১০) বাবদূক—যাঁর বাক্য শ্রুতিপ্রিয় ও রসময় (১১) সুপণ্ডিত (১২) বুদ্ধিমান (১৩) প্রতিভাবান (১৪) বিদগ্ধ (১৫) চতুর (১৬) দক্ষ (১৭) কৃতজ্ঞ (১৮) সুদৃঢ়ব্রত (১৯) দেশকালসুপাত্রজ্ঞ (২০) শাস্ত্রজ্ঞানী (২১) সদাচারী (২২) জিতেন্দ্রিয় (২৩) শান্ত (২৪) দান্ত (২৫) ক্ষমাশীল (২৬) গম্ভীর (২৭) ধৃতিমান (২৮) সম—রাগদ্বেষশূন্য (২৯) বদান্য—দানশীল (৩০) ধার্মিক (৩১) বীর (৩২) করুণ (৩৩) মান্যমানকৃৎ (৩৪) দক্ষিণ—সুস্বভাববশত কোমল-চরিত (৩৫) বিনয়ী (৩৬) হ্রীমান— লজ্জাশীল (৩৭) শরণাগতপালক (৩৮) সুখী (৩৯) ভক্ত-সুহৃদ (৪০) প্রেমবশ্য (৪১) সর্বহিতকারী (৪২) প্রতাপী (৪৩) কীর্তিমান (৪৪) রক্তলোক —সকলের অনুরাগের পাত্র (৪৫) সাধুদের আশ্রয় (৪৬) নারীগণ মনোহারী (৪৭) সর্বারাধ্য (৪৮) সমৃদ্ধিমান (৪৯) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং (৫০) ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটি গুণের কথা বলা হল। সমুদ্র যেমন অসীম, শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটি গুণের প্রত্যেকটিও তেমনি অসীম ; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই এই সমস্ত গুণ পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ১।১২।১২ শ্লোকঃ

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়াক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥ ৩১

অন্বয় — **এতে জীবেষু** (এইসকল জীবগণের মধ্যে) ; **ক্বচিৎ বসন্তঃ অপি** (কাহারও মধ্যে থাকিলেও) ; **বিন্দুবিন্দুতয়া** (অতি অল্প পরিমাণেই আছে) ; **তত্র পুরুষোত্তমে এব** (সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেই) ; **পরিপূর্ণতয়া ভান্তি** (পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত)।

অনুবাদ —(এই সমস্ত গুণ সাধারণ জীবে সম্ভব নয়), যাঁরা ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত, সেই সমস্ত জীবগণের মধ্যে কখনো কখনো কোনো কোনো গুণ দেখা যায় ; কিন্তু তাও সম্পূর্ণরূপে নয় অতি অল্প পরিমাণেই। একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেই এই সমস্ত গুণ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

তথাহি—তত্রৈব (২।১।১৪)

অথ পঞ্চগুণা যে স্যু-
রংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ
সর্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥ ৩২
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ
সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ
যে লক্ষ্মীশাদিবর্তিনঃ ॥ ৩৩
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ
কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং
হতারিগতিদায়কঃ ॥ ৩৪
আত্মারামগণাকর্ষী-
ত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্বাদ্ভুতচমৎকার-
লীলাকল্লোলবারিধিঃ ॥ ৩৫
অতুল্যমধুরপ্রেম-
মণ্ডিতপ্রিয়-মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-
মুরলী-কল-কূজিতঃ ॥ ৩৬
অসমানোর্ধ্বরূপশ্রী-
বিস্মাপিত-চরাচরঃ।
লীলা-প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং
মাধুর্যং বেণুরূপয়োঃ ॥ ৩৭
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং
গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা-
শ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥ ৩৮

অন্বয়—শ্লোকগুলির অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—সদাস্বরূপ সম্প্রাপ্ত (যিনি সর্বদা নিজের স্বরূপে থাকেন অর্থাৎ মায়াকার্যের বশীভূত নন), সর্বজ্ঞ, নিত্যনূতন, সচ্চিদানন্দঘন এবং সর্বসিদ্ধি নিষেবিত (সমস্ত সিদ্ধি যাঁর সেবা করে)—এই পাঁচটি গুণ শ্রীকৃষ্ণেই পূর্ণতমরূপে বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণের যে পাঁচটি গুণ শ্রীনারায়ণাদিতে আছে, সেগুলি হল—অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি (তাঁর শক্তি মহান ও চিন্তার অতীত), তাঁর দেহে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সকল অবতারের মূল তিনি, হতারিগতিদায়ন (অর্থাৎ নিহত শত্রুদের পরমগতি দান করেন) এবং তিনি আত্মানন্দে বিভোর সাধুদেরও চিত্তকে আকর্ষণ করেন। তবে এই পাঁচটি গুণ শ্রীকৃষ্ণেই অতি অদ্ভুতরূপে বর্তমান।

শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ, অদ্ভুত বিস্ময়জনক গুণ চারটি ; সেগুলি হল তাঁর —লীলামাধুর্য, প্রেমমাধুর্য, বেণুমাধুর্য ও রূপমাধুর্য ; অর্থাৎ তাঁর লীলাতরঙ্গের সমুদ্র সবচেয়ে সুন্দর, তিনি অনুপম-মধুর প্রেমদ্বারা প্রিয়জনকে ভূষিত করেন, মুরলীর মধুর কলকূজনে তিনি ত্রিজগতের মনকে আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর সমান রূপ বা বেশি রূপ আর কারুর নেই, সেই রূপমাধুর্যের চমৎকারিত্বে চরাচর মুগ্ধ।

লীলায়, প্রেমে, প্রিয়তায় এবং বেণু ও রূপের মাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণত্ব চারপ্রকার। এইভাবে চাররকম ভেদে চৌষট্টি গুণের উল্লেখ করা হল।

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান ॥ ৪৩

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকাগুণকথনে
নবোদয়ঃ শ্লোকাঃ

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ
কীর্তন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়া-
শ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥ ৩৯
চারু-সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা
গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা
রম্যবাক্ নর্মপণ্ডিতা ॥ ৪০
বিনীতা করুণাপূর্ণা
বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্যাদা
ধৈর্য-গাম্ভীর্য-শালিনী ॥ ৪১
সুবিলাসা মহাভাব-
পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী।
গোকুল-প্রেমবসতি-
র্জগৎ-শ্রেণী-লসদ্‌যশা ॥ ৪২
গুর্বর্পিত গুরুস্নেহা

সখী-প্রণয়িতা-বশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা
সন্ততাশ্রবকেশবা॥ ৪৩
বহুনা কিং গুণাস্তস্যা
সংখ্যাতীতা হরেরিব॥ ৪৪

অন্বয়—শ্লোকগুলির অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—এই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার অসংখ্য অপ্রাকৃত শ্রেষ্ঠ গুণরাশির মধ্যে পঁচিশটি গুণ হল—(১) মধুরা (২) নবীনা কিশোরী (৩) চলাপাঙ্গা (চোখের চাউনি বাঁকা ও চপল) (৪) উজ্জ্বলস্মিতা (৫) চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা (করতল ও পদতলের রেখাগুলি সৌভাগ্যসূচক)। শ্রীরাধার বামচরণে—যব, চক্র, চন্দ্র-রেখাযুক্তা কুসুমমল্লিকা, কমল, ধ্বজ, ঊর্ধ্বরেখা, অঙ্কুশ—এই সাতটি চিহ্ন। আর দক্ষিণচরণে শঙ্খ, বেদী, কুণ্ডল, পর্বত, মৎস্য, রথ, শক্তি ও গদা—এই আটটি চিহ্ন। বামহস্তে-পরমায়ু রেখা, মধ্যরেখা, পাঁচ আঙুলের অগ্রভাগে চক্রাকার চিহ্ন ; হস্তী, অশ্ব, বৃষ, অঙ্কুশ, ব্যজন, বিল্ববৃক্ষ, যূপ, বাণ, শাবল, মালা—এই আঠারোটি চিহ্ন। আর দক্ষিণ হস্তে —পরমায়ু আদি তিনটি রেখা, পাঁচ আঙুলের অগ্রভাগে পাঁচটি শঙ্খ, চামর, অঙ্কুশ, প্রাসাদ, দুন্দুভি, বজ্র, শকটদ্বয়, ধনু, খড়্গ, ভৃঙ্গার —এই সতেরোটি চিহ্ন। দুই হাতে ও দুই পায়ে মোট পঞ্চাশটি চিহ্ন। (৬) গন্ধোন্মাদিত-মাধবা (যাঁর গাত্রগন্ধের মাধুর্যে মাধব উন্মত্ত হয়ে উঠেন (৭) সঙ্গীত প্রসরাভিজ্ঞা (৮) রম্যবাক্ (যাঁর বাক্য অত্যন্ত রমণীয়) (৯) নর্মপণ্ডিতা (পরিহাসগর্ভ মধুর বাক্যে নিপুণা) (১০) বিনীতা (১১) করুণাপূর্ণা (১২) বিদগ্ধা (১৩) পাটবান্বিতা (চাতুর্যশালিনী) (১৪) লজ্জাশীলা (১৫) সুমর্যাদা (১৬) ধৈর্যশালিনী (১৭) গাম্ভীর্যশালিনী (১৮) সুবিলাসা (১৯) মহাভাব-পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী (২০) গোকুল প্রেমবসতি (২১) জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা (যাঁর যশে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে (২২) গুর্বর্পিত গুরুস্নেহা (গুরুজনের অতিশয় স্নেহের পাত্রী) (২৩) সখীপ্রণয়াধীনা (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা এবং (২৫) সন্ততাশ্রব কেশবা (কেশব শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই যাঁর বাক্যের অধীন)।

অধিক বলে কী লাভ ! শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীরাধার গুণগুলিও অনন্ত।

নায়ক নায়িকা দুই রসের 'আলম্বন'।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ—রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ৪৪
এই মত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে মাতা পিতা আশ্রয়ালম্বন॥ ৪৫
এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ।
যৈছে রস হয় শুন তাহার লক্ষণ॥ ৪৬

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং (২।১।৪) শ্লোকঃ

ভক্তিনির্ধূত-দোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥ ৪৫
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তি-সুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥ ৪৬
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা ত রস্যতাম্॥ ৪৭
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধবনি ।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতেপরাম্॥ ৪৮

অন্বয়—**ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং** (ভক্তিদ্বারা যাঁহাদের ভুক্তিমুক্তি বাসনাদিরূপ দোষসমূহ দূরীভূত হইয়াছে) ; **প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং** (সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন এবং তজ্জন্য জ্ঞানসমুজ্জ্বল) ; **শ্রীভাগবতরক্তানাং** (যাঁহারা শ্রীভাগবতে অনুরক্ত) ; **রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং** (রসজ্ঞ ভক্তসঙ্গে যাঁহাদের আনন্দ হয়) ; **জীবনী-ভূতগোবিন্দ-পাদভক্তি-সুখশ্রিয়াং** (শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিসুখ-সম্পদই যাঁহাদের প্রাণস্বরূপ) ; **প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যানি এব অনুষ্ঠিতাম্** (প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনানুষ্ঠানে রত) ; **ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী** (সেইসমস্ত ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমানা) ; **সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা** (প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার যুগলদ্বারা উজ্জ্বলা) ; **আনন্দরূপা এব রতিঃ** (আনন্দস্বরূপাই কৃষ্ণরতি) ; **অনুভবাধ্বনি গতৈঃ** (অনুভব-পথে উপস্থিত) ; **কৃষ্ণাদিভিঃ বিভাবাদ্যৈঃ**

(শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদি দ্বারা) ; **রস্যতাং নীয়মানাতু** (আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া) ; **পরাং প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠাং আপদ্যতে** (প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠ প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ—ভক্তি অনুষ্ঠানের ফলে যাঁদের মন থেকে (ভুক্তি-মুক্তি বাসনাদিরূপ) দোষ দূরীভূত হয়েছে, তাঁদের চিত্ত প্রসন্ন এবং উজ্জ্বল হয়েছে। তাঁরা শ্রীভাগবতে অনুরক্ত, রসিক-ভক্তের সঙ্গলাভেই তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিসুখ-সম্পদই তাঁদের প্রাণস্বরূপ এবং তাঁরা প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন-অনুষ্ঠানেই রত থাকেন ; এইসমস্ত ভক্তদের হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরের ও বর্তমান জীবনের উজ্জ্বল অনুভূতিগুলি (প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কারগুলি) সংস্কাররূপে বিরাজিত থাকে। এই সংস্কারকেই রতি বলে। এই আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণরতি অনুভব পথে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণাদি-বিভাবাদি দ্বারা আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে থাকে। (অর্থাৎ রতির স্বরূপ যে আনন্দ, তা বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের যোগে রসে পরিণত হয়। ভক্তির বিভাব শ্রীকৃষ্ণাদি, অনুভাব অশ্রু-রোমাঞ্চাদি ও হাস্য-কটাক্ষ প্রভৃতি, সঞ্চারী ভাব গর্ব, হর্ষ প্রভৃতি। ভক্তদের অনুভব-পথে এসব এসে গেলেই রতি স্থায়ীভাব আনন্দঘন রসে পরিণত হয়। আনন্দ চমৎকারিতার চরম সীমা রসেই পাওয়া যায়)।

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥ ৪৭

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে (২।৫।৭৮) শ্লোকঃ

সর্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজ-সর্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥ ৪৯

অন্বয়—**অয়ং ভগবদ্রসঃ** (এই ভগবদ্-ভক্তিরস) ; **অভক্তৈঃ সর্বথা এব দুরূহঃ** (অভক্তগণ কর্তৃক সর্বপ্রকারেই দুষ্প্রাপ্য) ; **তৎপাদাম্বুজ সর্বস্বৈঃ** এই (শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে সর্বস্ব সমর্পিত ভক্তগণ কর্তৃকই) ; **ভক্তৈঃ অনুরস্যতে** (ভক্তিরস নিরন্তর আস্বাদিত হয়)।

অনুবাদ—এই ভক্তিরস অভক্তদের পক্ষে সর্বপ্রকারেই দুষ্প্রাপ্য ; কিন্তু যাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলই সর্বস্ব, কেবল তাঁরাই এই ভক্তিরস নিরন্তর আস্বাদন করেন।

সংক্ষেপে কহিল এই 'প্রয়োজন' বিবরণ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই কৃষ্ণ প্রেমধন॥ ৪৮
পূর্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তিসঞ্চারে॥ ৪৯
তুমিহ করিহ ভক্তিরসের বিচার।
মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥ ৫০
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতি-শাস্ত্র[ক] করি করিহ প্রচার॥ ৫১
যুক্তবৈরাগ্য-স্থিতি[খ] সব শিখাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥ ৫২

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৫)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ ৫০

অন্বয়—**যথার্হং** (যথাযোগ্যভাবে) ; **বিষয়ান্ উপযুঞ্জতঃ** (বিষয়ভোগকারী) ; **অনাসক্তস্য [ভক্তস্য]** (বিষয়ে আসক্তিহীন ভক্তের) ; [যৎ] (যে) ; **বৈরাগ্যং** (বৈরাগ্য) ; [তৎ] (তাহা) ; **যুক্তং উচ্যতে** (যুক্তবৈরাগ্য কথিত হয়) ; [ততঃ] (সেইরূপ বৈরাগ্য হইতেই) ; **কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধঃ** (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মে)।

অনুবাদ—বিষয়ে আসক্তিহীন হয়ে যথাযোগ্য-ভাবে যিনি বিষয় উপভোগ করেন, তাঁর বৈরাগ্যকে যুক্তবৈরাগ্য বলে ; এই যুক্তবৈরাগ্য থেকেই

[ক]ভক্তিস্মৃতি-শাস্ত্র—শ্রীহরিভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থ।

[খ]যুক্তবৈরাগ্য-স্থিতি —ভক্তির উপযোগী বৈরাগ্য অর্থাৎ ভক্তিবিকাশের পক্ষে অনুকূল অবস্থানই যে শ্রেয়—তা শিক্ষা দেওয়া হল।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আগ্রহ জন্মে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াম্ (১২।১৩-২০)

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং
মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ
সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ৫১
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী
যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি-
র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ৫২
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো
লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ-
র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ৫৩
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ
উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী
যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ৫৪
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী
ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ৫৫
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ
তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু
সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ৫৬
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী
সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি-
র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ৫৭
যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং
যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা
ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ৫৮

অন্বয়—শ্লোকগুলির অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—অর্জুনকে লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন— যিনি কাউকেও দ্বেষ করেন না, যিনি সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও দয়াবান ; যিনি দেহাদিতে মমতাশূন্য ও নিরহংকার, যিনি সুখেদুঃখে সমভাবাপন্ন, সদাসন্তুষ্ট, যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়বিশ্বাসী এবং যাঁর মন ও বুদ্ধি আমাতেই অর্পিত, সেই ভক্তই আমার প্রিয়।

যিনি কোনো প্রাণীকে উদ্বেগ দেন না এবং নিজেও কোনো প্রাণী থেকে উত্যক্ত হন না, এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়।

যিনি কোনো কিছুরই অপেক্ষা করেন না, শুচি, দক্ষ, উদাসীন অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্য, যিনি কারও দ্বারা কিছুতেই মনঃপীড়া অনুভব করেন না এবং ফল কামনা করে যিনি কোনো কর্ম আরম্ভ করেন না, সেই ভক্তই আমার প্রিয়।

যিনি প্রিয়বস্তু পেয়েও হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু পেলেও রুষ্ট হন না, প্রিয়বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে যিনি শোক করেন না বা প্রিয়বস্তু পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না এবং যিনি কর্মের শুভাশুভ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছেন, তিনি আমার প্রিয়।

যাঁর কাছে শত্রু বা মিত্র, মান বা অপমান, শীত বা উষ্ণ, সুখ বা দুঃখ, নিন্দা বা স্তুতি—সবই সমান, যিনি আসক্তিহীন, যিনি মৌনী, অল্পেতেই সন্তুষ্ট, যাঁর নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি, সেই ভক্তিমান ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে এই অমৃততুল্য ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সব ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২।২।৫ শ্লোকঃ

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥ ৫৯

অন্বয় —পথি চীরাণি (পথিমধ্যে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড সকল) ; কিং ন সন্তি (কি নাই ?) ; পরভৃতঃ অঙ্ঘ্রিপাঃ (পরপোষক বৃক্ষসমূহ) ; ভিক্ষাং ন দিশন্তি এব (ভিক্ষারূপে ফলাদি বা বল্কলাদি কি দানই করে না ?) ; সরিতঃ অপি অশুষ্যন্ (নদী সকলও কি শুষ্ক হইয়াছে ?) ; গুহাঃ রুদ্ধাঃ (পর্বতের গুহাসকল কি রুদ্ধ হইয়াছে) ; অজিতঃ অপি উপসন্নান্ (শ্রীভগবানও শরণাগতজনকে) ; কিং ন অবতি (কি রক্ষা করেন না ?) ; কবয়ঃ ধনদুর্মদান্ধান্ (সাধুসকল ধনমদে মত্ত অন্ধগণকে) ; কস্মাৎ ভজন্তি (কেন সেবা করেন ?)।

অনুবাদ—পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট শ্রীশুকদেব বললেন— পথে কি ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ড (লজ্জানিবারণ উপযোগী) পড়ে নেই ? পর-প্রতিপালক বৃক্ষসকল পথিককে কি আর ফলাদি দান করে না ? নদীগুলিও কি শুকিয়ে গিয়েছে ? পর্বতের গুহাগুলিও কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে ? শ্রীভগবানও কি শরণাগতকে রক্ষা করেন না ? তবে কেন সাধুগণ ধনমদে মত্ত লোকদের সেবা করেন ?

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবত সিদ্ধান্ত গূঢ় সকল কহিল॥ ৫৩
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি।
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি॥[ক] ৫৪
মৌষল-লীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্ধান।
কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥[খ] ৫৫

[ক]হরিবংশ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, গোবর্ধন-ধারণ লীলার পরে ইন্দ্র এসে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন, ওই স্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে নিত্যস্থিতির বর্ণনা আছে।

[খ]মৌষল-লীলা—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১ম ও ৩০শ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণের ৫।৩৭ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের মৌষলপর্বে মৌষললীলার বর্ণনা আছে। এই লীলায় যদুকুল ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান রহস্য বর্ণিত আছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে স্বীয় ধামে প্রবেশ করেছেন। বলা যায়, মৌষললীলা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারই মায়াময়, অবাস্তব।

মহিষীহরণ আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥ ৫৬
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন কৈল দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা॥ ৫৭
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে এই ব্রহ্মার অগোচর॥ ৫৮
মোর মন তুচ্ছ এই সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার একবিন্দু॥ ৫৯
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥ ৬০
'মুঞি যে শিক্ষাইনু' তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥ ৬১
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল—'এই সব স্ফুরুক তোমারে'॥ ৬২
সংক্ষেপে কহিল প্রেম-প্রয়োজন-সংবাদ।
বিস্তারি কহা না যায় প্রভুর প্রসাদ[গ]॥ ৬৩
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ৬৪
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৬৫

কেশাবতার—বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত আছে, ভগবান শ্রীহরি আপনার শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ দুটি কেশ নিজ মস্তক থেকে উৎপাটিত করে বললেন—আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। এর মধ্যে শ্বেতকেশের অবতার শ্রীবলরাম এবং কৃষ্ণকেশের অবতার শ্রীকৃষ্ণ। যাঁরা কৃষ্ণ-বলরামকে ক্ষীরোদশায়ীর কেশের অবতার বলেন, তাঁরা মনে করেন কৃষ্ণ-বলরাম হচ্ছেন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মস্তকের চুলেরই অবতার। কিন্তু এই অর্থ প্রকৃত নয়, কেশ অর্থে তেজ বা শক্তি। সর্বঅবতারের মূল শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি বা তাঁর অংশস্বরূপ শ্রীবলরাম কখনো কারও কেশের অবতার হতে পারেন না।

[গ]প্রভুর প্রসাদ—শ্রীচৈতন্য প্রভুর কৃপা। জগতের প্রতি কৃপা করে মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে উপলক্ষ্য করে এইসব তত্ত্বাদি প্রকাশ করেছেন।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রয়োজন-প্রেম-বিচারো নাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

আত্মারামেতি পদ্যার্ক-

স্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।

জগত্তমো জহারাব্যাৎ

স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥ ১

অন্বয় —যঃ আত্মারামেতি (যিনি আত্মারামাঃ — এই) ; পদ্যার্কস্য (শ্লোকরূপ সূর্যের) ; অর্থাংশূন্ প্রকাশয়ন্ (অর্থরূপ কিরণ প্রকাশ করিয়া) ; জগত্তমঃ জহার (জগতের অজ্ঞানান্ধকার হরণ করিয়াছেন) ; সঃ চৈতন্যোদয়াচলঃ অব্যাৎ (সেই শ্রীচৈতন্যরূপ উদয়-পর্বত রক্ষা করুন)।

অনুবাদ —যিনি 'আত্মারামাঃ' ইত্যাদি শ্লোকরূপ সূর্যের অর্থরূপ কিরণ প্রকাশ করে জগতের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হরণ করেছেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপ উদয়-পর্বত আমাদের রক্ষা করুন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনতি করিয়া॥ ২
পূর্বে শুনিয়াছি তুমি সার্বভৌমস্থানে।
এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে॥ ৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০) শ্লোকঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো

নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-

মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২২২)]

আশ্চর্য শুনিঞা মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ॥ ৪
প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্বভৌম বাতুল তাহা সত্য করি মানে॥ ৫
কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক স্মরণে।
তোমার সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে॥ ৬
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে[ক]।
তোমার সভার সঙ্গ-বলে যে কিছু প্রকাশে॥ ৭
একাদশ পদ[খ] এই শ্লোক সুনির্মল।
পৃথক নানা অর্থ পদে করে ঝলমল॥ ৮
আত্মা-শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব—এই সাত অর্থ প্রাপ্তি॥ ৯

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে

আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু।

প্রযত্নে চ ....॥ ৩

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ —দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি এবং প্রযত্ন—আত্মা শব্দের এই সাতটি অর্থ।

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিব গণন॥ ১০
মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক পৃথক অর্থ পাছে করাব মিলন॥ ১১
'মুনি' শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী।
তপস্বী, ব্রতী, যতি আর ঋষি, মুনি॥ ১২
'নির্গ্রন্থ' শব্দে কহে—অবিদ্যা গ্রন্থিহীন।
বিবিধ নিষেধ বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদি-বিহীন॥ ১৩
মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী, নির্গ্রন্থ[গ], আর যে নির্ধন॥ ১৪

[ক]নাহি ভাসে—প্রকাশ পায় না।

[খ]একাদশ পদ — আত্মারাম শ্লোকে মোট এগারোটি পদ আছে, প্রত্যেক পদেরই নানারকম অর্থ আছে, প্রত্যেক অর্থ সুস্পষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ—(১) আত্মারামাঃ (২) চ (৩) মুনয়ঃ (৪) নির্গ্রন্থাঃ (৫) অপি (৬) উরুক্রমে (৭) কুর্বন্তি (৮) অহৈতুকীং (৯) ভক্তিং (১০) ইত্থম্ভূতগুণং এবং (১১) হরিঃ—এই একাদশ পদ।

[গ]নির্গ্রন্থ—শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের পালন যারা করেন না। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় মূর্খ, নীচ, ধনসঞ্চয়ী, নির্ধন, ম্লেচ্ছ আদিকে নির্গ্রন্থ বলে।

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে

নির্ নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে
নির্ নির্মাণনিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে
বর্ণসংগ্রথনেঽপি চ॥ ৪

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—নিশ্চয়, নিষ্ক্রম, নির্মাণ এবং নিষেধ—এই সমস্ত অর্থে নির্ (নিঃ) শব্দের প্রয়োগ হয়। ধন, সন্দর্ভ ও বর্ণবিন্যাস বিশেষ—এই সমস্ত অর্থে গ্রন্থ শব্দের প্রয়োগ হয়।

'উরুক্রম' শব্দে কহে বড় যার ক্রম।
'ক্রম' শব্দে কহে পাদ-বিক্ষেপণ॥ ১৫
শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি, শক্ত্যে আক্রমণ।
চরণ চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন॥[ক] ১৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪০) শ্লোকঃ

বিষ্ণোর্নু বীর্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ সাম্যসদনাদুরু কম্পয়ানম্॥ ৫

অন্বয়—**যঃ কবিঃ** (যে নিপুণব্যক্তি) ; **পার্থিবানি রজাংসি অপি** (পৃথিবীর পরমাণুসমূহকে) ; **বিমমে** (বিশেষ রূপে গণনা করিয়াছেন) ; [তাদৃশঃ] (তাদৃশ) ; **কতমঃ নু** (কোনো ব্যক্তি কি) ; **বিষ্ণোঃ বীর্যগণনাং অর্হতি** (বিষ্ণুর বীর্য গণনায় সমর্থ হইতে পারে) ; **যঃ অস্খলতা** (যিনি বাধাহীন) ; **স্বরহসা** (স্বীয় বেগদ্বারা) ; **ত্রিপৃষ্ঠং চস্কম্ভ** (সত্যলোককে ধারণ করিয়াছিলেন) ; **যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাৎ** (যাহা হইতে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্যন্ত) ; **উরুকম্পয়ানম্** (অত্যধিকরূপে কম্পমান হইয়াছিল)।

অনুবাদ—নারদের প্রতি ব্রহ্মা বললেন—পণ্ডিতগণ যারা পৃথিবীর পরমাণুসমূহকেও গণনা করতে পারে—তারাও বিষ্ণুর গুণ-গণনা করতে পারে না। বিষ্ণুর বীর্য বা গুণ গণনা কে করতে পারে ? নিজের দুর্নিবার বেগে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি থেকে আরম্ভ করে সত্যলোক পর্যন্ত বিষ্ণু কাঁপিয়ে তুলেছিলেন এবং নিজের পাদবিক্ষেপ দ্বারাই আবার সেই কম্পমান সত্যলোককে ধারণ করেছিলেন।

বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য-শক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্যে পরব্যোম॥ ১৭
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটীতে সৃজন।
'উরুক্রম' শব্দের এই অর্থ নিরূপণ॥ ১৮

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং
ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ॥ ৬

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—শক্তি, পরিপাটি, চালন ও কম্প—এই সমস্ত অর্থে ক্রম শব্দের প্রয়োগ হয়।

'কুর্বন্তি' পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য কহয়॥[খ] ১৯

তথাহি—পাণিনিঃ (১।৩।৭২)

স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে॥ ৭

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—স্মরিত (যজাদি) ধাতু এবং ঞ-ইৎ (ঞিৎ) যার এইরূপ (কৃ-প্রভৃতি) ধাতু, আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ—এই উভয় পদেই ব্যবহৃত হয়। তত্তৎক্রিয়ার ফল যখন কর্তার নিজের ভোগ্য হয়, তখন তত্তৎ ধাতু, আত্মনেপদী হয় ; আর যখন ওই ক্রিয়ার ফল কর্তা ভিন্ন অন্য কারও জন্য অভিপ্রেত হয়, তখন তা পরস্মৈপদী হয়।

[ক] উরু শব্দের অর্থ বড়, বৃহৎ, বেশি ; আর ক্রম শব্দের অর্থ পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প, পরিপাটি, যুক্তি এবং শক্তিদ্বারা আক্রমণ। অর্থাৎ উরুক্রম শব্দের অর্থ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পাদবিক্ষেপে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনকে কম্পিত করেছিলেন।

[খ] কুর্বন্তি—একটি ক্রিয়াপদ ; এর অর্থ 'করেন'।

পরস্মৈপদ—পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ—এই দুইভাবে ধাতুরূপ সাধিত হয়। 'কৃ' ধাতুর উত্তরে পরস্মৈপদের 'অন্তি' প্রত্যয় যোগ করাতে 'কুর্বন্তি' পদ নিষ্পন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য— কৃ-ধাতু উভয়পদী, এর উত্তর আত্মনেপদী প্রত্যয় 'অন্তে' যুক্ত হলে 'কুর্বতে' হত। 'কুর্বন্তি' ও 'কুর্বতে' উভয় শব্দের অর্থই 'করেন'। কিন্তু উভয়ের তাৎপর্যের পার্থক্য আছে। এখানে 'কুর্বন্তি' পদ পরস্মৈপদীতে নিষ্পন্ন হয়েছে। কারণ ভক্তি করার ফল যে সুখ তা মুনিদের নিজেদের জন্য নয়, তা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই।

'হেতু' শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে[ক]।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি, মুখ্য এতিন প্রকারে॥ ২০
এক 'ভুক্তি' কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।
'সিদ্ধি অষ্টাদশ' 'মুক্তি' পঞ্চপরকার॥[খ] ২১
এই যাঁহা নাহি, তাঁহা ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী[গ]॥ ২২
'ভক্তি' শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার[ঘ]।
এক-সাধন, প্রেমভক্তি নব-প্রকার॥ ২৩
রতিলক্ষণা, প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাব —লক্ষণারূপা আর॥ ২৪
শান্ত ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্যন্ত।
দাস-ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত॥ ২৫
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত॥ ২৬
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব-সীমা।
'ভক্তি' শব্দের এই সব অর্থের মহিমা॥ ২৭
'ইত্থম্ভূতগুণঃ'[ঙ] শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
'ইত্থং' শব্দের ভিন্ন অর্থ 'গুণ' শব্দের আন॥ ২৮
'ইত্থম্ভূত' শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণ-প্রায় হয়॥ ২৯

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।১।২৬

তৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-
বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে
ব্রাহ্ম্যাণ্যপি জগদ্গুরো॥ ৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০১)]

সর্বাকর্ষক সর্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব বিস্মারণ॥ ৩০
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক-শক্তিগুণে কৃষ্ণ-কৃপা বান্ধে॥ ৩১
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত বিচার।
এই স্বভাব গুণে যাতে মাধুর্যের সার॥ ৩২
'গুণ' শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সচ্চিৎ রূপ গুণ সর্ব পূর্ণানন্দ॥ ৩৩
ঐশ্বর্য মাধুর্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মপর্যন্ত-বদান্যতা[চ]॥ ৩৪
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ॥ ৩৫
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে।
শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে॥ ৩৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-

[ক]বাঞ্ছান্তরে —শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির বাসনা ব্যতীত অন্য বাসনা।

[খ]সিদ্ধি —সিদ্ধি আঠারো প্রকার —অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিতা, বশিতা, কামাবশায়িতা, ক্ষুৎপিপাসাদি-রাহিত্য, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, মনোজব (মনের মতো দ্রুতগতিতে দেহকে চালনা করা), কামরূপতা, পরকায়প্রবেশ, ইচ্ছামৃত্যু, দেবক্রীড়াপ্রাপ্তি (অপ্সরাদের সঙ্গে দেবতাদের মতো ক্রীড়া করা যায়), সংকল্পানুরাগ-সিদ্ধি এবং অপ্রতিহতাজ্ঞা (আজ্ঞা বা গতি সকল সময়েই অপ্রতিহত থাকে)।

মুক্তি —মুক্তি পাঁচ প্রকার। সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য।

[গ] কৌতুকী—আনন্দময়।

[ঘ]দশবিধাকার —ভক্তি দশরকম ; সাধন-ভক্তি এক প্রকার, আর সাধ্য প্রেমভক্তি নয় প্রকার। রতি বা প্রেমাঙ্কুর জন্মানো পর্যন্ত যে ভজন—তার নাম সাধন-ভক্তি।

[ঙ]ইত্থম্ভূতগুণঃ —এইরূপ গুণ যাঁর তিনি ইত্থম্ভূত গুণসম্পন্ন।

[চ]আত্মপর্যন্ত বদান্যতা —প্রেমিক ভক্তের নিকট তিনি নিজেকে পর্যন্ত দান করেন।

কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৯

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৫২)]

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে
নবমশ্লোকঃ

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে
উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে
আখ্যানং যদধীতবান্॥ ১০

অন্বয়—**রাজর্ষে** (হে রাজর্ষে!) ; **নৈর্গুণ্যে** (নির্গুণব্রহ্মে) ; **পরিনিষ্ঠিতঃ অপি** (প্রাপ্তনিষ্ঠ হইয়াও) ; **উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া** (উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায়) ; **গৃহীতচেতাঃ** (আকৃষ্টচিত্ত হইয়া) ; [**অহং**] (আমি) ; **যৎ আখ্যানং অধীতবান্** (যে আখ্যান—শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছি)।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নির্গুণ ব্রহ্মে আমার নিষ্ঠা ছিল। কিন্তু উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণে আমার মন আকৃষ্ট হওয়ায়, আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক আখ্যান অধ্যয়ন করেছি।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১২।৬৮) শ্লোকঃ

স্বসুখ-নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥ ১১

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৫২)]

শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপীগণের মন।
রূপ গুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ॥ ৩৭

তথাহি—তত্রৈব ১০ম স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে
ঊনচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ১২

অন্বয়—**তব** (তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) ; **কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং** (কুণ্ডলের শোভাবর্ধক গণ্ডস্থলযুক্ত ও অধরে সুধাযুক্ত) ; **হসিতাবলোকং** (সহাস্যকটাক্ষযুক্ত) ; **অলকাবৃতমুখং বীক্ষ্য** (চূর্ণ কুণ্ডল দ্বারা আবৃত বদন দর্শন করিয়া) ; **চ দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং** (এবং অভয়দায়ক বাহুদণ্ডযুগল) ; **চ শ্রিয়া** (এবং শোভাসম্পদে) ; **একরমণং বক্ষঃ** (অপূর্ব সৌন্দর্যযুক্ত বক্ষঃস্থল) ; **বিলোক্য** (দর্শন করিয়া) ; **দাস্যঃ ভবাম** (আমরা তোমার দাসী হইয়াছি)।

অনুবাদ—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—তোমার কর্ণে কুণ্ডল, তার ছটায় উজ্জ্বল তোমার গণ্ডস্থল ; তোমার সুধাময় অধর, সহাস্যকটাক্ষযুক্ত ছোট ছোট কুঞ্চিত কুন্তল দ্বারা আবৃত বদন দর্শন করে এবং তোমার অভয়দায়ক বাহুদণ্ডযুগল ও শোভাসম্পদে অপূর্ব সৌন্দর্যযুক্ত বক্ষঃস্থল দর্শন করে আমরা তোমার দাসী হয়েছি।

তথাহি—তত্রৈব (১০।৫২।৩৭)

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ ১৩

অন্বয়—**ভুবনসুন্দর** (হে ভুবনসুন্দর!) ; **অচ্যুত** (হে অচ্যুত!) ; **অঙ্গ** (হে অঙ্গ!) ; **শৃণ্বতাং কর্ণবিবরৈঃ** (শ্রোতাদের কর্ণবিবর দ্বারা) ; **নির্বিশ্য** (প্রবেশ করিয়া) ; **তাপ হরতঃ** (তাপ হরণকারী) ; **তে গুণান্** (তোমার গুণাবলী) ; **দৃশিমতাং** (চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের) ; **দৃশাং অখিলার্থলাভং** (চক্ষুর অখিল অর্থপ্রদ) ; **রূপং শ্রুত্বা** (রূপের কথা শ্রবণ করিয়া) ; **মে চিত্তং** (আমার চিত্ত) ; **অপত্রপং** (লজ্জা ত্যাগ করিয়া) ; **ত্বয়ি আবিশতি** (তোমাতে আসক্ত হইতেছে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে রুক্মিণী দেবী

বললেন—হে অচ্যুত, হে অঙ্গ, হে ভুবনসুন্দর। যারা তোমার গুণের কথা শোনে, সে কথা তাদের কানের ভিতর দিয়ে মর্মস্থলে প্রবেশ করে ভুলিয়ে দেয় সব দুঃখতাপ। যারা দৃষ্টিমান, তোমাকে দেখে তাদের চোখ সার্থক এবং তারা সবকিছুই লাভ করে; এহেন তোমার গুণের ও রূপের কথা শুনে আমার চিত্ত লজ্জা ত্যাগ করে তোমাতে আসক্ত হয়েছে।

বংশীগীতে রূপে হরে লক্ষ্যাদির মন।
যোগ্যভাবে জগতে যত যুবতীর গণ॥ ৩৮

তত্রৈব ১০।১৬ অং ৩৬ শ্লোকে নাগপত্নীবাক্যম্

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাঽচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ১৪

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪৫)]

তথাহি—(১০।২৯।৪০)

কা স্ত্র্যঙ্গ! তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতাঽঽর্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ১৫

অন্বয়—অঙ্গ (হে অঙ্গ, হে কৃষ্ণ!); **ত্রিলোক্যাং কা স্ত্রী তে** (ত্রিলোকে কোন্ রমণী তোমার); **কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতা** (মধুর ও অস্ফুট অমৃততুল্য বেণুগীতে বিমোহিত হইয়া); **চ ত্রৈলোক্যসৌভগং** (এবং ত্রিলোকের সৌভাগ্য-বর্ধনকারী); **ইদং রূপং নিরীক্ষ্য** (তোমার এই রূপ দর্শন করিয়া); **আর্যচরিতাং ন চলেৎ** (কুলধর্ম হইতে বিচলিত না হয়?); **যৎ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ** (যাহা গো-পক্ষী বৃক্ষ ও বন্যপশুগণ); **পুলকানি অবিভ্রন্** (পুলক ধারণ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ—গোপীগণ বললেন—হে কৃষ্ণ! ত্রিভুবনে কে এমন রমণী আছে যে তোমার মধুর ও অস্ফুট অমৃততুল্য বাঁশীর সুর শুনে এবং ত্রিলোকের সৌভাগ্যবর্ধনকারী তোমার এই রূপ দেখে আত্মহারা হয়ে কুলধর্ম থেকে বিচলিত না হয়? রমণীদের কথা দূরে থাকুক, তোমার এই বাঁশীর সুর শুনে এবং তোমার এই রূপ দেখে গাভী, তরুলতা ও পশুপাখি পর্যন্ত পুলকিত হয়ে ওঠে।

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য সখ্যাদি ভাবে পুরুষাদিগণ॥ ৩৯
পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ॥ ৪০

তথাহি—(১০।২৯।৪০) পরার্ধম্

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং।
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ১৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৫৯)]

'হরি' শব্দের নানার্থ, দুই মুখ্যতম।
সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥ ৪১
যৈছে তৈছে যোই-কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ[ক] তারে করে সংহরণ॥ ৪২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।১৯) শ্লোকঃ

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ
করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তি-
রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ১৭

অন্বয়—উদ্ধব (হে উদ্ধব!); **সুসমৃদ্ধার্চি অগ্নিঃ যথা** (প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন); **এধাংসি ভস্মসাৎ করোতি** (কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে); **তথা মদ্বিষয়া ভক্তিঃ** (সেইরূপ আমাবিষয়ক ভক্তি); **কৃৎস্নশঃ** (সম্পূর্ণরূপে); **এনাংসি** (পাপরাশিকে); [**ভস্মসাৎ করোতি**] (ভস্মীভূত করে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! জ্বলন্ত আগুনের শিখা যেমন কাঠগুলিকে ভস্ম করে ফেলে, তেমনি আমাবিষয়ক ভক্তি সমস্ত পাপরাশিকেও সম্পূর্ণ ভস্ম করে।

[ক] চারিবিধ পাপ—পাতক, উপপাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক—এই চারিবিধ পাতক।

তবে করে ভক্তি বাধক কর্ম অবিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ॥ ৪৩
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ॥ ৪৪
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, গুণে হরে সভার মন।
'হরি' শব্দের এই মুখ্যার্থ করিল লক্ষণ॥ ৪৫
'চ অপি' দুই শব্দ হয়ত অব্যয়।
যেই অর্থে লাগাইয়ে, সেই অর্থ কহয়॥ ৪৬
তথাপি 'চ'কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।
'অপি' শব্দের মুখ্য অর্থ সপ্ত বিখ্যাত॥ ৪৭

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশেঃ—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে॥ ১৮

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—একতরের প্রাধান্যে, একত্রীকরণে, পরস্পরার্থে, সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে, শ্লোকের পাদপূরণে এবং নিশ্চয়ার্থে 'চ' শব্দের প্রয়োগ হয়।

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে

অপি সম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ॥ ১৯

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সমুচ্চয়, যুক্ত পদার্থ এবং কামাচার-ক্রিয়া—এই সাত অর্থে 'অপি' শব্দের প্রয়োগ হয়।

এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ কহি যাহাঁ যে লাগয়॥ ৪৮
'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব-বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য করি নাহি যার সম॥ ৪৯

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৫৭) শ্লোকঃ

বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥ ২০

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বৃহৎ-করণশক্তি প্রযুক্ত, সেই তত্ত্ববস্তুকে পরম ব্রহ্ম বলা হয়।

সেই 'ব্রহ্ম' শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান।
যাহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন॥ ৫০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।১১ শ্লোকঃ

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২১

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪)]

সেই অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তিনকালে সত্য সেই শাস্ত্র পরমাণ॥ ৫১

তথাহি—তত্রৈব (২।৯।৩২) শ্লোকঃ

অহমেবাসমেবাগ্রে
নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ
যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ২২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৩)]

'আত্মা' শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব-স্বরূপ।
সর্বব্যাপক সর্বসাক্ষী পরম স্বরূপ॥ ৫২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫) শ্লোকঃ

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ॥ ২৩

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—যিনি সবকিছুর মধ্যেই আতত (ব্যাপ্ত) আছেন এবং যিনি সবকিছুরই মাতা, সেই শ্রীহরিকেই পরমাত্মা বলা হয়।

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন[ক]**।**
জ্ঞান যোগ ভক্তি—তিনের পৃথক্ লক্ষণ॥ ৫৩
তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবত্ত্বে প্রকাশে॥ ৫৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১) শ্লোকঃ

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২৪

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪

[ক]ত্রিবিধ সাধন—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি।

শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪)]

'ব্রহ্ম আত্মা' শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়ি-বৃত্ত্যে[ক] নির্বিশেষ অন্তর্যামী কয়॥ ৫৫
জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্যামী স্বরূপেতে ভাসে॥ ৫৬
রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুই রূপ।
স্বয়ং ভগবত্ত্বে, ভগবত্ত্বে—প্রকাশ দ্বিরূপ॥ ৫৭
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়॥ ৫৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২১) শ্লোকঃ

নায়ং সুখাপো ভগবান্
দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং
যথা ভক্তিমতামিহ॥ ২৫

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৫৩)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।২৫) শ্লোকঃ

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥ ২৬

অন্বয় — **অনিমিষাং ঋষভানুবৃত্ত্যা** (দেবগণের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান, তাঁহার অনুবৃত্তি দ্বারা) ; **দূরে যমাঃ** (যম যাহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছেন) ; **হি নঃ উপরি** (যাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) ; **স্পৃহণীয়শীলাঃ** (যাঁহাদের গুণাবলী অন্যের স্পৃহণীয়) ; **মিথঃ ভর্তুঃ সুযশসঃ** (পরস্পর শ্রীকৃষ্ণের সুকীর্তির) ; **কথনানুরাগ বৈক্লব্য-বাষ্পকলয়া** (কীর্তনে অনুরাগ বিবশতায় যাঁহাদের নয়নে অশ্রু) ; **চ পুলকীকৃতাঙ্গাঃ** (এবং যাঁহাদের অঙ্গে পুলক, তাঁহারা) ; **যৎ ব্রজন্তি** (বৈকুণ্ঠে গমন করেন)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা দেবগণকে বললেন—দেবতাদের প্রধান বা অধীশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে যাঁরা যমকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, ভক্তিপ্রভাবে যাঁরা আমাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, যাঁদের কারুণ্যাদিগুণ আমাদেরও বাঞ্ছনীয় এবং যাঁরা কৃষ্ণের গুণকীর্তন করতে করতে পরস্পর অনুরাগ ভরে বিবশ হয়ে অশ্রুসজল হয়ে পড়েন এবং যাঁদের দেহ হয় রোমাঞ্চিত, তাঁরাই বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন।

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্বকাম আর॥ ৫৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৩।১০ শ্লোকঃ

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ২৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৪)]

'বুদ্ধিমানের' অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ৬০
ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥ ৬১
অজাগলস্তনন্যায়[খ] অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥ ৬২

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকঃ

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ২৮

অন্বয় —**অর্জুন** (হে অর্জুন !) ; **ভরতর্ষভ** (হে ভরতকুলতিলক !) ; **আর্তঃ** (বিপদগ্রস্ত, রোগাদি-ক্লিষ্ট) ; **জিজ্ঞাসুঃ** (তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছুক) ; **অর্থার্থী** (ধনাদি প্রার্থী) ; **জ্ঞানী চ** (এবং জ্ঞানী) ; **চতুর্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ** (চারিশ্রেণীর পুণ্যবান লোক) ; **মাং ভজন্তে** (আমাকে ভজনা করে)।

অনুবাদ —হে ভরতকুলতিলক অর্জুন ! আর্ত

[ক]রূঢ়িবৃত্তি —ব্রহ্ম শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থ হল বৃহদ্বস্তু ; ধাতু ও প্রত্যয় থেকে নির্বিশেষ অর্থ আসে না। সুতরাং ব্রহ্ম বলতে যদি নির্বিশেষ বুঝায়, তবে তা ব্রহ্ম-শব্দের রূঢ়ি অর্থ। তেমনি আত্মা-শব্দের যে অন্তর্যামী অর্থ, তাও রূঢ়ি অর্থ।

[খ]অজাগলস্তনন্যায়—ছাগীর গলস্থিত স্তনে যেমন দুগ্ধ পাওয়া যায় না, তেমনি অন্য সাধন অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম-যোগাদি সাধনেও অভীষ্ট কামনা পূর্ণ হয় না।

(বিপদগ্রস্ত, রোগাদিক্লিষ্ট), জিজ্ঞাসু (তত্ত্বজ্ঞানলাভে ইচ্ছুক), অর্থার্থী (ধনাদি প্রার্থী) এবং জ্ঞানী —এই চারপ্রকার পুণ্যবান লোকসকল আমার ভজনা করেন।

'আর্ত', 'অর্থার্থী' দুই সকাম ভিতরে গণি।
'জিজ্ঞাসু', 'জ্ঞানী' দুই মোক্ষকামী মানি॥ ৬৩
এই চারি সুকৃতী হয়ে মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎকামাদি ছাড়ি[ক] মাগে শুদ্ধ ভক্তিদান॥ ৬৪
সাধুসঙ্গ কৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥ ৬৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১০।১১) শ্লোকঃ

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো
হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্যমানং যশো যস্য
সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥ ২৯

অন্বয়—সৎসঙ্গাৎ (সাধুসঙ্গের প্রভাবে) ; **মুক্তদুঃসঙ্গঃ** (কৃষ্ণঃ ও কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্যকামনারূপ দুঃসঙ্গ যিনি ত্যাগ করেছেন ; সেইরূপ) ; **বুধঃ** (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) ; **কীর্ত্যমানং** (সাধুগণকর্তৃক কীর্তিত) ; রোচনং **যস্য যশঃ** (রুচিকর যে ভগবানের গুণাবলী) ; **সকৃৎ আকর্ণ্য** (একবার শ্রবণ করিয়া) ; **হাতুং ন উৎসহতে** (সেই সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না)।

অনুবাদ—সৎসঙ্গ প্রভাবে যিনি দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেছেন, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সাধুব্যক্তিদের দ্বারা কীর্তিত রুচিকর ভগবানের যশঃগান একবার শুনলে আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করতে পারেন না।

'দুঃসঙ্গ' কহি—কৈতব[খ] আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনু অন্য কামনা॥ ৬৬

তথাহি—তত্রৈব প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ৩০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২০)]

'প্র' শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান॥ ৬৭
সকামভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান[গ]॥ ৬৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৭) শ্লোকঃ

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎপুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ৩১

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৫)]

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণকৃপা ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায় করে কৃষ্ণভাব॥ ৬৯
আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণ-গুণাস্বাদের এই হেতু জানিব॥ ৭০
শ্লোক-ব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাস।
এবে শ্লোকের করি মূলার্থ প্রকাশ॥ ৭১
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার।
কেবল-ব্রহ্ম-উপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর॥ ৭২
কেবল-ব্রহ্ম-উপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্তব্রহ্মলয়॥[ঘ] ৭৩

[ক]তত্তৎকামাদি ছাড়ি —নিজ নিজ কামনা ত্যাগ করে।

[খ]কৈতব—কপটতা।

[গ]ইচ্ছার পিধান—কামনার আবরণ দূরীকরণ।

[ঘ]যে জীব ব্রহ্মে লীন হয়েছেন, তিনি প্রাপ্তব্রহ্মলয়। যিনি ব্রহ্মে লীন হননি, যথাবস্থিত দেহেই আছেন, অথচ যাঁর সর্বত্রই ব্রহ্ম-স্ফূর্তি হয়, তিনি ব্রহ্মময় ; আর শ্রীমদ্ভাগবতের কবি-হবি-আদি নব যোগীন্দ্রাদির মতো মুক্ত হয়েও যিনি সাধকের মতো আচরণ করেন, তিনি সাধক।

ভক্তি বিনু কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয়॥ ৭৪
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্যদেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥ ৭৫
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্মল ভজন[ক]॥ ৭৬

তথাহি—ভাবার্থদীপিকায়াং শাঙ্করভাষ্যম্

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা।
ভগবন্তং ভজন্তে। ইতি॥ ৩২

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষেরাও পূর্বে অনুষ্ঠিত ভক্তির কৃপায় ভক্তদেহ লাভ করে ভগবানের ভজন করে থাকেন।

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি হয় ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ৭৭
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্মল ভজন॥ ৭৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩) শ্লোকঃ

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৩৩

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৫২)]

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি শ্রবণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন॥ ৭৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১১) শ্লোকঃ

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥ ৩৪

অন্বয়—**নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ** (সর্বদা বৈষ্ণবের প্রীতিভাজন) ; **ভগবান বাদরায়ণিঃ** (ভগবান শ্রীশুকদেবগোস্বামী) ; **হরেঃ গুণাক্ষিপ্তমতিঃ** (শ্রীহরির গুণশ্রবণে আক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া) ; **মহদাখ্যাং** (শ্রীমদ্ভাগবত নামক বিস্তীর্ণ আখ্যান) ; **অধ্যগাৎ** (অধ্যয়ন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—সর্বদা বৈষ্ণবের প্রীতিভাজন ভগবান শ্রীশুকদেবগোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণের গুণশ্রবণে আকৃষ্ট হয়ে এই বিরাট আখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন।

নব যোগীশ্বর জন্ম হইতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি শিব নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥[খ] ৮০
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ॥ ৮১

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।৭)

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ॥ ৩৫

অন্বয়—**শ্রুতিজ্ঞা** (বেদজ্ঞা) ; **নবযোগীন্দ্রাঃ অপি** (নবযোগীন্দ্রও) ; **কমলভুবঃ অক্লেশাং** (ব্রহ্মার ক্লেশবর্জিত) ; **গোষ্ঠীং প্রবিশ্য** (সভায় প্রবেশ করিয়া) ; **শ্রুতিশিরসাং** (উপনিষদসমূহের) ; **শ্রুতিং কুর্বন্তঃ** (শ্রবণ করিয়া) ; **পুলকভৃতঃ** (পুলকিত অঙ্গ হইয়া) ; **যদুপুরসঙ্গমায়** (মথুরাগমনের নিমিত্ত) ; **উত্তুঙ্গং রঙ্গং অবাপুঃ** (অত্যন্ত কৌতূহল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)।

অনুবাদ—ব্রহ্মার সভা সবরকম ক্লেশবর্জিত। বেদজ্ঞ নবযোগীন্দ্র সেই সভায় প্রবেশ করে উপনিষদের কথা শুনতে শুনতে পুলকিত হয়ে উঠলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে দেখার উদ্দেশ্যে মথুরা যাওয়ার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলী (উৎকণ্ঠিত) হয়েছিলেন।

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর॥ ৮২

[ক]নির্মল ভজন—অন্যাভিলাষশূন্য ভজন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভজন।

[খ]নব যোগীশ্বর — কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন।
বিধি—ব্রহ্মা।

মুমুক্ষু জগতে অনেক সাংসারিক জন।
মুক্তি লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন॥ ৮৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।২৬) শ্লোকঃ

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ ৩৬

অন্বয়—মুমুক্ষবঃ (মুক্তিকামিগণ) ; ঘোররূপান (ঘোরস্বভাব ভৈরবাদিকে) ; অথ ভূতপতীন্ (এবং পিতৃগণ, ভূতগণ এবং প্রজাপতি প্রমুখকে) ; হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) ; অনসূয়বঃ (অসূয়াশূন্য হইয়া) ; শান্তাঃ নারায়ণকলাঃ (শান্তস্বভাব নারায়ণমূর্তিকে) ; হি ভজন্তি (ভজন করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—মুক্তিকামিগণ ভয়ংকরমূর্তি ভৈরবাদিকে এবং পিতৃগণ, ভূতগণ ও প্রজাপতি প্রমুখকে পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ অন্য দেবতাদির ভজন না করে) শান্তস্বভাব নারায়ণমূর্তিকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজন করেন ; (কারণ, অন্যদেবতার ভজনে মোক্ষলাভ হতে পারে না)।

সেই সভের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায়, মুমুক্ষা ছাড়ায়॥ ৮৪

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।২।৬)

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা॥ ৩৭

অন্বয়—অহো (কী আশ্চর্য) ; মহাত্মন (হে মহাত্মন !) ; এষঃ ভবঃ (এই সংসার) ; বহুদোষদুষ্টঃ অপি (বহু দোষে দুষ্ট হইলেও) ; সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন (সৎসঙ্গনামক সুখজনক) ; একেন গুণেন ভাতি (একটি গুণদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে) ; যেন অদ্য (যে গুণের দ্বারা আজ) ; নঃ মুমুক্ষা কৃশা কৃতা (আমাদের মুক্তিবাসনা ক্ষীণা হইয়াছে)।

অনুবাদ—হে মহাত্মন ! কি আশ্চর্য ! এই সংসার বহু দোষে দুষ্ট হলেও একটিমাত্র সুখময় গুণের দ্বারা শোভা পাচ্ছে। সেই গুণটি হল —সৎসঙ্গ ; যা পেয়ে আজ আমাদের মুক্তিবাসনাও কমে গিয়েছে।

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন॥ ৮৫
কৃষ্ণের দর্শনে কারও কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া, গুণে ভজে তাঁর পায়॥ ৮৬

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।১৩)

অস্মিন্ সুখঘনমূর্তৌ পরমাত্মনি
বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো
বত চিরং কালঃ॥ ৩৮

অন্বয় —অস্মিন সুখঘনমূর্তৌ (এই আনন্দঘন-মূর্তি) ; পরমাত্মনি (পরমাত্মা) ; বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি (দ্বারকায় প্রকাশ পাইতেছেন, এই অবস্থায়) ; আত্মারামতয়া (আত্মারামত্বের অভিমানে) ; বত (হায় !) ; মে চিরংকালঃ বৃথা গতঃ (আমার চিরকাল বৃথা অতিবাহিত হইল)।

অনুবাদ—এই আনন্দঘন-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রকাশিত রয়েছেন ; হায় ! 'আত্মারাম' এই অভিমানে আমার চিরকাল বৃথা অতিবাহিত হল।

জীবন্মুক্ত অনেক, সেই দুই ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি॥ ৮৭
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্ট কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে আধা মজে॥ ৮৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২) শ্লোকঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুস্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ৩৯

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৪)]

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অং ৫৪ শ্লোকঃ

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৪০

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৩৭)]

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।২০)

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ৪১

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দশম পরিচ্ছেদের ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৮০)]

ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায়॥ ৮৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে উত্তরার্ধ (২।১০।৬) শ্লোকঃ

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ ৪২

অন্বয়—অন্যথারূপং (মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহ-স্বরূপ) ; **হিত্বা** (ত্যাগ করিয়া) ; **স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি** (স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি) ; **মুক্তিঃ** (মুক্তি বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ—মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহে কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করে নিজস্বরূপে জীবের যে অবস্থিতি, তাকে মুক্তি বলে।

কৃষ্ণ-বহির্মুখ-দোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ-ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্ত হয়॥ ৯০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭) শ্লোকঃ

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ অভিজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ৪৩

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৮৯)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৭।১৪) শ্লোকঃ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৪৪

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪) শ্লোকঃ

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ৪৫

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৩)]

তথাহি—তত্রৈব ২ অং ৩২ শ্লোকঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ৪৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১০শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৪)]

তথাহি—তত্রৈব ১১।৫।২ শ্লোকঃ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ ৪৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা)]

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলেহো অবশ্য কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ৯১

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাব-ব্যাখ্যায়াং ধৃতা শ্রুতিঃ
(নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬১) শঙ্করভাষ্যে

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং।
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ৪৮

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৬৩)]

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক পৃথক 'চ'কার ইহঁ অপির অর্থ কয়॥[ক] **৯২**
'আত্মারামাশ্চঅপি' করেকৃষ্ণেঅহৈতুকীভক্তি।

[ক]আত্মারাম — সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্তব্রহ্মলয়, মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ—এই ছয় আত্মারাম।

'চ'কার — 'আত্মারামাশ্চ' এই শব্দের অন্তর্গত 'চ' শব্দের অর্থ হবে— 'অপি'-'ও' বা 'পর্যন্ত'। আত্মারামাশ্চ— আত্মারামগণও বা আত্মারামগণ পর্যন্ত। আত্মারাম শব্দের প্রত্যেক অর্থের সঙ্গে এই অপি অর্থবাচক 'চ' শব্দের পৃথক পৃথক যোগ করতে হবে।

'মুনয়ঃসন্তঃ' ইতি কৃষ্ণ-মননে আসক্তি॥[ক] ৯৩
'নির্গ্রন্থা' অবিদ্যাহীন, কেহো বিধি বিধিহীন।
যাহাঁ যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন॥ ৯৪
'চ' শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ॥ ৯৫
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' করি বার ছয়।
পঞ্চ 'আত্মারাম' ছয়-চকারে লুপ্ত হয়॥ ৯৬
এক 'আত্মারাম-শব্দ' অবশেষে রহে।
এক 'আত্মারাম-শব্দে' ছয় জনে কহে॥ ৯৭

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশেঃ—

'সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ'
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ
রামা ইতিবৎ॥ ৪৯

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—এক শেষ সমাসে, একই বিভক্তিতে একই রূপবিশিষ্ট বহু শব্দ থাকলে, তাদের মধ্যে একটিমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে, অন্য শব্দগুলির প্রয়োগ হয় না। যেমন, রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ এই তিনটি রাম শব্দের স্থলে দুটি লোপ পেয়ে কেবল একটি রাম শব্দ অবশিষ্ট থাকে। সমাসসিদ্ধ পদটি হবে 'রামাঃ'।

তবে যে চ-কার সেই 'সমুচ্চয়' কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণকে ভজয়॥ ৯৮
'নির্গ্রন্থা অপি' এই 'অপি' সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে॥ ৯৯
অন্তর্যামী-উপাসক 'আত্মারাম' কয়।
সেই আত্মারাম যোগী দুই-বিধ হয়॥ ১০০
সগর্ভ, নির্গর্ভ, এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ॥[খ] ১০১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।৮) শ্লোকঃ

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ ৫০

অন্বয়—কেচিৎ (কেহ কেহ) ; স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে (নিজের দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াবকাশে) ; বসন্তং চতুর্ভুজং (অবস্থিত চতুর্ভুজ) ; কঞ্জ রথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং (পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধারী); প্রাদেশমাত্রং (তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার পরিমিত) ; পুরুষং (পুরুষকে) ; ধারণয়া স্মরন্তি (ধারণায় চিন্তা করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ— কেউ কেউ দেহের মধ্যে হৃদয়ের অবকাশে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী আধ হাত পরিমিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে ধারণায় চিন্তা করে থাকেন।

তথাহি—তত্রৈব (৩।২৮।১৪) শ্লোকঃ

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমান-
স্তচ্চাপিচিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে॥ ৫১

অন্বয়—এবং ভগবতি হরৌ (এইরূপে ভগবান হরিতে) ; প্রতিলব্ধভাবঃ (যোগ মিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা লব্ধপ্রেম) ; ভক্ত্যা (শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিঅঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রভাবে) ; দ্রবদ্ধৃদয়ঃ (দ্রবীভূত হৃদয়) ; প্রমোদাৎ (আনন্দবশত) ; উৎপুলকঃ (পুলকিত-অঙ্গ) ; ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া (উৎকণ্ঠাময় অশ্রুরাশিতে) ; মুহুঃ অর্দ্যমানঃ (বারংবার আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জমান) ; তৎ চ চিত্ত বড়িশম্ অপি (সেই

[ক] আত্মারামাশ্চ অপি — আত্মারামগণও ; আত্মারাম হয়েও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

মুনয়ঃ সন্তঃ — মুনি (মননশীল) হয়ে ; কৃষ্ণমননে আসক্তিযুক্ত হয়ে।

[খ] যোগমার্গে পরমাত্মার উপাসকগণ দু-প্রকার—সগর্ভ ও নির্গর্ভ। যাঁরা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ পরমাত্মা-পুরুষকে নিজেদের হৃদয়মধ্যে ধারণ করে মনঃসংযোগ করেন, তাঁদের সগর্ভযোগী বলে।

আর যাঁরা পরমাত্মাকে নিজেদের হৃদয়ে মধ্যে চিন্তা করেন না, ক্ষীরোদসমুদ্রে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ পরমাত্মা পুরুষকে চিন্তা করে মনঃসংযোগ করেন, তাঁদের নির্গর্ভযোগী বলে।

চিত্তরূপ বড়িশকেও) ; **শনকৈঃ বিযুঙ্‌ক্তে** (ক্রমে ক্রমে বিযুক্ত করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে যিনি অনুরক্ত হয়েছেন, যোগ-মিশ্রা ভক্তি অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রেম লাভ করেছেন, শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তি-অনুষ্ঠানের প্রভাবে যাঁর হৃদয় বিগলিত হয়েছে, যিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণকে পাবার আশায় উৎকণ্ঠায় যিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে আনন্দ-সমুদ্রে ডুবে রয়েছেন—তাঁর মনও ধ্যানের বিষয় থেকে ক্রমে ক্রমে সরে যায়।

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
দোঁহে এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার।।[ক] **১০২**

তথাহি—শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং (৬।৩)

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।। ৫২

অন্বয়—**যোগং** (যোগপদবীতে) ; **আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ** (আরোহণ করিতে ইচ্ছুক যোগীর) ; **কর্ম কারণং উচ্যতে** (কর্মই আরোহণের কারণ বলিয়া কথিত হয়) ; **যোগারূঢ়স্য তস্য** (যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে) ; **শমঃ এব** (কর্মবিরতিই) ; **কারণং উচ্যতে** (কারণ বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ—যিনি যোগী হতে চান, তাঁর পক্ষে কর্মই ওই আরোহণের কারণ (যেহেতু, কর্মদ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হয়)। আর যোগারূঢ় ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি যোগী হয়েছেন, তিনি সমস্ত কর্ম থেকে বিরত হবেন।

তথাহি—তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।। ৫৩

অন্বয়—**যদাহি [জনঃ]** (যখন লোক) ; **সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী সন্** (সর্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া) ; **ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু** (না ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে) ; **ন কর্মসু** (এবং না কর্মে) ; **অনুষজ্জতে** (আসক্ত হন) ; **তদা [সঃ]** (তখন তিনি) ; **যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে** (যোগারূঢ় কথিত হন)।

অনুবাদ—যখন কোনো লোক সর্ববাসনা পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তুতে কিংবা কোনো কর্মে আসক্ত হন না, তখন তাকে যোগারূঢ় বলে।

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞা।। ১০৩
'চ' শব্দে 'অপি' অর্থ ইঁহাও কহয়।
'মুনি', 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের পূর্ববৎ অর্থ হয়।। ১০৪
'উরুক্রমে' 'অহৈতুকী' কাঁহা কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ।। ১০৫
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
'শান্তভক্ত' করি তবে কহি তার নাম।। ১০৬
'আত্মা' শব্দে 'মন' কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।। ১০৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৮) শ্লোকঃ

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে।। ৫৪

অন্বয়—**ঋষিবর্ত্মসু** (ঋষিসম্প্রদায়ের মধ্যে) ; **যে কূর্পদৃশঃ** (যাঁহারা স্থূলদৃষ্টি, তাঁহারা) ; **উদরং উপাসতে** (মণিপুরস্থ ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকেন) ; **আরুণয়ঃ** (অরুণের পুত্র আরুণি ঋষিগণ) ; **পরিসরপদ্ধতিং** (দেহ মধ্যস্থিত নাড়ীসমূহ যে স্থান দিয়া বিভিন্নদিকে প্রসারিত হইয়াছে, সেই) ; **হৃদয়ং দহরং** (হৃদয়স্থিত জ্ঞানশক্তিদায়ক জীবান্তর্যামীর) ; **[উপাসতে]** (উপাসনা করেন) ; **অনন্ত** (হে অনন্ত !) ; **ততঃ** (সেই হৃদয় হইতে) ; **তব ধাম** (তোমার উপলব্ধিস্থান) ; **পরমং শিরঃ** (শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মরন্ধ্রের প্রতি) ; **উদগাৎ** (উদগত হইয়াছে) ; **যৎ সমেত্য** (যে ধামকে বা সুষুম্না নাড়ীকে প্রাপ্ত হইলে) ; **পুনঃ ইহ কৃতান্তমুখে ন পতন্তি** (পুনরায় এই সংসারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না)।

অনুবাদ—ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন

[ক] **যোগারুরুক্ষু**—যোগারোহণে ইচ্ছুক।

যোগারূঢ়—যিনি পরমাত্মাতে মনকে নিবিষ্ট করতে পারেন, তাঁকে যোগারূঢ় বলে।

প্রাপ্তসিদ্ধি—যিনি অণিমাদি সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁকে প্রাপ্তসিদ্ধি যোগী বলে।

যাঁরা, তাঁরা মণিপুরস্থ ব্রহ্মের ধ্যান করে থাকেন। অরুণের পুত্র আরুণি ঋষিগণ দেহমধ্যস্থ নাড়ীসমূহ যে স্থান দিয়ে বিভিন্ন দিকে গিয়েছে, সেই হৃদয়ে অবস্থিত জ্ঞানশক্তিদায়ক ব্রহ্মের উপাসনা করেন। হে অনন্ত! সেই হৃদয় থেকেই জ্যোতির্ময় সুষুম্নানাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছেছে—যেখানে তোমার পরমধাম। সেখানে যে একবার এসে পৌঁছেছে—তাকে আর এই সংসারে মৃত্যুমুখে পড়তে হয় না।

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হঞা॥ ১০৮
আত্মা শব্দে 'যত্ন' কহে যত্ন করিয়া।
'মুনয়োঽপি'[ক] কৃষ্ণ ভজে গুণাকৃষ্ট হঞা॥ ১০৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১৮) শ্লোকঃ

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা॥ ৫৫

অন্বয়—**উপর্যধঃ** (উর্ধ্বে ব্রহ্মলোক এবং নিম্নে স্থাবর-যোনি পর্যন্ত) ; **ভ্রমতাং যৎ ন লভ্যতে** (ভ্রমণকারী জীবগণের যাহা লাভ হয় না) ; **কোবিদঃ** (বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ) ; **তস্য এব হেতোঃ প্রযতেত** (তাহারই জন্য যত্ন করিবেন) ; **তৎসুখং** (সেই বিষয়সুখ) ; **গভীররংহসা কালেন** (মহাবেগসম্পন্ন কালের প্রভাবে) ; **দুঃখবৎ অন্যতঃ** (দুঃখের ন্যায় অন্য হইতে) ; **সর্বত্র লভ্যতে** (সর্বত্র লাভ হয়)।

অনুবাদ—উর্ধ্বে ব্রহ্মলোক এবং নীচে স্থাবর-যোনি পর্যন্ত ভ্রমণ করেও জীবগণ যা লাভ করতে পারে না, সেই ভক্তিসুখ লাভের জন্য যত্ন করাই বুদ্ধিমান লোকের কর্তব্য। মহাবেগে কালের চাকা ঘুরছে, কালবশে কর্মফলে দুঃখ যেমন পাওয়া যায় তেমনি সুখও পাওয়া যায়। (সুতরাং ঐহিক সুখের জন্য যত্নবান হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই)।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৪৭)

সদ্ধর্মস্যাববোধায়
যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্বার্থঃ
সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥ ৫৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৮৮)]

'চ' শব্দ 'অপি' অর্থে, 'অপি' অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা[খ] ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥ ১১০

তথাহি—পূর্ববিভাগীয় (১।২।২২) শ্লোকঃ

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণাচাশ্বদেয়েতিদ্বিধা সা স্যাৎসুদুর্লভা॥ ৫৭

অন্বয়—**অনাসঙ্গৈঃ** (আসক্তিশূন্য) ; **সাধনৌঘৈঃ** (সাধনাসমূহদ্বারা) ; **সুচিরাদপি অলভ্যা** (বহুদিনেও যাহা লাভ হয় না) ; **হরিণা চ** (এবং শ্রীহরি কর্তৃক) ; **আশু অদেয়া** (শীঘ্র দেওয়ার অযোগ্যা) ; **ইতি দ্বিধা** (এই দুই রকম) ; **সুদুর্লভাঃ সা স্যাৎ** (সুদুর্লভা হরিভক্তি হয়)।

অনুবাদ—আসক্তিশূন্য (আসঙ্গহীন অর্থাৎ সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিহীন) সাধনে বহুকালের সাধনাতেও ভক্তি পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ এই ভক্তি সহজে দেন না, সুতরাং দুদিক থেকেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং (১০।১০) শ্লোকঃ

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ৫৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১২)]

'আত্মা' শব্দে 'ধৃতি' কহে ধৈর্যে যেই রমে।
'ধৈর্যবন্ত এব'[গ] হঞা করয়ে ভজনে॥ ১১১
'মুনি' শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ, 'নির্গ্রন্থ' মূর্খজন।
কৃষ্ণকৃপা, সাধুকৃপায় দোঁহার ভজন॥ ১১২

[ক]মুনয়োঽপি—মুনিগণও কৃষ্ণভজন করেন।

[খ]যত্নাগ্রহ বিনা — সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করলেও ভক্তের যদি উদ্যোগ ও আগ্রহ না থাকে, তাহলে প্রেম পাওয়া যায় না।

[গ]ধৈর্যবন্ত এব—ধৈর্যশীল নিশ্চয়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৪) শ্লোকঃ

প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥ ৫৯

অন্বয়—অম্ব (হে মাতঃ) ; **অস্মিন্ বনে যে পক্ষিণঃ** (এই বনে যে সমস্ত পক্ষী আছে) ; [তে] (তাহারা) ; **প্রায়ঃ মুনয়ঃ** (প্রায় মুনি) ; [যতঃ তে] (যেহেতু, তাহারা) ; **কৃষ্ণেক্ষিতং** (যেরূপে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইতে পারে) ; **রুচিরপ্রবালান্** (মনোহর-পত্রযুক্ত) ; **দ্রুমভুজান্ আরুহ্য** (বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া) ; **মীলিতদৃশঃ** (নিমীলিত নয়নে) ; **বিগতান্যবাচঃ** (অন্য বাক্য ত্যাগ করিয়া) ; **তদুদিতং কলবেণুগীতং শৃণ্বন্তি** (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উদ্গীত মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছে)।

অনুবাদ—মা ! এই বৃন্দাবনের যে পাখিগুলি, তারাও প্রায় মুনি। কারণ, তারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে গাছের ডালে নতুন ও মনোহর পাতার মধ্যে বসে অন্য শব্দ ছেড়ে চোখ বুজে চুপ করে শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাঁশীর সুর শোনে।

তত্রৈব—(১০।১৫।৬-৭)

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যাঃ
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্॥ ৬০

অন্বয়—আদিপুরুষ (হে আদিপুরুষ বলদেব) ; **এতে অলিনঃ** (এই সকল ভ্রমর) ; **তব অখিললোক-তীর্থং** (তোমার অখিল লোকপাবন) ; **যশঃ গায়ন্তঃ** (যশ গান করিতে করিতে) ; **অনুপথং ভজন্তে** (পথে পথে ভজন করিতেছে) ; **অনঘ** (হে পরম-কারুণিক !) ; **অমী প্রায়ঃ** (ইহারা প্রায়ই) ; **ভবদীয়মুখ্যাঃ** (তোমার ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ; **মুনিগণাঃ** (মুনিগণই) ; **বনে গূঢ়ম অপি** (শ্রীবৃন্দাবনে গোপনীয় ভাবে অবস্থিত) ; **আত্মদৈবং ন জহতি** (নিজ অভীষ্ট দেব তোমাকে ত্যাগ করে না)।

অনুবাদ—হে আদিপুরুষ বলদেব ! তুমি যেখানে চলেছ, তোমার অখিল লোকপাবন যশোগান করতে করতে এই ভ্রমরগুলিও সেখানে চলেছে। হে পরমকরুণাময় ! (শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবকে বলছেন) তোমার ভক্তগণের মধ্যে মুনিগণই হয়তো ভ্রমরের রূপ ধরে তোমার যশোগান করতে করতে তোমার পিছনে পিছনে চলেছে ; তুমি যেমন এইবনে মানুষী লীলার আবরণে গোপনভাবে রয়েছ, তোমার ভক্তেরাও তেমনি গোপনভাবে ভ্রমরের বেশে তোমার সেবা করছে।

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ॥ ৬১

অন্বয়— ঈড্য (হে স্তবনীয় —পূজ্য !) ; **অমী শিখিনঃ** (এই ময়ূরগণ) ; **মুদা নৃত্যন্তি** (আনন্দে নৃত্য করিতেছে) ; **হরিণ্যঃ গোপ্য ইব ঈক্ষণেন** (হরিণীগণ গোপীগণের ন্যায় দৃষ্টিদ্বারা) ; **প্রিয়ং কুর্বন্তি** (প্রীতি করিতেছে) ; **কোকিলগণাঃ সূক্তৈঃ** (কোকিলগণ মধুর শব্দদ্বারা) ; **গৃহমাগতায়** (গৃহে আগত) ; **তে** (তোমার) ; **প্রিয়ং কুর্বন্তি** (প্রিয়কার্য করিতেছে) ; [অতঃ এতে] (অতএব এই) ; **বনৌকসঃ ধন্যাঃ হি** (বনবাসিগণ ধন্য) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; **ইয়ান্ সতাং নিসর্গঃ** (এই সকল সাধুগণের স্বভাব)।

অনুবাদ—হে পূজ্য ! তুমি ঘরে ফিরে এসেছ, তাই আনন্দে ময়ূরগুলি নাচছে। এভাবে হরিণীগণও গোপীদের মতো দৃষ্টিদ্বারা এবং কোকিলগণ মধুর শব্দদ্বারা তোমাকে আনন্দদান করছে। অতএব এই বনবাসিগণ ধন্য—এরকমই সাধুগণের স্বভাব।

তথাহি—তত্রৈব (১০।৩৫।১১) শ্লোকঃ

সরসি সারস-হংস-বিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥ ৬২

অন্বয়— সরসি (সরোবরস্থিত) ; **সারসহংস-**

বিহঙ্গা (সারস-হংসাদি জলচর পক্ষিগণ) ; **চারুগীতহৃতচেতসঃ** (শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বংশগীতে আত্মহারা) ; **তে এত্য** (তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া) ; **যতচিত্তাঃ মীলিতদৃশঃ** (সংযতচিত্ত নিমীলিত আঁখি) ; **ধৃতমৌনাঃ** (মৌনী) ; **[সন্তঃ]** (হইয়া) ; **হরিং উপাসত** (শ্রীহরিকে উপাসনা করে)।

অনুবাদ—সরোবরের সারস-হংসাদি জলচর পক্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাঁশীর সুরে আত্মহারা হয়ে সরোবর থেকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এসে চুপ করে চোখ বুজে সংযত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে থাকে।

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে
অষ্টাদশ শ্লোকঃ

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দপুক্কসা,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।। ৬৩

অন্বয়—**কিরাত হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কসাঃ** (কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস) ; **আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ** (আভীর, শুহ্ম, যবন ও খস প্রভৃতি) ; **যে পাপাঃ অন্যে চ** (যে সমস্ত পাপজাতি এবং অন্যান্য যাহারা) ; **[তে অপি]** (তাহারাও) ; **যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ** (যে ভগবানের ভক্তগণের আশ্রিত) ; **[সন্তঃ]** (হইয়া) ; **শুধ্যন্তি** (পবিত্র হয়) ; **তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ** (প্রভাবশালী সেই ভগবানকে নমস্কার করি)।

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব বললেন—কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস এবং অন্যান্য যে সমস্ত পাপজাতি ও পাপাত্মা আছে, তাঁরাও যে ভগবানের ভক্তগণের আশ্রয় গ্রহণ করে পবিত্র হয়, সেই প্রভাবশালী ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম করি।

কিম্বা 'ধৃতি' শব্দে নিজ পূর্ণতা জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয়।। ১১৩

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।৪।৭৫)

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞান-
দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থা-
নভিসংশোচনাদিকৃৎ।। ৬৪

অন্বয়—**জ্ঞান-দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ** (জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং ভগবৎপ্রেমরূপ উত্তম বস্তুর লাভ হেতু) ; **পূর্ণতা ধৃতিঃ স্যাৎ** (মনের অচাঞ্চল্য ধৃতি হয়) ; **অপ্রাপ্তাতীত নষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ** (এই ধৃতি—অপ্রাপ্ত, অতীত এবং নষ্ট বিষয়ের জন্য অনুশোচনার অভাব জন্মায়)।

অনুবাদ—জ্ঞান, দুঃখভাব এবং ভগবৎ-সম্বন্ধীয় প্রেমরূপ উত্তমবস্তু লাভের জন্য মনের অচাঞ্চল্যকে ধৃতি বলে। এই ধৃতি যার আছে—যা পাওয়া যায় না, যা চলে গেছে কিংবা যা নষ্ট হয়ে গেছে, তার জন্য সে শোক করে না।

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা পূর্ণানন্দ প্রবীণ।। ১১৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৭) শ্লোকঃ

মৎসেবয়া প্রতীতং তে
সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ
কুতোহন্যৎ কালবিদ্রুতম্।। ৬৫

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭০)]

তথাহি—শ্রীগোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্যগতানি হি।
স এব ধৈর্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে।। ৬৬

অন্বয় —**যস্য হৃষীকাণি** (যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ) ; **হৃষীকেশে স্থৈর্যগতানি** (হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে) ; **হি স এব** (নিশ্চিত তিনিই) ; **জীবচঞ্চলে সংসারে** (অচিরস্থায়ী সংসারে) ; **ধৈর্যং আপ্নোতি** (ধৈর্য লাভ করেন)।

অনুবাদ—যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই একমাত্র হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করেছেন, এই নশ্বর সংসারে কেবল তিনিই ধৈর্য লাভ করেন।

'চ' অবধারণে ইঁহা 'অপি' সমুচ্চয়ে।

ধৃতমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মূর্খচয়ে॥ ১১৫
'আত্মা' শব্দে 'বুদ্ধি' কহে, বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্য বুদ্ধিযুক্ত যত জীব অবশেষ॥ ১১৬
বুদ্ধ্যে রমে 'আত্মারাম' দুইত প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ, নির্গ্রন্থ মূর্খ আর॥ ১১৭
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে বিচারে রতিবুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণ পায়॥ ১১৮

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতা (১০।৮) শ্লোকঃ

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৬৭

অন্বয়—**অহং সর্বস্য প্রভবঃ** (আমি—শ্রীকৃষ্ণ সকলের উৎপত্তিস্থল) ; **মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে** (আমা হইতে সকলের বুদ্ধি জ্ঞানাদি প্রবর্তিত হয়) ; **ইতি মত্বা** (এইরূপ মনে করিয়া) ; **ভাবসমন্বিতাঃ** (প্রেমভক্তিযুক্ত হইয়া) ; **বুধাঃ মাং ভজন্তে** (পণ্ডিতগণ আমাকে ভজনা করেন)।

অনুবাদ—অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমিই সকলের উৎপত্তি স্থল এবং আমিই সকলের বুদ্ধি জ্ঞানাদির নিয়ন্তা—এই তত্ত্ব জেনেই পণ্ডিতগণ প্রেমভক্তিযুক্ত হয়ে আমার ভজনা করেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪৬) শ্লোকঃ

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥ ৬৮

অন্বয়—**স্ত্রীশূদ্রহূণশবরাঃ পাপজীবাঃ অপি** (স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবরগণ এবং অন্যান্য পাপজীবিগণও) ; **তির্যগ্ জনাঃ অপি** (পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণিগণও) ; যদি (যদি) ; **অদ্ভুত ক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা** (যাঁহার পাদবিন্যাস অদ্ভুত, সেই ভগবানের ভক্তগণের চরিত্র বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত) ; [ভবন্তি] (হইতে পারে) ; [তদা] (তাহা হইলে) ; **তে বৈ দেবমায়াং বিদন্তি** (তাহারাও দেবমায়া জানিতে পারে) ; **অতিতরন্তি চ** (এবং উত্তীর্ণ হইতে পারে) ; **কিমু** (তাঁহাদের কথা আর কি বলিব) ; **যে শ্রুতধারণাঃ** (যাঁহারা শ্রীভগবানের তত্ত্বে মনকে নিয়োজিত করিয়াছেন)।

অনুবাদ—শ্রীনারদের নিকট ব্রহ্মা বললেন—স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর এবং অন্যান্য পাপজীবিগণ, এমনকি পশু পাখি প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণিগণও যদি উরুক্রম শ্রীভগবানের ভক্তদের অপূর্ব চরিতকথা ও সদাচার শিক্ষা লাভ করতে পারে, তাহলে তারাও দেবমায়া জানতে পারে এবং মায়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে ; আর শাস্ত্রজ্ঞানী যাঁরা শ্রীভগবানের তত্ত্বে মনকে নিয়োজিত করেছেন—তাঁরা যে পারবেন, এ আর আশ্চর্য কী ?

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে, যাতে কৃষ্ণ পায়॥ ১১৯

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং (১০।১০) শ্লোকঃ

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ৬৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১২)]

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥ ১২০
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥ ১২১

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১১০)

দুরূহাদ্ভুতবীর্যেঽস্মিন্
শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ
সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥ ৭০

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ৫৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩৬)]

উদার মহতী যার সর্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি॥ ১২২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০) শ্লোকঃ

অকামঃ সর্বকামো বা
মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন
যজেত পুরুষং পরম্॥ ৭১

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৪)]

ভক্তির প্রভাবে সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া॥ ১২৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০) শ্লোকঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ৭২

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২২২)]

তথাহি—তত্রৈব (৫।১৯।২০) শ্লোকঃ

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ৭৩

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৫)]

'আত্মা' শব্দে 'স্বভাব' কহে, তাতে যেই রমে।
'আত্মারাম' জীব যত স্থাবর জঙ্গমে॥ ১২৪
জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥ ১২৫
কৃষ্ণ কৃপাদি হেতু হৈতে স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ১২৬
'চ' শব্দ 'এব' অর্থে 'অপি' সমুচ্চয়ে।
'আত্মারাম' 'এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে॥ ১২৭
সেই জীব সনকাদি সব মুনিগণ।
'নির্গ্রন্থ' মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ॥ ১২৮
ব্যাস শুক সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদির শুন বিবরণ॥ ১২৯
কৃষ্ণকৃপা হৈতে হয় স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয়॥ ১৩০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।৮) শ্লোকঃ

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥ ৭৪

অন্বয়—অদ্য ইয়ং ধরণী ধন্যা (আজ এই পৃথিবী ধন্যা) ; **ত্বৎপাদস্পৃশঃ** (তোমার চরণস্পর্শ প্রাপ্ত) ; **তৃণবীরুধঃ** (তৃণগুল্মগণ) ; **করজাভিমৃষ্টাঃ** (করনখ স্পর্শ লাভ করিয়া) ; **দ্রুমলতাঃ** (বৃক্ষলতাগণ) ; **সদয়াবলোকৈঃ** (তোমার সদয় দৃষ্টিতে) ; **নদ্য অদ্রয়ঃ** (নদীসকল পর্বতসকল) ; **খগমৃগাঃ** (মৃগ পক্ষিগণ) ; **শ্রীঃ** (লক্ষ্মীদেবী) ; **যৎস্পৃহা** (যাহার জন্য আকাঙ্ক্ষিতা, সেই) ; **ভুজয়োঃ অন্তরেণ** (তোমার বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী বক্ষঃস্থল দ্বারা) ; **গোপ্যঃ [ধন্যাঃ]** (গোপীগণ ধন্য হইল)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবকে বললেন—আজ এই পৃথিবী তোমার চরণস্পর্শে ধন্য, ধন্য এই তৃণ-গুল্মগুলি ; তোমার নখের স্পর্শে ধন্য এই তরুলতাগুলি। তোমার করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে নদী পর্বত, পশু ও পাখিরা ধন্য হয়েছে ; এবং স্বয়ং লক্ষ্মীও তোমার বাহুযুগলের মধ্যবর্তী বক্ষঃস্থলের যে আলিঙ্গন কামনা করেন, তোমার সেই আলিঙ্গন লাভ করে গোপীগণও ধন্য হল।

তথাহি—তত্রৈব (১০।২১।১৯)

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগ-পাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্॥ ৭৫

অন্বয়—**সখ্যঃ** (হে সখিগণ !) ; **গোপকৈঃ** (গোপবালকগণের সঙ্গে) ; **অনুবনং গাঃ নয়তঃ** (বনে বনে গোচারণকারী) ; **নির্যোগ পাশকৃত লক্ষণয়োঃ** (মস্তকে গাভীসকলের পাদবন্ধন-রজ্জু এবং স্কন্ধে দুর্দান্ত গো-সকলের বন্ধনরজ্জুধারণকারী) ; **[রাম কৃষ্ণয়ো]** (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের) ; **কলপদৈঃ** (মধুর ধ্বনিযুক্ত) ; **উদার বেণুস্বনৈঃ** (শ্রবণ সুখকর বেণুরব শ্রবণ করিয়া) ; **তনুভৃৎসু** (দেহধারী প্রাণিগণের মধ্যে) ; **গতিমতাং** (জঙ্গম প্রাণিগণের) ; **অস্পন্দনং** (নিশ্চলতারূপ স্থাবর ধর্ম) ; **তরূণাং** (স্থাবর

বৃক্ষসমূহের) ; **পুলকঃ** (পুলকরূপ জঙ্গমধর্ম) ; **[ইতি]** (ইহা) ; **বিচিত্রম্** (অতীব বিচিত্র—অদ্ভুত)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে কোনো গোপী তাঁর গাভীগুলিকে বলছেন—হে সখিগণ ! এ কী আশ্চর্য ! গোপবালকদের সঙ্গে গাভীগুলিকে বন থেকে বনান্তরে নিয়ে যাবার সময় গো-বন্ধন-দড়ি কাঁধে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের উদার ও মধুর বাঁশীর সুর শুনে প্রাণীদের মধ্যে যারা জঙ্গম তারা আনন্দে স্তম্ভিত হয়ে গেছে, আর যারা স্থাবর বৃক্ষাদি তারা পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

তথাহি—১০ অং ৯ শ্লোকঃ

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥ ৭৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৫৬)]

তথাহি—তত্রৈব (২।৪।১৮) শ্লোকঃ

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা,
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ৭৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ৬৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৭০)]

আগে তের অর্থ কৈল আর ছয় এই।
উনবিংশ অর্থ হৈল মিলি এই দুই॥ ১৩১
এই উনিশ অর্থ কৈল আগে শুন আর।
'আত্মা' শব্দে 'দেহ' কহে চারি অর্থ[ক] তার॥ ১৩২
'দেহারামী' দেহে ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণভজন॥ ১৩৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৮) শ্লোকঃ

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তিকৃতান্তমুখে॥ ৭৮

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ৫৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৬৭)]

দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম ত্যজি করয়ে ভজন॥ ১৩৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৮।১২) শ্লোকঃ

কর্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥ ৭৯

অন্বয়—**অস্মিন্ অনাশ্বাসে কর্মণি** (এই অবিশ্বসনীয় কর্মে) ; **ধূমধূম্রাত্মনাং** (ধূম্রসেবনে ধূম্রবর্ণ দেহ) ; [**অস্মাকম্**] (আমাদের) ; **ভবান্** (আপনি) ; **মধু** (মধুর) ; **গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং** (গোবিন্দ-পাদপদ্ম- মধু) ; **আপায়য়তি** (পান করাইতেছেন)।

অনুবাদ—শৌনকাদি মুনিগণ সূতকে বললেন—হে সূত ! এই অবিশ্বসনীয় সত্র-যজ্ঞকর্মে (সত্র-যাগ কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত) যজ্ঞের ধূম-সেবনে আমাদের দেহ ধূম্রবর্ণ ও মন নীরস হয়ে যাচ্ছিল, সেই আমাদের আপনি সুমধুর গোবিন্দ-পাদপদ্ম-মধু পান করালেন।

তপস্বী প্রভৃতি যত 'দেহারামী' হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥ ১৩৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২১।৩১) শ্লোকঃ

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥ ৮০

অন্বয়—**যৎপাদ সেবাভিরুচিঃ** (যাঁহার চরণ-সেবার অভিলাষ) ; **অন্বহং এধতী** (প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে) ; **সতী** (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা) ; **পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ যথা** (শ্রীভগবানের পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে নিঃসৃত গঙ্গার ন্যায়) ; **তপস্বিনাং ধিয়ঃ** (তপস্বীগণের বুদ্ধি) ; **অশেষ-জন্মোপচিতং** (বহু জন্ম সঞ্চিত) ; **মলং সদ্যঃ ক্ষিণোতি** (মলিনতাকে তৎক্ষণাৎ ক্ষয় করিয়া দেয়)।

অনুবাদ—মহারাজ পৃথু সভ্যগণকে বললেন—

[ক]চারি অর্থ—দেহারাম, কর্মনিষ্ঠ, তপস্বী ও সর্বকাম।

শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবার ইচ্ছাও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা এবং তা প্রতিদিন বেড়ে যেতে থাকে ; শ্রীভগবানের পায়ের আঙুল থেকে নিঃসৃত গঙ্গা যেমন মলিনতা দূর করে, তেমনি বহুতপস্যায়ও তপস্বীগণের বহুজন্ম সঞ্চিত যে মলিনতা তা শ্রীকৃষ্ণসেবায় তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

দেহারামী সর্বকাম, সর্ব 'আত্মারাম'।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ে সব কাম॥ ১৩৬

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭ অং ২৮ শ্লোকঃ

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥ ৮১

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৫)]

এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ॥ ১৩৭
'চ' শব্দে সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ১৩৮
'নির্গ্রন্থাঃ' হইয়া, ইহাঁ 'অপি' 'নির্ধারণে'।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ' যথা বিহরয়ে বনে॥ ১৩৯
'চ' শব্দ অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
'বটো ! ভিক্ষামট গাঞ্চানয়' যৈছে প্রকার॥[ক] ১৪০
কৃষ্ণমনন 'মুনি', কৃষ্ণে সর্বদা ভজয়।
'আত্মারামা অপি' ভজে গৌণ অর্থ কয়॥ ১৪১
'চ' এবার্থে, 'মুনয় এব' কৃষ্ণ ভজয়।
আত্মারামা অপি, অপি গর্হা অর্থ কয়॥ ১৪২
'নির্গ্রন্থ হঞা' এই দুঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম॥ ১৪৩
'নির্গ্রন্থ' শব্দে কহে তবে ব্যাধ নির্ধন।
সাধুসঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন॥ ১৪৪
'কৃষ্ণরামশ্চ এব' হয় কৃষ্ণ-মনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম্॥ ১৪৫
এক ভক্ত-ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমাজ্ঞানে॥ ১৪৬
এক দিন শ্রীনারদ, দেখি নারায়ণ।
ত্রিবেণী-স্নানে প্রয়াগে করিল গমন॥ ১৪৭
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্ন-পদ করে ধড়ফড়ি॥ ১৪৮
আর কত দূরে এক দেখিল শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপদ করে ধড়ফড়॥ ১৪৯
ঐছে এক শশক দেখে আর কথোদূরে।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে॥ ১৫০
কথোদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওত হঞা[খ]।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া॥ ১৫১
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর॥ ১৫২
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা।
নারদ দেখিয়া মৃগ সব পলাইলা॥ ১৫৩
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায়।
নারদপ্রভাবে মুখে গালি না বাহিরায়॥ ১৫৪
গোঁসাঞি ! প্রমাণপথ[গ] ছাড়ি কেন আইলা।
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা॥ ১৫৫
নারদ কহে পথ ভুলি আইলাম পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে॥ ১৫৬
পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয়।
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত নিশ্চয়॥ ১৫৭
নারদ কহে যদি জীবে মার তুমি বাণ।
অর্ধমারা কর কেন না লও পরাণ॥ ১৫৮
ব্যাধ কহে শুন গোঁসাঞি ! মৃগারি মোর নাম।

[ক]বটো ! ভিক্ষামট গাঞ্চানয়—'হে বটো ! তুমি ভিক্ষায় গমন করো। আসিবার সময় গরুটিকে আনিও।' এখানে ভিক্ষায় যাওয়াটাই মুখ্য, গরু আনাটা গৌণ। তেমনি শ্রীনারদাদি মুনিগণ প্রথম থেকেই কৃষ্ণমননশীল অর্থাৎ তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ ভজন মুখ্যার্থ, আর পূর্বোক্ত ব্রহ্মোপাসক আত্মারামগণ তাঁরা তত্ত্বদুপাসনা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণভজন করেছেন—এটি গৌণার্থ।

[খ]বৃক্ষে ওত হঞা—গাছে উঠে ডালপালার আড়ালে নিজের দেহকে গোপন করে।

[গ]প্রমাণ পথ—লোকচলাচলের জন্য প্রসিদ্ধ পথ।

পিতার শিক্ষায় আমি করি ঐছে কাম॥ ১৫৯
অর্ধমারা জীব যদি ধড়ফড় করে।
তবে ত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে॥ ১৬০
নারদ কহে এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে।
ব্যাধ কহে মৃগাদি লহ যেই তোমার মনে॥ ১৬১
মৃগছাল চাহ যদি আইস মোর ঘরে।
যেই চাহ তাহা দিব মৃগব্যাঘ্রাম্বরে॥ ১৬২
নারদ কহে ইহা আমি কিছুই না চাই।
আর এক দান আমি মাগি তোমা ঠাঞি॥ ১৬৩
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমেই মারিবে, অর্ধমারা না করিবে॥ ১৬৪
ব্যাধ কহে কিবা দান মাগিলা আমারে।
অর্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে॥ ১৬৫
নারদ কহে অর্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ, তোমার হইবে অবস্থা[ক]॥ ১৬৬
ব্যাধ ! তুমি জীব মার এ-অল্পপাপ তোমার।
কদর্থনা[খ] দিয়া মার, এ পাপ অপার॥ ১৬৭
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে।
তারা তোমা তৈছে মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে॥ ১৬৮
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হৈল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল॥ ১৬৯
ব্যাধ কহে বাল্য হৈতে মোর এই কর্ম।
কেমনে তরিব আমি পামর অধম॥ ১৭০
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়।
নিস্তার করহ মোরে পড়োঁ তুয়া পায়॥ ১৭১
নারদ কহে যদি ধর আমার বচন।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন॥ ১৭২
ব্যাধ কহে—যেই কহ সেইত করিব।
নারদ কহে ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিব॥ ১৭৩
ব্যাধ কহে ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে।
নারদ কহে আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে॥ ১৭৪
ধনুক ভাঙ্গিয়া ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।

[ক]অবস্থা—দুরবস্থা, কষ্ট।

[খ]কদর্থনা—যন্ত্রণা।

তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল॥ ১৭৫
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।
এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুইজন[গ]॥ ১৭৬
নদীতীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া॥ ১৭৭
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসীসেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্তন॥ ১৭৮
আমি তোমা বহু অন্ন পাঠাব দিনে দিনে।
সেই অন্ন লবে যত খাও দুই জনে॥ ১৭৯
তবে সেই তিন মৃগ[ঘ] নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হয়ে তিন মৃগ ধাইয়া পলাইল॥ ১৮০
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
যথাস্থানে গেলা নারদ ব্যাধ গেল ঘর॥ ১৮১
নারদের উপদেশ সকল করিল।
গ্রামে ধ্বনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল॥ ১৮২
গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল।
অন্ন আনি সবে তাঁর আগেতে ধরিল॥ ১৮৩
একদিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে।
দিনে তত লয় যত খায় দুই জনে॥ ১৮৪
একদিন নারদ গোঁসাঞি কহিল পর্বতে[ঙ]।
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে॥ ১৮৫
তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধস্থানে।
দূর হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে॥ ১৮৬
আস্তে ব্যস্তে ধাঞা আসে পথ নাহি পায়।
পথে পিপীলিকাদি ইতিউতি ধায়॥ ১৮৭
দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকাদি দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি, পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ ১৮৮
নারদ কহে ! ব্যাধ—এই না হয় আশ্চর্য।
হরিভক্তৌ হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য[চ]॥ ১৮৯

[গ]দুইজন—ব্যাধ ও তার স্ত্রী।

[ঘ]মৃগ—পশু।

[ঙ]পর্বতে—পর্বত নামক ঋষিকে।

[চ]হরিভক্তৌ.....সাধুবর্য — হরিভক্তির দ্বারা হিংসা-শূন্য হয়ে সাধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৮)

এতে নহ্যদ্ভুতা ব্যাধ
তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে
ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ ৮২

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ৬৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩৮)]

তবে সেই ব্যাধ দোঁহা অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দোঁহা ভক্ত্যে বসাইল॥ ১৯০
জল আনি, ভক্ত্যে দোঁহার পদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রী-পুরুষে পিয়া শিরে লৈল॥ ১৯১
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণনাম গাঞা।
উর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া॥ ১৯২
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি॥ ১৯৩

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১০)

অহো! ধন্যোঽসি দেবর্ষে
কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে
লুব্ধকো রতিমচ্যুতে॥ ৮৩

অন্বয়—অহো দেবর্ষে (হে দেবর্ষি!) ; ধন্যঃ অসি (আপনি ধন্য) ; যস্য কৃপয়া (যাঁহার কৃপায়) ; তৎক্ষণাৎ নীচঃ লুব্ধকঃ অপি (তৎক্ষণাৎ কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই নীচজাতি ব্যাধও) ; উৎপুলক (পুলকিত হইয়া) ; অচ্যুতে রতিং লেভে (শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাভ করিয়াছে)।

অনুবাদ—হে দেবর্ষি! আপনি ধন্য, যেহেতু আপনার কৃপায় অতি নীচজাতি ব্যাধও কৃপা পাওয়া মাত্রেই পুলকিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি লাভ করেছে।

নারদ কহে—বৈষ্ণব! তোমার অন্ন কিছু আয়ে[ক]।
ব্যাধ কহে—যারে পাঠাও সেই দিয়া যায়ে॥ ১৯৪
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য নাই।
সবে দুই জনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই॥ ১৯৫
নারদ কহে—ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্।
এত বলি দুই জন হৈল অন্তর্ধান॥ ১৯৬
এইত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাবজ্ঞান॥ ১৯৭
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই অর্থ মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল॥ ১৯৮
আর অর্থ শুন, যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার॥ ১৯৯
'আত্মা' শব্দে কহে সর্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান্ আর ভগবানাখ্যান[খ]॥ ২০০
তাঁতে রমে যেই, সেই সব 'আত্মারাম'।
বিধিভক্ত, রাগভক্ত, দুইবিধ নাম॥ ২০১
দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর॥ ২০২
জাতাজাত রতিভেদে সাধক দুই ভেদ।
বিধি-রাগমার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ॥ ২০৩
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ 'পারিষদ' দাস।
সখা, গুরু, কান্তাগণ চারি ত প্রকাশ॥ ২০৪
'সাধনসিদ্ধ'—দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ।
'উৎপন্নরতি সাধক'-ভক্ত চারিবিধ জন॥ ২০৫
'অজাতরতি সাধক' ভক্ত এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ভেদ ষোড়শ প্রকার॥ ২০৬
রাগমার্গে ঐছে, ভক্ত ষোড়শ বিভেদ।
দুই মার্গে 'আত্মারাম' বত্রিশ বিভেদ॥ ২০৭
'মুনি' 'নির্গ্রন্থ' 'চ' 'অপি' চার শব্দের অর্থ।
যাহাঁ যেই লাগে তাঁহা করয়ে সমর্থ[গ]॥ ২০৮
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্টপঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ॥ ২০৯
ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে।
আটান্নবার 'আত্মারাম' নাম লইয়ে॥ ২১০

[ক]আয়ে—আসে।

[খ]ভগবানাখ্যান — যাঁদের ভগবত্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার উপর নির্ভর করে ; যেমন—শ্রীরামচন্দ্রাদি। এঁদেরকে ভগবান বলে।

[গ]সমর্থ—অন্বয়যুক্ত।

'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার॥ ২১১

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে

'সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ'
উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি॥ ৮৪

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৬৬)]

আটান্নবার চ-কারে সব লোপ হয়।
এক 'আত্মারাম' শব্দে আটান্ন অর্থ কয়॥ ২১২

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে

উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থ-
বৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ॥ ৮৫

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—অশ্বত্থবৃক্ষাঃ, বটবৃক্ষা, কপিত্থবৃক্ষাঃ, আম্রবৃক্ষাঃ—এই শব্দগুলি ইতরেতর সমাসে আবদ্ধ হলে সমাস-নিষ্পন্ন পদ হবে 'বৃক্ষাঃ' ; অশ্বত্থ, বট ইত্যাদি শব্দগুলির লোপ হবে।

'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি'[ক] যৈছে হয়।
তৈছে সব 'আত্মারাম' কৃষ্ণেভক্তি করয়॥ ২১৩
'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে 'চ'কার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে এই অর্থ তার॥ ২১৪
'নির্গ্রন্থা এব' হঞা 'অপি' নির্ধারণে।
এই উনষষ্টি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে॥ ২১৫
সর্ব সমুচ্চয়ে আর এক অর্থ হয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' ভজয়॥ ২১৬
'অপি' শব্দ অবধারণে সেহো চারিবার।
চারি শব্দ সঙ্গে 'এবে' করিব উচ্চার॥ ২১৭

তথাহি—শ্রীপ্রভুপাদোক্ত ব্যাখ্যা—

উরুক্রম এব, ভক্তিমেব,
অহৈতুকীমেব, কুর্বন্ত্যেব॥ ৮৬

[ক] অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি—এই বনে বৃক্ষসমূহ ফল ধারণ করে। এখানে 'বৃক্ষাঃ' শব্দে যত রকমের ফলধারণকারী বৃক্ষ আছে, সব বৃক্ষকেই বুঝাচ্ছে। তেমনি, 'আত্মারামাঃ' শব্দদ্বারা ও সবরকম আত্মারামকে বুঝাচ্ছে।

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণেই ভক্তি করবে—অন্য কোনো স্বরূপে নয়, ভক্তির অনুষ্ঠানই করবে—জ্ঞানকর্মাদির সাধনা নয়, অহৈতুকী ভক্তিই করবে—সহৈতুকী ভক্তি নয়, কৃষ্ণসুখের জন্যই ভক্তি করবে—আত্মসুখের জন্য নয় ; অর্থাৎ ভক্তি না করে থাকতে পারবে না।

এই ত করিল শ্লোকের ষষ্টিসংখ্য অর্থ।
আর এক অর্থ শুন পরম সমর্থ॥ ২১৮
'আত্মা' শব্দ কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীট পর্যন্ত তার শক্তিতে গণন॥ ২১৯

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৮৭

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০৩)]

তথা চ অমরকোষে—স্বর্গবর্গে (৭)

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং
প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্॥ ৮৮

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—আত্মা-শব্দের অর্থ—ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব, পুরুষ—এগুলি একার্থক। এবং ক্লীবলিঙ্গ 'প্রধান' ও স্ত্রীলিঙ্গ 'প্রকৃতি' একার্থক।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
তবে সব ত্যজি সেহো কৃষ্ণকে ভজয়॥ ২২০
ষাটি অর্থ কহিল এক কৃষ্ণের ভজন।
সেই অর্থ হয় এই সব উদাহরণ॥ ২২১
একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবলে উঠে অর্থে তরঙ্গে॥ ২২২

তথাহি—প্রাচীনশ্লোকঃ

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥ ৮৯

অন্বয়—শ্লোকের অন্বয় সহজ বলে লিখিত হল না।

অনুবাদ—ভাগবতের অর্থ কেবল ভক্তিদ্বারাই বোধগম্য হতে পারে, সে অর্থের মর্ম বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা জানা যায় না।

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥ ২২৩
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ-প্রবর্তন॥ ২২৪
তুমি বক্তা ভাগবতের তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ॥ ২২৫
প্রভু কহে—কেনে কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ॥ ২২৬
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয়॥ ২২৭
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥ ২২৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২৩) শ্লোকঃ

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে
ব্রহ্মণ্যে ধর্মবর্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে
ধর্মঃ কং শরণং গতঃ॥ ৯০

অন্বয়—যোগেশ্বরে ব্রহ্মণ্যে ধর্মবর্মণি (যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্য দেব ধর্মরক্ষক) ; কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণ) ; স্বাং কাষ্ঠাং উপেতে (স্বীয় নিত্যধামে উপগত হইলে) ; অধুনা ধর্ম (এক্ষণে ধর্ম) ; কং শরণং গতঃ (কাহার শরণাগত হইল) ; ব্রূহি (বলো)।

অনুবাদ—শৌনকাদি ঋষিগণ বললেন—হে সূত ! যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্যদেব এবং ধর্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিত্যধামে গমন করলে, ধর্ম কার শরণাগত হল, তা বলুন।

তথাহি—তত্রৈব (১।৩।৪৩-৪৪) উত্তরার্ধ

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে
ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ
পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ ৯১

অন্বয়—ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ (ভগবদ্ধর্ম ও ভগবদ্‌জ্ঞানাদিসহ) ; কৃষ্ণে স্বধাম উপগতে (শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিত্যধামে গমন করিলে) ; কলৌ নষ্টদৃশাং (কলিযুগে ধর্মজ্ঞানহীন ও বিবেকশূন্য জীবের পক্ষে) ; এষঃ পুরাণার্কঃ (এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণরূপ সূর্য) ; অধুনা উদিতঃ (এক্ষণে উদিত হইয়াছেন)।

অনুবাদ—শৌনকাদি ঋষির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত বললেন—ভগবদ্ধর্ম ও ভগবদ্‌জ্ঞানাদিসহ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যধামে গমন করলে, কলিযুগে ধর্ম, জ্ঞান ও বিবেকশূন্য জীবের জন্য এই শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ পুরাণসূর্য এখন উদিত হয়েছেন।

এইত করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
'বাতুলের প্রলাপ' করি কে করে প্রমাণ॥ ২২৯
আমা হেন যেবা কেহ বাতুল সে হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়॥ ২৩০
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবারে॥ ২৩১
মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানোঁ আচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার॥ ২৩২
সূত্র করি[ক] দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনি করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥ ২৩৩
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচ হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়ে॥ ২৩৪
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ॥ ২৩৫
তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন।
সর্বকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ॥ ২৩৬
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান্, সব মন্ত্র-বিচারণ॥[খ] ২৩৭

[ক]সূত্র করি—অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে।

[খ]গুরুলক্ষণ — দীক্ষাগুরুর লক্ষণ হবে — শাস্ত্রজ্ঞ, আচারবান, স্নেহশীল, নির্মল-চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাযুক্ত, ভজনবিজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণ-অনুভবসম্পন্ন, নির্লোভ, সংসারে অনাসক্ত।

মন্ত্র-অধিকারী, [ক] মন্ত্র সিদ্ধাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য, শৌচ, আচমন॥ ২৩৮
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা, উর্ধ্বপুণ্ড্রচক্রাদি ধারণ[খ]।
গোপীচন্দন, মালাধৃতি, তুলসী আহরণ।
বস্ত্র, পীঠ, গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন॥[গ] ২৪০
পঞ্চ, ষোড়শপঞ্চাশৎ উপচারে অর্চন।
পঞ্চকাল পূজা, আরতি, কৃষ্ণের ভোজনশয়ন॥[ঘ] ২৪১
শ্রীমূর্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্রযাত্রা, কৃষ্ণমূর্তিদরশন॥ ২৪২
নামমহিমা, নামাপরাধ, দূরে বর্জন।
বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবা-অপরাধ খণ্ডন॥ ২৪৩
শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ধূপাদি লক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন॥ ২৪৪
পুরশ্চরণ-বিধি, কৃষ্ণ-প্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদ্য-ত্যাগ, বৈষ্ণব-নিন্দাদি-বর্জন॥ ২৪৫
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুর সেবন।
অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ॥ ২৪৬
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি-বিবরণ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ॥ ২৪৭
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দশী॥ ২৪৮
এই সবের বিদ্ধাত্যাগ অবিদ্ধাকরণ।
অকারণে দোষ কৈলে ভক্তিরলঙ্ঘন ॥[ঙ] ২৪৯
সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন।
শ্রীমূর্তি বিষ্ণুমন্দির-করণ লক্ষণ॥ ২৫০
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার।
কর্তব্যাকর্তব্য সব স্মার্ত ব্যবহার[চ]॥ ২৫১
এই সংক্ষেপে সূত্র কৈল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখ 'কৃষ্ণ' করাবে স্ফুরণ॥ ২৫২
এইত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ॥ ২৫৩
নিজ গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া॥ ২৫৪

তথাহি—চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৯।৪৫)

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণি-
ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং
বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো
বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ

শিষ্যলক্ষণ — বিনীত, সত্যবাদী, সংযত, সচ্চরিত্র, দেব-গুরু-আদিতে শ্রদ্ধাবান এবং শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান।

[ক] মন্ত্র-অধিকারী — মন্ত্রগ্রহণে জীবমাত্রেরই স্বরূপগত অধিকার থাকলেও, সবাই সব মন্ত্রগ্রহণের যোগ্য নয়। অন্যান্য মন্ত্রসম্বন্ধে অধিকারী বিচার আছে, মন্ত্রাদি সিদ্ধসাধ্যাদি শোধনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু শ্রীগোপাল (শ্রীকৃষ্ণ) মন্ত্রে অধিকারী বিচারের বা সিদ্ধসাধ্যাদি শোধনের কোনো প্রয়োজন নেই।

[খ] উর্ধ্বপুণ্ড্র চক্রাদিধারণ—উর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক ও চক্রাদি চিহ্নধারণ।

[গ] মালাধৃতি—তুলসী কাঠের মালা ধারণ।

কৃষ্ণ-প্রবোধন — শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে নিদ্রা থেকে জাগরিত করা।

[ঘ] পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

ষোড়শোপচার — আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও চন্দন।

পঞ্চকাল পূজা — অতি প্রত্যুষে, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করার বিধি আছে।

[ঙ] এই সবের বিদ্ধা ত্যাগ — একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী, রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দশী প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্রত-তিথিসমূহের পূর্ববিদ্ধা তিথি ত্যাগ করে উপবাসাদি করতে হবে। এই সমস্ত ব্রতপালনে ভক্তির পুষ্টিসাধন হয় ; আর পালন না করলে ভক্তি নষ্ট তো হয়ই, উপরন্তু অনেক দোষের সঞ্চার হয়।

ভক্তিরলঙ্ঘন — ভক্তির পুষ্টি।

[চ] স্মার্ত ব্যবহার — স্মৃতি শাস্ত্রের অনুমোদিত ব্যবহার বা আচরণ।

শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব
প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্‌॥ ৯২

অন্বয়—গৌড়েন্দ্রস্য (গৌড়েশ্বরের) ; **সভা-বিভূষণমণিঃ** (সভা অলংকরণে মণিস্বরূপ) ; **রূপস্য অগ্রজঃ যঃ এষঃ এব ঋদ্ধাং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা** (শ্রীরূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা যিনি এই সমৃদ্ধ লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া) ; **তরুণীং বৈরাগ্য লক্ষ্মীং দধে** (নবীন বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াছেন) ; **অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ঃ** (অন্তর্নিহিত ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হৃদয়) ; **বাহ্যে অবধূতাকৃতিঃ** (বাহিরে অবধূত বেশধারী হইয়াও) ; **শৈবালৈঃ পিহিতং** (শৈবালসমূহে আচ্ছাদিত) ; **মহাসরঃ ইব** (মহাসরোবরের ন্যায়) ; **তদ্বিদাং প্রীতিপ্রদঃ** (অভিজ্ঞ জনগণের আনন্দপ্রদ ছিলেন)।

অনুবাদ—গৌড়েশ্বরের সভার শ্রেষ্ঠ অলংকার ছিলেন শ্রীরূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসনাতন গোস্বামী, যিনি সমৃদ্ধা (প্রৌঢ়া) সম্পদলক্ষ্মী পরিত্যাগ করে নবীনা বৈরাগ্য-লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর হৃদয় ছিল গভীর গোপন ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, বাইরে থেকে তাঁকে দেখলে মনে হত কঠোর সন্ন্যাসী। শ্যাওলায় ঢাকা মহাসরোবরের মতো তাঁর এই ভক্তিরসে পরিপূর্ণ অন্তর আচ্ছাদিত ছিল। যাঁরা জানতেন ভক্তিরসের সন্ধান, কেবল তাঁরাই তাঁকে পেয়ে আনন্দলাভ করতেন।

তথাহি—তত্রৈব (৯।৪৬)

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো-
দৃষ্টিপূর্বমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ॥ ৯৩

অন্বয়—অতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ (অত্যন্ত দয়ালু) ; **চম্পকগৌরঃ** (চম্পক পুষ্পের ন্যায় গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য) ; **অক্ষ্ণোঃ দৃষ্টপূর্বং** (চক্ষুদ্বয়ের প্রথম দৃষ্টি) ; **উপাগতং তং সনাতনং** (নিকটে আগত সেই সনাতন গোস্বামীকে) ; **পরিঘায়তদোর্ভ্যাং** (সুদীর্ঘবাহুযুগল দ্বারা) ; **সানুকম্পং আলিলিঙ্গ** (অনুগ্রহ পূর্বক আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—অত্যন্ত দয়ালু এবং চাঁপাফুলের মতো গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁর নিকটে আগত শ্রীসনাতনকে কৃপা করে সুদীর্ঘ বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন দান করেছিলেন।

তত্রৈব—(৯।৪৮)

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥ ৯৪

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৭২)]

এইত কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে খণ্ডে সব অবসাদ॥ ২৫৫
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সব হয় জ্ঞান।
বিধি-রাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান॥ ২৫৬
কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিরস, ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত॥ ২৫৭
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ।
যার প্রাণধন, সেই পায় এই ধন॥ ২৫৮
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৫৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহোনাম চতুর্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ॥ ১

অন্বয়—প্রভুঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভু) ; সনাতনং (শ্রীপাদ সনাতনকে) ; সুসংস্কৃত্য (সুন্দররূপে ভক্তিসিদ্ধান্তাদি শিক্ষা দিয়া) ; কাশীনিবাসিনঃ (কাশীবাসী) ; সন্ন্যাসীমুখান্ (প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে) ; বৈষ্ণবীকৃত্য (বৈষ্ণব করিয়া) ; নীলাদ্রিং আগমৎ (নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীবাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে বৈষ্ণব করে এবং শ্রীপাদ সনাতনকে সুন্দররূপে ভক্তি সিদ্ধান্তাদি শিক্ষাদান করে নীলাচলে আগমন করেছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্যন্ত।
শিখাইল তাঁরে ভক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত॥ ২
পরমানন্দ কীর্তনীয়া শেখরের[ক] সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্তন শুনায় অতিবড় রঙ্গী॥ ৩
সন্ন্যাসীর গণে প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল॥ ৪
সন্ন্যাসীর কৃপা পূর্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশ কহিয়ে ইঁহা সংক্ষেপ করিয়া॥ ৫
যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন॥ ৬
প্রভুর স্বভাব—তাঁরে দেখে যেই জনে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে 'ঈশ্বর' করি মানে॥ ৭
কোন প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইঁহারে দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইঁহার ভক্তে॥ ৮
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্বকালে।
সর্বকাল দুঃখ পাব ইহা না করিলে॥ ৯
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।

[ক]শেখরের—চন্দ্রশেখরের।

তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে॥ ১০
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন॥ ১১
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল॥ ১২
হেনকালে বিপ্র আসি কৈল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ॥ ১৩
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি তাঁর ঘরে গেলা॥ ১৪
তাঁহা যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার॥ ১৫
গ্রন্থ বাঢ়ে পুনরুক্তি হয়ত কথন।
তাঁহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন॥ ১৬
যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল॥ ১৭
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে॥ ১৮
সর্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু 'ভক্তি' করে সার।
সুযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সভার॥ ১৯
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ সংকীর্তন।
সর্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্তন॥ ২০
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে[খ] ছাড়ি অধ্যয়ন॥ ২১
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুরে করিয়া সম্মান॥ ২২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হন 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম॥ ২৩
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনি পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন কান॥ ২৪

[খ]আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে—নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ; অর্থাৎ বেদান্ত-অধ্যয়ন ত্যাগ করে ভক্তির মাহাত্ম্য আলোচনা করে।

সূত্র উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া॥[ক] ২৫
আচার্য-কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে 'হয় হয়' করে হৃদয়ে না মানে॥ ২৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি॥ ২৭
'হরের্নাম' শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ॥ ২৮
'ভক্তি বিনা মুক্তি নহে'—ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়॥ ২৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪) শ্লোকঃ

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৩)]

তথাহি—তত্রৈব (১০।২।৩২) শ্লোকঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৪)]

'ব্রহ্ম' শব্দ কহে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্।
তাঁরে 'নির্বিশেষ' স্থাপি পূর্ণতা হয় হান॥ ৩০
শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস।
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস॥ ৩১
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ 'মায়িক' করি মানি[খ]।
এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী॥ ৩২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৩) শ্লোকঃ

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥ ৪

অন্বয়—পরম (হে পরম) ; অবিদ্ধবর্চঃ (অনাবৃত প্রকাশ) ; অবিকল্পং আনন্দমাত্রং (ভেদশূন্য আনন্দমাত্র) ; ভবতঃ যৎস্বরূপং (তোমার যেই স্বরূপ) ; [তৎ] (তাহা) ; অতঃ পরং ন পশ্যামি (ইহা হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না) ; আত্মন্ (হে আত্মন্ !) ; তে অদঃ (তোমার এইরূপ) ; উপাশ্রিতঃ অস্মি (আশ্রয় করিলাম) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; [ইদম্‌রূপম্] (এই রূপটি) ; বিশ্বসৃজং (বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা) ; অবিশ্বং (বিশ্ব হইতে ভিন্ন) ; ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং (ভূতসকলের ও ইন্দ্রিয়-সকলের কারণ) ; একম্ (উপাস্যগণের মধ্যে মুখ্য)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা বললেন—হে পরম ! চিন্ময়, অদ্বিতীয় ও আনন্দময় তোমার যে স্বরূপ—এই প্রকটিত রূপ থেকে তাকে ভিন্ন দেখছি না। আমি তোমার এই রূপেই আশ্রয় নিলাম। হে পরমাত্মা ! তুমি বিশ্ব সৃষ্টি করেছ, কিন্তু তুমি বিশ্ব থেকে ভিন্ন। সৃষ্ট বিশ্ব থেকে ভিন্ন হলেও তুমি ভূত (প্রাণী) সকলের এবং তাদের ইন্দ্রিয় সকলের আত্মা বা কারণ। তোমার এই অদ্বিতীয় স্বরূপই উপাস্যগণের মধ্যে প্রধান।

তথাহি—তত্রৈব (১০।৪৬।৪৩) .

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং চ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তু তরাং ন বাচ্যং
স এব সর্বং পরমাত্মভূতঃ॥ ৫

অন্বয়—ভূতভবদ্‌ভবিষ্যৎ (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) ; স্থাস্নুঃ চরিষ্ণুঃ (স্থাবর জঙ্গম) ; মহৎ অল্পকং (মহৎ-বৃহৎ অল্প-ক্ষুদ্র) ; দৃষ্টং শ্রুতং (দৃষ্ট শ্রুত) ; চ [যৎকিঞ্চিৎ] ; বস্তু (এবং যাহাকিছু বস্তু আছে) ; [তৎ] (তাহা) ; অচ্যুতাৎ বিনা (অচ্যুত ব্যতীত) ; ন তরাং

[ক]সূত্র—বেদান্তসূত্র।
আচার্য—শংকরাচার্য।

[খ]শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু ভগবদ্-বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দ মনে না করে প্রাকৃত সত্ত্ব-গুণের বিকার, সুতরাং মায়িক বলে মনে করা—এটা মহাপাপ।

বাচ্যং (ভিন্ন বলা যায় না) ; পরমাত্মভূতঃ সঃ এব (পরমাত্মস্বরূপ সেই অচ্যুতই) ; সর্বং (সমগ্র জগৎ)।

অনুবাদ—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, দৃষ্ট, শ্রুত—স্থাবর, জঙ্গম, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র—এদের কোনো বস্তুকেই অচ্যুত থেকে ভিন্ন বলা যায় না। পরমাত্মস্বরূপ সেই অচ্যুতই সমগ্র জগৎ।

তথাহি—তত্রৈব (৩।৯।৪) শ্লোকঃ

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তে উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥ ৬

অন্বয়—ভুবনমঙ্গল (হে ভুবনমঙ্গল !) ; উপাসকানাং (তোমার উপাসক) ; নঃ মঙ্গলায় ধ্যানে (আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত ধ্যানের সময়ে) ; তে (তোমার) ; [যৎ দর্শিতং] (যেরূপ তোমা কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে) ; তৎ বৈ ইদং (তাহাই নিশ্চিত এইরূপ) ; ভগবতে তুভ্যং নমঃ (ভগবান তোমাকে নমস্কার) ; অনুবিধেম (অনুবৃত্তি দ্বারা করিতেছি) ; অসৎ-প্রসঙ্গৈঃ (অসৎ সঙ্গী) ; নরকভাগ্‌ভি যঃ (নরকগামী জনগণকর্তৃক যে তুমি) ; ন আদৃতঃ (আদৃত হও না)।

অনুবাদ—হে ভুবনমঙ্গল ! আমরা তোমার উপাসক ; আমাদের মঙ্গলের জন্য ধ্যানে তুমি তোমার এই রূপ দেখালে ; অতএব এটাই তোমার সেইরূপ, সন্দেহ নেই। সুতরাং তোমার অনুবৃত্তির দ্বারা নিরন্তর তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্ ! যারা নরকগামী, অসৎ-সঙ্গে কাল কাটায়, তারা তোমাকে আদর করে না।

তথাহি—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (৯।১১) শ্লোক

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তঃ মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৭

অন্বয়—মম ভূতমহেশ্বরং (আমার সকল প্রাণিগণের অধীশ্বরস্বরূপ) ; পরম ভাবং অজানন্ত (পরমতত্ত্বকে জানিতে না পারিয়া) ; মূঢ়া (মূঢ়-ব্যক্তিগণ) ; মানুষীং তনুং আশ্রিতং (মনুষ্য দেহধারী) ; মাং অবজানন্তি (আমাকে অবজ্ঞা করে)।

অনুবাদ—আমি সমস্ত প্রাণিগণের অধীশ্বর, আমার এই পরম তত্ত্ব জানতে না পেরে মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে (মায়াময়) মানবদেহধারী জেনে, আমাকে অবজ্ঞা করে।

তথাহি—তত্রৈব ১৬ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকঃ

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ৮

অন্বয়—দ্বিষতঃ (দ্বেষপরায়ণ) ; ক্রূরান্ অশুভান্ (ক্রূর অমঙ্গলময়) ; তান্ নরাধমান্ (সেই সমস্ত নরাধমদিগকে) ; সংসারেষু আসুরীষু এব যোনিষু (সংসারমধ্যে আসুরী যোনিতেই) ; অজস্রং ক্ষিপামি (অনবরত নিক্ষেপ করি)।

অনুবাদ—দ্বেষপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও অমঙ্গলকারী—সেইসব নরাধমগুলোকে, আমি সংসারমধ্যে আসুরী যোনিতেই বারবার নিক্ষেপ করি।

সূত্রের 'পরিণামবাদ', তাহা না মানিয়া।
'বিবর্তবাদ' স্থাপে 'ব্যাস-ভ্রান্ত' বলিয়া॥ ৩৩
এইত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
'শাস্ত্র' ছাড়ি কুকল্পনা 'পাষণ্ড' বুঝায়॥ ৩৪
পরমার্থ বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাঁহা মুক্তি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥ ৩৫
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য করি আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন॥ ৩৬
চৈতন্য গোঁসাঞি যেই কহে সেই মত সার।
আর যত মত হয় সব ছারখার॥ ৩৭
এত কহি সেই করে কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন॥ ৩৮
আচার্যের আগ্রহ 'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তাতে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে॥ ৩৯
'ভগবত্তা' মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥ ৪০
যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাহা হৈতে॥ ৪১
মীমাংসক কহে ঈশ্বর কর্মের অঙ্গ হন।

সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ॥ ৪২
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী 'নির্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু' কয়॥ ৪৩
পাতঞ্জল কহে ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান।
অতএব বেদমতে কহে স্বয়ং ভগবান্॥ ৪৪
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত বর্ণন॥ ৪৫
বেদান্ত মতে ব্রহ্ম—সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয় ত সগুণ॥ ৪৬
পরম-কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥ ৪৭
তাহে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥[ক] ৪৮

তথাহি—মহাভারতে বনপর্বণি (৩১৩।১১৭)

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ৯

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৫৪)]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্বসার॥ ৪৯
এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥ ৫০
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি॥ ৫১
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা॥ ৫২
মাধব সৌন্দর্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনে আসিয়া প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥ ৫৩
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি করে নাম সংকীর্তন॥ ৫৪
'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥' ৫৫
চৌদিকে লক্ষ লোক বলে 'হরি হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত ভরি॥ ৫৬
নিকটে হরিধ্বনি শুনি প্রকাশানন্দ।
কৌতুকে দেখিতে আইলা লঞা শিষ্যবৃন্দ॥ ৫৭
দেখি প্রভুর নৃত্য গীত দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে 'হরি হরি'॥ ৫৮
কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলক কদম্ব॥ ৫৯
হর্ষ দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারী বিকার।
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার॥ ৬০
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্বরিল॥ ৬১
প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু চরণ বন্দন।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ॥ ৬২
প্রভু কহে—তুমি জগদ্গুরু পূজ্যতম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম॥ ৬৩
শ্রেষ্ঠ হঞা কেন কর হীনের বন্দন।
আমার সর্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম॥ ৬৪
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্মময় ভাসে।
লোক-শিক্ষা লাগি ঐছে করিতে না আইসে॥ ৬৫
তেঁহো কহে তোমার নিন্দা পূর্বে যে করিল।
তোমার চরণ-স্পর্শে সব ক্ষয় হৈল॥ ৬৬

তথাহি—বাসনাভাষ্যধৃতপরিশিষ্টবচনম্

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ১০

অন্বয়—যদি (যদি) ; অচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবতি (যাঁহার মহতী শক্তি চিন্তার অতীত, অর্থাৎ যিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সেই ভগবানে) ; অপরাধিনঃ [স্যুঃ] (অপরাধী হয়) ; [তর্হি] (তবে) ; জীবন্মুক্তাঃ অপি (যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারাও) ; পুনঃ সংসারবাসনাং যান্তি (পুনরায় সংসারবাসনা প্রাপ্ত হন)।

[ক]ছয় দর্শন — ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ (পাতঞ্জল), পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা।

মহাজন—ভগবদ্ভক্ত।

অনুবাদ—অচিন্ত্যমহাশক্তিশালী শ্রীভগবানের কাছে (নিন্দাদি দ্বারা) যদি কেউ অপরাধী হয়, তারা জীবন্মুক্ত পুরুষ হলেও পুনরায় সংসার-বাসনার বন্ধনে পতিত হয়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৪।৯) শ্লোকঃ

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।

ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিতম্॥ ১১

অন্বয়—**ভগবতঃ** (ভগবানের) ; **শ্রীমৎ পাদস্পর্শহতাশুভঃ** (শ্রীচরণস্পর্শে যাহার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইয়াছে) ; **সঃ সর্পবপুঃ হিত্বা** (সে সেই সর্পদেহ পরিত্যাগ করিয়া) ; **বিদ্যাধরার্চিতং** (বিদ্যাধরগণ কর্তৃকও পূজিত) ; **রূপং ভেজে** (রূপ লাভ করিয়াছিল)।

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব বললেন—(সুদর্শন নামে বিদ্যাধর ঋষি অঙ্গিরার শাপে সর্প হয়েছিল)। শ্রীভগবানের চরণস্পর্শে সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হয়ে গেলে সে সর্পদেহ ত্যাগ করে বিদ্যাধরদের দ্বারা প্রশংসনীয় সুদুর্লভ রূপ লাভ করেছিল।

প্রভু কহে—বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি ক্ষুদ্র জীব হীন।
জীবে 'বিষ্ণু' মানি এই অপরাধ চিহ্ন॥ ৬৭
জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে যেই ব্রহ্মরুদ্রসম।
নারায়ণে মানে তার পাষণ্ডে গণন॥ ৬৮

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসে (১।৭৩)
পদ্মোত্তরখণ্ডবচনং (২৩।১২)

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।

সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ১২

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৬৩)]

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান॥ ৬৯
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সভা হৈতে।
সর্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে॥ ৭০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৫) শ্লোকঃ

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।

সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ১৩

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের ১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৭৫)]

তত্রৈব—(১০।৪।৬) শ্লোক

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্মং লোকানাশিষ এব চ।

হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ১৪

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৩৩)]

তথাহি—তত্রৈব (৭।৫।৩২) শ্লোকঃ

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ১৫

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪২৭)]

এবে তোমার পদাব্জে[ক] মোর উপজিব ভক্তি।
তার লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি॥ ৭১
এত বলি প্রভু লঞা তথায় বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা॥ ৭২
মায়াবাদে কৈলে যত দোষের আখ্যান।
সভে জানি আচার্যের কল্পিত ব্যাখ্যান॥ ৭৩
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।
তাহা শুনি সভার হৈল চমৎকার মন॥ ৭৪
তুমি ত ঈশ্বর, তোমার আছে সর্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি॥ ৭৫
প্রভু কহে 'আমি জীব' অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাস-সূত্রের গভীরার্থ, ব্যাস ভগবান্[খ]॥ ৭৬
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনি সূত্র করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥ ৭৭
যেই সূত্রকর্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥ ৭৮
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।

[ক]পদাব্জে—পাদপদ্মে ; চরণে।

[খ]ব্যাস ভগবান্—ব্যাসদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার।

সেই অর্থ চতুঃশ্লোকী বিবরিয়া কয়॥ ৭৯
ব্রহ্মারে নারায়ণ চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল॥ ৮০
সেই অর্থ নারদ ব্যাসদেবেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥ ৮১
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥ ৮২
চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥ ৮৩
সেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন॥[ক]৮৪
অতএব সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ কহে এক মত॥ ৮৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৮।১।১) শ্লোকঃ

আত্মাবাস্যমিদং সর্বং
যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা
মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ ১৬

অন্বয়— জগত্যাং (জগতে) ; যৎকিঞ্চিৎ জগৎ (যাহা কিছু বস্তু আছে) ; [তৎ] (সেই) ; ইদং সর্বং (এই সমস্তই) ; আত্মাবাস্যং (ঈশ্বরের সত্তা এবং চেতন দ্বারা ব্যাপ্ত) ; তেন (সেই ঈশ্বর কর্তৃক) ; ত্যক্তেন (দত্তবস্তু দ্বারা, অথবা ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া সেই গৃহীত বস্তু-দ্বারা) ; ভুঞ্জীথাঃ (ভোগ করো) ; কস্যস্বিৎ ধনং (অন্য কাহারও ধন) ; মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না)।

অনুবাদ —জগতে যা কিছু বস্তু আছে, সে সব বস্তুকেই ঈশ্বর নিজ সত্তা এবং চেতনা দ্বারা ব্যাপ্ত করে আছেন। সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের, অতএব ঈশ্বরে তা অর্পণ করেই ভোগ করো, অন্য কারও ধন আকাঙ্ক্ষা কোরো না।

এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিগ্‌দরশন।
এইমত ভাগবতের শ্লোক ঋক্ সম॥ ৮৬
ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥ ৮৭
আমি 'সম্বন্ধতত্ত্ব', আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধনভক্তি 'অভিধেয়' নাম॥ ৮৮
সাধনের ফল প্রেম মূল 'প্রয়োজন'।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন॥ ৮৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩০) শ্লোকঃ

জ্ঞানং পরমংগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ১৭

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১২)]

এই তিন তত্ত্ব[খ] আমি কহিল তোমারে।
জীব তুমি, এই তিন নারিবে জানিবারে॥ ৯০
যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ কর্ম ষড়ৈশ্বর্য শক্তি॥ ৯১
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে॥ ৯২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩১) শ্লোকঃ

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ১৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৩)]

সৃষ্টির পূর্বে ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে॥ ৯৩
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি প্রবেশিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে॥ ৯৪
প্রলয়ের অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥ ৯৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩২) শ্লোকঃ

অহমেবাসমেবাগ্রে

[ক]ব্যাসদেবের গ্রথিত বেদান্ত-সূত্রে ঋক্ অর্থাৎ বেদের মন্ত্র আলোচ্য বিষয় ; ভাগবতে সেই বেদমন্ত্র শ্লোকরূপে নিবদ্ধ হয়েছে।

[খ]এই তিনতত্ত্ব — সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন তত্ত্ব।

নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ
যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ১৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৩)]

'অহমেব অহমেব' শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য-শ্রীবিগ্রহ-স্থিতির নির্ধার॥ ৯৬
শ্রী বিগ্রহ যে না মানে নিরাকার মানে।
তারে তিরস্কার করি কৈল নির্ধারণে॥ ৯৭
এই সব শব্দে হয় বিজ্ঞান বিবেক।
মায়া-কার্যে আমা হৈতে আমি ব্যতিরেক॥ ৯৮
যৈছে সূর্যাভাস স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ॥ ৯৯
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধতত্ত্ব কহিল শুন আর সব॥ ১০০

তথাহি—(২।৯।৩৩) শ্রীভগবদ্বাক্যম্

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত
ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং
যথা ভাসো যথা তমঃ॥ ২০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৩)]

অভিধেয় সাধন ভক্তির শুনহ বিচার।
সর্বজন দেশ-কাল-দশায় ব্যাপ্তি যার॥ ১০১
ধর্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার।
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পার॥ ১০২
সর্বদেশে কালে দশায় জনের কর্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য॥ ১০৩

তথাহি—(২।৯।৩৫)

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥ ২১

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৪)]

আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম 'প্রয়োজন'।
কার্য দ্বারে কহি তাঁর 'স্বরূপলক্ষণ'॥ ১০৪
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে॥ ১০৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৪) শ্লোকঃ

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥ ২২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৩)]

ভক্ত আমা প্রেমে বান্ধিয়াছে হৃদয়-ভিতরে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে॥ ১০৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৫৫) শ্লোকঃ

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ ২৩

অন্বয়—অবশাভিহিতঃ অপি (যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও) ; অঘৌঘনাশঃ (সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হয় যাঁহার দ্বারা, সেই) ; সাক্ষাৎ হরিঃ (স্বয়ং হরিঃ) ; প্রণয়রশনয়া (প্রেমরজ্জু দ্বারা) ; ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম (বদ্ধ পাদপদ্ম হইয়া) ; যস্য হৃদয়ং (যাঁহার হৃদয়) ; ন বিসৃজতি (পরিত্যাগ করেন না) ; সঃ ভাগবত-প্রধানঃ উক্তঃ ভবতি (তিনি উত্তম ভাগবত কথিত হন)।

অনুবাদ—যাঁর নাম অবশে বা হেলায় উচ্চারণ করলেই সমস্ত পাপরাশি নষ্ট হয়, সেই কৃষ্ণের পদকমল যাঁর প্রেমের রজ্জুতে বাঁধা পড়েছে, তার হৃদয় তিনি কখনো ত্যাগ করেন না। এমন ভক্তই উত্তম ভাগবত বলে অভিহিত হন।

তথাহি—তত্রৈব (১১।২।৪৫)

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ২৪

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৫৬)]

তথাহি—তত্রৈব (১০।৩০।৪) শ্লোকঃ

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা

বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্ বনাদ্ বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥ ২৫

অন্বয়—সংহতা (সমবেত হইয়া গোপীগণ) ; **উচ্চৈঃ গায়ন্ত্যঃ** (উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে) ; **বনাৎ বনং** (বন হইতে বনান্তরে গমন করিয়া) ; **অমুম্ এব** (উহাকেই—শ্রীকৃষ্ণকেই) ; **উন্মত্তকবৎ বিচিক্যুঃ** (উন্মত্তের ন্যায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন) ; **আকাশবৎ** (আকাশের ন্যায়) ; **ভূতেষু অন্তরং বহিঃ** (সর্বভূতের অন্তরে এবং বাহিরে) ; [ব্যাপ্য সন্তং] (ব্যাপ্ত থাকিয়া) ; **পুরুষং বনস্পতীন্** (শ্রীকৃষ্ণের বার্তা বৃক্ষ সমূহের নিকটে) ; **পপ্রচ্ছুঃ** (জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন)।

অনুবাদ—(শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী ত্যাগ করে গেলে) গোপীগণ সমবেত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণগান করতে করতে বন থেকে বনান্তরে পাগলের মতো শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন এবং আকাশের মতো চরাচর সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বার্তা বনস্পতিদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনময়॥ ১০৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১) শ্লোকঃ

বদন্তি তত্ত্বত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২৬

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৫।২৩) শ্লোকঃ

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মানানামত্যুপলক্ষণঃ॥ ২৭

অন্বয়—অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) ; **আত্মেচ্ছানুগতৌ** (ভগবানের সৃষ্ট্যাদি ইচ্ছা তাহাতে লীন হইলে) ; **ইদং** [বিশ্বং] (এই বিশ্ব) ; **ভগবান্ একঃ এব আস** (ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া ছিল) ; [সঃ] (সেই ভগবান) ; **আত্মনাং আত্মা বিভুঃ** (শুদ্ধজীবসমূহের আত্মাস্বরূপ এবং প্রভু) ; **নানামত্যুপলক্ষণঃ আত্মা** (বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবে উপলক্ষিত এবং ব্যাপক স্বয়ংসিদ্ধস্বরূপ)।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্বজগৎ ভগবানের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল। সেই ভগবান শুদ্ধজীবের আত্মাস্বরূপ, প্রভুস্বরূপ এবং ব্যাপক ও স্বয়ং-সিদ্ধস্বরূপ। তাঁর মধ্যেই সমস্ত আত্মা ও সৃষ্টির ইচ্ছা লীন হয়েছিল এবং বৈকুণ্ঠাদি বৈভব অর্থাৎ ঐশ্বর্যও তাঁর মধ্যেই ছিল।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮) শ্লোকঃ

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং
মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ২৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩০)]

এইত 'সম্বন্ধ' শুন 'অভিধেয়' ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে যার অবস্থিতি॥ ১০৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২১) শ্লোকঃ

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ
শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ২৯

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৯০)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০) শ্লোকঃ

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতাঃ॥ ৩০

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৫২)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭) শ্লোকঃ

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-

দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ৩১

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৮৯)]

এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ॥ ১০৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।৩১) শ্লোকঃ

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ
মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা
বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ ৩২

অন্বয়—অঘৌঘহরং (পাপরাশিবিনাশক) ; হরিং স্মরন্ত (শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া) ; মিথঃ স্মারয়ন্তঃ চ (এবং পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া) ; ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া (সাধনভক্তি দ্বারা সঞ্জাত) ; ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) ; উৎপুলকাং তনুং (রোমাঞ্চিত কলেবরকে) ; বিভ্রতি (ধারণ করেন)।

অনুবাদ —পাপ-বিনাশক শ্রীহরিকে স্মরণ করে এবং অন্যকে স্মরণ করিয়ে সাধনভক্তি প্রভাবে প্রেম-ভক্তির উদয় হলে তাঁরা রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েন।

তথাহি—(১১।২।৪০)

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৩৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০১)]

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ॥ ১১০

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসে (১০।২৮৩)
গরুড়পুরাণবচনম্

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ ৩৪
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥ ৩৫

অন্বয়—অয়ং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ (এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক) ; গ্রন্থঃ (গ্রন্থ) ; ব্রহ্মসূত্রানাং অর্থঃ (বেদান্তসূত্রসমূহের অর্থ) ; ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ (মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক) ; গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ (গায়ত্রীর ভাষ্যসদৃশ) ; বেদার্থপরিবৃংহিতঃ (বেদার্থ পরিপুষ্ট) ; পুরাণানাং অসৌ সামরূপঃ (পুরাণসমূহের মধ্যে ইহা সামবেদ সদৃশ) ; সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ (সাক্ষাৎ ভগবান কর্তৃক কথিত) ; অয়ং দ্বাদশ স্কন্ধযুক্তঃ (ইহা দ্বাদশ-স্কন্ধযুক্ত) ; শতবিচ্ছেদসংযুক্তঃ (শত—তিন শত পঁয়ত্রিশটি অধ্যায় সংযুক্ত) ; অষ্টাদশ সাহস্রঃ (এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকযুক্ত)।

অনুবাদ —শ্রীমদ্ভাগবত নামক এই গ্রন্থ সাক্ষাৎ ভগবান কর্তৃক কথিত হয়েছেন ; এই গ্রন্থ পুরাণসমূহের মধ্যে সামবেদ তুল্য, বেদান্তসূত্রের অর্থস্বরূপ এবং গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ ; মহাভারতের সমস্ত অর্থ এই গ্রন্থে নির্ণয় করা হয়েছে এবং সমগ্র বেদের অর্থদ্বারা এই গ্রন্থ পরিপুষ্ট ; এই গ্রন্থে বারোটি স্কন্ধ, তিনশো পঁয়ত্রিশটি অধ্যায় এবং আঠারো হাজার শ্লোক রয়েছে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।৪২) শ্লোকঃ

সর্ববেদেতিহাসানাং সারং
সারং সমুদ্ধৃতম্॥ ৩৬

অন্বয়— সর্ববেদেতিহাসানাং (সমস্ত বেদ ও ইতিহাসের) ; সারং সারং (সারবস্তুগুলি) ; সমুদ্ধৃতম্ (চয়ন করিয়া) ; [সুতং গ্রাহয়ামাস] (নিজপুত্র শুকদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—সমস্ত বেদ ও ইতিহাস থেকে সারবস্তুগুলি চয়ন করে রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ (যা নিজ পুত্র শুকদেবকে শিক্ষা দিয়েছিলেন)।

তথাহি—তত্রৈব ১২।১৩।১৫ শ্লোকঃ

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ৩৭

অন্বয়—শ্রীভাগবতং হি (শ্রীমদ্‌ভাগবত) ; সর্ববেদান্তসারং (সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সারভূত রূপে) ;

ইষ্যতে (অভীষ্ট হয়) ; তদ্রসামৃততৃপ্তস্য (শ্রীমদ্‌ভাগবত রসামৃতে পরিতৃপ্ত জনের) ; ক্বচিৎ অন্যত্র রতিঃ ন স্যাৎ (কখনো অন্য শাস্ত্রাদিতে রতি হয় না)।

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সার। এই গ্রন্থের রসামৃত আস্বাদন করে যাঁর পরিতৃপ্তি হয়েছে, তার আর অন্য কোনো শাস্ত্রাদিতে রতি বা আসক্তি জন্মে না।

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
'সত্যং পরং' সম্বন্ধ, 'ধীমহি' সাধন প্রয়োজন॥[ক] ১১১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১) শ্লোকঃ

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি॥ ৩৮

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৫৫)]

কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥ ১১২

তথাহি—তত্রৈব (১।১।৩) শ্লোকঃ

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ ৩৯

অন্বয়—অহো রসিকাঃ ভাবুকাঃ (হে রসজ্ঞ ও রসবিশেষে ভাবনাচতুর ব্যক্তিগণ) ; শুকমুখাৎ (শুকমুখ হইতে) ; ভুবি গলিতং (পৃথিবীতে পতিত) ; অমৃতদ্রবসংযুতং (অমৃতরসপূর্ণ) ; নিগমকল্পতরোঃ (বেদরূপ কল্পবৃক্ষের) ; রসঃ ফলং ভাগবতং (রসময় ফল শ্রীমদ্ভাগবত) ; আলয়ং পিবতঃ (লয় অর্থাৎ মোক্ষ পর্যন্ত পান করুন)।

অনুবাদ—এই শ্রীমদ্‌ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলস্বরূপ। এই ফল শুকপাখির মুখ থেকে গলিত হয়ে অখণ্ডরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়েছে। অতএব হে রসিক ও ভাবুক জন! বেদকল্পবৃক্ষের এই অমৃতরসপূর্ণ ফল আপনারা চিরকাল ধরে অর্থাৎ মোক্ষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতেই বারবার পান করতে থাকুন।

তত্রৈব—(১।১।১৯) শ্লোকঃ

বয়ং তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥ ৪০

অন্বয়—বয়ং তু (আমরা —শৌনকাদি মুনিগণ কিন্তু) ; উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে (উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র শ্রবণে) ; ন বিতৃপ্যামঃ (তৃপ্তিলাভ করি না) ; শৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং (শ্রবণকারী রসজ্ঞব্যক্তিগণের সম্বন্ধে) ; যৎ পদে পদে স্বাদু স্বাদু (যাহা প্রতি পদে মিষ্ট হইতে সুমিষ্ট)।

অনুবাদ—শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতের নিকট বললেন —উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকথা শুনে আমরা কিন্তু তৃপ্তিলাভ করতে পারি না (অর্থাৎ কৃষ্ণকথা যতই শুনি, ততই লালসা বেড়ে যায়)। যারা রসজ্ঞ, তাঁরা যদি এই ভগবদ্‌কথা শুনতে থাকেন, তাহলে এই চরিত্রকথার প্রতিপদই তাঁদের নিকট মিষ্ট থেকে সুমিষ্ট বলে মনে হয়।

তত্রৈব—২ শ্লোকঃ

ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ৪১

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২০)]

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার॥ ১১৩

[ক]সত্যং পরং—সেই সত্যস্বরূপ পরম পুরুষের। ধীমহি—ধ্যান করি।

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥ ১১৪

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং (১৮।৫৪) শ্লোকঃ
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৪২

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৩৭)]

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাব-ব্যাখ্যায়াং ধৃতা শ্রুতিঃ
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ৪৩

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৯) শ্লোকঃ
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥ ৪৪

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৫৮)]

তথাহি—তত্রৈব (৩।১৫।৪৩) শ্লোকঃ
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৪৫

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৫২)]

তথাহি—তত্রৈব (১।৭।১০) শ্লোকঃ
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ৪৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২২২)]

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল এই শ্লোক-বিবরণ॥ ১১৫
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার।
করিয়াছেন, যাহা শুনি লোকে চমৎকার॥ ১১৬
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল।
একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল॥ ১১৭
শুনিয়া সন্ন্যাসিগণের চমৎকার হৈল।
চৈতন্য গোঁসাঞি শ্রীকৃষ্ণ নির্ধারিল॥ ১১৮
এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি॥ ১১৯
সব কাশীবাসী করে নাম-সংকীর্তন।
প্রেমে হাসে কাঁদে গায় করয়ে নর্তন॥ ১২০
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসী পুরী প্রভু করিলা নিস্তার॥ ১২১
নিজগণ লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর॥ ১২২
নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি।
কাশীতে বেচিতে আমি আইলুঁ ভাবকালী[ক]॥ ১২৩
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি বহি দেশে লওয়া নাহি যায়॥ ১২৪
'আমি বোঝা বহিব' তোমা সভার দুঃখ হৈল।
তোমা সভার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল॥ ১২৫
সভে কহে লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার॥ ১২৬
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সভার সুখ॥ ১২৭
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল॥ ১২৮
লক্ষ কোটি লোক আইসে নাহিক গণন।
সংকীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন॥ ১২৯
প্রভু যবে স্নানে যান, বিশ্বেশ্বর দর্শনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে॥ ১৩০
বাহু তুলি প্রভু কহে বল 'কৃষ্ণ হরি'।
দণ্ডবৎ করে লোক 'হরিধ্বনি' করি॥ ১৩১
এইমত পঞ্চ দিন লোক নিস্তারিয়া।
আর দিনে চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া॥ ১৩২
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন।
পাছে লাগ লৈল তবে ভক্ত পঞ্চজন॥ ১৩৩
তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীব্রাহ্মণ।

[ক]ভাবকালী— প্রেমভক্তি।

চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ কীর্তনীয়া জন॥ ১৩৪
সভে চাহে প্রভুসঙ্গে নীলাচলে যাইতে।
সভারে বিদায় দিল প্রভু যত্নের সহিতে॥ ১৩৫
যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড পথে॥ ১৩৬
সনাতনে কহিল—তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন॥ ১৩৭
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তার করিহ পালন॥ ১৩৮
এত বলি চলিলা প্রভু সভা আলিঙ্গিয়া।
সভেই পড়িলা তাঁহা মূর্ছিত হইয়া॥ ১৩৯
কথোক্ষণে উঠি সভে দুঃখে ঘর আইলা।
সনাতন গোঁসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা॥ ১৪০
এথা রূপ গোঁসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁহারে সুবুদ্ধি রায় মিলিলা॥ ১৪১
পূর্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকুরী॥ ১৪২
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসাব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তাঁরে চাবুক মারিল॥[ক] ১৪৩
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি রায়েরে তিঁহো বহু বাড়াইল[খ]॥ ১৪৪
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজস্থানে॥ ১৪৫
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥ ১৪৬
স্ত্রী কহে—জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে॥ ১৪৭
স্ত্রী মারিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানি[গ] তাঁর মুখে দেয়াইলা॥ ১৪৮
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম[ঘ] পাইয়া।

[ক]মনসাব—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।
ছিদ্র পাঞা—দোষ পেয়ে।
[খ]বহু বাড়াইল—খুব সম্মান করলেন।
[গ]করোয়ার পানি—মুসলমানের ব্যবহৃত জলপাত্রের জল অর্থাৎ বদ্‌নার জল।
[ঘ]ছদ্ম—ছল।

বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া॥ ১৪৯
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তেঁহো পণ্ডিতের স্থানে।
তাঁরা কহে তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে॥ ১৫০
কেহ কেহ—এই নহে, অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়॥ ১৫১
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥ ১৫২
প্রভু কহে—ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্তন॥ ১৫৩
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥ ১৫৪
রায়-আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেতে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা॥ ১৫৫
কতক দিবস তেঁহো নৈমিষারণ্যে রহিলা।
তাবৎ বৃন্দাবন দেখি প্রয়াগে আইলা॥ ১৫৬
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুর বার্তা পাইল।
প্রভুর লাগি না পাঞা বড় দুঃখী হৈল॥ ১৫৭
রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একৈক বোঝাতে॥ ১৫৮
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবানা খাইয়া।
আর পয়সা বেণিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া॥ ১৫৯
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া[ঙ] আইলে দধিভাত তৈল মর্দন॥ ১৬০
রূপ গোঁসাঞি আইলে তাঁরে বহুপ্রীতি কৈলা।
আপন সঙ্গে লয়ে দ্বাদশ বন দেখাইলা॥ ১৬১
মাসমাত্র রূপ গোঁসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে॥ ১৬২
গঙ্গাতীর পথে প্রভু প্রয়াগেতে গেলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা॥ ১৬৩
এথা সনাতন গোঁসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সরাণ রাজপথ[চ] দিয়া॥ ১৬৪
মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ অনুপম কথা সকলি কহিলা॥ ১৬৫

[ঙ]গৌড়িয়া—বঙ্গদেশী বৈষ্ণব।
[চ]সরাণ রাজপথ—প্রসিদ্ধ রাস্তা।

গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন॥ ১৬৬
সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে॥ ১৬৭
মহা বিরক্ত[ক] সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে॥ ১৬৮
মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ত তীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া॥ ১৬৯
এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা।
রূপ গোঁসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা॥ ১৭০
মহারাষ্ট্র দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন।
তিনজন সহ রূপ করিল মিলন॥ ১৭১
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্রঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা॥ ১৭২
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে॥ ১৭৩
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হইল লোকমুখে কীর্তন শুনিয়া॥ ১৭৪
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্র কৈল।
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল॥ ১৭৫
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জন বনপথে যাইতে মহাসুখ পাইলা॥ ১৭৬
সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে।
পূর্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈলা নানা রঙ্গে॥ ১৭৭
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজভক্তগণে॥ ১৭৮
শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীলা[খ]।
দেহে প্রাণ আইল যৈছে ইন্দ্রিয় উঠিলা॥ ১৭৯
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে[গ] আসিয়া সভে প্রভুরে মিলিলা॥ ১৮০
পুরী ভারতী[ঘ]র প্রভু বন্দিলা চরণ।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥ ১৮১
দামোদর-স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর॥ ১৮২
কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন, পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর॥ ১৮৩
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সভা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥ ১৮৪
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সভা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে॥ ১৮৫
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য গীত কৈলা॥ ১৮৬
জগন্নাথ-সেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা॥ ১৮৭
'মহাপ্রভু আইলা' গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিলা সকল॥ ১৮৮
সভা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা।
সার্বভৌমপণ্ডিত গোঁসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা॥ ১৮৯
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সভা সঙ্গে ইহাঁ আমি করিব ভোজনে॥ ১৯০
তবে দোঁহে জগন্নাথের প্রসাদ আনিল।
সভা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল॥ ১৯১
এইত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনরপি কৈল যৈছে নীলাদ্রি গমন॥ ১৯২
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥ ১৯৩
মধ্যলীলার কৈল এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর কৈল যৈছে গমনাগমন॥ ১৯৪
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্তন বিলাস॥ ১৯৫
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় লীলার আস্বাদ॥ ১৯৬
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্রকথন।
তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন॥ ১৯৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন।
তঁহি মধ্যে নানা ভাবের দিগ্‌দরশন॥ ১৯৮

[ক]মহা বিরক্ত—সংসারের প্রতি আসক্তিহীন।
[খ]জীলা—জীবন পেল।
[গ]নরেন্দ্রে—নরেন্দ্র সরোবর।
[ঘ]পুরী ভারতী—পরমানন্দ পুরী এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস।
আচার্যের ঘরে যৈছে করিলা বিলাস॥ ১৯৯
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র আস্বাদন।
গোপাল স্থাপন, ক্ষীর চুরির বর্ণন॥ ২০০
পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল-চরিত্র-বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে প্রভু করে আস্বাদন॥ ২০১
ষষ্ঠে সার্বভৌমে প্রভু করিলা উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা, বাসুদেব-নিস্তার॥ ২০২
অষ্টমে রামানন্দ-সংবাদ-বিস্তার।
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার॥ ২০৩
নবমে কহিল দক্ষিণ তীর্থভ্রমণ।
দশমে কহিল সব বৈষ্ণব মিলন॥ ২০৪
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেঢ়া-সংকীর্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন ক্ষালন॥ ২০৫
ত্রয়োদশে রথ-আগে প্রভুর নর্তন।
চতুর্দশে হোরাপঞ্চমীযাত্রা দরশন॥ ২০৬
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈলা আস্বাদন॥ ২০৭
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল।
সার্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা অমোঘে তারিল॥ ২০৮
ষোড়শে বৃন্দাবন যাত্রা গৌড়দেশ পথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে॥ ২০৯
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন-বিহার বর্ণন॥ ২১০
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপের শক্তি-সঞ্চারণ॥ ২১১
বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণন॥ ২১২
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য-মাধুর্য বর্ণন।
দ্বাবিংশে দ্বিবিধ সাধন-ভক্তি-বিবরণ॥ ২১৩
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি-রসের কথন।
চতুর্বিংশে আত্মারাম- শ্লোকার্থ-বর্ণন॥ ২১৪
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণব-করণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন॥ ২১৫
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ॥ ২১৬
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলা-সার।
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার॥ ২১৭
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনে আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে॥ ২১৮
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বসার॥ ২১৯
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিল প্রচার।
'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত' জানাইল সংসার॥ ২২০
ভক্ত লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহো ভক্তমুখে কহাই শুনিলা আপনে॥ ২২১
শ্রীচৈতন্যসম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥ ২২২
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য-চরণ॥ ২২৩
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাবে পার॥ ২২৪

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥ ২২৫
ভক্তগণ ! শুন মোর দৈন্য বচন।
তোমা সভার চরণ-, ধূলি অঙ্গে বিভূষণ,
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন॥ ২২৬
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রিদিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ॥ ২২৭
নানা ভাবের ভক্তজন, হংস চক্রবাকগণ,
যাতে সভে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল, যাঁহা পাই সর্বকাল,
ভক্তহংস করয়ে আহার॥ ২২৮
সেই সরোবরে গিয়া, হংসচক্রবাক হঞা,
সদা তাহাঁ করহ বিলাস।

খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস॥ ২২৯
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার শেষে জীয়ে জগজন॥ ২৩০
চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা-সুকর্পূর,
দোঁহে মিলি হয় যে মাধুর্য।
সাধু গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সে-ই জানে মাধুর্য-প্রাচুর্য॥ ২৩১
এই লীলামৃত বিনে, খায় যদি অনুপানে,[ক]
তবু ভক্তের দুর্বল জীবন।
যার একবিন্দু পানে, উল্লসিত তনু মনে,
হাসে গায় করয়ে নর্তন॥ ২৩২
এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্তে[খ], অমেধ্য কর্কশাবর্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্বনাশ॥ ২৩৩
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সভার শ্রীচরণ, শিরে করি বিভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ॥ ২৩৪
শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ জীব চরণ,
শিরে ধরি যার করোঁ আশ।

[ক]অনুপানে — মূল ঔষধের অঙ্গরূপে, ঔষধের সঙ্গে বা পরে যা পান করা যায়, তাকে অনুপান বলে।

[খ]কুতর্ক গর্তে — ভজনবিরোধী কুতর্ক ; যেমন, অনেকে বলতে পারেন যে, উভয় লীলা ভজনের প্রয়োজন নেই ; কেবল শ্রীচৈতন্যলীলা বা কেবল শ্রীকৃষ্ণলীলা সেবন করলেই সাধ্যবস্তু লাভ করা যায়। কিন্তু তা নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করে উভয় লীলার সেবাই করতে হবে।

অমেধ্য কর্কশাবর্তে — অপবিত্র দুর্গন্ধময় বিষ্ঠা এবং নিষ্ঠুর বা নির্দয় ঘূর্ণীপাক।

কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥ ২৩৫

শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥ ৪৭

অন্বয়—এতৎ চৈতন্যচরিতামৃতং (এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ) ; শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে (শ্রীমন্মদনগোপাল এবং শ্রীগোবিন্দদেবের সন্তুষ্টির নিমিত্ত) ; অস্তু (হউক) ; চৈতন্যার্পিতং অস্তু (এবং শ্রীচৈতন্যদেবে অর্পিত হউক)।

অনুবাদ—এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রীমন্মদন গোপালের এবং শ্রীগোবিন্দদেবের সন্তোষবিধানের জন্য হোক এবং শ্রীচৈতন্যদেবে অর্পিত হোক।

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খলসমুদয়কোলৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্।
ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ
সহৃদয়সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি॥ ৪৮

অন্বয়—তৎ ইদং গৌরলীলামৃতং (সেই এই গৌরলীলামৃতরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) ; অতিরহস্যং (অতি গোপনীয়) ; যৎ খলসমুদয় কোলৈঃ (খলরূপ শূকরগণ কর্তৃক) ; ন আদৃতং (আদৃত হয় না) ; [অতএব] (অতএব) ; তৈঃ অলভ্যং (তাহাগণ কর্তৃক অলভ্য) ; ইহ মে কা ক্ষতিঃ (ইহাতে আমার কী ক্ষতি ?) ; যৎ সহৃদয় সুমনোভিঃ (যেহেতু সহৃদয় সাধুচিত্ত কর্তৃক) ; স্বাদিতং (আস্বাদিত হইয়া) ; এষাং সমন্তাৎ (ইঁহাদের সর্বতোভাবে) ; মোদং তনোতি (আনন্দবিস্তার করে)।

অনুবাদ—এই গৌরলীলামৃতরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অতি গোপনীয় রহস্যময়। এই অমৃতকে খলরূপ শূকরগণ (মলিন চিত্ত, বিষয়াসক্ত, ভগবদ্‌বহির্মুখী ব্যক্তি) আদর করে না, অতএব এই অমৃত তারা লাভ করতে পারে না ; এতে আমার কী ক্ষতি ? যেহেতু এই লীলামৃত সহৃদয় সাধুচিত্ত দ্বারা আস্বাদিত হয়ে সর্বতোভাবে তাঁদের আনন্দবর্ধন করছে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসি বৈষ্ণবকরণ পুনর্নীলাচলগমনং নাম পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ।

মধ্যলীলা সমাপ্ত।

।। শ্রীহরিঃ ।।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অন্ত্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্।। ১

অন্বয়—যৎকৃপা পঙ্গুং (যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে) ; শৈলং লঙ্ঘয়তে (পর্বত লঙ্ঘন করায়) ; মূকং শ্রুতিং আবর্তয়েৎ (মূককে—বোবাকে বেদ আবৃত্তি করায়) ; তং ঈশ্বরং (সেই ঈশ্বর) ; কৃষ্ণচৈতন্যং অহং বন্দে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ—যাঁর কৃপা পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়, মূককে (বোবা) বেদ আবৃত্তি করায়, আমি সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্।। ২

অন্বয়—সন্তঃ (সাধুগণ) ; স্বকৃপাযষ্টিদানেন (স্বীয় কৃপারূপ যষ্টি দান করিয়া) ; দুর্গমে পথি (দুর্গম পথে) ; মুহুঃ স্খলৎপাদগতেঃ (পুনঃপুন যাহার পদস্খলন হইতেছে) ; অন্ধস্য মে অবলম্বনং সন্তু (অন্ধ আমার অবলম্বন হউন)।

অনুবাদ—একে আমি অন্ধ (অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানহীন), তাতে এই দুর্গম (শাস্ত্র) পথে বার বার আমার পদস্খলন হচ্ছে ; অতএব সাধুগণ যেন তাঁদের কৃপাযষ্টি দান করে আমার অবলম্বন হোন।

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ।। ১
এই ছয় গুরুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ, অভীষ্ট পূরণ।। ২

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ।। ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮)]

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীমদ্‌রাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।। ৪

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮)]

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ।। ৫

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৮)]

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।। ৩
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা-বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ।। ৪

মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলার সূত্রগণ[ক]।
পূর্ব গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন॥ ৫
আমি জরাগ্রস্ত, নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্য কোন কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন॥ ৬
পূর্বলিখিত সূত্রগণ অনুসারে।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে॥ ৭
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচল আইলা।
স্বরূপ গোঁসাঞি গৌড়ে বার্তা পাঠাইলা॥ ৮
শুনি শচী আনন্দিত সর্ব ভক্তগণ।
সভে মিলি নীলাচলে করিলা গমন॥ ৯
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সভে আসি॥ ১০
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান[খ]।
সভারে পালন করি দেন বাসাস্থান॥ ১১
একটি কুক্কুর চলে শিবানন্দ সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে॥ ১২
একদিন তবে এক নদী পার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে॥ ১৩
কুক্কুর রহিলা, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশ পণ কড়ি দিঞা কুক্কুর পার কৈলা॥ ১৪
একদিন শিবানন্দে ঘাটিয়ালে রাখিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা॥ ১৫
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে।
'কুক্কুর পাঞাছে ভাত ?' সেবকে পুছিলে॥ ১৬
'কুক্কুর ভাত নাহি পায়' শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে[গ] দশ লোক পাঠাইলা॥ ১৭
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইলা।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা॥ ১৮
প্রভাতে উঠি চাহি কুক্কুর কাঁহা না পাইলা।
সকল বৈষ্ণবমনে চমৎকার হৈলা॥ ১৯
উৎকণ্ঠায় চলি সভে আইলা নীলাচলে।
পূর্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে॥ ২০
সভা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সভা লঞা মহাপ্রভু করিলা ভোজন॥ ২১
পূর্ববৎ সভারে প্রভু পাঠাইলা বাসস্থানে।
প্রভুঠাঞি প্রাতঃকালে আইলা আর দিনে॥ ২২
আসিয়া দেখিল সভে সেইত কুক্কুরে।
প্রভুর কাছে বসি আছে কিছু অল্পদূরে॥ ২৩
প্রসাদ নারিকেল শস্য দেন ফেলাইয়া।
'কৃষ্ণ, রাম, হরি' কহ, বলেন হাসিয়া॥ ২৪
শস্য খায় কুক্কুর, 'কৃষ্ণ' কহে বার বার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥ ২৫
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥ ২৬
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইল।
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠতে গেল॥ ২৭
ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে 'কৃষ্ণ' কহাই করিলা মোচন॥ ২৮
এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন॥ ২৯
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দীশ্লোক তথাই লিখিল॥ ৩০
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥ ৩১
এই মত দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা॥ ৩২
রূপ গোঁসাঞি প্রভু-পাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥ ৩৩
অনুপমের লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হৈল।
ভক্তগণ পাশে আইল, লাগি না পাইল॥ ৩৪
উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম॥ ৩৫
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী।

[ক]সূত্রগণ — সূত্রাকারে সংক্ষেপে বর্ণন। বার্ধক্য হেতু দেহত্যাগের আশঙ্কা করে কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলাতেই অন্ত্যলীলার কিছু কিছু বর্ণনা করেছেন।

[খ]ঘাটি সমাধান—পথকর দেওয়া বিষয়ক কার্য সম্পাদন।

[গ]চাহিতে—খুঁজিতে।

সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল বহু কৃপা করি॥ ৩৬
'আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিচক্ষণ'॥ ৩৭
স্বপ্ন দেখি রূপ গোঁসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার॥ ৩৮
ব্রজ-পুরলীলা[ক] একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥ ৩৯
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসিয়া উত্তরিলা হরিদাসের বাসাস্থলে॥ ৪০
হরিদাস ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।
তুমি যে আসিবে, প্রভু আমারে কহিলা॥ ৪১
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে, প্রভু আসিবেন এখন॥ ৪২
উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে মিলিতে।
প্রতিদিন আইসেন, প্রভু আইলা আচম্বিতে॥ ৪৩
রূপ দণ্ডবৎ করে, হরিদাস কহিল।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিল॥ ৪৪
হরিদাস রূপ লঞা বসিল এক স্থানে।
কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী[খ] কৈল কথোক্ষণে॥ ৪৫
সনাতনের বার্তা যবে গোঁসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তাঁর সনে দেখা না হইল॥ ৪৬
আমি গঙ্গাপথে আইলাম তেঁহো রাজপথে।
অতএব তাঁর দেখা না হইল আমার সাথে॥ ৪৭
প্রয়াগে শুনিলা তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন॥ ৪৮
তবে তাঁরে বাসা দিয়া গোঁসাঞি চলিলা।
গোঁসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা॥ ৪৯
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সব করুণা করিয়া॥ ৫০
সভার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সভে কৈল আলিঙ্গন॥ ৫১
অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু এই দুই জনে।

[ক]ব্রজ-পুরলীলা—ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা।

[খ]ইষ্টগোষ্ঠী—কৃষ্ণকথা।

প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে॥ ৫২
তোমা দোঁহারকৃপাতে ইহাঁর হয় তৈছে শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরস-ভক্তি॥ ৫৩
গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সভার হইল রূপ স্নেহের ভাজন॥ ৫৪
প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুই জনে॥ ৫৫
ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহাসনে করি কথোক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন॥ ৫৬
এই মত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার॥ ৫৭
ভক্ত লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জন।
আইটোটা[গ] আসি কৈল বন্য-ভোজন॥ ৫৮
প্রসাদ খান 'হরি' বলেন সর্ব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস রূপের উল্লাসিত মন॥ ৫৯
গোবিন্দ দ্বারায় প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা॥ ৬০
আর দিনে প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥ ৬১
'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥' ৬২

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণঃ
প্রকটলীলায়াং (৫।৪৬১) যামলবচনম্—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥ ৬

অন্বয়—যদুসম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ অন্যঃ (যদুবংশে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ—বাসুদেব অন্যপ্রকাশ) ; যঃ পূর্ণঃ (যিনি পূর্ণতম স্বরূপ—স্বয়ংরূপ) ; সঃ অতঃ পরঃ (তিনি ইঁহা হইতে অর্থাৎ এই বাসুদেব-স্বরূপ হইতে শ্রেষ্ঠ) ; সঃ বৃন্দাবনং (তিনি বৃন্দাবনকে) ; পরিত্যজ্য ক্বচিৎ (কোনো সময়ে পরিত্যাগ করিয়া) ; ন গচ্ছতি এব (যাবেন না)।

[গ]আইটোটা—একটি উদ্যান বা বাগানের নাম। উড়িয়া ভাষায় যুঁই ফুলের বাগানকে আইটোটা বলে।

অনুবাদ — যদুবংশে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব-নাম্নী অন্যপ্রকাশ ; পূর্ণতম স্বরূপ অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ এই বাসুদেব-স্বরূপ থেকে শ্রেষ্ঠ—তিনি কোনো সময় বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে যানই না।

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোঁসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা॥ ৬৩
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানি পৃথক্ করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল॥ ৬৪
পূর্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা।
দুই নাটক[ক] করি এবে করিব ঘটনা॥ ৬৫
দুই নান্দী[খ] প্রস্তাবনা[গ] দুই সংঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লেখে করিয়া ভাবনা॥ ৬৬
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল।
রথ অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্তন দেখিল॥ ৬৭
প্রভুমুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই॥ ৬৮
পূর্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন॥ ৬৯
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্তনে।
কেনে শ্লোক পড়েন ইহা কেহ নাহি জানে॥ ৭০
সবে একা স্বরূপ গোঁসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করান আস্বাদনে॥ ৭১
রূপ গোঁসাঞি মহাপ্রভুর জানি অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায়॥ ৭২

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে (১।৪) সাহিত্য দর্পণে (১।১০) পদ্যাবল্যাং (৩৮৬)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ ৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৬৫)]

তথাহি—পদ্যাবল্যাং (৩৮৭)
শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোঽয়ং শ্লোকঃ

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥ ৮

অন্বয় — সহচরি (হে সহচরি) ; সোঽয়ং প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ (সেই এই প্রিয় কৃষ্ণ) ; কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ (কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন) ; তথা অহং সা রাধা (আমিও সেই রাধা) ; উভয়োঃ তৎ ইদং সঙ্গমসুখং (আমাদের উভয়ের সেই এই মিলনসুখ) ; তথাপি মে মনঃ (তথাপি আমার মন) ; অন্তঃখেলন্মধুর মুরলী পঞ্চমজুষে (যাহার অভ্যন্তরে ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের মধুরমুরলীর পঞ্চমস্বর মুখরিত হইত, সেই) ; কালিন্দীপুলিনবিপিনায় (যমুনাতটস্থিত কাননের নিমিত্ত) ; স্পৃহয়তি (বাসনা করিতেছে)।

অনুবাদ — কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীরাধা যেন তাঁর প্রিয় সহচরীকে বলছেন— 'হে সহচরি ! সেই এই প্রিয় কৃষ্ণ, যিনি কুরুক্ষেত্রে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং আমিও সেই রাধাই (যাঁর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে মিলিত হয়েছিলেন) ; আমাদের মিলনসুখও সেই। তথাপি যে বন তাঁর মধুর-মুরলীর পঞ্চম স্বরের অপূর্ব মাধুর্য ধারণ করত, বৃন্দাবনের সেই যমুনাতটস্থিত বনেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে।'

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপগোঁসাঞি গেলা॥ ৭৩
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে।
চালে গোঁজা শ্লোক পাঞা লাগিলা পড়িতে॥ ৭৪
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।

[ক]দুই নাটক—অর্থাৎ সত্যভামার আজ্ঞায় 'ললিতমাধব' নাটক আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় 'বিদগ্ধমাধব'।

[খ]নান্দী—নাটকাদির মঙ্গলাচরণ শ্লোক বিশেষ।

[গ]প্রস্তাবনা—নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিকের কৌশলপূর্ণ বিচিত্র বাক্যময় কথোপকথন — যার দ্বারা নাটকের বিষয়টি প্রস্তাবিত হয়, তাকে প্রস্তাবনা বলে।

হেনকালে রূপ গোঁসাঞি স্নান করি আইলা॥ ৭৫
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা॥ ৭৬
গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে।
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ৭৭
সেই শ্লোক লঞা প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিল॥ ৭৮
মোর অন্তর্বার্তা রূপ জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥ ৭৯
অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি কৃপা করিয়াছ করি অনুমান॥ ৮০
প্রভু কহে ইঁহো মোরে প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্য পাত্র জানি মোর কৃপা ত হইলা॥ ৮১
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ॥ ৮২
স্বরূপ কহে যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহিঁ জানিল॥ ৮৩

তথাহি—ন্যায়ঃ

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে॥ ৯

অন্বয়—সহজ হওয়ায় লিখিত হল না।

অনুবাদ— ফলের বা কার্যের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমান করা হয়।

তথাহি—নৈষধীয়তৃতীয়সর্গে সপ্তদশশ্লোকে
দময়ন্তীং প্রতি হংসবাক্যম্—

স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং
নানামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥ ১০

অন্বয়—স্বর্গাপগা হেম মৃণালিনীনাং (স্বর্গনদীস্থ সুবর্ণ কমলিনীর) ; নানামৃণালাগ্রভুজঃ (বহুমৃণালের অগ্রভাগ ভোজনকারী) ; [বয়ম্] (আমরা) ; অন্নানুরূপাম্ (ভক্ষ্যবস্তুর অনুরূপ) ; তনুরূপঋদ্ধিং ভজামঃ (দেহরূপ সম্পত্তিকে লাভ করিয়াছি) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; কার্য্যং হি (কার্য নিশ্চিতই) ; নিদানাৎ (কারণ হইতে) ; গুণান্ অধীতে (গুণাবলী লাভ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ—দময়ন্তীকে হংসগণ বলল—আমরা স্বর্গনদীস্থ সুবর্ণ কমলিনীর নানামৃণালের অগ্রভাগ ভোজন করে ভোগ্যবস্তুর অনুরূপ দেহসম্পত্তিকে অর্থাৎ শরীর ও সৌন্দর্য লাভ করেছি। যেহেতু, কারণ থেকেই কার্য গুণ লাভ করে থাকে।

চাতুর্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ গোঁসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥ ৮৪
একদিন রূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন॥ ৮৫
সসম্ভ্রমে দুঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা॥ ৮৬
'কাঁহা পুঁথি লিখ ?' বলি এক পত্র লৈল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল॥ ৮৭
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥ ৮৮
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক যে দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা॥ ৮৯

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ১ অঙ্কে ৩৩ শ্লোকঃ

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ ১১

অন্বয়— কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী (কৃ ও ষ্ণ এই বর্ণদ্বয়) ; কিয়দ্ভিঃ অমৃতৈঃ জনিতা (কী পরিমাণ অমৃতদ্বারা রচিত হইয়াছে) ; [ইত্যহং] (ইহা আমি) ; ন জানে (জানি না) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; তুণ্ডে তাণ্ডবিনী (মুখে নৃত্যকারিণী) ; [সতী] (হইলে) ; তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে (বহুমুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত) ; রতিং বিতনুতে (তীব্র বাসনা বৃদ্ধি করিয়া থাকে) ; কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী (কর্ণমধ্যে অঙ্কুরিতা) ; কর্ণার্বুদেভ্যঃ (অর্বুদসংখ্যক কর্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত) ; স্পৃহাং ঘটয়তে (বাসনা জন্মায়) ; চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী (চিত্তরূপ প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী) ; সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং বিজয়তে (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের

ব্যাপারকে পরাজিত করিয়া দেয়)।

অনুবাদ—যা জিহ্বায় নৃত্য আরম্ভ করে তুণ্ডাবলী অর্থাৎ বহুমুখ লাভের জন্য রতি বিস্তার করে, যা কানে একবার শুনলে অনেক কানে শোনবার তীব্র বাসনা জন্মে এবং যা চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয়েই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মূর্ছিত করে দেয়, হে নান্দীমুখি! এমন 'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই অক্ষরদুটি যে কীরূপ অমৃতে রচিত হয়েছে, তা বলতে পারি না।

শ্লোক শুনি হরিদাস ঠাকুর উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি॥ ৯০
কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মাধুর্য ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥ ৯১
তবে মহাপ্রভু দোঁহা করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥ ৯২
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ॥ ৯৩
সভে মিলি চলি আইল শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সভারে লাগিল কহিতে॥ ৯৪
দুই শ্লোক শুনি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ॥ ৯৫
সার্বভৌম রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে॥ ৯৬
ঈশ্বর-স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা 'বহু' মানে আত্ম পর্যন্ত প্রসাদ॥ ৯৭

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে (২।১।৬৮)—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্॥ ১২

অন্বয়—নির্মলমতিঃ অয়ং পুরুষোত্তম (নির্মলমতি এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ) ; শীলেন (নিজের স্বভাববশতই) ; ভৃত্যস্য গুরূন্ অপরাধান অপি (সেবকের গুরুতর অপরাধ-সমূহও) ; ন পশ্যতি (দেখেন না) ; কৃতাং মনাক্ সেবাম্ অপি (সেবকের অল্প সেবাকেও) ; বহুধা অভ্যুপৈতি (অধিক করিয়া গ্রহণ করেন) ; পিশুনেষু অপি (দুর্জনের প্রতিও) ; অভ্যসূয়াং ন আবিষ্করোতি (অসূয়া বা ঈর্ষা প্রকাশ করেন না)।

অনুবাদ—নির্মলমতি এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বভাবগুণেই সেবকের গুরুতর অপরাধ হলেও তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না ; বরং সেবকের অল্পসেবাকেও অধিক বলে গ্রহণ করেন। এমনকি দুর্জনের প্রতিও তিনি কোনোরূপ অসূয়া বা ঈর্ষা প্রকাশ করেন না।

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন।
দণ্ডবৎ হঞা কৈল চরণ-বন্দন॥ ৯৮
ভক্তসঙ্গে কৈল প্রভু দোঁহাকে মিলন।
পিণ্ডা[ক]র উপরে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ॥ ৯৯
রূপ হরিদাস দোঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সভার আগ্রহে না উঠিলা পিণ্ডার উপরে॥ ১০০
'পূর্বশ্লোক পড়' রূপে প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল॥ ১০১
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে সে শ্লোক পড়িল।
শুনি সভাকার চিত্তে চমৎকার হৈল॥ ১০২

তথাহি—পদ্যাবল্যাং (৩৮৭)—তথাহি—
শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোঽয়ং শ্লোকঃ

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥ ১৩

[অন্বয় ও অনুবাদ অন্ত্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৮ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫০০)]

রায় ভট্টাচার্য বলে তোমার প্রসাদ বিনে।
তোঁমার হৃদয় এই জানিল কেমনে॥ ১০৩
আমাতে সঞ্চারি পূর্বে কহিলে সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত॥ ১০৪
তাতে জানি পূর্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ॥ ১০৫

[ক] পিণ্ডা—গৃহের বহিঃস্থান, উঁচু ভিটা।

প্রভু কহে কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ শোক॥ ১০৬
বার বার প্রভু যদি তাঁরে আজ্ঞা দিল।
তবে সেই শ্লোক রূপ গোঁসাঞি কহিল॥ ১০৭

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ১ অঙ্কে ৩৩ শ্লোকঃ

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ ১৪

[অন্বয় ও অনুবাদ অন্ত্যলীলায় এই পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫০১-২)]

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি সবার হৈল আনন্দ বিস্ময়॥ ১০৮
সভে কহে নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য কেহ বর্ণে নাহি আর॥ ১০৯
রায় কহে কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি॥ ১১০
স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে॥ ১১১
আরম্ভিয়াছিলা, এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া॥ ১১২
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব॥ ১১৩
রায় কহে নান্দী-শ্লোক পড় দেখি শুনি।
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভুর আজ্ঞা মানি॥ ১১৪

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে প্রথমশ্লোকঃ

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়-ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণি
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী॥ ১৫

অন্বয়—চান্দ্রীণাং সুধানাম্ অপি (চন্দ্রের সুধারও) ; মধুরিমোন্মাদদমনী (মাধুর্য গর্বের খর্বতাকারিণী) ; রাধাদিপ-প্রণয়-ঘনসারৈঃ (শ্রীরাধাদি ব্রজদেবীগণের প্রণয়রূপ কর্পূর দ্বারা) ; সুরভিতাম্ দধানা (সৌগন্ধ ধারণকারিণী) ; হরিলীলা শিখরিণী (হরিলীলারূপ শিখরিণী) ; সমন্তাৎ (সর্বতোভাবে) ; সন্তাপোদগম-বিষম-সংসারসরণি-প্রণীতাম্ (আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের উদ্গামকারী সংসার-পদবী ভ্রমণজনিতা) ; তে (তোমার) ; তৃষ্ণাম্ হরতু (বিবিধ বাসনাকে হরণ করুক)।

অনুবাদ—চাঁদের সুধার মধুরিমার গর্বকেও খর্ব করেছে কৃষ্ণলীলার মধুরিমা। সেই কৃষ্ণমাধুর্য শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণের প্রণয়রূপ কর্পূর দ্বারা সুগন্ধযুক্তা, তা সর্বতোভাবে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের উদ্গমকারী-সংসার-পদবী-ভ্রমণজনিত তোমার তৃষ্ণা অর্থাৎ বিবিধ বাসনাকে হরণ করুক।

রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন॥ ১১৫
প্রভু কহে, কহ কেনে কর সঙ্কোচ-লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব-সমাজে॥ ১১৬
তবে রূপ গোঁসাঞি যদি শ্লোক পড়িল।
শুনি প্রভু কহে এই অতিস্তুতি শুনিল॥ ১১৭

তথাহি—আশীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ
বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ ১৬

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২)]

সর্ব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
সভায় কৃতার্থ কৈলে এই শ্লোক শুনাইয়া॥ ১১৮
রায় কহে কোন্ আমুখে পাত্র সন্নিধান।
রূপ কহে কালসাম্যে 'প্রবর্তক' নাম॥ ১১৯

তল্লক্ষণং নাটকচন্দ্রিকায়াং ১২ শ্লোকঃ

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন
প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্তকঃ॥ ১৭

অন্বয়— কালসাম্যেন (সমধর্মবিশিষ্ট সময় বর্ণনা

প্রসঙ্গে) ; আক্ষিপ্তঃ (আকৃষ্ট) ; প্রবেশঃ (নাট্যোক্ত ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশ) ; প্রবর্তক স্যাৎ (প্রবর্তক হয়)।

অনুবাদ—সমধর্মবিশিষ্ট-সময়-বর্ণনা প্রসঙ্গে আকৃষ্ট হয়ে নাট্যোক্ত ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশের নাম প্রবর্তক।

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ১ম অঙ্কে ১৭ শ্লোকঃ

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগম্।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী॥ ১৮

অন্বয়—সঃ অয়ং বসন্তসময়ঃ (সেই এই বসন্তকাল) ; সমিয়ায় (সমাগত হইয়াছে) ; যস্মিন্ (যাহাতে—যে বসন্তকালে) ; গূঢ়গ্রহাঃ (গূঢ় আগ্রহবতী) ; পৌর্ণমাসী (ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী) ; উপোঢ় নবানুরাগং (প্রাপ্ত নবানুরাগ) ; পূর্ণং তম্ ঈশ্বরং (ও পূর্ণ সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে) ; রুচিরয়া রাধয়া সহ (শোভাময়ী শ্রীরাধার সহিত) ; রঙ্গায় (কৌতুক রহস্য আবিষ্কারের নিমিত্ত) ; নিশি সঙ্গময়িতা (রাত্রিকালে মিলিত করিবেন)।

অনুবাদ—(কৃষ্ণ চাঁদের, রাধা বিশাখা নক্ষত্রের এবং পৌর্ণমাসী পূর্ণিমারাত্রির সঙ্গে তুলনীয়)। সেই এই বসন্তকাল সমাগত হয়েছে, যে বসন্ত সময়ে গূঢ় আগ্রহবতী এই ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী প্রাপ্ত-নবানুরাগ ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে কৌতুক-রহস্য আবিষ্কারের জন্য—শোভাময়ী শ্রীরাধার সঙ্গে রাত্রিকালে মিলিত করবেন।

রায় কহে প্ররোচনা[ক]দি কহ দেখি শুনি।
রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি॥ ১২০

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে (১।১৫)—

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরিপাকোঽয়মুন্মীলতি॥ ১৯

অন্বয়—অনর্গলধিয়াং (নির্মলবুদ্ধি) ; ভক্তানাং (ভক্তগণের) ; নিসর্গোজ্জ্বলঃ বর্গঃ (স্বভাবোজ্জ্বল-সমূহ) ; উদগাৎ (আবির্ভূত হইয়াছেন) ; বল্লববধূ-বন্ধোঃ (গোপবধূগণের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের) ; সঃ অসৌ প্রবন্ধঃ অপি (সেই এই সন্দর্ভও) ; শীলৈঃ (স্বভাবোক্তি অলংকারে) ; পল্লবিতঃ (বিস্তারিত) ; বৃন্দাটবী-গর্ভভূঃ (বৃন্দাবনের অন্তর্গত রাসস্থলীও) ; তাণ্ডববিধেঃ (নৃত্য বিধির) ; চত্বরতাং লেভে (প্রাঙ্গণত্ব লাভ করিয়াছে) ; [অতঃ] (তাই) ; মন্যে অয়ং (মনে হয় এই) ; মৎবিধ পুণ্যমণ্ডল পরিপাকঃ (আমার ন্যায় লোকের পুণ্যরাশির পরিণাম) ; উন্মীলতি (বিকশিত হইতে আরম্ভ হইল)।

অনুবাদ — নির্মলবুদ্ধি ও স্বভাবত উজ্জ্বল ভক্তগণ এসে উপস্থিত হয়েছেন, গোপবধূগণের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের এই প্রবন্ধও স্বভাবোক্তি অলংকার দ্বারা অর্থাৎ উদার চরিতের দ্বারা অলংকৃত হয়েছে এবং বৃন্দাবনস্থ রাসস্থলীও নৃত্যবিধির রঙ্গালয় প্রাপ্ত হয়েছে ; এ সমস্ত দেখে মনে হয়, আমার মতো ব্যক্তির পুণ্যরাশির পরিণাম বিকশিত হতে আরম্ভ হয়েছে।

তথাহি—তত্রৈব (১।১৩)—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধাঃ
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্॥ ২০

অন্বয়—বুধাঃ (হে পণ্ডিতগণ!) ; প্রকৃতি-লঘুরূপাৎ অপি (স্বভাবত ক্ষুদ্র হইলেও রূপনামক) ; মত্তঃ অভিব্যক্তা (আমা হইতে অভিব্যক্ত) ; হরিগুণময়ী ইয়ং কৃতিঃ (শ্রীহরির গুণকথা পরিপূর্ণ এই নাটকরূপ প্রবন্ধ) ; বঃ সিদ্ধার্থান বিধাত্রী (আপনাদের অভীষ্টার্থের বিধানকারিণী) ; পুলিন্দের সমিধং (অতি নীচ জাতি পুলিন্দের দ্বারা কাষ্ঠ) ; উন্মথ্য জনিতঃ অগ্নিঃ (সংঘর্ষণপূর্বক উৎপাদিত অগ্নি) ; হিরণ্য শ্রেণীনাং অন্তঃকলুষতাম্ (স্বর্ণরাশির ভিতরের মল) ; কিং ন অপহরতি (কি অপহরণ করে না)?

[ক]প্ররোচনা—দেশ, কাল, কথা, বস্তু ও সভ্যাদির প্রশংসা দ্বারা শ্রোতাদিগকে অতিশয় বিষয়ে উন্মুখ করাকে প্ররোচনা বলে।

অনুবাদ—হে সহৃদয় সভ্যবৃন্দ ! আমি স্বভাবত ক্ষুদ্র রূপ হলেও আমার থেকে অভিব্যক্ত এই হরিগুণময় প্রবন্ধ নিজেদের অভীষ্টার্থের সিদ্ধি সম্পাদন করবে ; অতি নীচ জাতি পুলিন্দ যদি কাষ্ঠ সংগ্রহ করে অগ্নি উৎপাদন করে, সে অগ্নি কি স্বর্ণরাশির ভেতরের ময়লাকে নষ্ট করে না ?

রায় কহে কহ প্রেমোৎপত্তির কারণ।

পূর্বরাগ, বিকার-চেষ্টা, কাম-লিখন॥[ক] ১২১

ক্রমে শ্রীরূপ গোঁসাঞি সকলই কহিল।

শুনি প্রভুর ভক্তগণ চমৎকার হৈল॥ ১২২

প্রেমোৎপত্তিহেতুর্যথা—তত্রৈব (২।১৯)—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং

সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।

এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ

কষ্টং ধিক্ পুরুষ-ত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সীম্॥ ২১

অন্বয়—একস্য কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং (একজনের কৃষ্ণ নামাক্ষর) ; **শ্রুতম্ এব** (শ্রবণমাত্রেই) ; **মতিং লুম্পতি** (বুদ্ধি লুপ্ত হইল) ; **অন্যস্য বংশীকলঃ সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরাং উপনয়তি** (আর একজনের বংশীধ্বনি গাঢ় উন্মত্ততা পরম্পরা আনয়ন করিতেছে) ; **পটে বীক্ষণাৎ** (চিত্রপটে দর্শনমাত্রে) ; **স্নিগ্ধঘনদ্যুতিঃ এষঃ মে মনসি লগ্নঃ** (স্নিগ্ধকান্তি এই আর একজন আমার মনে সংলগ্ন হইল) ; **কষ্টং ধিক্** (ইহা বড়ই কষ্ট, আমাকে ধিক) ; **পুরুষত্রয়ে রতিঃ অভূৎ** (তিনজন পুরুষে রতি জন্মিয়াছে) ; **মৃতিঃ শ্রেয়সী মন্যে** (আমার মৃত্যুই শ্রেয় মনে করি)।

অনুবাদ—শ্রীরাধা ললিতা-বিশাখাকে বললেন—হে সখি ! একজনের 'কৃষ্ণ' এই নামাক্ষর শোনামাত্রেই আমার বুদ্ধি লোপ হল ; আর একজনের বংশীধ্বনি আমার প্রগাঢ় উন্মত্ততা-পরম্পরা জন্মাচ্ছে ; চিত্রপট দর্শনমাত্রে স্নিগ্ধকান্তি এই আর একজন আমার মনে সংলগ্ন হল। এ বড়ই কষ্ট, আমাকে ধিক্ ! তিন জন পুরুষে আমার রতি জন্মেছে, অতএব আমার মরণই শ্রেয়ঃ।

তথাহি—তত্রৈব (২।১৬) শ্লোকঃ

ইয়ং সখি ! সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।

কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্যবস্যতি॥ ২২

অন্বয়—সখি ! ইয়ং রাধা-হৃদয়-বেদনা (হে সখি ! এই শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা) ; **সুদুঃসাধ্যা** (আরোগ্য হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য) ; **যত্র কৃতা চিকিৎসা অপি** (যে বিষয়ে কৃত চিকিৎসাও) ; **কুৎসায়াং পর্যবস্যতি** (নিন্দাতে পর্যবসিত হয়)।

অনুবাদ—হে সখি ! এই শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা আরোগ্য হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য ; এর চিকিৎসা নিন্দাতেই পর্যবসিত হয়।

তথাহি—তত্রৈব (২।৪৮)—

ধরিঅ পরিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।

তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং জহ জহ চইদা পলাএম্হি॥ ২৩

অন্বয় — সুন্দর (হে সুন্দর) ; **তুমং পরিচ্ছন্দগুণং** (তুমি চিত্রপটরূপ ধারণ করিয়া) ; **মহ মন্দিরে বসসি** (আমার মন্দিরে বাস করিতেছ) ; **তহ তহ বলি অং রুন্ধসি** (সেই সেই স্থানে বলপূর্বক আমাকে রোধ করিতেছ) ; **চইদা জহ জহ পলাএম্হি** (চকিতা বা ভীতা হইয়া আমি যে যে স্থানে পলায়ন করি)।

অনুবাদ —হে সুন্দর (শ্রীকৃষ্ণ) ! তুমি চিত্রপটরূপ ধারণ করে আমার মন্দিরে বাস করছ ; আমি ভীতা হয়ে যে যে স্থানে পলায়ন করি, তুমি সেই সেই স্থানে বলপূর্বক আমাকে রোধ করছ।

তথাহি—তত্রৈব—(২।২৬)—

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরা-

দুৎকম্পমালম্বতে

গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ

সাশ্রং পরিক্রোশতি।

নো জানে জনয়ন্নপূর্বনটন-

[ক]পূর্বরাগ —নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদিজাত যে রতি বিভাবাদির সংযোগে স্বাদ-বিশেষময়ী হয়, তাকে পূর্বরাগ বলে।

বিকার-চেষ্টা —হৃদয়স্থ বিকারবোধক বাহ্য ক্রিয়া।

কাম-লিখন —নিজের প্রেম-প্রকাশক লিখন বা পত্রকে কামলিখন বলে।

ক্রীড়াচমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ
কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ॥ ২৪

অন্বয়— অসৌ (এই শ্রীরাধা) ; অগ্রে শিখণ্ড খণ্ডং বীক্ষ্য (সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ খণ্ড দেখিয়া) ; অচিরাৎ উৎকম্পং আলম্বতে (অবিলম্বে কম্পিতা হইতেছেন) ; গুঞ্জানাং চ বিলোকনাৎ (এবং গুঞ্জাবলীর দর্শনমাত্রে) ; মুহুঃ সাস্রং পরিক্রোশতি (বারংবার সাশ্রুলোচনে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে থাকেন) ; অপূর্ব-নটন ক্রীড়াচমৎকারিতাং জনয়ন্ (অপূর্ব নৃত্য ক্রীড়া চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়া) ; কঃ অয়ং নবীনগ্রহঃ (কে এই নূতন গ্রহ) ; বালায়াঃ চিত্তভূমিং (বালা শ্রীরাধার চিত্তরূপ রঙ্গস্থলীতে) ; কিল অবিশৎ নো জানে (প্রবেশ করিলেন জানি না)।

অনুবাদ — শ্রীরাধিকা সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখা মাত্র কম্পিতা হচ্ছেন, গুঞ্জাবলী দর্শনমাত্রেই বারংবার অশ্রুবিসর্জন করতে করতে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে থাকেন। নৃত্য-ক্রীড়ার অপূর্ব চমৎকারিতা উৎপাদন করতে করতে কোন্ নতুন গ্রহ বালিকা শ্রীরাধার চিত্তরূপ রঙ্গস্থলীতে প্রবেশ করলেন, জানি না।

যথা—তত্রৈব (২।৭০)—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতভুজবল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥ ২৫

অন্বয়—সখি ! কৃষ্ণঃ যদি ময়ি অকারুণ্যঃ (হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দয় হইলেন) ; তব ইদং কথং আগঃ (তোমার ইহাতে অপরাধ কী ?) ; মুধা মা রোদীঃ (বৃথা রোদন করিও না) ; পরং মে ইমাং উত্তরকৃতিং কুরু (ইহার পরে আমার এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে) ; যথা তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিত ভুজ-বল্লরিঃ (যাহার ভুজলতা তমালের স্কন্ধে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে) ; ইয়ং তনু বৃন্দারণ্যে চিরং অবিচলা তিষ্ঠতি (এই দেহ বৃন্দাবনে চিরকাল ব্যাপিয়া স্থিরভাবে থাকে)।

অনুবাদ — বিশাখাকে রোদন করতে দেখে শ্রীরাধা বললেন—'হে সখি ! কৃষ্ণঃ যদি আমার প্রতি নির্দয় হন, তাতে তোমার অপরাধ কী বা কেন অপরাধ হবে ? আর বৃথা রোদন কোরো না। মৃত্যুর পরে তমালবৃক্ষের শাখায় বাহুলতা আবদ্ধ করে যাতে আমার এই দেহ বৃন্দাবনে চিরকাল অবিচলভাবে থাকতে পারে, সেরকমভাবে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করো।'

রায় কহে, কহ দেখি ভাবের স্বভাব।
রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব॥ ১২৩

তথাহি—তত্রৈব (২।৩০)—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্বস্য নির্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি ! নন্দনন্দনপরো জাগর্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥ ২৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৮০)]

রায় কহে, কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ।
রূপ গোঁসাঞি কহে সাহজিক প্রেমধর্ম[ক]॥ ১২৪

তথাহি—তত্রৈব (৫।৪)—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়-
চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরী-
হাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং
কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং
বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া॥ ২৭

অন্বয়—যত্র স্তোত্রং তটস্থতাং প্রকটয়ৎ (যাহাতে প্রশংসা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া) ; চিত্তস্য ব্যথাং ধত্তে (চিত্তের বেদনা ধারণ করে) ; নিন্দা অপি পরীহাসশ্রিয়ং (নিন্দাও পরিহাসের শোভা) ; বিভ্রতি প্রমদং প্রযচ্ছতি

[ক]সাহজিক প্রেমধর্ম —প্রেমের ধর্মই সাহজিক অর্থাৎ নিরুপাধি। যেমন, প্রিয়ব্যক্তির দোষ-গুণে প্রেমের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না—এটাই সাহজিক প্রেমের ধর্ম।

(ধারণ করিয়া আনন্দ প্রদান করে) ; **কেন অপি দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং ন আতম্বতী** (কোনো দোষে হ্রাস এবং গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া) ; **কস্যচিৎ স্বারসিকস্য প্রেম্ণঃ প্রক্রিয়া বিক্রীড়তি** (কোনো অনির্বচনীয় সাহজিক প্রেমের ক্রীড়া করিতেছে)।

অনুবাদ—মধুমঙ্গলের প্রশ্নে পৌর্ণমাসীর উক্তিঃ—যাতে, প্রশংসা ঔদাসীন্য প্রকাশ করছে বলে মনে ব্যথা আনে (প্রিয় ব্যক্তি যদি প্রশংসা করে, তা তার ঔদাসীন্য থেকে জাত — এরকম মনে করে মনে দুঃখ জন্মে), যাতে নিন্দাও পরিহাস বলে মনে হওয়ায় আনন্দ দান করে (প্রিয় যদি নিন্দা করে, তাহলে পরিহাস করছে মনে করে আনন্দ হয়), সেই অনির্বচনীয় সহজ প্রেমের প্রক্রিয়া কোনো দোষে হ্রাস অথবা গুণে বৃদ্ধি না হয়েই ক্রীড়া করতে থাকে।

যথা—তত্রৈব (২।৫৯)—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা
প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে
প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিংবা পামরকামকার্মুকপরি-
ত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা
মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা॥ ২৮

অন্বয়—**ইন্দুবদনা মম নিষ্ঠুরতাং শ্রুত্বা** (চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়া) ; **প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী** (প্রেমাঙ্কুরকে ভেদ করিয়া) ; **বিধুরে স্বান্তে** (ব্যথিত চিত্তে) ; **শান্তিধুরাং বিধায়** (অতিশয় ধৈর্য ধারণপূর্বক) ; **প্রায়ঃ কিং পরাঞ্চিষ্যতি** (প্রায় কী আমার প্রতি বিমুখ হইবেন ?) ; **কিংবা পামরকামকার্মুক-পরিত্রস্তা** (অথবা কী নিষ্ঠুর মদনের ধনুকের ভয়ে ভীত হইয়া) ; **অসূন্ বিমোক্ষ্যতি** (প্রাণসমূহকে পরিত্যাগ করিবেন ?) ; **হা** (হায় !) ; **ময়া মৌগ্ধ্যাৎ** (আমার দ্বারা মূঢ়তাবশত) ; **ফলিনী মৃদ্বী মনোরথলতা উন্মূলিতা** (ফলবতী কোমলা মনোরথলতা মূলসহ উৎপাটিত হইল)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দূতী ললিতা-বিশাখাকে প্রত্যাখ্যান করলে তাঁরা চলে যাওয়ার পর প্রিয়সখা মধুমঙ্গলকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'চন্দ্রমুখী শ্রীরাধিকা সখীর নিকটে আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করে প্রেমাঙ্কুর ভেদ করে (নব অনুরাগ পরিত্যাগ করে) ব্যথিত চিত্তে অতিশয় ধৈর্য ধারণপূর্বক আমার প্রতি কী বিমুখ হবেন ? কিংবা তিনি কী নিষ্ঠুর মদনের ধনুকের ভয়ে ভীত হয়ে প্রাণত্যাগ করবেন ? হায় ! হায় ! মূঢ়তাবশত ফলবতী কোমল মনোরথলতাকে আমি সমূলে উৎপাটিত করলাম।'

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয় অঙ্কে (২।৬০) শ্লোকঃ

শ্রীরাধিকায়া বাক্যম্

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলতা
গুর্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি ! তথা
যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিক্ ধৈর্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং
জীবামি পাপীয়সী॥ ২৯

অন্বয়—**যস্য উৎসঙ্গসুখাশয়া** (যে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে অবস্থিতিজনিত সুখের আশায়) ; **ময়া গুরুভ্যঃ** (আমাকর্তৃক গুরুজনের নিকট হইতে) ; **গুর্বীত্রপা শিথিলতা** (গুরুতর লজ্জা শিথিল হইয়াছে) ; **সখি তথা প্রাণেভ্যঃ অপি সুহৃত্তমাঃ** (হে সখি এবং প্রাণ অপেক্ষাও উত্তম সুহৃদ) ; **যূয়ং পরিক্লেশিতা** (তোমরাও ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াছ) ; **সাধ্বীভিঃ অধ্যাসিতঃ** (সাধ্বীনারীগণ দ্বারা সেবিত) ; **সঃ মহান্ ধর্মঃ অপি ন গণিতঃ** (সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পাতিব্রত্য ধর্মও আদৃত হয় নাই) ; **তদুপেক্ষিতা অপি যৎ পাপীয়সী** (সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও যে পাপীয়সী) ; **অহং জীবামি** (আমি জীবিত আছি) ; **তৎ ধৈর্যং ধিক্** (সেইজন্য আমার ধৈর্যকে ধিক)।

অনুবাদ—সখিগণের নিকট থেকে শ্রীরাধা যখন

বুঝলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রেমকে উপেক্ষা করেছেন, তখন খেদের সঙ্গে বললেন—হে সখি ! যে শ্রীকৃষ্ণের কোলের সুখের আশায় গুরুজন সম্বন্ধে গুরুতর লজ্জাকেও শিথিল করেছি, প্রাণের চেয়েও প্রিয় তোমাদেরও কষ্ট দিয়েছি এবং সাধ্বীগণ সেবিত মহৎ পাতিব্রত্য ধর্মকেও গণনা করিনি, আজ সেই কৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েও পাপীয়সী আমি জীবিত আছি, আমার ধৈর্যকে ধিক।

তথাহি—তত্রৈব (২।৬৯) শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যম্

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি ন হি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী॥ ৩০

অন্বয়—নিজসহজবাল্যস্য বলনাৎ (আপনার সহজ-বাল্য স্বভাববশত) ; **গৃহান্তঃ খেলন্ত্যঃ** (গৃহ-মধ্যেই খেলাকারিণী আমরা) ; **ভদ্রং অভদ্রং বা** (ভালো কিংবা মন্দ) ; **কিম্ অপি মনাক্ ন জানীমহি** (কিছুই সামান্য মাত্রও জানি না) ; কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) ; **এতাদৃশাঃ বয়ং** (এইরূপ আমরা) ; **অশরণাং কাম্ অপি দশাং** (নিরাশ্রয় কোনো এক অনির্বচনীয় দশায়) ; **নেতুং** (নীত হইতে) ; **কথং যুক্তাঃ** (কীরূপে যোগ্য হইলাম) ; **কথং বা তে উদাসীন পদবী** (কীরূপেই বা তোমা-কর্তৃক উদাসীনতা) ; **প্রথয়িতুং ন্যায্যা** (বিস্তার করিতে সংগত হইল) ?

অনুবাদ—নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উপেক্ষিতা মনে করে শূন্যে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক অতি দুঃখে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধিকা বললেন—হে কৃষ্ণ ! নিজ সহজ বাল্যস্বভাববশত আমরা গৃহমধ্যে থেকে খেলা করে থাকি। ভালো-মন্দ কিছুই জানি না ; আমাদের এমন নিরাশ্রয় অবস্থায় নিয়ে যাওয়া কী তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয়েছে ? আবার সেই অবস্থায় এলে উদাসীনতা অবলম্বন করা কী তোমার উচিত হল ?

তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে (২।৫৩)
শ্রীকৃষ্ণসমক্ষং শ্রীললিতাবাক্যম্—

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং
যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চন-সঞ্চয়প্রণয়িনং
হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈ-
রাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং
প্রেমা গরীয়ানভূৎ॥ ৩১

অন্বয়—অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ বয়ম্ (অন্তরের ক্লেশে কলঙ্কিতা হইয়া আমরা) ; **অদ্য যাম্যাং পুরীং যামঃ** (আজ যমের পুরীতে যাইতেছি) ; **তথাপি অয়ং বঞ্চন-সঞ্চয় প্রণয়িনং** (তথাপি এই শ্রীকৃষ্ণ বঞ্চনা সঞ্চয়ে সুনিপুণ) ; **হাসং ন উজ্ঝতি** (হাস্য পরিত্যাগ করিতেছেন না) ; **হা মেধাবিনি রাধিকে** (হে বুদ্ধিমতী রাধিকা) ; **গভীরকপটৈঃ সম্পুটিতে অস্মিন্ আভীরপল্লীবিটে** (গাঢ় কপটতায় প্রচ্ছন্ন এই গোপ-পল্লির লম্পটে) ; **কথং তব প্রেমা গরীয়ান্ অভূৎ** (কীরূপে তোমার প্রেম প্রবল হইয়া উঠিল) ?

অনুবাদ—অত্যন্ত খেদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সামনেই বিশাখাকে লক্ষ্য করে ললিতা বললেন—অন্তরের ক্লেশে কলঙ্কিতা হয়ে আজ আমরা যমপুরীতে চলেছি ; তথাপি ইনি বঞ্চনা-সঞ্চয়ে সুনিপুণ হাসি পরিত্যাগ করছেন না। হে রাধিকা ! বুদ্ধিমতী তুমি, তুমি কী করে গভীর প্রতারণায় গোপ-পল্লির এই লম্পটকে এমন গভীরভাবে ভালোবাসলে ?

তথাহি—তত্রৈব তৃতীয়াঙ্কে অষ্টমশ্লোকে
পৌর্ণমাসীবাক্যম্

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরু-শিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব ! নবরসা রাধিকা-বাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখী ভাবমস্যাস্তনোষি॥ ৩২

অন্বয়—কৃষ্ণার্ণব (হে কৃষ্ণ সমুদ্র !) ; **ধর্মসেতোঃ**

ভঙ্গোদগ্রা (ধর্মরূপ সেতু ভঙ্গে সমর্থা) ; **নবরসা রাধিকাবাহিনী** (নবীন রসে পূর্ণা শ্রীরাধিকারূপ নদী) ; **ধবতরোঃ অন্তিকং দূরে পথি হিত্বা** (স্বামীরূপ গুরুর সান্নিধ্য দূরপথে পরিত্যাগ করিয়া) ; **রংহসা গুরুশিখরিণং লঙ্ঘয়ন্তি** (বেগদ্বারা গুরুজনরূপ পর্বতকে উলঙ্ঘন করিয়া) ; **ত্বাং লেভে** (তোমাকে লাভ করিয়াছে) ; **কিম্ ইব বাণ্বীচিভিঃ** (কেন তবে বাক্যরূপ তরঙ্গ দ্বারা) ; **অস্যাঃ বিমুখীভাবম্ তনোষি** (ইঁহার— এই রাধানদীর বিমুখভাব বিস্তার করিতেছ) ?

অনুবাদ—দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন— হে কৃষ্ণসমুদ্র ! ধর্মরূপ সেতুভঙ্গে সমর্থা নবীনরসে পূর্ণা শ্রীরাধিকারূপ নদী স্বামীরূপ গুরুর সান্নিধ্য দূরপথে পরিত্যাগ করে আপন বেগে গুরুজনরূপ পর্বতকে উল্লঙ্ঘন করে তোমাকে লাভ করেছে ; তবে কেন তুমি বাক্যরূপ তরঙ্গ দ্বারা এঁকে (রাধাকে) বিমুখ করছ ?

রায় কহে বৃন্দাবন-মুরলী-নিঃস্বন।
কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন॥ ১২৫
কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপ গোঁসাঞি কহে করি নমস্কার॥ ১২৬

বিদগ্ধমাধবে (১।৪১, ৪২, ৪৮)—

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দী-কৃত-মধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি॥ ৩৩

অন্বয়—মাকন্দ-প্রকর-মকরন্দস্য (আম্রমুকুল সমূহের মধুধারার) ; **বিনিস্যন্দে সুগন্ধৌ মধুরে** (ক্ষরিত সুগন্ধের মাধুর্যে) ; **মুহুঃ বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং** (পুনঃপুনঃ বন্দীকৃত ভ্রমরবৃন্দ যে বৃন্দাবনে) ; **চন্দনগিরেঃ মন্দোন্নতিভিঃ অনিলৈঃ কৃতান্দোলং** (এবং মলয় পর্বতের মৃদু প্রবাহিত বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইতেছে যে বৃন্দাবন, সেই) ; **ইদং বৃন্দাবিপিনং** (এই বৃন্দাবন) ; **মম অতুলনং আনন্দং তুন্দিলয়তি** (আমার অতুলনীয় আনন্দ বর্ধন করিতেছে)।

অনুবাদ—বৃন্দাবনের শোভা দেখে শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বললেন—হে সখে মধুমঙ্গল ! যে বৃন্দাবনের আম্রমুকুল থেকে ক্ষরিত মধুধারার সুগন্ধি-মাধুর্যে ভ্রমরগণ পুনঃপুনঃ বন্দী হচ্ছে এবং মলয় পর্বতের মৃদুপ্রবাহ বায়ুদ্বারা যে বৃন্দাবন আন্দোলিত হচ্ছে—সেই, এই বৃন্দাবন আমার অতুলনীয় আনন্দ বর্ধন করছে।

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ॥ ৩৪

অন্বয়—বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং (বৃন্দাবন দিব্যলতায় বেষ্টিত) ; **লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ** (লতাগুলির অগ্রভাগেও কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত) ; **পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি** (পুষ্পরাজিতে ভ্রমরগণ মধুপানে আনন্দিত) ; **মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ** (এবং ভ্রমরগণও কর্ণরসাল গানে প্রবৃত্ত)।

অনুবাদ—শ্রীবলদেব শ্রীদামকে বলছেন—হে সখে ! এই বৃন্দাবন দিব্যলতায় পরিবেষ্টিত ; সেই লতাগুলির অগ্রভাগে পুষ্প প্রস্ফুটিত ; সেই পুষ্প-রাজিতে ভ্রমরগণ মধুপানে আনন্দিত এবং তারা কর্ণরসাল গানে রত।

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফল-পালীরসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদম্॥ ৩৫

অন্বয়—ক্বচিদভৃঙ্গীগীতং (কোথাও মধুকরীর গান) ; **ক্বচিদ্ অনিলভঙ্গীশিশিরতা** (কোথাও প্রবাহিত শীতলবায়ু) ; **ক্বচিদ্ বল্লীলাস্যং** (কোথাও লতার নৃত্য) ; **ক্বচিদ্ অমলমল্লীপরিমলঃ** (কোথাও নির্মল মল্লিকা পুষ্পের পরিমল) ; **ক্বচিদ্ ধারাশালী করকফল পালীরসভরঃ** (কোথাও দাড়িম্ব ফলে রসের প্রাচুর্য) ; **ইদং বৃন্দাবনং হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি** (এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়গণের পরমানন্দ বর্ধন করিতেছে)।

অনুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের নিকট বৃন্দাবনের

শোভা সম্বন্ধে বলছেন— কোথাও মধুকরীর গুঞ্জন হচ্ছে, কোথাও শীতলবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, কোথাও লতাগণ নৃত্য করছে, কোথাও মল্লিকা পুষ্পের পরিমলে বন আমোদিত হচ্ছে, কোথাও দাড়িম্ব ফল রসপ্রাচুর্যে পূর্ণ রয়েছে ; অতএব এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়গণকে পরমানন্দ বর্ধন করছে।

মুরলীবর্ণনং তত্রৈব (৩।২)—

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠ ত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বূনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী॥ ৩৬

অন্বয়—উভয়তঃ (উভয় দিকে) ; **অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং** (তিন অঙ্গুলি পরিমিতস্থান) ; **[ব্যাপ্য]** (ব্যাপিয়া) ; **অসিতরত্নৈঃ পরামৃষ্টা** (ইন্দ্রনীল মণিদ্বারা খচিতা) ; **অরুণৈঃ মণিভিঃ সংকীর্ণৌ** (অরুণবর্ণ মণিদ্বারা খচিত) ; **তৎপরিসরৌ বহন্তী** (পার্শ্বদ্বয় বহনকারিণী) ; **তয়োঃ মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমল-জাম্বূনদময়ী** (তাহাদের মধ্যস্থানে হীরকদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত বিশুদ্ধ জাম্বূনদময়ী) ; **কল্যাণী ইয়ং কেলিমুরলী হরেঃ করে বিলসতি** (মঙ্গলময়ী এই কেলিমুরলী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিরাজ করিতেছে)।

অনুবাদ—যার উভয়দিকে অর্থাৎ শিরোভাগে এবং পুচ্ছভাগে তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা খচিত, যার দুই প্রান্ত থেকে তিন তিন অঙ্গুলি পরে দুই দিকেই আবার তিন তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অরুণবর্ণ মণিদ্বারা খচিত এবং ঠিক মধ্যস্থলের স্থানটি স্বর্ণদ্বারা জড়িত এবং সেই স্বর্ণও হীরক দ্বারা খচিত, সেই মঙ্গলময়ী কেলি-মুরলী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিরাজ করছে।

তথাহি—তত্রৈব (৫।১১)—

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া সখি ! গুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা॥ ৩৭

অন্বয়—মুরলিকে (হে মুরলিকে) ; **সদ্বংশতঃ তব জনিঃ** (সদ্বংশে—উত্তমবাঁশে তোমার জন্ম) ; **পুরুষোত্তমস্য পাণৌ স্থিতিঃ** (পুরুষোত্তম — শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তোমার অবস্থিতি) ; **জাত্যা সরলা অসি** (জাতিতেও সরল হও) ; **সখি** (হে সখি !) ; **ত্বয়া কস্মাৎ গুরোঃ সকাশাৎ** (তুমি কোন্ গুরুর নিকট হইতে) ; **বিষমা গোপাঙ্গনাগণবিমোহন মন্ত্রদীক্ষা গৃহীতা** (গোপাঙ্গনাগণের মোহনমন্ত্রের বিষম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ)।

অনুবাদ— মুরলিকে লক্ষ্য করে শ্রীরাধা বলছেন – হে মুরলিকে ! সদ্বংশে (উত্তম বাঁশে) তোমার জন্ম, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তোমার অবস্থিতি, এবং জাতিতেও তুমি সরলা ; হে সখি ! গোপীগণের মন ভোলাবার মোহন মন্ত্রের বিষম দীক্ষা তুমি কোন্ গুরুর নিকট থেকে গ্রহণ করেছ ?

তথাহি—তত্রৈব (৪।৯)—

সখি মুরলি ! বিশালছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন॥ ৩৮

অন্বয়—সখি মুরলি (হে সখি মুরলি) ; **ত্বং বিশাল ছিদ্রজালেন পূর্ণা** (তুমি বিশাল ছিদ্রজালে পরিপূর্ণা) ; **লঘুঃ অতিকঠিনা নীরসা গ্রন্থিলা অসি** (ক্ষুদ্র, অতিকঠিন, নীরস গ্রন্থিযুক্তা হও) ; **তদপি কেন পুণ্যোদয়েন** (তথাপি কোন্ পুণ্যের প্রভাবে) ; **শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং হরিকর-পরিরম্ভং ভজসি** (শ্রীহরিকরের নিবিড় আলিঙ্গন ও শ্রীহরির নিরন্তর চুম্বনে নিবিড় আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছ) ?

অনুবাদ— হে সখি মুরলি ! তুমি বিশাল ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ, ক্ষুদ্র, অতিকঠিন নীরস এবং গ্রন্থিযুক্তা ; তথাপি কী পুণ্যের প্রভাবে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের নিবিড় আলিঙ্গন ও নিরন্তর চুম্বনের নিবিড় আনন্দ সর্বদাই পেয়ে থাক ?

তথাহি—তত্রৈব (১।৪৪)—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্ময়য়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্

ভিন্দন্নণ্ডকটাহ-ভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥ ৩৯

অন্বয়—**বংশীধ্বনিঃ অম্বুভৃতঃ রুন্ধন্** (শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মেঘের গতিকে রোধ করিয়া) ; **তুম্বুরুং মুহুঃ চমৎকৃতিপরং কুর্বন্** (তুম্বুরু ঋষিকে পুনঃপুন বিস্মিত করিয়া) ; **সনন্দনমুখান্ ধ্যানাৎ অন্তরয়ন্** (সনন্দনাদি ঋষিগণকে ধ্যান হইতে বিচলিত করাইয়া) ; **বেধসং বিস্মারয়ন্** (সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য বিস্মৃত করাইয়া) ; **ঔৎসুক্যাবলিভিঃ বলিং চটুলয়ন্** (ঔৎসুক্যের দ্বারা বলিকে চঞ্চল করাইয়া) ; **ভোগীন্দ্রং আঘূর্ণয়ন্** (ধরণীধর অনন্তদেবকে বিঘূর্ণিত করাইয়া) ; **অণ্ডকটাহভিত্তিং ভিন্দন্ বভ্রাম** (ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহের ভিত্তি ভেদ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছে)।

অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মেঘের গতিকে রোধ করে, গায়ক শ্রেষ্ঠ তুম্বুরু ঋষিকে বার বার বিস্মিত করে, ব্রহ্মাসক্ত সনন্দনাদি ঋষির ধ্যানভঙ্গ করিয়ে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য ভুলিয়ে, ঔৎসুক্যের দ্বারা ধৈর্যশালী বলিকে চঞ্চল করে, ধরণীধর অনন্তদেবের মস্তক ঘুরিয়ে ব্রহ্মাণ্ড রূপ কটাহ (কড়াই) ভেদ করে বাইরে যাবার জন্য সর্বদিকে ভ্রমণ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণরূপবর্ণনং, যথা—তত্রৈব (১।৩৬)—

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতিনবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গোহরিঃ॥ ৪০

অন্বয়—**অয়ং হরিঃ** (এই শ্রীকৃষ্ণ) ; **নয়ন-দণ্ডিত-প্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ** (যাঁহার নয়ন নীলপদ্মের শোভাকে পরাজিত করিয়াছে) ; **প্রভাতিনবজাগুড়দ্যুতি-বিড়ম্বিপীতাম্বরঃ** (যাঁহার পীত বসন নব কুঙ্কুমের শোভাকে বিড়ম্বিত করিয়াছে) ; **অরণ্যজ-পরিষ্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরঃ** (যাঁহার বন্য বেশদ্বারা দিব্য বেশভূষাও দমিত হইয়াছে) ; **হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিঃ উজ্জ্বলাঙ্গঃ হরিঃ** (মরকত মণির মনোহর দ্যুতিতে যাঁহার অঙ্গ উজ্জ্বল, সেই শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন)।

অনুবাদ — যাঁর নয়ন শোভায় নীলপদ্মের শোভা পরাজিত হয়েছে, যাঁর পীতবসনের দ্বারা নব কুঙ্কুমের শোভা বিড়ম্বিত হয়েছে, যাঁর বন্যবেশ দ্বারা দিব্যবেশভূষাও হার মেনেছে এবং মরকত মণির মনোহর দ্যুতিতে যাঁর অঙ্গ উজ্জ্বল — সেই যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি শোভা পাচ্ছেন।

তথাহি—ললিতমাধবে (৪।২৭)—

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং
কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি ! তিরঃ-
সঞ্চারি-নেত্রাঞ্চলম্।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে
লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
রিঙ্গদ্‌ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি ! পরমা-
নন্দং পুরঃ স্বীকুরু॥ ৪১

অন্বয়—**সখি বরাঙ্গি** (হে সুতনু শ্রীরাধে) ; **পুরঃ** (সম্মুখে) ; **জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং** (যাঁহার বাম জঙ্ঘার নীচে দক্ষিণ চরণ সংলগ্ন আছে) ; **কিঞ্চিদ্বি-ভুগ্নত্রিকং** (যাঁহার তিনটি অঙ্গ কিঞ্চিৎ বক্র অর্থাৎ যিনি ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান) ; **সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং** (যাঁহার স্কন্ধ বা গ্রীবা বাম দিকে ঈষৎ হেলানো) ; **তিরঃ সঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্** (যাঁহার কটাক্ষ বক্র) ; **কুট্মলিতে অধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং বংশীং দধানম্** (সঙ্কুচিত অধরে চঞ্চল অঙ্গুলি সমন্বিত বংশী ধারণকারী) ; **রিঙ্গদ্‌ভ্রূ ভ্রমরম্** (যাঁহার ভ্রূরূপ ভ্রমর নৃত্য করিতেছে) ; **পরমানন্দং স্বীকুরু** (পরমানন্দ স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গীকার করো)।

অনুবাদ—সখি ! যাঁর জঙ্ঘার (হাঁটুর) নীচে দক্ষিণ চরণ সংলগ্ন, যিনি ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান, যাঁর গ্রীবা বাম দিকে সামান্য হেলানো, যাঁর বাঁকা চাহনি, যাঁর কুঞ্চিত অধরে চঞ্চল অঙ্গুলি সমন্বিত বাঁশি এবং যাঁর ভ্রমরের ন্যায় নৃত্যশীল ভুরু, হে সুতনু রাধিকে ! সেই সম্মুখস্থ পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গীকার করো।

তথাহি—তত্রৈব (১।১০৬)—

কুলবরতনুধর্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন
সুমুখি ! নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।

যুগপদয়মপূর্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি॥ ৪২

অন্বয়—সুমুখি (হে সুমুখি !) ; **নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গ-টঙ্কচ্ছটাভিঃ** (দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ শাণিত টঙ্ক দ্বারা) ; **কুলবরতনুধর্মগ্রাববৃন্দানি যুগপৎ ভিন্দন্** (কুলাঙ্গনাগণের সতীধর্মরূপ প্রস্তররাশিকে একই সময়ে ভেদ করিতে করিতে) ; **কঃ অয়ং অপূর্বঃ বিশ্বকর্মা** (কে এই অপূর্ব বিশ্বকর্মা) ; **পুরঃ মরকতমণিলক্ষৈঃ** (সম্মুখভাগে অসংখ্য মরকতমণিদ্বারা) ; **গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি** (গোষ্ঠভূমিকে বিরচিত করিতেছেন)।

অনুবাদ—হে সুমুখি ! যিনি দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ শাণিত টঙ্ক বা ছেনী দ্বারা কুলাঙ্গনাগণের সতীধর্মরূপ পাথর রাশিকে ভেদ করতে করতে অসংখ্য মরকতমণিদ্বারা গোষ্ঠভূমি সৃষ্টি করেছেন, আমার সম্মুখে অপূর্ব এই বিশ্বকর্মা কে ?

তথাহি—তত্রৈব (১।১০২)

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীদ্যুতিবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি ! স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গল-
ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ॥ ৪৩

অন্বয়—মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীদ্যুতিবিড়ম্বিদেহদ্যুতিঃ (যাঁহার অঙ্গকান্তি মহা-ইন্দ্রনীলমণির উজ্জ্বলতাকেও লজ্জা দিতেছে) ; **ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ কঃ অপি নব্যো যুবা স্ফুরতি** (ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্ররূপ কোন নবীন যুবক বিরাজ করিতেছেন) ; **সখি** (হে সখি !) ; **যস্য বংশীধ্বনি** (যাঁহার বংশীধ্বনি) ; **স্থিরকুলাঙ্গনানি-করনী বিবন্ধার্গল-ছিদাকরণ কৌতুকী জয়তি** (ধৈর্যশালিনী পতিব্রতা রমণীগণের নীবিবন্ধরূপ অর্গল ছেদনে কৌতুকী হইয়াছে, তাঁহার জয় হউক)।

অনুবাদ—যাঁর অঙ্গকান্তি মহা-ইন্দ্রনীলমণির উজ্জ্বলতাকে লজ্জা দিচ্ছে, ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্ররূপ এমন কোন নবীন যুবা বিরাজ করছেন ? হে সখি ! তাঁরই বংশীধ্বনি ধৈর্যশালিনী পতিব্রতা রমণীগণের নীবিবন্ধের অর্গল-ছেদন বিষয়ে কৌতুকী হয়ে জয়যুক্ত হচ্ছে।

শ্রীরাধারূপবর্ণনং যথা—বিদগ্ধমাধবে (১।৬০)—

বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি॥ ৪৪

অন্বয়—[যস্যাঃ] (যাঁহার) ; **অক্ষোঃ লক্ষ্মীঃ** (চক্ষুর শোভা) ; **নব্যং কুবলয়ং বলাৎ কবলয়তি** (নূতন পদ্মের শোভাকে বলপূর্বক পরাজিত করিতেছে) ; **মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনং উল্লঙ্ঘয়তি** (যাঁহার মুখের প্রফুল্লতা প্রস্ফুটিত পদ্মবনকে পরাজিত করিতেছে) ; **আঙ্গিকরুচিঃ অষ্টাপদং অপি** (যাঁহার অঙ্গকান্তি স্বর্ণকেও) ; **কষ্টাং দশাং নয়তি** (কষ্টকর অবস্থায় আনয়ন করিতেছে) ; **[তস্যাঃ]** (সেই) ; **রাধায়াঃ** (রাধার) ; **কিমপি বিচিত্রং রূপং বিলসতি** (কোনো অনির্বচনীয় বিচিত্র রূপ বিলসিত হইতেছে)।

অনুবাদ—যাঁর চোখের শোভা নবীন পদ্মের শোভাকেও বলপূর্বক পরাভূত করেছে, যাঁর মুখের প্রফুল্লতা প্রস্ফুটিত পদ্মবনের শোভাকেও পরাজিত করেছে এবং যাঁর অঙ্গকান্তি স্বর্ণকেও ম্লান করেছে, সেই রাধার অনির্বচনীয় বিচিত্র রূপ আশ্চর্যরূপে বিলসিত হচ্ছে।

তথাহি—তত্রৈব (৫।৩১)—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং
শতপত্রং বত ! শর্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং
তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্॥ ৪৫

অন্বয়—বিধুঃ দিবা বিরূপতাং এতি (চন্দ্র দিবাভাগে শোভাহীন হয়) ; **বত শতপত্রং শর্বরীমুখে এতি** (আবার পদ্ম সন্ধ্যাকালেই শোভাহীন হয়) ; **ইতি সদা শ্রিয়া উজ্জ্বলং** (এই অবস্থায় সর্বদা শোভাদ্বারা উজ্জ্বল) ; **মৎপ্রিয়াননং কেন তুলনাং অর্হতি** (আমার প্রিয়ার মুখ কাহার সহিত তুলনা হইবার যোগ্য) ?

অনুবাদ — মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে সখে ! চন্দ্র দিবাভাগে শোভাহীন হয়, আবার পদ্ম সন্ধ্যাকালেই শোভাহীন হয়। এই অবস্থায় দিবানিশি

সমান শোভায় উজ্জ্বল আমার প্রিয়ার মুখের তুলনা কার সঙ্গে হতে পারে ?

তথাহি—তত্রৈব (২।৭৮)—

প্রমদ-রসতরঙ্গস্মের-গণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধি-ভ্রূলতালাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎপক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ॥ ৪৬

অন্বয়—**প্রমদ-রসতরঙ্গ-স্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ** (আনন্দ রসতরঙ্গে যাঁহার গণ্ডস্থল ঈষৎ হাস্যযুক্ত) ; **স্মরধনুরনুবন্ধি-ভ্রূলতালাস্যভাজঃ** (কন্দর্প-ধনুতুল্য যাঁহার ভ্রূলতা নৃত্যরত) ; **পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ** (লোমযুক্ত চক্ষু যাঁহার) ; [শ্রীরাধায়াঃ] (শ্রীরাধার) ; **মদকলচলভৃঙ্গী-ভ্রান্তিভঙ্গীং দধানঃ কটাক্ষ** (মত্ততা নিবন্ধন মধুর চঞ্চল ভ্রমরের ভঙ্গীর ভ্রান্তিসম্পাদক শ্রীরাধার কটাক্ষ) ; **ইদং হৃদয়ং অদাঙ্ক্ষীৎ** (আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আনন্দ-রসতরঙ্গে যাঁর গণ্ডস্থল ঈষৎ হাস্যযুক্ত, মদনের ধনুর মতো যাঁর ভ্রূলতা নৃত্যরত। চোখের পলকগুলি দীর্ঘ সেই শ্রীরাধার কটাক্ষ মদমধুর ও চঞ্চল ভ্রমরের মতো। সেই কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করেছে।

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার॥ ১২৭
রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্যসম ভাস।
মুঞি কোন ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ॥ ১২৮
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য[ক] এই মুখের ব্যাদান।[খ]
এত বলি নান্দী-শ্লোক করিল ব্যাখ্যান॥ ১২৯

তথাহি—ললিতমাধবে (১।১)—

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্
মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ॥ ৪৭

অন্বয়—**সুররিপুসুদৃশাং** (অসুর রমণীগণের) ; **উরোজ-কোকান্** (স্তনরূপ চক্রবাক্‌সমূহকে) ; **মুখকমলানি চ খেদয়ন্** (এবং মুখরূপ পদ্মমালাকে দুঃখিত করিয়া) ; **অখিল সুহৃচ্চকোরনন্দী** (অখিল সুহৃদরূপ চকোরের আনন্দবর্ধনকারী) ; **অখণ্ডঃ মুকুন্দ যশঃ শশী চিরং বঃ মুদং দিশতু** (শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিরূপ চন্দ্র চিরকাল তোমাদের আনন্দ সম্পাদন করুক)।

অনুবাদ—চাঁদ যেমন চক্রবাক্ বা চকোরকে ও পদ্মকে দুঃখ দিতে থাকে, তাঁর কীর্তিও তেমনি অসুর রমণীদের বক্ষস্থল ও মুখের অপার দুঃখবিধান করে। আবার চাঁদ যেমন চকোরকে আনন্দ দেয়, তাঁর কীর্তিও তেমনি সমস্ত বন্ধুজনকে চিরকাল ধরে আনন্দ দান করে। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিরূপ চন্দ্র চিরকাল তোমাদের আনন্দ দান করুক।

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা॥ ১৩০

তথাহি—তত্রৈব (১।৪)—

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুণ্ঠিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম বিন্যস্যতু॥ ৪৮

অন্বয়—**যঃ ক্ষিতৌ উদয়ং আপ্নুবন্** (যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া) ; **নিজ-প্রণয়িতাসুধাং** (নিজ প্রেমসুধা) ; **অলং কিরতি** (সম্যক্‌রূপে বিতরণ করিতেছেন) ; **উরীকৃত-দ্বিজ-কুলাধিরাজস্থিতিঃ** (যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবতীর্ণ হইয়া) ; **লুণ্ঠিত তমস্ততিঃ** (যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন) ; **বশীকৃত জগন্মনাঃ** (সমস্ত জগতের হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছেন) ; **সঃ শচীসুতাখ্যঃ শশী কিমপি শর্ম বিন্যস্যতু** (সেই শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র আমার অনির্বচনীয় সুখ সম্পাদন করুন)।

অনুবাদ—যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হয়ে নিজ প্রেমসুধা বিতরণ করছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি জগতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নষ্ট করেছেন এবং সমস্ত জগতের মন যাঁর বশীভূত, সেই শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র অনির্বচনীয় সুখ সম্পাদন করুন।

[ক]ধার্ষ্ট্য—ধৃষ্টতা ; নির্লজ্জতা।

[খ]মুখের ব্যাদান—হাঁ করা বা কিছু বলা।

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস ॥ ১৩১

কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেন স্তুতি ক্ষারবিন্দু॥ ১৩২

রায় কহে রূপের কবিত্ব অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥ ১৩৩

প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস॥ ১৩৪

রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্তুতি মঙ্গলাচরণে॥ ১৩৫

রায় কহে কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ।
তবে রূপ গোঁসাঞি কহে তাহার বিশেষ॥ ১৩৬

তথাহি—ললিতমাধবে (১।২০)—

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্॥ ৪৯

অন্বয়—নটতা তেন কলানিধিনা (নৃত্যপরায়ণ সেই কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক) ; রঙ্গস্থলে কিরাত রাজং নিহত্য (রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ কংস নিহত হইলে) ; গুণবতি সময়ে (পূর্ণমনোরথ-সময়ে) ; তারাকরগ্রহণং বিধেয়ম্ (তারার অর্থাৎ শ্রীরাধার পাণিগ্রহণ করিবেন)।

অনুবাদ—সেই কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ নাচতে নাচতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ কংসকে বিনাশ করে পূর্ণ মনোরথ সময়ে তারার অর্থাৎ শ্রীরাধার পাণিগ্রহণ করবেন।

'উদ্‌ঘাত্যক'[ক] নাম এই আমুখ বীথী-অঙ্গ।[খ]
তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ॥ ১৩৭

তল্লক্ষণং যথা—সাহিত্যদর্পণে (৬।২৮৯)—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্ঘাত্যক উচ্যতে॥ ৫০

অন্বয়—অগতার্থানি পদানি (যাহার অর্থ বোঝা যায় না এমন পদসমূহকে) ; তদর্থগতয়ে (তাহাদের অর্থ বোধের জন্য) ; যত্র নরাঃ (যেখানে লোকসকল) ; অন্যৈঃ পদৈঃ যোজয়ন্তি (অন্য পদের সঙ্গে যোজনা করে) ; সঃ উদ্‌ঘাত্যকঃ উচ্যতে (তাহাকে উদ্‌ঘাত্যক বলে)।

অনুবাদ—অবোধিত অর্থযুক্ত পদকে, তাদের অর্থ বোধের জন্য যে অন্য পদের সঙ্গে যোজনা করা হয়, তাকে উদ্‌ঘাত্যক বলে।

রায় কহে কহ আগে অঙ্গের বিশেষ।[গ]
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ॥ ১৩৮

তথাহি—ললিতমাধবে (১।৫।৪৯)—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলীদূতী॥ ৫১

অন্বয়—হ্রিয়ং অবগৃহ্য (লজ্জাকে বিনষ্ট করিয়া) ; গৃহেভ্যঃ বনায় (গৃহ হইতে বনগমন নিমিত্ত) ; যা রাধাং কর্ষতি (যে শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করে) ; সা নিপুণা (সেই স্বকার্যকুশলা) ; বর-বংশজকাকলী (বরবংশী কাকলীরূপা) ; নিসৃষ্টার্থা দূতী জয়তি (নিসৃষ্টার্থা দূতী জয়যুক্ত হইতেছে)।

অনুবাদ—লজ্জা বিনষ্ট করে গৃহ থেকে বনে রাধাকে যে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, নিপুণা দূতীর মতো কৃষ্ণের বাঁশীর সেই কাকলী জয়যুক্ত হচ্ছে।

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ
পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা
সর্বদৃশঃ শ্রুতেরপি॥ ৫২

অন্বয়—রজোভরঃ (ধূলিসমূহ) ; হরিং উদ্দিশতে (শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া দিতেছে) ; পুরতঃ তমঃ অমুং সঙ্গময়তি (এবং সম্মুখে অন্ধকার শ্রীকৃষ্ণকে মিলন করাইয়া দিতেছে) ; ব্রজবামদৃশাং পদ্ধতিঃ

[ক]উদ্‌ঘাত্যক—প্রস্তাবনার অঙ্গবিশেষে যে বীথী, সেই বীথীরই একটি প্রকারের নাম উদ্‌ঘাত্যক ; যে পদের অর্থ সংগতি হয় না, তার অর্থ-সংগতির জন্য অন্য পদের সঙ্গে যোজনাকে উদ্‌ঘাত্যক বলে।

[খ]বীথী—বীথীতে একটি অঙ্ক এবং একটি নায়ক থাকে। আমুখ বীথী-অঙ্গ—প্রস্তাবনার বীথী নামক অঙ্গের একটি অঙ্গের নামই উদ্‌ঘাত্যক।

[গ]অঙ্গের বিশেষ—নাটকের অন্যান্য অংশ ; পূর্বে যেমন বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাদির বর্ণনা আছে, এখানেও তা বল।

(ব্রজবধূগণের কৃষ্ণভজনরীতি) ; **সর্বদৃশঃ শ্রুতেঃ অপি ন প্রকটা** (সর্বলোকের চক্ষুঃস্বরূপ শ্রুতিরও অগোচর)।

অনুবাদ—কৃষ্ণ চলেছেন, তাঁর পিছনে ধূলিরাশি দেখে ব্রজগোপীগণ তাঁর খোঁজ পাচ্ছে, আর সম্মুখে অন্ধকারের আবরণ তাঁর সঙ্গে গোপীদের মিলন ঘটিয়ে দিচ্ছে ; অতএব ব্রজবধূগণের কৃষ্ণভজন পদ্ধতি সকল লোকের চক্ষুঃস্বরূপ শ্রুতিরও অগোচর।

তথাহি—তত্রৈব (২।২৩।২২)—

সহচরি ! নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতিঃ
ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ ! চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈঃ
মম ধৃতিধনং চেতঃ কোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ॥ ৫৩

অন্বয়—সহচরি (হে সহচরি) ; **মুদিরদ্যুতিঃ** (নবজলধরকান্তি) ; **মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ** (মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিলাসবিশিষ্ট) ; **কঃ অয়ং নিরাতঙ্কঃ যুবা** (কে এই নির্ভীক যুবক ?) ; **কুতঃ ব্রজভুবি প্রাপ্তঃ** (কোথা হইতে ব্রজমণ্ডলে আসিয়াছেন ?) ; **অহহ যঃ ইহ চটুলৈঃ উৎসর্পদ্ভিঃ** (অহো ! বড় দুঃখ যে এই বৃন্দাবনে চঞ্চল ইতস্তত ভ্রমণশীল) ; **দৃগঞ্চল তস্করৈঃ** (কটাক্ষস্বরূপ তস্কর দ্বারা) ; **মম চেতঃ কোষাৎ** (আমার চিত্তরূপ ধনাগার হইতে) ; **ধৃতিধনং বিলুণ্ঠয়তি** (ধৈর্যরূপ ধনকে লুণ্ঠন করিতেছেন)।

অনুবাদ—হে সহচরি ! যিনি নবীন মেঘের মতো শ্যামসুন্দর, মদমত্ত হাতির মতো যাঁর বিলাস—কে এই নির্ভীক যুবক ? কোথা থেকেই বা ব্রজমণ্ডলে এসেছেন ? আহা ! বড়ো দুঃখের বিষয় এই বৃন্দাবনে এঁর চপল চোখের চাউনি চোরের মতো আমাদের ধৈর্যরূপ সম্পদকে চিত্তরূপ ধনাগার থেকে যেন লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচন চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা॥ ৫৪

অন্বয়—যা মম মনঃ করীন্দ্রস্য (যিনি আমার চিত্তরূপ প্রধান হস্তীর) ; **বিহার সুরদীর্ঘিকা** (বিহারের অর্থাৎ জলকেলির মন্দাকিনী তুল্যা) ; **বিলোচন চকোরয়োঃ শরদমন্দ চন্দ্রপ্রভা** (নয়নরূপ চকোর দ্বয়ের শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রের প্রভাসদৃশ) ; **উরোঽম্বরতটস্য চ আভরণচারু-তারাবলী** (হৃদয়রূপ আকাশের মনোহর তারাবলী নামক অলংকারতুল্যা) ; **সা ইয়ং রাধিকা** (সেই এই শ্রীরাধা) ; **ময়া উন্নত-মনোরথৈঃ অলম্ভি** (আমা-কর্তৃক অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষায় লব্ধ হয়েছে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধার গুণবর্ণনা—যিনি আমার চিত্তরূপ প্রধানহস্তীর জলকেলির মন্দাকিনী তুল্যা, যিনি আমার নয়ন-চকোরের শারদীয় পূর্ণিমার চাঁদের আলো, যিনি আমার হৃদয় আকাশে সুন্দর তারা দিয়ে গাঁথা একগাছি মুক্তামালা—সেই এই শ্রীরাধাকে আমি অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষায় লাভ করেছি।

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র-বদনে॥ ১৩৯
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥ ১৪০
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন॥ ১৪১

তথাহি—প্রাচীনকৃতশ্লোকঃ

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিংকাণ্ডেনধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥ ৫৫

অন্বয়—তস্য কবেঃ কাব্যেন কিম্ (সেই কবির কাব্য রচনার প্রয়োজন কী) ; **তস্য ধনুষ্মতঃ কাণ্ডেন কিম্** (সেই ধনুর্ধারীর বাণ নিক্ষেপেরই বা কী প্রয়োজন) ; **যৎ পরস্য হৃদয়ে** (যাহা পরের হৃদয়ে) ; **লগ্নং শিরঃ ন ঘূর্ণয়তি** (লগ্ন হইয়া মস্তককে ঘূর্ণিত না করে)।

অনুবাদ—সেই কবির কাব্যরচনার প্রয়োজন কী যদি তা অন্য জনের হৃদয়ে লেগে আনন্দে তার মাথা ঘুরিয়ে না দেয় ? সেই ধনুর্ধারীর বাণনিক্ষেপেরই বা কী প্রয়োজন—যদি সেই বাণ অন্যের হৃদয়ে লেগে বেদনায় তার মাথা ঘুরিয়ে না দেয় ?

তোমার শক্তি বিনু জীবের নহে বাণী[*]।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও, হেন অনুমানি॥ ১৪২
প্রভু কহে প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইঁহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন॥ ১৪৩
মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥ ১৪৪
সভে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা প্রেম-রস বর্ণে নিরন্তর॥ ১৪৫
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥ ১৪৬
তোমার যৈছে বিষয়-ত্যাগ তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি॥ ১৪৭
এই দুই ভাই আমি পাঠালাঙ বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্তনে॥ ১৪৮
রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে॥ ১৪৯
মোর মুখে যে সব রস কৈলে প্রচারণে।
সেই সব দেখি এই ইঁহার লিখনে॥ ১৫০
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সেই করিবে জগৎ তোমার বশ॥ ১৫১
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সভার চরণ বন্দন॥ ১৫২
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সভে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৫৩
প্রভু কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্‌গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সভাকার মন॥ ১৫৪
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা।
হরিদাস ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥ ১৫৫

[*]বাণী—বিদগ্ধমাধব ও ললিত মাধবের মতো বর্ণনা।

হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে ইহার কে জানে মহিমা॥ ১৫৬
শ্রীরূপ কহেন আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহান সেই কহি বাণী॥ ১৫৭

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।১।২)

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরে পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥ ৫৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় উনবিংশ পরিচ্ছেদের চতুর্দশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৭৪)]

এই মত দুই জন কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে॥ ১৫৮
চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভু বিদায় দিল গৌড়ে করিতে গমন॥ ১৫৯
শ্রীরূপ প্রভু-পদে নীলাচলে রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা॥ ১৬০
দোল অনন্তর প্রভু রূপে বিদায় দিলা।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা॥ ১৬১
'বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইঁহা পাঠাইও সনাতনে॥' ১৬২
ব্রজে তুমি রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত তীর্থ সব তার করিহ প্রচারণ॥ ১৬৩
কৃষ্ণসেবা, ভক্তিরস করহ প্রচার।
আমিও দেখিতে তাহাঁ যাইব একবার॥ ১৬৪
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপ গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ॥ ১৬৫
মহাপ্রভু ভক্তস্থানে বিদায় মাগিলা।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবনে আইলা॥ ১৬৬
এইত কহিল পুনঃ রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥ ১৬৭
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ শ্রীরূপ সঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথা-
ন্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥ ১

অন্বয়—অহং শ্রীগুরোঃ (আমি শ্রীদীক্ষাগুরুর) ; শ্রীযুত পদকমলং (কমলতুল্য শ্রীচরণ যুগল) ; বন্দে (বন্দনা করি) ; শ্রীগুরূন্ (শিক্ষাগুরুগণকে) ; বৈষ্ণবান্ চ (এবং বৈষ্ণবগণকে) ; সাগ্রজাতং (অগ্রজ সনাতনের সহিত) ; সহগণরঘুনাথান্বিতং (গণের সহিত এবং রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাসের সহিত) ; সজীবং (এবং শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত) ; তং শ্রীরূপং (সেই শ্রীরূপ গোস্বামীকে) ; সাদ্বৈতং (শ্রীঅদ্বৈতের সহিত) ; সাবধূতং (শ্রীনিত্যানন্দের সহিত) ; পরিজনসহিতং (এবং পরিকরগণের সহিত) ; কৃষ্ণচৈতন্যদেবং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) ; সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতান্ (গণের সহিত শ্রীললিতা ও বিশাখা সমন্বিত) ; শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে) ; বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ—আমি শ্রীদীক্ষাগুরুর চরণকমল বন্দনা করি ; শিক্ষাগুরুগণকে এবং বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করি ; অগ্রজ শ্রীসনাতনের সঙ্গে সপরিকর রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাসগোস্বামীর সঙ্গে এবং শ্রীজীবগোস্বামীর সঙ্গে শ্রীরূপগোস্বামীর বন্দনা করি ; শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে এবং পরিকরগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি ; পরিকরগণের সঙ্গে শ্রীললিতা-বিশাখা সমন্বিতা শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
সর্বলোক নিস্তারিতে গৌর অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার॥ ২
সাক্ষাৎ দর্শন আর যোগ্য ভক্ত জীবে।
আবেশ করয়ে কাঁহা, হয়ে আবির্ভাবে॥ ৩
সাক্ষাৎ দর্শনে প্রায় সভা নিস্তারিলা।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবিষ্ট হৈলা॥ ৪
প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দ আগে কৈল আবির্ভাব।
'লোক নিস্তারিব' এই ঈশ্বর স্বভাব॥ ৫
সাক্ষাৎ দর্শনে সব জগৎ তারিল।
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হইল॥ ৬
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া॥ ৭
আর নানাদেশের লোক আসি জগন্নাথ।
চৈতন্য-চরণ দেখি হইল কৃতার্থ॥ ৮
সপ্তদ্বীপের[ক] লোক আর নবখণ্ডবাসী[খ]।
দেব গন্ধর্ব কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি॥ ৯
প্রভুকে দেখিয়া যায় 'বৈষ্ণব' হইয়া।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি নাচে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ ১০
এই মত ত্রিজগৎ দর্শনে নিস্তারি।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী॥ ১১
তা সভা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্য ভক্তজীব-দেহে করেন আবেশে॥ ১২
সেই জীবে নিজ শক্তি করেন প্রকাশে।
তাহার দর্শনে 'বৈষ্ণব' হয় সর্বদেশে॥ ১৩
এই মত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে যৈছে আবেশ করি কৃষ্ণ দরশন॥ ১৪
আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তিঁহো বড় অধিকারী॥ ১৫

[ক]সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শালমল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপ।

[খ]নবখণ্ড —জম্বুদ্বীপের নয়টি ভাগ ; এদেরকে বর্ষও বলে। যথা —নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, কুরু, হিরন্ময়, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল।

গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল॥ ১৬
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে কাঁদে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥ ১৭
অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার॥ ১৮
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহাকে দেখিতে আসে সর্ব গৌড়দেশ॥ ১৯
যারে দেখে তারে কহে, কহ কৃষ্ণ নাম।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম॥ ২০
'চৈতন্য আবেশ হয় নকুলের দেহে।'
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে॥ ২১
পরীক্ষা করিতে তাঁর যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল॥ ২২
আপনে আমাকে বোলায় ইঁহা[ক] আমি জানি।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি॥ ২৩
তবে জানি ইঁহাতে হয় চৈতন্য আবেশ।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশ॥ ২৪
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায়॥ ২৫
আবেশে ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাহ বোলাহ তাঁহারে॥ ২৬
চারিদিকে যায় লোক 'শিবানন্দ' বলি।
শিবানন্দ কোন্ তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী॥ ২৭
শুনি শিবানন্দ সেন আনন্দে আইলা।
নমস্কার করি তাঁর নিকটে বসিলা॥ ২৮
ব্রহ্মচারী বলে 'তুমি যে কৈলে সংশয়।
একমন হঞা তার শুনহ নিশ্চয়॥ ২৯
গৌর-গোপাল মন্ত্র[খ] তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর'॥ ৩০
তবে শিবানন্দ মনে প্রতীত হইল।
অনেক সম্মান ভক্তি তাঁহারে করিল॥ ৩১
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় 'আবির্ভাব'॥ ৩২
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্তনে।
শ্রীবাস-কীর্তনে আর রাঘব-ভবনে॥ ৩৩
এই চারি ঠাঁই প্রভুর সতত আবির্ভাব।
'প্রেমাকৃষ্ট হয়ে' প্রভুর সহজ স্বভাব॥ ৩৪
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া॥ ৩৫
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেঁহো মহা ভাগ্যবান্॥ ৩৬
একবৎসর তিঁহো প্রথমে একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর॥ ৩৭
মহাপ্রভু দেখি তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা॥ ৩৮
তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা দিল গৌড় যাইতে।
'ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে আসিতে॥ ৩৯
এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাহাঁই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে॥ ৪০
শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষমাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাঁহার আবাসে॥ ৪১
জগদানন্দ হয় তাহাঁ, তিঁহো ভিক্ষা দিবে।
সভাকে কহিও এ বর্ষ কেহ না আসিবে॥' ৪২
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ[গ] কহিল।
শুনি ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল॥ ৪৩
চলিতেছিলা আচার্য গোঁসাঞি রহিলা স্থির হৈঞা।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া॥ ৪৪
পৌষ মাস আইলে দুঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা পর্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া॥ ৪৫
এইমত মাস গেল গোঁসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হইলা॥ ৪৬

[ক]ইঁহা—এখানে। আমি এইস্থানে আছি, তা জেনে যদি আমাকে স্বয়ং আহ্বান করেন।

[খ]গৌর-গোপাল মন্ত্র— ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং। এই চার অক্ষরের মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণকেই এখানে গৌর গোপাল বলা হয়েছে।

[গ]সন্দেশ—বার্তা, সংবাদ।

আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা।
দোঁহে তাঁরে মিলি তবে স্থানে বসাইলা॥ ৪৭
দোঁহে দুঃখী দেখি তবে কহে নৃসিংহানন্দ।
তোমা দোঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ॥ ৪৮
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা।
আসিব আজ্ঞা দিলা প্রভু কেনে না আইলা॥ ৪৯
শুনি ব্রহ্মচারী কহে করহ সন্তোষে।
আমিত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে॥ ৫০
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জন।
'আনিব প্রভুরে এহোঁ' নিশ্চয় কৈল মন॥ ৫১
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর ছিল নিজ নাম।
'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈল গৌরধাম॥ ৫২
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল।
পানিহাটি গ্রামে আসি প্রভুরে আনিল॥ ৫৩
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহ আসিবেন মোর ঘরে।
পাকসামগ্রী আন, আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে॥ ৫৪
তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল, কিছু সন্দেহ না কর॥ ৫৫
যে চাহিয়ে, তাহা কর হইয়া তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর॥ ৫৬
পাকসামগ্রী আন আমি যে যে চাই।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই॥ ৫৭
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর, নানা উপহার॥ ৫৮
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাঢ়িল।
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল॥ ৫৯
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক্ বাঢ়িল।
তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল॥ ৬০
দেখে শীঘ্র আসি বসিল চৈতন্য গোঁসাঞি।
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাঞি॥ ৬১
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার।
'হা হা কি কর কি কর' বলি করেন ফুৎকার॥ ৬২
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ॥ ৬৩
নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস॥ ৬৪
ভোজন দেখিয়া যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাস॥ ৬৫
'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ চৈতন্যগোঁসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই॥' ৬৬
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন॥ ৬৭
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানিহাটি।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটী॥ ৬৮
শিবানন্দ কহে কেনে করহ ফুৎকার।
তেঁহো কহে দেখ তোমার প্রভুর ব্যবহার॥ ৬৯
তিনজনার ভোগ তিঁহো একেলা খাইল।
জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল॥ ৭০
শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয়॥ ৭১
তবে শিবানন্দে পুনঃ কহে ব্রহ্মচারী।
সামগ্রী আন নৃসিংহ-লাগি পুনঃ পাক করি॥ ৭২
তবে শিবানন্দ ভোগ সামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহেরে ভোগ লাগাইল॥ ৭৩
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে গিয়া দেখিল প্রভুর চরণ॥ ৭৪
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা॥ ৭৫
গত বর্ষ পৌষে আমা করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥ ৭৬
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য হইল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রতীতি জন্মিল॥ ৭৭
এই মত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্তন দর্শন॥ ৭৮
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥ ৭৯
প্রেমবশ গৌরপ্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হঞা তাঁহা দেন দরশন॥ ৮০

শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে।
যাঁর প্রেমে বশ গৌর আইসে বারে বারে॥ ৮১
এইত কহিল্ গৌরের আবির্ভাব।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্যপ্রভাব॥ ৮২
পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য॥ ৮৩
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ-অবতার।
স্বরূপ গোঁসাঞিঃ সহ সখ্য-ব্যবহার॥ ৮৪
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো করে নিমন্ত্রণ॥ ৮৫
ঘরে ভাত করি করেন বিবিধ ব্যঞ্জন।
একেলা প্রভুকে লঞা করান ভোজন॥ ৮৬
তাঁর পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান।
বিষয়-বিমুখ আচার্য বৈরাগ্য-প্রধান॥ ৮৭
গোপাল ভট্টাচার্য নাম তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তাঁর ঠাঁই॥ ৮৮
আচার্য তাঁহারে প্রভুপাশে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু, চিত্তে সুখ না পাইলা॥ ৮৯
আচার্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস॥ ৯০
স্বরূপ গোঁসাঞিরে আচার্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পড়ি গোপাল আসিয়াছে এখানে॥ ৯১
সভে মিলি আইস ভাষ্য শুনি ইহার স্থানে।
প্রেম ক্রোধে স্বরূপ তাঁরে বলেন বচনে॥ ৯২
বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥ ৯৩
বৈষ্ণব হইয়া যে শারীরক ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবকভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে॥[ক] ৯৪

[ক]শ্রীভগবান জীবের সেব্য এবং জীব তাঁর সেবক, নিত্যদাস। 'একলে কৃষ্ণ প্রভু আর সবে দাস' —এই ভাব। এটাই বৈষ্ণবের ভাব। কিন্তু শংকরাচার্যের মতে জীব ও ঈশ্বরে কোনো ভেদ নেই ; আমিই ঈশ্বর, সোঽহং—এটাই শংকর-অনুগমীদের মত। এই মত বৈষ্ণব মতের বিপরীত। বৈষ্ণব যদি শংকর ভাষ্য শুনে, তাহলে তার সেব্য-সেবক ভাব দূর হয়ে 'আমিই ঈশ্বর' এই ভক্তিবিরোধী ভাব জন্মাতে পারে।

মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ শুনিলে মন অবশ্য ফিরে তাঁর॥ ৯৫
আচার্য কহে আমা সভার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সভার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥ ৯৬
স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
'চিদ্ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা' এই মাত্র শুনে॥ ৯৭
জীবা জ্ঞান-কল্পিত ঈশ্বর সকলি অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন কান॥ ৯৮
লজ্জা ভয় পাঞা আচার্য মৌন করিলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥ ৯৯
একদিন আচার্য প্রভুকে কৈলা নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন॥ ১০০
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্তনীয়া।
তাহারে কহেন আচার্য ডাকিয়া আনিয়া॥ ১০১
মোর নামে শিখিমাহিতীর ভগ্নীস্থানে গিয়া।
ওরাইয়া চালু এক মান আনহ মাগিয়া॥[খ] ১০২
মাহিতীর ভগিনী সেই নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥ ১০৩
প্রভু লেখা করে রাধাঠাকুরাণীর গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সার্ধ তিন জন॥ ১০৪
স্বরূপ গোঁসাঞিঃ আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতী আর তাঁর ভগিনী অর্ধজন॥ ১০৫
তাঁর ঠাঞিঃ তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্যের হইল উল্লাস॥ ১০৬
স্নেহেতে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল প্রসাদ[গ] আদা চাকি, লেম্বু সলবণ॥ ১০৭
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্যে পুছিলা॥ ১০৮
উত্তম অন্ন এ তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা।
আচার্য কহে মাধবী দেবী পাশে মাগিয়া আনিলা॥ ১০৯

[খ]ওরাইয়া চালু—ওরা নামক শালিধানের চাউল।
এক মান—এক কাঠা, এক সেরের সামান্য বেশি।
[গ]দেউল প্রসাদ —শ্রীজগন্নাথের মন্দির থেকে আনীত মহাপ্রসাদ।

প্রভু কহে কোন্ যাই মাগিয়া আনিল।
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য করিল॥ ১১০
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা।
নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা॥ ১১১
আজ হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা॥ ১১২
দ্বার মানা হৈল হরিদাস দুঃখী হৈল মনে।
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে॥ ১১৩
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি আসি পুছিলা মহাপ্রভুর পাশ॥ ১১৪
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস॥ ১১৫
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥ ১১৬
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মহামুনির মন॥[ক] ১১৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।১৯।১৭) শ্লোকঃ

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ ২

অন্বয় —মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা (মাতা, ভগিনী বা কন্যার সহিত) ; অবিবিক্তাসনঃ ন ভবেৎ (সংকীর্ণ আসনে উপবেশন করিবে না) ; বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (প্রবল ইন্দ্রিয়সকল) ; বিদ্বাংসমপি কর্ষতি (পণ্ডিতকেও আকর্ষণ করে)।

অনুবাদ—মাতা, ভগিনী কিংবা কন্যা—এদের সঙ্গেও ছোট জায়গায় বা একাসনে বসবে না ; কারণ, বলবান ইন্দ্রিয়সকল বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে বা চঞ্চল করে তোলে।

ক্ষুদ্র জীবসব মর্কট-বৈরাগ্য[খ] করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে[গ] প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥ ১১৮

এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোঁসাঞির আবেশ দেখি সভে মৌন কৈলা॥ ১১৯
আর দিন সভে মিলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে॥ ১২০
অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ॥ ১২১
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥ ১২২
নিজ কার্যে যাহ সভে, ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ যদি কহ আমা না দেখিবে হেথা॥ ১২৩
এত শুনি সভে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ নিজ কার্যে সব চলিল উঠিয়া॥ ১২৪
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা।
বুঝা নাহি যায় এই মহাপ্রভুর লীলা॥ ১২৫
আর দিন সভে পরমানন্দ পুরী স্থানে।
'প্রভুকে প্রসন্ন কর' কৈল নিবেদনে॥ ১২৬
তবেপুরী গোঁসাঞি একা প্রভুস্থানে আসিলা।
নমস্করি প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা॥ ১২৭
পুছিলা কি আজ্ঞা ? কেনে কৈলে আগমন।
'হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈল নিবেদন॥ ১২৮
শুনি মহাপ্রভু কহে শুনহ গোঁসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি॥ ১২৯
মোরে আজ্ঞা দেহ মুই যাঙ আলালনাথ।
একলা রহিব তাঁহা গোবিন্দমাত্র সাথ॥ ১৩০
এত বলি প্রভু গোবিন্দেরে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা॥ ১৩১
আস্তেব্যস্তে পুরীগোঁসাঞি প্রভুস্থানে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে বসাইলা॥ ১৩২
যে তোমার ইচ্ছা তাহি কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর॥ ১৩৩
লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥ ১৩৪

[ক]দারু অর্থাৎ কাষ্ঠ নির্মিত স্ত্রীলোকের মূর্তি জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের মনও হরণ করে —ইন্দ্রিয়ের এমনই দুর্নিবার ভোগবাসনা।

[খ]মর্কট বৈরাগ্য —বানরের মতো বাহ্য বৈরাগ্য, কিন্তু অন্তরে রয়েছে তীব্র ভোগবাসনা।

[গ]বুলে—ভ্রমণ করে।

এত বলি পুরী-গোঁসাঞি গেলা নিজ স্থানে।
হরিদাস ঠাঞি আইলা সব ভক্তগণে॥ ১৩৫
স্বরূপ গোঁসাঞি কহে শুন হরিদাস।
সভে তোমার হিত কহি করহ বিশ্বাস॥ ১৩৬
প্রভু হঠে[ক] পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন যাতে দয়ালু অন্তর॥ ১৩৭
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কর আপনি ক্রোধ যাবে॥ ১৩৮
এত বলি তাঁরে স্নান ভোজন করাইয়া।
আপনার ঘরে আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া॥ ১৩৯
প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে।
দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে॥ ১৪০
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
প্রিয় ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম বুঝাইতে॥ ১৪১
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সভে স্ত্রী-সম্ভাষণে॥ ১৪২
এই মত হরিদাসের এক বৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল॥ ১৪৩
রাত্রি অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হইয়া।
প্রয়াগেতে গেল, কারে কিছু না বলিয়া॥ ১৪৪
প্রভুপদ-প্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥ ১৪৫
সেইক্ষণে দিব্যদেহে প্রভুস্থানে আইলা।
প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্ধানেই রহিলা॥ ১৪৬
গন্ধর্বের দেহে গান করে অন্তর্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে শুনায় গীত, অন্য নাহি শুনে॥ ১৪৭
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে।
হরিদাস কাঁহা ? তারে আনহ এখানে॥ ১৪৮
সভে কহে হরিদাস বর্ষ পূর্ণ দিনে।
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা কেহ নাহি জানে॥ ১৪৯
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় হইলা॥ ১৫০
একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ।

[ক]হঠে—জিদে।

কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ॥ ১৫১
সমুদ্রস্নানে গেলা সভে শুনে কথো দূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে॥ ১৫২
মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দ আদি মিলি সভে কৈল অনুমানে॥ ১৫৩
বিষ খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি 'ব্রহ্মরাক্ষস' হইল॥ ১৫৪
আকার না দেখি তার শুনি মাত্র গান।
স্বরূপ কহেন এই মিথ্যা অনুমান॥ ১৫৫
আজন্ম কৃষ্ণকীর্তন, প্রভুর সেবন।
প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ[খ]॥ ১৫৬
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি সে হয়।
মহাপ্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিবে নিশ্চয়॥ ১৫৭
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইলা।
হরিদাসের বার্তা তেঁহো সভারে কহিলা॥ ১৫৮
যৈছে সঙ্কল্প তৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদি মনে বিস্ময় হইলা॥ ১৫৯
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লইয়া।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হইয়া॥ ১৬০
'হরিদাস কাঁহা ?' যদি শ্রীবাস পুছিলা।
স্বকর্ম-ফলভুক্ পুমান[গ] প্রভু উত্তর দিলা॥ ১৬১
তবে শ্রীনিবাস তাঁর বৃত্তান্ত কহিলা।
যৈছে সঙ্কল্প করি ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥ ১৬২
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥ ১৬৩
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভুপদ পাইলা॥ ১৬৪

[খ]ক্ষেত্রের মরণ—শ্রীক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীধামে দেহত্যাগ।

[গ]স্বকর্ম-ফলভুক্ পুমান্— যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফলভোগ করে থাকে। সুতরাং হরিদাস যেমন কর্ম করেছেন, তেমনি তার ফলভোগ করেছেন অর্থাৎ দিব্যদেহে কীর্তন শুনিয়ে মহাপ্রভুর আনন্দ বর্ধনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় কর্ণ মন॥ ১৬৫
আপন কারুণ্য লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ॥ ১৬৬
তীর্থের মহিমা, নিজভক্তে আত্মসাথ।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য পাঁচ সাত॥ ১৬৭

মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্রগম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত-ধীর॥ ১৬৮
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিও, তর্কে হয় বিপরীত॥ ১৬৯
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৭০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপ শিক্ষণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথা-
ন্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥ ১

[অন্বয় ও অনুবাদ অন্ত্যলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫১৭)]

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদু ব্যবহার॥ ২
গোঁসাঞির ঠাঞি নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভুসনে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার॥ ৩
প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীত সহিতে না পারে॥ ৪
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে॥ ৫
নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত।
যাঁহা প্রীত তাঁহা আইসে বালকের রীত॥ ৬
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে॥ ৭
আর দিন সেই বালক গোঁসাঞি ঠাঞি আইলা।
গোঁসাঞি তারে প্রীত করি বার্তা পুছিলা॥ ৮
কথোক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা॥ ৯
অন্যোপদেশে পণ্ডিত[ক] কহে গোঁসাঞির ঠাঞি।
গোঁসাঞি গোঁসাঞি এবে জানিব গোঁসাঞি॥ ১০

[ক]অন্যোপদেশে পণ্ডিত— পরকে উপদেশ দেওয়ার বেলায় প্রভু খুব পণ্ডিত।

এবে গোঁসাঞির গুণ যশ সবলোকে গাইবে।
তবে গোঁসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে॥ ১১
শুনি প্রভু কহে 'কাঁহা কহ দামোদর।'
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ ১২
স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর[খ]-জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে॥ ১৩
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডী[গ] ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীত কেনে কর॥ ১৪
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥ ১৫
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর[ঘ]॥ ১৬
এত বলি দামোদর মৌন করিলা।
অন্তরে সন্তোষ গোঁসাঞি হাসি বিচারিলা॥ ১৭
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ॥ ১৮
এত বিচারিয়া প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা॥ ১৯
প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা॥ ২০
তোমা বিনা তাঁহে রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥ ২১
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে।
নিরপেক্ষ[ঙ] না হৈলে ধর্ম না যায় রক্ষণে॥ ২২
আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয়॥ ২৩

[খ]মুখর—যারা কারও কোনো অপেক্ষা না করে সকলের সম্বন্ধেই আলোচনা করে অর্থাৎ দুর্মুখ।

[গ]রাণ্ডী—রাঁড়ী, বিধবা।

[ঘ]দেহ অবসর —অবকাশ দাও অর্থাৎ নিন্দা করবার সুযোগ দাও।

[ঙ]নিরপেক্ষ — উচিত কথা বলতে, কিংবা উচিত কাজ করতে যে কারও অপেক্ষা রাখে না, তাকে নিরপেক্ষ বলে।

মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তোমার আগে নহিবে কারও স্বচ্ছন্দাচরণে॥ ২৪
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে।
করি শীঘ্র পুনঃ তাঁহা করিহ গমনে॥ ২৫
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখকথা কহি সুখ দিহ তাঁরে॥ ২৬
নিরন্তর নিজকথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইঁহাতে[ক]॥ ২৭
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও।
আর গুহ্যকথা তাঁরে স্মরণ করাইও॥ ২৮
বার বার আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥ ২৯
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য-বিরহে তাহা স্বপ্ন করি মান॥ ৩০
এই মাঘ-সংক্রান্তে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা পিঠা, ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পায়স রান্ধিলা॥ ৩১
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
আমা স্ফূর্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ান॥ ৩২
আস্তেব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাইএ দেখি তোমার বড় সুখ হইল॥ ৩৩
ক্ষণেকে অশ্রু মুছি শূন্য দেখ পাত।
স্বপ্ন দেখি যেন নিমাঞি খাইল ভাত॥ ৩৪
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইল এই সব জ্ঞান হৈল॥ ৩৫
পাকপাত্রে দেখ সব অন্ন আছে ভরি।
পুনঃ ভোগ লাগাইলে স্থান সংস্কার করি॥ ৩৬
এই মত বার বার করিয়ে ভোজন।
তব শুদ্ধপ্রেমে আমা করে আকর্ষণ॥ ৩৭
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
তোমার নিকটে নেওয়ায় আমা তোমার প্রেম বলে॥ ৩৮
এই মত বার বার করাহ স্মরণ।
আমার নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ॥ ৩৯
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।

[ক]ইঁহাতে—নবদ্বীপে।

মাতাকে, বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিল॥ ৪০
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতাকে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা॥ ৪১
আচার্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা পণ্ডিত তাহা আচরিল॥ ৪২
দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তাঁর ভয়ে সভে করে সঙ্কোচ ব্যবহার॥ ৪৩
প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্যাদা স্থাপন॥ ৪৪
এই ত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড॥ ৪৫
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে॥ ৪৬
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি॥ ৪৭
একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁরে লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা॥ ৪৮
হরিদাস ! কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা করে মহাদুরাচার॥ ৪৯
ইহা সভার কোন্ মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার॥ ৫০
হরিদাস কহে প্রভু ! চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥ ৫১
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
'হারাম[খ] ! হারাম' বোল কহে নামাভাসে॥ ৫২
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে 'হা রাম ! হা রাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥ ৫৩
যদ্যপি অন্য সঙ্কেতে অন্য হয় নামাভাস।

[খ]হারাম —'হারাম' যবনদের ব্যবহৃত শব্দ, এর অর্থ শূকর। যবনেরা সাধারণত কোনো খারাপ জিনিস দেখলে বা কোনো খারাপ কথা শুনলে ঘৃণাসূচক 'হারাম' শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু 'হারাম' শব্দের মধ্যে 'রাম' শব্দ থাকায় 'হারামে'র উচ্চারণে নামাভ্যাস হয় ; এই নামাভ্যাসেই যবনগণের সংসার থেকে মুক্তি হবে।

তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥ ৫৪

তথাহি—নৃসিংহপুরাণম্—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ২

অন্বয়—দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছঃ অপি (শূকরের দন্ত দ্বারা আহত ম্লেচ্ছ বা যবনও) ; হারাম ইতি পুনঃ পুনঃ উক্ত্বা (বার বার হারাম বলিয়া) ; মুক্তিম্ আপ্নোতি (মুক্তি লাভ করে) ; কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ (শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করিলে যে মুক্তিলাভ করিবে তাহা বলা বাহুল্য)।

অনুবাদ—শূকরের দন্ত দ্বারা আহত ম্লেচ্ছ বা যবনব্যক্তিও বারবার 'হারাম হারাম' বলতে বলতে যখন মুক্তিলাভ করে, তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে হরিনাম কীর্তন করলে যে মুক্তিলাভ করবে—এতে আর বিচিত্র কী!

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত আসি ছোড়ায় তাহার বন্ধন॥ ৫৫
'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত॥ ৫৬
নামের অক্ষর সভের এইত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥ ৫৭

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে
২৮৯ অঙ্কধৃতং পদ্মপুরাণবচনম্

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভ-
পাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং
শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥ ৩

অন্বয়—একং নাম যস্য বাচি গতং (শ্রীভগবানের যে কোনো একটি নাম যাহার বাক্যে প্রবৃত্ত হয়) ; স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা (স্মরণ পথে আসে কিংবা কর্ণগোচর হয়) ; শুদ্ধং বা অশুদ্ধবর্ণম্ ব্যবহিতরহিতং তারয়তি এব (শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণ হউক কিংবা নামের অক্ষরগুলি পরস্পর ব্যবহৃত হউক বা নামের শেষাংশবর্জিতই হউক, তাহাকে উদ্ধার করে) ; সত্যম্ তৎ চেৎ দেহ-দ্রবিণ-জনতালোভপাষণ্ডমধ্যে (ইহা সত্য, সেই নাম যদি দেহ, ধন এবং জনতাকে লুব্ধ পাষণ্ডী মধ্যে) ; নিক্ষিপ্তং স্যাৎ, বিপ্র অত্র শীঘ্র ফলজনকং ন এব (বিন্যস্ত হয়, হে বিপ্র ! ইহলোকে শীঘ্র ফলদায়ক হয় না)।

অনুবাদ—শ্রীভগবানের যে কোনো একটি নাম যদি কারও বাক্যে প্রবৃত্ত হয়, স্মরণ পথে আসে কিংবা কর্ণগোচর হয়, তাহলে ওই নাম শুদ্ধভাবেই হোক বা অশুদ্ধভাবেই হোক, একবারেই হোক বা ক্রমে ক্রমেই হোক, সে মুক্তিলাভ করে। হে বিপ্র ! যে পাষণ্ড দেহসুখ চায়, ধনসুখ চায় এবং জনপ্রিয়তা চায়, তার পক্ষে এই কৃষ্ণ নাম শীঘ্র ইহলোকে ফলদায়ক হয় না।

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব পাপ ক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥ ৫৮

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।১।৫১)—

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে ! পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরা মুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত ! যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্॥ ৪

অন্বয়—হন্ত (অহো !) ; যন্নামভানোঃ আভাসঃ অপি (যাহার নামরূপ সূর্যের আভাস মাত্রও) ; অন্তঃকরণকুহরে প্রোদ্যন্ (অন্তঃকরণ গহ্বরে উদিত হইয়া) ; মহাপাতকধ্বান্তরাশিং ক্ষপয়তি (মহাপাতক-রূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে) ; গুণনিধে (হে গুণনিধে) ; শ্রদ্ধারজ্যন্মতিঃ (দৃঢ় বিশ্বাসবশত উল্লসিত চিত্ত হইয়া) ; পাবনানাং পাবনং (পাবনেরও পাবন) ; তম্ উত্তমশ্লোকমৌলিং (সেই উত্তমশ্লোক শিরোভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে) ; অতিতরাম্ (অত্যন্তরূপে) ; নির্ব্যাজং ভজ (অকপট ভজনা কর)।

অনুবাদ — ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুর বললেন — যাঁর নামরূপ সূর্যের আভাসমাত্রও মনের গহ্বরে উদিত হলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে, হে

গুণনিধে! পাবনেরও পাবন এবং উত্তম শ্লোকগণের শিরোভূষণ সেই শ্রীকৃষ্ণকে—অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ অকপটভাবে ভজনা করো।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২।৪৯)

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমূত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ৫

অন্বয়—ম্রিয়মাণঃ অজামিলঃ অপি (মৃত্যুমুখে পতিত অজামিলও) ; পুত্রোপচারিতং (পুত্রকে ডাকিবার ছলে) ; **হরেঃ নাম গৃণন্** (হরির নাম উচ্চারণ করিয়া) ; **ধাম অগাৎ** (বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল) ; **কিং উত শ্রদ্ধয়া গৃণন্** (কি আর বলা যায়—শ্রদ্ধার সহিত কীর্তনকারী যে বৈকুণ্ঠধাম পাইবে) ?

অনুবাদ—মহাপাপী অজামিলও মৃত্যুমুখে পতিত কালে যখন পুত্রকে ডাকবার ছলে হরির (নারায়ণ) নাম উচ্চারণ করে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীহরিনাম কীর্তন করলে যে অনায়াসেই বৈকুণ্ঠলাভ হবে—তা কী আর বলতে হবে ?

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥ ৫৯
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে॥ ৬০
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন॥ ৬১
হরিদাস কহে, প্রভু, যাতে এ কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গমের প্রথম করিয়াছ নিস্তার॥ ৬২
তুমি যেই করিয়াছ এই উচ্চ সংকীর্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ॥ ৬৩
শুনিতেই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়।
স্থাবরে সে শব্দ লাগে তাতে প্রতিধ্বনি হয়॥ ৬৪
প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীর্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥ ৬৫
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥ ৬৬
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য করিয়াছে আমাতে॥ ৬৭
বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন॥ ৬৮
জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তগণ আগে তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার॥ ৬৯
উচ্চ সংকীর্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর[ক] জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার॥ ৭০
প্রভু কহে সব জীব যবে মুক্ত হবে।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে সবশূন্য হবে॥ ৭১
হরিদাস কহে তোমার যাবৎ মর্ত্যে স্থিতি।
তাহা যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি॥ ৭২
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কর্ম উদ্বুদ্ধ[খ] করিবে॥ ৭৩
সেই জীব হবে ইঁহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্বসম॥ ৭৪
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া॥ ৭৫
অবতরি এবে তুমি পাতিয়াছ হাট।
কেহ নাহি বুঝে তোমার এই গূঢ় নাট[গ]॥ ৭৬
পূর্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইল সংসার॥ ৭৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।১৬)

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ ৬

অন্বয়—যতঃ এতৎ বিমুচ্যতে (যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই বিশ্ব চরাচর মুক্তিলাভ করিতেছে) ; [তস্মিন্] (সেই) ; যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর) ; অজে ভগবতি কৃষ্ণে (জন্মরহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে) ; এবম্ বিস্ময়ঃ (এইরূপ বিস্ময়) ; **ভবতা ন চ কার্যঃ** (তোমা কর্তৃক কর্তব্য নহে)।

অনুবাদ—যে শ্রীকৃষ্ণ থেকে এই বিশ্ব চরাচর অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম মুক্তিলাভ করছে, তিনি যোগেশ্বরগণেরও

[ক] স্থিরচর—স্থাবর ও জঙ্গম।

[খ] উদ্বুদ্ধ—জাগরিত।

[গ] গূঢ়নাট—গূঢ়লীলা।

ঈশ্বর ; জন্মরহিত সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নেই।

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে (৪।১৫।১০)—

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্লভং
ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্ভক্তিমতাম্॥ ৭

অন্বয়—**অয়ং হি ভগবান্** (এই ভগবান) ; **দৃষ্টঃ কীর্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ** (দৃষ্ট, কীর্তিত, সংস্মৃত হইলে) ; **দ্বেষানুবন্ধেন অপি** (শ্রীভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও) ; **অখিলসুরাসুরাদিদুর্লভং** (সকল দেবতা ও অসুরদিগের পক্ষে দুর্লভ) ; **ফলং প্রয়চ্ছতি** (ফল দান করিয়া থাকেন) ; **সম্যক্ভক্তিমতাম্ কিমুত** (যাঁহারা তাঁহাতে সম্যকরূপে ভক্তিমান তাঁহাদের কথা আর কী বলা যায়)।

অনুবাদ—এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন, কীর্তন বা স্মরণ করলেও তিনি তাঁর বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তি-গণকেও সুর-অসুরাদির দুর্লভ ফল দান করে থাকেন ; আর শ্রীকৃষ্ণকে যাঁরা সম্যকরূপে ভক্তি করেন তাঁদের যে তিনি তা দেবেন—তাতে আর আশ্চর্য কী ?

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের করিলে নিস্তার॥ ৭৮
যে কহে চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক, মোর পুনঃ এই ত নিশ্চয়॥ ৭৯
তোমার মহিমা অপার অনন্ত অমৃতসিন্ধু।
মোর বাক্ মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু॥ ৮০
এত শুনি প্রভু মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ়লীলা[ক] হরিদাস কেমনে জানিল॥ ৮১
অন্তরে সন্তোষ তারে কৈল আলিঙ্গন।
বাহ্যে[খ] প্রকাশিতে এসব করিল বর্জন[গ]॥ ৮২
ঈশ্বর-স্বভাব ঐশ্বর্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত ঠাঞি লুকাইতে নারে, হয়েত বিদিতে॥ ৮৩

তথাহি —শ্রীযামুনাচার্যকৃত স্তোত্ররত্নে (১৮)

উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥ ৮

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৭)]

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্তপাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা॥ ৮৪
ভক্ত গুণ কহিতে প্রভুর বাঢ়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাহে শ্রীহরিদাস॥ ৮৫
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণে, নাহি পায় পার॥ ৮৬
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ॥ ৮৭
সব কহা না যায়, হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র॥ ৮৮
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ॥ ৮৯
হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেণাপোলে[ঘ]র বনমধ্যে কথোদিন রহিলা॥ ৯০
নির্জন বনে কুটীর করি তুলসী-সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম-সংকীর্তন॥ ৯১
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥ ৯২
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান॥ ৯৩
হরিদাসে লোকের পূজা সহিতে না পারে।
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে॥ ৯৪
কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিদ্র[ঙ] নাহি পায়।

[ক]গূঢ়লীলা—ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীবের উদ্ধার-সাধনরূপ গোপন উদ্দেশ্যমূলক লীলা।

[খ]বাহ্যে—বাইরে অর্থাৎ অন্য লোকের নিকটে ;

[গ]বর্জন—নিষেধ।

[ঘ]বেণাপোল — যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। বর্তমানে উঃ ২৪ পরগণার বনগ্রামের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বর্ডার অঞ্চল।

[ঙ]ছিদ্র—দোষ, ত্রুটি।

বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥ ৯৫
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম নাশ॥ ৯৬
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সেই কহে তিন দিনে হরিব তার মতি॥ ৯৭
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥ ৯৮
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার॥ ৯৯
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ করিয়া।
হরিদাসের বাসা গেল উল্লসিত হঞা॥ ১০০
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোঁসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥ ১০১
অঙ্গ উঘাড়িয়া[ক] দেখাই বসিলা দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে॥ ১০২
ঠাকুর ! তুমি পরমসুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন॥ ১০৩
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে, প্রাণ না যায় ধারণ॥ ১০৪
হরিদাস কহে তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥ ১০৫
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্তন।
নাম-সমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন॥ ১০৬
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা॥ ১০৭
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সব সমাচার যাই খানেরে কহিলা॥ ১০৮
আজি আমা অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে।
কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥ ১০৯
আর দিন রাত্রি হইল বেশ্যা আইলা।
হরিদাস তারে বহু আশ্বাস করিলা॥ ১১০

[ক]অঙ্গ উঘাড়িয়া—অঙ্গ উদ্‌ঘাটন করে অর্থাৎ বক্ষঃস্থলাদির কাপড় সরিয়ে রাখল, যাতে হরিদাস দেখতে পারেন।

কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥ ১১১
তাবৎ ইহাঁ বসি শুন নাম-সংকীর্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥ ১১২
তুলসীকে তাঁকে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে 'হরি হরি'॥ ১১৩
রাত্রিশেষ হৈল, বেশ্যা উসিমুসি[খ] করে।
তার রীত দেখি হরিদাস কহেন তাহারে॥ ১১৪
কোটিনাম-গ্রহণ-যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে॥ ১১৫
আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম, সমাপ্তি করিতে নারিল॥ ১১৬
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥ ১১৭
বেশ্যা যাই সমাচার খানেরে কহিল।
আরদিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঁঞি আইল॥ ১১৮
তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে 'হরি হরি'॥ ১১৯
নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব আজি তোমার অভিলাষ॥ ১২০
কীর্তন করিতে তবে রাত্রিশেষ হৈল।
ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥ ১২১
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুরের চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥ ১২২
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিছোঁ অপার।
কৃপা করি কর মো-অধমের নিস্তার॥ ১২৩
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি॥ ১২৪
সেই দিন আমি যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার নিস্তার লাগিয়া॥ ১২৫
বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্তব্য, যাতে যায় ভব ক্লেশ॥ ১২৬
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।

[খ]উসিমুসি—উস্‌পিস্ করা, অস্থিরতা প্রকাশ।

এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥ ১২৭
নিরন্তর নাম লহ, কর তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ ১২৮
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিল ঠাকুর বলি হরি হরি॥ ১২৯
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ-বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥ ১৩০
মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥ ১৩১
তুলসী সেবন করে চর্বণ[ক] উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥ ১৩২
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত[খ]।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দরশনে যানত[গ]॥ ১৩৩
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥ ১৩৪
রামচন্দ্র খান অপরাধবীজ রোপিল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগে ত ফলিল॥ ১৩৫
মহাপরাধের ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ॥ ১৩৬
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান॥ ১৩৭
বৈষ্ণবধর্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥ ১৩৮
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি যবে গৌড়ে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥ ১৩৯
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥ ১৪০
সর্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ উপরে॥ ১৪১
অনেক লোকজন সঙ্গে, অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥ ১৪২
সেবক কহে গোঁসাঞি! মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান॥ ১৪৩
গোয়ালের ঘরে গোহালি সে অত্যন্ত বিস্তার।
ইঁহা সঙ্কীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার॥ ১৪৪
ভিতরে আছিলা শুনি ক্রোধে বাহির হৈলা।
অট্টঅট্ট হাসি গোঁসাঞি কহিতে লাগিলা॥ ১৪৫
সত্য কহে এই ঘর আমার যোগ্য নয়।
যে ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়॥ ১৪৬
এত বলি ক্রোধে গোঁসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড করিতে সে গ্রামে না রহিলা॥ ১৪৭
ইঁহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোঁসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটি খোদাইল॥ ১৪৮
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥ ১৪৯
দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র, না দেয় রাজকর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর॥ ১৫০
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি মাংস সে ঘরে রান্ধাইল॥ ১৫১
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুঠে তিন দিন রহিয়া॥ ১৫২
সেই ঘরে তিন দিন করে অমেধ্য-রন্ধন।
আর দিন সভা লঞা করিল গমন॥ ১৫৩
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিন পর্যন্ত গ্রাম উজাড়[ঘ] রহিল॥ ১৫৪
মহান্তের অপমান যে গ্রামে দেশে হয়।
এক জনের দোষে সব দেশ হয় ক্ষয়॥ ১৫৫
হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।[ঙ]
আসি রহিলা বলরাম আচার্যের[চ] ঘরে॥ ১৫৬

[ক]চর্বণ—ক্ষুধা নিবারণের জন্য ছোলা প্রভৃতি রুখাশুখা বস্তু ভক্ষণ; অথবা ইন্দ্রিয় দমনের জন্য তুলসীচর্বণ, কখনোবা উপবাস করত।

[খ]মহান্ত—মহৎ অন্তঃকরণ বা হৃদয় যাঁর।

[গ]যানত—যান।

[ঘ]উজাড়—জনশূন্য।

[ঙ]চান্দপুরে— হুগলি জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী একটি গ্রাম।

[চ]বলরাম আচার্য—সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্যদাস ও গোবর্ধন দাসের পুরোহিত।

হিরণ্য গোবর্ধন দুই মুলুকের মজুমদার[ক]।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর॥ ১৫৭
হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে॥ ১৫৮
নির্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্তন।
বলরাম আচার্য-গৃহে ভিক্ষা নির্বাহণ॥ ১৫৯
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে যাই করে দরশন॥ ১৬০
হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল তাঁরে চৈতন্য পাইবারে॥ ১৬১
তাঁহা যৈছে হৈল হরিদাসের মহিমা-কথন।
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ॥ ১৬২
একদিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া॥ ১৬৩
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥ ১৬৪
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্ধন॥ ১৬৫
হরিদাসের গুণ সভে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিয়া দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে॥ ১৬৬
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ॥ ১৬৭
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥ ১৬৮
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥ ১৬৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪০)

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০১)]

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্যের প্রকাশ॥ ১৭০

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ১৬

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব
সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি
জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥ ১০

অন্বয়—তরণিঃ তিমিরজলধিম্ ইব (সূর্য অন্ধকার-সমুদ্রকে শোষণ করে) ; হরেঃ জগন্মঙ্গলং নাম (শ্রীহরির জগতের মঙ্গলজনক নাম) ; সকৃৎ উদয়াৎ এব (একমাত্র উচ্চারিত হইলেই) ; লোকস্য অখিলং অংহঃ (লোকের সমুদয় পাপ) ; সংহরৎ জয়তি (সংহার করিয়া জয়যুক্ত হয়)।

অনুবাদ — সূর্য উদিত হয়েই যেমন জগতের সমস্ত অন্ধকার বিনষ্ট করে, তেমনি জগতের মঙ্গলজনক শ্রীহরির নাম একবার মাত্র উচ্চারিত হলেই লোকের সমস্ত পাপ বিনষ্ট করে জয়যুক্ত হয়।

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সভে কহে তুমি কহ অর্থ বিবরণ॥ ১৭১
হরিদাস কহে, যৈছে সূর্যের উদয়।
উদয় না হইতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥ ১৭২
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির হয় ভয় ত্রাস।
উদয় হৈলে ধর্ম-কর্ম-মঙ্গলপ্রকাশ॥ ১৭৩
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥ ১৭৪
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥ ১৭৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২।৪৯)

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ১১

[অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদের ৫ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৫২৭)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১৩)

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।

[ক] মুলুকের মজুমদার — বাদশাহী আমলে যে ব্যক্তি রাজস্ব-সম্বন্ধীয় হিসাবপত্র রাখত ; (এখানে) দেশাধিকারী।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ১২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৭০)]

গোপাল চক্রবর্তী নাম এক ব্রাহ্মণ।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান[ক]॥ ১৭৬
গৌড়ে রহে, পাতসাহা আগে আরিন্দাগিরি করে।
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাতসা ঠাঞি ভরে॥ ১৭৭
পরম সুন্দর, পণ্ডিত, নবীনযৌবন।
'নামাভাসে মুক্তি' শুনি না হইল সহন॥ ১৭৮
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ॥ ১৭৯
কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥ ১৮০
হরিদাস কহে কেনে করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥ ১৮১
ভক্তিসুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয়॥ ১৮২

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬)

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥ ১৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ৫ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০১)]

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি নয়।
তবে তোমার নাক কাটি, করহ নিশ্চয়॥ ১৮৩
হরিদাস কহে যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটি, এই সুনিশ্চয়॥ ১৮৪
শুনি সব সভার লোক করে হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার॥ ১৮৫
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন।
ঘটপটিয়া[খ] মূর্খ তুই ভক্তি কাঁহা জান ? ১৮৬
হরিদাস ঠাকুরের তুই কৈলি অপমান।
সর্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥ ১৮৭

[ক]আরিন্দা প্রধান—খাজনা বাহকদিগের কর্তা বা অধ্যক্ষ।

[খ]ঘটপটিয়া—তার্কিক।

এত শুনি হরিদাস উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা॥ ১৮৮
সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে॥ ১৮৯
তোমা সভার কি দোষ ? এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন॥ ১৯০
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব॥ ১৯১
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সভার।
আমার সম্বন্ধে যেন দুঃখ না হয় কাহার॥ ১৯২
তবে সেই হিরণ্যদাস নিজঘরে আইল।
সেই ত ব্রাহ্মণে নিজদ্বার মানা কৈল॥ ১৯৩
তিন দিন মধ্যে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥ ১৯৪
চম্পক কলিকা সম হস্ত-পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি॥ ১৯৫
তাহা দেখি সব লোকের হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসে লোক করি নমস্কার॥ ১৯৭
যদ্যপি হরিদাস, বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥ ১৯৭
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥ ১৯৮
বিপ্রের কুষ্ঠ শুনি হরিদাসের দুঃখ হৈলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা॥ ১৯৯
আচার্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥ ২০০
গঙ্গাতীরে গোফা[গ] করি নির্জনে তাঁরে দিলা।
ভাগবত গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইলা॥ ২০১
আচার্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্বাহণ[ঘ]।
দুই জন মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন॥ ২০২
হরিদাস কহে গোঁসাঞি করোঁ নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন॥ ২০৩

[গ]গোফা—মাটির নীচের গর্ত ; অথবা ক্ষুদ্র গৃহ।

[ঘ]ভিক্ষা-নির্বাহণ—ভোজন।

মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ।
নীচে আদর কর, না বাস ভয় লাজ॥ ২০৪
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে বাসোঁ ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয়॥ ২০৫
আচার্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥ ২০৬
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥ ২০৭
জগৎ-নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইবে মোচন॥ ২০৮
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য প্রতিজ্ঞা করিল।
গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥ ২০৯
হরিদাস করে গোফায় নাম-সংকীর্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে এই তাঁর মন॥ ২১০
দুই জনের ভক্তে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ উদ্ধার॥ ২১১
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকের হয় চমৎকার॥ ২১২
তর্ক না করিহ তর্ক-অগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি॥ ২১৩
একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম-সংকীর্তন করে উচ্চ করিয়া॥ ২১৪
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশদিক্ সুনির্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥ ২১৫
দুয়ারে তুলসী লেপা পিণ্ডার উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর॥ ২১৬
হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।
তাঁর অঙ্গ-কান্তে স্থান পীতবর্ণ হৈলা॥ ২১৭
তাঁর অঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত।
ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত॥ ২১৮
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।
তুলসী-পরিক্রমা[ক] করি গেলা গোফাদ্বার॥ ২১৯
যোড় হাতে হরিদাসের বন্দিলা চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন॥ ২২০
জগতের বন্দ্য তুমি রূপগুণবান্।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ॥ ২২১
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে, এই সাধুস্বভাব হয়॥ ২২২
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির ধৈর্য হয় নাশ॥ ২২৩
নির্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয়[খ]।
বলিতে লাগিলা তাঁরে হইয়া সদয়॥ ২২৪
সংখ্যা-নাম-সংকীর্তন এই মহাযজ্ঞ মনে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই রাত্রিদিনে॥ ২২৫
যাবৎ কীর্তন সমাপ্তি নহে না করি অন্য কাম।
কীর্তন সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥ ২২৬
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সংকীর্তন।
নামসমাপ্ত হৈলে করিব তোমার প্রীতি আচরণ॥ ২২৭
এত বলি করেন তিঁহো নাম-সংকীর্তন।
সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ॥ ২২৮
কীর্তন করিতে, আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল॥ ২২৯
এই মত তিন দিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন॥ ২৩০
কৃষ্ণ-নামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে-রোদিত হৈল স্ত্রীভাবের প্রকাশ॥ ২৩১
তৃতীয় দিবসে যদি শেষ রাত্রি হৈল।
ঠাকুরেরে তবে নারী কহিতে লাগিল॥ ২৩২
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রিদিনে নহে তোমার নাম সমাপন॥ ২৩৩
হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব।
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব॥ ২৩৪
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার।
আমি মায়া করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার॥ ২৩৫

[ক]পরিক্রমা—প্রদক্ষিণ।

[খ]গম্ভীর আশয়—হরিদাসের অন্তঃকরণ অত্যন্ত গভীর, তাঁর মন শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবিষ্ট ; সুতরাং রমণীর কাম-কটাক্ষে তিনি বিচলিত হন না।

ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সভারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥ ২৩৬
মহাভাগবত তুমি, তোমার দর্শনে।
তোমার সংকীর্তন কৃষ্ণনাম শ্রবণে॥ ২৩৭
চিত্ত মোর শুদ্ধ হৈল চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে॥ ২৩৮
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা॥ ২৩৯
এই বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার।
কোটীকল্পে কভু তার নাহিক নিস্তার॥ ২৪০
পূর্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমা সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥ ২৪১
মুক্তি হেতু 'তারক' হয়েন রামনাম।
কৃষ্ণনাম 'পারক' করেন প্রেমদান॥[ক] ২৪২
কৃষ্ণনাম দেহ সেবোঁ, মোরে, কর ধন্যা।
আমারে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা॥ ২৪৩
এত বলি হরিদাসের বন্দিল চরণ।
হরিদাস কহে, কর কৃষ্ণ-সংকীর্তন॥ ২৪৪
উপদেশ পাঞা মায়া চলিল হৈঞা প্রীত।
এ সব কথাতে কারো না হয় প্রতীত॥ ২৪৫
প্রতীতি করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সভার॥ ২৪৬
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥ ২৪৭
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥ ২৪৮
লক্ষ্মী আদি সভে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া॥ ২৪৯
অন্যের কা কথা, আপনি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে প্রেম-রস আস্বাদন॥ ২৫০
মায়াদাসী প্রেম মাগে, ইথে কি বিস্ময়।
সাধুকৃপা না করিলে প্রেম নাহি হয়॥ ২৫১
চৈতন্য গোঁসাঞির লীলার এইত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব॥ ২৫২
বৃক্ষ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সংকীর্তন॥[খ] ২৫৩
স্বরূপ গোঁসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল॥ ২৫৪
সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্র জীব হঞা॥ ২৫৫
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমার কণ[গ]।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ॥ ২৫৬
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৫৭

[ক]তারক—ত্রাণকর্তা ; রাম নামে সংসার থেকে উদ্ধার হয়ে মুক্তি পাওয়া যায়।

পারক—সংসারের পারণকর্তা ; কিন্তু কৃষ্ণনাম সংসার থেকে উদ্ধার করে কেবল মুক্তি দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, উপরন্তু কৃষ্ণপ্রেমও দান করে।

[খ]কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি মুনিগণও মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কৃষ্ণ গুণকীর্তন করে প্রেমবন্যায় ভেসেছেন। লক্ষ্মীআদি শক্তিগণও মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে শ্রীগৌর অবতারে নাম-প্রেম আস্বাদন করেছেন ; এমনকি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণও শ্রীশচীনন্দন রূপে প্রকট হয়ে স্বীয় নাম-প্রেম আস্বাদন করেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দাসী মায়াদেবী যে নাম-প্রেম প্রার্থনা করবেন, এতে আর আশ্চর্য কী ? এই নাম-প্রেমের আস্বাদন-মাধুর্য শ্রীগৌরলীলাতেই অধিক —এটাই গৌরলীলার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য।

[গ]কণ—কণা।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে হরিদাস-মাহাত্ম্য-কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া॥ ১

অন্বয়—শ্রীগৌরঃ বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তম্ (শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুনরাগত) ; শ্রীসনাতনং স্নেহাৎ (শ্রীসনাতনকে স্নেহবশত) ; দেহপাতাৎ অবন্ (দেহত্যাগ হইতে রক্ষা করিয়া) ; পরীক্ষয়া শুদ্ধং চক্রে (পরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—বৃন্দাবন থেকে সনাতন ফিরে এলে তাঁকে প্রাণত্যাগের (রথাগ্রে) সংকল্প থেকে শ্রীগৌরাঙ্গ স্নেহবশত রক্ষা করে নানা পরীক্ষা দ্বারা তাঁকে শুদ্ধ করেছিলেন। (অঙ্গের কণ্ডু বা ব্রণক্লেদাদি দূর করেছিলেন)।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
নীলাচল হইতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হইতে সনাতন নীলাচলে আইলা॥ ২
ঝাড়িখণ্ড[ক] পথে আইলা একলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্বণ করিয়া॥ ৩
ঝাড়িখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে।
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে॥[খ]৪
নির্বেদ[গ] হইল পথে করেন বিচার।
নীচজাতি, দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥ ৫
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
মহাপ্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব॥ ৬
মন্দির নিকটে শুনি তাঁর বাসা স্থিতি।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥ ৭
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে॥ ৮
তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে।
দুঃখশান্তি হয়, আর সদগতি পাইয়ে॥ ৯
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ-চাকায় এই ছাড়িব শরীর॥ ১০
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব, এই পরম পুরুষার্থ॥ ১১
এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা॥ ১২
হরিদাসের কৈল তেঁহো চরণ-বন্দন।
জানি হরিদাস তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৩
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে প্রভু আসিবে এখন॥ ১৪
হেনকালে প্রভু উপল ভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা॥ ১৫
প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া॥ ১৬
হরিদাস কহে 'সনাতন করে নমস্কার'।
সনাতনে দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার॥ ১৭
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হইলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা॥ ১৮
মোরে না ছুঁইহ প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ অধম, আর কণ্ডু-রসা গায়॥ ১৯
বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডু-ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥ ২০
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সভার চরণ বন্দনে॥ ২১
সভা লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে॥ ২২

[ক]ঝাড়িখণ্ড—শ্রীক্ষেত্র থেকে কাশী পর্যন্ত যে বন্য প্রদেশ, তাকে ঝাড়িখণ্ড বলত।

[খ]ঝাড়িখণ্ডের জলের দোষে এবং উপবাসে পিত্তাদি দোষ-দুষ্ট হওয়াতে সনাতনের গায়ে কণ্ডু বা চুলকানি জাতীয় ব্রণ বা পাঁচড়া হয়েছিল। তা থেকে রস বা পুঁজ পড়তে লাগল।

[গ]নির্বেদ—এই সংসার অনিত্য, এই দেহও অনিত্য—অথচ এদের সুখের জন্য কত অন্যায় কাজ করেছি, একদিনও ভগবদ্ভজন করিনি—এইরূপ জ্ঞানকে মনের নির্বেদ অবস্থা বলে।

কুশলবার্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহো কহেন 'পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে'॥ ২৩
মথুরার বৈষ্ণবের গোঁসাঞি কুশল পুছিল।
সভার কুশল সনাতন জানাইল॥ ২৪
প্রভু কহে—ইঁহা রূপ ছিল দশমাস।
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈলা দিন দশ॥ ২৫
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল, রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি॥ ২৬
সনাতন কহে—নীচবংশে মোর জন্ম।
অধর্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম॥[ক] ২৭
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার॥ ২৮
সেই অনুপম ভাই বালক কাল হৈতে।
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ় চিত্তে॥ ২৯
রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান॥ ৩০
আমি আর রূপ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দোঁহা সঙ্গে তিঁহো রহে নিরন্তর॥ ৩১
আমা সভা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে॥ ৩২
শুনহ বল্লভ[খ] কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য মাধুর্য প্রেম বিলাস প্রচুর॥ ৩৩
কৃষ্ণ-ভজন কর তুমি আমা দোঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ৩৪
এই মত বার বার কহি দুই জন।
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥ ৩৫
তোমা দোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব।
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণভজন করিব॥ ৩৬
এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ॥ ৩৭
সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দোঁহা কৈল নিবেদন॥ ৩৮
রঘুনাথের পদে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা পাই বড় ব্যথা॥ ৩৯
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥ ৪০
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি বাহিরায়॥ ৪১
তবে আমি দোঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল।
'সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার' কহি প্রশংসিল॥ ৪২
যে বংশ উপরে তোমার হয় কৃপা লেশ।
সকল মঙ্গল তাঁহা, খণ্ডে সব ক্লেশ॥ ৪৩
গোঁসাঞি কহেন এই মত মুরারি গুপতে।
পূর্বে আমি পরীক্ষিল, তাঁর এই রীতে॥ ৪৪
সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন॥ ৪৫
দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি আনে॥ ৪৬
ভাল হইল তোমার ইঁহা হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইঁহা হরিদাস সনে॥ ৪৭
কৃষ্ণভক্তি-রসে দোঁহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণরস আস্বাদহ লও কৃষ্ণনাম॥ ৪৮
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারায় দোঁহাকে প্রসাদ পাঠাইলা॥ ৪৯
এই মত সনাতন রহে প্রভু স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে॥ ৫০
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুই জনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কথোক্ষণে॥ ৫১
দিব্য প্রসাদ পায় নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আসি নিত্য অবশ্য দেন দোঁহাকারে॥ ৫২
এক দিন আসি প্রভু দোঁহারে মিলিলা।
সনাতন আচম্বিতে কহিতে লাগিলা॥ ৫৩
সনাতন ! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥ ৫৪

[ক]শ্রীসনাতন অত্যন্ত দৈন্যসহকারে জানালেন—তাঁর জন্ম নীচ বংশে ; আসলে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ কুল মুকুটমণি জগদ্গুরু বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

[খ]বল্লভ —অনুপমের অন্য নাম বল্লভ ; ইনি শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা।

দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥ ৫৫
দেহত্যাগাদি এই সব তমো ধর্ম।
তমোরজো ধর্মে কৃষ্ণের না পাই চরণ॥ ৫৬
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি, অন্য হৈতে নয়॥ ৫৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৫ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৫২)]

দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম পাতক কারণ[ক]।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥ ৫৮
প্রেমীভক্ত বিয়োগে[খ] চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহো না পারে মরিতে॥ ৫৯
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥ ৬০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫২।৪৩)

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ॥ ৩

অন্বয়— **অম্বুজাক্ষ** (হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ !) ; **উমাপতি ইব মহান্তঃ** (উমাপতি শ্রীশংকরের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণ) ; **আত্মতমোঽপহত্যৈ** (নিজ তমোনাশের নিমিত্ত) ; **যস্য অঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজঃস্নপনং বাঞ্ছন্তি** (যাঁহার পাদপদ্মের ধূলি-ক্ষালন-জল অভিলাষ করেন) ; **[অহং]** (আমি রুক্মিণী) ; **ভবৎপ্রসাদং** (সেই তোমার অনুগ্রহ) ; **যর্হি ন লভেয়** (যদি পাইতে না পারি) ; **[তর্হি]** (তাহা হইলে) ; **ব্রতকৃশান্ অসূন্** (উপবাসাদি ব্রতদ্বারা কৃশ প্রাণসকলকে) ; **জহ্যাং** (পরিত্যাগ করিব) ; **শত-জন্মভিঃ** (যেন শত জন্মে) ; **ভবৎ-প্রসাদঃ স্যাৎ** (তোমার কৃপা হয়)।

অনুবাদ—হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ ! শিবের মতো মহৎ ব্যক্তিরাও নিজ তমোনাশের জন্য যাঁর পাদপদ্মের ধূলি ধৌত জল অভিলাষ করেন, আমি (রুক্মিণী) সেই তোমার অনুগ্রহ যদি লাভ করতে না পারি, তবে ব্রত উপবাসে দুর্বল প্রাণ পরিত্যাগ করব, যাতে শতজন্ম পরেও আপনার প্রসাদ লাভ করতে পারি।

তথাহি—তত্রৈব (১০।২৯।৩৫)

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥ ৪

অন্বয়—**অঙ্গ** (হে শ্রীকৃষ্ণ !) ; **নঃ** (আমাদের) ; **হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং** (তোমার হাস্যযুক্ত অবলোকন দ্বারা ও তোমার মধুর সংগীত দ্বারা আমাদের যে কামাগ্নি জন্মিয়াছে, তাহাকে) ; **ত্বদধরামৃতপূরকেণ** (তোমার অধরসুধা প্রদানে) ; **সিঞ্চ** (সিঞ্চিত করিয়া নির্বাপিত কর) ; **নোচেৎ বয়ম্** (নচেৎ আমরা) ; **বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ** (বিরহজনিত অগ্নিতে আমাদের দেহ দগ্ধ করিয়া) ; **সখে** (হে সখে) ; **ধ্যানেন তে পদয়োঃ পদবীং যাম** (ধ্যান দ্বারা তোমার চরণদ্বয়ের সান্নিধ্যে যাইব)।

অনুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার হাস্যযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে এবং তোমার মধুর গানে আমাদের প্রাণে যে কামের আগুন জ্বালিয়েছে—সে আগুন তোমর অধরের অমৃতজলে নিভিয়ে দাও। হে সখা ! যদি তা না কর তাহলে বিরহের আগুনে আমাদের শরীরকে পুড়িয়ে আমরা ধ্যানে তোমার চরণের কাছে পৌঁছাব।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ ৬১
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ ৬২
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥ ৬৩

[ক]পাতক কারণ—পাতকের হেতু ; দেহত্যাগ বা আত্মহত্যা মহাপাপজনক।

[খ]বিয়োগে—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে।

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥ ৬৪
তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০) শ্লোকঃ
বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৫
[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৮৬)]
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি[ক]।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে, ধরে মহাশক্তি॥ ৬৫
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥ ৬৬
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুকে না ভায় মোর মরণ-বিচার॥ ৬৭
সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে॥ ৬৮
সর্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি, যেন কাষ্ঠযন্ত্র॥ ৬৯
নীচ পামর মুঞি অধম স্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কি হইবে লাভ॥ ৭০
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥ ৭১
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্মাধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে॥ ৭২
তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥ ৭৩
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার॥ ৭৪
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥ ৭৫
নিজপ্রিয় স্থান মোর মথুরাবৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥ ৭৬
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা ধর্ম শিখাইতে নাহি নিজবলে॥ ৭৭
এত সব কর্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমতে সহিব॥ ৭৮
তবে সনাতন কহে তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে॥ ৭৯
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে[খ] নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায়॥ ৮০
যৈছে যারে নাচাও তৈছে সে করে নর্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে॥ ৮১
হরিদাসে কহে প্রভু—শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইঁহ করিতে চাহেন বিনাশ॥ ৮২
পরের স্থাপ্য দ্রব্য[গ] কেহ না খায় বিলায়।
নিষেধিও ইঁহায়, যেন না করে অন্যায়॥ ৮৩
হরিদাস কহে—মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি॥ ৮৪
কোন্ কোন্ কার্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে॥ ৮৫
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
সৌভাগ্য ইঁহার আর না হয় কাহার॥ ৮৬
তবে মহাপ্রভু দোঁহারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন॥ ৮৭
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন॥ ৮৮
তোমার দেহ প্রভু কহে 'মোর নিজ ধন'।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি অন্য জন॥ ৮৯
নিজদেহে যেই কার্য না পারে করিতে।
যে কার্য করাইবে তোমা সেহ মথুরাতে॥ ৯০
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর, সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল না হয়॥ ৯১
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আচার নির্ণয়।

[ক]নববিধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

[খ]কুহকে—ইন্দ্রজাল দ্বারা।

[গ]স্থাপ্য দ্রব্য—গচ্ছিত দ্রব্য।

তোমা দ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয়॥ ৯২
আমার এই দেহ প্রভুর কার্যে না আইল।
ভারতভূমে জন্মি এই দেহ বৃথা গেল॥ ৯৩
সনাতন কহে তোমা সম কেবা আন্।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্॥ ৯৪
অবতার-কার্য প্রভুর নামের প্রচারে।
সেই নিজকার্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে॥ ৯৫
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্তন।
সভার আগে কর নামের মহিমা কথন॥ ৯৬
আপনি আচরে কেহ—না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ—না করে আচার॥ ৯৭
আচার-প্রচার নামের কর দুই কার্য।
তুমি সর্ব গুরু, সর্ব জগতের আর্য॥ ৯৮
এই মত দুইজন নানা কথা রঙ্গে।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয়ে রহে এক সঙ্গে॥ ৯৯
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ববৎ কৈলা রথযাত্রা দরশন॥ ১০০
রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে[ক] করিল নর্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন॥ ১০১
চারিমাস বর্ষা রহিল সব ভক্তগণ।
সভা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন॥ ১০২
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর।
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর॥ ১০৩
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
সার্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর॥ ১০৪
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত প্রভুর গণ।
সভা সনে সনাতনের করাইল মিলন॥ ১০৫
যথাযোগ্য করাইল সভার চরণবন্দন।
তাঁহারে করাইল সভার কৃপার ভাজন॥ ১০৬
স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সভার হইল সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন॥[খ] ১০৭
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥ ১০৮
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভুসঙ্গে আনন্দ বাঢ়িল॥ ১০৯
পূর্বে বৈশাখ মাসে যবে সনাতন আইলা।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা॥ ১১০
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা[গ] আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা॥ ১১১
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইলা।
প্রভু বোলাইল তাঁর আনন্দ বাঢ়িলা॥ ১১২
মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নিসম।
সেইপথে সনাতন করিলা গমন॥ ১১৩
'প্রভু বোলাঞাছে' এই আনন্দিত মনে।
তপ্তবালুকাতে পা পোড়ে তাহা নাহি জানে॥ ১১৪
দুইপায়ে ফোস্কা হৈল, গেলা প্রভুস্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে॥ ১১৫
ভিক্ষা-অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভুপাশে আইলা॥ ১১৬
প্রভু কহে—কোন্ পথে আইলা সনাতন।
তিঁহ কহে সমুদ্রপথে করিলা গমন॥ ১১৭
প্রভু কহে তপ্ত বালুতে কেমনে আইলা।
সিংহদ্বারের পথ শীতল কেন নাহি গেলা॥ ১১৮
তপ্তবালুকাতে তোমার পায় হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার কেমতে করিলে সহন॥ ১১৯
সনাতন কহে—দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হইঞাছে তাহা না জানিল॥ ১২০
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষে ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার॥ ১২১
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে।
কারও সহিত স্পর্শ হৈলে সর্বনাশ হবে মোরে॥ ১২২
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।

[ক]তৈছে—পূর্ব-পূর্ব বৎসরের মতো।
[খ]ভাজন—পাত্র। অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কৃপার পাত্র, সমান ব্যক্তিদের মৈত্রীর পাত্র এবং কনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গৌরবের শ্রদ্ধার পাত্র।
[গ]যমেশ্বর টোটা—যমেশ্বর নামক উদ্যান। শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরের নিকটে একটু দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে যমেশ্বর টোটা অবস্থিত।

তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা।। ১২৩
যদ্যপি তুমি হও জগৎ পাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ।। ১২৪
তথাপি ভক্তস্বভাব মর্যাদা-রক্ষণ।
মর্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।। ১২৫
মর্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই লোক নাশ।। ১২৬
মর্যাদা রাখিলে তুষ্ট কৈলে মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে আর করিব কোন্ জন।। ১২৭
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডু-রসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।। ১২৮
বার বার নিষেধে, তবু করে আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন।। ১২৯
এইমতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা।
আরদিনে জগদানন্দ সনাতনে মিলিলা।। ১৩০
দুই জনে বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈলা।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা।। ১৩১
ইঁহা আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে বাঞ্ছা, প্রভু না দিল করিতে।। ১৩২
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডু-রসা লাগে প্রভুর শরীরে।। ১৩৩
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার।। ১৩৪
হিত লাগি আইলাম, হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয়, নারি নির্ধারিতে।। ১৩৫
পণ্ডিত কহে তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন।। ১৩৬
প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমরা দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস, তাঁহা সর্ব সুখ পাইয়ে।। ১৩৭
যে কার্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন।। ১৩৮
সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ।
তাঁহা যাব, সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ।। ১৩৯
এত বলি দোঁহে নিজ কার্যে উঠি গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিতে আইলা।। ১৪০

হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন।
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।। ১৪১
দূর হৈতে দণ্ডবৎ করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন।। ১৪২
অপরাধ ভয়ে তিঁহো মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঁই গেলা।। ১৪৩
সনাতন পাছে ভাগে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন।। ১৪৪
দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে।। ১৪৫
হিত লাগি আইনু মুঞি হৈলা বিপরীত।
যেবা যোগ্য নহোঁ, অপরাধ করোঁ নিত।। ১৪৬
সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়।। ১৪৭
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডু-রসা চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শ মোরে বলে।। ১৪৮
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণালেশ।
এই অপরাধে মোর হবে সর্বনাশ।। ১৪৯
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণে।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবনে।। ১৫০
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তিঁহ উপদেশ দিল।। ১৫১
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা তিরস্কার করে।। ১৫২
কালিকার বটুয়া[ক] জগা[খ] ঐছে গর্বী হৈল।
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল।। ১৫৩
ব্যবহার পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য।। ১৫৪
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য।
'তোমাকে উপদেশে' বাল্কা করে ঐছে কার্য।।[গ] ১৫৫

[ক]বটুয়া—বটুক, ছাত্র ; বালক।
[খ]জগা—জগদানন্দ।
[গ]প্রামাণিক—সনাতন প্রামাণিক ব্যক্তি, তিনি যা বলেন তা প্রমাণভিত্তিক, কেউই তা খণ্ডন করতে পারে না।
আর্য—সম্মানের পাত্র ; মান্য।

শুনি পায়ে ধরি সনাতন প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥ ১৫৬
আপনার দৌর্ভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্॥ ১৫৭
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধা ধারে।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব-নিসিন্দা সারে(ক)॥ ১৫৮
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্॥ ১৫৯
শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈল মন।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন॥ ১৬০
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥ ১৬১
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটুয়া নবীন॥ ১৬২
আমাকেও বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি।
কত ঠাঁই বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি॥ ১৬৩
তোমাকে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন॥ ১৬৪
বহিরঙ্গ বুদ্ধে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায়, ঐছে তোমার গুণ॥ ১৬৫
যদ্যপি কারো মমতা বহুজনে হয়।
প্রীতের স্বভাবে কাহাঁতে কোন ভাবোদয়॥ ১৬৬
তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃতসমান॥ ১৬৭
অপ্রাকৃত দেহ তোমার, প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়॥ ১৬৮
প্রাকৃত হৈলেও তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে॥ ১৬৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।৪)

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃকিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ ৬

অন্বয়—**অবস্তুনঃ** (অবস্তু বা মিথ্যা ভূত) ; **দ্বৈতস্য** (দ্বৈত বস্তুর মধ্যে) ; **কিং ভদ্রং কিং বা অভদ্রং** (পবিত্রই বা কী আর অপবিত্রই বা কী) ? ; **কিয়ৎ বা** (কতটুকুই বা) ; **যতঃ বাচা** (যেহেতু বাক্য দ্বারা) ; **যৎউদিতং** (যাহা কথিত) ; **মনসা ধ্যাতম্ এব চ** (মনদ্বারা চিন্তিত হয়) ; **তৎ অনৃতম্** (তাহা মিথ্যা)।

অনুবাদ—মিথ্যাভূত দ্বৈতবস্তুর মধ্যে পবিত্রই বা কী আর অপবিত্রই বা কী ? এবং কতই বা পবিত্র, আর কতই বা অপবিত্র। কেননা, যা বাক্যে বলা যায় এবং মনে চিন্তা করা যায়, তা মিথ্যা ছাড়া কিছুই না।

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম।
এই ভাল এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥ ১৭০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকঃ

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ৭

অন্বয়—**বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে** (বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে) ; **গবি, হস্তিনি, শুনি চ এব** (গোরু, হস্তী এবং কুকুরে) ; **শ্বপাকে চ** (এবং চণ্ডালে) ; **পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ** (পণ্ডিতেরা সমদৃষ্টিসম্পন্ন)।

অনুবাদ—বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গোরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল—এ সমস্তকেই পণ্ডিতেরা সমান চোখে দেখে থাকেন।

তথাহি—তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকঃ

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮

অন্বয়—**জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ** (যাঁহার চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত ও নির্বিকার) ; **বিজিতেন্দ্রিয়ঃ** (যিনি ইন্দ্রিয় বিজয়ী) ; **সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ** (এবং যিনি মৃত্তিকা, শিলা ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টিসম্পন্ন) ; **যোগী যুক্তঃ উচ্যতে** (সেই যোগীই যোগারূঢ় কথিত হন)।

অনুবাদ—যাঁর চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত, যিনি

(ক)গৌরব-স্তুতি নিম্ব-নিসিন্দা সারে —গৌরব বুদ্ধি ও স্তুতিরূপ নিম ও নিসিন্দার রস। নিম ও নিসিন্দার রস যেমন অত্যন্ত তিতো, আত্মীয়ের প্রতি গৌরব প্রদর্শন বা স্তুতিও তেমনি অপ্রীতিকর।

বিকারশূন্য, ইন্দ্রিয়-বিজয়ী এবং যিনি মাটি, পাথর এবং সোনা—সবকিছুকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেন — তিনিই যোগারূঢ় যোগী।

আমি ত সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম।
চন্দন-পঙ্কে আমার জ্ঞান হয় সম॥[ক] ১৭১
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি, নিজ ধর্ম যায়॥ ১৭২
হরিদাস কহে প্রভু, যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি॥ ১৭৩
আমা সম অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীন-দয়ালু-গুণ তব করিতে প্রচার॥ ১৭৪
প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয়ে যৈছে মোর মন॥ ১৭৫
তোমাকে 'লাল্য' মানি আপনাকে 'লালক' অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান॥[খ] ১৭৬
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমা সভাকে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান॥ ১৭৭
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য[গ] লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি উপজয় আরো সুখ পায়॥ ১৭৮
লাল্যামেধ্য লালকে চন্দনসম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্ময়॥[ঘ] ১৭৯
হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয়॥ ১৮০
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠ, অঙ্গ কীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়॥ ১৮১
আলিঙ্গিয়া কৈলে তারে কন্দর্পসম অঙ্গ।
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ॥ ১৮২
প্রভু কহে বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ, ভক্তের চিদানন্দময়॥ ১৮৩
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করেন আত্মসম॥ ১৮৪
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।[ঙ]
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥[চ] ১৮৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৩৪) শ্লোকঃ

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ৯

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩৩)]

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা[ছ]।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া॥ ১৮৬
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধী দণ্ড পাইতাম তবে॥ ১৮৭
পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিন পাইল অঙ্গে চতুঃসমে[জ]র গন্ধ॥ ১৮৮
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম॥ ১৮৯
প্রভু কহে সনাতন ! না মানিহ দুঃখ।
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ॥ ১৯০

[ক]এই বাক্যে মহাপ্রভুর দৈন্য বা পরিহাস প্রকাশ পেয়েছে। কারণ এখানে প্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসী বা জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানাচ্ছেন।

[খ]লালক—লালন কর্তা।

পরিজ্ঞান—দোষের অনুভূতি।

[গ]অমেধ্য—মলমূত্রাদি।

[ঘ]লাল্যামেধ্য—পুত্রাদির মলমূত্র।

চন্দনসম ভায়—চন্দনের মত প্রীতিপ্রদ বলে মনে করে।

[ঙ]চিদানন্দময়—চিন্ময় ও আনন্দময়।

[চ]আত্মসমর্পণকারী ভক্তের দেহ শ্রীকৃষ্ণকৃপায় যখন চিদানন্দময় অপ্রাকৃত হয়ে যায়, তখন সেই দেহকে 'শ্রীকৃষ্ণ আত্মসম' করে নেন ; তবে কেবল 'চিদানন্দময়ত্বাংশে' আত্মসম করেন, অন্য সব বিষয়ে নয়। তখন সেই অপ্রাকৃত দেহেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজন করেন। বাস্তবিক প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের সেবা হতে পারে না।

[ছ]উপজাঞা—জন্মাইয়া।

[জ]চতুঃসম—চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম ও অগুরু—এই চারটি সুগন্ধি জিনিসের মিশ্রণ।

এ বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা সনে।
বৎসর বহি[ক] তোমাকে পাঠাব বৃন্দাবনে॥ ১৯১
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম॥ ১৯২
দেখি হরিদাসের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহে এই সব ভঙ্গী যে তোমার॥ ১৯৩
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী লক্ষ্যে ইঁহার কণ্ডু উপজাইলা॥ ১৯৪
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে॥ ১৯৫
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দোঁহে হঞা প্রেমময়॥ ১৯৬
এই মত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাস সনে॥ ১৯৭
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিক্ষাইলা॥ ১৯৮
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে।
দুই জনার বিচ্ছেদ দশা না যায় বর্ণনে॥ ১৯৯
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন॥ ২০০
যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল, যাঁহা সেই লীলা।
বলভদ্র ভট্টস্থানে সব লিখি নিলা॥ ২০১
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সভারে মিলিয়া।
সেই পথে সনাতন চলে সে স্থান দেখিয়া॥ ২০২
যে যে লীলা পথে প্রভু কৈল যে যে স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে॥ ২০৩
এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে আসি রূপ গোঁসাঞি তাঁহারে মিলিলা॥ ২০৪
এক বৎসর রূপ গোঁসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি[খ] অর্থ বিভাগ করি দিল॥ ২০৫

[ক]বৎসর বহি—বৎসরের অন্তে।

[খ]কুটুম্বের স্থিতি—শ্রীরূপ সনাতন তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যা ছিল, সমস্তই কুটুম্বগণের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাঁটি দিল॥ ২০৬
সব মনঃকথা গোঁসাঞি করি নিবেদন।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইল বৃন্দাবন॥ ২০৭
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্বাহিল॥ ২০৮
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার করিলা॥ ২০৯
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি ভক্ত-কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥[গ] ২১০
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলারস প্রেম যাহা হইতে জানি॥ ২১১
হরিভক্তি-বিলাসগ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার॥ ২১২
আর যত গ্রন্থ কৈল, কে করে গণন।
মদনগোপাল-গোবিন্দের কৈল সেবাস্থাপন॥ ২১৩
রূপ গোঁসাঞি কৈল রসামৃত সিন্ধুসার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার॥ ২১৪
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর।
রাধাকৃষ্ণলীলা-রসের যাঁহা পাইয়ে পার॥ ২১৫
বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব নাটক যুগল।
কৃষ্ণলীলা-রস তাঁহা পাইয়ে সকল॥ ২১৬
দানকেলি-কৌমুদী আদি লক্ষগ্রন্থ[ঘ] কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজরস প্রচারিল॥ ২১৭
তাঁর লঘু ভ্রাতা[ঙ] শ্রীবল্লভ অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব গোঁসাঞি নাম॥ ২১৮
সর্বত্যাগী তিঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তিঁহ ভক্তি-শাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ॥ ২১৯

[গ]ভাগবতামৃতে— শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থ।

ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণতত্ত্ব—ভক্তিতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব।

[ঘ]লক্ষগ্রন্থ —শ্রীরূপগোস্বামী রচিত এক লক্ষ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ।

[ঙ]লঘু ভ্রাতা—শ্রীরূপের ছোট ভাই।

ভাগবত-সন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাঁহা পাইয়ে পার॥ ২২০
গোপালচম্পূ নাম গ্রন্থসার কৈল।
ব্রজপ্রেম-লীলা-রস সব দেখাইল॥ ২২১
ষট্সন্দর্ভে কৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ[ক] দোঁহে বিস্তার করিল॥ ২২২
জীব গোঁসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভু স্থানে আজ্ঞা মাগিলা॥ ২২৩
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপ-সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন॥ ২২৪
আজ্ঞা দিল শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে॥ ২২৫
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা আজ্ঞাফল পাইয়া।
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিলা॥ ২২৬
এই তিন গুরু[খ] আর রঘুনাথ দাস।
ইঁহা সভার চরণ বন্দোঁ যাঁর মুঞি দাস॥ ২২৭
এইত কহিল পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে॥ ২২৮
চৈতন্যচরিত এই ইক্ষুদণ্ড সম।
চর্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন॥ ২২৯
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৩০

[ক] চারি লক্ষ গ্রন্থ—সম্ভবত চার লক্ষ শ্লোকসংবলিত গ্রন্থ।
[খ] এই তিন গুরু—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃসনাতনসঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈগুণ্যকীটকলিতঃ পৈশুনব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নঃ শ্রীচৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে॥ ১

অন্বয়—বৈগুণ্যকীটকলিতঃ (মাৎসর্য্যাদি দোষরূপ-কীট পরিব্যাপ্ত) ; পৈশুনব্রণপীড়িতঃ (খলতারূপ ব্রণে পীড়িত) ; দৈন্যার্ণবে নিমগ্নঃ (দৈন্য সমুদ্রে নিমজ্জিত) ; [সন্] (হইয়া) ; শ্রীচৈতন্যবৈদ্যম্ আশ্রয়ে (শ্রীচৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করিতেছি)।

অনুবাদ—মাৎসর্য্যাদিরূপ নানান দোষে আমি পরিব্যাপ্ত, খলতার ব্রণে পীড়িত ; সুতরাং দৈন্যের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে শ্রীচৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করছি।

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য॥ ১
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু, জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন॥ ২
একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল নিবেদনে॥ ৩
শুন প্রভু ! মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন ভাগ্যে পাঞাছি তোমার দুর্লভ চরণ॥ ৪
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥ ৫
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে, তাঁর মুখে শুনি॥ ৬
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হৈল মন।
রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ॥ ৭
কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্॥ ৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।৮) শ্লোকঃ

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ ২

অন্বয়—পুংসাং স্বনুষ্ঠিতঃ যঃ ধর্ম্মঃ (লোকের সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত যে ধর্ম্ম) ; [সঃ] (সেই ধর্ম্ম) ; যদি বিষ্বক্সেনকথাসু (যদি হরিকথায়) ; রতিং ন উৎপাদয়েৎ (রতি উৎপাদন না করে) ; [তদা সঃ ধর্ম্ম] (তবে সেই ধর্ম্ম) ; কেবলং শ্রমঃ এব হি (কেবল শ্রমমাত্রই)।

অনুবাদ—সূত বললেন, হে ঋষিগণ ! অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হয়েও যদি কৃষ্ণকথায় আসক্তির জন্ম না দেয়, তবে সেই ধর্ম্মের আচরণে কেবল পরিশ্রমই সার হয়।

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র গেলা রামানন্দ-স্থানে।
রামানন্দ সেবক তাঁরে বসাইল আসনে॥ ৯
দর্শন না পায় মিশ্র সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল॥ ১০
দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্যগীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী॥ ১১
তাহা দোঁহে লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতে শিখায় নর্ত্তনে॥ ১২
তুমি ইঁহা বসি রহ, ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন॥ ১৩
তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহা রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ নিভৃতে সেই দুই জন লঞা॥ ১৪
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দন[ক]।
স্বহস্তে করেন স্নান গাত্র-সম্মার্জন॥ ১৫
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্বাঙ্গ মণ্ডন[খ]।
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন॥ ১৬
কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রাম রায়ের ঐছে স্বভাব॥ ১৭
সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করি আরোপণ॥ ১৮
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি-প্রেম-সীমা॥ ১৯

[ক]অভ্যঙ্গ মর্দন—তৈলাদি দ্বারা অঙ্গ মর্দন।

[খ]সর্বাঙ্গ মণ্ডন—সমস্ত অঙ্গে যথাযোগ্য বেশভূষা করে দিচ্ছেন।

তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয়[ক] করাইল॥ ২০
সঞ্চারী[খ] সাত্ত্বিক[গ] স্থায়ী[ঘ] ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥ ২১
ভাবপ্রকটন লাস্য[ঙ] রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট[চ] দেখায়॥ ২২
তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল॥ ২৩
প্রতিদিন রায় ঐছে করয়ে সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তার মন॥ ২৪
মিশ্রের আগমন সেবক রায়েরে কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা॥ ২৫
মিশ্রে নমস্কার করে সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া॥ ২৬
বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল॥ ২৭
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর কাঁহা করোঁ[ছ] তোমার কিঙ্কর॥ ২৮
মিশ্র কহে তোমা দেখিতে কৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দরশনে॥ ২৯
অতিকাল[জ] দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘরে গেলা॥ ৩০

[ক]অভিনয়—মুখ-চোখ-হাত-পায়ের ভাবানুকূল ভঙ্গী-সহকারে ওই গানগুলো গাওয়া হলে গূঢ় অর্থ শ্রোতারা সহজে উপলব্ধি করতে পারে, রামানন্দ তেমন অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গী শিক্ষা দিলেন।

[খ]সঞ্চারী—নির্বেদাদি ৩৩ ব্যভিচারী ভাব।

[গ]সাত্ত্বিক—স্তম্ভাদি ৮ ভাব।

[ঘ]স্থায়ী—শান্তাদি ১২ রতি ভাব।

[ঙ]লাস্য—কোনো ভাব-বিশেষের আশ্রয়ে স্ত্রীলোকের নৃত্যকে লাস্য বলে।

[চ]প্রকট—নাটকের ভাবসমূহ ব্যক্ত করে।

[ছ]কাঁহা করোঁ—আমি কী করব।

[জ]অতিকাল—অধিক বেলা বা অসময়।

আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা শুনিলে রায় স্থানে॥ ৩১
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা॥ ৩২
আমি ত 'সন্ন্যাসী', আপনা 'বিরক্ত' করি মানি।
দর্শন রহে দূরে প্রকৃতির[ঝ] নাম যদি শুনি॥ ৩৩
তবহি বিকার পায় আমার তনু মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥ ৩৪
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য কথন॥ ৩৫
একে দেবদাসী আরে সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥ ৩৬
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তাহা দর্শন স্পর্শন॥ ৩৭
তভু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গাম তারে করায় শিক্ষণ॥ ৩৮
নির্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ-পাষাণসম।
আশ্চর্য তরুণীস্পর্শে নির্বিকার মন॥ ৩৯
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥ ৪০
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥ ৪১
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে এক করি অনুমান।
শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥ ৪২
ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥ ৪৩
হৃদ্রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ[ঞ] ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥ ৪৪
উজ্জ্বল মধুর প্রেম-ভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্যে বিহরে সদায়॥ ৪৫

[ঝ]প্রকৃতির—স্ত্রীলোকের।

[ঞ]তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি মায়িক গুণ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৪০)

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ৩

অন্বয়—যঃ শ্রদ্ধান্বিত (যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) ; ব্রজবধূভিঃ (ব্রজবধূগণের সহিত) ; বিষ্ণোঃ ইদং চ বিক্রীড়িতং (শ্রীকৃষ্ণের এই রাসাদি লীলার কথা) ; অনুশৃণুয়াৎ (নিরন্তর শ্রবণ করেন) ; অথ বর্ণয়েৎ (অনন্তর বর্ণন করেন) ; [সঃ] (তিনি) ; অচিরেণ ধীরঃ ভগবতি (অবিলম্বে অচঞ্চল হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণে) ; পরাং ভক্তিং (সর্বোত্তম জাতীয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তি) ; প্রতিলভ্য (প্রতিক্ষণে নূতনভাবে লাভ করিয়া) ; হৃদ্রোগং কামং (হৃদয়-রোগস্বরূপ কামকে) ; আশু অপহিনোতি (শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন)।

অনুবাদ—যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই রাসাদিলীলার কথা নিরন্তর শোনেন এবং শোনার পর বর্ণনা করেন, অবিলম্বে তিনি ভগবানের পরমা ভক্তি লাভ করেন। লাভ করে তাঁর মন শান্ত হয় এবং হৃদয়ের রোগস্বরূপ যে কাম—সেই কামকে তিনি শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন।

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥ ৪৬
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়॥[ক] ৪৭
রাগানুগা-মার্গে[খ] জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥ ৪৮

আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাহ তথা॥ ৪৯
মোর নাম লইও তিঁহ পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥ ৫০
শীঘ্র যাও যাবৎ তিঁহ আছেন সভাতে।
এত শুনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিলা ত্বরিতে॥ ৫১
রায়-পাশ গেলা রায় প্রণতি করিল।
আজ্ঞা দেহ যে লাগিয়া আগমন হইল॥ ৫২
মিশ্র কহে মহাপ্রভু পাঠাইলা মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥ ৫৩
শুনি রামানন্দ রায় হইলা প্রেমাবেশে।
কহিতে লাগিল কিছু মনের উল্লাসে॥ ৫৪
প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা॥ ৫৫
এত কহি তাঁরে লঞা নিভৃতে বসিলা।
'কি কথা শুনিতে চাহ' মিশ্রেরে পুছিলা॥ ৫৬
তিঁহ কহে যে কহিলা বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে॥ ৫৭
অন্যের কি কথা ? তুমি প্রভু-উপদেষ্টা।
আমি ত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা॥ ৫৮
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখি কৃপা করি, কহিবে আপনি॥ ৫৯
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা-রসামৃতসিন্ধু উথলিলা॥ ৬০
আপনি প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা অন্ত॥ ৬১
বক্তা-শ্রোতা কহে শুনে দোঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাঁহা জানিব দিনশেষে॥ ৬২
সেবকে কহিল দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম॥ ৬৩
বহুত সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিলা।
'কৃতার্থ হইনু' বলি মিশ্র নাচিতে লাগিলা॥ ৬৪
ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান-ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ॥ ৬৫

[ক]শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদের দেহ সিদ্ধ অর্থাৎ অপ্রাকৃত ; কারণ তাঁরা অনাদিকাল থেকেই ভগবৎ-পার্ষদরূপে শ্রীভগবানের সেবা করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে প্রাকৃত কিছুই নেই, সমস্তই চিন্ময়। তেমনি তাঁর ভাবাবিষ্ট সেবকের দেহও অপ্রাকৃত।

[খ]রাগানুগা-মার্গ — রাগাত্মিকার অনুগত যে ভক্তি, তাকে রাগানুগা-ভক্তি বলে। এই রাগানুগা-ভক্তির সাধন-মার্গকেই রাগানুগা-মার্গ বলে।

প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত মন।
প্রভু কহে 'কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ'॥ ৬৬
মিশ্র কহে প্রভু ! মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥ ৬৭
রামানন্দ রায় কথা কহিল না হয়।
মনুষ্য নহেন রায়, কৃষ্ণভক্তি রসময়॥ ৬৮
আর এক কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে॥ ৬৯
মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র॥ ৭০
মোর মুখে কহায় কথা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে যে লীলা তাঁহার॥ ৭১
যে সব শুনিল কৃষ্ণরসের সাগর।
ব্রহ্মার এ সব রস না হয় গোচর॥ ৭২
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলুঁ আমি॥ ৭৩
প্রভু কহে, রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥ ৭৪
মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয়॥ ৭৫
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ॥ ৭৬
গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের[ক] বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥ ৭৭
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে॥ ৭৮
ভক্তগুণ প্রকাশিতে গৌর ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজ লাভ মানে॥ ৭৯
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥ ৮০
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ॥ ৮১
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥ ৮২
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিলাস॥ ৮৩
শ্রীরূপ দ্বারায় ব্রজে প্রেমরস লীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥ ৮৪
শ্রীচৈতন্যলীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু॥ ৮৫
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান॥ ৮৬
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া॥ ৮৭
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লঞা আইল প্রভুকে শুনাইতে॥ ৮৮
ভগবান্ আচার্য সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয়॥ ৮৯
প্রথম নাটক তিঁহ তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল॥ ৯০
সভেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সভার হৈল মন॥ ৯১
গীত শ্লোক গ্রন্থ কিবা যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥ ৯২
স্বরূপ ঠাঞি উত্তরে[খ] যদি লঞা তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু স্থানে করায় শ্রবণ॥ ৯৩
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥ ৯৪
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই ত মর্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে॥ ৯৫
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য কৈল নিবেদন।
এক বিপ্র প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম॥ ৯৬
আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুকে তবে করাইব শ্রবণে॥ ৯৭
স্বরূপ কহে, তুমি গোয়াল পরম উদার।

[ক]ষড়্‌বর্গ — কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য — এই ছয় রিপু।

[খ]উত্তরে—উত্তীর্ণ হয়।

যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥ ৯৮
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে[ক] হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥ ৯৯
রস, রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তি-সিদ্ধান্তসিন্ধুর নাহি পায় পার॥ ১০০
ব্যাকরণ না জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার॥ ১০১
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে যেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার॥ ১০২
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন॥ ১০৩
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় কাব্য[খ] শুনিতে হয় সুখ॥ ১০৪
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাঢ়ে যার মুখবন্ধ॥ ১০৫
ভগবান্ আচার্য কহে তুমি শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভালমন্দ জানিবে বিচার॥ ১০৬
দুই চারি দিন আচার্য আগ্রহ করিল।
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল॥ ১০৭
সভা লঞা স্বরূপ গোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী[গ] শ্লোক পড়িলা॥ ১০৮

তথাহি—বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥ ৪

অন্বয়—প্রকৃতিজড়ং অশেষম্ (স্বভাবতই জড় অশেষ বিশ্বকে) ; চেতয়ন্ (সচেতন করিয়া) ; কনকরুচিঃ যঃ বিকচকমলনেত্রে (স্বর্ণকান্তি বিশিষ্ট যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রফুল্ল কমলের ন্যায় নয়নযুক্ত) ; শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে (শ্রীজগন্নাথ-নামক) ; আত্মনি আত্মতাম্ প্রপন্নঃ (এই দেহে আত্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়া) ; ইহ আবিরাসীৎ (ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন) ; সঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) ; তব ভব্যং দিশতু (তোমার মঙ্গলবিধান করুন)।

অনুবাদ— স্বভাবতই জড় জগৎকে চেতন করবার জন্য স্বর্ণবর্ণ কান্তিবিশিষ্ট যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, প্রফুল্ল পদ্মের মতো নয়নবিশিষ্ট শ্রীজগন্নাথের মূর্তিতে আত্মারূপে আছেন, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গলবিধান করুন।

শ্লোক শুনি সর্বলোক তাহারে বাখানে[ঘ]।
স্বরূপ কহে এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে॥ ১০৯
কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোসাঞি তাতে শরীরী মহাধীর॥[ঙ] ১১০
সহজে জড় জগতের চেতনা করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥ ১১১
শুনিয়া সভার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন॥ ১১২
আরে মূর্খ ! আপনার কৈলে সর্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে[চ] তোমার নাহিক বিশ্বাস॥ ১১৩
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥ ১১৪
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।

[ক]যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে—যে-সে কবির কাব্যে ; যারা বাস্তবিক কবি নয়, অথচ কাব্য লিখতে চেষ্টা করে, তাদের বাক্যে।

[খ]বিদগ্ধ আত্মীয় কাব্য —রসিক ও শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তকবির লিখিত পরমপ্রিয় শ্রীভগবানের লীলাকাহিনী।

[গ]নান্দী—মঙ্গলাচরণ।

[ঘ]বাখানে—প্রশংসা করে।

[ঙ]শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ হলেন শরীর, আর মহাধীর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হলেন তাঁর শরীরী অর্থাৎ ওই শরীরের জীবাত্মা।

[চ]দুই ত ঈশ্বরে—শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ; এই দুইজনই অভিন্ন, দুইজনই একই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। কিন্তু শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহকে জড় বা প্রাকৃত শরীর বলায় স্বরূপ-গোস্বামী সক্রোধ বচনে বঙ্গদেশী বিপ্র-কবিকে বললেন, 'ঈশ্বর-জগন্নাথেও তোমার বিশ্বাস নেই, আর ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেও তোমার বিশ্বাস নেই।' কারণ ঈশ্বরে কোনো রূপ দেহ-দেহী ভেদ নেই।

তাঁরে কৈলে ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥ ১১৫
দুই ঠাঁঞি অপরাধে পাইবে দুর্গতি।
'অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে', তার এই রীতি॥ ১১৬
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহী-ভেদ ঈশ্বরের কৈলে অপরাধ॥ ১১৭
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী ভেদ।
স্বরূপদেহ 'চিদানন্দ' নাহিক বিভেদ॥ ১১৮

তথাহি—কৌর্মবচনং (৫।৩৪২)

দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ৫

অনুবাদ—পরমেশ্বরে দেহ-দেহীর এই বিভাগ কখনো হয় না। কারণ—ঈশ্বরের স্বরূপ ও দেহ উভয়েই এক—চিদানন্দময়।

তথাহি—তত্রৈব (৩।৯।৩) শ্লোকঃ

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥ ৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৮২)]

তথাহি—তত্রৈব (৩।৯।৪) শ্লোকঃ

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তে উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥ ৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৮৩)]

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর[ক]।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥ ১১৯

তথাহি—ভাবার্থদীপিকাধৃতং বিষ্ণু-
স্বামিবচনং (১।৭।৬)

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ
সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ ৮

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৬৩)]

শুনিয়া সভার মনে হৈল চমৎকার।
সত্য কহেন গোঁসাঞি দুঁহার করিয়াছে তিরস্কার॥ ১২০
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥ ১২১
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ সদয় হৃদয়।
উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয়॥ ১২২
যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে[খ]।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ ১২৩
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ॥ ১২৪
তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্মল॥ ১২৫
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দোঁহায় লাগে দোষ॥ ১২৬
তুমি যৈছে তৈছে কহ, না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি॥ ১২৭
যৈছে ইন্দ্র-দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন॥ ১২৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৫।৫)

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥ ৯

অন্বয়—বাচালং বালিশং (বহুভাষী বালক) ; স্তব্ধং অজ্ঞং (অবিনীত মূর্খ) ; পণ্ডিতমানিনং (পণ্ডিতাভিমানী) ; মর্তং (মরণশীল) ; কৃষ্ণং উপাশ্রিত্য (কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া) ; গোপাঃ মে অপ্রিয়ম্ চক্রুঃ

[ক]কৃষ্ণ মায়েশ্বর—কৃষ্ণ মায়ার ঈশ্বর, মায়ার নিয়ন্তা।

[খ]বৈষ্ণবের স্থানে—শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বাদি কেবল বৈষ্ণবই জানেন, অন্য আচার্যগণ সম্যকরূপে জানেন না ; ফলে তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না এবং সঠিক ভাগবতীয় ব্যাখ্যা করতেও সমর্থ হন না। কারণ, কেবল বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম উপলব্ধি করা যায় না ; এর মর্ম উপলব্ধি একমাত্র ভক্তির কৃপাসাপেক্ষ—যা একমাত্র (বৈষ্ণব) ভক্তই পেয়ে থাকেন।

(গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য করিয়াছে)।

অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ইন্দ্রযজ্ঞ নষ্ট হলে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র বলছেন—বাচাল, বালক, অবিনীত, মূর্খ, পণ্ডিতাভিমানী ও মরণশীল যে কৃষ্ণ, তাঁকে আশ্রয় করে গোপগণ আমার অপ্রিয় কাজ করেছে।

ঐশ্বর্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল, কেবল নাহিক সম্ভাল[ক]॥ ১২৯
ইন্দ্র বলে মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন॥ ১৩০
'বাচাল' কহিয়ে বেদপ্রবর্তক ধন্য।
'বালিশ' তথাপি শিশুপ্রায় গর্বশূন্য॥[খ] ১৩১
বন্দ্যাভাবে অনম্র 'স্তব্ধ' শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে 'অজ্ঞ' হয়॥ ১৩২
পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে 'মনুষ্য'-অভিমানী॥ ১৩৩
জরাসন্ধ কহে "কৃষ্ণ 'পুরুষ-অধম'।
তোর সঙ্গে না যুঝিমু যাহি বন্ধুহন"॥[গ] ১৩৪
যাঁহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম।
সেই 'পুরুষাধম' এই সরস্বতীর মন॥[ঘ] ১৩৫
বান্ধে সভারে তাতে অবিদ্যা বন্ধু হয়।
অবিদ্যা-নাশক 'বন্ধুহন' শব্দে কয়॥ ১৩৬
এই মত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন॥ ১৩৭
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থ নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে স্তুতি ভাসে॥ ১৩৮
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইঁহ দারুব্রহ্ম[ঙ] স্থাবরস্বরূপ॥ ১৩৯
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ পাঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্ব রূপ দুই রূপ হঞা॥ ১৪০
সংসার তারণ হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন করি একতা যৈছে প্রাপ্তি॥ ১৪১
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার॥ ১৪২
জগন্নাথ দরশনে খণ্ডয়ে সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥ ১৪৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি দেশে দেশে যাঞা।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গমব্রহ্ম হঞা॥ ১৪৪
সরস্বতীর অর্থ এই কহিল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার, ঐছে করিলে বর্ণন॥ ১৪৫
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥ ১৪৬
তবে সেই কবি সভার চরণে পড়িয়া।
সভার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা[চ]॥ ১৪৭
তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা।
তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইলা॥ ১৪৮
সেই কবি সব ছাড়ি রহিল নীলাচলে।
গৌর-ভক্তগণ-কৃপা কে কহিতে পারে॥ ১৪৯
এই ত কহিল প্রদ্যুম্ন-মিশ্র-বিবরণ।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণ-কথার শ্রবণ॥ ১৫০
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা।
আপনি শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যার সীমা॥ ১৫১
প্রস্তাব পাইয়া[ছ] কহিল কবির নাটক-বিবরণ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ॥ ১৫২

[ক]সম্ভাল—ধৈর্য।

[খ]বাচাল—বেদপ্রবর্তক, সমস্ত শাস্ত্রের প্রবর্তক বা কারণ। বাচাল-শব্দের নিন্দার্থ-বহুভাষী।

বালিশ —শিশুর মতো গর্বশূন্য, নিরভিমানী, বালিশ শব্দের নিন্দার্থ—মূর্খ।

[গ]না যুঝিমু—যুদ্ধ করব না। যাহি—যাও।

বন্ধুহন — যে বন্ধুদিগকে হত্যা করে ; শ্রীকৃষ্ণ মাতুল কংসাদি বন্ধুবর্গকে হত্যা করেছেন বলে জরাসন্ধ নিন্দার্থে এসব কথা বলছেন।

[ঘ]বাগদেবী সরস্বতীর অভিপ্রেত অর্থ হল—যাঁর থেকে অন্য সকল পুরুষই অধম, তিনিই পুরুষাধম, পুরুষশ্রেষ্ঠ।

[ঙ]দারুব্রহ্ম—দারু অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত পরব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ।

[চ]দন্তে তৃণ লঞা —অত্যন্ত দৈন্য প্রকাশ করে।

[ছ]প্রস্তাব পাইয়া—প্রসঙ্গ ক্রমে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যলীলা অমৃতের সার।
এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার॥ ১৫৩
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে।
গৌরলীলা, ভক্তি, ভক্ত, রসতত্ত্ব জানে॥ ১৫৪
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৫৫

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্ন মিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃপাগুণৈর্যঃ সুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥ ১

অন্বয়—যঃ কৃপাগুণৈঃ (যিনি কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা) ; সুগৃহান্ধকূপাৎ (সুশোভন গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে) ; রঘুনাথদাসং ভঙ্গ্যা (শ্রীরঘুনাথ দাসকে কৌশলে) ; উদ্ধৃত্য স্বরূপে ন্যস্য (উদ্ধার করিয়া স্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করিয়া) ; অন্তরঙ্গং বিদধে (স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়াছিলেন) ; অমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আশ্রয় করি)।

অনুবাদ—যিনি কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা সুন্দর অট্টালিকা রূপ অন্ধকূপ থেকে শ্রীরঘুনাথ দাসকে কৌশলে উদ্ধার করে স্বরূপ দামোদরের হাতে অর্পণ করে নিজের অন্তরঙ্গ ভক্ত করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি আশ্রয় করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এই মত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে॥ ২
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ ভয়ে॥ ৩
উৎকট বিয়োগ দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য[ক] প্রভুর বর্ণন না যায়॥ ৪
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥ ৫
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাঢ়ে প্রভুর বিরহবেদনা॥ ৬
তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা॥ ৭
সুবল যৈছে পূর্বে কৃষ্ণ-সুখের সহায়।
গৌরসুখদান হেতু তৈছে রামরায় ॥ ৮
পূর্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোঁসাঞি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ ॥ ৯
এই দুই জনার সৌভাগ্য কহনে না যায়।
'প্রভুর অন্তরঙ্গ' করি যাঁরে লোকে গায়॥ ১০
এই মত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ।
এবে শুন ভক্তগণ রঘুনাথের মিলন॥ ১১
পূর্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিখাইলা॥ ১২
প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ীর প্রায়॥ ১৩
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব কর্ম।
দেখি তার মাতাপিতার আনন্দিত মন॥ ১৪
'মথুরা হৈতে প্রভু আইলা' বার্তা যবে পাইলা।
প্রভু-পাশে চলিবারে উদ্‌যোগ করিলা॥ ১৫
হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সেই হয় ত চৌধুরী[খ]॥ ১৬
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোক্তা[গ] করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া॥ ১৭
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন বিশ লক্ষ।
সে তুরুক[ঘ] কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥ ১৮
রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্যমজুমদার পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল॥ ১৯
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
বাপ জ্যেঠা আনহ, নহে পাইবি যাতনা॥ ২০
মারিতে আনয়ে যদি, দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি যায়, তাতে না পারে মারিতে॥ ২১

[ক]বৈকল্য—বিফলতা, কাতরতা।

[খ]চৌধুরী—প্রধান।

[গ]মোক্তা—কতকটা ইজারা বন্দোবস্তের মতো। বিনিময়ে রাজসরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক খাজনা দিতে হত।

[ঘ]সে তুরুক—সেই তুরস্ক দেশীয় মুসলমান চৌধুরী।

বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধি অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ গর্জ করে মারিতে সভয় অন্তর॥ ২২
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায়॥ ২৩
আমার পিতা জ্যেঠা হন তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই কলহ করহ সর্বথাই॥ ২৪
কভু কলহ, কভু প্রীত, নিশ্চয় কিছু নাঞি।
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি॥ ২৫
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক॥ ২৬
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না জুয়ায়।
তুমি সর্বশাস্ত্র জান, জিন্দাপীর[ক] প্রায়॥ ২৭
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল॥ ২৮
ম্লেচ্ছ বলে আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আমি ছাড়াইমু তোমা করি এক সূত্র॥ ২৯
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছোড়াইল।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল॥ ৩০
তোমার জ্যেঠা নির্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায়।
আমি ভাগী, আমারে কিছু দিবারে জুয়ায়॥ ৩১
যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যে মতে ভাল হয় করুন, ভার দিল তাঁরে॥ ৩২
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল॥ ৩৩
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পালাইতে মন কৈল॥ ৩৪
রাত্রে উঠি একেলা চলিলা পালাইয়া।
দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া॥ ৩৫
এইমত বারে বারে পালায়, ধরি আনে।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা স্থানে॥ ৩৬
পুত্র বাতুল হইল ইহায় রাখহ বান্ধিয়া।

[ক]জিন্দাপীর—জীবন্ত পীর ; জীবিত সিদ্ধপুরুষ (পারশিভাষা)।

তাঁর পিতা কহে তাঁরে নির্বিণ্ণ[খ] হইয়া॥ ৩৭
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য—স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥ ৩৮
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিব কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ[গ] ঘুচাইতে॥ ৩৯
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইঁহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল[ঘ] কে রাখিতে পারে॥ ৪০
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি পাশ চলিলা আর দিনে॥ ৪১
পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন॥ ৪২
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছেন যেন কোটি সূর্যোদয় করে॥ ৪৩
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥ ৪৪
দণ্ডবৎ হঞা সেই পড়িলা কথো দূরে।
সেবক কহে 'রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে'॥ ৪৫
শুনি প্রভু কহে — চোরা ! দিলি দরশন।
আয় আয় আজ তোর করিমু দণ্ডন[ঙ]॥ ৪৬
প্রভু বোলায়, তিঁহ নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তার মাথে প্রভু ধরিল চরণ॥ ৪৭
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥ ৪৮
নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছোঁ, দণ্ডিমু তোমারে॥ ৪৯
দধি-চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দিত হইল রঘুনাথ মনে॥ ৫০
সেই ক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে।

[খ]নির্বিণ্ণ—দুঃখিত।

[গ]প্রারব্ধ—পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী এ জন্মের ফললাভ।

[ঘ]চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল—শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ প্রাপ্তির জন্য পরম উৎকণ্ঠায় যে ব্যাকুল হয়েছে।

[ঙ]করিমু দণ্ডন—দণ্ড বা শাস্তি দেব।

ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে॥ ৫১
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব আনি প্রভু আগে চৌদিকে ধরিলা॥ ৫২
'মহোৎসব' নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন॥ ৫৩
আর আর গ্রাম হৈতে সামগ্রী মাগাইল।
শত দুই চারি হোলনা[ক] তাঁহা আনাইল॥ ৫৪
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা[খ] আনাইল পাঁচসাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে॥ ৫৫
এক ঠাঁঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া॥ ৫৬
আর অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপা-কলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥ ৫৭
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর অগ্রেতে ধরিলা॥[গ] ৫৮
চৌতারা[ঘ] উপরে যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-বন্ধন॥ ৫৯
রামদাস ঠাকুর, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর॥ ৬০
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস।
মহেশ, গৌরীদাস, আর হোড় কৃষ্ণদাস॥ ৬১
উদ্ধারণ দত্ত আদি যত নিজ জন।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন॥ ৬২
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সভার উপরে বসাইলা॥ ৬৩
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ চিড়া, আরে দধি চিড়া কৈল॥ ৬৪
আর যত লোক সব চৌতারা তলানে[ঙ]।

[ক]হোলনা—মাটির মালসা।
[খ]মৃৎকুণ্ডিকা—মাটির গামলা।
[গ]পিণ্ডাতে—বেদীতে।
সাত কুণ্ডী—সাতটি মাটির বড় গামলা।
[ঘ]চৌতারা—বাঁধানো বেদীর প্রশস্ত স্থান।
[ঙ]চৌতারা তলানে—বেদীর নিম্নস্থানে বা সমতল স্থানে।

মণ্ডলী-বন্ধনে বৈসে নাহিক গণনে॥ ৬৫
এক এক জনে দুই দুই হোলনা দিল।
দুগ্ধ চিড়া দধি চিড়া দুই ভিজাইল॥ ৬৬
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া॥ ৬৭
তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন।
জলে নাম্বি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ॥ ৬৮
কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঁঞি পরিবেশন করে॥ ৬৯
হেনকালে আইলা তাঁহা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত॥ ৭০
নিসকড়ি[চ] নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া, ভক্তগণে বাঁটি দিল॥ ৭১
প্রভুরে কহে—তোমা লাগি বহু ভোগ লাগাইল।
ইহাঁ উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল॥ ৭২
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ॥ ৭৩
গোপজাতি আমি, বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এ পুলিনভোজন-রঙ্গে॥ ৭৪
রাঘবেরে বসায়ে দুই কুণ্ডী দেয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল॥ ৭৫
সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু, মহাপ্রভুরে আনিল॥ ৭৬
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥ ৭৭
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥ ৭৮
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লৈয়া।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া॥ ৭৯
এইমত নিত্যানন্দ বেড়ায় সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥ ৮০
কি করিয়া বেড়ায়, ইহোঁ কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥ ৮১

[চ]নিসকড়ি—ফলমূলাদি।

তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী চিড়া আর ডাহিনে রাখিলা॥ ৮২
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥ ৮৩
দেখি নিত্যানন্দ-প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥ ৮৪
আজ্ঞা দিল 'হরি বলি করহ ভোজন'।
'হরি হরি' ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন॥ ৮৫
'হরি হরি' বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিনভোজন সভার হইল স্মরণ॥ ৮৬
নিত্যানন্দ-প্রভু মহা কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার॥ ৮৭
নিত্যানন্দ-প্রভাব কৃপা জানিবে কোন্ জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন-ভোজন॥ ৮৮
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে 'যমুনাপুলিন' জ্ঞান কৈলা॥ ৮৯
'মহোৎসব' শুনি পসারি গ্রাম গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥ ৯০
যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্যে লঞা তাহারে খাওয়ায়॥ ৯১
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেহ চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥ ৯২
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডী অবশেষ রঘুনাথে দিল॥ ৯৩
আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল॥ ৯৪
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-আগে দিল।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্বাঙ্গে লেপিল॥ ৯৫
সেবকে তাম্বূল লঞা করে সমর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্বণ॥ ৯৬
মালা চন্দন তাম্বূল শেষ সে আছিলা।
শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সভারে বাঁটি দিলা॥ ৯৭
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া॥ ৯৮

এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
'চিড়াদধি-মহোৎসব' খ্যাতি হইল যার॥ ৯৯
প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি, দিন শেষ হৈল।
রাঘব-মন্দিরে প্রভু কীর্তন আরম্ভিল॥ ১০০
ভক্তসব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়॥ ১০১
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন॥ ১০২
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্তন।
উপমা দিবারে নাহি এই তিন ভুবন॥ ১০৩
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে।
মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে॥ ১০৪
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল।
ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল॥ ১০৫
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন দিল ডাহিনে পাতিয়া॥ ১০৬
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা॥ ১০৭
দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবেরে পাছে পরিবেশন কৈলা॥ ১০৮
নানাপ্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥ ১০৯
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥ ১১০
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভুর লাগি ভোগ পৃথক্ বাড়ায়॥ ১১১
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন॥ ১১২
দুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে।
যত্ন করি সব খাওয়ায় না রহে অবশেষে॥ ১১৩
কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী॥ ১১৪
দুর্বাসার ঠাঁই তিঁহ পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হৈতে তাঁর পাক অধিক মধুরে॥ ১১৫

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্যের সার।
দুই ভাই তাঁহা খাঞা আনন্দ অপার॥ ১১৬
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্বজন।
পণ্ডিত কহে পাছে ইঁহ করিবে ভোজন॥ ১১৭
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন॥ ১১৮
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্য-চন্দন॥ ১১৯
বিড়া[ক] খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিল বিড়া মাল্য-চন্দন॥ ১২০
রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভায়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তাঁরে॥ ১২১
কহিল চৈতন্য গোসাঞি করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিল বন্ধন॥ ১২২
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে প্রভুর সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্॥ ১২৩
সর্বত্র ব্যাপক প্রভু, সদা সর্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ॥ ১২৪
প্রাতে নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা॥ ১২৫
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ-বন্দন।
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন॥ ১২৬
অধম পামর মুই হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্য-চরণ॥ ১২৭
বামন হইয়া যেন চাঁদ ধরিবারে পায়।
অনেক যত্ন কৈনু যাইতে, কভু সিদ্ধ নয়॥ ১২৮
যত বার পালাঙ্ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই জনে রাখেন বান্ধিয়া॥ ১২৯
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়॥ ১৩০
অযোগ্য মুই, নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোঁসাঞি! হইয়া সদয়॥ ১৩১
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।

[ক]বিড়া—পান।

'নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাও' কর আশীর্বাদ॥ ১৩২
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয়-সুখ ইন্দ্র-সুখ সমে॥ ১৩৩
চৈতন্য-কৃপাতে সেহো নাহি ভয় মানে।
সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্য-চরণে॥ ১৩৪
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায়[খ]॥ ১৩৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪৩) শ্লোকঃ

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্
সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলব-
দুত্তমশ্লোকলালসঃ॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৪৪)]

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তাঁর মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা॥ ১৩৬
তুমি যে করাইলে এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈল আগমন॥ ১৩৭
কৃপা করি কৈল দুগ্ধ-চিপিটক[গ] ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥ ১৩৮
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥ ১৩৯
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
'অন্তরঙ্গ ভৃত্য' করি রাখিবেন চরণে॥ ১৪০
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন।
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ॥ ১৪১
সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্বাদ করাইল।
তাঁ সভার চরণ রঘুনাথ বন্দিল॥ ১৪২
প্রভু-আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল॥ ১৪৩
যুক্তি করি শত মুদ্রা সোনা তোলা-সাত।

[খ]তারে নাহি ভায়—তাঁর ভালো লাগে না বা তাঁর চিত্তকে আকর্ষণ করে না।

[গ]দুগ্ধ চিপিটক—দুধ-চিড়া।

নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাত॥ ১৪৪
তারে নিষেধিল, প্রভুকে এবে না কহিবে।
নিজ ঘরে যাবে যবে, তবে নিবেদিবে॥ ১৪৫
তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর-দর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা॥ ১৪৬
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।
তবে পুন রঘুনাথ দাস পণ্ডিতেরে॥ ১৪৭
প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সভার চরণ॥ ১৪৮
বিশ, পঞ্চদশ, বার, দশ, পঞ্চ, দ্বয়।
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া যোগ্য যাহা হয়॥ ১৪৯
সব লেখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা॥ ১৫০
এক শত মুদ্রা আর সোনা তোলাদ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয়॥ ১৫১
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ কৃপায় আপনাকে কৃতার্থ মানিলা॥ ১৫২
সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে যাইয়া করেন শয়ন॥ ১৫৩
তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকের গণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন॥ ১৫৪
হেনকালে গৌড়ের সব গৌর ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন॥ ১৫৫
তাঁ সভার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে তবহিঁ[ক] ধরা পড়ে॥ ১৫৬
এই মত চিন্তিতেই দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে॥ ১৫৭
দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য তবে করিল প্রবেশ॥ ১৫৮
বাসুদেব দত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তিঁহ, হয়েন পুরোহিত॥ ১৫৯
অদ্বৈতাচার্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ হন।
আচার্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন॥ ১৬০

[ক]তবহিঁ—তখনই।

অঙ্গনে আসিয়া তিঁহো যবে দাঁড়াইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা॥ ১৬১
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুর-সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে॥ ১৬২
রঘুনাথে কহে, তাঁরে করহ সাধন।
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ॥ ১৬৩
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক সব শেষ রাত্রে নিদ্রায় পড়িলা॥ ১৬৪
আচার্যের ঘর ইহার পূর্ব-দিশাতে।
কহিতে শুনিতে দোঁহে চলে সেই পথে॥ ১৬৫
অর্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাব তোমার স্থানে॥ ১৬৬
তুমি ঘর যাহ সুখে, মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়॥ ১৬৭
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এই ত প্রসঙ্গে॥ ১৬৮
এত চিন্তি পূর্বমুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন॥ ১৬৯
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া॥ ১৭০
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যান বনে বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে॥ ১৭১
পঞ্চদশক্রোশ চলি গেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে[খ]॥ ১৭২
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা॥ ১৭৩
এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরু-পাশে বার্তা পুছিলেন গিয়া॥ ১৭৪
তিঁহো কহে আজ্ঞা মাগি গেলা নিজঘর।
'পলাইল রঘুনাথ' উঠিল কোলাহল॥ ১৭৫
তাঁর পিতা কহে—গৌড়ের সব ভক্তগণ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিয়াছে গমন॥ ১৭৬
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেলা পলাইয়া।
দশজন যাহ তারে আনহ ধরিয়া॥ ১৭৭

[খ]গোপের বাথানে—গোয়ালাদের গোরু রাখবার স্থানে।

শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
আমার পুত্রেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া[ক]॥ ১৭৮
ঝাঁকরা পর্যন্ত গেল সেই দশজন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ॥ ১৭৯
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্তা পুছিলা।
শিবানন্দ কহে তিঁহো ইহাঁ না আইলা॥ ১৮০
বাহুড়িয়া সেই দশজন আইল ঘর।
তাঁর মাতা পিতা হৈল চিন্তিত-অন্তর॥ ১৮১
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা॥ ১৮২
ছত্রভোগ[খ] পার হঞা ছাড়িল সরাণ[গ]।
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ॥ ১৮৩
ভক্ষণ অপেক্ষা নাহি, সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ প্রাপ্তে মন॥ ১৮৪
কভু চর্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে, তাতে রাখে নিজ প্রাণ॥ ১৮৫
বারদিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিন মাত্র করিলা ভোজন॥ ১৮৬
স্বরূপাদি সহ গোঁসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া॥ ১৮৭
অঙ্গনে দূরে রহি করেন প্রণিপাত।
মুকুন্দ দত্ত কহে 'এই আইলা রঘুনাথ'॥ ১৮৮
প্রভু কহে—'আইস' তিঁহো ধরিলা চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৮৯
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভুকৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল॥ ১৯০
প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িলা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত হৈতে॥ ১৯১
রঘুনাথ মনে কহে—কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমার কৃপায় কাড়িল আমা, এই আমি মানি॥ ১৯২
প্রভু কহেন তোমার পিতা-জেঠা দুইজনে।

[ক]বাহুড়িয়া—ফিরিয়ে।

[খ]ছত্রভোগ—বর্তমান সুন্দরবনের অন্তর্গত স্থানবিশেষ।

[গ]সরাণ—প্রসিদ্ধ রাজপথ।

চক্রবর্তী সম্বন্ধে হাম 'আজা'[ঘ] করি মানে॥ ১৯৩
চক্রবর্তীর দোঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস॥ ১৯৪
ইঁহার বাপ-জেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্তের কীড়া।
'সুখ' করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥ ১৯৫
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয়ে বৈষ্ণবের প্রায়॥ ১৯৬
তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥ ১৯৭
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা॥ ১৯৮
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হঞা॥ ১৯৯
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্রভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥ ২০০
তিন রঘুনাথ[ঙ] নাম হয় আমার গণে।
'স্বরূপের রঘুনাথ' আজি হৈতে ইহার নামে॥ ২০১
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিলা।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা॥ ২০২
স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল॥ ২০৩
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি॥ ২০৪
পথে ইঁহো করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।[চ]
কথো দিন কর ইঁহার ভাল সন্তর্পণ॥[ছ] ২০৫
রঘুনাথে কহে—যাই কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন॥ ২০৬

[ঘ]আজা—মাতামহ।

[ঙ]তিন রঘুনাথ—তপন মিশ্রের পুত্র এক রঘুনাথ, রঘুনাথ বৈদ্য দ্বিতীয় রঘুনাথ এবং রঘুনাথ দাস তৃতীয় রঘুনাথ।

[চ]লঙ্ঘন—উপবাস।

[ছ]ভাল সন্তর্পণ—ভালোমতো আহারাদি দিয়ে বিশেষ রূপে তৃপ্তিদ্বারা শুষ্ক শরীরকে সরস করা।

এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা॥ ২০৭
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হৈয়া করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন॥ ২০৮
রঘুনাথ সমুদ্রে যাই স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দ-পাশ আইলা॥ ২০৯
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ পাইল॥ ২১০
এই মত রহে তিঁহো স্বরূপ-চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চ দিনে॥ ২১১
আর দিন হৈতে পুষ্প অঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে[ক] ভিক্ষার লাগিয়া॥ ২১২
জগন্নাথের সেবক, যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেরে গমন॥ ২১৩
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঁই অন্ন দেয়ায় কৃপা ত করিয়া॥ ২১৪
এই মত সর্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত[খ] খাড়া হয় সিংহদ্বারে॥ ২১৫
সর্বদিন করে বৈষ্ণব নাম-সংকীর্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন॥ ২১৬
কেহ ছত্রে[গ] মাগি খায় যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে যায়॥ ২১৭
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর-ভগবান্॥ ২১৮
গোবিন্দ প্রভুকে কহে — রঘুনাথ প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি খায়॥ ২১৯
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা॥ ২২০
বৈরাগী করিব সদা নাম-সংকীর্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ॥ ২২১
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ ২২২
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ॥ ২২৩
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥ ২২৪
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ[ঘ] কৃষ্ণ নাহি পায়॥ ২২৫
আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে॥ ২২৬
কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানোঁ উদ্দেশ।
কি মোর কর্তব্য, প্রভু কর উপদেশ॥ ২২৭
প্রভু-আগে কথা মাত্র না করে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ বাত॥ ২২৮
প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে॥ ২২৯
'কি মোর কর্তব্য ? মুঞি না জানো উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে কর মোর উপদেশ॥' ২৩০
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥ ২৩১
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে॥ ২৩২
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয়॥ ২৩৩
গ্রাম্য-কথা[ঙ] না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥ ২৩৪
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।

[ক]খাড়া রহে—দাঁড়িয়ে থাকে।

[খ]নিষ্কিঞ্চন ভক্ত—শ্রীকৃষ্ণ ভজনের জন্য যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে কাঙাল সেজেছেন এবং যখন যা মেলে, তা-ই আহার করেই তৃপ্তি লাভ করে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করে থাকেন।

[গ]ছত্রে—অন্নদানের স্থান।

[ঘ]শিশ্নোদরপরায়ণ—কামুক ও পেটুক।

[ঙ]গ্রাম্য-কথা—বৈষয়িক কথা ; যে সব কথার সঙ্গে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুর কোনো সম্বন্ধ নেই, সেই সব কথা। সাধারণত স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় বা স্ত্রী-সঙ্গ সম্পর্কিত কথাকেই বুঝায়।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥ ২৩৫
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁঞি ইহার পাইবে বিশেষ॥ ২৩৬

তথাহি—পদ্যাবল্যাং (৩২) শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৫০)]

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন॥ ২৩৭
পুনঃ সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥ ২৩৮
হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ববৎ প্রভু সভায় করিল মিলন॥ ২৩৯
সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জন।
সভা লঞা কৈল প্রভু বন্য-ভোজন॥ ২৪০
রথযাত্রায় সভা লঞা করিল নর্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন॥ ২৪১
রঘুনাথ দাস যবে সভারে মিলিলা।
অদ্বৈত আচার্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা॥ ২৪২
শিবানন্দ সেন তাঁরে কহেন বিবরণ।
তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাল দশজন॥ ২৪৩
তোমাকে পাঠাতে পত্রী পাঠাইল আমারে।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে॥ ২৪৪
চারি মাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা॥ ২৪৫
সেই মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা।
মহাপ্রভু-স্থানে এক বৈরাগী দেখিলা॥ ২৪৬
গোবর্ধনের পুত্র তিঁহো নাম রঘুনাথ।
পরিচয় তার নীলাচলে আছে তোমার সাথ॥ ২৪৭
শিবানন্দ কহে তিঁহো হয় প্রভু স্থানে।
পরম বিখ্যাত তিঁহো, কেবা নাহি জানে॥ ২৪৮
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহো হয় প্রাণসম॥ ২৪৯
রাত্রিদিন করে তিঁহো নাম-সংকীর্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥ ২৫০
পরম বৈরাগ্য, নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥ ২৫১
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥ ২৫২
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করেন চর্বণ॥ ২৫৩
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্ধন-স্থানে।
কহিলা গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে॥ ২৫৪
শুনি তার মাতা-পিতা দুঃখী বড় হইলা।
পুত্র ঠাঁই দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা॥ ২৫৫
চারি শত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঁই পাঠাইলা ততক্ষণ॥ ২৫৬
শিবানন্দ কহে তুমি সব যাইতে নারিবা।
আমি যবে যাই তবে সঙ্গেই চলিবা॥ ২৫৭
এবে ঘরে যাহ, যবে আমি সব চলিব।
তবে তোমা সভাকারে সঙ্গে লয়া যাব॥ ২৫৮
এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবি-কর্ণপূর।
রঘুনাথের মহিমা, গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর॥ ২৫৯

তথাহি—চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ১০।৩।৪ শ্লোকৌ

আচার্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকঃ সতত স্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যৈকনিধির্নকস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥ ৪

অন্বয়—সুমধুরঃ (সুমধুর স্বভাব) ; শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ আচার্যঃ যদুনন্দনঃ (শ্রীবাসুদেব দত্তের প্রিয়পাত্র যদুনন্দন আচার্য) ; তচ্ছিষ্যঃ ইত্যধিগুণঃ মাদৃশাং প্রাণাধিকঃ (তাঁহার শিষ্য বিবিধ গুণসম্পন্ন আমাদের প্রাণাধিক) ; শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকঃ সতত স্নিগ্ধঃ (শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যধিক কৃপালাভহেতু সতত স্নিগ্ধ) ; স্বরূপানুগঃ (স্বরূপ দামোদরের অনুগামী) ; বৈরাগ্যৈকনিধিঃ রঘুনাথঃ (বৈরাগ্যের সাগরতুল্য রঘুনাথ) ; নীলাচলে তিষ্ঠতাং কস্য ন বিদিতঃ

(নীলাচলে অবস্থানকারী কাহার বিদিত নহে) ?

অনুবাদ—মধুর স্বভাব আচার্য যদুনন্দন বাসুদেব দত্তের প্রিয়পাত্র। তাঁর শিষ্য বহুগুণের আধার রঘুনাথ আমাদের প্রাণাধিক। যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যধিক কৃপালাভের জন্য সতত স্নিগ্ধ, যিনি স্বরূপ দামোদরের অনুগত এবং বৈরাগ্যের সাগর—সেই রঘুনাথকে জানে না, এমন লোক নীলাচলে কে আছেন ?

যঃ সর্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যত্রায়মারোপণতুল্যকালং
তৎপ্রেম-শাখী ফলবানতুল্যম্॥ ৫

অন্বয়—যঃ (যে রঘুনাথ দাস) ; সর্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা (সকল লোকের মনের সাধারণ একমাত্র প্রীতির বিষয় বলিয়া) ; কাচিৎ (কোনো এক অনির্বচনীয়) ; অকৃষ্টপচ্যা (কর্ষণাদি ব্যতীত শস্যোৎপাদনে সমর্থা) ; সৌভাগ্যভূঃ (সৌভাগ্যভূমির তুল্য হইয়াছেন) ; যত্র অয়ম্ তৎপ্রেমশাখী (যাহাতে এই কৃষ্ণপ্রেমতরু) ; আরোপণতুল্যকালং (রোপণমাত্রেই) ; অতুল্যং ফলবান্ (তুলনারহিত ভাবে ফলবান হইয়া থাকে)।

অনুবাদ—বিনা চাষেই ফসল দেয় যে জমি তা যেমন সকল লোকেরই প্রিয়, তেমনি সকল লোকেরই প্রিয় এই রঘুনাথ দাস। গাছ রোপণ করা মাত্রই ফল ধারণ করার মতো তাঁর হৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেম পতিত হওয়া মাত্রেই অতুলনীয় ফলবান গাছে পরিণত হয়েছে।

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল॥ ২৬০
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে॥ ২৬১
সেই বিপ্র, ভৃত্য, চারিশত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া॥ ২৬২
রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিলা।
দ্রব্য লঞা তিন জনা তাঁহাঞি রহিলা॥ ২৬৩
তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন।
মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ ২৬৪
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য ঠাঁই করে এতেক গ্রহণ॥ ২৬৫
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে নিমন্ত্রণ রঘুনাথ ছাড়ি দিল॥ ২৬৬
মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর নন্দন॥ ২৬৭
রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল॥ ২৬৮
'বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহাঁর জানি প্রভুর মন॥ ২৬৯
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল॥ ২৭০
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হবে এই মূঢ় জন॥' ২৭১
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল॥ ২৭২
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥ ২৭৩
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা-ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥ ২৭৪
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল, জানিয়া আপনি ছাড়ি দিল॥ ২৭৫
কথোদিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল॥ ২৭৬
গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা-লাগি ঠাড়া না হয় সিংহদ্বারে॥ ২৭৭
স্বরূপে কহে সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিয়া।
ছত্রে যাই মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে যাঞা॥ ২৭৮
প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥ ২৭৯

তথাহি—

কিমর্থম্ অয়মাগচ্ছতি, অয়ং দাস্যতি,
অনেন ন দত্তময়মপরঃ।

সমেত্যয়ং দাস্যতি, অনেনাপি
ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি॥ ৬

অন্বয়—সহজ হওয়ায় লিখিত হয়নি।

অনুবাদ—বেশ্যা দরজায় দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবে—একজন আসছে, এই ব্যক্তি দান করবে ; এই ব্যক্তি দান করল না, এই আরেক জন আসছে—এ-ই দেবে, না, এও দিল না ; অন্য একজন আসবে—সে দেবে।

ছত্রে যাই যথালাভ উদরভরণ।
আন কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সংকীর্তন॥ ২৮০
এত বলি পুনঃ তারে প্রসাদ করিল।
গোবর্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল॥ ২৮১
শঙ্করারণ্য-সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তিঁহো সেই শিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা॥ ২৮২
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্ধন-শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা॥ ২৮৩
দুই অপূর্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা॥ ২৮৪
গোবর্ধন-শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু লয় শিরে॥ ২৮৫
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু 'কৃষ্ণকলেবর'॥ ২৮৬
এই মত তিন বৎসর মালা ধরিলা।
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিলা॥ ২৮৭
প্রভু কহে—এই শিলা 'কৃষ্ণের বিগ্রহ'।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥ ২৮৮
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ২৮৯
এক কুজা জল, আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই শুদ্ধভাবে[ক] করি॥ ২৯০
দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥ ২৯১
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥ ২৯২
এক বিতস্তি[খ] দুই বস্ত্র, পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ গোঁসাঞি দিলেন কুজা আনিবারে পানী॥ ২৯৩
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'॥ ২৯৪
প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্ধনশিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥ ২৯৫
জল-তুলসী সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার[গ] পূজায় তত সুখ নয়॥ ২৯৬
এইমত দিনকতক করেন পূজন।
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তাঁরে কহিল বচন॥ ২৯৭
অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ[ঘ] কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম॥ ২৯৮
তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহা করে সমাধান॥ ২৯৯
রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইল।
গোঁসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল॥ ৩০০
শিলা দিয়া গোঁসাঞি মোরে সমর্পিল গোবর্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকা চরণে॥ ৩০১
আনন্দে রঘুনাথ বাহ্য হৈল বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ চরণ॥ ৩০২
অনন্ত-গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥ ৩০৩
সাড়ে সাত প্রহর যায় তাঁহার স্মরণে।
আহার-নিদ্রা চারিদণ্ড সেহ নহে কোন দিনে॥ ৩০৪
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥ ৩০৫

[ক]শুদ্ধভাবে—শ্রীকৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময়ী ইচ্ছায়।

[খ]বিতস্তি—এক বিঘত।

[গ]ষোড়শোপচার—আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দনা—অর্চনায় এই ষোলোটি উপচারের নাম ষোড়শোপচার।

[ঘ]অষ্ট কৌড়ির খাজা-সন্দেশ—আটটা কড়ি দিয়ে যে খাজা-সন্দেশ কিনতে পাওয়া যায়, তা।

ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন॥ ৩০৬
প্রাণরক্ষা-লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্বেদ বচন॥ ৩০৭

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৫।৪০)

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধূতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ॥ ৭

অন্বয়—আত্মানং চেৎ পরং বিজানীয়াৎ (আপনাকে দেহ হইতে পৃথক বলিয়া যিনি জানিয়াছেন) ; জ্ঞানধূতাশয়ঃ (জ্ঞানবলে যাঁহার বাসনা নষ্ট হইয়াছে) ; সঃ কিমিচ্ছন্ (সে কী অভিপ্রায়ে) ; কস্য বা হেতোঃ (কী নিমিত্তই বা) ; লম্পটঃ দেহং পুষ্ণাতি (দেহাদিতে আসক্ত হইয়া দেহকে পোষণ করেন) ?

অনুবাদ—যে আপনাকে দেহ থেকে ভিন্ন বলে জেনেছে এবং জ্ঞানবলে যাঁর বাসনা নষ্ট হয়েছে, সে কী ইচ্ছায়, কীসের জন্য দেহাদিতে আসক্ত হয়ে দেহকে পোষণ করবেন ?

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত শড়ি যায়[ক]॥ ৩০৮
সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
শড়া গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে॥ ৩০৯
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত পাখালিয়া[খ] ফেলে দিয়া বহু পানী॥ ৩১০
ভিতরের দৃঢ় যেই মাজি ভাত পায়।
লোণ দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায়॥ ৩১১
এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥ ৩১২
স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমাসভায় নাহি দাও কি তোমার প্রকৃতি॥ ৩১৩
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্তা শুনিলা।
আর দিন প্রভু আসি তাঁহা কহিতে লাগিলা॥ ৩১৪

[ক]শড়ি যায়—পচে যায়।
[খ]পাখালিয়া—প্রক্ষালন করে ; ধুয়ে।

কাঁহাঁ বস্তু খাও সভে, আমায় না দেও কেনে।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে॥ ৩১৫
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
'তোমার যোগ্য নহে' বলি বলে কাড়ি নিলা॥ ৩১৬
প্রভু কহে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই॥ ৩১৭
এই মত রঘুনাথে বার বার কৃপা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে॥ ৩১৮
আপন উদ্ধার এই রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গস্তবককল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥ ৩১৯

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ (১১)

মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৮

অন্বয়—যঃ পতিতং কুজনং মাম্ অপি (যিনি পতিত, ঘৃণিত কুৎসিত জন আমাকেও) ; মহাসম্পদ্দাবাৎ অপি (মহাসম্পত্তি রূপ দাবাগ্নি হইতেও) ; কৃপয়া উদ্ধৃত্য (কৃপাবশত উদ্ধার করিয়া) ; স্বীয়ে স্বরূপে ন্যস্য (নিজের অন্তরঙ্গ স্বরূপ দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া) ; মুদিতঃ (আনন্দিত হইয়া-ছিলেন) ; প্রিয়ম্ অপি (নিজের করিয়া) ; মুদিতঃ (আনন্দিত হইয়াছিলেন) ; প্রিয়ম্ অপি (নিজের অতি প্রিয় হইলেও) ; উরো গুঞ্জাহারং গোবর্ধনশিলাং চ (বক্ষঃস্থলস্থিত গুঞ্জাহার এবং গোবর্ধনশিলা) ; মে দদৌ (আমাকে দান করিয়াছিলেন) ; [সঃ] (সেই) ; গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন মাং মদয়তি (সেই শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন)।

অনুবাদ— যিনি পতিত এবং ঘৃণিত আমাকেও মহাসম্পত্তিরূপ দাবানল থেকে কৃপা করে উদ্ধার করে নিজের অন্তরঙ্গ স্বরূপ দামোদরের হাতে অর্পণ করে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং নিজের বক্ষঃস্থল থেকে প্রিয়-গুঞ্জাহার ও গোবর্ধন শিলা দান করেছিলেন, সেই

শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয়ে উদিত হয়ে পরম আনন্দ দান করছেন।

এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ॥ ৩২০

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩২১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে রঘুনাথমিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ॥ ১

অন্বয়—যেষাং প্রসাদেন (যাঁহাদের কৃপায়) ; **পামরঃ অপি** (পামর ব্যক্তিও) ; **অমরঃ ভবেৎ** (দেবতুল্য পূজনীয় হয়) ; [তান্] (সেই) ; **চৈতন্য-চরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ** (শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের মধু লেহনশীল) ; **সতঃ ভজে** (সাধুগণকে ভজনা করি)।

অনুবাদ — যাঁদের কৃপায় পামর ব্যক্তিও দেবতুল্য পূজনীয় হয়, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পাদ-পদ্মের মধুপান রত সাধুদের ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
আর বৎসর যদি গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সভারে মিলিলা॥ ২
এই মত বিলাসে প্রভু ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিল আসিয়া॥ ৩
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবত বুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন॥ ৪
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা॥ ৫
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিল তোমারে॥ ৬
তোমারে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি ইথে নাহি আন॥ ৭
তোমারে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হয় ইথে কি বিচিত্র॥ ৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।৩৩)

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥ ২

অন্বয় — যেষাং সংস্মরণাৎ (যাঁহাদের স্মরণে) ; **পুংসাং গৃহাঃ সদ্যঃ বৈ শুধ্যন্তি** (পুরুষের গৃহাদি তৎক্ষণাৎই পবিত্র হয়) ; [তেষাং] (তাঁহাদের) ; **দর্শন-স্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ** (দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং উপবেশনাদি দ্বারা) ; **কিং পুনঃ** (যে পবিত্র হইবে তাহাতে আর সংশয় কী) ?

অনুবাদ—শ্রীশুকদেবকে উদ্দেশ্য করে মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—যাঁদের স্মরণ করা মাত্র মানব গৃহগুলি পবিত্র হয়, তাঁদের দেখলে, স্পর্শ করলে, তাঁরা পা ধৌত করলে বা এসে বসলে যে পবিত্র হবে—তাতে আর সংশয় কী ?

কলিকালে ধর্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন[ক]॥ ৯
তাহা প্রবর্তাইলে তুমি, এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, ইথে নাহি আন॥ ১০
জগতে করিলে কৃষ্ণনামের প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সে-ই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥ ১১
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে॥ ১২

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে
বিল্বমঙ্গল শ্লোকঃ (৫।৩৭)—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪০)]

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদীসন্ন্যাসী আমি, না জানি বিষ্ণুভক্তি॥ ১৩
অদ্বৈত-আচার্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্মল॥ ১৪
সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তে নাহি যাঁর সমান।
অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য' তাঁর নাম॥ ১৫
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা শক্তি॥ ১৬
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত, কৃষ্ণপ্রেমের সাগর॥ ১৭

[ক]প্রবর্তন—প্রচার।

ষড়্‌দর্শন[ক]বেত্তা ভট্টাচার্য সার্বভৌম।
ষড়্‌দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম॥ ১৮
তিঁহো দেখাইলা মোরে ভক্তিযোগের পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণ-ভক্তি-যোগসার॥ ১৯
রামানন্দ রায় মহাভাগবত প্রধান।
তিঁহো জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥ ২০
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্বাধিক জানি॥ ২১
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার॥ ২২
ঐশ্বর্য জ্ঞানযুক্ত, কেবলা ভাব[খ] আর।
ঐশ্বর্য জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ২৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২১)

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ৪

অন্বয়—অয়ং ভগবান্ গোপিকাসুতঃ (এই ভগবান যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ; ভক্তিমতাং যথা সুখাপঃ (ভক্তিমানদের পক্ষে যেমন সুখলভ্য) ; দেহিনাং জ্ঞানিনাং (দেহাভিমানীদের দেহাভিমানীদের দেহাভিমানশূন্য জ্ঞানীদের) ; আত্মভূতানাং চ (এবং ব্রহ্মা-শিব-লক্ষ্মী-আদি শ্রীভগবানের আত্মভূত স্বরূপগণের পক্ষেও) ; ন তথা সুখাপঃ (তেমন সুখলভ্য নহেন)।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বললেন—এই যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমানদের পক্ষে যেমন সহজলভ্য, দেহাভিমানী, দেহাভিমানশূন্য জ্ঞানীদের পক্ষে, এমনকি ব্রহ্মা-শিব বা লক্ষ্মী আদি ভগবানের আত্মভূত স্বরূপগণের পক্ষেও তিনি তত সহজলভ্য নন।

'আত্মভূত'[গ] শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬০) শ্লোকে
গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যম্

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৫

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪১)]

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন॥ ২৫
'মোর সখা, মোর পুত্র' এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন॥ ২৬

তথাহি—তত্রৈব (১০।১২।১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ৬

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৩৯)]

তথাহি—তত্রৈব (১০।৮।৪৬)

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্
শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা
পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৪০)]

ঐশ্বর্য দেখিলেহ শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্যজ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য হইতে কেবলা ভাব প্রধান॥ ২৭

তথাহি—তত্রৈব (১০।৮।৪৫)

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ
সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং
হরিং সামান্যতাত্মজম্॥ ৮

[ক]ষড়্‌দর্শন—সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত।

[খ]কেবলা ভাব—কেবলা প্রেমভক্তি ; কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময়ী ভাবই কেবলা ভাব—এখানে ঐশ্বর্যজ্ঞান মিশ্রিত নেই।

[গ]আত্মভূত—শ্রীভগবানের পার্ষদগণ।

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৯শ পরিচ্ছেদের ৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৮০)]

এসব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ।
অনর্গল রসবেত্তা প্রেম সুখানন্দ॥ ২৮
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
যাঁহার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধভাব॥ ২৯
দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্তিমান্।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর-রস জ্ঞান॥ ৩০
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য এই তার চিহ্ন॥ ৩১

তথাহি—তত্রৈব (১০।৩১।১৯)

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৯

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৭)]

গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন॥ ৩২

তথাহি—তত্রৈব (১০।৩১।১৬)

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্ গীতমোহিতাঃ
কিতব ! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥ ১০

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের ৩৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৮১)]

সর্বোত্তম ভজন ইহার সর্বভক্তি জিনি[ক]।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তোমার ঋণী॥ ৩৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২২)

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ১১

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৬৭)]

ঐশ্বর্য জ্ঞান হৈতে কেবলাভাব পরম প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান॥ ৩৪
তিঁহো যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ॥ ৩৫

তথাহি—তত্রৈব (১০।৪৭।৬১)

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ১২

অন্বয়—অহো (অহো !) ; বৃন্দাবনে আসাং (বৃন্দাবনে এই ব্রজবধূগণের) ; চরণরেণুজুষাং গুল্মলতৌষধীনাং (চরণরেণু সেবী গুল্মলতা ও ওষধি সমূহের) ; কিমপি স্যাম্ (কোনো একটি হইতে পারি) ; যাঃ দুস্ত্যজং স্বজনং (যাঁহারা দুষ্পরিত্যাজ্য পতি-পুত্রাদি স্বজন) ; আর্যপথং চ হিত্বা (এবং আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়া) ; শ্রুতিভিঃ বিমৃগ্যাম্ (শ্রুতিগণ কর্তৃক অন্বেষণীয়) ; মুকুন্দপদবীম্ ভেজুঃ (শ্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রাপ্তির পথ আশ্রয় করিয়াছেন)।

অনুবাদ—এই শ্লোক শ্রীউদ্ধবের প্রতি—

পতি-পুত্রাদিরূপ স্বজন বা আর্যপথ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। আহা ! তবু যাঁরা সে সব পরিত্যাগ করে বেদেরও অন্বেষণযোগ্য কৃষ্ণপ্রেম ভক্তির সাধনা করেছিলেন, তাঁদের পায়ের ধুলোর স্পর্শ পেয়েছিল যারা—বৃন্দাবনের সেই লতা-গুল্ম-ওষধিদের মধ্যে যেন কোনো একটি হতে পারি।

হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান।
দিন প্রতি লয় তিঁহো তিন লক্ষ নাম॥ ৩৬
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঁই শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥ ৩৭
আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর॥ ৩৮

[ক] সর্বভক্তি জিনি —দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রেমভক্তির সকলকে পরাজিত করে প্রীতির গাঢ়তায় মধুরভাবের শ্রেষ্ঠত্ব বিজয়ী।

কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি॥ ৩৯
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইহাঁ সভার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার॥ ৪০
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী॥ ৪১
'আমি সে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি॥' ৪২
ভট্টের মনেতে ছিল এই দীর্ঘ গর্ব।
প্রভুর বচন শুনি হইল সে খর্ব॥ ৪৩
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সভার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ সভারে দেখিবার॥ ৪৪
ভট্ট কহে এসব বৈষ্ণব রহেন কোন্ স্থানে।
প্রভু কহে ইহাঁই সভার পাইবে দর্শনে॥ ৪৫
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন।
বহু দৈন্য করি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥ ৪৬
আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভু-স্থানে আইলা।
সভা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা॥ ৪৭
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ সভার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার[ক]॥ ৪৮
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণসহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইল॥ ৪৯
পরমানন্দ-পুরী সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
এক দিকে বৈসে সবে করিতে ভোজন॥ ৫০
অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই পার্শ্বে দুই জন।
মধ্যে প্রভু বসিলা, আগে পাছে ভক্তগণ॥ ৫১
গৌড়ের ভক্তগণ যত গণিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি॥ ৫২
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যেকে সভার পদে কৈল নমস্কার॥ ৫৩
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব, দামোদর॥ ৫৪
মহাপ্রসাদ বল্লভ ভট্ট বহু আনাইলা।
প্রভু সহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিলা॥ ৫৫
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে 'হরি হরি'।
হরি হরিধ্বনি উঠে তবে ব্রহ্মাণ্ড ভরি॥ ৫৬
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সভার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল॥ ৫৭
রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্তন আরম্ভিল।
পূর্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল॥ ৫৮
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
শ্রীনিবাস, রাঘব পণ্ডিত, গদাধর॥ ৫৯
সাত জন সাত ঠাঁঞি করেন কীর্তন।
'হরিবোল' বলি প্রভু করেন ভ্রমণ॥ ৬০
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্তন।
এক এক নর্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন॥ ৬১
দেখি বল্লভ ভট্ট মনে হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপনা সম্ভাল॥ ৬২
তবে মহাপ্রভু সভার নৃত্য রাখিলা।
পূর্ববৎ আপনি নৃত্য করিতে লাগিলা॥ ৬৩
প্রভুর সৌন্দর্য দেখি আর প্রেমোদয়।
'এইত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' ভট্টের হইল নিশ্চয়॥ ৬৪
এই মত রথযাত্রা সকলে দেখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল॥ ৬৫
যাত্রা অনন্তরে[খ] ভট্ট যাই প্রভুর স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে॥ ৬৬
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছোঁ লিখন।
আপনি মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ॥ ৬৭
প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী॥ ৬৮
'কৃষ্ণনাম' বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে॥ ৬৯
ভট্ট কহে কৃষ্ণ নামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়া তাহা করহ শ্রবণে॥ ৭০
প্রভু কহে, কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন' এই মাত্র জানি॥ ৭১

[ক]খদ্যোত-আকার—জোনাকি পোকার মতো।

[খ]যাত্রা অনন্তরে—রথযাত্রার পরে।

তথাহি—নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥ ১৩

অন্বয়—তমালশ্যামলত্বিষি (তমালের মতো শ্যামল যাঁহার দেহকান্তি) ; শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয়ে (শ্রীযশোদার স্তনপানকারী) ; কৃষ্ণনাম্নঃ রূঢ়ি (কৃষ্ণনামের প্রসিদ্ধ অর্থ) ; ইতি সর্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ (ইহা সকল শাস্ত্রের নির্ণয়)।

অনুবাদ—তমালের মতো শ্যামল যাঁর দেহকান্তি এবং যিনি শ্রীযশোদার স্তনপান করেন— 'কৃষ্ণ' বলতে তাঁকেই বোঝায়—এইটিই সমস্ত শাস্ত্রের নির্ণীত সিদ্ধান্ত।

এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্ধার[ক]।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥ ৭২
ফল্গু বল্গন প্রায়[খ] ভট্টের সব ব্যাখ্যা।
সর্বজ্ঞ প্রভু জানি, করেন উপেক্ষা॥ ৭৩
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ ঘর।
প্রভু-বিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর॥ ৭৪
তবে ভট্ট যাই পণ্ডিত গোঁসাঞির ঠাঁঞি।
নানামত প্রীতি করি করে আসা যাই॥ ৭৫
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ॥ ৭৬
লজ্জিত হইল ভট্ট, হৈল অপমান।
দুঃখিত হইয়া গেলা পণ্ডিতের[গ] স্থান॥ ৭৭
দৈন্য করি কহে লৈল তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥ ৭৮
'কৃষ্ণনাম' ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥ ৭৯
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত, করয়ে সংশয়।
কি করিব, একো করিতে না পারে নিশ্চয়॥ ৮০
যদ্যপি পণ্ডিত আর না করিল অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তভু পড়ে করি বলাৎকার॥ ৮১
আভিজাত্যে[ঘ] পণ্ডিত নারে করিতে নিষেধন।
'এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ, লইনু শরণ॥' ৮২
অন্তর্যামী প্রভু অবশ্য জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ॥ ৮৩
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি কিছু দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ করে তাঁরে প্রণয় রোষ॥ ৮৪
তথাপি বল্লভভট্ট আইসে প্রভু-স্থানে।
উদ্গ্রাহাদি প্রায়[ঙ] করে আচার্যাদি সনে॥ ৮৫
যেই কিছু কহে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন।
শুনিতেই আচার্য তাহা করেন খণ্ডন॥ ৮৬
আচার্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়॥ ৮৭
একদিন ভট্ট পুছিল আচার্যেরে।
জীব-প্রকৃতি[চ] পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥ ৮৮
পতিব্রতা যেই, পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণ নাম লও, কোন ধর্ম হয়॥ ৮৯
আচার্য কহে আগে তোমার ধর্ম মূর্তিমান।
ইঁহারে পুছ, ইঁহো করিবেন ইহার সমাধান॥ ৯০
শুনি প্রভু কহে তুমি না জান ধর্মমর্ম।
স্বামী আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা ধর্ম॥ ৯১
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতি আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে খণ্ডিতে॥ ৯২
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়।
নামের ফল কৃষ্ণকৃপায় প্রেম উপজায়॥ ৯৩
শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হৈল নির্বচন[ছ]।
ঘরে যাই দুঃখ মনে করেন চিন্তন॥ ৯৪

[ক]নির্ধার—নিশ্চিত।

[খ]ফল্গু বল্গন প্রায়—অলীক কথা বা নিরর্থক কথা।

[গ]পণ্ডিতের—গদাধরের।

[ঘ]আভিজাত্যে—বল্লভ ভট্টের বিদ্যা ও কুলের কথা ভেবে এবং নিজের লজ্জায়।

[ঙ]উদ্গ্রাহাদি প্রায়—বিদ্যাবিচারাদি। কার কতটুকু বিদ্যা আছে, শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তা জানবার জন্য কোনো সমস্যার উত্থাপন করে বিচার করাকে উদ্গ্রাহ বলে।

[চ]জীব-প্রকৃতি—জীবরূপ স্ত্রী ; জীব হল কৃষ্ণের প্রকৃতি বা স্ত্রী ; তাই জীব কৃষ্ণকে পতি বলে মনে করে।

[ছ]নির্বচন—নিরুত্তর।

নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত[ক]।
একদিন যদি উপরি পড়ে আমার বাত॥ ৯৫
তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়॥ ৯৬
আর দিন বসিলা আসি প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব করি॥ ৯৭
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন॥ ৯৮
সেই ব্যাখ্যা করে, যাঁহা যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি॥ ৯৯
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥ ১০০
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
শুনিয়া সভার মনে সন্তোষ হইলা॥ ১০১
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার।
অন্তরে অভিমান জানেন আছয়ে তাঁহার॥ ১০২
নানা অবজ্ঞানে ভট্ট শোধে ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান॥ ১০৩
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে[খ]॥ ১০৪
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা।
পূর্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা॥ ১০৫
স্বগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন॥ ১০৬
'আমি জিতি' এই গর্ব শূন্য হউক ইহাঁর চিত।
ঈশ্বর-স্বভাব এই করে সভাকার হিত॥ ১০৭
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব খণ্ডাইতে করে আমার অপমান॥ ১০৮
আমার হিত করেন ইঁহো আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপর কৈল যেন ইন্দ্র মহা মূর্খ॥ ১০৯
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে॥ ১১০
আমি অজ্ঞ জীব, অজ্ঞোচিত কর্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত্য প্রকটিল॥ ১১১
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব গর্ব খণ্ডাইলা॥ ১১২
আমি অজ্ঞ হিতস্থানে মানি অপমান।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা করিল অজ্ঞান॥ ১১৩
তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব-অন্ধ্য গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে, এবে জ্ঞান হৈল॥ ১১৪
অপরাধ কৈনু, ক্ষম—লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥ ১১৫
প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা, তাহা নাহি গর্ব-পর্বত॥ ১১৬
শ্রীধর-স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
'শ্রীধর-স্বামী নাহি মানি', এত গর্ব ধর॥ ১১৭
শ্রীধর-স্বামীর প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী, 'গুরু' করি মানি॥ ১১৮
শ্রীধর-উপরে গর্ব যে কিছু করিবে।
অস্তব্যস্ত লিখন[গ] সেই লোকে না মানিবে॥ ১১৯
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ॥ ১২০
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥ ১২১
অপরাধ ছাড়ি, কর কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ ১২২
ভট্ট কহে যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
এক দিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ॥ ১২৩
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তাঁরে সুখ দিতে॥ ১২৪
'জগতের হিত হউক' এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি, করে তাঁর হৃদয় শোধন॥ ১২৫
স্বগণসহ মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।

[ক]হয় কক্ষাপাত—পরাজয় হয়।

[খ]উঘাড়ে নয়নে—চোখ খোলে অর্থাৎ আসল বিষয় বুঝতে পারে।

[গ]অস্তব্যস্ত লিখন—অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত অর্থাৎ শাস্ত্রের মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত না বুঝে যথেচ্ছভাবে লেখা।

মহাপ্রভু তাঁরে তবে প্রসন্ন হইলা॥ ১২৬
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামার প্রায় প্রেমের বাম্যস্বভাব(ক)॥ ১২৭
বার বার প্রণয়-কলহ করে প্রভুসনে।
অন্যোন্যে খটমটি(খ) চলে দুই জনে॥ ১২৮
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণীদেবীর যেনে দক্ষিণ স্বভাব(গ)॥ ১২৯
তাঁর প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয়॥ ১৩০
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি পণ্ডিতের মনে উপজিল ত্রাস॥ ১৩১
পূর্বে যেন কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল॥ ১৩২
বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য-উপাসনা।
বালগোপাল-মন্ত্রে তিঁহো করেন সেবনা॥ ১৩৩
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর-গোপাল-উপাসনায় মন হৈল॥ ১৩৪
পণ্ডিতের ঠাঁঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে এই কর্ম নহে আমা হৈতে॥ ১৩৫
আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু 'গৌরচন্দ্র'।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র॥ ১৩৬
তুমি যে আমার ঠাঁঞি কর আগমন।
তাহাতেই মহাপ্রভু দেন ওলাহন(ঘ)॥ ১৩৭
এইমত ভট্টের কতক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তাঁরে সুপ্রসন্ন হৈল॥ ১৩৮
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ গোঁসাঞি জগদানন্দ গোবিন্দ পাঠাইলা॥ ১৩৯
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
পরীক্ষিতে প্রভু তোমায় কৈল উপেক্ষণ॥ ১৪০
তুমি কেনে আসি তাঁরে না দিলে ওলাহন।
ভীতপ্রায় হঞা কাঁহে করিলে সহন॥ ১৪১
পণ্ডিত কহে প্রভু স্বতন্ত্র সর্বজ্ঞ শিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করিব(ঙ) ভাল নাহি মানি॥ ১৪২
যেই কহেন, সেই সহি নিজ শিরে ধরি।
আপনে করিবে কৃপা দোষাদি বিচারি॥ ১৪৩
এত বলি পণ্ডিত প্রভুর স্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা॥ ১৪৪
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সভা শুনাইয়া কহে মধুর বচন॥ ১৪৫
আমি চালাইল তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা॥ ১৪৬
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা॥ ১৪৭
পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা(চ) কহনে না যায়।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায়॥ ১৪৮
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়।
'গদাইর গৌরাঙ্গ' বলি যারে লোকে গায়॥ ১৪৯
চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে॥ ১৫০
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন॥ ১৫১
অভিমান-পঙ্ক ধুইয়া ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারায় আর সব লোকে শিখাইল॥ ১৫২
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্য অর্থ যেই লয়, সেই নাশ যায়॥ ১৫৩
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সে-ই বুঝে গৌরচন্দ্রে যার দৃঢ় ভক্তি॥ ১৫৪
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা নিজগণ॥ ১৫৫

(ক)বাম্যস্বভাব—বক্র স্বভাব।

(খ)অন্যোন্যে খটমটি —পরস্পরে খুটিনাটি বিষয় নিয়ে প্রণয় কলহ।

(গ)দক্ষিণ স্বভাব—সরল ভাব।

(ঘ)ওলাহন—দোষ ; প্রণয়-রোষ।

(ঙ)হঠ করিব —বিবাদ করব অথবা বলপ্রকাশ করব।

(চ)ভাব-মুদ্রা—মনের ভাব ও বাহিক আচরণ।

তাঁহাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্বপ্রার্থিত সর্বসিদ্ধ কৈলা॥ ১৫৬
এইত কহিল বল্লভভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌর প্রেমধন॥ ১৫৭
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৫৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্ট মিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বয়ং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ॥ ১

অন্বয়—যঃ রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ (যিনি রামচন্দ্র পুরীর ভয়ে) ; লৌকিকাহারতঃ (লৌকিক আহার হইতে) ; স্বং ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ (স্বীয় ভিক্ষান্ন সংকুচিত করিয়াছিলেন) ; তং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে (সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ—যিনি রামচন্দ্র পুরীর ভয়ে লৌকিক আহারের ভিক্ষান্নের অংশ কমিয়ে দিয়েছিলেন—সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার॥ ১
জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ।
জগৎ বাঁধিল যিঁহো দিয়া প্রেম-ফান্দ॥ ২
জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগৎ নিস্তার॥ ৩
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যাঁর প্রাণধন॥ ৪
এইমত গৌরচন্দ্র নিজগণ সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে॥ ৫
হেনকালে রামচন্দ্র পুরী গোঁসাঞি আইলা।
পরমানন্দ-পুরী আসি প্রভুরে মিলিলা॥ ৬
পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন।
পুরী গোঁসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ৭
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি তিঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি॥ ৮
তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কথোক্ষণ।
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥ ৯
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তিঁহো নিন্দার লাগিয়া॥ ১০
ভিক্ষা করি কহে পুরী—জগদানন্দ ! শুন।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ॥ ১১
আগ্রহ করিয়া তাঁরে খাওয়াইতে বসাইলা।
আপনি আগ্রহ করি পরিবেশন কৈলা॥ ১২
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইলা।
আচমন কৈলে নিন্দা করিতে লাগিলা॥ ১৩
শুনি চৈতন্যের গণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন॥ ১৪
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্মনাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি ভাস॥ ১৫
এই ত স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া।
পাছে নিন্দা করে, আগে বহু খাওয়াইয়া॥ ১৬
পূর্বে মাধবেন্দ্র পুরী যবে করে অন্তর্ধান।
রামচন্দ্র পুরী তবে আইলা তাঁর স্থান॥ ১৭
পুরীগোঁসাঞি করে কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন।
মথুরা না পাইনু বলি করেন ক্রন্দন॥ ১৮
রামচন্দ্র পুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে॥ ১৯
'তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
চিদ্‌ব্রহ্ম হৈয়া কেন করহ ক্রন্দন॥' ২০
শুনি মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর দূর পাপিষ্ঠ' বলি ভর্ৎসনা করিল॥ ২১
কৃষ্ণ না পাইনু মুঞি না পাইনু মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥ ২২
মোরে মুখ না দেখাবি তুই যাও যথি তথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্‌গতি॥ ২৩
কৃষ্ণ না পাইনু মুঞি মরোঁ আপন দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে, এই ছার মূর্খে॥ ২৪
এই যে মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল॥ ২৫
শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ।
সর্বলোক নিন্দা করে নিন্দাতে নির্বন্ধ[ক]॥ ২৬
ঈশ্বরপুরী গোঁসাঞি করে শ্রীপাদ-সেবন।

[ক]নিন্দাতে নির্বন্ধ —নিন্দাকাজে অত্যন্ত আগ্রহ এবং নিপুণতা।

স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জন॥ ২৭
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণশ্লোক শুনান অনুক্ষণ॥ ২৮
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল—কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন॥ ২৯
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্র পুরী হইল সর্বনিন্দাকর॥ ৩০
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুই জন।
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজন॥ ৩১
জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তিঁহো কৈল অন্তর্ধান॥ ৩২

তথাহি—পদ্যাবল্যাং মাধবেন্দ্রপুরীবাক্যম্ (৩৩৪)

অয়ি ! দীনদয়ার্দ্র নাথ ! হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২০৪)]

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব-বিশেষ॥ ৩৩
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর॥ ৩৪
প্রস্তাবে কহিল পুরীগোঁসাঞির নির্যাণ।
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান্॥ ৩৫
রামচন্দ্র-পুরী ঐছে রহে নীলাচলে।
বিরক্ত স্বভাব[ক], কভু রহে কোন স্থলে॥ ৩৬
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতি লয়েন নিশ্চয়॥[খ] ৩৭
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিন জন॥ ৩৮
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়।
কেহ যদি মূল্য আনে চারিপণ নির্ণয়॥ ৩৯
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্র-পুরী করে সর্বানুসন্ধান॥ ৪০
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল॥ ৪১
সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ[গ]॥ ৪২
এই নিন্দা করি কহে সর্বলোক স্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে॥ ৪৩
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তিঁহো ছিদ্র চাহি বুলে, এই তাঁর কাম॥ ৪৪
যত নিন্দা করে তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে॥ ৪৫
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর॥ ৪৬

তথাহি—রামচন্দ্র-পুরীবাক্যম্—

রাত্রাবত্র মিষ্টান্নমৈক্ষবমাসীৎ
তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো ! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়-
মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ॥ ৩

অন্বয়—অত্র রাত্রৌ (এখানে রাত্রিতে) ; ঐক্ষবং মিষ্টান্নম্ আসীৎ (ইক্ষুজাত মিষ্টান্ন ছিল) ; তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি (সেই জন্যই পিপীলিকা বিচরণ করিতেছে) ; অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনাম্ ইয়ম্ ইন্দ্রিয়লালসা (আহা ! বিরক্ত সন্ন্যাসীদের এইরূপ ইন্দ্রিয়লালসা) ; ইতি ব্রুবন্ উত্থায় গতঃ (এই বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন)।

অনুবাদ —'রাতে এখানে মিষ্টান্ন ছিল, তাই এত পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী আশ্চর্য ! সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদেরও এত ইন্দ্রিয়লালসা !' — এই বলে উঠে চলে গেলেন।

[ক] বিরক্ত স্বভাব—বৈরাগ্যময় আচরণ।

[খ] নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই রামচন্দ্র পুরী লোকের গৃহে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে আহার করেন। তাছাড়া কে, কোথায় আহার করেন এবং কে, কোথায় থাকেন, তারও অনুসন্ধান করেন।

[গ] ইন্দ্রিয় বারণ—ইন্দ্রিয়-দমন।

প্রভু পরম্পরায় নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন॥ ৪৭
সহজেই পিপীলিকা সর্বত্র বেড়ায়।
তাহাতে তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়॥ ৪৮
শুনিতেই মহাপ্রভুর সঙ্কোচ হয় মন।
গোবিন্দ বোলাইয়া কিছু কহেন বচন॥ ৪৯
আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি[ক], পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥ ৫০
ইহা বই আর অধিক কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে এথা আমা না দেখিবা॥ ৫১
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত।
শুনি সভার মাথে যেন হৈল বজ্রাঘাত॥ ৫২
রামচন্দ্র পুরীকে সভাই করে তিরস্কার।
এই পাপ আসি প্রাণ লইল সভার॥ ৫৩
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠি ভাত, পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥ ৫৪
এতন্মাত্র গোবিন্দ সভে কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার॥ ৫৫
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল॥ ৫৬
অর্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন॥ ৫৭
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন[খ]।
দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ॥ ৫৮
এইমত মহাদুঃখে দিন কথো গেল।
শুনি রামচন্দ্র পুরী প্রভু পাশ আইল॥ ৫৯
প্রণাম করি কৈল প্রভু চরণ-বন্দন।
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন॥ ৬০
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ[গ]।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ॥ ৬১

[ক]পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি—শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগে যে ক্ষুদ্র অন্নের পাত্র দেওয়া হয়, তার চারভাগের একভাগ।

[খ]আজ্ঞাপন—আদেশ।

[গ]ইন্দ্রিয়-তর্পণ—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন।

তোমাকে ক্ষীণ দেখি বুঝি কর অর্ধাশন।
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম॥ ৬২
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয় ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥ ৬৩

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৬ অং ১৬।১৭ শ্লোকৌ

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥ ৪

অন্বয়—অর্জুন (হে অর্জুন!) ; অত্যশ্নতঃ যোগঃ ন অস্তি (অত্যধিক ভোজনকারীর যোগানুষ্ঠান হয় না) ; একান্তম্ অনশ্নতঃ অপি ন (একান্ত ভোজনহীনজনেরও হয় না) ; অতিস্বপ্নশীলস্য চ ন (এবং অতি নিদ্রাশীল ব্যক্তিরও হয় না) ; জাগ্রতঃ ন এব (অতি জাগরণশীল জনেরও হয় না) ।

অনুবাদ—হে অর্জুন! অত্যধিক ভোজনশীল ব্যক্তির, অত্যন্ত ভোজনহীন জনের যোগসাধনা হয় না। অতিশয় নিদ্রাশীল জনের এবং অতিশয় জাগরণশীল জনেরও যোগসাধনা হয় না।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ৫

অন্বয়—যুক্তাহার-বিহারস্য (যাঁহার আহার-বিহার নিয়মিত) ; কর্মসু যুক্তচেষ্টস্য (যাঁহার কর্মে চেষ্টা নিয়মিত) ; যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (যাঁহার নিদ্রা এবং জাগরণও নিয়মিত) ; দুঃখহা যোগঃ ভবতি (দুঃখ-নাশক যোগ সিদ্ধ হয়)।

অনুবাদ—যাঁর আহার, বিহার, কর্মচেষ্টা, নিদ্রা এবং জাগরণ নিয়মিত, তাঁরই দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়।

প্রভু কহে—অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার॥ ৬৪
এত শুনি রামচন্দ্র পুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্ধাশন করে পুরীগোঁসাঞি শুনিলা॥ ৬৫
আর দিন ভক্তগণসহ পরমানন্দপুরী।
প্রভু-পাশে নিবেদিল দৈন্য বিনয় করি॥ ৬৬
রামচন্দ্র পুরী হয় নিন্দুক স্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড় কিবা হবে লাভ॥ ৬৭
পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করাইয়া।

যেই খায় তারে খাওয়ায় যতন করিয়া॥ ৬৮
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন।
এত অন্ন খাও, তোমার কত আছে ধন॥ ৬৯
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও, কর ধর্মনাশ।
অতএব জানিনু তোমার নাহি কিছু ভাস[ক]॥ ৭০
কে কৈছে ব্যবহার করে কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তিঁহো করেন সদায়॥ ৭১
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম[খ] করিয়াছে বর্জন।
সেই কর্ম নিরন্তর ইঁহার করণ॥ ৭২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।১)

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ৬

অন্বয়—প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ (প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত) ; বিশ্বম্ একাত্মকং পশ্যন্ (এই বিশ্বকে একাত্মক মনে করিয়া) ; পর-স্বভাব-কর্মাণি (পরের স্বভাব ও কর্মকে) ; ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ (প্রশংসাও করিবে না, নিন্দাও করিবে না)।

অনুবাদ—প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গে এই বিশ্বকে একাত্মক মনে করে পরের স্বভাব ও কর্মকে প্রশংসাও করবে না বা নিন্দাও করবে না।

তার মধ্যে পূর্ববিধি 'প্রশংসা' ছাড়িয়া।
পরবিধি 'নিন্দা' করে বলিষ্ঠ জানিয়া॥ ৭৩

তথাহি—পাণিনিসূত্রম্—

পূর্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্॥ ৭

অন্বয়—সহজ হওয়ায় লিখিত হল না।

অনুবাদ—পূর্ববিধি এবং পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান।

যাহাঁ গুণ শত আছে না করে গ্রহণ।
গুণ-মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ॥ ৭৪
ইঁহার স্বভাব ইহাঁ কহিতে না জুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম দুঃখ পায়॥ ৭৫
ইঁহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর।
পূর্ববৎ নিমন্ত্রণ মান, সভার বোল ধর॥ ৭৬
প্রভু কহে সভে কেনে পুরী গোঁসাঞিরে কর রোষ।
সহজ ধর্ম কহে তিঁহো, তাঁর কিবা দোষ॥ ৭৭
যতিহঞা জিহ্বা-লম্পট অত্যন্ত অন্যায়।
যতিধর্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়॥[গ] ৭৮
তবে সভে মিলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল।
সভার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল॥ ৭৯
দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুই জন ভোক্তা, কভু তিন জনে[ঘ]॥ ৮০
অভোজ্যান্ন বিপ্র[ঙ] যদি করে নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুই পণ॥ ৮১
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে॥ ৮২
পণ্ডিত গোঁসাঞি ভগবানাচার্য, সার্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ॥ ৮৩
তাঁ সভার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাহাঁ প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাহি যৈছে তাঁর মন॥ ৮৪
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাঁহা যৈছে যোগ্য তাহাঁ করেন ব্যবহার॥ ৮৫
কভু ত লৌকিক রীতি যেন ইতর জন।
কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য-প্রকটন॥ ৮৬
কভু রামচন্দ্র পুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তাঁরে নাহি মানে দেখে তৃণপ্রায়॥ ৮৭
ঈশ্বর চরিত্র প্রভুর বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করে সেই সব মনোহর॥ ৮৮
এই মত রামচন্দ্র-পুরী নীলাচলে।
দিন কথো রহি গেলা তীর্থ করিবারে॥ ৮৯
তিঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিত॥ ৯০

[ক]নাহি কিছু ভাস—কাণ্ডজ্ঞান নেই।

[খ]দুই কর্ম—পরের প্রশংসা ও নিন্দা।

[গ]যতি—সন্ন্যাসী
জিহ্বা-লম্পট—ভোজনে লোভী ; পেটুক।

[ঘ]কভু তিন জনে—প্রভু, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর।

[ঙ]অভোজ্যান্ন বিপ্র—যে বিপ্রের হাতের রান্না অন্ন আহার করা যায় না।

স্বচ্ছন্দ নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্তন-নর্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সভে প্রসাদ ভোজন॥ ৯১
গুরুর উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্যন্ত[ক] অপরাধে ঠেকয়॥ ৯২
যদ্যপি গুরু-বুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল।
তার ফল দ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল॥ ৯৩
শ্রীচৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর॥ ৯৪
চৈতন্যচরিত্র লিখি শুন এক মনে।
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণ-চরণে॥ ৯৫
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৯৬

[ক]ক্রমে ঈশ্বর পর্যন্ত —গুরুর উপেক্ষার ফলে ক্রমশ ঈশ্বরের নিন্দা পর্যন্ত করেও লোক অপরাধী হতে পারে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচঃ নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুঃ শশ্বদনূপতাম্॥ ১

অন্বয়—অগণ্যধন্যচৈতন্য-গণানাং (শ্রীচৈতন্যের গণনাতীত পতিতপাবন ভক্তগণের) ; প্রেমবন্যয়া (প্রেমবন্যা দ্বারা) ; অধন্যজনস্বান্তমরুঃ (পতিত-জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুভূমি) ; শশ্বৎ অনূপতাং নিন্যে (নিরন্তর জলময় ভূমিরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে)।

অনুবাদ—শ্রীচৈতন্যের অসংখ্য পতিতপাবন ভক্তগণের প্রেমবন্যার দ্বারা পতিত জনগণের হৃদয়ের মরুভূমি নিরন্তর জলময়ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ হৃদয়॥ ১
জয়াদ্বৈতাচার্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ, সর্ব রসময়॥ ২
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে॥ ৩
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ বিরহ-তরঙ্গ।
নানাভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ॥ ৪
দিনে নৃত্য-কীর্তন জগন্নাথ দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥ ৫
ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন।
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ৬
মনুষ্যের বেশে দেব গন্ধর্ব কিন্নর।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য বিষধর॥ ৭
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন॥ ৮
প্রহ্লাদ বলি ব্যাস শুকাদি মুনিগণ।
আসি প্রভু দেখে, প্রেমে হয় অচেতন॥ ৯
বাহিরে ফুকারে[ক] লোক দর্শন না পাঞা।
'কৃষ্ণ কহ' বলে প্রভু বাহির হইয়া॥ ১০
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এই মত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে॥ ১১

[ক]ফুকারে—চিৎকার করে, উচ্চ শব্দ করে।

একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল॥[খ] ১২
তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে॥ ১৩
সংবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়।
তাঁর পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায়[গ]॥ ১৪
প্রভু কহে—রাজা কেনে করয়ে তাড়ন।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ॥ ১৫
সর্বকাল হয় তিঁহো রাজবিষয়ী।
গোপীনাথ পট্টনায়ক রাম রায়ের ভাই॥ ১৬
মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে তাঁর অধিকার[ঘ]।
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দেন রাজদ্বার॥ ১৭
দুই লক্ষ কাহন তাঁর ঠাঁই বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল॥ ১৮
তিঁহো কহে স্থূল দ্রব্য নাহি যে গণিয়া দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব॥ ১৯
ঘোড়া দশ বার হয়, লেহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি॥ ২০
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র-সনে॥ ২১
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া[ঙ]।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া॥ ২২
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়।
উর্দ্ধমুখে বার বার ইতি উতি চায়॥ ২৩
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব বচনে।
রাজা কৃপা করে তাতে ভয় নাহি মানে॥ ২৪

[খ]বড় জানা—রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
চাঙ্গে—মঞ্চের উপরে।

[গ]রাখিতে জুয়ায়—রক্ষা করা উচিত।

[ঘ]মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে তাঁর অধিকার—রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠ্যা দণ্ডপাট নামক দেশের শাসনকর্তা।

[ঙ]ঘাটাইয়া—কমিয়ে বা কম করে।

আমার ঘোড়া গ্রীবা না ফিরায় উর্দ্ধ নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার ঘাটিমূল্য[ক] করিতে না জুয়ায়॥ ২৫
শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঁই যাই বহু লাগানি[খ] করিল॥ ২৬
কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা দেহ যদি চাঙ্গে চড়াই লই কৌড়ি॥ ২৭
রাজা বলে যেই ভাল কর সেই যায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায়॥ ২৮
রাজপুত্র আসি তারে চাঙ্গে চড়াইল।
খড়্গো ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল॥ ২৯
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয় রোষ।
রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কি দোষ॥ ৩০
রাজবিলাত সাধি খায় নাহি রাজভয়।
দারী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়॥[গ] ৩১
যেই চতুর সেই করুক রাজবিষয়।
রাজদ্রব্য শোধি পায় তাহা করে ব্যয়॥ ৩২
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
বাণীনাথাদি সবংশে লই গেল বান্ধিয়া॥ ৩৩
প্রভু কহে রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব।
আমি বিরক্ত[ঘ] সন্ন্যাসী তাহে কি করিব॥ ৩৪
তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সভে কৈল নিবেদন॥ ৩৫
রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী তোমার নিজ দাস।
তোমাকে উচিত নহে ঐছন উদাস॥ ৩৬
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ সভে যাই রাজ-স্থানে॥ ৩৭
তোমা সভার এই মত রাজ ঠাঁই যাঞা।
কৌড়ি মাগি লই মুঞি আঁচল পাতিয়া॥ ৩৮
পাঁচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুই লক্ষ কাহন॥ ৩৯
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
খড়্গোপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া॥ ৪০
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়।
প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে কিছু নয়॥ ৪১
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সভার মনে।
সভে মিলি জানাহ জগন্নাথের চরণে॥ ৪২
ঈশ্বর জগন্নাথ যাঁর হাতে সর্ব অর্থ।
কর্তুমকর্তুমন্যথা[ঙ] করিতে সমর্থ॥ ৪৩
ইঁহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিল।
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিল॥ ৪৪
গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার।
সেবকেরে প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥ ৪৫
বিশেষে তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকি হয়।
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ, নিজ ধন ক্ষয়॥ ৪৬
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ, যেবা বাকি হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়॥ ৪৭
রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেন নিব, তার দ্রব্য চাহি আমি॥ ৪৮
তুমি যাই কর যেই সর্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রহে তাঁর প্রাণ॥ ৪৯
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল॥ ৫০
'দ্রব্য দেহ, রাজা মাগে' উপায় পুছিল।
'যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ' তিঁহো ত কহিল॥ ৫১
ক্রমে ক্রমে দিব আর যত সব পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি॥ ৫২
যথার্থ মূল্য করি তবে সব ঘোড়া লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্যতি করি[চ] ঘরে পাঠাইল॥ ৫৩

[ক]ঘাটিমূল্য—কমমূল্য।

[খ]লাগানি—নালিশ।

[গ]রাজবিলাত— প্রজার নিকট থেকে রাজার প্রাপ্য বাকি খাজনাদি ; দারী নাটুকা—স্ত্রীসঙ্গী নর্তক ; স্ত্রীলোক নিয়ে যারা নৃত্য করে।

[ঘ]বিরক্ত—নিষ্কিঞ্চন।

[ঙ]কর্তুমকর্তুমন্যথা—শ্রীজগন্নাথ ঈশ্বর। তাঁর যা ইচ্ছা হয় তাই তিনি করতে সমর্থ, তাঁর যা ইচ্ছা নয়, তা তিনি নাও করতে পারেন, আবার তাঁর করা কাজ পরিবর্তন করে তিনি অন্যরকমও কিছু করতে পারেন।

[চ]মুদ্যতি করি — মেয়াদ করে ; কতদিনের মধ্যে বাকি টাকা দেবে, তা স্থির করে।

এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল॥ ৫৪
সে কহে বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় 'কৃষ্ণনাম'।
'হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম॥ ৫৫
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা॥ ৫৬
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপাছন্দবন্ধ॥ ৫৭
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে।
প্রভু তাঁরে কিছু কহে সোদ্বেগ বচনে॥ ৫৮
ইঁহা রহিতে নারি যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রবে ইঁহা না পাই সোয়াথ[ক]॥ ৫৯
ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানা প্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয়॥ ৬০
রাজার কি দোষ, রাজা নিজ দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায়॥ ৬১
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি আমা জানাইল॥ ৬২
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জনেতে বসি।
আমাকে দুঃখ দেন, নিজ দুঃখ কহি আসি॥ ৬৩
আজি তাঁরে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজ্যধন॥ ৬৪
বিষয়ীর বার্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাহে ইঁহা রহি আমার নাহি প্রয়োজন॥ ৬৫
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে॥ ৬৬
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ।
ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান অন্ধ॥ ৬৭
তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি তোমায় ভজে সেই মূর্খ জন॥ ৬৮
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥ ৬৯
তোমা লাগি রঘুনাথ সকলে ছাড়ি আইল।

[ক]সোয়াথ—স্বস্তি ; শান্তি।

হেথাহো তাঁহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥ ৭০
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে তাঁহারে।
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥ ৭১
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয়॥ ৭২
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল যাতে অনন্যশরণ॥ ৭৩
সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগভোগী॥ ৭৪
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ॥ ৭৫

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৮)

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২২৬)]

এথা তুমি বসি রহ কেনে যাবে আলালনাথ।
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ের বাত॥ ৭৬
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল, সেই করিবে রক্ষণ॥ ৭৭
এত বলি কাশীমিশ্র গেল স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তাঁর ঘরে॥ ৭৮
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়ম।
যত দিন রহে তিঁহো শ্রীপুরুষোত্তম[খ]॥ ৭৯
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদসম্বাহন।
জগন্নাথের করে সেবা ভিয়ান[গ] শ্রবণ॥ ৮০
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা॥ ৮১
দেব ! শুন আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ॥ ৮২

[খ]শ্রীপুরুষোত্তম—শ্রীনীলাচলে।

[গ]ভিয়ান—পারিপাট্য।

শুনি রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিলা কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁর সব বিবরণ॥ ৮৩
গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা।
তাঁর সেবক সব আসি প্রভুরে কহিলা॥ ৮৪
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন॥ ৮৫
অজিতেন্দ্রিয়[ক] হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয়॥ ৮৬
ব্রহ্মস্ব[খ] অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি, ভোগ করে মহাপাপীজন॥ ৮৭
রাজার বর্তন[গ] খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ডী হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥ ৮৮
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা, নাহি করে দণ্ড।
রাজা মহাধার্মিক, এই পাপী প্রচণ্ড॥ ৮৯
রাজোচিত কৌড়ি না দেয় আমাকে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে॥ ৯০
আলালনাথ যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্তা না শুনিব॥ ৯১
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ যদি প্রভু রহে এথা॥ ৯২
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম॥ ৯৩
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণরাজ্য করোঁ প্রভু পদে নির্মঞ্ছন[ঘ]॥ ৯৪
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়া, নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়, এই না যায় সহন॥ ৯৫
রাজা কহে তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গা চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে॥ ৯৬
পুরুষোত্তম জানারে তিঁহো কৈল পরিহাস।
সেই জানা তারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস॥ ৯৭

তুমি যাইয়া প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুঞি তাঁহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি॥ ৯৮
মিশ্র কহে—কৌড়ি ছাড়া, নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে কদাচিৎ প্রভু দুঃখ মানে॥ ৯৯
রাজা কহে তাঁর লাগি কৌড়ি ছাড়ি, ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা॥ ১০০
ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্বিত।
তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত॥ ১০১
এত বলি মিশ্রে নমস্করি রাজা ঘরে গেলা।
গোপীনাথে বড় জানায় ডাকিয়া আনিলা॥ ১০২
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সেই মালজাঠ্যা দণ্ডপাট তোমারে দিল॥ ১০৩
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্তন॥ ১০৪
এত বলি নেতধটি[ঙ] তাঁরে পরাইল।
প্রভু আজ্ঞা লৈঞা যাহ বিদায় তাঁরে দিল॥ ১০৫
পরমার্থে প্রভুর কৃপা সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে॥ ১০৬
রাজ্য-বিষয় ফল এই—কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা কারো মনে না আইসে॥ ১০৭
কাঁহা চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধন প্রাণ।
কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান॥ ১০৮
কাঁহা সর্বস্ব বেচি লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি।
কাঁহা দ্বিগুণ বর্তন, পরায় নেতধড়ি॥ ১০৯
প্রভুর ইচ্ছা নাহি তাঁরে কৌড়ি ছাড়াইব।
দ্বিগুণ বর্তন করি পুনঃ বিষয় তারে দিব॥ ১১০
তথাপি তাঁর সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন॥ ১১১
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদনের প্রভাবে তবু ফলে এত ফল॥ ১১২
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য স্বভাব।
ব্রহ্মা শিব আদি যার না পায় অন্তর্ভাব॥ ১১৩
হেথা কাশীমিশ্র, আসি প্রভুর চরণে।

[ক]অজিতেন্দ্রিয়—যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেননি।
[খ]ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণের ধন।
[গ]বর্তন—বেতন।
[ঘ]নির্মঞ্ছন—উৎসর্গ।
[ঙ]নেতধটি—মাথার পাগড়ি জাতীয় বস্ত্র, শিরোপা।

রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে॥ ১১৪
প্রভু কহে—কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা।
রাজপ্রতিগ্রহ[ক] তুমি মোরে করাইলা॥ ১১৫
মিশ্র কহে—শুন প্রভু, রাজার বচন।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন॥ ১১৬
প্রভু মতি জানে রাজা আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেন ছাড়িয়া॥ ১১৭
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইঁহা সভাকারে মুঞি দেখোঁ আত্মসম॥ ১১৮
অতএব যাঁহা যাঁহা দেঙ অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায়, না করোঁ বিচার॥ ১১৯
রাজমহীন্দার[খ] রাজা কৈলু রামানন্দ রায়।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখা দায়॥ ১২০
গোপীনাথ এই মত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহে ত খাইয়া॥ ১২১
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করি বিচার।
জানা সহিত অপ্রীতে দুঃখ পাইল এবার॥ ১২২
জানা এত কৈল, ইহা মুঞি নাহি জানোঁ।
ভবানন্দের পুত্র সব আত্ম করি মানোঁ॥ ১২৩
তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়োঁ ইহা মতি জানে।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাঁর সনে॥[গ] ১২৪
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তাঁহা রায় ভবানন্দ॥ ১২৫
পঞ্চপুত্র সহ আসি পড়িল চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥ ১২৬
রামানন্দ রায় আদি সভাই মিলিলা।
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা॥ ১২৭
তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এবিপত্ত্যে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল॥ ১২৮
ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্বে যেন পঞ্চপাণ্ডব বিপদে তারিলা॥ ১২৯
নেতধটি মাথায় গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত সকলই কহিলা॥ ১৩০
বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্তন করিল।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটি পরাইল॥ ১৩১
কাঁহা চাঙ্গের উপরে সেই মরণ প্রমাদ।
কাঁহা নেতধটি এই এসব প্রসাদ॥ ১৩২
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল॥ ১৩৩
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাইয়া॥ ১৩৪
কিন্তু তোমার স্মরণের এই নহে মুখ্যফল।
ফলাভাস এই যাতে, বিষয় চঞ্চল॥ ১৩৫
রামরায় বাণীনাথে কৈলে নির্বিষয়।
সেই কৃপা মোতে নাহি যাতে ঐছে হয়॥ ১৩৬
শুদ্ধ কৃপা কর গোঁসাঞি, ঘুচাহ বিষয়।
নির্বিণ্ণ হইনু[ঘ], মোরে বিষয় না হয়॥ ১৩৭
প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ॥ ১৩৮
মহাবিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজ দাস॥ ১৩৯
কিন্তু এক করিহ মোর আজ্ঞা পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন॥ ১৪০
রাজার মূলধন দিয়া, যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্মকর্মে ব্যয়॥ ১৪১
অসদ্ব্যয় না করিহ, যাতে দুই লোক যায়[ঙ]।
এত বলি সভারে প্রভু দিলেন বিদায়॥ ১৪২
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত[চ] কহিল।

[ক]রাজপ্রতিগ্রহ—রাজার নিকট থেকে দানগ্রহণ।

[খ]রাজমহীন্দার—রাজমহেন্দ্রী নামক স্থানের।

[গ]প্রভুর মুখ চেয়ে আমার প্রাপ্য টাকা ছেড়ে দিই, প্রভু যেন এমন মনে না করেন।

[ঘ]নির্বিণ্ণ হইনু—নির্বেদ প্রাপ্ত হলাম। বিষয় ভোগে যে অত্যন্ত দুঃখ, তা আমি বুঝেছি এবং পুনরায় বিষয়ের মধ্যে পড়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি, আমার দ্বারা বিষয়-কর্ম আর চলবে না।

[ঙ]দুই লোক যায়—ইহলোক ও পরলোক ; লোক নিন্দার জন্য ইহলোক আর পাপের জন্য পরলোক নষ্ট হয়।

[চ]কৃপাবিবর্ত—কৃপার বিপরীত বস্তু। গোপীনাথের বিপদে

ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল॥ ১৪৩
সভা আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা।
'হরিধ্বনি' করি সব ভক্ত উঠি গেলা॥ ১৪৪
প্রভুকৃপা দেখি সভার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার॥ ১৪৫
তারা সব যদি কৃপা করিতে সাধিল।
'আমা হৈতে কিছু নহে' তবে প্রভু কৈল॥ ১৪৬
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্বেদ।

প্রভু প্রথমে ঔদাসীন্য এবং পরে ক্রোধ প্রকাশ করলেন, বাস্তবে প্রভুর তা ছিল না। ঔদাসীন্য এবং ক্রোধের আকারে প্রভুর কৃপাই প্রকাশ পেয়েছে।

এইমাত্র কৈল, ইহার না বুঝিবে ভেদ॥ ১৪৭
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল।
উদ্যোগ[ক] বিনা মহাপ্রভু এত ফল দিল॥ ১৪৮
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, তাঁর পদে যার মন ধীর॥ ১৪৯
যেই ইঁহা শুনে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ॥ ১৫০
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৫১

[ক]উদ্যোগ—বাইরের চেষ্টা।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া॥ ১

অন্বয়—ভক্তানুগ্রহকাতরং (ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য যিনি সর্বদা ব্যাকুল) ; শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন (শ্রদ্ধাপূর্বক ভক্তপ্রদত্ত) ; যেন কেন অপি সন্তুষ্টং (যৎ সামান্য বস্তুদ্বারাও সন্তুষ্ট) ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ—ভক্তগণকে কৃপা করবার জন্য যিনি সর্বদা ব্যাকুল, শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্ত যদি সামান্য কিছুও দেয়, তাহলেও যিনি পরম সন্তুষ্ট হন—সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম আনন্দ সব নীলাচল যাইতে॥ ২
অদ্বৈত আচার্য গোঁসাঞি সর্ব অগ্রগণ্য।
আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, শ্রীবাসাদি ধন্য॥ ৩
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে॥ ৪
অনুরাগের[ক] লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে॥ ৫
রাসে যৈছে ঘরে যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিল।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে যে রহিল॥ ৬
আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যতেক পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিগুণ সুখপোষ॥ ৭
বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্ সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস॥ ৮
মুরারিপণ্ডিত, গরুড়পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খান্।
সঞ্জয়, পুরুষোত্তম, পণ্ডিত ভগবান্॥ ৯
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সভাই চলিলা, নাম না যায় গণন॥ ১০
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দ সেন চলিলা সভারে লইয়া॥ ১১
রাঘব পণ্ডিত[খ] চলিলা ঝালি[গ] সাজাইয়া।
দময়ন্তী[ঘ] যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥ ১২
নানা অপূর্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ[ঙ]॥ ১৩
আম্রকাসুন্দি আদাকাসুন্দি ঝালকাসুন্দি নাম।
নেম্বু আদা, আম্রকোলি বিবিধ বিধান॥ ১৪
আমসি, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা[চ]॥ ১৫
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
সুক্তায় যে সুখ প্রভুর, নহে পঞ্চামৃতে॥ ১৬
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুক্তাপাতা কাসুন্দিতে মহাসুখ পায়॥ ১৭
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।

[ক]অনুরাগ—রাগের পরিণত অবস্থার নাম অনুরাগ।

প্রণয়ের উৎকর্ষতাবশত যেখানে অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলে মনে হয়, সেখানে প্রণয়ের উৎকর্ষকে রাগ বলে।

এই রাগ বৃদ্ধি পেয়ে যখন এমন এক অবস্থায় আসে যাতে প্রিয়ব্যক্তিকে সর্বদা অনুভব করা সত্ত্বেও মনে হয় যে, তাঁকে পূর্বে আর কখনো অনুভব করা হয়নি, ফলে প্রিয় ব্যক্তিকে প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন বলে মনে হয়, তখন সেই রাগকে অনুরাগ বলে।

[খ]রাঘবপণ্ডিত

ব্রজলীলায় রাঘবপণ্ডিত ছিলেন ধনিষ্ঠা আর দময়ন্তী ছিলেন—গুণমালা ; সুতরাং এঁরা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, কেউই জীবতত্ত্ব নন।

[গ]ঝালি—পেটিকা।

[ঘ]দময়ন্তী— রাঘবপণ্ডিতের বোন। ইনি প্রভুর সারা বছরের জন্য নানারকম দ্রব্য প্রস্তুত করে দিতেন। রাঘবপণ্ডিত সেই সমস্ত দ্রব্য ঝালিতে ভরে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

[ঙ]উপযোগ—উপভোগ, আহার।

[চ]গুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা—পুরাতন তেঁতো পত্র-বিশেষ—পটল পাতা বা পাটপাতা যা যত্ন করে চূর্ণ করে দিতেন।

গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়॥ ১৮
সুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥ ১৯

তথাহি—ভারবৌ ৮ সর্গে ২০ শ্লোকঃ

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি॥ ২

অন্বয়—প্রিয়েণ সংগ্রথ্য (প্রিয়তম দ্বারা স্বহস্তে গ্রথিতা); বিপক্ষসন্নিধৌ (সপত্নী সন্নিধানে); পীবরস্তনে বক্ষসি (উন্নত স্তনযুক্ত বক্ষে); উপহিতাং স্রজং (অর্পিতা মালা); জলাবিলাম্ অপি (জলবিহারে মৃদিতা হইয়া গেলেও); কাচিৎ ন বিজহৌ (কোনো কামিনী পরিত্যাগ করে নাই); গুণাঃ প্রেম্ণি বসন্তি (গুণ প্রেমেতেই থাকে); বস্তুনি ন (বস্তুতে থাকে না)।

অনুবাদ—প্রিয়তম স্বহস্তে মালা গেঁথে বিপক্ষ (সপত্নী) দলের রমণীর সম্মুখে যদি সেই মালা উন্নত বক্ষঃস্থলে অর্পণ করেন, জলবিহার কালে ওই মালা ভিজে গেলেও, তা কেউ পরিত্যাগ করে না। কারণ, গুণ বস্তুতে থাকে না—প্রেমেতেই থাকে।

ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিয়া॥ ২০
শুণ্ঠিখণ্ড লাড়ু আর আমপিত্ত হর।
পৃথক পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কুথলী ভিতর[ক]॥ ২১
কোলি শুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লব শত প্রকার আচার॥[খ] ২২
নারিকেল খণ্ড নাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥ ২৩
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার॥ ২৪
শালি কাঁচুটি ধান্যের[গ] আতপ চিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি॥ ২৫
কতক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥ ২৬
শালি-তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥ ২৭
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস॥ ২৮
শালি ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে উখড়া[ঘ] কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥ ২৯
ফুট-কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল॥ ৩০
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥ ৩১
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥ ৩২
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাঁপড়ি[ঙ] করিয়া লৈল গন্ধ দ্রব্য দিয়া॥ ৩৩
পাতল-মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী॥ ৩৪
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটি করি সব ঝালি ভরাইল॥ ৩৫
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি[চ] ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া॥ ৩৬
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
'রাঘবের ঝালি' বলি বিখ্যাতি যাহার॥ ৩৭
ঝালির উপর মৌসিন্[ছ] মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর॥ ৩৮
এই মতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সেই দিন জললীলা॥ ৩৯
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া।

[ক]বস্ত্রের কুথলী ভিতর—কাপড়ের থলের মধ্যে।
[খ]কোলি—কুল; কোলি শুণ্ঠি—শুকনো কুল।
[গ]শালি কাঁচুটি ধান্য—যে শালি ধান এখনও ভালোরকম পাকেনি।
[ঘ]উখড়া—মুড়কি।
[ঙ]পাঁপড়ি—পর্পটী।
[চ]বোঝারি—বোঝা-বহনকারী।
[ছ]মৌসিন্—উপযুক্ত রক্ষক।

জলক্রীড়া করে সব ভক্তভৃত্য লঞা॥ ৪০
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলিরঙ্গে॥ ৪১
সেই কালে আইল সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু সঙ্গে হইল মিলন॥ ৪২
ভক্তগণ পড়ে সভে প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সভারে কৈল আলিঙ্গনে॥ ৪৩
গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব করেন কীর্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন॥ ৪৪
জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্তন, কীর্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন॥ ৪৫
গৌড়িয়ার কীর্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া॥ ৪৬
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিল সেই জলে।
সব লয়ে জলক্রীড়া করে কুতূহলে॥ ৪৭
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন॥ ৪৮
পুনঃ ইঁহা বর্ণিলে ত পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাড়য়॥ ৪৯
জললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লঞা প্রভু চলিলা দেবালয়॥ ৫০
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ ঘরে আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা॥ ৫১
ইষ্টগোষ্ঠী সভা লঞা কথোক্ষণ কৈল।
নিজ নিজ পূর্ব বাসায় সভা পাঠাইল॥ ৫২
গোবিন্দ ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিল।
ভোজন-গৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিল॥ ৫৩
পূর্ব বৎসরের ঝালি আজাড়[ক] করিয়া।
দ্রব্য ধরিবারে রাখে অন্য ঘরে লৈয়া॥ ৫৪
আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা॥ ৫৫
বেঢ়া কীর্তনের[খ] তাঁহা আরম্ভ করিল।
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল॥ ৫৬
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাতজন।
অদ্বৈত আচার্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥ ৫৭
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীবাস।
সত্যরাজ খান্ আর নরহরি দাস॥ ৫৮
সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
'মোর সম্প্রদায়ে প্রভু' ঐছে সভার মন॥ ৫৯
সংকীর্তন কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল॥ ৬০
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নীসব দেখে অট্টালী চড়িয়া॥ ৬১
কীর্তন আটোপে[গ] পৃথ্বী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক, হৈল কোলাহল॥ ৬২
এই মত কতক্ষণ করাইল কীর্তন।
আপনি নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন॥ ৬৩
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌর রায়॥ ৬৪
উড়িয়াপদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল॥ ৬৫

তথাহি—পদম্।

'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ্'॥ ৩

অন্বয়—জগমোহন (হে জগন্নাথ !) ; পরিমুণ্ডা (নির্মঞ্ছন) ; যাঙ্ (যাই)।

অনুবাদ—হে জগন্নাথ ! তোমার নির্মঞ্ছন যাই অর্থাৎ তোমার বালাই যাই।

অথবা, শ্রীজগন্নাথচরণে আমার মস্তক থাকুক।

এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে।
সব লোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমজলে ভাসে॥ ৬৭
'বোল বোল' বলেন প্রভু দুবাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া॥ ৬৭
কভু পড়ি মূর্ছা যায় শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার॥ ৬৮

[ক] আজাড়—খালি।

[খ] বেঢ়া কীর্তন—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চারদিকে ঘুরে কীর্তন।

[গ] কীর্তন আটোপে—কীর্তনের আবেশে ভক্তগণের হুঙ্কার, গর্জন, নৃত্যাদিতে।

সঘনে পুলক যেন শিমুলের তরু[ক]।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু॥ ৬৯
প্রতি রোমকূপে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জজ' 'গগ' 'মম' 'পরি'[খ] গদগদ বচন॥ ৭০
এক এক দন্ত যেন পৃথক পৃথক নড়ে।
তৈছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে॥ ৭১
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য নহে অবশেষ॥ ৭২
সব লোকের উথলিল আনন্দ-সাগর।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-ঘর॥ ৭৩
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমে ক্রমে কীর্তনীয়া রাখিল সভায়॥ ৭৪
স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেহো মন্দস্বরে গায়॥ ৭৫
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সভার শ্রম জানাইল॥ ৭৬
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্তন সমাপন।
সভা লঞা আসি কৈল সমুদ্রেতে স্নপন॥ ৭৭
সভা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদ ভোজন।
সভারে বিদায় দিল করিতে শয়ন॥ ৭৮
গম্ভীরার দ্বারে কৈলা আপনি শয়ন।
গোবিন্দ আইলা করিতে পাদ-সম্বাহন॥ ৭৯
সর্বকালে আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন॥ ৮০
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন॥ ৮১
সব দ্বার জুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন॥ ৮২
এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতরে যাইতে।
প্রভু কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥ ৮৩
বার বার গোবিন্দ কহে এক দিক হৈতে।
প্রভু কহে আমি অঙ্গ নারি চালাইতে॥ ৮৪
গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন।
প্রভু কহে কর বা না কর যেই লয় তোমার মন॥ ৮৫
তবে গোবিন্দ বহির্বাস তাঁর উপরে দিয়া।
ভিতর ঘর গেলা মহাপ্রভুকে লঙ্ঘিয়া॥ ৮৬
পাদ-সম্বাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল॥ ৮৭
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দুই দণ্ড বই প্রভুর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ॥ ৮৮
গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
আদিবশ্যা[গ] ! এতক্ষণ আছিস বসিয়া॥ ৮৯
নিদ্রা হৈলে কেনে নাহি গেলা প্রসাদ খাইতে।
গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে॥ ৯০
প্রভু কহে ভিতরে তবে আইলা কেমনে।
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে॥ ৯১
গোবিন্দ কহে মনে আমার সেবা যে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন॥ ৯২
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥ ৯৩
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিলা॥ ৯৪
প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রা আইলে যায় প্রসাদ লইতে।
সে দিবসের শ্রম জানি রহিল চাপিতে॥ ৯৫
যাইতেহ পথ নাহি যাইবে কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে॥ ৯৬
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ধর্ম[ঘ]।

[ক]যেন শিমুলের তরু—শিমুল গাছের কাঁটার মতো প্রভুর রোমাঞ্চিত পুলকিত দেহ শোভা পাচ্ছিল—যা কখনো পুষ্পের মতো পুলকময় (শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের ভাবে) আবার কখনো বা কৃশ বা পুলকহীন (শ্রীকৃষ্ণ বিরহের ভাবে) বলে মনে হচ্ছিল।

[খ]জজ গগ মম পরি—প্রেমাবেশে প্রভুর স্বরভঙ্গ বা গদগদ বাক্য—এটি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের একটি।

[গ]আদিবশ্যা—অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিকে বলা যায়, এমন একটা মিষ্ট গালি। তামিল ভাষায় অত্যন্ত প্রিয়ব্যক্তিকে আদিবশ্যা বলে।

[ঘ]সূক্ষ্ম ধর্ম — ভগবৎ-সেবাই ভক্তের একমাত্র কর্তব্য। তার জন্য অপরাধজনক কোনো কাজ করতেও ভক্ত প্রস্তুত।

চৈতন্য কৃপায় জানে এই ধর্ম মর্ম॥ ৯৭
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী॥ ৯৮
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা নৃত্য।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য॥ ৯৯
এই মত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ।
গুণ্ডিচা গৃহের কৈল ক্ষালন মার্জন॥ ১০০
পূর্ববৎ কৈল প্রভু কীর্তন নর্তন।
পূর্ববৎ টোটাতে[ক] কৈল বন্য ভোজন॥ ১০১
পূর্ববৎ রথ-আগে করিল নর্তন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশন॥ ১০২
চারি মাস বর্ষা রহিল সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন॥ ১০৩
পূর্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সভার ইচ্ছা হৈল॥ ১০৪
কেহ কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দ ঠাঁঞি।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোঁসাঞি॥ ১০৫
কেহ পেড়া, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা।
বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ প্রকার যার নানা॥ ১০৬
'অমুক এই দিয়াছেন' গোবিন্দ করে নিবেদন।
'ধরি রাখ' বলি প্রভু না করে ভক্ষণ॥ ১০৭
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥ ১০৮
গোবিন্দেরে সভে পুছে করিয়া যতন।
আমা দত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ॥ ১০৯
কাহাকে কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুকে কহে নির্বেদ বচন॥ ১১০
আচার্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥ ১১১

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য স্বজন-আর্যপথ সবই ত্যাগ করেছিলেন। তাই নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভক্ত কখনো কোনোরকম অন্যায় কাজ করবেন না — এটাই ভক্তিধর্মের সূক্ষ্মমর্ম।

[ক]টোটাতে—উদ্যানে ; পুষ্প বাগিচায়।

তুমি সে না খাও তারা পুছে বার বার।
বঞ্চনা করিব কত, কেমতে আমার নিস্তার॥ ১১২
প্রভু কহে আদিবশ্যা ! দুঃখ কাহে মানে।
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে॥ ১১৩
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে॥ ১১৪
আচার্যের এই পৈড়[খ] পানা[গ] সরপুপী।
এই অমৃতগুটিকা মণ্ডা, এই কর্পূরকুপী॥ ১১৫
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠাপানা অমৃতগুটিকা মণ্ডাপদ্মচিনি আর॥ ১১৬
আচার্য-রত্নের এই সব উপহার।
আচার্য-নিধির এই অনেক প্রকার॥ ১১৭
বাসুদেব দত্তের এই, মুরারী গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার॥ ১১৮
শ্রীমান্ সেনের এই বিবিধ উপহার।
মুরারি পণ্ডিতের এই বিবিধ প্রকার॥ ১১৯
শ্রীমান পণ্ডিত আর আচার্য নন্দন।
তাঁ সভার দত্ত এই করহ ভোজন॥ ১২০
কুলীন-গ্রামীর এই আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত॥ ১২১
ঐছে সভার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥ ১২২
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখকরা নারিকেল।
অমৃতগুটিকা আদি পানাদি সকল॥ ১২৩
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে, মহাপ্রভুর প্রসাদ॥ ১২৪
শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
'আর কিছু আছে ?' বলি গোবিন্দে পুছিল॥ ১২৫
গোবিন্দ কহে রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে আজি রহুক তাহা দেখিব পাছে॥ ১২৬
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।

[খ]পৈড়—পেঁড়া।

[গ]পানা—সরবৎ।

রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল।। ১২৭
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপভোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল।। ১২৮
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া।। ১২৯
কভু রাত্রিকালে কিছু করেন উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে উপভোগ।। ১৩০
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চাতুর্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।। ১৩১
মধ্যে মধ্যে আচার্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন।। ১৩২
শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ব-বার্তাকু[ক] আর ভৃষ্ট-পটোল।। ১৩৩
ভৃষ্ট ফুলবড়ি ভাজা মুদ্গদালি সূপ।
জানি ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি অনুরূপ।। ১৩৪
মরিচের ঝাল অম্ল মধুরাম্ল আর।
আদা লবণ লেম্বু দুগ্ধ দধিখণ্ড সার।। ১৩৫
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যান, কাঁহা গণের সহিত।। ১৩৬
আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, নন্দন, রাঘব।
শ্রীনিবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব।। ১৩৭
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব, গদাধর দাস, গুপ্ত মুরারি।। ১৩৮
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ।। ১৩৯
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণ আখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্র চৈতন্যদাস নাম।। ১৪০
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইলে প্রভু তার নাম পুছিল।। ১৪১
চৈতন্যদাস নাম শুনি কহে গৌর রায়।
কিবা নাম ধরিয়াছ ? বুঝনে না যায়।। ১৪২

[ক]নিম্ব-বার্তাকু — নিম-বেগুন। ভৃষ্ট-পটোল — পটোল ভাজা।

সেন কহে 'যে জানিল সেই ত ধরিল'।
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।। ১৪৩
জগন্নাথের প্রসাদ বহুমূল্য আনাইলা।
ভক্তগণ লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা।। ১৪৪
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতিগুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন।। ১৪৫
আরদিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন।। ১৪৬
দধি লেম্বু আদা আর কড়োরিয়া লোণ[খ]।
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।। ১৪৭
প্রভু কহে এ বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে।। ১৪৮
এত বলি দধিভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন।। ১৪৯
চারি মাস এই মত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায়।। ১৫০
গদাধর পণ্ডিত, ভট্টাচার্য সার্বভৌম।
ইহাঁ সভার আছে ভিক্ষা দিবস নিয়ম[গ]।। ১৫১
গোপীনাথাচার্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর।
ভগবান, রামভদ্রাচার্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর।। ১৫২
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে[ঘ] করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি দুই পণ।। ১৫৩
প্রথমে আছিল নির্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ।
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘাটাইল[ঙ] দুই পণ।। ১৫৪
চারি মাস রহি গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা।। ১৫৫

[খ]লোণ—লবণ।

[গ]ভিক্ষা দিবস নিয়ম—মাসের মধ্যে কে কোন দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করবেন, তার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

[ঘ]ঘর ভাতে—নিজেদের ঘরে রান্না করা অন্ন-ব্যঞ্জনাদিতে।

[ঙ]ঘাটাইল—কমালেন ; চার পণের জায়গায় দুই পণ করলেন।

এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ।
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে করে আস্বাদন॥ ১৫৬
তারি মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ।
তারি মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের কথন॥ ১৫৭
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্বথা॥ ১৫৮
শুনিতে অমৃত সম জুড়ায় কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান যেই করে আস্বাদন॥ ১৫৯
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত যঃ॥ ১

অন্বয়—তং হরিদাসং (সেই শ্রীলহরিদাস ঠাকুরকে) ; নমামি (নমস্কার করি) ; তৎপ্রভুং তং চৈতন্যং [চ] নমামি (তাঁহার প্রভু সেই শ্রীচৈতন্যদেবকেও নমস্কার করি) ; যঃ (যিনি) ; সংস্থিতাম্ অপি (নিষ্প্রাণ হইলেও) ; যন্মূর্তিং (যে হরিদাসের দেহকে) ; স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত (নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—যে হরিদাসের নিষ্প্রাণদেহ নিজের কোলে তুলে নিয়ে যিনি নৃত্য করেছিলেন, সেই হরিদাস ঠাকুরকে আমি প্রণাম করি এবং তাঁর প্রভু সেই শ্রীচৈতন্যদেবকেও প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈত-প্রিয়, নিত্যানন্দ-প্রিয় জয়॥ ১

জয় শ্রীনিবাসেশ্বর, হরিদাস-নাথ।
জয় গদাধর-প্রিয়, স্বরূপ প্রাণনাথ॥ ২

জয় কাশীশ্বর-প্রিয়, জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর।
জয় রূপ-সনাতন রঘুনাথেশ্বর॥ ৩

জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
কৃপা করি দেহ প্রভু নিজপদ দান॥ ৪

জয় নিত্যানন্দ জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥ ৫

জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য॥ ৬

জয় গৌরভক্তগণ গৌর যাঁর প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান॥ ৭

জয় রূপ সনাতন, জীব, রঘুনাথ।
রঘুনাথ গোপাল জয়, ছয় মোর নাথ॥ ৮

এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপন পাবন॥ ৯

এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গের ভক্তগণ লঞা কীর্তন-বিলাস॥ ১০

দিনে নৃত্য, কীর্তন, ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস-আস্বাদন॥ ১১

এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে না আমায়[ক]॥ ১২

দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয়॥[খ] ১৩

স্বরূপ গোঁসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্রিদিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায়॥ ১৪

একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেল আনন্দিত হঞা॥ ১৫

দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছে সংখ্যা-সংকীর্তন॥ ১৬

গোবিন্দ কহে উঠি আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন॥ ১৭

সংখ্যাসংকীর্তন নাহি পূরে কেমনে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব॥ ১৮

এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ[গ] লঞা তার করিল ভক্ষণ॥ ১৯

আর দিনে মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা।
'সুস্থ হও হরিদাস', তাঁহারে পুছিলা॥ ২০

নমস্কার করি তিঁহো কৈল নিবেদন।
শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন॥ ২১

প্রভু কহে কোন ব্যাধি, কহ ত নির্ণয়।
তিঁহো কহে সংখ্যা সংকীর্তন না পূরয়॥ ২২

প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর॥ ২৩

[ক]অঙ্গে না আমায়—অঙ্গে ধরে না, বাইরে প্রকাশিত হয়।

[খ]উদ্বেগ—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাদিতে মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ। শ্রীকৃষ্ণের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ, চপলতা, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, ঘর্ম প্রভৃতি উদ্বেগের লক্ষণ।

প্রলাপ—ব্যর্থ আলাপকে প্রলাপ বলে।

[গ]এক রঞ্চ—মহাপ্রসাদের কণিকামাত্র।

লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥ ২৪
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর সত্য নিবেদন॥ ২৫
হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্মে রত মুঞি অধম পামর॥ ২৬
অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব[ক] হৈতে কাড়ি বৈকুণ্ঠ চড়াইলা॥ ২৭
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাহ যৈছে যারে ইচ্ছা হয়॥ ২৮
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া[খ]।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলুঁ ম্লেচ্ছ হইয়া॥ ২৯
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।
'লীলা সম্বরিবে[গ] তুমি' মোর লয় চিত্তে॥ ৩০
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা[ঘ]॥ ৩১
হৃদয়ে ধরিমুঁ তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ-বদন॥ ৩২
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥ ৩৩
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার কৃপা হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥ ৩৪
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তোমার আগে।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥ ৩৫
প্রভু কহে হরিদাস তুমি যে মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥ ৩৬
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যাও আমারে ছাড়িয়া॥ ৩৭
চরণে ধরি কহে হরিদাস—"না করিহ মায়া।
অবশ্য অধমে প্রভু করিবে এই দয়া॥ ৩৮
মোর শিরোমণি মহামহা সেই মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটি কোটি হয়॥ ৩৯
আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল॥ ৪০
ভক্তবৎসল প্রভু! তুমি, মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরাবে প্রভু মোর এই আশ॥ ৪১
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলুন আপনে।
ঈশ্বর দেখি আসি কালি দিবে দরশনে॥" ৪২
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥ ৪৩
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা বিলম্ব তেজিয়া॥ ৪৪
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভু আর বৈষ্ণব চরণ॥ ৪৫
প্রভু কহে—হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে—প্রভু! যে কৃপা তোমার॥ ৪৬
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহা-সংকীর্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্তন॥ ৪৭
স্বরূপ গোঁসাঞি আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেঢ়ি করে নাম সংকীর্তন॥ ৪৮
রামানন্দ সার্বভৌম এ সভার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥ ৪৯
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥ ৫০
হরিদাসের গুণে সভার বিস্মিত হৈল মন।
সর্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥ ৫১
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥ ৫২
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্বভক্তের পদরেণু মস্তকে ভূষণ॥ ৫৩
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ বলে বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥ ৫৪
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ করে উচ্চারণ।

[ক]রৌরব—এক প্রকার নরক।

[খ]প্রসাদ করিয়া—কৃপা করে।

[গ]লীলা সম্বরিবে—অপ্রকট বা অন্তর্হিত হবে।

[ঘ]শরীর পাড়িবা—দেহপাত করাবে।

নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রমণ[ক]॥ ৫৫
মহাযোগেশ্বর প্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্যাণ[খ] সভার হৈল স্মরণ॥ ৫৬
'হরিকৃষ্ণ' শব্দে সভে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হৈলা বিহ্বল॥ ৫৭
হরিদাসের তনু কোলে লইল উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ ৫৮
প্রভুর আবেশে আবেশ সর্ব ভক্তগণে।
প্রেমাবেশে সভে নাচে করেন কীর্তনে॥ ৫৯
এইমত নৃত্য প্রভু করে কথোক্ষণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে কৈল সাবধান॥ ৬০
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া[গ]।
সমুদ্রে লঞা গেলা তবে কীর্তন করিয়া॥ ৬১
অগ্রে মহাপ্রভু চলিলা নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥ ৬২
হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল॥ ৬৩
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন॥ ৬৪
ডোর কড়ার[ঘ] প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকায় গর্ত করি তাঁহে শোয়াইল॥ ৬৫
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্তন॥ ৬৬
'হরিবোল হরিবোল' বলে গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায়॥ ৬৭
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল॥ ৬৮
তাঁহা বেড়ি প্রভু করে কীর্তন নর্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন॥ ৬৯
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি-রঙ্গে॥ ৭০
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে।
হরিসংকীর্তন কোলাহল সমস্ত নগরে॥ ৭১
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঁঞি[ঙ]।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥ ৭২
'হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত আমারে॥' ৭৩
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া[চ] উঠাইয়া।
প্রসাদ দিল প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া॥ ৭৪
স্বরূপ গোঁসাঞি পসারিরে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল॥ ৭৫
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া[ছ] সঙ্গে রাখিল॥ ৭৬
স্বরূপ গোঁসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
একেক দ্রব্যের একেক পুঞ্জা[জ] আনি দেহ মোরে॥ ৭৭
এই মতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লইয়া আইলা চারি জনের মস্তকে চড়াইয়া॥ ৭৮
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥ ৭৯
সব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনি পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি॥ ৮০
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প নাহি আইসে।

[ক]প্রাণ কৈল উৎক্রমণ—প্রাণ বেরিয়ে গেল।

[খ]ভীষ্মের নির্যাণ—পরমযোগী ভীষ্ম উত্তরায়ণকালে প্রাণ ত্যাগের অভিলাষের জন্য বহু দিন পর্যন্ত শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁর ছিল ইচ্ছামৃত্যু ; মৃত্যুকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণের চাঁদবদন দেখতে দেখতে ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন।

[গ]বিমানে চড়াইয়া — সেই সময়ে প্রস্তুত বিশেষ বাহনে চড়িয়ে।

[ঘ]ডোর কড়ার — শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী পট্টডোর ও প্রসাদী চন্দন।

[ঙ]পসারির ঠাঁঞি—প্রসাদ বিক্রেতার নিকটে।

[চ]চাঙ্গড়া—চেঙ্গাড়ি ; প্রসাদ-পাত্র।

[ছ]পিছোড়া—প্রসাদ নেওয়ার জন্য বোঝা বহন করে পিছনে পিছনে যাওয়ার লোক।

[জ]পুঞ্জা—স্তূপ ; প্রত্যেক রকমের প্রসাদ কিছু কিছু দিতে বললেন।

একেক পাতে পঞ্চজনের ভক্ষ্য পরিবেশে॥ ৮১
স্বরূপ কহে প্রভু ! বসি কর দরশন।
আমি ইঁহা সভা লঞা করি পরিবেশন॥ ৮২
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর॥ ৮৩
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ॥ ৮৪
আপনি কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া॥ ৮৫
পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল॥ ৮৬
আকণ্ঠ পূরিয়া সভায় করাইল ভোজন।
'দেহ', 'দেহ' বলি প্রভু বলেন বচন॥ ৮৭
ভোজন করিয়া সভে কৈল আচমন।
সভারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন॥ ৮৮
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন প্রাণ॥ ৮৯
'হরিদাসের বিজয়োৎসব[ক] যে কৈল দরশন।
যেই তাঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্তন॥ ৯০
যেই তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেবা করিল ভোজন॥ ৯১
অচিরে হইবে সভার কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি॥' ৯২
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ-ভঙ্গ॥ ৯৩
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে॥ ৯৪

[ক]বিজয়োৎসব—তিরোধান মহোৎসব ; নির্যাণ উৎসব।

ইচ্ছা মাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥ ৯৫
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্ন শূন্য হইলা মেদিনী॥ ৯৬
'জয় হরিদাস' বলি কর জয়ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥ ৯৭
সভে গায় 'জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ'॥ ৯৮
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল॥ ৯৯
এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥ ১০০
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি-শিরোমণি[খ]॥ ১০১
শেষকালে দিল তাঁরে দর্শন-স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনি নর্তন॥ ১০২
আপনে শ্রীহস্তে তাঁরে কৃপায় বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥ ১০৩
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়াণ॥ ১০৪
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু॥ ১০৫
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত্র॥ ১০৬
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১০৭

[খ]ন্যাসি-শিরোমণি—সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-নির্যাণ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥ ১

অন্বয়—ভক্তাঃ (হে ভক্তগণ !) ; মুদা নিত্যং (আনন্দের সহিত সর্বদা) ; চৈতন্যচরিতামৃতং শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ করো, শ্রবণ করো) ; গীয়তাং গীয়তাং (গান করো গান করো) ; চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাম্ (স্মরণ করো স্মরণ করো)।

অনুবাদ—হে ভক্তগণ ! আনন্দের সঙ্গে তোমরা সর্বদাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ করো, শ্রবণ করো, গান করো, গান করো এবং স্মরণ করো স্মরণ করো।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয়॥ ১
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় কৃপার সাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণান্তর॥ ২
অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ন অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর॥ ৩
'হা ! হা কৃষ্ণ ! প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীবদন॥' ৪
রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥ ৫
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সব করিলা গমন॥ ৬
শিবানন্দ সেন আর আচার্য গোঁসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈল এক ঠাঁঞি॥ ৭
কুলীন গ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিল সভে নবদ্বীপে আসি॥ ৮
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদি প্রভুর আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলিলা চৈতন্য গোঁসাঞি॥ ৯
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য রত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী॥[ক] ১০
শিবানন্দ পত্নী চলে তিন পুত্র লঞা।
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া॥ ১১
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি[খ] আর যত জন।
দুই তিন শত ভক্ত কে করে গণন॥ ১২
শচীমাতা দেখি সভে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ কীর্তন করিয়া॥ ১৩
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি-সমাধান[গ]।
সভাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥ ১৪
সভার সব কার্য করেন, দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান॥ ১৫
এক দিন সব লোক ঘাটিয়ালে রাখিলা।
সভা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একেলা রহিলা॥ ১৬
সভে গিয়া রহিলা গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসস্থান নাহি মিলে॥ ১৭
নিত্যানন্দ প্রভু ভোখে[ঘ] ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া॥ ১৮
তিন পুত্র মরুক শিবার, এভো না আইল।
ভোখে মরি গেলোঁ মোরে বাসা না দেওয়াইল॥ ১৯
শুনি শিবানন্দের পত্নী কাঁদিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা॥ ২০
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কাঁদিয়া।
পুত্রে শাপ দিছেন গোঁসাঞি বাসা না পাইয়া॥ ২১
তিঁহো কহে বাউলি[ঙ] কেন মরিস কাঁদিয়া।
মরুক মোর তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা॥ ২২
এত বলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তাঁরে লাথি মারিল প্রভু নিত্যানন্দ॥ ২৩
আনন্দিত হৈল শিবাই পদ-প্রহার পাঞা।

[ক]শ্রীনিবাস চারি ভাই — শ্রীনিবাস অর্থাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতেরা চার ভাই—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। মালিনী—শ্রীবাসের স্ত্রী।

[খ]দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি—শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রী মুরারিগুপ্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

[গ]ঘাটি-সমাধান—পথকরাদি দান।

[ঘ]ভোখে—ক্ষুধায়।

[ঙ]বাউলি—পাগলি ; প্রীতিসূচক সম্ভাষণ।

শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড় ঘর যাঞা॥ ২৪
চরণে ধরি প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা॥ ২৫
আজি মোরে 'ভৃত্য' করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেন অপরাধ ভৃত্যের তেন ফল দিলা॥ ২৬
শাস্তিচ্ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা॥ ২৭
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ রেণু।
হেন চরণস্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥ ২৮
আজি মোর সফল হৈল জন্মকুলকর্ম।
আজি পাইলুঁ কৃষ্ণভক্তি অর্থ-কাম-ধর্ম॥ ২৯
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥ ৩০
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসাস্থান॥ ৩১
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র সব বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি করে তার হিত॥ ৩২
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান॥ ৩৩
চৈতন্য-পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালি করেন গোঁসাঞি তাঁরে মারে লাথি॥ ৩৪
এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান॥ ৩৫
পেটাঙ্গী গায়, করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত, আগে পেটাঙ্গী(ক) উতার॥ ৩৬
প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ করুক যাতে উঁহার সুখ॥ ৩৭
বৈষ্ণবের সমাচার গোঁসাঞি পুছিল।
একে একে সভার নাম শ্রীকান্ত জানাইল॥ ৩৮
'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে' এই প্রভুবাক্য শুনি।
'জানিলা সর্বজ্ঞ প্রভু' এত অনুমানি॥ ৩৯
'শিবানন্দে লাথি মাইলা' ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা॥ ৪০

(ক)পেটাঙ্গী—জামা।

পূর্ববৎ প্রভু কৈল সভার মিলন।
স্ত্রীসব দূর হইতে কৈল প্রভু দরশন॥ ৪১
বাসাঘর পূর্ববৎ সভারে দেখাইল।
মহাপ্রসাদ ভোজনে সভে বোলাইল॥ ৪২
শিবানন্দ তিন পুত্র গোঁসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সভায় বহু কৃপা কৈল॥ ৪৩
ছোটপুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
'পরমানন্দ দাস' নাম সেন জানাইল॥ ৪৪
পূর্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা॥ ৪৫
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিও তাহার॥ ৪৬
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার॥ ৪৭
প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম 'পরমানন্দ দাস'।
'পুরীদাস' বলি প্রভু করে পরিহাস॥ ৪৮
শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইল।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ(খ) তার মুখে দিল॥ ৪৯
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধুর কে পাইবে পার।
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে 'আপনার'॥ ৫০
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন॥ ৫১
শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র(গ) যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায়॥ ৫২
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম 'পরমেশ্বর'।
মোদক বেচে(ঘ), প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর॥ ৫৩
বালককালে প্রভু তার ঘরে বারবার যান।
দুগ্ধখণ্ড মোদক দেয়, প্রভু তাহা খান॥ ৫৪
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে।
সে বৎসর সেহো আইল প্রভুকে দেখিতে॥ ৫৫

(খ)পদাঙ্গুষ্ঠ—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি। শক্তি সঞ্চারের জন্য মহাপ্রভু কৃপা করে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি পুরীদাসের মুখে দিলেন।

(গ)প্রকৃতি-পুত্র—স্ত্রী-পুত্র।

(ঘ)মোদক বেচে—মুড়ি-মোয়া বিক্রি করে।

'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তাঁরে দেখি প্রীতে প্রভু তাঁহারে পুছিল॥ ৫৬
'পরমেশ্বর কুশলে হও ? ভাল হইল আইলা'।
'মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে' সেহো প্রভুকে কহিলা॥ ৫৭
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভুর সঙ্কোচ হইল।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিল॥ ৫৮
প্রশ্রয় পাগল, শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে॥[ক] ৫৯
পূর্ব্ববৎ সভা লঞা গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিয়া নর্তন॥ ৬০
চাতুর্মাস্যা সব যাত্রা[খ] কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ॥ ৬১
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরভাতে॥ ৬২
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্রে কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু করেন ক্রন্দন॥ ৬৩
এই মত নানা লীলায় চাতুর্মাস্যা গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল॥ ৬৪
সব ভক্তগণ করে প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্ব ভক্তে কহে প্রভু মধুর বচন॥ ৬৫
প্রতি বৎসর সভে আইস আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও ভাল মতে॥ ৬৬
তোমা সভার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে।
তোমা সভার সঙ্গ-সুখ-লোভ বাড়ে চিত্তে॥ ৬৭
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়ে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন, কি পারি বলিতে॥ ৬৮
আচার্য গোঁসাঞি আইসেন মোরে কৃপা করি।
প্রেমঋণে বদ্ধ আমি শোধিতে না পারি॥ ৬৯
মোর লাগি প্রকৃতি-পুত্র গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাইয়া॥ ৭০
আমি এই নীলাচলে রহিয়ে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি তোমা সভার লাগিয়া॥ ৭১
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তো সভার ঋণ করিব শোধন॥ ৭২
দেহ মাত্র ধন আমার কৈলুঁ সমর্পণ।
তাঁহাই বিকাও যাহাঁ বেচিতে তোমার মন॥ ৭৩
প্রভুর বচনে সভার দ্রবীভূত মন।
অঝোর নয়নে সভে করেন ক্রন্দন॥ ৭৪
প্রভু সভার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে সভায় কৈল আলিঙ্গন॥ ৭৫
সভাই রহিল কেহ যাইতে নারিল।
আর দিন পাঁচ সাত এই মতে গেল॥ ৭৬
অদ্বৈত, অবধূত কিছু কহে প্রভুর পায়।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়॥ ৭৭
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপাবাক্য-ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে॥ ৭৮
তবে মহাপ্রভু সভাকারে প্রবোধিয়া।
সভারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া॥ ৭৯
নিত্যানন্দে কহেন—তুমি না আইস বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার॥ ৮০
চলিলা সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া॥ ৮১
নিজ কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সভারে।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে॥ ৮২
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর॥ ৮৩
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝন না যায়॥ ৮৪
পূর্ব বর্ষ জগদানন্দ আই[গ] দেখিবারে।
প্রভুর আজ্ঞা লইয়া আইল নদীয়া নগরে॥ ৮৫
আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের প্রসাদ-বস্ত্র কৈল নিবেদন॥ ৮৬

[ক]প্রশ্রয় পাগল—প্রেমোন্মত্ত জন।
শুদ্ধ—অত্যন্ত সরল। বৈদগ্ধী—চাতুর্য।

[খ]চাতুর্মাস্যা সব যাত্রা — শয়ন একাদশী থেকে উত্থান একাদশী পর্যন্ত চাতুর্মাস্য ব্রত ; এই সময়ে নীলাচলে অনুষ্ঠিত সব উৎসব।

[গ]আই—মাতাকে ; শচীমাতাকে।

প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর বিনীত স্তুতি মাতারে কহিলা॥ ৮৭
জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে।
তিঁহো প্রভুর কথা কহে শুনে রাত্রিদিনে॥ ৮৮
জগদানন্দ কহে মাতা ! কোন কোন দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে॥ ৮৯
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খাওয়াইলেক আকণ্ঠ পূরিয়া॥ ৯০
আমি যাই ভোজন করি, মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাতে আমি খাই তিঁহো 'স্বপ্ন' হেন মানে॥ ৯১
মাতা কহে—কভু রান্ধো উত্তম ব্যঞ্জন।
'নিমাই ইহা খায়' ইচ্ছা হয় মোর মন॥ ৯২
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন।
পুন না দেখিয়া মোর ঝুরয়ে নয়ন॥ ৯৩
এই মত জগদানন্দ শচীমাতা সনে।
চৈতন্যের সুখ কথা কহে রাত্রি দিনে॥ ৯৪
নদীয়ার ভক্তগণ সভারে মিলিলা।
জগদানন্দে পাঞা সভে আনন্দ হৈলা॥ ৯৫
আচার্য মিলিতে তবে গেল জগদানন্দ।
জগদানন্দ পাঞা আচার্য হৈল আনন্দ॥ ৯৬
বাসুদেব, মুরারি গুপ্ত, জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখিলেন ঘরে না দেন ছাড়িয়া॥ ৯৭
চৈতন্যের মর্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সভে চৈতন্য কথা সুখে॥ ৯৮
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্তঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥ ৯৯
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সে-ই মানে 'পাইল চৈতন্য'॥ ১০০
শিবানন্দ সেন-গৃহে যাইয়া রহিলা।
চন্দনাদি তৈল তাঁহা এক মাত্রা[ক] কৈলা॥ ১০১
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরি[খ] ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া॥ ১০২
গোবিন্দের ঠাঁঞি তৈল ধরিয়া রাখিল।
'প্রভুর অঙ্গে দিও তৈল' গোবিন্দে কহিল॥ ১০৩
তবে প্রভু ঠাঁঞি গোবিন্দ নিবেদন কৈল।
জগদানন্দ আনিয়াছেন চন্দনাদি তৈল॥ ১০৪
তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত বায়ু ব্যাধি প্রকোপ শান্তি হঞা যায়॥ ১০৫
এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়েতে করিয়া।
ইঁহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া॥ ১০৬
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥ ১০৭
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ্বলে।
তাঁর পরিশ্রম হৈব পরম সফলে॥ ১০৮
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল॥ ১০৯
দিনদশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আর বার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল প্রভু করেন অঙ্গীকার॥ ১১০
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচনে।
মর্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দনে॥ ১১১
এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
আমার সর্বনাশ তোমা সভার পরিহাস॥ ১১২
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে।
'দারী সন্ন্যাসী'[গ] করি আমারে কহিবে॥ ১১৩
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু ঠাঁঞি আইলা॥ ১১৪
প্রভু কহে পণ্ডিত ! তৈল আনিল গৌড় হৈতে।
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে॥ ১১৫
জগন্নাথে দেহ লইয়া দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইব সফলে॥ ১১৬
পণ্ডিত কহে কে তোমাকে কহে মিথ্যাবাণী।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি॥ ১১৭
এত বলি ঘর হৈতে তৈল কলস লঞা।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥ ১১৮
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজঘরে গিয়া।
শুতিয়া[ঘ] রহিল ঘরে কপাট মারিয়া॥ ১১৯

[ক] এক মাত্রা—ষোলো সের।
[খ] গাগরি—কলসি।
[গ] দারী সন্ন্যাসী—স্ত্রীসঙ্গী লম্পট সন্ন্যাসী।
[ঘ] শুতিয়া—শয়ন করে।

তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা।
উঠহ পণ্ডিত ! করি কহেন ডাকিয়া॥ ১২০
'আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশনে॥' ১২১
এত বলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা॥ ১২২
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ-প্রক্ষালন করি দিলেন আসনে॥ ১২৩
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল॥ ১২৪
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী।
জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা আনি আগে ধরি॥ ১২৫
প্রভু কহে—দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন-ব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন॥ ১২৬
হস্ত তুলি রহিলা প্রভু, না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন॥ ১২৭
আপনি প্রসাদ লয়েন পাছে মুঞি লইমু।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু॥ ১২৮
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদু পাঞা কহিতে লাগিলা॥ ১২৯
ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে এত স্বাদ।
এই ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ॥ ১৩০
আপনে খাইব কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া॥ ১৩১
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন॥ ১৩২
পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্তা।
আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী-আহর্তা॥ ১৩৩
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে॥ ১৩৪
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ॥ ১৩৫
বার বার প্রভুর হয় উঠিবারে মন।
পুনঃ সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন॥ ১৩৬
কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায়েন সব ত্রাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে॥ ১৩৭
তবে প্রভু কহে করি বিনয় সম্মান।
দশগুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাধান॥ ১৩৮
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস[(ক)] মাল্যচন্দন॥ ১৩৯
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
আমার আগে আজ তুমি করহ ভোজনে॥ ১৪০
পণ্ডিত কহে প্রভু যাই করুন বিশ্রাম।
মুঞি এবে লইব প্রসাদ করি সমাধান॥ ১৪১
রসুয়ের[(খ)] কার্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ।
ইঁহা সভায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত॥ ১৪২
প্রভু কহে গোবিন্দ ! তুমি ইঁহাই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে॥ ১৪৩
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন॥ ১৪৪
তুমি শীঘ্র যাই কর পাদসম্বাহনে।
কহিও—পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে॥ ১৪৫
তোমারে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া॥ ১৪৬
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ।
সভারে বাঁটিয়া পণ্ডিত দিল ব্যঞ্জন ভাত॥ ১৪৭
আপনি প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ॥ ১৪৮
'জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র সমাচার তুমি কহিবে আমায়॥' ১৪৯
গোবিন্দ আসি দেখি কহিলা পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু স্বাস্থ্যে করিলা শয়ন॥ ১৫০

[(ক)]মুখবাস—মুখশুদ্ধির জন্য তুলসীপাতা বা লবঙ্গাদি।
[(খ)]রসুয়ের—রন্ধনের, রান্নার।

জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এই মতে।
'সত্যভামা কৃষ্ণে যেন' শুনি ভাগবতে॥ ১৫১
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহোই উপমা॥ ১৫২

জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত[ক] শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন॥ ১৫৩
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৫৪

[ক] প্রেমবিবর্ত—প্রেমের বৈচিত্রীর কথা অথবা প্রেমের গাঢ়তার কথা কিংবা প্রেমের বৈপরীত্য অর্থেও প্রযুক্ত হয়।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দতৈলভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে॥ ১

অন্বয়—যস্য মনস্তনূ (যাঁহার মন এবং দেহ) ; কৃষ্ণবিচ্ছেদ জাতার্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখে) ; ক্ষীণে চ অপি (ক্ষীণ হইয়াও) ; ভাবৈঃ ফুল্লতাং দধাতে (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ভাবসমূহ দ্বারা প্রফুল্লতা ধারণ করে) ; তং গৌরং আশ্রয়ে (সেই গৌরচন্দ্রকে আমি শরণ করি)।

অনুবাদ—যাঁর মন এবং দেহ কৃষ্ণবিরহের দুঃখে ক্ষীণ হয়েও কৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাবের দ্বারা প্রফুল্লতা ধারণ করে, আমি সেই শ্রীগৌরচন্দ্রের শরণাগত হই।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
হেন মতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।
নানামতে আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে॥ ২
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখে ক্ষীণ মন-কায়।
ভাবাবেশে তবু কভু প্রফুল্লিত হয়॥ ৩
কলার শরলা[ক]তে শয়ন ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায়॥ ৪
দেখি সব ভক্তগণের মহাদুঃখ হইল।
সহিতে নারে জগদানন্দ উপায় সৃজিল॥ ৫
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল।
শিমুলের তূলা দিয়া তাহা ভরাইল॥ ৬
এক তুলী গাণ্ডু[খ] গোবিন্দের হাতে দিল।
'প্রভুকে শোয়াইহ ইহায়' তাহাকে কহিল॥ ৭
স্বরূপকে কহে জগদানন্দ বিনয় বচন।
আজি আপনি যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন॥ ৮
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা।
তুলী-গাণ্ডু দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা॥ ৯
গোবিন্দেরে পুছে 'ইহা করাইল কোন্ জন'।
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন॥ ১০
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল।
কলার শরলার উপর শয়ন করিল॥ ১১
স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা কি কহিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি॥ ১২
প্রভু কহে খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥ ১৩
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমাকে খাট তুলী গাণ্ডু মস্তক মুণ্ডন॥ ১৪
স্বরূপ গোঁসাঞি আসি পণ্ডিতে কহিল।
শুনি জগদানন্দ মনে মহাদুঃখ পাইল॥ ১৫
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্ক পত্র আনিল অপার॥ ১৬
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্বাস দুইতে সে সব ভরিল॥ ১৭
এই মত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে[গ]।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে॥ ১৮
তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সভে সুখী।
জগদানন্দের ভিতরে ক্রোধ বাহিরে মহাদুঃখী॥ ১৯
পূর্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন, তাতে না পারে চলিতে॥ ২০
ভিতরের ক্রোধ দুঃখ, প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিল॥ ২১
প্রভু কহে মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগাইঞা তুমি হইবে ভিখারী॥ ২২
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ।
পূর্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন॥ ২৩
প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে না পারোঁ যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ অবশ্য যাইব নিশ্চিতে॥ ২৪

[ক]কলার শরলা — আস্ত কলাপাতার মধ্যবর্তী ডগা ; বাসনা।

[খ]তুলী গাণ্ডু—তোষক ও বালিশ।

[গ]ওড়ন পাড়নে — ওড়ন হল গায়ে দেওয়ার চাদর আর পাড়ন হল পাতবার জিনিস বা তোষক।

প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করে অঙ্গীকার।
তিঁহো প্রভু ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগে বার বার॥ ২৫
স্বরূপ গোঁসাঞির ঠাঁই পণ্ডিত কৈল নিবেদন।
পূর্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন॥ ২৬
প্রভু আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোধে 'যাহ' বলি॥ ২৭
সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয়।
প্রভু আজ্ঞা লঞা দেহ করিঞা বিনয়॥ ২৮
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে॥ ২৯
তোমার ঠাঁঞি আজ্ঞা এঁহো মাগে বারবার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার॥ ৩০
আই দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়॥ ৩১
স্বরূপ গোঁসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দে বোলাইঞা তাঁরে শিক্ষাইল॥ ৩২
বারাণসী পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ যাবে পথে।
আগে সাবধান, যাবে ক্ষত্রিয়াদি সাথে[ক]॥ ৩৩
কেবল গৌড়িয়া পাইলে 'বাটপাড়'[খ] করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে যাইবারে না দে॥ ৩৪
মথুরা গেলে সনাতন সঙ্গেই রহিবা।
মথুরার স্বামী সভার[গ] চরণ বন্দিবা॥ ৩৫
দূরে রহি ভক্তি করিহ সঙ্গে না রহিবা।
তাঁর সভার আচার-চেষ্টা লইতে না পারিবা॥ ৩৬
সনাতন সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ॥ ৩৭
শীঘ্র আসিহ তাঁহা না রহিও চিরকাল।
গোবর্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল॥ ৩৮
'আমিহ আসিতেছি' কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে॥ ৩৯
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ॥ ৪০
সব ভক্তগণ ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা॥ ৪১
তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর দুঁহারে মিলিলা।
তাঁর ঠাঁঞি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা॥ ৪২
মথুরা আসিয়া শীঘ্র মিলিলা সনাতনে।
দুই জনের সঙ্গে দোঁহে আনন্দিত মনে॥ ৪৩
সনাতন দর্শন করাইল তাঁরে দ্বাদশ বন[ঘ]।
গোকুলে রহিলা দোঁহে দেখি মহাবন॥ ৪৪
সনাতন গোফাতে দোঁহে রহে এক ঠাঁঞি।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই॥ ৪৫
সনাতন ভিক্ষা করেন যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণ সদনে॥ ৪৬
সনাতন পণ্ডিতের করেন সমাধান।
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্নপান॥ ৪৭
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত্য করি তিঁহো পাক চড়াইল॥ ৪৮
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্বাস তিঁহো দিল সনাতনে॥ ৪৯
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসাদ্বারে বসিলা আসিয়া॥ ৫০
রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাঁহারে পুছিলা॥[ঙ] ৫১
কাঁহা পাইলে এই তুমি রাতুল বসন।
মুকুন্দ সরস্বতী দিল, কহে সনাতন॥ ৫২
শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিল।
ভাতের হাণ্ডি লঞা তাঁরে মারিতে আইল॥ ৫৩

[ক]ক্ষত্রিয়াদি সাথে—ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধে পারদর্শী বলে তারা সঙ্গে থাকলে চোর-ডাকাতেরা আক্রমণ করতে ভয় পাবে।

[খ]বাটপাড়—যারা পথিকের উপর অত্যাচার করে দস্যুতা করে, তাদের বাটপাড় বলে।

[গ]মথুরার স্বামী সভার—ব্রজবাসীদের।

[ঘ]দ্বাদশ বন—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যবন, বহুলাবন, ভদ্রবন, খদিরবন, মহাবন, লোহবন, বেলবন, ভাণ্ডীরবন ও বৃন্দাবন।

[ঙ]রাতুল বস্ত্র—রক্তবর্ণ বস্ত্র।

প্রসাদ—প্রসাদী বস্ত্র।

সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইয়া।
বলিতে লাগিল হাণ্ডি চুলাতে ধরিয়া॥ ৫৪
তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥ ৫৫
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥ ৫৬
সনাতন কহে—সাধু ! পণ্ডিত মহাশয়।
চৈতন্যের তোমা সম প্রিয় কেহ নয়॥ ৫৭
ঐছে চৈতন্য-নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥ ৫৮
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব প্রেম প্রত্যক্ষ দেখিল॥ ৫৯
রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়[ক]।
কোন পরদেশিকে দিব কি কাজ ইহায়॥ ৬০
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুইজনে বসি তবে প্রসাদ পাইল॥ ৬১
প্রসাদ পাঞা অন্যোন্যে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্য বিরহে দোঁহে করেন ক্রন্দন॥ ৬২
এই মত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্য বিরহ-দুঃখ না যায় সহনে॥ ৬৩
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে।
'আমিহ আসিতেছি রহিতে করিহ একস্থানে॥' ৬৪
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেট বস্ত্র দিলা॥ ৬৫
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ক পিলুফল আর গুঞ্জামালা॥ ৬৬
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞা।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া॥ ৬৭
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান বিচারিল।
দ্বাদশ আদিত্য টিলায়[খ] মঠ এক পাইল॥ ৬৮

[ক]জুয়ায়—উচিত হয়।

[খ]দ্বাদশ আদিত্য টিলায় — শ্রীবৃন্দাবনে এখন যেখানে শ্রীমদন মোহনের পুরাতন শ্রীমন্দির আছে।

সেইস্থান রাখিল গোঁসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রহিল এক ছাউনি বান্ধিয়া॥ ৬৯
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ।
সব ভক্তসহ গোঁসাঞি পরম আনন্দ॥ ৭০
প্রভুর চরণ বন্দি সভারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥ ৭১
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল।
রাসস্থলীর বালু আদি সব ভেট দিল॥ ৭২
সব দ্রব্য রাখিল পিলু দিলেন বাঁটিয়া।
'বৃন্দাবনের ফল' বলি খাইল হৃষ্ট হঞা॥ ৭৩
যে কেহ জানে সেই আঁঠি সহিত গিলিল।
যে না জানে গৌড়িয়া পিলু চিবাঞা খাইল॥ ৭৪
মুখে তার ছাল গেল জিহ্বায় পড়ে লালা।
বৃন্দাবনের পিলু খাইতে এই এক খেলা॥ ৭৫
জগদানন্দের আগমনে সভার উল্লাস।
এই মতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস॥ ৭৬
একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে।
সেই কালে দেবদাসী[গ] লাগিলা গাইতে॥ ৭৭
গুর্জরী রাগ[ঘ] লঞা সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগ-মন হরে॥ ৭৮
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
'স্ত্রী পুরুষ কেবা গায়' — না জানে বিশেষ॥ ৭৯
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে শিজের বাড়ি[ঙ] হয় ফুটিয়া চলিলা॥ ৮০
অঙ্গে কাঁটা লাগিল ইহা কিছু না জানিলা।
আস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা॥ ৮১
ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
'স্ত্রী গায়' বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে॥ ৮২

[গ]দেবদাসী—শ্রীজগন্নাথের চরণে উৎসর্গীকৃতা অবিবাহিতা স্ত্রীলোক — যারা জগন্নাথদেবের সাক্ষাতে নৃত্যকীর্তন করেন।

[ঘ]গুর্জরী রাগ—সংগীতে এক রকম রাগ।

[ঙ]শিজের বাড়ি—মনসা নামক কাঁটাযুক্ত গাছের বেড়া।

স্ত্রীনাম শুনি প্রভুর বাহ্য হৈলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি[ক] চলিলা॥ ৮৩
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ॥ ৮৪
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে জগন্নাথ রাখে মুঞি কোন্ ছার॥ ৮৫
প্রভু কহে তুমি মোর সঙ্গেই রহিবা।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা॥ ৮৬
এত বলি নেউটি[খ] প্রভু গেলা নিজ স্থানে।
শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদি মনে॥ ৮৭
এথা তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্বকার্য॥ ৮৮
কাশী হৈতে চলিলা তিঁহো গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি বহিঞা॥ ৮৯
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ[গ] তিঁহো রাজার বিশ্বাস॥ ৯০
সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব, রঘুনাথ উপাসক॥ ৯১
অষ্ট প্রহর রামচন্দ্র জপে রাত্রিদিনে।
সর্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথ দরশনে॥ ৯২
রঘুনাথ ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথায় করি বহিয়া চলিলা॥ ৯৩
নানা সেবা করি করে পাদ-সম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন॥ ৯৪
তুমি বড় লোক পণ্ডিত মহাভাগবতে।
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথে॥ ৯৫
রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজ ধর্ম॥ ৯৬
সঙ্কোচ না কর তুমি আমি তোমার দাস।

[ক]বাহুড়ি—ফিরে।

[খ]নেউটি—ফিরে।

[গ]বিশ্বাসখানার কায়স্থ—রামদাস বিশ্বাস জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাসখানা নামক বিভাগের কর্মচারী ছিলেন।

তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস॥ ৯৭
এত বলি ঝালি বহে করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারক-মন্ত্র জপে রাত্রিদিনে॥ ৯৮
এই মতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে যাই মিলিলা কুতূহলে॥ ৯৯
দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ জানি কৈলা আলিঙ্গনে॥ ১০০
মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা।
মহাপ্রভু তাঁ সভার বার্তা পুছিলা॥ ১০১
ভাল হৈল আইলে, দেখ কমললোচন।
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ ভোজন॥ ১০২
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইলা॥ ১০৩
এই মত প্রভুর সঙ্গে রহিলা অষ্ট মাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাঢ়য়ে উল্লাস॥ ১০৪
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥ ১০৫
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥ ১০৬
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশেষ পাত্র ভট্টের লক্ষণ॥ ১০৭
রামদাস প্রথম যবে প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা॥ ১০৮
অন্তরে মুমুক্ষু[ঘ] তিঁহো বিদ্যাগর্ববান্।
সর্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান্॥ ১০৯
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে[ঙ] পড়ায় কাব্যপ্রকাশ॥ ১১০
অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিবাহ না করিহ' বলি নিষেধ করিলা॥ ১১১
বৃদ্ধ মাতা পিতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত করহ অধ্যয়ন॥ ১১২
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।

[ঘ]মুমুক্ষু—মুক্তিকামী ; ভক্তিকামী নন।

[ঙ]গোষ্ঠীকে—পুত্রাদিকে।

এত বলি কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে॥ ১১৩
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥ ১১৪
স্বরূপাদি ভক্ত ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাঞা॥ ১১৫
চারি বৎসর ঘরে পিতা মাতা সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঁঞি ভাগবত পঢ়িলা॥ ১১৬
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঁঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া॥ ১১৭
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা॥ ১১৮
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ ! যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন স্থানে॥ ১১৯
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥ ১২০
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥ ১২১
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটাপান বিঁড়া[ক] মহোৎসবে পাঞাছিলা॥ ১২২
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা।
'ইষ্টদেব' করি মালা ধরিয়া রাখিলা॥ ১২৩
প্রভু-ঠাঁঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন।
আশ্রয় করিলা আসি রূপসনাতন॥ ১২৪
রূপগোঁসাঞির সভাতে করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥ ১২৫
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠরোধে বাষ্প[খ] না পারে পঢ়িতে॥ ১২৬
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥ ১২৭
কৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে॥ ১২৮
গোবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যাহার প্রাণ-ধন॥ ১২৯
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দ-মন্দির করাইল।
বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥[গ] ১৩০
গ্রাম্যবার্তা[ঘ] নাহি শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥ ১৩১
বৈষ্ণবের নিন্দকর্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এই মাত্র জানে॥ ১৩২
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ[ঙ] বান্ধিলেন গলে॥ ১৩৩
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এই ত কহিল তাতে চৈতন্য কৃপাফল॥ ১৩৪
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান শ্রবণ॥ ১৩৫
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-প্রেমফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল॥ ১৩৬
যে এই সব কথা শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি॥ ১৩৭
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৩৮

[ক]ছুটাপান বিঁড়া—ছুটা নামক পানের খিলি।

[খ]নেত্র কণ্ঠরোধে বাষ্প — বাষ্প অর্থাৎ নেত্রজল ; রঘুনাথ ভট্টের চক্ষু এবং কণ্ঠকে রোধ করায় তিনি আর ভাগবত পড়তে পারলেন না।

[গ]রঘুনাথ ভট্ট তাঁর ধনী শিষ্য জয়পুরাধিপতি মহারাজ মানসিংহকে বলে শ্রীগোবিন্দ মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অপূর্ব সুন্দর মন্দির বৃন্দাবনে এখনও বিদ্যমান আছে।

[ঘ]গ্রাম্যবার্তা—বৈষয়িক কথা।

[ঙ]প্রসাদ কড়ার সহ—প্রসাদী চন্দনসহ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দবৃন্দাবনগমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্‌ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা॥ ১

অন্বয়— কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জনিত বিভ্রমবশে) ; মনসা বপুষা ধিয়া (মন-দেহ এবং বুদ্ধিদ্বারা) ; গৌরাঙ্গঃ যৎ যৎ ব্যধত্ত (শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা যাহা বিধান করিয়াছিলেন) ; অধুনা তল্লেশঃ কথ্যতে (এখন তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বলা হইতেছে)।

অনুবাদ— শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিভ্রান্ত হয়ে মন, দেহ ও বুদ্ধিদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ যা যা করেছিলেন, এখন তার কিছু কিছু বলা হচ্ছে।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ॥ ১
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য জয় গৌরপ্রিয়তম॥ ২
জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য বর্ণন॥ ৩
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥ ৪
বুঝিতে না পারে যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥ ৫
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা-প্রকাশ॥ ৬
সেই কালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্তা রহে দূরদেশে॥ ৭
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা গ্রন্থন॥ ৮
স্বরূপ সূত্রকর্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার[ক]॥ ৯
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবেতে জ্ঞান পাইবে প্রেমধন॥ ১০

[ক]পাঁজি-টীকা-ব্যবহার— লীলার প্রস্তাবনা ও টীকা করে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করব।

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥ ১১
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ[খ]॥ ১২
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান॥ ১৩
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥ ১৪

তথাহি— উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবপ্রকরণে (১৩৭) শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে।
উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥ ২

অন্বয়— কাম্ অপি (কোনো এক অনির্বচনীয়) ; গতিং উপেয়ুষঃ (বৈচিত্রীপ্রাপ্ত) ; এতস্য মোহনাখ্যস্য ভ্রমাভা (এই মোহন নামক ভাবের ভ্রমসদৃশী) ; কাপি বৈচিত্রী (কোনো এক অদ্ভুত বৈচিত্রী) ; দিব্যোন্মাদঃ ইতি ঈর্যতে (ইহা দিব্যোন্মাদ কথিত হয়) ; উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র জল্পাদ্যাঃ (উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প প্রভৃতি) ; বহবঃ তদ্ভেদাঃ মতাঃ (তাহার অনেক ভেদ কথিত হয়)।

অনুবাদ— কোনো এক অনির্বচনীয় বৃত্তিপ্রাপ্ত মোহন নামক ভাবের ভ্রমসদৃশী অদ্ভুত বৈচিত্রীকে দিব্যোন্মাদ বলে। এই দিব্যোন্মাদের উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেক রকমের ভেদ আছে।

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে, দেখেন স্বপন॥ ১৫
ত্রিভঙ্গ সুন্দর-দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥ ১৬
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১৭
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।

[খ]উন্মাদ বিলাপ— দিব্যোন্মাদজনিত চিত্রজল্পাদি।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা॥ ১৮
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে স্বপ্ন জ্ঞান হইল প্রভু দুঃখী হৈলা॥ ১৯
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন॥ ২০
যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে॥ ২১
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥ ২২
দেখি গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জিলা।
তাঁরে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥ ২৩
'আদিবশ্যা ! এই স্ত্রীকে না কর বর্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥' ২৪
আস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রী ভূমিতে নামিলা।
মহাপ্রভুকে দেখি চরণ বন্দন করিলা॥ ২৫
তার আর্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥ ২৬
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥ ২৭
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দোঁ ইহাঁর পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমারো বা হয়॥ ২৮
পূর্বে যবে আসি কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২৯
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখে সর্বত্র মুরলীবদন॥ ৩০
এবে যদি স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল॥ ৩১
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন।
কাঁহা কুরুক্ষেত্র আইলাম কাঁহা বৃন্দাবন॥ ৩২
প্রাপ্তরত্ন হারাইলা ঐছে ব্যগ্র হইলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা॥ ৩৩
ভূমির উপরে বসি নিজ নখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে॥ ৩৪
পাইলুঁ বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইলুঁ।
কে মোরে নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুঞি আইলুঁ॥ ৩৫
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন।
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইল ধন॥ ৩৬
উন্মত্তের প্রায় কভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান-ভোজনকৃত্য॥ ৩৭
রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দে লঞা।
আপন মনের বার্তা কহে উঘাড়িয়া[ক]॥ ৩৮

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥ ৩

অন্বয়— প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ (শ্রীকৃষ্ণরূপ ধনকে প্রথমে প্রাপ্ত হইয়া পরে হারাইয়া) ; মে আত্মা (আমার মন) ; বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহ (বিষাদে দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া) ; গৃহীত-কাপালিকধর্মকঃ (কাপালিক ধর্ম গ্রহণপূর্বক) ; সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ (ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সহিত) ; বৃন্দাবনং যযৌ (বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে)।

অনুবাদ— আমার মন শ্রীকৃষ্ণরূপ ধনকে প্রথমে পেয়ে পরে হারিয়েছে ; তাই বিষাদে দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করে কাপালিক ধর্ম গ্রহণ করে ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবর্গের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে চলে গেছে।

যথা রাগঃ—

প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া, তার গুণ সোঙরিয়া[খ],
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরিহরি,
ধৈর্য গেল হইল চপল॥ ৩৯
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী॥ ৪০
কৃষ্ণলীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল,

[ক] উঘাড়িয়া—প্রকাশ করে।
[খ] সোঙরিয়া—স্মরণ করে।

গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কানে পরি, তৃষ্ণা-লাউ-থালি ধরি,
আশা-ঝুলি কান্ধের উপর॥[ক] ৪১
চিন্তা-কাঁন্থা উড়ি গায়, ধূলিবিভূতিমলিনকায়,
'হাহা কৃষ্ণ' প্রলাপ উত্তর।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলনি মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর॥ ৪২
ব্যাসশুকাদি যোগিজন, কৃষ্ণআত্মানিরঞ্জন[খ],
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জা পড়ে অনুক্ষণ॥ ৪৩
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, 'মহা বাউল' নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন,[গ] বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥ ৪৪
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন,[ঘ] ফল মূল পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে॥ ৪৫
কৃষ্ণগুণ রূপরস, গন্ধ শব্দ পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সভার গ্রাস শেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন॥ ৪৬
শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাসকৃষ্ণধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥ ৪৭
মন কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশদশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাইঞা,
শূন্য মোর শরীর আলয়॥ ৪৮
কৃষ্ণের বিয়োগে, গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥[ঙ] ৪৯

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদপ্রকরণে
৬৪ শ্লোকঃ

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥ ৪

অন্বয়—অত্র (ইহাতে—প্রবাসাখ্য-বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে) ; চিন্তা জাগরঃ (চিন্তা, জাগরণ) ; উদ্বেগঃ, তানবং, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপঃ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যুঃ [ইতি] দশ দশাঃ [উক্তাঃ]।

অনুবাদ—মাথুর-প্রবাসজনিত শ্রীকৃষ্ণবিরহে—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব (কৃশতা), মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশটি দশা হতে দেখা যায়।

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মনে॥ ৫০
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িয়ে লাগিলা॥ ৫১
স্বরূপ গোঁসাঞি করে কৃষ্ণলীলা-গান।
দুই জনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্য জ্ঞান॥ ৫২
এই মত অর্ধ রাত্রি কৈল নির্বাহণ।
ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন॥ ৫৩

[ক]কাপালিক অর্থাৎ যোগিগণ যে সমস্ত বেশভূষা ধারণ ও আচরণ করে থাকেন, যেমন যোগিগণ কর্ণে শঙ্খ-কুণ্ডল ধারণ করেন, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি ও হাতে থালি নিয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তারপর ভিক্ষালব্ধ বস্তু থালি থেকে ঝুলিতে রেখে দেন ; তেমনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোরূপ যোগীও কৃষ্ণকথারূপ শঙ্খ-কুণ্ডল ধারণ করে কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের লালসারূপ থালি হাতে এবং কখন কোথায় সেই মাধুর্য পাওয়া যাবে—এই আশারূপ ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়ান।

[খ]কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন—পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।

[গ]স্বসদন—নিজগৃহ।

[ঘ]ভিক্ষাটন— ভিক্ষার জন্য গমন। বৃত্তি—জীবিকা নির্বাহের জন্য আচরণ।

[ঙ]দশদশা — চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, অঙ্গের মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু (মূর্চ্ছা) —এই দশটি দশা প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে (বিরহে) উদিত হয়।

রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ দুই শুইল দুয়ারে॥ ৫৪
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন॥ ৫৫
প্রভুর শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কবাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে॥ ৫৬
চিন্তিত হইল সভে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সবে দেউটি[ক] জ্বালিয়া॥ ৫৭
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঁঞি।
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্য গোঁসাঞি॥ ৫৮
দেখি স্বরূপ গোঁসাঞিআদি আনন্দিত হইলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিত হইলা॥ ৫৯
প্রভু পড়ি আছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥ ৬০
এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম মাত্র আছে তাত॥ ৬১
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি[খ] ভিন্ন হইয়াছে তত॥ ৬২
চর্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া॥ ৬৩
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান[গ]।
দেখিতেই সব ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ॥ ৬৪
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কানে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা॥ ৬৫
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
'হরিবোল' বলি প্রভু গর্জিয়া উঠিলা॥ ৬৬
চেতন হইতে অস্থিসন্ধি সকল লাগিল।
পূর্ব প্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল॥ ৬৭
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।

[ক]দেউটি—মশাল।

[খ]এক এক বিতস্তি—এক এক বিঘত।

[গ]উত্তান নয়ান—ঊর্ধ্বনেত্র ; চোখের তারা উপরে উঠে যাওয়া।

গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥ ৬৮

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ
চতুর্থ শ্লোকঃ

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুণ্ঠন ভূমৌ কাক্বা বিকল বিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৫

অন্বয়—ক্বচিৎ মিশ্রাবাসে (কোনো সময়ে কাশীমিশ্র ভবনে) ; ব্রজপতিসুতস্য উরুবিরহাৎ (ব্রজেন্দ্রনন্দনের দারুণ বিরহে) ; শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিতাৎ (অঙ্গের শোভা ও সন্ধি শিথিল হওয়াতে) ; ভুজপদোঃ অধিক দৈর্ঘ্যং দধৎ (বাহু ও পদের অধিকতর দৈর্ঘ্য ধারণকারী) ; ভূমৌ লুণ্ঠন (ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া) ; বিকলবিকলং কাক্বা গদ্গদবচা (অতি কাতরভাবে গদগদ কাকু বাক্যে) ; রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গঃ (রোদনকারী শ্রীগৌরাঙ্গ) ; হৃদয়ে উদয়ন মাং মদয়তি (হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিয়াছেন)।

অনুবাদ—কোনো একদিন কাশীমিশ্রের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের দারুণ বিরহে অঙ্গের শোভা ও সন্ধিস্থানগুলি শিথিল হওয়ায় যাঁর হাত ও পা অধিকতর দীর্ঘ হয়েছিল এবং সেই অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অত্যন্ত কাতরতার সঙ্গে যিনি গদগদ কাকু বাক্যে রোদন করেছিলেন—সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে পাগল করে তুলছেন।

সিংহদ্বার দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
কাঁহা কর কিবা এই[ঘ] স্বরূপে পুছিল॥ ৬৯
স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজঘর।
তথাই তোমারে সব করিব গোচর॥ ৭০
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা।
তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা॥ ৭১
শুনি মহাপ্রভুর বড় হইল চমৎকার।
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥ ৭২

[ঘ]কাঁহা কর কিবা এই—আমরা এখন কোথায় ? তোমরা এখানে কী কর ?

সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া করে অন্তর্ধান॥ ৭৩
হেনকালে জগন্নাথের পাণিশঙ্খ বাজিলা।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেলা॥ ৭৪
এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥ ৭৫
লোকে নাহি দেখে ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি॥ ৭৬
শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতরলোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥ ৭৭
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥ ৭৮
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটক পর্বত[ক] দেখিলেন আচম্বিতে॥ ৭৯
গোবর্ধন-শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা॥ ৮০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮) শ্লোকঃ

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো
যদ্ রাম-কৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দর-কন্দমূলৈঃ॥ ৫

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৫৯)]

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে॥ ৮১
ফুকার পড়িল[খ] মহাকোলাহল হৈল।
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল॥ ৮২
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর॥ ৮৩
পুরী ভারতী গোঁসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবান্ আচার্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে॥ ৮৪
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভ-ভাব পথে হৈল চলিতে নাহি শক্তি॥ ৮৫
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥ ৮৬
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার[গ]॥ ৮৭
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গাযমুনাধার॥ ৮৮
বৈবর্ণে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ॥ ৮৯
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা॥ ৯০
করোয়ার[ঘ] জলে করে সর্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্বাস লঞা করে অঙ্গসংবীজন॥ ৯১
স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা॥ ৯২
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক[ঙ]-বিকার।
আশ্চর্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার॥ ৯৩
উচ্চ সংকীর্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গসম্মার্জনে॥ ৯৪
এইমত বহুবার করিতে করিতে।
হরিবোল বলি প্রভু উঠিলা আচম্বিতে॥ ৯৫
আনন্দে বৈষ্ণব সভে বলে 'হরি হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দিক ভরি॥ ৯৬
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেহিতে চাহে তাহা দেখিতে না পায়॥ ৯৭
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্ধবাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোঁসাঞিকে কিছু পুছিতে লাগিল॥ ৯৮

[ক]চটক পর্বত — শ্রীনীলাচলে অবস্থিত একটি পর্বতের নাম। এর বর্তমান নাম চিরাই বা সিরাই ; এই চিরাইতে এখনও বালির ঢিবি দেখতে পাওয়া যায়।

[খ]ফুকার পড়িল—চিৎকার শব্দ হল।

[গ]উচ্চার—উচ্চারণ।

[ঘ]করোয়ার—কমণ্ডলুর। অঙ্গসংবীজন—দেহে বাতাস দেওয়া।

[ঙ]অষ্ট সাত্ত্বিক—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

গোবর্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥ ৯৯
ইঁহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্ধন।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণ॥ ১০০
গোবর্ধন চড়ি কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥ ১০১
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর রূপ ভাব সখি বর্ণিতে না জানি॥ ১০২
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে[ক]।
সখিগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে॥ ১০৩
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইঁহা লঞা আইলা॥ ১০৪
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলুঁ দেখিতে॥ ১০৫
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন॥ ১০৬
হেনকালে আইলা পুরী ভারতী দুইজন।
দোঁহে দেখি মহাপ্রভুর হৈল সংভ্রম॥ ১০৭
নিপট্ট বাহ্য[খ] হৈল, প্রভু দোঁহাকে বন্দিলা।
মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেম আলিঙ্গন কৈলা॥ ১০৮
প্রভু কহে দোঁহে কেনে আইলা এতদূরে।
পুরী গোঁসাঞি কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে॥ ১০৯
লজ্জিত হইল প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রের আড়ে[গ] আইলা সব বৈষ্ণব সনে॥ ১১০
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সভা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা॥ ১১১
এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব।

[ক]কন্দরাতে—পর্বতের গহ্বরে।
[খ]নিপট্ট বাহ্য—সম্পূর্ণ বহির্দশা।
[গ]সমুদ্রের আড়ে—সমুদ্রের তীরে স্নানের ঘাটে।

ব্রহ্মাদি কহিতে নারে যাহার প্রভাব॥ ১১২
চটকগিরি গমন-লীলা রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥ ১১৩

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ অষ্টমাঙ্কে

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনাদয়ে
গোষ্ঠে গোবর্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্মাং উদয়তি॥ ৭

অন্বয় — নীলাদ্রেঃ সমীপে (নীলাচলের নিকটে) ; চটকগিরিরাজস্য কলনাৎ (চটক গিরিরাজের দর্শনে) ; অয়ে (ওহে বান্ধবগণ) ; গোষ্ঠে (ব্রজে) ; গোবর্ধন গিরিপতিং লোকিতুং (গিরিরাজ গোবর্ধনকে দেখিতে) ; ইতঃ ব্রজন্ অস্মি (এস্থান—শ্রীক্ষেত্র হইতে যাইতেছি) ; ইত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব (এই বলিয়া প্রমত্তের ন্যায়) ; ধাবন্ স্বৈঃ গণৈঃ অবধৃতঃ (ধাবমান হইয়া নিজগণ কর্তৃক ধৃত) ; গৌরাঙ্গঃ (শ্রী গৌরাঙ্গদেব) ; হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন)।

অনুবাদ — নীলাচলের কাছে চটক নামক পর্বতকে দেখতে পেয়ে 'হে বান্ধবগণ ! ব্রজে গিরিরাজ গোবর্ধনকে দর্শন করবার নিমিত্ত আমি এস্থান (শ্রীক্ষেত্র) হতে গমন করছি' — এই কথা বলে যিনি পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় যিনি তাঁর নিজের লোকের দ্বারা (ভক্তগণের দ্বারা) ধৃত (নিবারিত) হয়েছিলেন — সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে পাগল করে তুলছেন।

এবে যত কৈল প্রভু অলৌকিক লীলা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা॥ ১১৪
সংক্ষেপ কহিয়া করি দিগ্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ১১৫
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১১৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরিগমনরূপ-দিব্যোন্মাদ-বর্ণনং নাম চতুর্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্যাদা ভুবি দর্শিতা॥ ১

অন্বয়—দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ (দুর্বোধ কৃষ্ণপ্রেমসাগরে) ; নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা (নিমগ্ন ও ভাসমানচিত্ত) ; গৌরেণ হরিণা (শ্রীগৌরহরি দ্বারা) ; ভুবি প্রেমমর্যাদা দর্শিতা (পৃথিবীতে প্রেমের সীমা প্রদর্শিত হইয়াছে)।

অনুবাদ— কৃষ্ণপ্রেমের দুর্বোধ সাগরে নিমগ্ন ও ভাসমান চিত্ত শ্রীগৌরহরি পৃথিবীতে কৃষ্ণপ্রেমের চরম সীমা দেখিয়ে গেছেন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ কলেবর॥ ১
জয়াদ্বৈতাচার্য কৃষ্ণচৈতন্য প্রিয়তম।
জয় জয় শ্রীনিবাস আদি ভক্তগণ॥ ২
এইমতে মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্তি নাহি, রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে॥ ৩
কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্ধ বাহ্যস্ফূর্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্তি তিন রীতে প্রভুর স্থিতি॥ ৪
স্নান দর্শন ভোজন দেহস্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥ ৫
একদিন করে প্রভু জগন্নাথ-দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ৬
একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ(*)।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ॥ ৭
এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে॥ ৮
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিলা।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইলা॥ ৯
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জনে লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥ ১০
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহেন আপন উৎকণ্ঠা কারণ॥ ১১
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকার্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ॥ ১২

তথাহি।— গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৩ শ্লোকঃ

সৌন্দর্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-
চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্মরম্যবচনঃ
কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ
পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ
পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে॥ ২

অন্বয়—হে আলি (হে সখি !) ; সৌন্দর্যামৃত-সিন্ধুভঙ্গললনা চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ (রমণীগণের মনরূপ পর্বতকে যাঁহার সৌন্দর্যরূপ অমৃত-সাগরের তরঙ্গ প্লাবিত করে) ; কর্ণানন্দিসনর্মরম্যবচনঃ (যাঁহার মধুর পরিহাস-বাক্য কর্ণের আনন্দ দান করে) ; কোটীন্দু-শীতাঙ্গকঃ (যাঁহার অঙ্গ কোটি চন্দ্র হইতেও সুশীতল) ; সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ (যাঁহার দেহের সৌরভে জগৎ যেন অমৃত-বন্যায় প্লাবিত হয়) ; পীযূষরম্যাধরঃ (যাঁহার অধর অমৃত হইতে মধুর) ; সঃ শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ (সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) ; বলাৎ (বলপূর্বক) ; মে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি কর্ষতি (আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করিতেছেন)।

অনুবাদ — হে সখি ! যাঁর সৌন্দর্য সুধার সাগরের ঢেউ রমণীর হৃদয়-গিরিকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়, যাঁর মধুর পরিহাস-বাক্য কানে আনন্দ দান করে, যাঁর অঙ্গ চাঁদের চেয়েও সুশীতল, যাঁর দেহসৌরভের অমৃত-বন্যায় জগৎ প্লাবিত, যাঁর অধর অমৃত থেকেও মধুর—সেই নন্দসুত কৃষ্ণ আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সজোরে আকর্ষণ করছেন।

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ্য অধর-রস,

(*)পঞ্চগুণ—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি গুণ।

যার মাধুর্য কথন না যায়।
দেখি লোভী পঞ্চজন[ক], এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পাঁচে পাঁচ দিকে ধায়॥ ১৩
সখি হে ! শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুপণ[খ],
সভে করে হরে পরধন॥ ১৪
এক অশ্ব এককক্ষণে, পাঁচে[গ] পাঁচদিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে যায়।
এককালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহনে না যায়॥ ১৫
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সভার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি-পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন॥ ১৬
কৃষ্ণরূপামৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু,
এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তারা চিত্ত উচ্চগিরি,
তাহে ডুবায় আগে উঠি ধায়॥ ১৭
কৃষ্ণবচন-মাধুরী, নানারস নর্মধারী[ঘ],
তার অন্যায় কহন না যায়।
জগতের নারী কানে, মাধুরীগুণে বাঁন্ধি টানে,
টানাটানি কানের প্রাণ যায়॥ ১৮
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন[ঙ]।
সশৈল নারীর বক্ষ,[চ] তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন॥ ১৯
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্য ভর, মৃগমদ মদহর[ছ],
নীলোৎপলের হরে গর্বধন।
জগৎ নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণের করে আকর্ষণ॥ ২০
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহেত কর্পূর-মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্যে হরে নারী মন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন॥ ২১
এত কহি গৌরহরি, দুই জনের কণ্ঠ ধরি,
কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥ ২২
এই মত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥ ২৩
সেই দুই জন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন॥ ২৪
কর্ণামৃত[জ] বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥ ২৫
এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্র-তীরে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাঁহা দেখে আচম্বিতে॥ ২৬
বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে[ঝ] তাঁহা কৃষ্ণে অন্বেষিয়া॥ ২৭
রাসে কৃষ্ণ রাধা লঞা অন্তর্ধান কৈলা।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা॥ ২৮
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথা॥ ২৯

[ক]পঞ্চজন—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়।

পাঁচ দিকে ধায়—রূপ-রসাদি পাঁচটি আস্বাদ্য বস্তুর দিকে ধাবিত হয়।

[খ]দস্যুপণ—দস্যুগণের প্রতিজ্ঞা।

[গ]পাঁচে—পঞ্চেন্দ্রিয়।

[ঘ]নানারস নর্মধারী—শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ রসপূর্ণ পরিহাসময় বাক্য।

[ঙ]ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন — শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের শীতলতার কাছে কোটি কোটি চন্দ্রের এবং চন্দনের শীতলতাও পরাজিত।

[চ]সশৈল নারীর বক্ষ — যুবতী রমণীর স্তনযুক্ত বক্ষ পর্বতের মতো উন্নত।

[ছ]মৃগমদ মদহর—কস্তুরীর গর্বহরণকারী।

[জ]কর্ণামৃত—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ।

[ঝ]বুলে—ভ্রমণ করে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৯)

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ ৩

অন্বয়— **চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্রকদম্বনীপাঃ** (হে চূত, পিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ !) ; **পরার্থভবকাঃ** (পরোপকারের জন্য যাহাদের জন্ম) ; **যে অন্যে যমুনোপকূলাঃ** (অন্য যে সমস্ত যমুনাতীরবাসী বৃক্ষগণ !) ; **রহিতাত্মনাং নঃ** (শূন্যহৃদয় আমাদের) ; **কৃষ্ণপদবীং শংসন্তু** (শ্রীকৃষ্ণের গমন পথ বলিয়া দাও)।

অনুবাদ—রাসরজনীতে কৃষ্ণবিরহা কাতরা গোপীগণ বললেন — 'হে রসাল ! হে পিয়াল ! হে পনস ! হে অসন ! হে কোবিদার ! হে জম্বু ! হে অর্ক ! হে বিল্ব ! হে বকুল ! হে আম্র ! হে কদম্ব ! হে নীপ ! হে যমুনা তীরের অন্যান্য তরুগণ ! পরোপকারের জন্যই তোমাদের জন্ম ; কৃষ্ণকে হারিয়ে আমরা আত্মহারা হয়েছি— আমাদের কৃষ্ণের গমনপথ বলে দাও।

তথাহি—তত্রৈব ৭ শ্লোকঃ

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥ ৪

অন্বয়—**তুলসি** (হে তুলসি) ; **কল্যাণি** (হে কল্যাণি) ! ; **গোবিন্দচরণপ্রিয়ে** (হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে !) ; **অলিকুলৈঃ ত্বা** (ভ্রমরবৃন্দের সহিত বিদ্যমান তোমাকে) ; **বিভ্রৎ** (ধারণ করিয়া) ; **তে অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ** (তোমার অত্যন্ত প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ) ; **তে কচ্চিৎ দৃষ্টঃ** (তোমা কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে কি) ?

অনুবাদ— হে তুলসি ! হে কল্যাণি ! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ! যিনি ভ্রমরগণের সঙ্গে বিদ্যমান তোমাকে ধারণ করেছেন, তোমার অতিপ্রিয় সেই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে কি তুমি দেখেছ ?

তথাহি—তত্রৈব ৮ শ্লোকঃ

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥ ৫

অন্বয়— **মালতি** (হে মালতি !) ; **মল্লিকে** (হে মল্লিকে) ; **জাতি** (হে জাতি !) ; **যূথিকে** (হে যূথিকে !) ; **করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং** (করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের প্রীতি) ; **জনয়ন্ যাতঃ** (জন্মাইয়া গিয়াছেন যিনি, সেই) ; **মাধবঃ বঃ কচিৎ অদর্শি** (মাধব শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের দ্বারা কি দৃষ্ট হইয়াছেন) ?

অনুবাদ—হে মালতি ! হে মল্লিকে ! হে জাতি ! হে যূথিকে ! মাধব করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের আনন্দ দিয়ে এই পথেই গমন করেছেন কি ? তোমরা কি তাঁকে দেখেছ ?

আম্র, পনস[ক], পিয়াল, জম্বু, কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে কর পর-উপকার॥ ৩০
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা, পাইলে দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥ ৩১
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
এ সব পুরুষ জাতি কৃষ্ণের সখার সমান॥ ৩২
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়।
এই স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীর প্রায়॥ ৩৩
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পাইয়াছে দর্শনে।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে॥ ৩৪
তুলসী, মালতী, যূথি, মাধবী, মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে॥ ৩৫
তুমি সব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সভে রাখহ পরাণ॥ ৩৬
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
'এ ত কৃষ্ণদাসী' ভয়ে না কহে আমারে॥ ৩৭
আগে মৃগীগণ দেখি কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া॥ ৩৮

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।১১)

অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি ! সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥ ৬

[ক]পনস—কাঁঠাল।

অন্বয়—**সখি** (হে সখি!) ; **এণপত্নি** (মৃগপত্নি !) ; **প্রিয়য়া** (প্রিয়ার—শ্রীরাধার সহিত) ; **গাত্রৈঃ বঃ** (গাত্র দ্বারা তোমাদের) ; **দৃশাং সুনির্বৃতিং তন্বন্** (নয়ন সমূহের পরমানন্দ বিস্তার করিয়া) ; **অচ্যুতঃ ইহ উপগতঃ অপি** (শ্রীকৃষ্ণ এই উপবনে আসিয়াছিলেন কি) ?

অনুবাদ—হে সখি মৃগপত্নি ! প্রিয়ার (শ্রীরাধার) সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের মনোহর অঙ্গের দ্বারা তোমাদের নয়নের পরম আনন্দ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি এই বনে এসেছিলেন ? এখানকার বাতাসে তাঁর কুন্দমালার গন্ধ, আর সে গন্ধে মিশেছে কুঙ্কুমের গন্ধ। কান্তাকে আলিঙ্গন করায় কান্তার বক্ষস্থলের কুঙ্কুমের রঙে রঞ্জিত হয়েছিল কৃষ্ণের কুন্দফুলের মালা।

কহ মৃগী, রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা নাহিক অন্যথা॥ ৩৯
রাধা-প্রিয়সখী আমরা নহি বহিরঙ্গ।
দূর হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গ-সঙ্গ॥ ৪০
রাধাঙ্গ-সঙ্গমে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত।
কৃষ্ণ কুন্দমালা গন্ধে বায়ু সুবাসিত॥ ৪১
কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেলা ইঁহো[ক] বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী॥ ৪২
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফল ভরে।
শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে॥ ৪৩
কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার।
কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্ধার॥ ৪৪

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।১২)

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ৭

অন্বয়—**তরবঃ** (হে তরুগণ !) ; **মদান্ধৈঃ তুলসিকালিকুলৈঃ** (তুলসীবনস্থিত মদান্ধ ভ্রমরগণ কর্তৃক) ; **অন্বীয়মানঃ** (অনুসৃত হইয়া) ; **রামানুজঃ ! প্রিয়াংসে বাহুং উপধায়** (রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীর স্কন্ধে বামবাহু স্থাপন পূর্বক) ; **গৃহীতপদ্মঃ** (দক্ষিণ হস্তে পদ্মধারণ পূর্বক) ; **ইহ চরন্** (এই বনে বিচরণ করিতে করিতে) ; **বঃ প্রণামং** (তোমাদের প্রণামকে) ; **প্রণয়াবলোকৈঃ কিংবা অভিনন্দতি** (প্রীতিপূর্ব দৃষ্টি দ্বারা কি অঙ্গীকার করিয়াছেন) ?

অনুবাদ—কৃষ্ণান্বেষণ পরায়ণা গোপীগণ ফলভারাবনত তরুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে তরুগণ ! তুলসী বনে মধুপানে মত্ত ভ্রমরগুলি কৃষ্ণকে যখন অনুসরণ করছিল, তখন প্রেয়সীর কাঁধে বাম বাহু রেখে এবং ডান হাতে পদ্ম ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ এই বনে ভ্রমণ করছিলেন। তোমরা যখন তাঁকে প্রণাম করেছিলে তিনিও কি তখন প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তোমাদের প্রণামকে গ্রহণ করেছিলেন ?

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্য চিত্তে॥ ৪৫
তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান।
কিবা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ॥ ৪৬
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে ইহার নাহিক সম্বিত॥ ৪৭
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে॥ ৪৮
কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্যে হরে জগন্নেত্রমন॥ ৪৯
সৌন্দর্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্ছা হঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥ ৫০
পূর্ববৎ সর্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল॥ ৫১
পূর্ববৎ সভে মেলি করাইল চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন॥ ৫২
কাঁহা গেলা কৃষ্ণ, এখনি পাইলুঁ দর্শন।
যাঁহার সৌন্দর্যে মোর হরে নেত্র-মন॥ ৫৩
পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন।
তাঁর দরশন লোভে ভ্রময়ে নয়ন॥ ৫৪
বিশাখাকে রাধা যেই শ্লোক কহিলা।

[ক]ইঁহো—মৃগী।

সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা॥ ৫৫

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৪ শ্লোকঃ

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতি
র্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুর
চ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ
সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ
সখি ! তনোতি নেত্রস্পৃহাম্॥ ৮

অন্বয়—সখি (হে সখি !) ; **নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ** (নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাঁহার দেহকান্তি) ; **নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ** (নব বিদ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর যাঁহার বসন) ; **সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ** (যাঁহার সুন্দর মুরলী শোভিত শ্রীবদন অকলঙ্ক শারদ শশীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন) ; **ময়ূরদলভূষিত** (যাঁহার কেশদাম ময়ূরপুচ্ছ ভূষিত) ; **সুভগতারহারপ্রভঃ** (তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি) ; **সঃ মদনমোহনঃ মে নেত্রস্পৃহাং তনোতি** (সেই মদনমোহন আমার নয়নের স্পৃহা আপন সৌন্দর্যের দ্বারা বর্ধিত করিতেছেন)।

অনুবাদ—নবীন মেঘের মতো সুন্দর যাঁর দেহকান্তি, নববিদ্যুতের চেয়েও মনোহর যাঁর বসন, শরতের নির্মল চাঁদের মতো যাঁর সুন্দর মুরলী শোভিত, যাঁর কেশদাম ময়ূরপুচ্ছ ভূষিত এবং তারার মতো উজ্জ্বল যাঁর মুক্তাহারের কান্তি ; হে সখি ! সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আপন সৌন্দর্যদ্বারা আমার নয়নের পিপাসাকে বর্ধিত করছেন।

যথা—রাগঃ

নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমার গণ, হরে সভার নেত্রমন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥[ক] ৫৬
কহ সখি ! কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক[খ], মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥ ৫৭
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল॥[গ] ৫৮
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্কপূর্ণকল, লাবণ্য জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয়॥[ঘ] ৫৯
লীলামৃতে বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দৈব-ঝঞ্ঝা-পবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে,
মরে চাতক, পিতে না পাইল॥ ৬০
পুনঃ কহে হায় হায়, পড় পড় রামরায় !
কহে প্রভু গদ্‌গদ আখ্যানে।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ-শোক,
আপনি প্রভু করেন ব্যাখানে॥ ৬১

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৯) শ্লোকঃ

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।

[ক]নবঘন—নতুন মেঘ।

দলিতাঞ্জন চিক্কণ—কাজলকে বিশেষরূপে ঘষলে যেমন চাকচিক্য হয়, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের চাকচিক্য তার চেয়েও বেশি।

ইন্দীবর—নীলপদ্ম।

[খ]বলাহক—মেঘ। শ্রীকৃষ্ণ অতি অদ্ভুত মেঘের মতো।

[গ]বকপাঁতি—বকের পঙ্‌ক্তি ; বকশ্রেণী।

বৈজয়ন্তীমাল—শ্রীকৃষ্ণের গলার মালা, যে মালায় নানা রঙের ফুল ও পাতা থাকে।

[ঘ]অকলঙ্কপূর্ণকল — অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র, ষোলোকলায় পরিপূর্ণ।

চিত্রচন্দ্র—অদ্ভুত চন্দ্র।

দন্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ৯

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৫৮)]

যথা—রাগঃ

কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখফান্দ,
তাহে অধর-মধুরস্মিত-চার[ক]।
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি নিজ পতি-ঘর-দ্বার॥ ৬২

বান্ধব! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।

নাহি গণে ধর্মাধর্ম, হরে নারী-মৃগীমর্ম[খ],
করে নানা উপায় তাহার॥ ৬৩
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকরকুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষবাণে, তা সভার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥ ৬৪
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সভার মনোবক্ষ,
হরি[গ] দাসী করিবারে দক্ষ॥ ৬৫
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজ যুগল,
ভুজ নহে, কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল ছিদ্রে[ঘ] পৈশে, নারীর হৃদয় দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায়॥ ৬৬
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
জিতি কর্পূর বেণামূল চন্দন।

[ক]অধর-মধুরস্মিত-চার — শ্রীকৃষ্ণের অধরে যে মধুর হাসি, সেই মৃদুহাসিরূপ চার। চার হল মৃগাদির লোভনীয় খাদ্যবস্তু।

[খ]হরে নারী মৃগীমর্ম—নারীরূপ মৃগীদের হৃদয় হরণ করে।

[গ]হরি—হরণ করে।

[ঘ]শৈল ছিদ্রে — পাহাড়ের গায়ে যে গর্ত থাকে, তাতে প্রায়ই কোনো না কোনো প্রাণী বাস করে; পাহাড়ের কৃষ্ণসর্প সেই গর্তে প্রবেশ করে তাদের প্রায়ই দংশন করে। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগলরূপ সর্প ও ব্রজবধূগণের চক্ষুরূপ ছিদ্রদ্বারা প্রবেশ করে তাঁদের হৃদয়কে দংশন করে।

একবার যারে স্পর্শে, স্মর জ্বালা বিষ নাশে[ঙ],
যার স্পর্শে, লুব্ধ নারীর মন॥ ৬৭
এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক।
এই শ্লোক শুনি রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক॥ ৬৮

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৭ শ্লোকঃ

হরিন্মণিকবাটিকা
প্রততহারিবক্ষস্থলঃ
স্মরার্ততরুণীমনঃ
কলুষহন্তৃ-দোরর্গলঃ।
সুধাংশু-হরিচন্দনোৎ
পলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ
সখি তনোতি বক্ষস্পৃহাম্॥ ১০

অন্বয়—হরিন্মণিকবাটিকা প্রততহারি বক্ষস্থলঃ (যাঁহার বক্ষঃস্থল ইন্দ্রনীলমণির কবাটের ন্যায় বিস্তৃত ও মনোহর); **স্মরার্ততরুণীমনঃ কলুষহন্তৃ-দোরর্গলঃ** (যাঁহার অর্গলসদৃশ ভুজদ্বয় কন্দর্প পীড়িত যুবতীগণের মনস্তাপনাশক); **সুধাংশু-হরিচন্দনোৎপলসিতাভ্র-শীতাঙ্গকঃ** (যাঁহার অঙ্গ চন্দ্র, শ্বেতচন্দন, নীলোৎপল এবং কর্পূর অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ও শীতল); **সখি** (হে সখি); **স মদনমোহনঃ** (সেই মদনমোহন); **মে বক্ষস্পৃহাং তনোতি** (আমার আলিঙ্গন স্পৃহা বর্ধিত করিতেছেন)।

অনুবাদ—শ্রীরাধা বিশাখাকে বললেন—হে সখি! যাঁর বক্ষঃস্থল নীলমণির কপাটের মতো বিশাল ও সুন্দর, যাঁর সুদীর্ঘ বাহু প্রণয় পিপাসায় কাতর তরুণীর মনস্তাপ বিনাশ করে এবং যাঁর অঙ্গ চাঁদ, শ্বেতচন্দন, পদ্ম ও কর্পূরের চেয়েও সুশীতল—সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আমার আলিঙ্গনের স্পৃহাকে বর্ধিত করছেন।

প্রভু কহে, কৃষ্ণ মুঞি এখনি পাইলুঁ।

[ঙ]স্মর জ্বালা বিষ নাশে—কন্দর্প বা মদন জ্বালার যাতনা নাশ করে। সেকারণে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল করপদতল স্পর্শ করবার জন্য লালায়িত।

আপনার দুর্দৈবে পুনঃ হারাইলুঁ॥ ৬৯
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রহে এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে॥ ৭০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪৮)

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১১

অন্বয়—কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ; তাসাং (সেই গোপীগণের) ; তং সৌভগমদং মানং চ বীক্ষ্য (সেই সৌভাগ্যগর্ব এবং মান দেখিয়া) ; প্রশমায় প্রসাদায় (গর্বের প্রশমন এবং মানের প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত) ; তত্র এব অন্তরধীয়ত (সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীগণের সৌভাগ্য-গর্ব এবং মান দেখে তাঁদের গর্বের প্রশমন ও মানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অকস্মাৎ সেখান থেকে (রাসস্থলী) অন্তর্হিত হলেন।

স্বরূপগোঁসাঞিকে কহে—গাও এক গীত।
যাহাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত সম্বিত॥ ৭১
শুনি স্বরূপগোঁসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া॥ ৭২

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে ২য় সর্গে ৩য় শ্লোকঃ

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥ ১২

অন্বয়—ইহ রাসে (এই মহারাসে) ; বিহিত বিলাসং (যিনি বিবিধরূপে বিলাস করিয়াছিলেন, সেই) ; কৃতপরিহাসং হরিং (পরিহাস বিশারদ শ্রীকৃষ্ণকে) ; মম মনঃ স্মরতি (আমার মন স্মরণ করিতেছে)।

অনুবাদ—শ্রীরাধিকা তাঁর সখীকে বললেন—এই মহারাসে—যিনি বিবিধরূপে বিলাস করেছিলেন, সেই পরিহাস বিশারদ শ্রীকৃষ্ণকে আমার মন স্মরণ করছে।

স্বরূপ গোঁসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥ ৭৩
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষ-আদি ব্যভিচারী[ক] সব উথলিল॥ ৭৪
ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য[খ]।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সভার প্রাবল্য॥ ৭৫
একেক পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে বাড়য়ে নর্তন॥ ৭৬
এইমত নৃত্য যদি কৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি পদ কৈল সমাপন॥ ৭৭
বোল বোল বলি প্রভু কহে বার বার।
না গায় স্বরূপ গোঁসাঞি শ্রম দেখি তাঁর॥ ৭৮
বোল বোল প্রভু কহে, ভক্তগণ শুনি।
চৌদিকে সভে মিলি করে হরিধ্বনি॥ ৭৯
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল॥ ৮০
প্রভু লঞা গেলা সভে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আইলা ঘরে॥ ৮১
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইলা শয়ন।
রামানন্দ আদি সভে গেলা নিজস্থান॥ ৮২
এই ত কহিল প্রভুর উদ্যান-বিহার।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার॥ ৮৩
প্রলাপ সহিত এই উন্মাদ-বর্ণন।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি ইহা করিয়াছে বর্ণন॥ ৮৪

তথাহি—স্তবমালায়াং চৈতন্যদেবস্তবে ৬ শ্লোকঃ

পয়োরাশেস্তীরে
স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-
স্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-
প্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে
পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ১৩

[ক]হর্ষ-আদি ব্যভিচারী—হর্ষাদি তেত্রিশটি ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব।

[খ]ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য—সাত্ত্বিকাদি ভাবের উদয় ; সমান কিংবা বিভিন্ন দুটি ভাবের মিলনকে ভাবসন্ধি বলে। ভাবসমূহের পরস্পর সম্মর্দনকে ভাবশাবল্য বলে।

অন্বয়—ক্বচিৎ পয়োরাশেঃ তীরে (কোনো সময়ে সমুদ্রের তীরে) ; **স্ফুরদুপবনালিকলনয়া** (সুন্দর উপবন সমূহ দর্শন করিয়া) ; **মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ** (বারংবার যিনি বৃন্দাবন-স্মরণজনিত প্রেমে বিবশ হইয়াছিলেন) ; **কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনঃ** (পুনঃপুন কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইয়াছিল) ; **ভক্তিরসিকঃ স চৈতন্যঃ** (ভক্তিরসিক সেই শ্রীচৈতন্য) ; **পুনঃ অপি কিং** (পুনরায় কি) ; **মে দৃশঃ পদং যাস্যতি** (আমার নয়নপথগোচর হইবেন) ?

অনুবাদ—কোনও সময়ে সমুদ্রতীরে সুন্দর উপবনশ্রেণী দেখে যিনি বার বার বৃন্দাবনকে স্মরণ করে প্রেমে বিবশ হয়েছিলেন, বার বার কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যাঁর রসনা চঞ্চল হয়েছিল, ভক্তিরসিক সেই শ্রীচৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হবেন ?

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন।।[ক] **৮৫**
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। ৮৬

[ক]দিঙ্মাত্র—অতি সংক্ষেপে।

করিয়ে সূচন—সূচনা করি ; ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করি।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ॥ ১

অন্বয়—যঃ কৃষ্ণভাবামৃতং আস্বাদ্য (যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া) ; ভক্তান্ আস্বাদয়ন্ (ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া) ; প্রেমদীক্ষান্ অশিক্ষয়ৎ (প্রেমোপদেশ শিক্ষা দিয়াছেন) ; [তৎ] (সেই) ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি)।

অনুবাদ—যিনি কৃষ্ণভাবামৃত নিজে আস্বাদন করে ভক্তগণকেও আস্বাদন করিয়েছেন এবং তাঁদের প্রেমের দীক্ষায় শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতাচার্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এই মতে মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রণয় বিহ্বলে॥ ২
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন॥ ৩
তাঁ সভার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হৈল।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল॥ ৪
তাঁ সভার সঙ্গে আইলা কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তিঁহো নাহি কহে আন॥ ৫
মহাভাগবত তিঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার॥ ৬
কৌতুকেতে তিঁহো যদি পাশক খেলায়।
'হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি পাশক চালায়॥ ৭
রঘুনাথ দাসের তিঁহো হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইতে তিঁহো হৈল বুড়া॥ ৮
গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ।
সভার উচ্ছিষ্ট তিঁহো করিয়াছেন ভক্ষণ॥ ৯
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঁঞি যায়॥ ১০
তাঁর ঠাঁঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহাও না পায় যবে রহে লুকাইয়া॥ ১১
ভোজন করিয়া পাত্র ফেলাইয়া যায়।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায়॥ ১২
শূদ্র বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা।
এই মত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া॥ ১৩
ভূমিমালী জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তাঁর নাম।
আম্রফল লঞা তিঁহো গেলা তাঁর স্থান॥ ১৪
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাঁহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল॥ ১৫
পত্নী সহিত তিঁহো আছেন বসিয়া।
বহুত সম্মান কৈল কালিদাসে দেখিয়া॥ ১৬
ইষ্টগোষ্ঠী[ক] কথোক্ষণ করি তাঁহা সনে।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে॥ ১৭
আমি নীচজাতি, তুমি অতিথি সর্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব আমি তোমার সেবন॥ ১৮
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে॥ ১৯
কালিদাস কহে ঠাকুর, কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইলুঁ মুঞি পতিত পামরে॥ ২০
পবিত্র হইলুঁ মুঞি পাইলুঁ দর্শন।
কৃতার্থ হইলুঁ, মোর সফল জীবন॥ ২১
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পদরজ দেহ, পদ মোর মাথে ধর॥ ২২
ঠাকুর কহে, ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায়।
আমি নীচজাতি তুমি সুসজ্জন রায়[খ]॥ ২৩
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।
শুনি ঝড়ু ঠাকুরের সুখ বড় হইল॥ ২৪

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য (১০।৯১)

ন মেহভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥ ২

(ক)ইষ্ট গোষ্ঠী—কৃষ্ণকথা।

(খ)সুসজ্জন রায়—উত্তমবংশে জন্ম।

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের ২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৬৯)]

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০) শ্লোকঃ

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৩

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদের ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৮৬)]

তথাহি—তত্রৈব (৩।৩৩।৭) শ্লোকঃ

অহো বত ! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ৪

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় একাদশ পরিচ্ছেদের ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২৯০)]

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে এই সত্য হয়।
সেই শ্রেষ্ঠ ঐছে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয়॥ ২৫
আমি নীচজাতি আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্যে ঐছে হয়, আমার নাহি ঐছে শক্তি॥ ২৬
তাঁরে নমস্কারি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তাঁরে অনুব্রজি[ক] আইলা॥ ২৭
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘর আইলা।
তাঁহার চরণ-চিহ্ন যে ঠাঁঞি পড়িলা॥ ২৮
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্বাঙ্গে লেপিলা।
তাঁর নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিলা॥ ২৯
ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল॥ ৩০
কলা-পাটুয়াখোলা[খ] হৈতে আম্র নিকাশিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া॥ ৩১
চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলেন পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে॥ ৩২
আঁটি চোকা সেই পাটুয়াখোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্তে ফেলাইল লঞা॥ ৩৩
সেই খোলা আঁটি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥ ৩৪
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সভার নিল অবশেষে॥ ৩৫
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহা কৃপা কৈলা॥ ৩৬
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভুসনে॥ ৩৭
সিংহদ্বারে উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশ-পশার তলে আছে এক নিম্নগাড়ে॥[গ] ৩৮
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদপ্রক্ষালন।
তবে করিবারে যান ঈশ্বর দর্শন॥ ৩৯
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
'মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন'॥ ৪০
প্রাণিমাত্র লৈতে না পায় সেই পাদজল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল॥ ৪১
একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাতে॥ ৪২
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিল॥ ৪৩
অতঃপর আর না করিহ বার বার।
এতাবতা বাঞ্ছাপূর্ণ করিল তোমার॥ ৪৪
সর্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥ ৪৫
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥ ৪৬
বাইশ-পশার উপর দক্ষিণদিকে।
এক নৃসিংহমূর্তি আছে উঠিতে বামভাগে॥ ৪৭

[ক] অনুব্রজি—অনুসরণ করে।

[খ] কলা-পাটুয়াখোলা—কলা গাছের খোলা দিয়ে তৈরি ঠোঙা।

[গ] বাইশ-পশার তলে—বাইশ-সিঁড়ির নীচে।

এক নিম্ন গাড়ে—একটি নিম্ন গর্ত বা খালের মতো আছে।

প্রতিদিন প্রভু তাঁরে করে নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার॥ ৪৮

তথাহি—নৃসিংহপুরাণম্

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে॥ ৫

অন্বয়—প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে (যিনি প্রহ্লাদের আহ্লাদ দাতা) ; হিরণ্যকশিপোঃ (হিরণ্যকশিপুর) ; বক্ষঃ শিলাটঙ্কনখালয়ে (বক্ষোরূপ শিলা বিদারণের অস্ত্রতুল্য যাঁহার নখসমূহ) ; নরসিংহায় তে নমঃ (সেই শ্রীনরসিংহদেবকে প্রণাম করি)।

অনুবাদ—যিনি প্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা, যাঁর নখগুলি হিরণ্যকশিপুর বক্ষোরূপ শিলা বা পাথর ভাঙবার টঙ্ক বা ছেনির মতো, আমি সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রণাম করি।

তথাহি—নৃসিংহপুরাণম্

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥ ৬

অন্বয়—সহজ হওয়ায় লিখিত হল না।

অনুবাদ—এখানে নৃসিংহ, সেখানে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই সেখানেই নৃসিংহ। বাইরে নৃসিংহ, হৃদয়ে নৃসিংহ—নৃসিংহই আদিপুরুষ, আমি তাঁর শরণাগত হলাম।

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিলা ভোজন॥ ৪৯
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া॥ ৫০
মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে॥ ৫১
বৈষ্ণবের শেষভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥ ৫২
তাতে বৈষ্ণব-ঝুটা[ক] খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ॥ ৫৩
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্তশেষ হৈলে 'মহা মহাপ্রসাদ' আখ্যান॥ ৫৪
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্ত-ভুক্তঅবশেষ তিন মহাবল॥ ৫৫
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ ৫৬
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥ ৫৭
এই তিন হৈতে কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥ ৫৮
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এই মতে।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈল অলক্ষিতে॥ ৫৯
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা।
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিলা॥ ৬০
পুত্র সঙ্গে লঞা তিঁহো আইলা প্রভুস্থানে।
পুত্রে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে॥ ৬১
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বলে বার বার।
তভু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার॥ ৬২
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈলা।
তভু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা॥ ৬৩
প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবর পর্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল॥ ৬৪
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।
শুনিয়া স্বরূপ গোঁসাঞি কহেন হাসিতে॥ ৬৫
তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাইয়া কার আগে না করে প্রকাশে॥ ৬৬
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান॥ ৬৭
আর দিন প্রভু কহে পড় পুরীদাস।
এক শ্লোক করি তিঁহো করিল প্রকাশ॥ ৬৮

[ক]বৈষ্ণব-ঝুটা—বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম মহাপ্রসাদ ; কিন্তু কোনও বৈষ্ণব যখন শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করে কিছু অবশিষ্ট রাখেন, তখন সেই বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট অবশেষের নাম হয় মহা-মহাপ্রসাদ।

তথাহি—কবিকর্ণপূরকৃতঃ আর্যাশতকে ১ শ্লোকঃ

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥ ৭

অন্বয়—বৃন্দাবনরমণীনাং অখিলং মণ্ডলং (ব্রজরমণীদের সকল ভূষণ) ; শ্রবসোঃ কুবলয়ম্ (কর্ণদ্বয়ের নীলপদ্ম) ; অক্ষ্ণোঃ অঞ্জনম্ (চক্ষুঃদ্বয়ের অঞ্জন) ; উরসঃ মহেন্দ্রমণিদামঃ (বক্ষের ইন্দ্রনীল মণিহার) ; হরিঃ জয়তি (হরি জয়লাভ করুন)।

অনুবাদ—যিনি ব্রজরমণীদের কানের নীলপদ্ম, চোখের কাজল, বুকের নীলমণির মালা—এইরূপে যিনি তাঁদের সমস্ত অলংকারের মতো, সেই শ্রীহরির জয় হোক।

সাত বৎসরের বালক নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকের চমৎকার মন॥ ৬৯
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা॥ ৭০
ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা সভে গেলা গৌড়দেশে॥ ৭১
তাঁ সভার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান॥ ৭২
রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস।
সাক্ষাৎ অনুভবে যেন কৃষ্ণ উপস্পর্শ[ক]॥ ৭৩
এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে।
সিংহদ্বারের দলুই[খ] আসি করিল বন্দনে॥ ৭৪
তারে কহে কাঁহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
'মোরে কৃষ্ণ দেখাও' বলি ধরে তার হাত॥ ৭৫
সেই কহে—ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাঙ দর্শন॥ ৭৬
'তুমি মোর সখা, দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ।'
এত বলি জগমোহন[গ] গেলা ধরি তার হাত॥ ৭৭

[ক]কৃষ্ণ উপস্পর্শ—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শসুখ অনুভব করছেন বলে প্রভু মনে করতেন।

[খ]দলুই—দ্বারপাল।

[গ]জগমোহন—শ্রীবিগ্রহের সামনের ঘর।

সেই বলে—এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিঞা তুমি করহ দর্শন॥ ৭৮
গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন।
দেখেন—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন॥ ৭৯
এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥ ৮০

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ ৭ শ্লোকঃ

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে !
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মাদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্-
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৮

অন্বয়— সখে (হে সখে !) ; মে কান্তঃ কৃষ্ণঃ ক্ব (আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়) ; ত্বম্ এব তং (তুমিই তাঁহাকে) ; ইহ ত্বরিতং লোকয় (এইস্থানে শীঘ্র দর্শন করাও) ; ইতি উন্মদঃ ইব দ্বারা ধিপং অভিদধন্ (এইকথা উন্মত্তবৎ দ্বারপালকে যিনি বলিয়াছিলেন) ; প্রিয়ং দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছ (প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে শীঘ্র গমন কর) ; ইতি তদুক্তেন (এইকথা দ্বারপাল কর্তৃক কথিত হইয়া যিনি) ; ধৃততদ্ভুজান্ত (তাঁহার – দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই) ; গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দ দান করিতেছেন)।

অনুবাদ—'হে সখে ! আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? তুমিই তাঁকে শীঘ্র এখানে দর্শন করাও—' উন্মত্তবৎ হয়ে যিনি দ্বারপালকে একথা বলেছিলেন এবং যার উত্তরে দ্বারপাল বলেছিলেন—'প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে তুমি শীঘ্র গমন কর', একথা শুনে যিনি দ্বারপালের হস্ত ধারণ করেছিলেন—সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে আনন্দ দান করছেন।

হেনকালে গোপালবল্লভ-ভোগ লাগাইল।
শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল॥ ৮১
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভু ঠাঁঞি কৈল আগমন॥ ৮২
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।

আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে॥ ৮৩
বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্বোত্তম।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন॥ ৮৪
তার অল্প মহাপ্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল॥ ৮৫
কোটি অমৃত স্বাদু পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ ৮৬
'এই দ্রব্যে এত স্বাদু কোথা হৈতে হৈল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইহাঁ সঞ্চারিল॥' ৮৭
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথের সেবক দেখি সম্বরণ কৈল॥ ৮৮
'সুকৃতি লভ্য ফেলালব' বোলে বার বার।
ঈশ্বর সেবক পুছে—প্রভু ! কি অর্থ ইহার॥ ৮৯
প্রভু কহে, এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি দুর্লভ এই—নিন্দয়ে অমৃত॥ ৯০
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার 'ফেলা' নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান॥[ক] ৯১
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥ ৯২
সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণকৃপা হেতু পুণ্য।
সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধন্য॥ ৯৩
এত বলি প্রভু তাঁ সভারে বিদায় দিলা।
উপল-ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজবাসা আইলা॥ ৯৪
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা নির্বাহণ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ॥ ৯৫
বাহ্যকৃত্য করে প্রেমে গরগর মন।
কষ্টে সম্বরণ করে আবেশ সঘন॥ ৯৬
সন্ধ্যাকৃত্য করি প্রভু নিজগণ সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ৯৭
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা।
পুরী ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা॥ ৯৮
রামানন্দ সার্বভৌম স্বরূপাদি গণ।
সভারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন॥ ৯৯
প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সভার বিস্মিত হৈল মন॥ ১০০
প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব[খ] কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ গব্য॥ ১০১
রসবাস গুড়ত্বক[গ] আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদু সভার অনুভব॥ ১০২
সে সে দ্রব্যে এত স্বাদ গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সভার প্রতীত॥ ১০৩
আস্বাদ দূর রহু, যার গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য করায় বিস্মারণ॥ ১০৪
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাঁ সঞ্চারিল॥ ১০৫
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্যবিস্মারণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥ ১০৬
অনেক সুকৃতে ইহা হঞাছে সংপ্রাপ্তি।
সভে ইহা আস্বাদ কর, করি মহাভক্তি॥ ১০৭
হরিধ্বনি করি সভে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সভার মন॥ ১০৮
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ ১০৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৪) শ্লোকঃ

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর ! নস্তেঽধরামৃতম্॥ ৯

অন্বয়—বীর (হে বীর !) ; **সুরতবর্ধনং** (প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছার বর্ধনকারী) ; **শোকনাশনং** (শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ-অনুভবের বিনাশকারী) ; **স্বরিতবেণুনা** (বাদিত বেণু

[ক] শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষকে 'ফেলা' বলে। তার সামান্য অংশকে 'লব' বলে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদের ক্ষুদ্র বা সামান্য অংশকে 'ফেলালব' বলে।

[খ] ঐক্ষব—ইক্ষুজাত গুড়। 'গব্য'—দুগ্ধজাত দ্রব্য ; ছানা, মাখন, সর, ঘৃত ইত্যাদি।

[গ] রসবাস—কাবাব চিনি। গুড়ত্বক—দারুচিনি।

দ্বারা) ; সুষ্ঠু চুম্বিতং (সুন্দররূপে চুম্বিত) ; নৃণাং ইতররাগবিস্মারণং (লোক সকলের অন্যবস্তুতে আসক্তি বিস্মরণজনক) ; তে অধরামৃতং (তোমার অধরামৃত) ; নঃ বিতর (আমাদিগকে বিতরণ করো)।

অনুবাদ—হে বীর ! তোমার যে অধরসুধা আমাদের মিলন-বাসনাকে বর্ধিত করে, এবং তোমাকে না পাওয়ার জন্য যে অধরসুধা দুঃখের অনুভবকেও ভুলিয়ে দেয়, আর যা বাজতে থাকা বাঁশীকে সুন্দররূপে চুম্বন করে, এবং যা অন্যবস্তুতে লোকের আসক্তিকে ভুলিয়ে দেয়—তোমার সেই অধরসুধা আমাদের দান করো।

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহা তুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ ১১০

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৮ শ্লোকঃ

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনে
তররসালিতৃষ্ণাহরঃ
প্রদীব্যদধরামৃতঃ
সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকা
সুদলবীটিকা-চর্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ
সখি ! তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥ ১০

অন্বয়—ব্রজাতুলকুলাঙ্গনে তররসালিতৃষ্ণাহরঃ (যিনি অতুলনীয়া ব্রজকুলাঙ্গনাদের অন্যরসের তৃষ্ণাকে হরণ করেন) ; প্রদীব্যদধরামৃতঃ (যাঁহার অধরামৃত প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তি পাইতেছে) ; সুকৃতিলভ্য- ফেলালবঃ (যাঁহার ভুক্তাবশেষকণা সুকৃতিলভ্য) ; সুধাজিদহিবল্লিকা-সুদলবীটিকাচর্বিতঃ (যাঁহার চর্বিত তাম্বুল সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু) ; সখি (হে সখি !) ; সঃ মদনমোহনঃ (সেই মদনমোহন) ; মে জিহ্বাস্পৃহাং তনোতি (আমার জিহ্বার স্পৃহাকে বর্ধিত করিতেছেন)।

অনুবাদ— শ্রীরাধা বিশাখাকে বলছেন—যিনি অতুলনীয়া ব্রজগোপীদের অন্য সমস্ত রসের তৃষ্ণাকে হরণ করেন, যাঁর অধরের সুধা নিবিড় আনন্দ দান করে, যাঁর ফেলালব (ভুক্তাবশেষ কণা) পাওয়া যায় অনেক সুকৃতির ফলে, যাঁর চর্বিত পান অমৃতের চেয়েও সুস্বাদু—হে সখি ! সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার বাসনাকে বর্ধিত করছেন।

এত কহি মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিয়া॥ ১১১

যথা—রাগঃ।

তনুমন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত লোভ,
হর্ষ শোক আদি ভাব বিনাশয়।
পাসরায়[ক] অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম ধৈর্য করে ক্ষয়॥ ১১২
নাগর ! শুন তোমার অধর চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত॥ ধ্রু ॥১১৩
আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্য রস সব পাসরায়॥[খ] ১১৪
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন[গ], তার জন্মায় ইন্দ্রিয়মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর॥ ১১৫
বেণুধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিয়া পিয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ পান।
অয়ে শুন গোপিগণ, বলে পিঞো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান॥ ১১৬
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জাধর্ম ভয় ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু করসিঞা পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান॥ ১১৭

[ক]পাসরায়—ভুলিয়ে দেয়।

[খ]আছুক নারীর কাজ—শ্রীকৃষ্ণের অধরের দ্বারা নারীর আকৃষ্ট হওয়ার কাজ তো আছেই।

ধৃষ্টরায়—নির্লজ্জের চূড়ামণি।

[গ]শুষ্কেন্ধন—শুকনো কাঠ (রন্ধন করার কাঠ)।

অধরামৃত নিজস্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিজগতের জন।
আমরা ধর্ম ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য ধরি,
তবে আমার করে বিড়ম্বন॥ ১১৮
নীবী খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধর্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করে তোমারদাসী, শুনি লোকে করে হাসি,
এইমত নারীরে নাচায়॥ ১১৯
শুষ্ক বাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিলে গোঁসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি যৈছে কান্দিতে নাঞি॥[ক] ১২০
অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি,
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণফেলা'॥ ১২১
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায়[খ]।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সে সুকৃতি তার লব পায়॥ ১২২
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃত সার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী[গ]॥ ১২৩
এসব তোমার কুটিনাটি[ঘ], ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাঁহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী[ঙ],
দেহ নিজাধরামৃত দান॥ ১২৪
কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল।
ক্রোধ অংশ শান্ত হঞা উৎকণ্ঠা বাড়িল॥ ১২৫
পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণধরামৃত।
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত॥ ১২৬
যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি নির্লজ্জ সেই বৃথা ধরে প্রাণ॥ ১২৭
অযোগ্য হঞা কেহ তাহা সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে॥ ১২৮
তাহে জানি কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল॥ ১২৯
কহ রামরায় ! কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি পড়ে রায় গোপিকাবচন॥ ১৩০

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৯) শ্লোকঃ

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্যাঃ॥ ১১

অন্বয়—গোপ্যঃ (হে গোপিগণ!) ; অয়ং বেণু (এই বেণু) ; কিং স্ম কুশলং আচরৎ (কী অপূর্ব পুণ্য আচরণ করিয়াছে) ? ; যৎ (যেহেতু) ; গোপিকানাম্ অপি দামোদরাধর সুধাং (গোপীদেরই ভোগযোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা) ; স্বয়ং অবশিষ্ট রসং ভুঙ্‌ক্তে (স্বয়ং নিঃশেষরূপে ভোগ করিতেছে) ; হ্রদিন্যঃ হৃষ্যত্ত্বচঃ (হ্রদিনীসকল রোমাঞ্চিত হইতেছে) ; আর্যাঃ যথা (কুলবৃদ্ধগণের ন্যায়) ; তরবঃ অশ্রুঃ মুমুচুঃ (বৃক্ষগণ অশ্রুমোচন করিতেছে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুরী শুনে কোনো ব্রজগোপী বলছেন—হে গোপিগণ! এই বাঁশি কী অপূর্ব পুণ্যকর্ম করেছে যে গোপীভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধাকেও সে স্বয়ং নিঃশেষে পান করে। আর্য কুলবৃদ্ধেরা স্ববংশীয় পুত্রের গৌরবে (স্ববংশে

[ক]চোরের মা যেমন পুত্রের অপকর্মের জন্য চিৎকার করে কাঁদতে পারে না, কারণ তাতে রাজকর্মচারী এসে পুত্রকে ধরে নিয়ে যায় ; তেমনি বেণুর অত্যাচারেও আমরা লোকলজ্জা ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারি না, নীরবে আমাদের তা সহ্য করতে হয়।

[খ]কে বা পাতিয়ায়—কে বিশ্বাস করবে ?

[গ]আলবাটী—পিকদানি।

[ঘ]কুটিনাটি—কুটিলতা।

[ঙ]নহ নারীর বধভাগী—নারীর বধের ভাগী হয়ো না।

ভগবদ্ভক্তের জয় দেখে) রোমাঞ্চিত হন এবং আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন—তেমনি সরোবরগুলিও আনন্দে রোমাঞ্চিত হচ্ছে (কারণ এদের জলে বাঁশি পুষ্ট হয়েছে) এবং তরুগণও আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করছে (কারণ—এদের বংশে এই বেণু জন্মগ্রহণ করেছে)।

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া॥ ১৩১

যথা—রাগঃ।

এহ ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপিগণ, যারে মানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয়॥ ১৩২
গোপিগণ ! কহ সভে করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধমন্ত্রজপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে॥ ধ্রু ॥ ১৩৩
হেন কৃষ্ণাধর সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা[ক],
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষজাতি,
সেই সুধা সদা করে পান॥ ১৩৪
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট[খ] মহাজনে খায়॥ ১৩৫
মানস-গঙ্গা[গ] কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণুর ঝুটা অধর রস[ঘ], হৈয়া লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান॥ ১৩৬
এ ত নারী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর উপকারী।
নদীর শেষ রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে ! বুঝিতে না পারি॥ ১৩৭
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে[ঙ] বহে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজ জাতি, আর্যের যেন পুত্র নাতি,
বৈষ্ণব হৈল আনন্দবিকার॥ ১৩৮
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
ও ত অযোগ্য, আমরা যোগ্য নারী।
যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥ ১৩৯
এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি দিন যায়॥ ১৪০
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস॥ ১৪১

[ক]মুধা—মিথ্যা, বৃথা, নগণ্য।

[খ]ইহার উচ্ছিষ্ট—বাঁশীর ভুক্তাবশেষ।

[গ]মানস-গঙ্গা—গোবর্ধন পর্বতস্থ একটি নদী।

[ঘ]বেণুর ঝুটা অধর রস—বেণুর উচ্ছিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অধর রস।

[ঙ]মধু-মিষে—মধুর ছলে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাস প্রসাদ বিরহোন্মাদপ্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোরত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্॥ ১

অন্বয়—শ্রীলগৌরেন্দোঃ (শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের) ; অত্যদ্ভুতং (অতি অদ্ভুত) ; অলৌকিকং (অলৌকিক); দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং (দিব্যোন্মাদ চেষ্টা) ; যৈঃ দৃষ্টং (যাঁহাদের দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে) ; তন্মুখাৎ শ্রুত্বা (তাঁহাদের মুখে শুনিয়া) ; লিখ্যতে (লিখিত হইতেছে)।

অনুবাদ—শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের অতি অদ্ভুত এবং অলৌকিক দিব্যোন্মাদ চেষ্টা যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদেরই মুখে শুনে আমি (গ্রন্থকার) তা লিখছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥ ২
এক দিন প্রভু, স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ৩
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥ ৪
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥ ৫
মধ্যে মধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু বিলাপ করিয়া॥ ৬
এই মতে নানা ভাবে অর্ধ রাত্রি হৈলা।
গোঁসাঞিরে শয়ন করাই দোঁহে ঘর গেলা॥ ৭
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সব রাত্রি প্রভু করে উচ্চ সংকীর্তন॥ ৮
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা পয়াণ॥ ৯
তিন দ্বারে কপাট তৈছে আছে ত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া॥ ১০
সিংহদ্বার দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাভীগণ[ক]।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন॥ ১১
এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া॥ ১২
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ।
দেউটি[খ] জ্বালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ॥ ১৩
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা॥ ১৪
পেটের ভিতর হস্ত-পদ কূর্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥ ১৫
অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দে বিহ্বল॥[গ] ১৬
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ॥ ১৭
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥ ১৮
উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণ সংকীর্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥ ১৯
চেতন পাইলে হস্ত-পদ বাহিরাইল।
পূর্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল॥ ২০
উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি উতি।
স্বরূপে কহে—তুমি আমা আনিলে কতি॥ ২১
বেণু শব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২২
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥ ২৩
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষাধ্বনিতে[ঘ] আমার হরিল শ্রবণ॥ ২৪

[ক]তেলেঙ্গা গাভীগণ—তৈলঙ্গদেশীয় গাভীসকল।
[খ]দেউটি—বাতি, প্রদীপ।
[গ]কুষ্মাণ্ড—কুমড়া। জড়িমা—জাড্য, স্তব্ধতা।
[ঘ]ভূষাধ্বনিতে—অলংকারাদির শব্দে।

গোপীগণ সহ বিহার হাস পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥ ২৫
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইঁহা লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি॥ ২৬
শুনিতে না পাইলুঁ সেই অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইলুঁ ভূষণ মুরলীর ধ্বনি॥ ২৭
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্গদ বাণী।
কর্ণ তৃষ্ণায় মরে, পড় রসায়ন[ক] শুনি॥ ২৮
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া॥ ২৯

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪০) শ্লোকঃ

কা স্ত্র্যঙ্গ ! তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতাহর্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৫৯)]

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকের অর্থ করিতে লাগিলা॥ ৩০

যথা—রাগঃ

হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা বচন।
কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন[খ]॥ ৩১
নাগর ! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগৎ ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাহাঁ না আকর্ষয়॥ ৩২
কৈলা যত বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারীর মন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥[গ] ৩৩
ধর্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ-কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়ায়।
এবে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ,
ধার্মিক হঞা ধর্ম শিখায়॥ ৩৪
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এইসব শঠ পরিপাটী।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্বনাশ,
ছাড়হ এইসব কুটিনাটি[ঘ]॥ ৩৫
বেণুনাদঅমৃত-ঘোলে, অমৃতসমানমিঠা বোলে,
অমৃতসমান ভূষণশিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কান, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত॥[ঙ] ৩৬
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, পড়ি আপনি বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য করে আস্বাদন॥ ৩৭

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৫ শ্লোকঃ

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণাকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্॥ ৩

অন্বয়—নদজ্জলদনিস্বনঃ (যাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর) ; শ্রবণাকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ (যাঁহার ভূষণের সুমধুর ধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে) ; সনর্মরস-সূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ (যাঁহার বাক্য পরিহাসময় মধুর অক্ষর যুক্ত ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ) ;

[ক]পড় রসায়ন — যে শ্লোক শুনলে প্রভুর কর্ণের তৃষ্ণা নিবারিত হতে পারে।

[খ]ওলাহন—মৃদু ভর্ৎসনাসূচক বাক্য।

[গ]সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী—যে সকল যোগিনী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছে।

আর্যপথ—কুলধর্ম ; সতীত্বধর্ম।

[ঘ]কুটিনাটি—কুটিলতা ; মনে এক ভাব, কথায় আরেক ভাব।

[ঙ]বেণুনাদঅমৃত-ঘোলে — বেণুনাদ রূপ অমৃত ; সেই অমৃত থেকে জাত ঘোল বা মাঠা।

ভূষণশিঞ্জিত—অলঙ্কারের ধ্বনি।

তিন অমৃত—বেণুনাদরূপ অমৃত, বচনরূপ অমৃত এবং ভূষণ বা অলংকারধ্বনি রূপ অমৃত।

রমাদিকবরাঙ্গনা-হৃদয়হারিবংশীকলঃ (যাঁহার বংশীর মধুর ধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাদেরও হৃদয়কে মুগ্ধ করে) ; **সখি** (হে সখি !) ; **সঃ মদনমোহনঃ মে কর্ণস্পৃহাং তনোতি** (সেই মদনমোহন আমার কর্ণস্পৃহা বর্ধিত করিতেছেন)।

অনুবাদ—শ্রীরাধা বললেন—হে সখি ! যাঁর কণ্ঠস্বর মেঘের মতো গম্ভীর, যাঁর শ্রুতিমধুর অলংকারধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁর বাক্য পরিহাসময় মধুর অক্ষরযুক্ত ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ, যাঁর বাঁশির সুমধুর ধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করে, সেই মদনমোহন আমার শ্রবণ-লালসাকে বর্ধিত করছেন।

পুনর্যথা—রাগঃ।

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি,
যার গুণে কোকিল লাজায়[ক]।
তার এক শ্রুতি কণে, ডুবে জগতের কানে,
পুনঃ কান বাহুড়ি না যায়॥ ৩৮

কহ সখি ! কি করি উপায়।
কৃষ্ণের সে-শব্দ গুণে, হরিলে আমার কানে,
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়॥ ধ্রু ॥ ৩৯

নূপুর কিঙ্কিণি ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণধ্বনি চটক লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কানে,
অন্য শব্দ সে কানে না যায়॥[খ] ৪০

সেই শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম বিভূষিত॥[গ] ৪১

সে অমৃতের এক কণ, কর্ণচকোর-জীবন,
কর্ণচকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥ ৪২

যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনামূল্যে হয় দাসী,
বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥[ঘ] ৪৩

যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তিঁহো সে কাকলি শুনি,
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ,
তপ করে, তবু নাহি পায়॥ ৪৪

এই শব্দামৃতচারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণ ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কান জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি সম সেই কান॥[ঙ] ৪৫

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগভাব,
মনে কাহোঁ নাহি আলম্বন[চ]।
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি,
নানা ভাবের হইল মিলন॥[ছ] ৪৬

[ক]লাজায়—লজ্জা পায়। বাহুড়ি—ফিরে।

[খ]কিঙ্কিণি—ছোট ঘুঙুর।

চটক লাজায়—চড়ুই পাখির শব্দ অতি মধুর ও মৃদু। সেই চড়ুই পাখিও লজ্জা পায়।

[গ]শ্রীমুখভাষিত—শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমশোভাযুক্ত মুখের কথা।

শব্দ অর্থ দুই শক্তি—শব্দ-শক্তি ও অর্থ-শক্তি এই দুই শক্তি।

ব্যক্তি—ব্যক্ত বা প্রকাশ।

প্রত্যক্ষরে নর্ম বিভূষিত—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরই নর্মপরিহাসপূর্ণ।

[ঘ]আউলায়—আলুলায়িত হয় ; শিথিল হয়।

নীবিবন্ধ—কটিবস্ত্রগ্রন্থি।

বাউলি—পাগলিনী।

[ঙ]শব্দামৃতচারি — শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের ধ্বনি, নূপুর-কিঙ্কিণীর ধ্বনি, শ্রীমুখের কথা এবং বেণুধ্বনি — শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এই চারটি শব্দরূপ অমৃত।

[চ]মনে কাহোঁ নাহি আলম্বন — প্রভুর মনে কোনো রূপ আশ্রয়ই নেই।

[ছ]বিষাদ — ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি থেকে যে অনুতাপ জন্মে, তার নাম বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হয়ে থাকে।

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্তি,
সেই ভাবে পড়ে সেই শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ না জানে সব লোক॥[ক] **৪৭**

তথাহি—কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪২)

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥ ৪

অন্বয়—ইহ কিং কৃণুমঃ (এই বিষয়ে কী করিব ?) ; **কস্য ব্রূমঃ** (কাহাকেই বা বলিব ?) ; **আশয়া কৃতং কৃতম্** (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় যাহা করা হইয়াছে, তাহা তো করাই হইয়াছে) ; **অন্যাং ধন্যাং কথাং কথয়ত** (কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য ভালো কথা বলো) ; **অহো হৃদয়ে শয়ঃ** (হায় হায় ! আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছেন) ; **মধুর-মধুরস্মেরাকারে** (মধুর মধুর ঈষৎ হাস্যযুক্ত যাঁহার আকার) ; **মনোনয়নোৎসবে** (যিনি মন ও নয়নের আনন্দদায়ক) ; **কৃষ্ণে কৃপণকৃপণা** (সেই কৃষ্ণে উৎকণ্ঠা নিমিত্ত অতি দীনা) ; **তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে** (তৃষ্ণা চিরকাল বর্ধিত হইতেছে)।

অনুবাদ—আমি এখন কী করব ? কাকেই বা বলব ? শ্রীকৃষ্ণকে পাবার আশা করাও বৃথা। কৃষ্ণকথা ছেড়ে অন্য ভালো কথা বলো। হায় ! হায় ! যাঁকে ছাড়ব বলে মনে করেছি, তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন করে আছেন, মধুর মধুর ঈষৎ হাস্যযুক্ত যাঁর আকার, যিনি মন ও নয়নের আনন্দদায়ক, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার অতি ব্যাকুল তৃষ্ণা চিরকাল বর্ধিত হচ্ছে।

যথা—রাগঃ।

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ কে কহে উপায়॥ ৪৮
হা হা সখি ! কি করি উপায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণপাঙ,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়॥ ৪৯
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল মতি ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার[ক] **বচন স্মৃতি, করাইল ভাবমতি,**
তাতে করে অর্থ নির্ধারণ॥ ৫০
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়ি কৃষ্ণ কথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ॥ ৫১
কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্তি,

মতি—বিচারপূর্বক শাস্ত্রাদির অর্থ নির্ধারণের নাম মতি। এতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্তব্যকরণ, শিষ্যগণকে উপদেশ দান এবং তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি হয়ে থাকে।

ঔৎসুক্য—অভীষ্ট বস্তুর দর্শনের এবং প্রাপ্তির জন্য বলবতী স্পৃহাবশত কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতাকে ঔৎসুক্য বলে। এতে মুখশোষ, দ্রুত চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস এবং স্থিরতাদি হয়ে থাকে।

ত্রাস—হৃদয়ে ক্ষোভ। বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর শব্দ থেকে হৃদয়ের যে ক্ষোভ জন্মে, তার নাম ত্রাস।

ধৃতি—পূর্ণতার জ্ঞান। দুঃখের অভাব এবং উত্তমবস্তুর প্রাপ্তি দ্বারা মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য), তাকে ধৃতি বলে। এতে অপ্রাপ্ত বস্তু কিংবা যা পূর্বে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এমন বস্তুর জন্য কোনো দুঃখ হয় না।

স্মৃতি—যা পূর্বে অনুভব করা হয়েছে, এমন প্রিয় এবং প্রিয়ব্যক্তির রূপ, গুণ, বেশ প্রভৃতির চিন্তনকে স্মৃতি বলে।

[ক]ভাবশাবল্য—ভাবসমূহের পরস্পর সংমর্দ। বহুভাব একত্র প্রবলবেগে উদিত হয়ে যদি প্রত্যেকেই অন্যগুলিকে পরাজিত করে নিজে প্রাধান্য পেতে চেষ্টা করে, তাহলে ভাব-শাবল্য হয়।

লীলাশুক—কবি বিল্বমঙ্গল।

উন্মাদের সামর্থ্যে—প্রভুর দিব্যোন্মাদের প্রভাবে। অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত হৃদভ্রমকে উন্মাদ বলে।

[ক]পিঙ্গলা—বিদেহনগরবাসিনী কোনো এক বারবণিতা। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে পিঙ্গলার বিবরণ দেওয়া আছে। পিঙ্গলা তুচ্ছ পুরুষসঙ্গে অনিত্য দেহসুখের আশা পরিত্যাগ করে অন্তরে নিত্য-রমমান শ্রীভগবানের ভজনা করাই শ্রেয় মনে করলেন।

সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যারে চাহি ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিতে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥ ৫২
রাধা ভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।[ক]
কহে—যে জগৎ মারে, সেই পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে॥ ৫৩
ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে, জিতি অন্যভাব সৈন্যে,
উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে॥[খ] ৫৪
মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মনোনেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাঢ়ায়॥ ৫৫
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্যসদ্‌গুণসাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাস নাগর॥ ৫৬
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই,
এত কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজ স্থানে বসাইল লঞা॥ ৫৭
ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ ! কিছু কর মধুর গান।

[ক]কামজ্ঞানে — কন্দর্পজ্ঞানে। কন্দর্পের একটি নাম 'মার' ; নিজের শরজালে বিদ্ধ করে সমস্ত জগৎকে মারে বা সংহার করে।

ত্রাস—ত্রাস নামক সঞ্চারী ভাব ; অকস্মাৎ মনের কম্প-ভাব।

[খ]ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে—ঔৎসুক্য নামক সঞ্চারী ভাবের প্রবলতায়।

অন্য ভাবসৈন্য—উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ত্রাস প্রভৃতি সঞ্চারীভাবরূপ সৈন্যগণকে।

স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দের গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কান॥ ৫৮
এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রি দিনে।
উন্মাদ চেষ্টিত সদা প্রলাপ বচনে॥ ৫৯
এক দিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার॥ ৬০
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥[গ] ৬১
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মনপ্রাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা জ্ঞান॥ ৬২
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥ ৬৩
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য।[ঘ]
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য॥ ৬৪
সর্বভাবে ভজ লোক চৈতন্যচরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত ধন॥ ৬৫
এইত কহিল কূর্মাকৃতি[ঙ] অনুভব।
উন্মাদ চেষ্টিত তাতে উন্মাদ প্রলাপ॥ ৬৬
এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥ ৬৭

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ ৫ শ্লোকঃ

অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৫

অন্বয়—দ্বারত্রয়ং অনুদ্‌ঘাট্য চ (বহির্গমনের তিনটি দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়াই) ; অহো (অহো !) ; উরু উচ্চৈঃ ভিত্তিত্রয়ং বিলঙ্ঘ্য (অতি উচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘনপূর্বক) ; কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে (কলিঙ্গদেশীয়

[গ]শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন—বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-পত্রাদির ভিতর দিয়ে চাঁদের সামান্য অংশমাত্র দেখে চাঁদের স্বরূপ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা।

[ঘ]বদান্য—দাতা।

[ঙ]কূর্মাকৃতি—কচ্ছপ আকৃতি।

গাভীগণমধ্যে) ; **নিপতিতঃ** (নিপতিত) ; **কৃষ্ণোরুবিরহাৎ** (শ্রীকৃষ্ণের দারুণ বিচ্ছেদে) ; **তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ** (দেহের সঙ্কোচের আবির্ভাবে) ; **কমঠঃ ইব বিরাজন্** (কূর্মের ন্যায় বিরাজিত) ; **গৌরাঙ্গঃ** (শ্রীগৌরাঙ্গ) ; **হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি** (হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন)।

অনুবাদ—যিনি বাইরে যাওয়ার তিনটি দ্বার না খুলে অতি উঁচু তিনটি প্রাচীর উলঙ্ঘন করে কলিঙ্গদেশীয় গাভীদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের দারুণ বিরহে শরীর সংকুচিত হওয়ায় কচ্ছপের মতো হয়েছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে আনন্দিত করছেন।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৬৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্মাকারানুভাবোন্মাদপ্রলাপবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধো রবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ॥ ১

অন্বয়—যঃ শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোঃ অবলকনয়া (যিনি শরৎকালের জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে সমুদ্র দর্শন করিয়া) ; জাতযমুনাভ্রমাৎ (যমুনার ভ্রম উৎপন্ন হওয়ায়) ; ধাবন্ (ধাবিত হইয়া) ; হরিবিরহতাপার্ণব ইব (কৃষ্ণবিরহতাপ-সমুদ্রের ন্যায়) ; অস্মিন্ নিমগ্নঃ (এই মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া) ; মূর্চ্ছালঃ অখিলাং রাত্রিং (মূর্চ্ছিত অবস্থায় সমস্ত রাত্রি) ; পয়সি নিবসন্ (জলে বাস করিয়া) ; প্রভাতে স্বৈঃ (প্রাতঃকালে স্বরূপাদি স্বীয় ভক্তগণকর্তৃক) ; প্রাপ্তঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ; স শচীসূনুঃ (সেই শচীনন্দন) ; ইহ নঃ অবতু (এই সংসারে আমাদিগকে রক্ষা করুন)।

অনুবাদ—যিনি শরৎকালের জ্যোৎস্নাবতী রাতে সমুদ্র দেখে যমুনা-ভ্রমে ধাবিত হয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—যেন কৃষ্ণবিরহের দুঃখসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই মহাসমুদ্রে মূর্ছিত অবস্থায় সারা রাত জলে বাস করে প্রভাতে স্বরূপাদি ভক্তগণের দ্বারা যিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য এই সংসারে আমাদের রক্ষা করুন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে॥ ২
শরৎকালের রাত্রি শরচ্চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রি সকল॥ ৩
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীতশ্লোক পড়িতে শুনিতে॥ ৪
কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ॥ ৫
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু গড়ি যায়॥ ৬
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ববৎ তার অর্থ করয়ে আপনে॥ ৭
এইমত রাসলীলার হয় যত শ্লোক।
সভার অর্থ করে প্রভু পায় হর্ষ শোক॥ ৮
যে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার॥ ৯
দ্বাদশ বৎসর যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
অতি বাহুল্য ভয়ে গ্রন্থ, না কৈল লিখনে॥ ১০
পূর্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্‌দরশন।
তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপবর্ণন॥ ১১
সহস্র বদনে যবে কহয়ে অনন্ত।
একদিনের লীলার তভু নাহি পায় অন্ত॥ ১২
কোটিযুগ পর্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার তভু নাহি পায় শেষ॥ ১৩
ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর॥ ১৪
ভক্তপ্রেমের যত দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার॥ ১৫
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে॥ ১৬
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়।
আপনি নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঁয়[ক]॥ ১৭
প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন॥ ১৮
বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ।
কৃষ্ণপ্রেমা কণের তৈছে জীবের স্পর্শন॥ ১৯
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত॥ ২০

[ক]তিনে নাচে এক ঠাঁয়—কৃষ্ণ, ভক্ত ও প্রেম—এই তিনে একস্থানে নৃত্য করেন। এই তিনের সম্মিলিত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ॥ ২১
জীব হইয়া করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ॥ ২২
এই মত রাসের শ্লোক সকলি পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ ২৩

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২৩) শ্লোকঃ

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্ বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥ ২

অন্বয়—**গজীভিঃ ইভরাট্ ইব** (হস্তিনীগণের সহিত হস্তিরাজের ন্যায়) ; **অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ** (গোপাঙ্গনাগণের অঙ্গসঙ্গ দ্বারা সংমর্দিত পুষ্পমালার) ; **কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ** (এবং তাহাদের কুচকুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট) ; **গন্ধর্বপালিভিঃ** (গন্ধর্বপতিগণের ন্যায় গান পরায়ণ ভ্রমরগণ কর্তৃক) ; **অনুদ্রুতঃ শান্তঃ ভিন্নসেতুঃ** (অনুসৃত হইয়া পরিশ্রান্ত এবং লোকমর্যাদা ও বেদমর্যাদায় অতীত) ; **সঃ তাভিঃ যুতঃ** (সেই শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপাঙ্গনাদের সহিত যুক্ত হইয়া) ; **শ্রমং অপোহিতুং বাঃ আবিশৎ** (শ্রান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে জলে প্রবেশ করিলেন)।

অনুবাদ—(শারদীয় মহারাসে রাসনৃত্যাদিতে যে শ্রম জন্মেছিল, জলকেলিদ্বারা সেই শ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে অবতরণ করেছিলেন)।

হস্তিরাজ যেমন পরিশ্রান্ত হয়ে পরিশ্রান্ত হস্তিনীগণের সঙ্গে জলের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে, সেইরকম, শ্রীকৃষ্ণ শ্রান্ত হয়ে ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রমনাশ করবার জন্যে জলে নামলেন। তাঁর গলার মালা গোপীদের দেহের চাপে মর্দিত হয়েছিল আর সে মালা রেঙে উঠেছিল তাঁদেরই বক্ষের কুঙ্কুমের রঙে। সে পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে গন্ধর্বপতিগণের মতো গুঞ্জনরত ভ্রমরের দল যে শ্রীকৃষ্ণের পিছু পিছু ছুটেছিল তিনি লোকধর্ম ও বেদধর্মের অতীত।

এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥ ২৪
চন্দ্রকান্তি উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥ ২৫
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥ ২৬
পড়িতেই হৈল মূর্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥ ২৭
তরঙ্গে বহিয়া বুলে[ক] যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥ ২৮
কোণার্কে[খ]র দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে, কভু ভাসাইয়া লইয়া যায়॥ ২৯
'যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে', মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥ ৩০
ইঁহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
কাঁহা গেলা প্রভু ? কহে চমকিত হঞা॥ ৩১
মনোবেগে গেলা প্রভু লখিতে[গ] নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা॥ ৩২
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা।
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা॥ ৩৩
গুণ্ডিচামন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেরে।
চটক পর্বতে কিবা গেলা কোণার্কেরে॥ ৩৪
এত বলি সভে বুলে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কথো জন লঞা॥ ৩৫
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল।
'অন্তর্ধান কৈল প্রভু' নিশ্চয় করিল॥ ৩৬
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন॥ ৩৭

তথাহি—অভিজ্ঞানমশকুন্তলম-নাটকে চতুর্থ অঙ্কে

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি॥ ৩

[ক]বুলে—ভ্রমণ করে।

[খ]কোণার্ক—কোণারক ; পুরীর নিকটবর্তী সমুদ্র-তীরস্থ স্থানবিশেষ।

[গ]লখিতে—লক্ষ্য করতে।

অন্বয়—সহজ হওয়ায় লিখিত হল না।

অনুবাদ—বন্ধুগণের হৃদয়ে অনিষ্টের আশঙ্কাই উদিত হয়ে থাকে। (অর্থাৎ বন্ধুগণের হৃদয় অমঙ্গলই আশঙ্কা করে)।

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরাইয়া পর্বত[ক] দিকে কথোজন গেলা॥ ৩৮
পূর্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কথোজন।
সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভু-অন্বেষণ॥ ৩৯
বিষাদে বিহ্বল সভে নাহিক চেতন।
প্রভু প্রেমে করি বুলে প্রভুর অন্বেষণ॥ ৪০
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে 'হরি হরি'॥ ৪১
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সভে চমৎকার।
স্বরূপ গোঁসাঞি তারে পুছে সমাচার॥ ৪২
কহ জালিক এইদিকে দেখিলে একজন।
তোমার এ দশা কেনে, কহ ত কারণ॥ ৪৩
জালিয়া কহে ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃতক মোর জালে আইল॥ ৪৪
'বড় মৎস্য' বলি আমি উঠাইল যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে॥ ৪৫
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥ ৪৬
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদ্‌গদ বাণী রোম উঠিল সকল॥ ৪৭
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্র মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥ ৪৮
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হাতপাদ তার তিন তিন হাত॥ ৪৯
অস্থিসন্ধি চাম ছুটিল করে নড়বড়ে।
তাহারে দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে॥ ৫০
মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান-নয়ন[খ]।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু রহে অচেতন॥ ৫১

[ক]চিরাইয়া পর্বত—সমুদ্র তীরবর্তী একটি পর্বতের নাম।

[খ]উত্তান-নয়ন—ঊর্ধ্ব নেত্র।

সাক্ষাৎ দেখিছোঁ মোরে পাইল সেই ভূত।
মুঞি মরিলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রীপুত॥ ৫২
সেইত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা-ঠাঁঞি যাইছোঁ যদি সে ভূত ছাড়ায়॥ ৫৩
একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জনে।
ভূত প্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহ স্মরণে॥ ৫৪
এই ভূত 'নৃসিংহ' নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে॥ ৫৫
হোথা না যাইও নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সভারে॥ ৫৬
এত শুনি স্বরূপ গোঁসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী॥ ৫৭
আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তাহার মাথে॥ ৫৮
তিন চাপড় মারি কহে 'ভূত পলাইল।'
'ভয় না পাইহ' বলি সুস্থির করিল॥ ৫৯
একে প্রেম আরে ভয় দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেল সেই কিছু হৈল ধীর॥ ৬০
স্বরূপ কহে যারে তুমি কর ভূতজ্ঞান।
ভূত নহে তিঁহো কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥ ৬১
প্রেমাবেশে পড়িলা তিঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরেই তুমি উঠাঞাছ আপনার জালে॥ ৬২
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূতপ্রেত জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়॥ ৬৩
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ দেখাহ আমারে॥ ৬৪
জালিয়া কহে, প্রভুকে মুঞি দেখিয়াছোঁ বারবার।
তিঁহো নহে এই অতি বিকৃত-আকার॥ ৬৫
স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থিসন্ধি ছাড়ে— হয় অতি দীর্ঘাকার॥ ৬৬
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল।
সভা লঞা গেলা মহাপ্রভু দেখাইল॥ ৬৭
ভূমে পড়ি আছে প্রভু দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেততনু, বালু লাগিয়াছে গায়॥ ৬৮
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম নটকায়।

দূর পথ উঠাইয়া ঘরে আনন না যায়॥ ৬৯
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া !
বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া॥ ৭০
সভে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কানে॥ ৭১
কথোক্ষণে প্রভুর কানে শব্দ প্রবেশিলা।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিলা॥ ৭২
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ স্থানে।
অর্ধবাহ্যে ইতি উতি করে দরশনে॥ ৭৩
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল।
অন্তর্দশা বাহ্যদশা অর্ধবাহ্য আর॥ ৭৪
অন্তর্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত 'অর্ধবাহ্য' নাম॥ ৭৫
অর্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আকাশে[ক] কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণে॥ ৭৬
'কালিন্দী' দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি—জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ৭৭
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥ ৭৮
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে॥ ৭৯

যথা—রাগঃ।

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠাম॥ ৮০
সখি হে ! দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে।
কৃষ্ণ-মত্ত করিবর[খ], চঞ্চল করপুষ্কর,
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে॥ ধ্রু ॥ ৮১
আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলাসার।
সভে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার॥ ৮২
বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে।
সখীগণের নয়ন[গ], তৃষিত চাতকগণ,
সে অমৃত সুখে পান করে॥ ৮৩
প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ রদারদি, তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি,
তবে যুদ্ধ হৈল নখানখি॥[ঘ] ৮৪
সহস্র করজলসেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্রপদে নিকট গমনে।
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী নর্ম[ঙ] শুনে সহস্র কানে॥ ৮৫
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্ন জলে,
ছাড়িল তাঁহা যাঁহা অগাধ পানি।
তিঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী॥[চ] ৮৬
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সভার বস্ত্র করিল হরণে।
যমুনাজল নির্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে॥ ৮৭

[ক]আকাশে — কারও প্রতি লক্ষ্য না করে যেন প্রভু আকাশের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন।

[খ]করিবর—হস্তিপ্রধান। করপুষ্কর—হস্তরূপ শুণ্ড বা শুঁড়।

[গ]সখীগণের নয়ন—তীরস্থিত সেবাপরা মঞ্জরী সখীগণের চক্ষু যেন তৃষিত চাতক। চাতক যেমন পিপাসায় মরে গেলেও মেঘের জল ছাড়া অন্য জল পান করে না, তেমনি এই সেবাপরা মঞ্জরীগণের নয়নও শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারঙ্গ দর্শন ব্যতীত অন্য কিছু দর্শন করেন না। এই লীলারঙ্গ দর্শনের জন্য বরং তাঁদের উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে।

[ঘ]করাকরি—হাতে হাতে।

রদারদি—দাঁতে দাঁতে।

[ঙ]গোপী নর্ম—সহস্র সহস্র গোপী শ্রীকৃষ্ণের কানে পরিহাস বাক্য বলছেন।

[চ]কণ্ঠদঘ্নজলে—আকণ্ঠ জলে।

গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী — হস্তীর দন্তে উৎপাটিত হয়ে কমলিনী বা পদ্ম যেমন থাকে।

পদ্মিনীলতা সখীচয়ে, কৈল কারো সহায়ে,
তরঙ্গ হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহ মুক্ত কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
স্বহস্তে কঞ্চুলি করিল॥ ৮৮
কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জ বনে[ক] গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে॥ ৮৯
এথা কৃষ্ণ রাধাসনে, কৈল যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা॥ ৯০
যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি আসি করয়ে মিলন।
নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় পরতেকে,
কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ॥[খ]৯১
চক্রবাক মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জলে হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন॥[গ]৯২
উঠিল বহু রক্তোৎপল[ঘ], পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের করে নিবারণ।
পদ্ম চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে,
চক্রবাক্ লাগি দোঁহার রণ॥ ৯৩
পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক্ সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আচ্ছাদয়।
ইঁহা দোঁহার উল্টাস্থিতি, ধর্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয়॥[ঙ]৯৪
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রকে লুঠে আসি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুমিত্র, রাখে উৎপল বড় চিত্র,
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার॥[চ]৯৫
অতিশয়োক্তি[ছ] বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,

[ক]হেমাব্জ বনে— স্বর্ণপদ্মের বনে। গোপীগণের বদনও স্বর্ণপদ্মের মতো ; গোপীগণ সেখানে গিয়ে লুকালেন।

[খ]নীলাব্জ—নীলপদ্ম ; এখানে শ্রীকৃষ্ণের বদন।

পরতেকে—প্রত্যেকে।

[গ]চক্রবাক মণ্ডল — চক্রবাক একরকম পাখি, যারা জোড়ায় জোড়ায় থাকে, তেমনি গোপীস্তনমণ্ডল।

পদ্মমণ্ডল—শ্রীকৃষ্ণের হস্তকে পদ্মমণ্ডল বলা হয়েছে ; পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও কোমল যে শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয়, তাও জলের উপরে উঠল।

[ঘ]রক্তোৎপল — গোপীগণের হস্তরূপ উৎপল স্তনরূপ চক্রবাককে রক্ষা করতে গেলে পদ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের হাত এবং উৎপল অর্থাৎ গোপীগণের হাতের সঙ্গে যুদ্ধ হতে থাকে।

[ঙ]স্বভাবত পদ্মের উপরে বসে চক্রবাকই পদ্মের রস পান করে, কিন্তু এখানে চক্রবাকের (গোপীস্তনের) উপরে বসে পদ্মই (শ্রীকৃষ্ণের হস্তই) চক্রবাকের রস (স্তনের স্পর্শসুখ) আস্বাদন (অনুভব) করছে। শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যের নিয়মই এমন উলটো।

[চ]সূর্যোদয়ে পদ্ম বিকশিত হয়, এজন্য সূর্যকে পদ্মের মিত্র বলে। আবার সূর্যের মিত্র চক্রবাক ; কারণ সূর্যাস্ত হলে চক্রবাক নিজ বাসায় ফিরে যায়। তাই চক্রবাক হল পদ্মের মিত্রের মিত্র। অর্থাৎ চক্রবাক পদ্মেরও মিত্র এবং সহবাসী, এই অবস্থায় চক্রবাককে রক্ষা করাই পদ্মের পক্ষে সঙ্গত কাজ ; কিন্তু তা না করে পদ্ম (শ্রীকৃষ্ণ হস্ত) এসে চক্রবাককে (গোপীস্তনমণ্ডল) লুঠে নিতে চাচ্ছে—কী আশ্চর্য ! (বিরোধাভাস অলংকার)।

উৎপল রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয়, আর চক্রবাক দিনে বিচরণ করে — তাই চক্রবাককে উৎপলের অপরিচিত বলা হয়েছে। চক্রবাক হল উৎপলের শত্রুর মিত্র, সুতরাং নিজেরও শত্রু— এ বড়ই বিচিত্র ! এই অবস্থায় উৎপল (গোপীহস্ত) যে চক্রবাককে (গোপীস্তনমণ্ডল) রক্ষা করবে, তা কোনো মতেই সম্ভব নয় ; কিন্তু কৃষ্ণের রাজ্যে দেখছি—উৎপলই (গোপীহস্ত) চক্রবাককে (গোপীগণের স্তনকে) রক্ষা করছে—কী অদ্ভুত ! (বিরোধাভাস অলংকার)।

বিরোধ-অলংকার — যেখানে বাস্তবিক কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু বিরোধের ন্যায় মনে হয়, সেখানে বিরোধ-অলংকার হয়।

[ছ]অতিশয়োক্তি— উপমেয়ের উল্লেখ না করে শুধু উপমানের উল্লেখে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়।

করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র কর্ণযুগ জুড়াইল॥ ৯৬
ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ তৈল মর্দন, আমলকী উদ্বর্তন[ক],
সেবা করে তীরে সখীগণ॥ ৯৭
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান,
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার[খ], গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন॥ ৯৮
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি আনিয়া সকল॥ ৯৯
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি,
রত্ন মন্দির পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে॥ ১০০
এক নারিকেল নানাজাতি, এক আম্র নানা ভাতি,
কলা কোলি বিবিধ প্রকার।
পনস খর্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সমতারা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর॥[গ] ১০১
খরমুজ ক্ষীরিণী তাল, কেশর পানিফল মৃণাল,
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত।
কোন দেশে কারো খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি,

[ক]আমলকী উদ্বর্তন — আমলকী বেটে তৈরি করা এক রকম গাত্রমার্জন।

[খ]বৃন্দাকৃত সম্ভার—বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাগোবিন্দের জন্য যে সমস্ত গন্ধ-পুষ্পাদি সংগ্রহ করেছিলেন।

[গ]কোলি—কুল। পনস—কাঁঠাল।
নারঙ্গ—লেবু জাতীয় একরকম ফল।
সমতারা—টক-মিষ্টি জাতীয় এক রকম ফল।
মেওয়া—পেস্তা।

সহস্র জাতি লেখা যায় কত॥[ঘ] ১০২
গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থিকর্পূরকেলি,
সরপুপী অমৃত পদ্মচিনি।
খণ্ডক্ষীরসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি॥ ১০৩
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি কৈল বন্যভোজন।
সঙ্গে লৈয়া সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥ ১০৪
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন॥ ১০৫
হেনকালে মোরে ধরি, মহাকোলাহল করি,
তুমি সব ইঁহা লঞা আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা॥ ১০৬
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈলা।
স্বরূপ গোঁসাঞিকে দেখি তাঁহারে পুছিলা॥ ১০৭
ইহাঁ কেনে তোমরা সব আমা লঞা আইলা।
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে কহিতে লাগিলা॥ ১০৮
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসি এত দূর আইলা॥ ১০৯
এই জালিয়া জালে করি তোমা উঠাইলা।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা॥ ১১০
সব রাত্রি সভে বেড়াই তোমা অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি পাইলুঁ আসিয়া॥ ১১১
তুমি মূর্ছাছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্ছা দেখি সভে মনে পাই পীড়া॥ ১১২
'কৃষ্ণনাম' লইতে তোমার অর্ধবাহ্য হৈল।
তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহাও শুনিল॥ ১১৩

[ঘ]ক্ষীরিণী—একরকম শশা।
পীলু—একরম ফল, বৃন্দাবনে পাওয়া যায়।

প্রভু কহে স্বপ্ন দেখিলাঙ্—বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস করে গোপীগণ সনে॥ ১১৪
জলক্রীড়া[ক] করি কৈল বন্যভোজনে।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে॥ ১১৫

[ক]জলক্রীড়া—রাসের পরে জলকেলি, তারপর বন্য ভোজন করেছেন।

তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তাঁরে স্নান করাইয়া।
প্রভু লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা॥ ১১৬
এইত কহিল প্রভুর সমুদ্রপতন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ॥ ১১৭
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১১৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিম্।
প্রলপ্য মুখসঙ্ঘর্ষী মধূদ্যানে ললাসঃ যঃ।। ১

অন্বয়—মাতৃভক্ত শিরোমণিং (মাতৃভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ; তং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে (সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি) ; মুখসঙ্ঘর্ষী (ভিত্তিতে মুখ সংঘর্ষণকারী) ; যঃ প্রলপ্য (যিনি প্রলাপ করিয়া) ; মধূদ্যানে ললাস (মধুবনে বিহার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—মাতৃভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি, যিনি ভিত্তিতে মুখ সংঘর্ষণ করেছিলেন এবং প্রলাপ করে বসন্তকালে উদ্যানে বিহার করেছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।। ১
এই মতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
উন্মাদ প্রলাপ করেন রাত্রিদিবসে।। ২
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ।। ৩
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদদুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে।। ৪
'নদীয়া চলহ, মাতাকে কহিও নমস্কার।
মোর নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার।। ৫
কহিও মাতারে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমা বন্দিয়ে চরণ।। ৬
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে দিন অবশ্য আসি করিয়ে ভক্ষণ।। ৭
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম নাশ।। ৮
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার।। ৯
নীলাচলে আমি আছি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে।।' ১০
গোপলীলা[ক]য় পায়ে যে প্রসাদ-বসনে।
মাতাকে পাঠায়ে তাহা পুরীর বচনে।। ১১
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাইয়া যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠায় আর ভক্তগণে।। ১২
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।। ১৩
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা।। ১৪
আচার্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতার ঠাঁই আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া।। ১৫
আচার্যের ঠাঁই গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য গোঁসাঞি প্রভুকে সন্দেশ[খ] কহিল।। ১৬
তরজা প্রহেলি[গ] আচার্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝে, কেহ বুঝিতে না পারে।। ১৭
'প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।। ১৮
বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।। ১৯
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।'[ঘ] ২০
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা।। ২১

[ক]গোপলীলা—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে প্রভু গোপবেশ ধারণ করে নৃত্যাদি করতেন। প্রভুর এই লীলাকেই এখানে গোপলীলা বলা হয়েছে।

[খ]সন্দেশ—সংবাদ, বার্তা।

[গ]প্রহেলি—হেঁয়ালি।

[ঘ]প্রেমোন্মত্ত শ্রীঅদ্বৈত আচার্য জগদানন্দ পণ্ডিতকে বললেন—'বাউলকে কহিও' অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে ব'লো—সকল লোকই প্রেমোন্মত্ত হয়েছে ; বাকি আর কেউ নেই ; তাই এখন গ্রাহক-অভাবে প্রেমের হাটে আর প্রেমরূপ চাউল বিক্রয় হয় না। সুতরাং প্রেম বিতরণ কার্যের আর 'নাহিক আউল' অর্থাৎ প্রয়োজন নেই।

তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
'তাঁর যেই আজ্ঞা' বলি মৌন করিলা॥ ২২
জানিয়াহ স্বরূপগোঁসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এইত তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল॥ ২৩
প্রভু কহে আচার্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥ ২৪
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কত কাল করে নিরোধন॥ ২৫
পূজা নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তাঁর মন॥ ২৬
মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥ ২৭
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপগোঁসাঞি কিছু হইলা বিমন[ক]॥ ২৮
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥ ২৯
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥ ৩০
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরাগমন।
উদ্ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ॥ ৩১
রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলাপন।
স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজ সখীগণ॥ ৩২
পূর্বে যেন বিশাখাকে শ্রীরাধা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥ ৩৩

তথাহি—ললিতমাধবে ৩ অং ২৫ শ্লোকঃ

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্॥ ২

অন্বয়—**ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমা** (কোথায় নন্দকুল-চন্দ্রমা) ; **ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ** (কোথায় ময়ূরপুচ্ছ ভূষিত শ্রীকৃষ্ণ ?) ; **ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ** (যাঁহার মধুর-মুরলী ধ্বনি অত্যন্ত গম্ভীর, তিনি কোথায় ?) ; **ক্ব নু সুরেন্দ্র-নীলদ্যুতিঃ** (যাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, তিনি কোথায় ?) ; **ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধিঃ মম নিধিঃ** (রাসরসে নর্তনশীল আমার প্রাণরক্ষা বিষয়ে মহৌষধিতুল্য, আমার অমূল্য রত্ন, তিনি কোথায় ?) ; **সুহৃত্তমঃ** (প্রিয়তম) ; **ক্ব বত হন্ত হা ধিক্‌বিধিম্** (কোথায় তিনি ? হায় ! হায় ! হা ধিক্ ! বিধাতাকে ধিক্ !)।

অনুবাদ—শ্রীরাধা বলছেন—হে সখি ! কোথায় নন্দকুল-চন্দ্রমা ? ময়ূরপুচ্ছ ভূষিত শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? যাঁর মধুর-মুরলীধ্বনি মেঘমন্দ্রের মতো গম্ভীর, তিনি কোথায় ? ইন্দ্রনীলমণির মতো যাঁর অঙ্গকান্তি, তিনি কোথায় ? রাস-রস-তাণ্ডবী কোথায় ? আমার প্রাণরক্ষার মহৌষধি কোথায় ? আমার অমূল্য রত্ন—আমার প্রিয়তম বন্ধু কোথায় ? হায় ! হায় ! হা ধিক্ ! বিধাতাকে ধিক্ !

যথা—রাগঃ

ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর।
কান্ত্যমৃত যেবা পীয়ে, নিরন্তর পীয়া জীয়ে,
ব্রজজনের নয়ন-চকোর॥[খ] ৩৪
সখি হে ! কোথা কৃষ্ণ ? করাহ দর্শন।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥ ৩৫
এই ব্রজের রমণী, কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী[গ],
নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি ! রাখ মোর প্রাণ॥ ৩৬
কাঁহা সে চূড়ার ঠান[ঘ], শিখিপুচ্ছের উড়ান,

[ক]কিছু হইলা বিমন—একমাত্র স্বরূপ গোঁসাঞি অদ্বৈত আচার্যের তরজার অভিপ্রায় বুঝেছিলেন ; তাই প্রভুর লীলা সম্বরণের সম্ভাবনা বুঝে তিনি বিষণ্ণ হলেন।

[খ]উজোর—উজ্জ্বল। কান্ত্যমৃত—কান্তিরূপ অমৃত।
পীয়া জীয়ে—পান করে জীবন ধারণ করে।

[গ]কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী—কন্দর্পরূপ সূর্যের তাপে তাপিত ব্রজরমণী রূপ কুমুদিনী।

[ঘ]ঠান—স্থান, স্থিতি।

নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥ ৩৭
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর মন পৈশে হায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা॥[ক] ৩৮
জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
যেই কান্তি জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গাররস সারছানি, তাতে চন্দ্র জ্যোৎস্না-সানি,
জানি বিধি নিরমিল তায়॥[খ] ৩৯
কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবাম্বুদ[গ] গর্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পীয়ে কান্ত্যমৃতধার॥ ৪০
মোর সেই কলানিধি[ঘ], প্রাণরক্ষার মহৌষধি,
সখি ! মোর তিঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন॥ ৪১
যেজন জীতে নাহি চায়, তাহে কেনে জীয়ায়,
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক।
বিধিরে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥[ঙ] ৪২

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৯।১৯) শ্লোকঃ

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥ ৩

অন্বয়—**অহো** (অহো কী আশ্চর্য !) ; **বিধাতঃ** (হে বিধাতা) ; **তব ক্বচিৎ দয়া ন** (তোমার কোথাও দয়া নাই) ; [যতঃ] (যেহেতু) ; **মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ সংযোজ্য** (মৈত্রীদ্বারা প্রণয় দ্বারা জীবগণকে সংযুক্ত করিয়া) ; **অকৃতার্থান্ তান্ বিযুনঙ্ক্ষি** (তাহার কৃতার্থ না হইতেই তাহাদিগকে বিযুক্ত কর) ; **তে বিচেষ্টিতং** (তোমার চেষ্টা) ; **অর্ভকচেষ্টিতম্ অপার্থকং** (বালকের চেষ্টার ন্যায় অর্থশূন্য)।

অনুবাদ—গোপীগণ বললেন—অহো কী আশ্চর্য ! হে বিধাতা ! তোমার কোথাও এতটুকু দয়া নেই ; যেহেতু মৈত্রী (বন্ধুতা) ও প্রণয় দিয়ে জীবগণকে মিলিত করে—তাদের মনের সাধ পূর্ণ না হতেই তুমি তাদের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে বিরহ ঘটাও। বুঝলাম, তোমার চেষ্টা বালকের চেষ্টার মতো অর্থশূন্য।

যথা—রাগঃ।

না জানিস প্রেমধর্ম, ব্যর্থ করিস পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস বিধান॥ ৪৩
অরে বিধি ! তোঁ বড় নিঠুর।
অন্যোন্য দুর্লভজন, প্রেমে করাইয়া সম্মিলন,
অকৃতার্থান্[চ] কেনে করিস্ দূর॥ ধ্রু ॥ ৪৪
অরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র মন লোভাইলি আমার।
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্য স্থান,

[ক]সেয়াকুলের কাঁটা—একরকম কাঁটা গাছ ; যার কাঁটা সহজেই লোকের শরীরে প্রবেশ করে, কিন্তু সহজে বের করা যায় না। সে কাঁটা শরীরের মধ্যে থেকে যন্ত্রণা দেয়—তেমনি শ্রীকৃষ্ণরূপও মনের মধ্যে থেকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে কাঁটার মতো যন্ত্রণা দেয়।

[খ]তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না-সানি — ইন্দ্রনীলমণির কান্তিতে ছাঁকা শৃঙ্গার রসের সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্না মিশ্রিত করে।

নিরমিলতায়—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকে নির্মাণ করল।

[গ]নবাম্বুদ—নূতন মেঘ।

[ঘ]কলানিধি—নৃত্যগীতাদির আশ্রয় রাসরসতাণ্ডবী শ্রীকৃষ্ণ।

[ঙ]জীতে—জীবিত থাকতে, বাঁচতে।

উঠে ক্রোধ-শোক—বিধাতার প্রতি রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর ক্রোধ এবং কৃষ্ণ-বিরহে শোক।

ওলাহন—প্রণয়মূলক মৃদুভর্ৎসন।

[চ]অকৃতার্থান্—অপূর্ণ বাসনা।

পাপ কৈলি দত্ত অপহার[ক]॥ ৪৫
অক্রূর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোষ,
ইঁহো যদি কহ দুরাচার।
তুই অক্রূর মূর্তি ধরি[খ], কৃষ্ণ নিলি চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥ ৪৬
আপনার কর্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর[গ]।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যাঁর সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর॥ ৪৭
সব ত্যজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তাঁর লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥ ৪৮
কৃষ্ণ কেনে করি রোষ, আপন দুর্দৈব দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তাঁরে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল॥ ৪৯
এইমত গৌররায়, বিষাদে করে হায় হায়!
হা হা কৃষ্ণ! তুমি গেলা কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে, তাঁর বাক্য বিলাপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫০
তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন সঙ্গম গীত,[ঘ] প্রভুর ফিরাইল চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন॥ ৫১

[ক]দত্ত অপহার — কোনো বস্তু একবার দিয়ে পুনরায় তা কেড়ে নেওয়াকে দত্ত অপহার বলে। এটা একটা পাপ।

[খ]তুই অক্রূর মূর্তি ধরি—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বিধাতার প্রতি বলছেন — যিনি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই অক্রূর কখনো নিষ্ঠুর হতে পারেন না ; তাঁর মূর্তি ধারণ করে তুই-ই কৃষ্ণকে চুরি করে নিয়েছিস।

[গ]তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর — তোর আর আমার সম্পর্ক বিশেষভাবে দূরবর্তী অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ নয়।

[ঘ]সঙ্গমগীত — শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলন-বিষয়ক গীত।

এইমত বিলপিতে অর্ধ রাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে শোয়াইল॥ ৫২
প্রভুকে শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে॥ ৫৩
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন।
নামসংকীর্তন করে বসি করে জাগরণ॥ ৫৪
বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্তে[ঙ] মুখ ঘসিতে লাগিলা॥ ৫৫
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার॥ ৫৬
সর্ব রাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে, স্বরূপ শুনিল তখন॥ ৫৭
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল মহাদুঃখ॥ ৫৮
প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল।
কাঁহা কৈলে এই তুমি ? স্বরূপ পুছিল॥ ৫৯
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে॥ ৬০
দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারি ভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে॥ ৬১
উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যে বোলে যে করে[চ] সব উন্মাদ লক্ষণ॥ ৬২
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আর দিনে॥ ৬৩
সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর পণ্ডিতে[ছ] প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল॥ ৬৪
প্রভুর পদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপরে করে পাদপ্রসারণ॥ ৬৫

[ঙ]ভিত্তে—প্রাচীর বা দেওয়ালে।

[চ]যে বোলে যে করে—প্রভু যা যা বলেন ও যা যা করেন তা সবই দিব্যোন্মাদের লক্ষণ। যা করেন—তা প্রেম বৈবশ্যজনিত উদ্ঘূর্ণা এবং যা বলেন তা চিত্রজল্পাদি।

[ছ]শঙ্কর পণ্ডিত—ব্রজলীলায় শ্রীভদ্রা সখী।

'প্রভু পাদোপধান'[ক] বলি তার নাম হৈল।
পূর্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল॥ ৬৬

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৩।৫) শ্লোকঃ

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং
সহস্রশীর্ষশ্চরণোপধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট॥ ৪

অন্বয়—ভগবৎকথায়াং (ভগবৎ কথায়) ; **প্রণীয়মানঃ প্রহৃষ্টরোমা মুনিঃ** (প্রবর্তমান পুলকিতগাত্র মৈত্রেয় মুনি) ; **ইতি ব্রুবাণং** (এই কথা যিনি বলিয়াছিলেন, সেই) ; **বিনীতং** (বিনীত) ; **সহস্রশীর্ষঃ চরণোপধানং** (শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধানস্বরূপ) ; **বিদুরং অভ্যচষ্ট** (বিদুরকে বলিলেন)।

অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁর কোলে ভালোবেসে পা মেলে দিতেন, সেই বিদুর বিনীতভাবে এই প্রশ্ন করলে, ভগবৎ-কথায় পুলকিত হয়ে মৈত্রেয় মুনি সানন্দে বিদুরকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য—মহামুনি মৈত্রেয় যখন হরিদ্বারে ছিলেন, তখন মহাত্মা বিদুর বিনীতভাবে ভগবত্তাত্ত্বাদি সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। বিদুরের সেই প্রশ্নে পরমপ্রীত হয়ে মৈত্রেয় মুনি সানন্দে ভগবৎ-কথা বলতে শুরু করেছিলেন।

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসম্বাহন।
ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥ ৬৭
উঘাড় অঙ্গে[খ] পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে উড়ায়॥ ৬৮
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন।
বসি পদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ॥ ৬৯
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে প্রভু মুখাব্জ[গ] ঘষিতে॥ ৭০
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥ ৭১

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ

স্বকীয়স্য প্রাণার্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৫

অন্বয়—স্বকীয়স্য প্রাণার্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য (স্বীয় প্রাণার্বুদ সদৃশ বৃন্দাবনের) ; **বিরহাৎ উন্মাদাৎ** (বিরহে উন্মত্ত হইয়া) ; **সততং প্রলাপান্ অতিকুর্বন্** (সর্বদা যিনি অতিশয় প্রলাপ করিতেন) ; **বিকলধীঃ ভিত্তৌ** (এবং বিকলবুদ্ধিবশত ভিত্তিতে) ; **বদনবিধুঘর্ষেণ ক্ষতোত্থং রুধিরং** (মুখচন্দ্রের ঘর্ষণহেতু ক্ষত হইতে নির্গত রুধির) ; **শশ্বৎ দধৎ** (নিরন্তর যিনি ধারণ করিতেন, সেই) ; **গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি** (শ্রীগৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিতেছেন)।

অনুবাদ—যিনি নিজের প্রাণপ্রিয়তার চেয়েও কোটি কোটি গুণে প্রিয় বৃন্দাবনের বিরহে উন্মত্ত হয়ে সর্বদা অতিশয় প্রলাপ করতেন, এবং বিকলবুদ্ধি হয়ে উন্মাদের মতো ঘরের দেওয়ালে মুখ ঘষে যাঁর মুখের ক্ষত থেকে নিরন্তর রক্ত ঝরে পড়ত ; সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করছেন।

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে॥ ৭২
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে[ঘ]।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥ ৭৩
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যানপ্রধানে।
প্রবেশ করিল প্রভু লঞা ভক্তগণে॥ ৭৪
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক-শারী পিক ভৃঙ্গ[ঙ] করে আলাপন॥ ৭৫
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন।

[ক]প্রভু পাদোপধান—প্রভুর পা রাখবার বালিশ। বিদুরও শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান ছিলেন।

[খ]উঘাড় অঙ্গে—অনাবৃত দেহে ; খালি গায়ে।

[গ]মুখাব্জ—মুখপদ্ম।

[ঘ]পৌর্ণমাসী দিনে—পূর্ণিমায়।

[ঙ]পিক ভৃঙ্গ—কোকিল-ভ্রমর।

গুরু হঞা তরুলতায় শিখায় নর্তন॥ ৭৬
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতা জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥ ৭৭
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্॥ ৭৮
'ললিতলবঙ্গলতা' পদ[ক] গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা॥ ৭৯
প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥ ৮০
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা॥ ৮১
আগে পাইলা কৃষ্ণ, তাঁরে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্ছিত হইয়া॥ ৮২
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধে ভরিল উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন॥ ৮৩
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥ ৮৪
কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা॥ ৮৫

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৬ষ্ঠঃ শ্লোকঃ

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ
পরিমলোর্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে
শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনা
গুরুসুগন্ধিচর্চার্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ
সখি ! তনোতি নাসাস্পৃহাম্॥ ৬

অন্বয়—**কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ** (যাঁহার দেহসৌরভ কস্তুরীকেও জয় করিয়াছে এবং ব্রজাঙ্গনাগণকে আকৃষ্ট করিয়াছে) ; **স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে** (স্বকীয় আটটি অঙ্গ পদ্মে) ; **শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ** (কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধের বিস্তারকারী) ; **মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চার্চিতঃ** (মৃগনাভি, কর্পূর, শ্বেতচন্দন ও অগুরুর সুগন্ধি লেপনে যাঁহার অঙ্গ চর্চিত) ; **সখি** (হে সখি !) ; **স মদনমোহনঃ মে নাসাস্পৃহাং তনোতি** (সেই মদনমোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন)।

অনুবাদ—শ্রীরাধা বললেন—হে সখি ! যাঁর অঙ্গ-সৌরভ মৃগকস্তুরীকেও হার মানিয়েছে, সৌরভের তরঙ্গে যিনি ব্রজগোপীদের আকর্ষণ করেন, যিনি নিজ দেহের আটটি পদ্মে (চক্ষুদ্বয়, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, নাভি ও মুখ) কর্পূরযুক্ত পদ্মের গন্ধ বিস্তার করছেন এবং যিনি মৃগনাভি, কর্পূর, শ্বেতচন্দন ও অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধের দ্বারা নিজের অঙ্গ চর্চিত করেন, সেই মদনমোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বৃদ্ধি করছেন।

যথা—রাগঃ।

কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দভুবনে, করে সর্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥ ৮৬
সখি হে ! কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায়।
নারীর নাসায় পৈশে, সর্বকালে তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণপাশে ধরি লঞা যায়॥ ৮৭
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূর লিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্মসঙ্গে॥ ৮৮
হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।
কর্পূর সনে চর্চা অঙ্গে, পূর্ব অঙ্গের গন্ধসঙ্গে,
মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি॥[গ] ৮৯

[ক]ললিতলবঙ্গলতা পদ—শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রথম সর্গের একটা গীতের প্রথম পদ। পদটি বসন্ত রাস সম্বন্ধে।

[গ]হেমকীলিত চন্দন—সোনার হাতলযুক্ত চন্দন—যা ধরে চন্দন ঘষতে সুবিধা হয় ; কারণ চন্দন অত্যন্ত শীতল বলে শুধু চন্দন ধরলে ঠাণ্ডা লাগে।

চর্চা—লেপন ; ডাকা যেন কৈল চুরি—ডাকাত যেন মনকে চুরি করল।

হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবী ছুটায় কেশবন্ধ।
করিয়া আগে বাউরি, নাচায় জগৎনারী,
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ॥[ক] ৯০
সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙো পিঙোতবু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥ ৯১
মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনামূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥[খ] ৯২
এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়।
যার বৃক্ষলতাপাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায়॥ ৯৩
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্তি কৈল॥ ৯৪
মাতৃভক্তি প্রলপন, ভিত্তে মুখ সংঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধে স্ফূর্ত্যে দিব্য নৃত্য।
এই চারি লীলাভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোঁসাঞির ভৃত্য॥ ৯৫
এইমতে মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন॥ ৯৬

[ক]নীবী—কটিবস্ত্রগ্রন্থি।

বাউরি—পাগলিনী।

[খ]পসারি—প্রসারিত করে, বিস্তৃত করে।

গ্রাহক লোভায় — জগতের রমণীগণকে গ্রাহক হতে প্রলুব্ধ করে।

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য-শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার॥ ৯৭
এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহো তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥ ৯৮

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৪।১২)

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ৭

[অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের ১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৪৬)]

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া॥ ৯৯
ইহার সত্যত্বের প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমরগীতা[গ]তে॥ ১০০
মহিষীর গীত[ঘ] যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে॥ ১০১
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস॥ ১০২
শ্রদ্ধা করি শুন, শুনিতে পাইবে মহা সুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ[ঙ]॥ ১০৩
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ॥ ১০৪
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১০৫

[গ]ভ্রমরগীতা—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৪৭শ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোককে ভ্রমরগীতা বলে।

[ঘ]মহিষীর গীত—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার মহিষীগণের কৃষ্ণবিরহজনিত প্রলাপ।

দশমের শেষে — শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে (৯০ম অধ্যায়ে)।

[ঙ]আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কজনিত দুঃখ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহপ্রলাপমুখসংঘর্ষণাদিবর্ণনং নাম ঊনবিংশ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে॥ ১

অন্বয়—প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্তি মিশ্রিতং (প্রেমজনিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্তিমিশ্রিত); গৌরচন্দ্রস্য লপিতম্ (শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপবাক্য); ভাগ্যবদ্ভিঃ নিষেব্যতে (ভাগ্যবান জনকর্তৃকই শ্রুত হইয়া থাকে)।

অনুবাদ— প্রেমজনিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্তি মিশ্রিত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপবাক্য ভাগ্যবান জনেরাই শ্রবণ করে থাকেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবস কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে॥ ২
স্বরূপ রামানন্দ এই দুজনার সনে।
রাত্রিদিনে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে॥ ৩
নানাভাবে উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্য উদ্বেগ আর্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ॥ ৪
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা॥[ক] ৫
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥ ৬
হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়[খ]॥ ৭
সংকীর্তন যজ্ঞে[গ] করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ ৮

[ক]নিজ শ্লোক—প্রভুর স্বরচিত শ্লোক শিক্ষাষ্টকাদি।
দুই বন্ধু—স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ।

[খ]কলৌ পরম উপায়—কলিযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

[গ]সংকীর্তন যজ্ঞ— নাম-সংকীর্তন দ্বারা পূজাকরণ অথবা, নাম-সংকীর্তনের সঙ্গ-করণ বা সর্বদা সংকীর্তন করা।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২) শ্লোকঃ
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ২

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪৩)]

নাম সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থ[ঘ] নাশ।
সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥ ৯

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ২২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ
চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহা-
দাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥ ৩

অন্বয়—চেতোদর্পণমার্জনং (যাহা চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে); ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং (সংসাররূপ দাবানলকে যাহা নির্বাপিত করে); শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং (যাহা মঙ্গল-কুমুদের উপর জ্যোৎস্না বিতরণ করে); বিদ্যাবধূজীবনং (বিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ); আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং (যাহা আনন্দ-সমুদ্রকে স্ফীত করে); প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং (প্রতিপদে যাহার অমৃতের পূর্ণ আস্বাদ); সর্বাত্মস্নপনং (সকল দেহের পক্ষে স্নানযোগ্য); শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং পরং বিজয়তে (সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন সর্বোৎকর্ষের সঙ্গে জয়লাভ করছে)।

অনুবাদ—যা চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে, যা সংসার-তাপরূপ মহাদাবানলকে নির্বাপিত করে, যা মঙ্গলরূপ কুমুদকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে, যা বিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ, যা আনন্দ-সমুদ্রকে স্ফীত করে, যার

[ঘ]সর্বানর্থ—সকল প্রকার অনর্থ।

প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন—সমস্ত রসেরই আস্বাদ পাওয়া যায় এবং যা সর্বাত্ম (দেহের-মনের) তৃপ্তিজনক, সেই শ্রীকৃষ্ণ নামসংকীর্তন সর্বোৎকর্ষের সঙ্গে জয়লাভ করছেন।

সংকীর্তন হৈতে পাপসংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম॥ ১০
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গাম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥ ১১
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥ ১২

তথাহি—পদ্যাবল্যাং নামমাহাত্ম্যে
শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃতশ্লোকঃ ৩১

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ৪

অন্বয়—নাম্নাং বহুধা অকারি (শ্রীভগবানের নামসমুদয়ের বহু প্রকারে প্রচার করিয়াছেন) ; তত্র **নিজসর্বশক্তিঃ অর্পিতা** (তাহাতে, সেই নামে নিজের সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছেন) ; **স্মরণে কালঃ ন নিয়মিতঃ** (সেই নাম স্মরণেও কালের কোনো নিয়ম নাই) ; ভগবন্ (হে ভগবন্ !) ; **তব এতাদৃশী কৃপা** (তোমার এইরূপই কৃপা) ; **মম অপি ঈদৃশং দুর্দৈবং** (আর আমারও এমন দুর্দৈব যে) ; **ইহ অনুরাগঃ ন অর্জনি** (এ হেন নামে অনুরাগ জন্মিল না)।

অনুবাদ—শ্রীভগবান (মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি প্রমুখ) বহু প্রকারে নিজ নাম প্রচার করেছেন ; সেই নামে আবার নিজের সমস্ত শক্তিও অর্পণ করেছেন ; নাম-স্মরণের সময়েরও কোনো নিয়ম নেই ; হে পরমেশ্বর ! এমনই তোমার কৃপা ! কিন্তু তবু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, এমন নামেও আমার অনুরাগ জন্মাল না।

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥ ১৩
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥ ১৪
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥ ১৫
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥ ১৬

তথাহি—'পদ্যাবল্যাং' (৩২) শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৫

[অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৫০)]

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥ ১৭
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥ ১৮
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥[ক] ১৯
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান[খ] দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥ ২০
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়॥ ২১
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
শুদ্ধভক্তি[গ] কৃষ্ণ ঠাঁঞি মাগিতে লাগিলা॥ ২২
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম গন্ধ॥[ঘ] ২৩

[ক]যেই যে মাগয়ে—বৃক্ষের নিকট যে যা চায়।

ঘর্মবৃষ্টি—যাতে ঘর্মের উদ্গম হয় এমন রৌদ্র বা গ্রীষ্ম এবং বৃষ্টি।

[খ]জীবে সম্মান—প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, তা মনে করে বৈষ্ণব, প্রত্যেক জীবকেই সম্মান দেখাবেন — কাউকেও অবজ্ঞা করবেন না, এমনকি ইতর জন্তুকেও না।

[গ]শুদ্ধভক্তি—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী ভক্তি। যে ভক্তিতে কৃষ্ণসেবার বাসনা ছাড়া অন্য কোনো বাসনাই চিত্তে থাকে না। এই শুদ্ধভক্তিই প্রেম।

[ঘ]যাঁর মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ যাঁর চিত্তে

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ভক্তৌৎসুক্যপ্রার্থনা-
প্রকরণে (৯৫)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৬

অন্বয়— **জগদীশ** (হে জগদীশ) ; **ধনং ন জনং ন** (ধনও না জনও না) ; **সুন্দরীং কবিতাং বা ন কাময়ে** (সুন্দরী স্ত্রী বা সালঙ্কারা কবিতাও কামনা করি না) ; **ঈশ্বরে ত্বয়ি মম** (ঈশ্বর তোমাতে আমার) ; **জন্মনি জন্মনি অহৈতুকী ভক্তিঃ ভবতাৎ** (জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি থাকুক)।

অনুবাদ—হে জগদীশ ! আমি তোমার চরণে ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী পত্নী বা সালংকারা কবিতাও চাই না। আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে—ঈশ্বরস্বরূপ তোমাতে যেন আমার জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥ ২৪
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান[ক]॥ ২৫

তথাহি—পদ্যাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ
শ্লোকঃ ১৭

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং
মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-
ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৭

অন্বয়— **অয়ি নন্দতনুজ** (হে নন্দনন্দন !) ; **বিষমে ভবাম্বুধৌ** (বিষম সংসার-সমুদ্রে) ; **পতিতং কিঙ্করং মাং** (পতিত তোমার দাস, আমাকে) ; **কৃপয়া তব** (কৃপা করিয়া তোমার) ; **পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়** (পাদপদ্মস্থিত ধূলিতুল্য বিবেচনা করো)।

অনুবাদ—হে নন্দসুত কৃষ্ণ ! বিষম সংসার-সমুদ্রে নিপতিত আমি, তোমারই দাস আমাকে কৃপা করে তোমার পাদকমলের ধূলিকণা বলে মনে করো।

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়া-বদ্ধ হঞা॥ ২৬
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন[খ]॥ ২৭
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্‌গম।
কৃষ্ণ ঠাঁঞি মাগে সপ্রেম-নাম-সংকীর্তন[গ]॥ ২৮

তথাহি—পদ্যাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ
শ্লোকঃ ৯৪

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৮

অন্বয়— **তব নামগ্রহণে কদা** (তোমার নাম গ্রহণে কখন) ; **নয়নং গলদশ্রুধারয়া** (নয়ন বিগলিত অশ্রুধারায় পূর্ণ হইবে) ; **বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা** (বদন গদগদবাক্যে রুদ্ধ হইবে) ; **বপুঃ পুলকৈঃ নিচিতং ভবিষ্যতি** (দেহ পুলকে পরিব্যাপ্ত হইবে)।

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! এমন দিন আমার কবে আসবে যখন তোমার নামগ্রহণে বিগলিত অশ্রুধারায় আমার নয়ন ভরে উঠবে, বদন গদ্গদবাক্যে রুদ্ধ হবে, সমস্ত দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হবে ?

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥ ২৯

কৃষ্ণপ্রেম আছে, তিনিই প্রেমের স্বরূপগত ধর্মবশত মনে করেন যে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও প্রেম নেই। প্রেমের অভাবজ্ঞান জন্মিয়ে দেওয়াই প্রেমের একটি স্বরূপগত ধর্ম।

[ক]সংসারী জীব অভিমান— মায়াবদ্ধ সংসারী জীবকে ভগবদ্-চরণে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রভু নিজেকে সংসারী জীব-অভিমানে প্রকটিত করলেন।

[খ]করোঁ তোমার সেবন—তোমার চরণাশ্রয়ে থেকে তোমার সেবা করব।

[গ]সপ্রেম নাম সংকীর্তন—প্রেমের সহিত নাম-সংকীর্তন।

রসান্তরাবেশে[ক] হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্যে করে প্রলপন॥ ৩০

তথাহি—পদ্যাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তঃ

শ্লোকঃ ৩২৮

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম।
শূন্যায়িতংজগৎসর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥ ৯

অন্বয়—**গোবিন্দবিরহেণ** (শ্রীগোবিন্দের বিরহে) ; **মে নিমেষেণ যুগায়িতং** (আমার নিমেষকাল এক যুগের মতো দীর্ঘ হইয়াছে) ; **চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং** (চক্ষু বর্ষার মতো হইয়াছে) ; **সর্বং জগৎ শূন্যায়িতম্** (সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে)।

অনুবাদ—গোবিন্দ বিরহে আমার এক নিমেষকাল এক যুগের মতো দীর্ঘ হয়েছে, আমার চোখ বর্ষার মতো হয়েছে (সর্বদা প্রবলবেগে অশ্রু ঝরছে) এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বলে মনে হচ্ছে।

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥ ৩১
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন, না যায় জীবন॥ ৩২
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥ ৩৩
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব[খ] করিল উদয়॥ ৩৪
ঈর্ষার উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥[গ]৩৫

[ক]রসান্তরাবেশে — অন্যরসের আবেশ ; মধুর রসের আবেশে।

[খ]স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব — শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ (নিত্যসিদ্ধ) কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চারী ভাব-আদির উদয় হল।

[গ]ঈর্ষা — শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ করে হয়তো অন্য রমণীর সঙ্গ করছেন এই ভেবে ঈর্ষার উদয়।

উৎকণ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা।

দৈন্য—তাঁরই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ছেড়ে গিয়েছেন ভেবে শ্রীরাধার চিত্তে দৈন্যের উদয় হল।

এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক[ঘ] যে পড়িল॥ ৩৬
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল॥ ৩৭

তথাহি—পদ্যাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ

শ্লোকঃ ৩৪১

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ১০

অন্বয়—**সঃ** (সেই কৃষ্ণ) ; **পাদরতাং মাং** (পদদাসী আমাকে) ; **আশ্লিষ্য পিনষ্টু** (আলিঙ্গন করিয়া বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিতই করুন) ; **বা** (অথবা) ; **অদর্শনাৎ মর্মাহতাং করোতু** (দর্শন না দিয়া আমাকে মর্মাহতই করুন) ; **বা** (অথবা) ; **সঃ লম্পটঃ যথা তথা বিদধাতু** (সেই বহুবল্লভ যেখানে সেখানে বিহারই করুন) ; **তু** (তথাপি) ; **স এব মৎপ্রাণনাথঃ** (তিনিই আমার প্রাণনাথ) ; **ন অপরঃ** (অন্য কেহ নহেন)।

অনুবাদ—শ্রীরাধা বললেন—হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পদদাসী আমাকে আলিঙ্গন করে বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিতই করুন, অথবা দর্শন না দিয়ে আমাকে মর্মাহতই করুন, অথবা সেই বহুবল্লভ যেখানে সেখানে বিহারই করুন—তিনি যা-ই করুন না কেন—তবু তিনিই আমার প্রাণনাথ ; আর কেউ নন।

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে করিয়ে তার নাহি পায় পার॥ ৩৮

যথা—রাগঃ।

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তিঁহো রস-সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দর্শন, জারেন[ঙ] আমার তনুমন,
তভু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥ ৩৯

প্রৌঢ়ি—অধ্যাবসায় ; প্রগল্‌ভতা।

[ঘ]প্রৌঢ়ি শ্লোক—প্রগলভতাময় শ্লোক।

[ঙ]জারেন—দুঃখে জর্জরিত করেন।

সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয়॥ ধ্রু ॥ ৪০

ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সভারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ ৪১

কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট[ক] সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তভু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥ ৪২

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য[খ]॥ ৪৩

যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তাঁর রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া কাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায় পড়ি, লঞা যাঙ্ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা করোঁ তাঁরে সুখী॥ ৪৪

কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প সাধনে॥ ৪৫

সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্মব্যথা জানে,
তভু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে কাজ, পড়ু তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥ ৪৬

যে গোপী মোর করে দেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস॥ ৪৭

কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥[গ] ৪৮

কৃষ্ণ আমার জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥ ৪৯

মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা করি', কহে 'তুমি প্রাণেশ্বরী',
মোর হয় 'দাসী' অভিমান॥ ৫০

[ক]ধৃষ্ট — অন্য নারীর ভোগচিহ্ন দেহে ধারণ করেও যে নায়ক নিজ প্রেয়সীর সামনে নির্ভয়তার সঙ্গে মিথ্যাবচনে দক্ষতা প্রকাশ করে দোষমুক্ত হতে চায়, তাকে ধৃষ্ট বলে।

[খ]সুখবর্য — সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, পরম সুখ।

[গ]অত্যন্ত দরিদ্র এক বিপ্রের সর্বাঙ্গে ছিল গলিত কুষ্ঠ ; কিন্তু তাঁর পত্নী ছিলেন অত্যন্ত সাধ্বী, পতিব্রতা। তথাপি বিপ্র এক সুন্দরী বেশ্যার রূপে মুগ্ধ হলেন ; তার আশা পূর্ণ হওয়ার নয় বলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়লেন। এমনকি বেশ্যাটিকে নয়ন ভরে দেখার আশাও নেই, কারণ বিপ্র চলতে পারেন না। তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী তাঁর মনোদুঃখের কারণ জানতে পেরে স্বামীর দুঃখ দূর করার জন্য নিজেই দাসী হয়ে বেশ্যাটিকে সেবা করতে লাগলেন। পরে বেশ্যাটি তাঁর অভিপ্রায় জানতে পেরে বিপ্রকে তার ঘরে আনতে বললেন। বিপ্রপত্নী রাত্রিকালে স্বামীকে বহন করে আনার সময় পথিমধ্যে শূলোপরি সমাধিস্থ মার্কণ্ডমুনিকে কুষ্ঠগ্রস্ত বিপ্র স্পর্শ করায় সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় মুনি তাঁকে অভিশাপ দেন যে, রাত্রি প্রভাত হলেই বিপ্রের মৃত্যু হবে। তা শুনে বিপ্রপত্নী ভাবলেন তিনি বিধবা হবেন, তাতে দুঃখ নেই ; কিন্তু তাঁর স্বামীর বাসনা অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই তিনিও বললেন— 'আমি যদি পতিব্রতা হই, তবে এই রাত্রিও প্রভাত হবে না।' মুনি ও সতীর বিবাদে রাত্রি প্রভাত না হওয়াতে নানা অনর্থ উপস্থিত হল। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সেখানে এসে সতীকে বললেন, 'রাত্রি প্রভাত হোক, তোমার স্বামীকে আমরা আবার বাঁচিয়ে দেব।' এতে সতী রাজি হলে রাত্রি প্রভাত হল। ব্রহ্মাদি তিন দেবতার কৃপায় মৃত বিপ্র পুনরায় বেঁচে উঠলেন — কিন্তু কুষ্ঠময় দেহে নয়, যৌবনদীপ্ত সুন্দর দেহে ; আর ব্রহ্মাদির দর্শনপ্রভাবে বিপ্রের বেশ্যা প্রবৃত্তিও দূরীভূত হল।

কান্ত সেবা সুখপুর[ক], সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তভু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে দাসী অভিমানী॥ ৫১
এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
ভাবে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন-দেহ ধরণ না যায়॥ ৫২
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদে কৈল অর্থের নির্বন্ধ॥[খ] ৫৩
এই মত প্রভু তত্তৎ ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল তত্তৎ শ্লোক পঢ়িয়া॥ ৫৪
পূর্বে অষ্টশ্লোক করি লোক শিখাইল।
সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥ ৫৫
প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পঢ়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাঢ়ে দিনে দিনে॥ ৫৬
যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্রগম্ভীর।
নানাভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥ ৫৭
যেই যেই শ্লোক জয়দেবে ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥ ৫৮
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥ ৫৯
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রিদিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে॥ ৬০
সেই সব রস-লীলা আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণি, নাহি পায় অন্ত॥ ৬১
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে॥ ৬২

[ক]সুখপুর—সুখের পূর্তি, সুখের সমুদ্র, পরিপূর্ণ সুখ।

[খ]বিশুদ্ধ প্রেম—স্বসুখবাসনা শূন্য—কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময় প্রেম।

জাম্বুনদ হেম—অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণ—যাতে খাদের গন্ধ-মাত্রও নেই।

যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার॥ ৬৩
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥ ৬৪
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাঢ়িল॥ ৬৫
অতএব সেসব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমস্কারে॥ ৬৬
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন।
এই অনুসারে হবে আর আস্বাদন॥ ৬৭
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে॥ ৬৮
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত-বর্ণন কৈল সমাপন॥ ৬৯
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥ ৭০
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পারে।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবারে॥ ৭১
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥ ৭২
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলার তিঁহো হয় আদি ব্যাস॥ ৭৩
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥ ৭৪
'যে কিছু বর্ণিল সেঁহো সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি' গ্রন্থ রাখিয়াছে উট্টঙ্কিয়া[গ]॥ ৭৫
চৈতন্যমঙ্গলে তিঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন, সেই পরম প্রমাণে॥ ৭৬
সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে॥ ৭৭
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে—'ব্যাস আগে করিব বর্ণনে'॥ ৭৮
চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।

[গ]উট্টঙ্কিয়া—উল্লেখ করিয়া, লিখিয়া।

তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তিঁহো কৈল পান।।[ক] ৭৯
তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা।। ৮০
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি[খ]।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি।। ৮১
তৈছে আমি এককণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার।। ৮২
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান।। ৮৩
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।। ৮৪
নানারোগে গ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগে[গ] পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি।। ৮৫
পূর্বগ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ।। ৮৬
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ।। ৮৭
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ।। ৮৮
ইঁহা সভার চরণকৃপায় লিখায় আমারে।
আর এক হয় তিঁহো অতি কৃপা করে।। ৮৯
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায়[ঘ] তবু রহিতে না পারি।। ৯০
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্ন তা দোষ।
দম্ভ করি বলি, শ্রোতা না করিহ রোষ।। ৯১
তোমা সভার চরণধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন।। ৯২
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
অনুবাদ[ঙ] কৈলে পাই লীলার আস্বাদ।। ৯৩
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের[চ] বিধানশ্রবণ।। ৯৪
তার মধ্যে শিবানন্দ-সঙ্গে কুক্কুর যে আইলা।
প্রভু তারে 'কৃষ্ণ' কহাইয়া মুক্ত কৈলা।। ৯৫
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।
তাহি মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য দর্শন।। ৯৬
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত প্রভুরে কৈল বাক্যদণ্ড।। ৯৭
প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
হরিদাস কৈল নামের মহিমা স্থাপন।। ৯৮
চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তাঁরে কৈল রক্ষণ।। ৯৯
জ্যৈষ্ঠমাসের ঘামে[ছ] কৈল তার পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন।। ১০০
পঞ্চমে প্রদ্যুম্ন মিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।
রায়-দ্বারে তাঁরে কৃষ্ণকথা শুনাইল।। ১০১
তার মধ্যে বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষণ।
স্বরূপগোঁসাঞি কৈলা বিগ্রহমহিমা স্থাপন।। ১০২
ষষ্ঠে রঘুনাথদাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ আজ্ঞায় চিড়ামহোৎসব কৈলা।। ১০৩
দামোদর স্বরূপ ঠাঁঞি তাঁরে সমর্পিলা।
গোবর্ধনশিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা।। ১০৪
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন।
নানামতে কৈল তার গর্ব খণ্ডন।। ১০৫
অষ্টমে শ্রীরামচন্দ্র পুরীর আগমন।
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচন।। ১০৬
নবমে গোপীনাথ পট্টনায়ক বিমোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন।। ১০৭
দশমে করিল ভক্তদত্ত-আস্বাদন[জ]।

[ক]দুগ্ধাব্ধিসমান—দুধের সমুদ্রের মতো স্বাদু এবং অনন্ত। ঝারি—গাড়ু, জলপাত্র।
[খ]রাঙ্গাটুনি—অতি ক্ষুদ্রপক্ষী।
[গ]পঞ্চরোগ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।
[ঘ]না জুয়ায়—যুক্তিসংগত হয় না।
[ঙ]অনুবাদ—বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ।
[চ]দুই নাটক—ললিতমাধব এবং বিদগ্ধমাধব।
[ছ]ঘামে—রৌদ্রে, গ্রীষ্মে।
[জ]ভক্তদত্ত-আস্বাদন—গৌড়ের ভক্তগণের দেওয়া দ্রব্য (দময়ন্তীর ঝালি আদি), যা প্রভু আস্বাদন করতেন।

রাঘব পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন॥ ১০৮
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের বর্ণন॥ ১০৯
একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইলা গৌর ভগবান্॥ ১১০
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈল ভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল্ শিবানন্দেরে তাড়ন॥ ১১১
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা॥ ১১২
রঘুনাথ ভট্টাচার্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন॥ ১১৩
চতুর্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ বর্ণন।
শরীর এথা, প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন॥ ১১৪
তার মধ্যে সিংহদ্বারে প্রভুর পতন।
অস্থিসন্ধি ত্যাগ অনুভাবের উদ্গম॥ ১১৫
চটকগিরি দেখি তাঁহা প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন॥ ১১৬
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যান বিলাস।
বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা করিল প্রবেশ॥ ১১৭
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।
তার মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ॥ ১১৮
ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈল।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইল॥ ১১৯
শিবানন্দ বালকেরে শ্লোক করাইল।
সিংহ-দ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল॥ ১২০
মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিল।
কৃষ্ণাধরামৃত শ্লোক সব আস্বাদিল॥ ১২১
সপ্তদশে গাভীমধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্মাকার অনুভাবের তাঁহাই উদ্গম॥ ১২২
কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
'কাস্ত্র্যঙ্গ তে' শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল॥ ১২৩
ভাবশাবল্যে[ক] পুনঃ কৈল প্রলাপন।
কর্ণামৃতের শ্লোকার্থ কৈল বিবরণ॥ ১২৪
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাঁহাই দর্শন॥ ১২৫
তাঁহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্য ভোজন।
জালিয়া উঠাইল প্রভু আইলা স্বভবন॥ ১২৬
ঊনবিংশে ভিত্তে প্রভুর মুখসংঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্তি প্রলাপ বর্ণন॥ ১২৭
বসন্ত-রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থ বিবরণ॥ ১২৮
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিলা প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ ১২৯
ভক্ত শিক্ষাইতে যেই অষ্টক করিল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল॥ ১৩০
মুখ্য মুখ্য লীলা তাঁহা করিল কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থ বিবরণ॥ ১৩১
একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেকপ্রকার।
মুখ্য মুখ্য গণিল শুনিলে জানিবে অপার॥ ১৩২
শ্রীরাধা সহ শ্রীল মদনমোহন।
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোবিন্দচরণ॥ ১৩৩
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর সব গৌড়িয়ার প্রাণনাথ॥ ১৩৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ॥ ১৩৫
শ্রীরূপ শ্রীস্বরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ॥ ১৩৬
নিজ শিরে ধরি ইহা সভার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ॥ ১৩৭
সভার চরণ কৃপা গুরু-উপাধ্যায়ী[খ]।
মোর বাণী শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই॥ ১৩৮
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল।
কৃপা না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিল॥ ১৩৯

[ক]ভাবশাবল্যে—ভাবের প্রভাবে।

[খ]গুরু-উপাধ্যায়ী—নৃত্যগীত-বাদ্যাদির সুদক্ষ আচার্যাণী। শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনমোহনাদির কৃপা নৃত্যগীতাদির গুরুরূপে গ্রন্থকারের কথাকে শিষ্যা করে অনেক ভাবে নাচিয়েছেন।

অনিপুণা[ক] বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে॥ ১৪০
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সভার চরণ-কৃপা শুভের কারণ॥ ১৪১

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুইয়া করোঁ মুঞি পানে॥ ১৪২
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম॥ ১৪৩
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৪৪

[ক]অনিপুণা—অপটু, নিজে নাচতে অক্ষমা।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাষ্টকশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা সমাপ্ত

॥ সমাপ্তমিদং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥

॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু ॥